শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-চম্পূঃ

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-বংশোদ্ভব

শ্রীলরঘুনন্দন-গোস্বামিপাদ-বিরচিতা

শ্রীল রাখালানন্দ ঠাকুর-শাস্ত্রি-মহোদয়-কৃতটীপ্পন্যা শ্রীগুরুচরণদাস কৃত

বঙ্গানুবাদেন চ সমলঙ্কৃতা

বরাহনগর-

শ্রীশ্রীভাগবতাচার্য্য-শ্রীপাঠবাটীস্থ

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থমন্দিরতঃ

প্রকাশিতা

প্রথমমুদ্রণম্

শ্রীচৈতন্যাব্দঃ ৪৭২

বর্দ্ধিত মূল্য- ১০, টাকা

ভিক্ষা—[illegible]

প্রকাশক:
শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ ট্রাষ্ট পক্ষতঃ
শ্রীরাধাচরণ দাস:
শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম:
কলিকাতা-৩৫

মুদ্রাকর :
শ্রীরজনীকান্ত মণ্ডল
শ্রীধর প্রেস
১৪, বিহারী ডাক্তার রোড, ভবানীপুর
কলিকাতা-২

বিজ্ঞপ্তি

শ্রীগৌরাঙ্গ-চম্পু—বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী মাণ্ডগ্রামবাসী শ্রীমন্নিত্যানন্দবংশ্য শ্রীল রঘুনন্দন-গোস্বামিপাদ-বিরচিত এই বিপুলায়তন চম্পূকাব্য বত্রিশটি আস্বাদে সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহাতে শ্রীমন্নবদ্বীপ-সুধাকরের নবদ্বীপ-লীলাই মাত্র বর্ণিত হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ-বলদেবের উত্তরকালে যাঁহারা গৌড়ীয় সাহিত্যের সেবা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ইঁহারই আসন সর্ব্বোচ্চ—ইহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ বিরুদাবলী, শ্রীরাম-রসায়ন, শ্রীরাধা-মাধবোদয় কাব্য, গীতমালা, দেশিক নির্ণয়, বৈষ্ণবব্রত নির্ণয় প্রভৃতি বহু গ্রন্থ সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় রচনা করিয়া ইনি চিরযশস্বী হইয়াছেন। এই গ্রন্থসমূহের পরিচয় 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব-অভিধানে' তৃতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য। অষ্টাদশ শক-শতাব্দীর শেষভাগে এই চম্পূ রচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের টিপ্পনী করিয়াছেন—শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীশ্রীরাখালানন্দ ঠাকুর শাস্ত্রী মহোদয় এবং অনুবাদ করিয়াছেন—শ্রীমদ গুরুচরণ দাস বাবাজী। গ্রন্থখানি সুখবোধ্য, প্রীতিপ্রদ ও সমাস্বাদ্য।

এই দুর্লভ গ্রন্থের হস্তলিখিত পুঁথি আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি—পূজ্যবর শ্রীল রাখালানন্দ ঠাকুর শাস্ত্রী মহোদয়ের নিকট হইতে। প্রথমে ইহা শ্রীনিতাইসুন্দর পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পাইয়াছেন, এখনও প্রকাশ পাইতেছেন। গ্রন্থ সম্পূর্ণ প্রকাশ হইতে আরও সাতটি আস্বাদ বাকী। তাহার সঙ্গে অতিরিক্ত কপি যাহা ছাপা হইতেছে, তাহা হইতে সপ্তদশ আস্বাদ পর্য্যন্ত লইয়া পূর্ব্বার্দ্ধ-রূপে গ্রন্থাকারে এক্ষণে আমরা শ্রীগৌরভক্তগণের করকমলে অর্পণ করিলাম। তাঁহারা ইহা পাঠ করিয়া কথঞ্চিৎ আনন্দ পাইলেই আমাদের শ্রম সার্থক হইবে। যাঁহাদের কৃপাশীর্ব্বাদে ও সহযোগিতায় আমরা এই গ্রন্থরত্ন প্রকাশনে সক্ষম হইয়াছি, তাঁহারা প্রায় সকলেই আমাদের চক্ষুর অন্তরাল হইয়া নিত্যধামে বিরাজ করিতেছেন—শ্রীখণ্ডের শ্রীপাদ রাখালানন্দ ঠাকুর মহাশয়, আরাধ্যদেব শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ, পরমপ্রীতিভাজন শ্রীরামগতি ঘোষাল মহাশয়, শ্রীগুরুচরণ দাস ও শ্রীহরিদাস দাস বাবাজী। ইঁহাদের আশীর্ব্বাদ ও সহযোগিতা না পাইলে এই গ্রন্থরত্ন উদ্ধার করিয়া গৌরভক্তগণের করকমলে অর্পণ করিতে সক্ষম হইতাম না। এ কার্য্য তাঁহাদেরই—আমরা নিমিত্তমাত্র। মুদ্রণ-প্রমাদ, নিজেদের অনবধানতা ও অযোগ্যতার জন্য এই শ্রীগ্রন্থের বহুল ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হইতে পারে। তজ্জনিত যে অপরাধ, আশা করি অদোষদর্শী সহৃদয় পাঠক মহোদয়গণ নিজগুণে তাহা ক্ষমা করিবেন। আর যাঁহারা ইহার মুদ্রণ কার্য্যে শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ চরণে তাঁহাদের মঙ্গল কামনা করি।

দীনহীন

প্রকাশক

বরের নিকট পাঠাইয়া দিতে দাসীকে আহ্বান করিয়া ভ্রমবশতঃ দেবতাদের হস্তে পুত্রকে অর্পণ,, দেবতাগণকর্তৃক পরমানন্দে বিশ্বম্ভরকে আনিয়া আঙ্গিনায় বসাইয়া পারিজাতাদি পুষ্পে অর্চনা ও স্তবপাঠ। গৌরাঙ্গ কর্তৃক 'তোমরা কে কি জন্য আসিয়াছ' এইরূপ জিজ্ঞাসিত দেবতাগণের তাঁহার নৃত্যদর্শনাভিলাষ প্রকাশ, দেবতাদের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের অপূর্ব্ব নৃত্য, ইহা দেখিয়া কিছু বুঝিতে না পারিয়া শচীমাতার আনন্দ, ভয় ও জড়তা প্রাপ্তি। নৃত্যান্তে দেবতাগণের স্বস্থানে প্রস্থান, বিশ্বম্ভরের পিতার কক্ষে প্রবেশ, অকস্মাৎ নূপুর ও করতালি ধ্বনি শ্রবণে পূর্ব্ব হইতেই জাগরিত, বিস্মিত, কারণনির্ণয়রত জগন্নাথমিশ্র কর্তৃক বিশ্বম্ভরের আহ্বানে বহিঃপ্রাঙ্গণে আগমন ও বিশ্বম্ভরকে ধারণ, কাহারা নাচিতেছিল এবং নূপুরধ্বনির কারণ জিজ্ঞাসা, পুত্রবিরহব্যাকুলা শচীমাতার তথায় আগমন এবং গভীর রাত্রিতে এরূপ ঘটনার কারণ নির্ণয়ের জন্য পরস্পর কথোপকথন।

শ্রীগৌরাঙ্গের বিদ্যারম্ভ, শচীমাতাকর্তৃক পাঠরত গৌরাঙ্গের সর্ব্বাঙ্গ নানাভূষণে ভূষিত করণ, শ্রীগৌরাঙ্গের গুরুভক্তি, শ্রীগৌরাঙ্গের অদ্ভুত পাঠ গ্রহণক্ষমতায় গুরুদেবের বিস্ময়, বিদ্যার্থিগণের সহিত বিশ্বম্ভরের ক্রীড়াকৌতুক ও সকলে মিলিয়া গুরুমহাশয়ের নিকট হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ভগবন্নাম গান, সেই নাম গান শুনিবার জন্য নগরবাসিগণের তথায় আগমন ও বিশ্বম্ভর সমেত নাম-গানরত বালকগণের সঙ্গে নৃত্যে যোগদান .... পৃঃ ২২৬—২৪৯

দশম আস্বাদঃ—পথিমধ্যে অদ্বৈততত্ত্বব্যাখ্যারত সশিষ্য মুরারি গুপ্তের সহিত ক্রীড়ারত মহাপ্রভুর মিলন, বালক মহাপ্রভুকে দেখিয়া মুরারি গুপ্তের চমৎকৃতি, গুপ্ত কর্তৃক ভাগবত-শ্লোকের অদ্বৈত ব্যাখ্যা শুনিয়া প্রভু বিশ্বম্ভরের উপহাস, তাহাতে ক্রুদ্ধ মুরারী গুপ্তের স্বগৃহে গমন, তথায় উপস্থিত হইয়া বিশ্বম্ভরকর্তৃক গুপ্তের ভোজনস্থালীতে মূত্রত্যাগ, তাহাতে গুপ্ত ক্রুদ্ধ হইলে তাহাকে বিশ্বম্ভর 'ব্রহ্ম ভিন্ন সবই যদি তোমার মতে মিথ্যা—অবস্তু, তবে মূত্রত্যাগে কোপ না করা উচিত' এইরূপ উপদেশ দান, বালক-দুর্লভ উপদেশ শুনিয়া গুপ্তের বিস্ময় ও দেখিতে দেখিতে তৎকর্তৃক আর কিছু দেখিতে না পাইয়া শেষে অযোধ্যাপুরী ও তথায় সিংহাসনারূঢ় সপার্ষদ শ্রীরামচন্দ্র দর্শন, তদ্দর্শনে গুপ্তের মোহপ্রাপ্তি, পুনঃ চৈতন্যপ্রাপ্ত গুপ্তের স্তুতি শুনিয়া বিশ্বম্ভর কর্তৃক তদীয় মস্তকে পদার্পণ ও "ভাগবতের তাৎপর্য্য অদ্বৈতবাদে নহে, দ্বৈতবাদে, জ্ঞানেতে নহে, ভক্তিতে

নিহিত" বলিয়া সযৌক্তিক ব্যাখ্যা ও তদনন্তর স্বগৃহে গমন, নিঃসন্দিগ্ধ মুরারি গুপ্তকর্ত্তৃক ভক্তিসিদ্ধান্তে উপনীত উপনীত হইয়া চিন্ময় জ্ঞানে মূত্রসহিত সেই অন্নাদি পরমানন্দে ভক্ষণ।

বিশ্বম্ভরের গঙ্গাতীরে আগমন, তথায় পার্ব্বতীপূজারত বালিকাদিগকে স্বপূজাকরণে উপদেশ দান, পুত্রানুসন্ধানে আগতা শচীদেবী কর্ত্তৃক গঙ্গাতীরে পুত্রকে বালিকাগণ দ্বারা পূজার উদ্দেশ্যে আনীত স্রক্-চন্দনাদিতে ভূষিত ও নৈবেদ্য ভক্ষণরত দেখিয়া অমঙ্গলাশঙ্কা, মাতৃশাসনে পলায়নরত বিশ্বম্ভরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ শচীমাতার ধাবন, ভীত বিশ্বম্ভরকর্ত্তৃক উচ্ছিষ্ট ও পরিত্যক্ত মৃদ্ভাণ্ডপূর্ণ স্থানে প্রবেশ ও মাতাকে জাগতিক বস্তুর তত্ত্বসম্বন্ধে উপদেশ, তৎশ্রবণে বিস্মিতা শচীমাতাকর্ত্তৃক করে গৃহীত বিশ্বম্ভরের গঙ্গায় স্নান ও স্বগৃহে ভোজনপানাদি।

একদা বিশ্বম্ভর সহপাঠিগণ সহিত সুরধুনীতে জলক্রীড়া করিতে থাকিলে স্নান ও তর্পণে বাধাপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক তাহার নিবারণচেষ্টা, তাহাতে ব্যর্থকাম, ক্রুদ্ধ সেই ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক মিশ্র পুরন্দরের নিকট গিয়া বিশ্বম্ভরের দৌরাত্ম্য বর্ণন, বেত্রহস্তে পিতাকে আগত দেখিয়া বিশ্বম্ভরের পলায়ন, পশ্চাদ্ধাবিত মিশ্রবরের স্বগৃহে আগমন ও শচীকর্ত্তৃক ক্রোধোপশম।

রাত্রিকালে স্বপ্নযোগে মিশ্রবরকে এক মহাপুরুষকর্ত্তৃক বিশ্বম্ভরের স্বয়ং ভগবত্তা বিজ্ঞাপন এবং ইহাকে পিতৃকর্ত্তব্য তাড়ন ও ভৎর্সনা করিতে নিষেধ করার কথা মিশ্রকর্ত্তৃক প্রাতঃকালে বন্ধুগণের নিকট কথন, তাহা শুনিয়া বন্ধুগণের 'মিশ্রতনয় এক বিশ্ববিলক্ষণ বালক' বলিয়া নিশ্চয়, মিশ্রবর বন্ধুগণের সঙ্গে আলাপ করিতে থাকিলে বিশ্বরূপের তথায় আগমন, পুত্রকে বিবাহদানে বন্ধুগণের মিশ্রকে উপদেশ, রাত্রিশেষে বিশ্বরূপের গৃহত্যাগ ও সন্ন্যাস ও শঙ্করারণ্য নাম ধারণ, বিশ্বরূপবিরহে শচী ও জগন্নাথ মিশ্রের দুঃখবর্ণনে গ্রন্থকারকর্ত্তৃক অক্ষমতা জ্ঞাপন, পুত্রশোক-কাতর মাতাপিতাকে বিশ্বম্ভরের সান্ত্বনা দান ... পৃঃ ২৬০—২৯০

একাদশ আস্বাদঃ—বিশ্বম্ভরের অষ্টমবর্ষে পদার্পণ, অপূর্ব্বরূপলাবণ্যের বিকাশ, উপনয়ন, উপনয়নবেশে গৌরাঙ্গের অপূর্ব শোভা বিচ্ছুরিত, শচীদেবী ও জননীস্থানীয় অন্যান্য পুরবাসিগণ কর্ত্তৃক বিশ্বম্ভরকে মহামূল্য বস্ত্র ভিক্ষা দান, ভিক্ষাদান করিতে গুবাক ফল লইয়া শ্রীধরের আগমন, কিন্তু সঙ্কোচবশতঃ কেবল

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-চম্পূঃ

প্রথম আস্বাদঃ

—:০:—

শ্রীসঙ্কর্ষণ-দত্ত-শর্ম নিচয়ো (১) বিদ্যোতি-কীর্ত্ত্যোজ্জ্বলঃ
সচ্চেতোমধুসূদনাশ্রিতপদ-ব্যাকোষ-কীলালজঃ। (২)
গোস্বামী (৩) রঘুনন্দনস্য সুখকৃদ্ভক্তস্য (৪) পীতাম্বরো
বংশীমোহন (৫) উন্নতাং মম কৃপাং শ্রীমানজস্রং ক্রিয়াৎ (৬) ॥১॥

শ্রীশ্রীরাখালানন্দ-ঠক্কুর-শাস্ত্রি-বিরচিত—
শ্রীগৌরলীলামৃতাস্বাদদ্যোতনী টিপ্পনী

চৈতন্যবিগ্রহং কৃষ্ণং নমতা তন্যতে ময়া। গৌরলীলামৃতাস্বাদ-দ্যোতনী কাপি টিপ্পনী ॥ ১
ধ্বন্যলঙ্কার-ভাবানাং দিঙ্মাত্রমিহ দর্শিতম্। প্রায়শো ন প্রবর্ত্তন্তে সন্তোঽপি গ্রন্থ-বিস্তরে ॥২

(১) অথ তত্রভবান্ গ্রন্থকারো নিজগুর্ব্বিষ্টদেবতায়াস্তস্রেণ কারুণ্যমাশাস্তে শ্রীতি। সঙ্কর্ষণো গ্রন্থকৃদগ্রজো বলদেবশ্চ। (২) সচ্চেতা যো মধুসূদনো জ্যায়ান্, পক্ষে সতাং চেতাংস্যেব মধুসূদনা ভৃঙ্গা ইতি চ [তেন পক্ষে তৈরাশ্রিতং পদমেব ব্যাকোষং বিকসিতং কীলালজং পদ্মং যস্য] (৩) গোস্বামী তদাখ্যয়া প্রসিদ্ধো গবাং পালকশ্চ। (৪) ভক্তস্যাশ্রিতস্য রঘুনন্দনস্য তন্নাম্নো জনস্য, পক্ষে শ্রীরামস্য ভক্তস্য ভক্তানামিত্যর্থঃ। জাতাবেকবচনং, সুখকৃৎ সর্ব্বাবতারিত্বাৎ। (৫) বংশীমোহন তন্নামা পীতাম্বরঃ কৃষ্ণতদ্রূপেণাবতীর্ণ ইত্যর্থঃ 'আচার্য্যং মাং বিজানীয়াদিতি' স্বয়মুক্তেঃ। পক্ষে—বংশী মোহয়তীতি স পীতাম্বরঃ কৃষ্ণঃ, পীতাম্বরোঽচ্যুতঃ শার্ঙ্গীত্যমরঃ (৬) শ্রীমান্ প্রেমসম্পত্তিমান্ সর্ব্বশিক্ষোজ্জ্বলশ্চ মম সম্বন্ধে উন্নতাং প্রকৃষ্টাং কৃপামনুগ্রহম্ অজস্রং সততং ক্রিয়াৎ করোতু আশিষি ক্রিয়াদ্যোটাবিতি লিঙ্। অত্রোপমাধ্বনিরুন্নেয়ঃ।

শ্রীগুরুচরণ দাস-কৃত—শ্রীগৌরাঙ্গচম্পূ কাব্যের বঙ্গানুবাদ
[ইষ্টবন্দনা]

১। যিনি আমার অগ্রজ শ্রীসঙ্কর্ষণকে অশেষ মঙ্গলদান করিয়াছেন এবং আমার অন্যতম অগ্রজ শুদ্ধচেতা মধুসূদন যাঁহার প্রফুল্ল চরণ-কমলে আশ্রয়লাভ করিয়াছেন,

সর্ব্বৈর্বেদ-পুরাণশাস্ত্রনিকরৈঃ সঙ্গীত-সাদ্‌গুণ্যয়োঃ
সর্ব্বৈর্দেবগণৈর্বিধিপ্রভৃতিভির্নীরাজ্যপাদাব্জয়োঃ।
ভক্তেচ্ছা-পরিপূর্ত্তয়ে বিহরতো (৭) ভূম্যা বিচিত্রাকৃতৌ
রাধামাধবয়োঃ [৮] স্মরামি সততং তৌ মে সদা স্তাদ্ গতিঃ ॥২॥
দৃষ্ট্বা দ্বারবতী-পুরে মণিময়কুড্যে নিজাঙ্গচ্ছবিং
লোভাকৃষ্টতরান্তরো রসয়িতুং [৯] মাধুর্য্যমিচ্ছন্ নিজম্।
রাধায়া রতিমাত্মবৃত্তিমুররীকৃত্যাস্ত হেতুং [১০] কলৌ
ভূম্যাং যোঽবততার তং ব্রজমহীনাথাত্মজং [১১] সংশ্রয়ে ॥ ৩॥

(৭) প্রতিমারূপেণ স্বগৃহে বর্ত্তমানতাপেক্ষয়া শতৃপ্রত্যয়ঃ। (৮) অধীগর্থদয়েশাং কর্ম্মণীতি পাক্ষিকী শেষবিবক্ষয়াং ষষ্ঠী ভাবিত্যর্থঃ।

অথ স্বকথা-নায়কং শ্রীচৈতন্যদেবং স্বয়ম্ভগবন্তেন সমাশ্রয়তি দৃষ্ট্বেতি। প্রমাণমত্র— 'যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকমিত্যত্র 'বিস্মাপনম্ স্বস্তেতি ভাগবত-বচনম্। এতদেব বিবৃত্যোক্তমভিযুক্ততমৈঃ— 'অপরিকলিতপূর্ব' ইত্যাদি (৯) আস্বাদয়িতুম্, (১০) রাধায়াস্তদাখ্য-স্বপ্রেয়সীমুখ্যায়াস্তৎসম্বন্ধিনীং রতিং প্রীতিমাত্মবৃত্তিং স্ববিষয়াম্। অস্তাস্বাদস্ত হেতুমুররীকৃত্য স্বনিষ্ঠতয়াঙ্গীকৃত্যেত্যর্থঃ রতিশ্চেয়ং মাদনাখ্যমহাভাবঃ। (১১) শ্রীনন্দনন্দন-স্বরূপ-গৌরমিত্যর্থঃ।

রঘুনন্দন নামক মাদৃশ ভক্তজনের যিনি সুখকারী, সেই সমুজ্জ্বলকীর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ আমার গুরুদেব শ্রীমান্ বংশীমোহন গোস্বামী আমার প্রতি নিরন্তর পরম কৃপা বিধান করুন।
[শ্রীকৃষ্ণপক্ষে]

যিনি শ্রীসঙ্কর্ষণ বলদেবকে অশেষ সুখ প্রদান করিয়াছেন, সজ্জনগণের চিত্তমধুকর-সকল যাঁহার প্রফুল্ল চরণকমল আশ্রয় করিয়াছেন, সর্ব্বাবতারী বলিয়া যিনি শ্রীরামচন্দ্রের ভক্তগণেরও সুখবিধায়ক, বংশীস্বরে সর্ব্বজনমোহন পরম সুন্দর পীতাম্বরধারী সেই শ্রীমান্ অর্থাৎ রাধিকা-সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি নিরন্তর পরম কৃপা বিস্তার করুন ॥

২। বেদপুরাণাদি শাস্ত্রসমূহ যাঁহাদের সদ্‌গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, ব্রহ্মা প্রভৃতি সমস্ত দেবতাগণ যাঁহাদের চরণ কমল নির্ম্মঞ্ছন করেন, ভক্তগণের বাসনা-পূরণের নিমিত্ত এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়া বিহারপরায়ণ [আমাদের কুলদেবতা] সেই শ্রীরাধামাধবকে আমি নিরন্তর স্মরণ করি। তাঁহারাই আমার একমাত্র গতি ॥

৩। একদা দ্বারকাপুরে মণিময় ভিত্তিতে যে শ্রীকৃষ্ণ নিজের অঙ্গকান্তির প্রতিবিম্ব-দর্শনে লুব্ধচিত্ত হইয়া নিজমাধুর্য্য আস্বাদন করিতে ইচ্ছা করেন এবং তন্নিমিত্ত যিনি স্বয়ং

ক্ষিপ্ত্বা কর্পরখণ্ড (১১) মুৎকটত্তরং নির্ভিন্নবন্তং নিজং
শুভ্রাংশুপ্রতিমং ললাটফলকং যো মাধবং ভূসুরম্।
তন্নাশায় ধৃতায়ুধাদতিরুষা বিশ্বম্ভরাৎ সংপপৌ (১৩)
তং কারুণ্যনিধিং ভজাম্যবিরতং পদ্মাবতীনন্দনম্ ॥ ৪ ॥

পাষণ্ডস্য (১৪) কলেরধর্মনিকরস্যাপীক্ষমাণো বলং
হুং হুং হুং নিনদেন নূতনঘনধ্বানাতিধিক্কারিণা।
তদ্বদ্ গৌরহরিং নিবেদ্য রভসাদ্ (১৫) বিশ্বম্ভরায়াং প্রভুং
যোঽস্যামাবিরভাবয়ৎ (১৬) স দয়তামদ্বৈতনামা প্রভুঃ (১৭) ॥ ৫ ॥

প্রভূণামেতেষাং ধরণিবলয়ে (ক) পার্ষদগণাম্
প্রকাশং সংপ্রাপ্তান্ সবিনয়মহং স্তৌমি সততম্।

অথ তদীয়নিত্যপরিকরাননুপশ্লোকয়তি—(১২) ভগ্নকুম্ভ-শকলম্। (১৩) শ্রীগৌরাঙ্গাৎ সংপপৌ ররক্ষ। ভূসুরং বিপ্রম্। পদ্মাবতীনন্দনং নিত্যানন্দম্॥

(১৪) পাষণ্ডস্য কলেরধর্মনিকরস্য বলং হুঙ্কারত্রয়েণ বিজ্ঞাপ্য। (১৫) কৌতুকমাশ্রিত্য ল্যব্লোপে পঞ্চমী। (১৬) প্রাদুর্ভাবিতবান্। (১৭) কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা কর্ত্তুঞ্চ সমর্থো যশ্চেশ্বরস্তাদিত্যর্থঃ।

[ক] ক্ষিতিমণ্ডলে। অনুক্রোশো দয়া। (১৮) নির্বৃতিং সুখিতং শান্তমিত্যর্থঃ। নির্বাণ সুখমোক্ষয়োরিত্যমরঃ। অশ্লিষ্টপরম্পরিতরূপকমত্রালঙ্কারঃ।

আত্মবিষয়ক শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার করিয়া কলিযুগে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, আমি সেই ব্রজরাজনন্দনের আশ্রয় গ্রহণ করি॥

৪। মাধব বিপ্র [মাধাই] একখানি সুতীক্ষ্ণ ভগ্ন কলসীখণ্ড নিক্ষেপে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চন্দ্রতুল্য ললাটফলক ভেদ করিলে শ্রীবিশ্বম্ভর অত্যন্ত ক্রোধভরে তাহাকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত [সুদর্শন] অস্ত্র ধারণ করেন। তখন তাঁহার নিকট হইতে যিনি ঐ মাধব বিপ্রকে রক্ষা করিয়াছিলেন, আমি সেই করুণানিধি পদ্মাবতীনন্দন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে সর্ব্বদা ভজনা করি॥

৫। পাষণ্ড কলি ও অধর্ম্মসমূহের প্রভাব-দর্শনে নবজলদ-নাদবিনিন্দি হুং হুং হুং শব্দে যিনি প্রভু শ্রীগৌরহরিকে পরম কৌতুকভরে উহা জানাইয়া এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ করাইয়াছেন, সেই শ্রীঅদ্বৈত প্রভু আমার প্রতি দয়া করুন।

৬। এই প্রভুত্রয়ের যে সকল পার্ষদ ভূমণ্ডলে প্রকট হইয়া কারুণ্যামৃতসেচনে

যদীয়ানুক্রোশামৃতসমভিষেকাদতিতরাং
কলি-গ্রীষ্মোত্তপ্তং জগদিদমহো নির্বৃতমভূৎ (১৮) ॥ ৬ ॥

এষাং ভক্তা যে বভূবুর্জগত্যাং
বিদ্যন্তে যে ভবিষ্যন্তি পশ্চাৎ।
তেভ্যো ভূমৌ (১৯) দণ্ডপাতং পতিত্বা
ভূয়োভূয়ঃ কুর্মহে সংপ্রণামান্ ॥ ৭ ॥

অত্রাপি বৃন্দাবিপিনে বসন্তো, হ্যধুনা বিশেষেণ জয়ন্তি (ক) সন্তঃ।
যেষাং নিদেশাদহমপ্যদক্ষো, (২০) গৌরাঙ্গলীলা-কথনে প্রবৃত্তঃ ॥ ৮ ॥

যেষাং ধিয়া স্মরণমপ্যলমিষ্টপূর্ত্ত্যৈ (খ)
তেষাং নিদেশনমহো কিমুতেতি চিন্তে।
আলোচ্য দুর্গমতমামপি পণ্ডিতানাং
গাতুং শচীতনয়কেলিমহং প্রবর্ত্তে ॥ ৯ ॥

---

(১৯) নমঃস্বস্তীত্যাদিনা নমোঽর্থযোগে চতুর্থী।

(২০) অপিরত্র ভিন্নক্রমে, তেনাদক্ষোঽপ্যকুশলোঽপীত্যর্থঃ। [ক] সর্বোৎকর্ষেণ বর্ত্তন্তে। জয়তিরত্রাকর্মকঃ সর্বোৎকর্ষ-বচনঃ। তেন নমস্কারোঽপি ব্যজ্যতে, তান্ প্রত্যস্মি প্রণত ইতি। [খ] অলমর্থযোগে চতুর্থী, মনোরথসিদ্ধ্যৈ।

কলিরূপ গ্রীষ্ম দ্বারা অতিশয় তাপিত জগতের পরম শান্তি বিধান করিয়াছেন, আমি বিনয় সহকারে সতত তাঁহাদের স্তব করি ॥

৭। এই জগতে পূর্ব্বে যাঁহারা ইঁহাদের ভক্ত হইয়াছিলেন, সম্প্রতি যে সকল ভক্ত বর্ত্তমান আছেন, ভবিষ্যতে যাঁহারা ইঁহাদের ভক্ত হইবেন—আমি পুনঃ পুনঃ ভূমিতে পতিত হইয়া তাঁহাদিগকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছি ॥

৮। সেই ভক্তগণের মধ্যে যে সকল সজ্জন ব্যক্তি অধুনা শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেছেন, তাঁহারা বিশেষরূপে জয়যুক্ত হউন। যেহেতু আমি অপটু হইলেও তাঁহাদের আদেশ-বলেই শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাবর্ণনে প্রবৃত্ত হইতেছি ॥

৯। বুদ্ধিপূর্ব্বক (মনে মনে) যাঁহাদের স্মরণও সমস্ত অভিলাষ-পূরণে সমর্থ, অহো! তাঁহাদের আজ্ঞাপ্রভাবে কি হইয়া থাকে! এই বিষয় আলোচনা করিয়া আমি পণ্ডিতগণের অতিশয় দুর্জ্ঞেয় (দুর্গম) শচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা গান করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

সন্তো জয়ন্তি ভুবনেষু যথা খলাশ্চ (২১)
তদ্বজ্জয়েয়ুরিতি মে মনুতে মনীষা।
তদ্দৃষ্টিতঃ কবিগিরো হি ভবন্তি শুদ্ধা (২২)
স্তস্মান্ন তে খলু ভবন্তি কদাপি নিন্দ্যাঃ ॥ ১০ ॥

পরেষাং (২৩) পূর্বেভ্যঃ (২৪) করুণহৃদয়েভ্যোঽস্তি (২৫) যদপি
প্রভিদ্যত্বে (২৬) হেতুঃ পরমকঠিনা দুর্হৃদয়তা (২৭)
কবীনাং (২৮) প্রদ্বেষ্যাস্তদপি ন হি তে যৎস্বয়মহো
মদৃষ্টাং (২৯) স্তে দোষান্ বচসি কলয়ন্তি স্বরচিতে ॥ ১১॥

নাস্থাস্যদ্ যদি ভূতলে খলজনঃ কাব্যস্য দোষেক্ষতঃ (৩০)
শঙ্কা তর্হ্য ভবিষ্যদত্র বচনোচ্চারে কবীনাং কুতঃ।

---

(২১) কচিন্নিন্দা খলাদীনামিতি কাচিৎকং কাব্যলক্ষণমনাদৃত্যাহ—সন্ত ইতি। সন্ত ইব খলাঃ পিশুনাশ্চ ভুবনেষু লোকেষু জয়েয়ুঃ স্বোৎকর্ষমাবিষ্কুর্য়ুরিত্যর্থঃ। তত্র হেতুমাহ—তদ্দৃষ্টিত ইতি। (২২) শুদ্ধা নির্দোষাস্তন্মাত্রানুসন্ধায়িত্বাত্তেষামিতি ভাবঃ। তেষামপি দোষজ্ঞতয়া সৎসাম্যমনুসন্ধেয়ম্।

(২৩) নন্থ খলানাং সদ্ভিঃ কথং সাম্যং স্যাত্তত্রাহ—পরেষামিতি। পরেষাং খলানাং, (২৪) সদ্ভ্যঃ (২৫) করুণয়া স্নিগ্ধহৃদয়ত্বেন দোষেষ্বপি গুণদর্শিত্বাদিতি ভাবঃ। (২৬) অত্যন্তভেদে, (২৭) সূচকস্যাপি তদ্দুর্বেদিতি ন্যায়েন পরদোষানুসন্ধানস্যাপি দোষমধ্যে পাঠ্যত্বাদিতি ভাবঃ। (২৮) কৃত্যানাং কর্ত্তরি বেতি পাক্ষিকী ষষ্ঠী, (২৯) স্বয়ং কবিনা ন দৃষ্টান্—অলক্ষিতান্। সুপ্‌সুপেতি নঞর্থেনাব্যয়েন সমাসঃ। অদৃষ্টমিতি পাঠেঽপি ন দোষঃ, ওদিতি প্রগৃহ্য-সংজ্ঞায়াং সন্ধিনিষেধাৎ। তথাচ প্লুতপ্রগৃহ্যা অচি নিত্যমিতি পাণিনিসূত্রম্। ভাষ্যবৃত্ত্যাপি ন স্যাচ্চেতি জ্ঞেয়ম্। (৩০) দোষদর্শনাৎ, ভীত্রার্থানাং

১০। আমার মনে হয়—ভুবনমধ্যে সাধুগণ যেমন জয়যুক্ত হইয়া থাকেন, সেই প্রকার খলসমূহও জয়যুক্ত হউক। কেন না, তাহাদের দৃষ্টিতেই কবিগণের বাক্যসকল নির্দ্দোষ হইয়া থাকে, অতএব তাহারা কখনও সর্বথা নিন্দনীয় নহে॥

১১। সজ্জনের সহিত খলের কিরূপে সাদৃশ্য হইতে পারে ? তাহাতে বলিতেছেন—'যদিও করুণহৃদয় সাধুগণ খলদিগের ভেদ-বিষয়ে তাহাদের অন্তঃকরণের পরম কঠিন-দুষ্টতাই একমাত্র কারণ, তথাপি তাহাদিগকে দ্বেষ করা কবিগণের উচিত নহে। কেননা, কবিগণ স্বরচিত কাব্যে স্বয়ং যে সকল দোষ দেখিতে পান না, খলগণই তাহা দেখাইয়া দিয়া থাকে॥

১২। যদি কাব্যের দোষদর্শনকারী খলজন এ সংসারে না থাকিত, তাহা হইলে

এবঞ্চেদস্তনিশ্চিত্ত কচিদহো কাব্যং ন নির্দূষণং (৩১)
তস্মাৎ সর্বহিত-প্রসক্তহৃদয়ো জীয়াৎ খলঃ সর্বদা ॥ ১২ ॥
অহং স্বতীবাজ্ঞতমঃ স্বভাবাৎ তত্রাপি গৌরাঙ্গ-গুণাতিমত্তঃ।
ততো যদত্র প্রলপামি কিঞ্চিদ্, গুণোঽপি দোষোঽপি ন তত্র মৃগ্যঃ (৩২) ॥১৩॥
তথাপি (৩৩) বাঙ্মে ন বিচক্ষণানাং
কিং মোদহেতুর্ভবিতা কদাচিৎ।
উন্মত্তবাচাঽপি যতো বিদগ্ধাঃ
কদাচিদামোদভৃতো ভবন্তি ॥ ১৪ ॥
গিরা মে গীতাপি প্রচুরতরদোষৈঃ কলিলয়া (৩৪)
সতাং বৃন্দং বিশ্বম্ভর-মধুরলীলা মদয়িতা (৩৫)

ভয়হেতুরিত্যপাদানে পঞ্চমী, শঙ্কা ভয়ম্। (৩১) যদ্যপি সর্বথানির্দোষত্বং কাব্যস্য ন সম্ভবতি তথাপি তদাপেক্ষিকতয়া মন্তব্যমিত্যভিপ্রেত্যোক্তং নির্দূষণমিতি।

(৩২) গুণদোষয়োরন্যতরস্যামার্গণং হি সতাং লক্ষণং গুণদোষদৃশির্দোষঃ ইত্যেকাদশে (১৯।৪৫) ভগবদুক্তেঃ।

(৩৩) ননু ভবৎপ্রলাপং কথং বিদ্বাংসঃ শৃণুয়ুস্তত্রাহ তথাপীতি। বাক্ মে নেতি পদচ্ছেদঃ। অত্র প্রতিবস্তূপমানামালঙ্কারঃ পৌনরুক্ত্যভিয়া শব্দান্তরেণোক্তত্বাত্তত্রাজ্ঞস্য। (৩৪) ব্যাপ্তয়া,

---

বাক্যোচ্চারণ-বিষয়ে কবিগণের কখনও শঙ্কা থাকিত না। যদি তাহাই হইত অর্থাৎ খল জন না থাকিত, তবে কাব্য কখন নির্দোষ হইত না। অতএব সকলের মঙ্গলসাধনে অনুরক্তহৃদয় খলব্যক্তি সর্বদা জয়যুক্ত হউক ॥

১৩। আমি স্বভাবতঃ অতিশয় অজ্ঞতম, তথাপি শ্রীগৌরাঙ্গগুণে মত্ত হইয়া এই কাব্যে যাহা কিছু প্রলাপ করিতেছি—তাহাতে গুণ বা দোষ থাকিলেও কেহ যেন ইহার অনুসন্ধান না করেন ॥

১৪। যদি কেহ প্রশ্ন করেন—বিবুধগণ (পণ্ডিতগণ) তোমার প্রলাপ শ্রবণ করিবেন কেন? তাহাতে বলিতেছি—আমার বাক্য প্রলাপ হইলেও তাহা কি কখনও সুধীবৃন্দের আনন্দজনক হইবে না? (অর্থাৎ অবশ্যই হইবে)। কারণ, উন্মত্তের কথায়ও বিজ্ঞগণ কখনও কখনও আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন ॥

১৫। অনেক দোষযুক্ত বাক্যে আমি শ্রীবিশ্বম্ভরের মধুর লীলা কীর্তন করিলেও

পরিম্লানেনাপি (৩৬) গ্রথিতমতিসজ্জাতিকুসুমং
গুণেনামোদং কিং রসিকনিকরাণাং ন তনুতে ॥ ১৫ ॥
যাচে ততঃ সুবিহিতাঞ্জলিরেষ বাচং (৩৭)
মাতস্তব প্রপদয়োঃ (৩৮) শরণং গতোঽহম্।
কৃত্বা কৃপাং ময়ি ততো রসনাগ্রতো মে
শ্রীগৌরকেলিময়-কাব্যতয়া নিরীয়াঃ (৩৯) ॥ ১৬ ॥
বাচো (৪০) গোচরতাং ন যাতি ভগবাংস্তদ্বর্ণনায় ক্ষমা
স্যামেষা কথমিত্যয়ে বদসি চেৎ সত্যং মৃষা নৈব তৎ।
মাতঃ! কিন্তু তদুন্মুখী ভবসি চেদাবির্ভবেত্ত্বয্যসা-
বেবং বেদ-পুরাণ-শাস্ত্রবিদুষাং (৪১) নির্দ্ধারণা দৃশ্যতে ॥ ১৭ ॥

(৩৫) আমোদয়িষ্যতীত্যর্থঃ, মদী হর্ষ-গ্লেপণয়োরিতি ধাতুঃ। (৩৬) অতি মলীমসেনাপি গুণেন সূত্রেণ গ্রথিতং, নির্মিতং অতিসৎ অত্যন্তশোভনং জাতিকুসুমং মালতীপুষ্পং, সুমনা মালতীজাতিরিত্যমরঃ অত্রোত্তরার্দ্ধে দৃষ্টান্তালঙ্কারঃ।

(৩৭) বাচং সরস্বতীং, (৩৮) পাদাগ্রদেশয়োঃ, এষোঽহং যাচে ইত্যন্বয়ঃ, অন্যথা প্রথমপুরুষাপত্তিঃ স্যাৎ। (৩৯) নির্গচ্ছেঃ বহির্ভূয়া ইতি যাবৎ।

(৪০) 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্ত' ইত্যাদি শ্রুতেঃ। ব্রহ্মবাগহং কথং ক্ষমা স্যামিত্যন্বয়ঃ। তদুন্মুখী তৎসেবায়ামভিমুখী। (৪১) বেদাদিশাস্ত্রবিদাং নির্দ্ধারণা নিশ্চয়ঃ সিদ্ধান্ত ইতি যাবৎ। 'সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদ' ইতিবৎ ইতি ভাবঃ।

ইহা সজ্জনবৃন্দকে আনন্দিত করিবে। অতিসুন্দর জাতি কুসুম অত্যন্ত মলিন সূত্রের দ্বারা গ্রথিত হইলেও সেই মাল্য কি রসিকগণের আনন্দ বিধান করে না?

১৬। সুতরাং আমি কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীসরস্বতীর নিকট প্রার্থনা করিতেছি—হে মাতঃ বাগ্‌দেবি! আমি তোমার চরণতলে শরণাগত হইলাম। অতএব তুমি (আমার প্রতি) কৃপা করিয়া আমার রসনার অগ্র হইতে শ্রীগৌরলীলাময় কাব্যরূপে বহির্গত হও (আবির্ভূত হও)॥

১৭। হে জননি! যদি তুমি বল—"শ্রীভগবান্ বাক্যের অগোচরে। আমি কিরূপে তাঁহাকে বর্ণনা করিতে সমর্থ হইব?" তোমার এ কথা সত্য বটে, কখনই মিথ্যা নহে। কিন্তু মাতঃ! তুমি যদি তাঁহার উন্মুখী হও, তাহা হইলে তিনি তোমাতে আবির্ভূত হইবেন—বেদপুরাণাদি শাস্ত্রবিদ্‌গণের এই প্রকার সিদ্ধান্ত দেখিতে পাওয়া যায়॥

সাক্ষাদেব (৪২) সতোঽপ্যভক্তদনুজাঃ কিঞ্চিৎ সমাস্বাদনং
যস্যালং পরিবঞ্চিতা নো লেভিরে কর্হিচিৎ।
তৎসংসারগদাপহং [৪৩] বহুরসং (৪৪) ভো ভক্তবহির্মুখা (৪৫)
যুষ্মাভিঃ পরিপীয়তাম (৪৬) বিরতং শ্রীগৌরলীলামৃতম্ । ১৮ ।

গদ্যম্—অথ (৪৭) শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবতো ভাবতোত্তরেণ (৪৮) দ্বাপরেণ দ্বাপরশূন্যে (৪৯) গতে ব্যুপরমে (৫০) পরমেশানে (৫১) শ্রীকৃষ্ণে চান্তর্হিতে বান্ধবেষ্বপি (৫২) পরস্পরং বর্দ্ধিত-কলিনা (৫৩) কলিনাঽকলি নাপেনাধর্মস্য প্রাদুর্ভাবঃ ॥ ১৯

দুর্ভাবঃ (৫৪) খলু যস্য পরাক্রমক্রমঃ (ক) ॥ ২০॥

যঞ্চ বর্দ্ধিত-নীচরমং চরমং (৫৫) যুগমাহুঃ ॥ ২১ ॥

---

(৪২) পুরত এব বর্ত্তমানস্যাপি যস্য লীলামৃতস্য, (৪৩) সংসার এব গদো রোগ স্তদপহং তন্নাশকম্—'অন্যতোঽপি দৃশ্যতে' ইতি ড-প্রত্যয়ঃ। (৪৪) বহুলাস্বাদং, (৪৫) ভো ভক্তা এব বহির্মুখা দেবাঃ, 'বহির্মুখাঃ ক্রতুভুজঃ' ইতি তৎপর্য্যায়ে অমরাঃ। (৪৬) আস্বাদ্যতামমৃতরূপত্বাদিতি ভাবঃ।

(৪৭) 'বংশ-বীর্য-প্রভাবাদীন্ বর্ণয়িত্বা রিপোরপি। তজ্জয়ান্নায়কোৎকর্ষ-কথনঞ্চ ধিনোতি নঃ।' ইতি দণ্ড্যাচার্য্য-বচনাৎ কলি-প্রভাবং বর্ণয়তি অথেত্যাদিনা (৪৮) শ্রীভগবদাবির্ভাবহেতুকা যা ভা প্রকাশস্তদ্বতা, উত্তরেণ শ্রেষ্ঠেন সর্ব্বযুগেভ্য ইতি শেষঃ। (৪৯) সংশয়-রহিতে, (৫০) নিবৃত্তৌ গতে প্রাপ্তে, (৫১) পরমেশ্বরে (৫২) বান্ধবেষ্বপি কিমুত শাত্রবেষ্বিতি গম্যতে। (৫৩) বর্দ্ধিতকলহেন কলিনা অধর্মস্য নাপেন প্রাদুর্ভাবঃ অকলি প্রাপ্তঃ। কলিহলী কামধেন্বকাত্ব। (৫৪) অচিন্ত্যঃ, (ক) বিক্রম পরম্পরা।

(৫৫) বর্দ্ধিতা উপচয়ং নীতা নীচানাং পামরাণাং রমা সম্পৎ যেন, যদ্বা—বর্দ্ধিতা নীচা রমা যত্র তম্।

১৮। হে ভক্তদেবতাগণ! অভক্তদানবগণ সাক্ষাৎ বর্ত্তমান থাকিলেও শ্রীভগবান কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া তাহারা যে অমৃতের কিঞ্চিন্মাত্রও আস্বাদ পায় নাই, সেই সংসার রোগ-নিবারক বহুরসময় পরমাস্বাদ্য শ্রীগৌরাঙ্গলীলারূপ অমৃত আপনারা নিরন্তর পান করুন॥

১৯। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবে অতিপ্রসিদ্ধ (গৌরবান্বিত) যুগশ্রেষ্ঠ দ্বাপরের নিঃসংশয়-রূপে সত্যই অবসান হইল এবং পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণও অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর বান্ধবগণের মধ্যেও পরস্পর কলহ-বর্দ্ধনকারী অধর্ম্মরাজ কলিযুগের প্রাদুর্ভাব হইল।

২০। তাহার বিক্রম-পরম্পরা যথার্থই অচিন্ত্য॥

২১। এই যুগে নীচব্যক্তিগণের সম্পদ্ বর্দ্ধিত হয় বলিয়া পণ্ডিতেরা ইহাকে চরমযুগ বলিয়া থাকেন॥

যত্র চ প্রাদুর্ভূতে ভূতেষনুকম্পিতা (৫৬) কম্পিতা সতী দূরমাপ (৫৭) রমাপতি-ভজন-মার্গান্মার্গয়ন্তো (৫৮) জনা দৃশ্যন্তে ॥ ২২ ॥

চতুর্ণাম (৫৯) র্থানামভবদিহ লোপঃ ক্ষিতিতলে
চতুর্ণাং (৬০) বর্ণানাং ক্বচন চলিতান্যোন্যগ-ভিদা (৬১)।
চতুর্ণাং বেদানাং সমজনি তিরোধি (৬২) র্ত্ত পরং
চতুর্ণাং (৬৩) পাদানাং সমভবদধর্ম্মস্য বিজয়ঃ ॥ ২৩ ॥
যস্য ক্রোধ-বিমোহমৎসর-মদানঙ্গাদয়ঃ সৈনিকা
দুর্বুদ্ধির্মহিষী বিগর্হ্যচরিতো (৬৪) হধর্ম্মঃ স মন্ত্রী মতঃ।
রাষ্ট্রং ভারতবর্ষমেতদখিলং পুণ্যা (৬৫) জনাঃ শত্রবঃ
সোহয়ং দুর্জয়বিক্রমঃ কলিনৃপো রাজ্যং শশাস ক্ষিতৌ ॥ ২৪

---

(৫৬) ভূতেষু প্রাণিষু অনুকম্পিতা দয়া। (৫৭) দূরংগতা বিনষ্টেত্যর্থঃ। আপ ইতি লিটো রূপম্। (৫৮) মার্গয়ন্তোঽন্বিষ্যন্তো জনা ন দৃশ্যন্ত ইত্যন্বয়ঃ।

(৫৯) পুরুষার্থানাং ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং (৬০) বর্ণানাং বিপ্রাদীনাং (৬১) পরস্পর-গতভেদঃ সর্বে বর্ণা আচারাভাবাদেকতামেব প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। (৬২) ঋগাদীনাং তদ্বিধীনাং তিরোধিরন্তর্ধানং। (৬৩) হিংসাঽতুষ্ট্যনৃতদ্বেষাণাং।

(৬৪) নিন্দ্যস্বভাবঃ (৬৫) শুভাদৃষ্টবন্তঃ।

২২। ইহার প্রাদুর্ভাবে জীবে দয়া যেন ভয়ে কম্পিত হইয়া দূরে প্রস্থান করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণভজনমার্গের অনুসন্ধানকারী ব্যক্তি এযুগে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না।

২৩। কলিযুগের প্রবর্ত্তনে পৃথিবীতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের লোপ হইল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণের পার্থক্য কোথায় চলিয়া গেল। সাম, ঋক্, যজুঃ ও অথর্ব্ব এই চারি বেদের অত্যন্ত তিরোভাব হইল এবং হিংসা, অতুষ্টি, অনৃত, দ্বেষ, এই চতুষ্পাদ বিশিষ্ট অধর্ম্মের আবির্ভাব হইল।

২৪। ক্রোধ, মোহ, মাৎসর্য্য, মদ, কাম প্রভৃতি যাহার সৈন্য, দুর্ব্বুদ্ধি যাহার মহিষী, অতিনিন্দ্যস্বভাব প্রসিদ্ধ অধর্ম্ম যাহার মন্ত্রী, এই ভারতবর্ষ যাহার একছত্র রাজ্য, ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ যাহার শত্রু,—সেই দুর্জয়শক্তি কলিরাজ জগতে শাসন করিতেছিল।

যস্মিন্ শাসতি রাজ্যমত্র বটবঃ (৬৬) সেবাং গুরোরত্যজন্
যজ্ঞান্ পঞ্চ (৬৭) তথা সমস্তগৃহিণো বাসং বনে তাপসাঃ।
দণ্ডং-বাক্-তনু-চেতসাং যতিগণাঃ সর্বেঽপি লক্ষ্মীপতে-
শ্চিন্তাংতৎপদবন্দনাং তদভিধাগানং (৬৮) তদর্চামপি ॥ ২৫

অহো! কিমন্যদ্ বক্তব্যম্?

যস্যানুশাসনমবাধিতমাপ্তবন্তঃ (৬৯)
পিত্রোঃ সুতাঃ পরিজহুর্ভজনং (৭০) সমস্তাৎ।
বধ্বস্তথা শ্বশুরয়োঃ স্বগুরোশ্চ শিষ্যা
রাজ্ঞঃ প্রজা নিজপতেরপি হন্ত! পত্ন্যঃ ॥ ২৬

গদ্যম্—তদা কদাচিৎ শ্রীনারদো নার-দোষ-ক্ষপণ-তৎপরো (৭১) হপরোপকৃতি-কৃতিতম (৭২) স্তমস্তুতি-ক্ষয়কর-করমালি-সমানরোচিঃ (৭৩) সমুদয়েন শমুদয়েন শশিলিপ্তা ইব কুর্বন্ হরিতো (৭৪) হরিতোষকরীং গীতিং গায়ন্ গগনে গচ্ছতি স্ম ॥২৭

---

(৬৬) মাণবকাঃ (৬৭) "অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণং। হোমো দৈবো বলি ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথি-পূজনমিত্যেতে পঞ্চযজ্ঞাঃ। (৬৮) তন্নাম সংকীর্তনম্।

(৬৯) লব্ধবন্তঃ (৭০) সেবাং।

(৭১) নারং নরসমূহস্তস্য দোষাণাং কামাদীনাং প্রশমনশীলঃ। (৭২) অপরেষামন্যেষাম্ উপকৃতৌ কৃতিতমঃ অতিকুশলঃ। (৭৩) তমস্ততিঃ অজ্ঞানসমূহঃ অন্ধকারব্যাপ্তিশ্চ তস্যাঃ ক্ষয়করস্য

২৫। কলির রাজ্য শাসন কালে ব্রহ্মচারিগণ গুরুসেবা, গৃহস্থগণ পঞ্চযজ্ঞ, বানপ্রস্থ তাপসগণ বনে বাস, যতিগণ বাক্য, শরীর ও মনের সংযম এবং সকলেই নারায়ণের ধ্যান, পাদ-বন্দন, নামসঙ্কীর্ত্তন ও অর্চ্চনা পরিত্যাগ করিয়াছিল ॥

অহো। অন্য আর কি বলিব?

২৬। যাহার নির্ব্বাধ (অব্যাহত) আদেশ পাইয়া পুত্রগণ মাতাপিতার সেবা পুত্রবধূগণ শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা, শিষ্যগণ গুরুসেবা, প্রজাগণ রাজসেবা এবং পত্নীগণ নিজ নিজ পতিসেবা বর্জ্জন করিয়াছিল।

২৭। সেই সময়ে একদা নরগণের কামাদি দোষ নিবারণে তৎপর, পরোপকারে সুনিপুণ দেবর্ষি শ্রীনারদ শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষজনক গান গাহিতে গাহিতে আকাশমার্গে

কোণাঘাত (৭৫) সমুত্থিতপ্রবিলসত্তন্ত্রীস্বরৈঃ সুস্বরং
মাত্তৎ কোকিল-কণ্ঠনাদ-জয়িনং রাগান্বিতং যোজয়ন্।
গায়ন্ গোকুলবল্লভাতুলগুণা (৭৬) নৃ ত্যন্ প্রমোদোদয়া
দানন্দাশ্রুঝরৈর্ঘনাঘনমপি (৭৭) ন্যক্‌কৃত্য রেজে মুনিঃ ॥ ২৮ ॥

গদ্যম্—গচ্ছতা চ তেন নিক্ষিপ্ত-লোচনকুবলয়েন কুবলয়ে (৭৮) বলমান-বাধা মানবা ধার্মিকতারহিতা হিতাচার-বিমুখা বিলুলোকিরে। বিলোক্য চ মনসেদং মমৃশে (৭৯) ॥ ২৯

নাশকস্য করমালিনঃ সূর্য্যস্য সমানং তুল্যং রোচিঃ কিরণং যস্য সঃ। (৭৪) শশিতি মাস্তমব্যয়ং, তস্য পরমকল্যাণস্যোদয়ো যস্মস্তেন সম্যগুদয়েন স্বস্তেতি শেষঃ। শশিলিপ্তাঃ কর্পূরদিগ্ধা ইব হরিতো দিশঃ কুর্বন্।

(৭৫) বীণাবাদনদণ্ডঃ কোণ উচ্যতে। কোণো বীণাদি-বাদনমিত্যমরঃ। (৭৬) শ্রীকৃষ্ণস্য অতুলগুণান্ (৭৭) 'বর্ষুকাব্দে ঘনাঘন' ইত্যমরঃ।

(৭৮) কুবলয়ে ভূমণ্ডলে নিক্ষিপ্তনেত্র কৈরবেণ [illegible] দৃষ্টিপাতেনেত্যর্থঃ। বলমানবাধাঃ প্রাপ্তপীড়াঃ। (৭৯ পরামৃষ্টম্।

গমন করিতেছিলেন, তখন তাঁহার জীবের অজ্ঞানতমোনাশী অঙ্গকান্তি অন্ধকাররাশি বিনাশকারী সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছিল এবং তিনি পরমকল্যাণময় নিজ প্রকাশের দ্বারা দিক্ সকলকে যেন কর্পূরলিপ্ত করিতেছিলেন অর্থাৎ উদ্ভাসিত করিতেছিলেন ॥

২৮। তন্ত্রীতে বীণাবাদনদণ্ডের আঘাত নিবন্ধন যে সুন্দর স্বরসমূহ উত্থিত হইতেছিল, তাহাতে মত্ত কোকিলের কণ্ঠস্বর অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট, নানাবিধ রাগযুক্ত, আপনার সুমধুর কণ্ঠস্বর সংযুক্ত করিয়া মুনিবর গোকুলবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের অনুপম গুণাবলী গান করিতেছিলেন ও আনন্দভরে নৃত্য করিতেছিলেন। তৎকালে তাঁহার নয়নযুগল হইতে যে আনন্দাশ্রুপ্রবাহ নির্গত হইতেছিল, তদ্দ্বারা তিনি বর্ষণশীল মেঘকেও পরাভব করিয়া শোভা পাইতেছিলেন ॥

২৯। এই প্রকারে গমন করিতে করিতে দেবর্ষি সহসা ভূমণ্ডলে নয়ন-কমল নিক্ষেপ-পূর্ব্বক (দৃষ্টিপাত করিয়া) মানবগণকে ধর্ম্মহীন, মঙ্গলানুষ্ঠানে বিমুখ ও প্রবলতাপগ্রস্ত দেখিতে পাইলেন।

অহো! কিমিদমদ্ভুতং কচিদপীক্ষ্যতে নো মখো
ন বেদপঠনং তপো ন চ জপো ন দেবার্চনম্।
নবাতিথিসমাদরো ন পিতৃলোকসংপূজনং
জগত্যবততার কিং পুনরপীহ বেণো নৃপঃ॥ ৩০

গদ্যম্—ক্ষণং বিচার্য্যাচার্য্যাগ্রগণ্যো নিশ্চিত্য পুনরুবাচ—অহো! জ্ঞাতং ন কার্য্যমিদং বেণাবতারস্য বতারস্তত্বং [৮০] কিন্তু॥ ৩১॥

নিবৃত্তিং সংপ্রাপ্তে হরি হরি হরি (৮১) দ্বাপরদিনে
প্রদেশং (৮২) কৃষ্ণার্কে মনুজদৃগতীতং (৮৩) প্রতিগতে।
দৃশো লোপে হেতুঃ সুজন-কমলগ্লানিকরণং
খলোলূকোল্লাসি গ্রসতি জগদেতৎ কলিতমঃ (৮৪)॥ ৩২।

(৮০) ইদমরস্যত্বমরমণীয়ত্বঃ বেণাবতারস্য ন কার্য্যং, কিন্তু কলেরেবেত্যাহ কিন্ত্বিতি।

(৮১) হরি হরি হরি ইতি খেদে সম্ভ্রমে বা। সম্ভ্রমেণ প্রবৃত্তৌ যথেষ্টমনেকধা প্রয়োগো ন্যায়সিদ্ধ ইতি বার্ত্তিকস্মরণাৎ। (৮২) গোলোকমস্তাচলঞ্চ (৮৩) লোকচক্ষুরগোচরং (৮৪) কলিরেব তমঃ অন্ধকার ইতি সাঙ্গরূপকম্। দৃশামিত্যত্র শ্লেষসদ্ভাবেঽপি ন তদ্ধানিঃ, দৃশ্যন্তে কচিদারোপ্যাঃ শ্লিষ্টাঃ সাঙ্গেঽপি রূপক ইতি সিদ্ধান্তাদিতি জ্ঞেয়ম্।

দেখিয়া তিনি মনে মনে এই প্রকার বিচার করিতে লাগিলেন।

৩০। অহো! কি আশ্চর্য্য! পৃথিবীতে কোথাও যজ্ঞ, বেদপাঠ, তপস্যা, জপ, দেবার্চ্চন, অতিথি-সৎকার অথবা পিতৃলোকের পূজা—কিছুই দেখা যাইতেছে না। পুনরায় কি এ জগতে বেণ রাজা অবতীর্ণ হইয়াছেন?

৩১-৩২। ক্ষণকাল বিচারপূর্ব্বক আচার্য্যবর নারদ ইহার কারণ নিশ্চয় করিয়া পুনরায় বলিলেন—"অহো! জানিয়াছি। এইপ্রকার অরসতা (অরমণীয়তা) বেণাবতারের কার্য্য নয়। কিন্তু—হরি, হরি হরি (হায় হায়)! দ্বাপরদিনের অবসানে শ্রীকৃষ্ণরূপ ভাস্কর লোকচক্ষুর অগোচরে শ্রীগোলোকরূপ অস্তাচলে প্রস্থান করিলে লোকগণের দৃষ্টিলোপকর সজ্জনরূপ কমলের গ্লানিকর এবং খলরূপ পেচকের উল্লাসজনক কলিরূপ অন্ধকার এই জগৎকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে।

গদ্যম্—যশ্চ কলিঃ ফাল্গুনমাস ইব তপোঽপগমোদয়ঃ (৮৫) প্রমত্ত-মতঙ্গজ ইব সবলোপকারী (৮৬) বাতরোগ-বিশেষ ইব শ্রুতিক্ষয়করঃ (৮৭) নীতিশাস্ত্রানভিজ্ঞ-নৃপ ইব সদাচারহীনঃ (৮৮) সশৈবল-জলাশয় ইব পঙ্ক-বর্দ্ধনঃ (৮৯) তিমিরাময় ইব দৃঙ্-মালিন্যহেতুঃ (৯০) বৈশেষিকবাদ ইবাবিষ্কৃত-পরমোহঃ খণ্ডিত-বিষ্ণুপদভাবশ্চ (৯১) ॥ ৩৩ যেন চাক্রান্তস্য জগতো গতোদয়স্য [৯২] তোদয়স্য তোষকরং [৯৩] কিমপি ভাবুকং (৯৪) নাবলোক্যতে, যতঃ—॥৫৪ ॥

(৮৫) তপোঽনশনং পক্ষে তপো মাঘস্তস্যাপগমো যস্মাত্তাদৃশ উদয়ো যস্য। (৮৬) যজ্ঞলোপকারী পক্ষে সবলো বলবান্ অপকারী চ। (৮৭) শ্রুতির্বেদঃ কর্ণশ্চ, বৈদিকক্রিয়াফলত্বাদন্যত্র শ্রবণেন্দ্রিয়শক্তি-নাশকত্বাৎ। (৮৮) সতামাচারেণ হীনঃ সুহৃদাচার ইত্যর্থঃ পক্ষে সর্ব্বদা চারহীনঃ—"রাজানশ্চার-চক্ষুষঃ" ইতি নীতিভঙ্গাৎ। (৮৯) পঙ্কঃ পাপং কর্দ্দমশ্চ। তন্ময়ত্বাদিকস্তূভয়ত্র তুল্যম্। (৯০) তিমিরাময়স্তিমিরাখ্যচক্ষুরোগবিশেষঃ, দৃক্‌বুদ্ধিঃ চক্ষুশ্চ তস্যা মালিন্যং বিবেকশূন্যত্বং আন্ধ্যঞ্চ। (৯১) আবিষ্কৃতঃ পরেষাং মোহো যেন, খণ্ডিতো বিষ্ণুচরণে ভাবো ভক্তির্যেন সঃ। পক্ষে আবিষ্কৃতঃ পরম ঊহঃ বিতর্কো যেন, খণ্ডিতো বাধিতো বিষ্ণুপদস্য আকাশস্য ভাবো জন্য যেন, তন্মতে তস্য নিত্যত্বাৎ। তদ্ধি 'তস্মাদ্বা এতস্মাদাকাশঃ সম্ভূত' ইত্যাদি শ্রুত্যা বিয়দুৎপত্তেরিতি ন্যায়েন চ বিরুধ্যতে, অতএব কলিসাদৃশ্যেনেহ শ্লেষেণোক্তঃ। শ্লিষ্টপূর্বোপমালঙ্কারো জ্ঞেয়ঃ।

(৯২) গতাশ্রিয় ইত্যর্থঃ, (৯৩) তোদং ব্যথাং যাতি প্রাপ্নোতীতি তস্য জগতস্তোষকরং তাদৃশ-

৩৩। ফাল্গুন মাস যেমন তপোপগমোদয় অর্থাৎ মাঘমাসের অবসানে সমুদিত হয়, সেইরূপ এই কলিযুগও তপোপগমোদয় অর্থাৎ কলির উদয়ে তপস্যার বিনাশ হইয়া থাকে। মদমত্ত হস্তী যেমন বলবান্ ও অপকারী, তদ্রূপ কলিও সব (যজ্ঞ) লোপকারী; বাতরোগবিশেষ যেমন শ্রুতিক্ষয়কর অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয় নাশক, সেইরূপ কলিও শ্রুতিক্ষয়কর অর্থাৎ বৈদিক-কার্য্যবিনাশকারী; নীতিশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ রাজা যেমন সদাচারহীন, অর্থাৎ সর্ব্বদা গুপ্তচরহীন, সেইরূপ এই কলিও সাধুগণের বিহিত আচাররহিত; শৈবালযুক্ত জলাশয় যেরূপ পঙ্কবর্দ্ধন অর্থাৎ কর্দ্দম-বর্দ্ধক, সেইরূপ উহাও পাপবর্দ্ধক; তিমিররোগ যেমন দৃঙ্-মালিন্যহেতু অর্থাৎ দৃষ্টির মলিনতার কারণ, সেইরূপ উহাও বুদ্ধির মলিনতার হেতু, বৈশেষিকবাদ যেমন অত্যন্ত বিতর্কজনক ও আকাশের উৎপত্তিবাদ-খণ্ডনকারী, তদ্রূপ এ কলিযুগও অপরের মোহ-উৎপাদক ও শ্রীকৃষ্ণচরণে ভক্তিনাশক।

বিপ্রা নীচ নিষেবিণো জপতপঃ-স্বাধ্যায়পাঠোজ্ঝিতা
রাজন্যা বলশূরতাবিরহিতাঃ ক্রূরাঃ প্রজাপীড়কাঃ।
বৈশ্যা বৌদ্ধমতপ্রসক্তহৃদয়া বিপ্রদ্বিষো বঞ্চকাঃ
শূদ্রাঃ সন্নতিবর্জিতা বত বুধম্মন্যা (ক) ভবন্তি ক্ষিতৌ ॥ ৩৫

অপি চ— জ্ঞানী কোঽপি ন মানবঃ ক্ষিতিতলে যোগী তপস্বী তথা
যজ্বা (৯৫) দানপরোঽথবা ব্রতপরঃ শ্রদ্ধান্বিতো বা কচিৎ।
শাস্ত্রাভ্যাস-রতোঽথ শাস্ত্রবিধৃত-শ্রদ্ধোঽপি (৯৬) বা দৃশ্যতে
ক্রূর ক্রূরতমেন হন্ত! কলিনা নীতং (৯৭) জগদ্ভস্মতাম্ ॥ ৩৬

হা হন্ত! হা হন্ত!! কিমন্যদ্ বক্তব্যং—

নামাভাসলবোঽপি (৯৮) যস্য রসনা-স্পৃষ্টঃ শ্রুতো বাসকৃন্-
মায়ানামক দুর্জয়োৎকট-গদ (?) নির্মূলমুন্মূলয়েৎ।

ব্যথানিরাসকত্বেন সুখকরং। (৯৪) তাদৃকং মঙ্গলং এতদেব প্রতিপাদয়তি পদ্যত্রয়েণ বিপ্রা ইত্যাদিনা।
(ক) বুধম্মন্যাঃ পণ্ডিতমানিনঃ আত্মমনে খশ্চেতি খশ্ 'ইচ্যনব্যয়স্যেতি' মুমাগমঃ।

(৯৫) যজ্বা তু বিধিনেষ্টবানিত্যমরঃ। (৯৬) শাস্ত্রে বেদাদৌ বিধৃতা ব্যবস্থিতা শ্রদ্ধা বিশ্বাসো যস্য স শাস্ত্রবিশ্বাসীত্যর্থঃ। (৯৭) ক্রূরক্রূরতমেনাতিনিষ্ঠুরেণ প্রলয়ঙ্করীনেনেবাগ্নিনা কলিনেতি বোধ্যং, অন্যথা জগদ্ভস্মীকরণাসম্ভবাদিতি। নীতমিতি নয়তে র্দ্বিকর্ম্মকত্বামুখ্যে কর্ম্মণি নিষ্ঠা।

(৯৮) অজামিলাদিষ্বেবং দর্শনাদিতি জ্ঞেয়ম্।

৩৪। উহার আক্রমণে উন্নতিহীন (শ্রীহীন, সমৃদ্ধিহীন) এবং দুঃখময় জগতের সন্তোষজনক কোনও মঙ্গল দৃষ্ট হইতেছে না।

৩৫। যেহেতু ক্ষিতিতলে ব্রাহ্মণগণ নীচসেবাপরায়ণ এবং জপতপ ও বেদপাঠবর্জ্জিত, ক্ষত্রিয়গণ বলবীর্য্যহীন, নির্দ্দয় ও প্রজাপীড়ক, বৈশ্যগণ বৌদ্ধমতানুরক্ত, ব্রাহ্মণদ্বেষী ও অন্যের বঞ্চনাকারী এবং শূদ্রগণ সজ্জনের প্রতি নমস্কারবিহীন ও পণ্ডিতাভিমানী হইয়াছে।

৩৬। অধিকন্তু—পৃথিবীতে কোথাও কোন ব্যক্তিকেই জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী, যাজ্ঞিক, দাতা, ব্রতপরায়ণ, শ্রদ্ধালু, শাস্ত্রাভ্যাসরত অথবা শাস্ত্রে সুদৃঢ়বিশ্বাসসম্পন্ন (শ্রদ্ধাযুক্ত) দেখা যাইতেছে না। হায় হায়! অতিনিষ্ঠুরপ্রকৃতি কলি কি জগৎকে ভস্ম করিয়া ফেলিল!

সংসারার্ণব-তারণায় যদৃতে (৯৯) নাস্তীতরো নাবিক-
স্তং কৃষ্ণং করুণানিধিং ন হি জনঃ কোঽপ্যত্র সংসেবতে ॥ ৩৭

অস্মিংশ্চ যুগাধমেঽগাধমেব (১০০) দুঃখং মনুজানামনুজানামি (১০১), ন চাস্য নিস্তরণো-পায়োঽপায়োজ্ঝিতঃ কশ্চিদালোক্যতে ॥ ৩৮ ॥ তথাহি

জ্ঞানং যোগোঽপি চিত্তেন্দ্রিয়চয়-বিজয়াসম্ভবান্নৈব সিধ্যেৎ
ক্লেশং সোঢ়ুমসহন্তে (১) ন কমপি মনুজা স্তেন লুপ্তং তপোঽপি (২)।
মন্ত্রাজ্ঞানেন কর্ম্মাণ্যপি ন সফলতাং (৩) যান্তি তস্মাদ্ যুগেঽস্মিন্
কেনোপায়েন লোকা নিজহৃদয়গতং বস্তু সংসাধয়ন্তু (ক) ॥ ৩৯

অতঃ কলিকাল-কুণ্ডলি-কবলিতস্যাস্য লোকস্য কল্যাণকরণকল্যং (৪) কমপি নাকলয়ামি কালিন্দী-কূল-কনান-কেলি-কুশলং কালিয়-কঙ্ক-কর্ত্তনং (৫) কৃষ্ণমেবান্তরেণ,

(৯৯) যং শ্রীকৃষ্ণমৃতে বিনা, ঋতেযোগে দ্বিতীয়া চেতি স্মর্য্যতে, পৃকমারাধনমৃতে ইতি পুষ্পদন্ত-প্রয়োগাৎ। (১০০) অগাধং দুস্তরং, অগাধমতলস্পর্শমিত্যমরঃ। (১০১) অস্য নিরন্তরং জানামি অনু মনোমীত্যর্থঃ বিনাশরহিতো নিরন্তরায়ো বা।

(১) ক্ষমন্তে, (২) তপোনাম কায়ক্লেশসহিষ্ণুতা। (৩) সম্পূর্ণতাং ফলবত্তামিতি যাবৎ। (ক) স্বহৃদয়-গতবস্তু অদ্বয়জ্ঞান-লক্ষণং ভগবত্তত্ত্বং সংসাধয়ন্তু সমীচীনসাধনদ্বারা প্রাপ্নুবন্তু।

(৪) কুণ্ডলী ব্যালঃ সর্প ইতি যাবৎ। কল্যাণকরণকল্যং মঙ্গলসাধনদক্ষং।

৩৭। হায় হায়! অন্য আর কি বলিব? যাঁহার নামাভাসের লবমাত্রও একবার জিহ্বায় স্পর্শ অথবা কর্ণে শ্রবণ করিলে দুর্জ্জয় ও দুঃসাধ্য মায়া নামক রোগ নির্ম্মূল হইয়া থাকে যদ্ব্যতীত (যিনি ভিন্ন) সংসার-সাগর পার হইবার অন্য কোনও নাবিক (কর্ণধার) নাই, এ সংসারে কোনও ব্যক্তি সেই করুণা-নিধি শ্রীকৃষ্ণের সেবা (ভজন) করিতেছে না।

৩৮। এই অধম যুগে মানবগণের নিরবচ্ছিন্ন (নিরন্তর) অগাধ দুঃখই অনুমান করিতেছি; ইহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার ধ্বংসরহিত (অন্তরায়শূন্য) কোনও উপায় দেখিতে পাইতেছি না।

৩৯। কেননা—মন ও ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিতে না পারায় জ্ঞান এবং যোগ কিছুই সিদ্ধ হইতেছে না। মানবগণ কোনও ক্লেশ সহ্য করিতে না পারায় তপস্যাও লুপ্ত হইয়াছে। মন্ত্রজ্ঞানের অভাবহেতু কর্ম্মসকলও সম্পূর্ণ হইতেছে না। অতএব এই যুগে কি উপায়ে লোকে মনোমত অভীষ্ট (অভিলষিত) বস্তু সাধন করিবে।

যেন খল্বাক্রান্তাং কাশ্যপীং (৬) কৃতাধিকারোঽপি কলিঃ কামং নাক্রমিতুং কৃতী বভূব (৭); যেন চ পরিপালিতেন পরীক্ষিতা পরাভবং প্রচুরং প্রাপিতশ্চ (৮)॥৪০

স চেদবতারং বতারং (৯) কুরুতে, কু-রুতেন দুঃখজেন জীবানাং (১০) মার্দ্রীকৃত-হৃদয়ঃ সহ-পরিকরৈঃ করৈরিব স্বকীয়ৈঃ দৈবতো ব্যথিতানাং (১১) মানবানাং নবানায়াদিব (১২) কলিতো মোক্ষঃ স্যান্নান্যথা॥৪১

তস্মাদমুষ্মাদাময়াদিব (১৩) কলিতো মোচয়িতুমেতান্ মানবান্ মাঽনবাপ্তপ্রযত্নেন (১৪) ভবিতব্যং পরোপকারকতা হি জগদে জগদেককৃত্যতয়া (১৫) বিশিষ্টৈঃ শিষ্টৈঃ॥ ৪২

(৫) কল্কো দম্ভঃ, অন্তরেণ বিনা, অন্তরুদ্যোগে কর্মপ্রবচনীয়ত্বাদ্ দ্বিতীয়া। (৬) কাশ্যপীং পৃথ্বীং (৭) কৃতী বভূব সমর্থোঽভূৎ। 'যাবৎ স পাদপদ্মাভ্যাং স্পৃশন্নাস্তে রমাপতিঃ। তাবৎ কলির্বৈ পৃথিবীং পরাক্রান্তুং ন চাশকদিতি' শ্রীদশমাৎ। (৮) পরীক্ষিতা চ রাজ্ঞা কলি নির্জয়বৃত্তং ভাগবত প্রথমস্কন্ধে প্রসিদ্ধম্।

(৯) বত খেদে অরং শীঘ্রং, লঘুক্ষিপ্রমরং দ্রুতমিত্যমরঃ। (১০) জীবানাং কলিহতানাং দুঃখজেন তাপত্রয়-সম্ভবেন কু-রুতেন কুৎসিতধ্বনিনা, ক্রন্দনেনেতি যাবৎ। আর্দ্রীকৃতহৃদয়ঃ স্নিগ্ধীকৃতান্তরঃ স শ্রীকৃষ্ণশ্চেৎ স্বকীয়ৈঃ করৈর্বাহুভিরিব পরিকরৈঃ পরিজনৈঃ সহ অবতারং কুরুতে ইত্যন্বিতার্থঃ। 'জয়তি জননিবাস' ইত্যত্র 'যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভি' রিত্যুক্তেঃ। (১১) ক্লিষ্টানাং (১২) অভিনবজালাৎ ইব, আনায়ো জাল ইতি স্মরণাৎ।

(১৩) আময়াৎ রোগাৎ। (১৪) ন অবাপ্তঃ প্রাপ্তঃ প্রযত্নো যেন তাদৃশেন মা ভবিতব্যম্, অপিতু

৪০। অতএব—যে কৃষ্ণের চরণাক্রান্ত পৃথিবীকে কলি অধিকার করিলেও আক্রমণ [প্রভাব বিস্তার] করিতে সমর্থ হয় নাই এবং যে কলি কৃষ্ণরক্ষিত মহারাজ পরীক্ষিৎকর্তৃক অত্যন্ত পরাভব প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই কালিন্দীকূলকাননে কেলি-কুশল কালীয়দর্পহারী একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত কলিকাল সর্পকবলিত এই লোকের কল্যাণসাধনে সমর্থ অন্য কাহাকেও দেখিতেছি না।

৪১। কলিহত-জীবগণের দুঃখজনিত [তাপত্রয়সম্ভূত] কাতর ক্রন্দন-ধ্বনিতে বিগলিত[-হৃদয়] সেই শ্রীকৃষ্ণ যদি নিজের বাহুস্বরূপ পরিকরগণের সঙ্গে অবিলম্বে অবতার গ্রহণ করেন, তাহা হইলেই দৈবক্লিষ্ট মানবগণের অভিনব জালস্বরূপ কলি হইতে মুক্তি হইতে পারে। অন্য প্রকারে মুক্তির সম্ভাবনা নাই।

৪২। অতএব আমি রোগস্বরূপ এই কলি হইতে এই মানবগণকে মোচন করিতে যত্নহীন হইব না [অর্থাৎ সচেষ্ট হইব]। যে হেতু বিশিষ্ট শিষ্ট জনগণ [মহৎ ব্যক্তিগণ] পরোপকারসাধনকেই জগতের একমাত্র কৃত্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

তথাহি—ক্লেশানবাপ্যাপি পরোপকারঃ
সর্বৈর্জনৈরেব সদা বিধেয়ঃ।
পশ্যানিলঃ স্বং খলু ভক্ষয়িত্বা
পাত্যেব সর্পানপি হি ক্ষুধার্তঃ ॥ ৪৩

তস্য চ শ্রীকৃষ্ণস্য সাক্ষাদীক্ষণায় ক্ষণায় [১৬] সর্বপ্রকারাভিরামধুরা-মধুরা [ক] মধুরৈব ময়া গন্তব্যা। অকে [১৭] চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্বতং ব্রজেদিতি ন্যায়াৎ। শ্রূয়তে চানুভূয়তে চ তস্য তত্র সর্বদাবাসঃ [১৮] সর্বদা বাসঃ ॥ ৪৪

তত্রাপি মম পূর্ব-মনোরথসাধকং গোবর্দ্ধননিকটভূমিস্থং মদভিখ্যাভিখ্যাতং [১৯] কুণ্ডমেবাশ্রয়ণীয়ং, দৃশ্যতে হি লোকরীতিরিয়ং সর্বত্র।

যত্র মনোরথ-লাভঃ (২০) সকৃদপি নৃণাং কদাপি স্যাৎ।
যান্তি মুহুস্তত্রামী দাতৃগৃহে ভিক্ষুকা যদ্বৎ ॥ ৪৫

ময়া সযত্নেনৈব ভবিতব্যামিত্যর্থঃ। ভাবে কৃত্যপ্রত্যয়ঃ। (১৫) জগতঃ একক্রুতা তয়া মুখ্যকাখ্যতয়া জগদে কথিতা শিষ্টৈরাপ্তজনৈরিত্যর্থঃ। 'একে মুখ্যান্যকেবা' ইত্যমরঃ।

(১৬) ক্ষণায় পরমোৎসবরূপায় সাক্ষাদীক্ষণায় প্রত্যক্ষতো দ্রষ্টুমিত্যর্থঃ। 'তুমর্থাচ্চ ভাববচনাদিতি চতুর্থী। (ক) সর্বপ্রকারাভিরামস্য সর্ববিধ-সৌন্দর্য্যস্য যা ধুরতিশয়স্তয়া মধুরা। 'ঋক্পূরব্ধূঃ পথামানক্ষে' ইতি কৃত-সমাসান্ত ধুরঃ পরবল্লিঙ্গতয়া ধুরেতি স্ত্রীত্বং। মধুরা মথুরেত্যর্থান্তরম্। (১৭) অকে নিকটে (১৮) সর্বেষাং দাবমুপতাপম্ আ সম্যক্ অস্যতি নাশয়তি তাদৃশঃ। (১৯) মন্নাম্না প্রসিদ্ধম্। (২০) সঙ্কল্পসিদ্ধিঃ।

৪৩। অতএব অশেষ ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াও সকলেরই সর্ব্বদা পরোপকার করা কর্ত্তব্য। যেহেতু দেখ! বায়ু সত্য সত্যই আপনাকে ভক্ষণ করাইয়া সর্পকেও ক্ষুধা হইতে রক্ষা করিয়া থাকে [সর্পের নামান্তর পবনাশন বা বায়ুভুক্] ॥

৪৪। "নিকটে যদি মধু পাওয়া যায় তবে কেন পর্বতে যাইবে"—এই ন্যায়ানুসারে আমি সেই শ্রীকৃষ্ণের পরম আনন্দপ্রদ সাক্ষাৎ দর্শনের নিমিত্ত সর্ব্বপ্রকার সৌন্দর্য্যাতিশয্যে মধুরা মথুরাতেই গমন করিব। কারণ ইহা শুনিতে পাওয়া যায় এবং অনুভব করা যায়—সকলের তাপহারী (সেই) শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা সেইখানে বাস করিয়া থাকেন ॥

৪৫। তন্মধ্যে আমার পূর্ব্বমনোরথসাধক গোবর্দ্ধনের নিকটবর্ত্তী ভূমিস্থিত আমার

এবং (২১) কৃপাপরবশো মুনিরাজরাজো
নিশ্চিত্য ভক্তিবলতঃ খলু কামগামী (২২)।
শ্রীকৃষ্ণদর্শন-সমুৎসুক-চারুচেতা-
স্তর্হ্যেব তত্র পরিনন্দিতধীঃ (২৩) প্রতস্থে ॥ ৪৬

ইতি শ্রীমৎ কলিযুগপাবনাবতার-ভগবন্নিত্যানন্দ-কুলতিলক-শ্রীল কিশোরীমোহনগোস্বামি-সুনু-
শ্রীরঘুনন্দন-গোস্বামি-বিরচিতে শ্রীশ্রীগৌরলীলামৃতে শ্রীগৌরাবতার-
কারণ-কথনো নাম প্রথম আস্বাদঃ।

---

(২১) এবমিত্থং নিশ্চিত্যেত্যন্বয়ঃ। মুনিবর-শ্রেষ্ঠঃ শ্রীনারদঃ (২২) স্বৈরগামী (২৩) হৃষ্টমতিঃ সন্ তত্র প্রতস্থে প্রস্থিতবানিত্যর্থঃ। 'সমবপ্রবিভ্যঃ স্থঃ' ইত্যাত্মনেপদমিতি ॥

নামে প্রসিদ্ধ কুণ্ডকেই আমি আশ্রয় করিব। যেহেতু সর্ব্বত্র এই প্রকার লোকরীতি দৃষ্ট হইয়া থাকে—যে স্থানে কখনও লোকসকলের একবারমাত্রও মনোরথপূর্ত্তি হয়, দাতার গৃহে ভিক্ষুকদিগের ন্যায় তাহারা পুনঃ পুনঃ সেই স্থানেই গমন করিয়া থাকে ॥

৪৬। ভক্তিবলে স্বেচ্ছাবিহারী পরম কৃপালু মুনিপ্রবর নারদ এইরূপ নিশ্চয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের নিমিত্ত অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে সানন্দ প্রস্থান করিলেন ॥ ৪৬॥

ইতি শ্রীমৎকলিযুগপাবনাবতার-ভগবন্নিত্যানন্দ-কুলতিলক শ্রীল
কিশোরী মোহন গোস্বামি-সূনু শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামি বিরচিত
শ্রীগৌরাঙ্গলীলামৃতে শ্রীগৌরাবতার-কারণ-কথন-নামক
প্রথমাস্বাদ ॥

দ্বিতীয় আস্বাদঃ

প্রস্থিতশ্চাসৌ পরমপ্রেম-প্রমোদ-পীযূষপারাবার-পূর-পরিমগ্নঃ প্রকটপুলক-পালী-পরিষ্কৃতপুদ্গলঃ (১) পরামমর্শেদং মনসা ॥ ১ ॥

অহো বত মমেদং দিনং সুপ্রাতং (২) সুপ্রাতং (৩) কুশলেন যদত্র পরমসুখ বৃন্দাবনং বৃন্দাবনং বিলোকয়িষ্যামি। পশ্য পশ্য—॥২॥

ব্রহ্মাপি সর্বজগতো গুরুরীশ্বরঃ সন্
যস্মিন্ জনুর্যবসজাতিষু (৪) সংববাঞ্ছ।
তৎকৃষ্ণধামগণমৌলিসমং (৫) জনঃ কো
বৃন্দাবনং কলয়িতুং (৬) লভতেঽপি (৭) যোগী ॥ ৩ ॥

(১) ভূষিত-শরীর ইত্যর্থঃ। ভূষায়ামিহ সুডাগমঃ।

(২) শোভনং প্রাতরস্তেতি সুপ্রভাতং, সুপ্রাতসুশ্বেত্যাদিনা নিপাতঃ। (৩) কুশলেন সুপ্রাতং পূর্ণং প্রা পূরণে ধাতুঃ।

(৪) তৃণজাতিষু (৫) শিরোভূষণতুল্যং সর্বোপরি বিরাজমানমিত্যর্থঃ। (৬) দ্রষ্টুং প্রাপ্তোতীত্যর্থঃ। (৭) অপিরত্র ভিন্নক্রমে, তেন যোগী সমাধিমান্ অপীত্যর্থঃ।

১। অনন্তর দেবর্ষি নারদ শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে গমন করিতে করিতে পরম প্রেমানন্দা-মৃতসাগরে মগ্ন হইয়া রোমাঞ্চিত কলেবরে মনে মনে এইপ্রকার আলোচনা করিতে লাগিলেন—

২। অহো! আজ আমার দিন সুপ্রভাত ও মঙ্গলপূর্ণ। যেহেতু আমি পরমসুখবৃন্দের রক্ষকস্বরূপ শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করিব। দেখ দেখ—

৩। ব্রহ্মা সমস্ত জগতের গুরু এবং ঈশ্বর হইয়াও যে স্থানে তৃণজাতিতে জন্ম বাঞ্ছা করিয়াছিলেন, এমন কোন্ ব্যক্তি আছেন যিনি যোগী হইলেও সেই শ্রীকৃষ্ণের ধামগণের শিরোমণি-স্বরূপ শ্রীবৃন্দাবনের দর্শন লাভ করিতে পারেন ?

এবং ভাবং ভাবং (৮) ভবদ্ভুরং (৯) বন্ধুরঙ্গজনকং (১০) জনকন্দায়কং (১১) বৃন্দাবনং দূরতো বিলোক্য বিপুল-পুলক-পরিক্ষত-কলেবরো বরো মুনীনামিদং জগাদ ॥৪

যস্মিন্ গোপনিতম্বিনীসমুদয়ৈঃ সংপূর্ণচন্দ্রোজ্জ্বলে
রম্যে রাত্রিকুলে ব্যধায়ি মধুরঃ কৃষ্ণেন রাসোৎসবঃ।
তদ্বৃন্দাবনমেতদুত্তমলতাভূমীরুহৈর্ভূষিতং
বিক্রীড়ন্মৃগরাজি-গুঞ্জদলিকং (১২) সম্যগ্ জরীজৃম্ভতে ॥ ৫ ॥

অন্যতো নয়নে নিক্ষিপ্য পুনঃ প্রোবাচ—

সেয়ং পতঙ্গদুহিতা (১৩) বিলসত্যজস্রং
যস্যাং স রাসরসিকো ব্রজসুন্দরীভিঃ।
শ্রীরাসনৃত্যবর-লব্ধপরিশ্রমঃ সং-
শ্চক্রে গজো বহুগজীভিরিবাম্বুকেলিম্ ॥ ৬ ॥

(৮) ভাবয়িত্বা ভাবয়িত্বা ইত্যর্থঃ 'আভীক্ষ্ণ্যে ণমুল্ চ' ইতি ণমুল্। (৯) কান্ত্যা সুন্দরং (১০) বন্ধোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য রঙ্গজনকং কৌতুকাবহং। (১১) জনানাং কন্দায়কং সুখদায়কম্।

(১২) কুজদ্ভৃঙ্গং। (১৩) সূর্য্যকন্যা যমুনেতি যাবৎ।

৪। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মুনিবর দূর হইতে সুন্দরশোভা-কান্তিময় বন্ধু শ্রীকৃষ্ণের কৌতুকাবহ, জনগণের সুখপ্রদ শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করিয়া বিপুলপুলকাঞ্চিত কলেবরে বলিতে লাগিলেন :--

৫। যেখানে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সঙ্গে পূর্ণচন্দ্রসমুজ্জ্বল রমণীয় রজনী সমূহে মধুর রাসোৎসব করিয়াছিলেন, সুন্দরলতাবৃক্ষভূষিত ক্রীড়াপর-মৃগগণশোভিত ভৃঙ্গধ্বনি-মুখরিত এই সেই বৃন্দাবন অতিশয় প্রকাশ পাইতেছে ॥

৬। পুনরায় অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন :—যাহার বক্ষে রাসরসিক শ্রীকৃষ্ণ ব্রজসুন্দরীগণের সঙ্গে শ্রীরাসনৃত্যে পরিশ্রান্ত হইয়া করিণীগণের সঙ্গে করীর ন্যায় জলকেলি করিয়াছিলেন, ঐ সেই সূর্য্যনন্দিনী যমুনা শোভা পাইতেছে।

পুনরপরত্রাপরত্রাণোৎসুকো (১৪) মুনিনিহিতলোচনো বাচমুচ্চচার—অহো! সোঽয়ং গোবর্দ্ধনোঽগো (১৫) বর্দ্ধনো মনোঽঘানাং (১৬) নোঽঘানাঞ্চ সর্ব্বেষামস্য সৌভাগ্য-ভাজনতা (১৭) জনতা-মতি (ক) মতিক্রামতি। পশ্য পশ্য—॥৭

যো লেভে সুররাজ (১৮) কল্পিত মহাবৃষ্টৌ হরেশ্ছত্রতাং
খেলায়াং পশুপাল (১৯) রাজ্যকরণে সিংহাসনত্বং তথা।
গোপীভিঃ সহ দানকেলি-কলহে ঘট্টাসনত্বং দিবা
যামিন্যামবরোধতাং (২০) স্মররসে সোঽয়ং কথং বর্ণ্যতাম্?॥৮

এবং দর্শংদর্শং তং শ্রীকৃষ্ণপ্রেমধুরন্ধরং মধুরন্ধরং (২১) নিকষা নিকষাশ্ম। (২২) শ্যামলজলং স্বনাম্না (২৩) বিদিতং কুণ্ডমালোক্য নেত্রা (২৪) বিললোচনো ললাপ ॥৯

(১৪) অপরজন-রক্ষণোৎসুকঃ। (১৫) অগঃ পর্ব্বতঃ। (১৬) নোঽস্মাকং মনোঽঘানাং মনোদুঃখানাং সর্ব্বেষামঘানাঞ্চ পাপানাঞ্চ বর্দ্ধনশ্ছেদকঃ। (১৭) অস্য গোবর্দ্ধনস্য পরমভাগ্যবত্তা (ক) জনসমূহ-বুদ্ধিম্। (১৮) সুররাজঃ ইন্দ্রঃ। (১৯) পশুপালানাং গোপালানাং (২০) অন্তঃপুরত্বং—নিরঙ্কুমালারূপকমিদং। (২১) সুন্দরং পর্ব্বতং; (২২) নিকষা সমীপে অব্যয়ং তদ্‌যোগে নবমিতি দ্বিতীয়া তাদিত্বাৎ; নিকষোপলম্; (২৩) স্বস্য নারদস্য নাম্না বিদিতং খ্যাতম্ (২৪) নেত্রমশ্রু।

৭। অপরের ত্রাণ বিষয়ে উৎকণ্ঠিত মুনিরাজ নারদ পুনরায় অন্যদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া এই কথা বলিতে লাগিলেন:—

অহো! আমাদের সমস্ত মনোদুঃখ ও পাপতাপ-বিনাশকারী এই সেই গোবর্দ্ধন গিরি, ইঁহার সৌভাগ্যবত্তা জনবৃন্দের বুদ্ধিকেও অতিক্রম করে॥ দেখ, দেখ—

৮। দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত বৃষ্টিপাত করিতে থাকিলে যিনি শ্রীহরির ছত্র স্বরূপ, খেলায় গোপালগণের রাজ্য-পালন-শাসন কর্ম্মে যিনি তাঁহার সিংহাসন স্বরূপ এবং গোপিকা-গণের সঙ্গে দান কেলি কলহে যিনি তাঁহার ঘট্টাসন রূপ এবং যিনি দিবা ও রাত্রিকালে কন্দর্প-রসে তাঁহার অন্তঃপুরস্বরূপ হইয়াছিলেন—সেই গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে কি প্রকারে বর্ণন করিব॥

৯। এইরূপে দর্শন করিতে করিতে দেবর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমময় পরম সুন্দর সেই গিরিরাজের নিকটবর্ত্তী কষ্টিপাথরের ন্যায় শ্যামলজলপূর্ণ নিজ নামে বিখ্যাত শ্রীনারদ কুণ্ড অবলোকন করিয়া আনন্দাশ্রুপূর্ণনয়নে কহিতে লাগিলেন:—

বৃন্দা নিদেশনমনাপ্য তটে যদীয়ে (২৫)
তপ্তং তপো বহুযুগানি (ক) সুদুষ্করং তৎ।
রাধা-ব্রজেন্দ্রসূনয়োরতিরম্যলীলা-
মালোকয়ং তদিদমত্র বিভাতি কুণ্ডম্ ॥ ১০ ॥

ততোঽত্রাবতীর্য্যাভীষ্টং সাধয়ানি ধয়ানি (২৬) চ শ্রীকৃষ্ণলাবণ্যামৃতং নয়নেনানয়নেন (২৭) মিত্যমিতি মনসি নিধায়াকাশাদবতরতি স্ম রতিস্ময়োৎফুল্লবদনঃ (২৮) ॥ ১১

অবতীর্য্য চ শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকারায় ধ্যানাদিকমবিধায় (২৯)—

শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্যভীক্ষ্ণশো
বদন্তি নন্দন্তি তবেহিতং জনাঃ।
ত এব পশ্যন্ত্যচিরেণ তাবকং
ভবপ্রবাহোপরমং পদাম্বুজম্ ॥ (ভাগ ১।৮।৩৬)

ইতি কুন্তীবাক্যং প্রমাণীকৃত্য তল্লীলা-বর্ণনময়ীং চর্চ্চরী (৩০) মুপবীণয়ামাস ॥ ১২

(২৫) যস্য কুণ্ডস্য সমক্ষিন। [ক] বহুযুগানি ব্যাপ্যে ত্যর্থঃ। কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে দ্বিতীয়েতি দ্বিতীয়া।

[২৬] পিবানি, সকলার্থে লোট্, ধেট্ পানে ধাতুঃ। [২৭] নেত্রেণ দ্বারেণ। [২৮] সুখ-বিস্ময়াভ্যাং প্রীতিগর্বাভ্যাং বা প্রফুল্লমুখঃ।

[২৯] আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো নিদিধ্যাসিতব্যশ্চেতি শ্রুতিপ্রাপ্তমিত্যর্থঃ।

[৩০] ছন্দোবিশেষং তদ্ঘটিতং পদ্যমিত্যর্থঃ। বীণয়া উপগায়তিস্মেত্যর্থঃ।

১০। বৃন্দার আদেশে আমি যে কুণ্ডের তটে তটে বহুযুগ পর্যন্ত কঠোর তপস্যা করিয়া শ্রীরাধা ব্রজেন্দ্রনন্দনের অতি রমণীয় লীলা দর্শন করিয়াছিলাম, এই সেই কুণ্ড বিরাজ করিতেছে।

১১। অতএব এইস্থানে অবতরণ করতঃ আমি আমার অভীষ্ট সাধন করিব এবং নেত্রদ্বারে শ্রীকৃষ্ণের লাবণ্য-সুধা অত্যধিক পান করিব—এইরূপ মনে করিয়া দেবর্ষি প্রেমগর্ব্বোৎফুল্লবদনে আকাশ হইতে ভূমিতে অবতরণ করিলেন ॥

১২। অবতরণপূর্ব্বক তিনি শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শনের নিমিত্ত ধ্যানাদি না করিয়া "যে সকল ব্যক্তি নিরন্তর তোমার চরিত্র শ্রবণ, গান, সংকীর্ত্তন, আলাপ ও অথবা

নন্দনন্দন ভক্তচন্দন (৩১) কংসকন্দন (৩২) কৃষ্ণ ভো !
শচারুশীলক দিব্যলীলক দুষ্টকীলক (৩৩) হে প্রভো !
ত্রাহি লোচনবর্ত্ম শোচন-নাশি-রোচন (৩৪) মে সকৃৎ
বাঞ্ছিতং মম পূরয়োত্তমকেলি-বিভ্রম সৌখ্যকৃৎ ॥ ১৩ ॥

এবং বিপঞ্চী-পঞ্চীকৃতস্বরেণ (৩৫) বরেণ বহুধা গায়তি নারদে নার দেবতাপি (৩৬) কা মোহং মোহং (৩৭) কর্ত্তুং শক্নুবতী, কা বার্ত্তা মানব-ভুজঙ্গমানাং (৩৮) জঙ্গমানামিতরেষামপি কিমন্যদ্ বক্তব্যম্ ॥১৪

[৩১] ভক্তানাং চন্দনবৎ আহ্লাদক। [৩২] কংসং কন্দয়তি বিক্লবয়তীতি তথা। [৩৩] দুষ্টানাং কীলকবন্নাশক প্রভো নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ। [৩৪] নেত্রপথশোকনাশকরুচে।

[৩৫] বিপঞ্চ্যা বীণয়া পঞ্চীকৃতঃ প্রপঞ্চিতো যঃ স্বরস্তেন। [৩৬] দেবতাপি কা কো দেবোঽপি মোহং মূর্চ্ছাং নার ন প্রাপ, অপিতু সর্ব্বাপি দেবতা। [৩৭] উহং বিতর্কং কর্ত্তুং মা শক্নুবতী অসমর্থেত্যর্থঃ। [৩৮] নরাণাং তিরশ্চাঞ্চ ইতরেষাং স্থাবরাণামপি।

অন্যে কীর্ত্তন করিলে তাহার অভিনন্দন করিয়া থাকেন, তাঁহারাই অচিরে জন্মপরম্পরানিবর্ত্তক তোমার চরণকমল দেখিয়া থাকেন” শ্রীমদ্ভাগবতে কুন্তীদেবীর এই বাক্যটীকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করতঃ শ্রীকৃষ্ণলীলাবর্ণনময় চর্চ্চরী ছন্দে রচিত পদ্য বীণাযন্ত্রে গান করিতে লাগিলেন ॥

১৩। হে নন্দনন্দন ! তুমি ভক্তগণের নিকট চন্দনবৎ তাপহারী ও সুখপ্রদ। হে কৃষ্ণ ! তুমি কংসের বিক্লবকারী অর্থাৎ ভয়দ। তোমার চরিত্র অতি রমণীয়, তোমার লীলা সর্ব্বজন-মনোহারিণী, এবং তুমি দুষ্টগণের বিনাশকারী। তোমার কান্তি সর্ব্বশোকাপহারী এবং তুমি তোমার উত্তম লীলাবিলাসের দ্বারা সকলের সুখ বিধান করিয়া থাক। হে প্রভো ! তুমি একবার নয়নপথে আসিয়া অভিলাষ পূর্ণ কর ॥

১৪। এইরূপে বীণাযন্ত্রে উৎকৃষ্ট স্বর সংযোগ করিয়া দেবর্ষি নারদ যখন বহুপ্রকারে গান করিতেছিলেন, তখন অন্য আর কি বলিব !—মানব, ভুজঙ্গ, জঙ্গম এবং স্থাবরের কথা দূরে থাক, দেবতা পর্য্যন্তও সে গান শ্রবণে সবিশেষ বিতর্ক করিতে না পারিয়া মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥

গানেন তেন মধুরেণ গৃহীতচেতা (৩৯)
মন্ত্রেণ বৈভবভৃতা গ্রহবদ্ধঠেন (৪০)।
আকৃষ্যমাণ ইব গোপমহীপ-সূনু (৪১)
রাবির্বভূব পুরতো মুনি-পুঙ্গবস্য ॥১৫॥

ঘনশ্যামঃ (৪২) কামব্রজ-সমভিরামঃ (৪৩) শতহ্রদা (৪৪)
স্ফুরদ্‌বাসা হাসাঞ্চিতবদন ভাসা জিতবিধুঃ (৪৫)।
লসন্মালো (ক) ভালোদিততিলকজালো মুনিমসৌ
পুরোলব্ধং স্তব্ধপ্রমদ পরিরব্ধং ব্যরচয়ৎ (৪৬) ॥১৬

[৩৯] আকৃষ্টমনাঃ। [৪০] হঠো বলাৎকারস্তেন, ঢ়ভো ঢোঽন্ত্যস্থামিতি হ-কারস্য ঢাদেশঃ। [৪১] গোপরাজসূনুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ পুরতঃ প্রাদুর্ভূতবান্‌ পুমাংশ্চাসৌ গৌশ্চেতি পুঙ্গবঃ শ্রেষ্ঠঃ, গোরতদ্ধিতলুকীতি সমাসান্তঃ।

[৪২] ঘনো মেঘস্তদ্বৎ শ্যামঃ স্নিগ্ধকৃষ্ণকান্তিকঃ। [৪৩] কামব্রজঃ কন্দর্প-সমূহস্তদ্বৎ সম্যগ্‌ অভিরামঃ সুন্দরঃ। [৪৪] শতহ্রদা বিদ্যুৎ তদ্বৎ স্ফুরৎ বাসো যস্য স পীতাম্বর ইত্যর্থঃ। প্রক্রে বেতি পাক্ষিকহ্রস্বত্বং, অন্যথা হ্রস্বত্বতাদোষঃ স্যাৎ। পিবন্‌ জগজ্জ্যামং মলিমমমলং কালিয়হ্রদ ইতি প্রয়োগশ্চ দৃশ্যতে। [৪৫] স্মিতশোভিতস্য বদনস্য ভাসা কান্ত্যা জিতচন্দ্রঃ। [ক] লসন্তী শোভমানা মালা বৈজয়ন্তী বা যস্য। [৪৬] স্তব্ধতাং প্রাপ্তং, নপুংসকে ভাবে ক্তঃ। আনন্দযুক্তমকরোৎ।

১৫। প্রভাবযুক্ত মন্ত্রের দ্বারা গ্রহ (পিশাচাদি) যেমন বলপূর্ব্বক আকৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ নারদের সেই মধুর গানে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া গোপরাজ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ মুনিবরের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন ॥

১৬। মেঘবৎ-স্নিগ্ধশ্যামকান্তি, কন্দর্পসমূহের ন্যায় অতিশয় মনোরম, বিদ্যুদ্বর্ণবসনধারী (পীতাম্বরধারী) মন্দহাস্যশোভিত বদন-কান্তিতে চন্দ্রকেও পরাজয়কারী বৈজয়ন্তীমালায় শোভমান, ললাটে তিলকাবলী-বিরাজিত শ্রীনন্দনন্দন মুনিবরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে স্তম্ভিত ও আনন্দযুক্ত করিয়াছিলেন ॥

মুনিস্তু তমবলোকমানো মানোজ্ঝিতাং (৪৭) মুদমুদবাপ্য (৪৮) কিয়ন্তং সময়-(৪৯) ময়মানমোহ এবাবতস্থে। (৫০) তদনন্তরমস্থিরদন্তুরো (৫১) দন্তরুচিরুজ্জ্বলিত-হরিদন্তরো (৫২) হহো ভাগ্যমহো ভাগ্য (৫৩) মিত্যুচ্চৈরুচ্চরন্নুত্থায় ননাম নামকীর্ত্তন-পুরঃসরং সরঙ্গং (৫৪) ননর্ত্ত চ॥ ১৭

অথ পরমসৌভগবান্ ভগবানপি হর্ষকম্পভরেণ করেণ করং গৃহীত্বা প্রবেশয়ামাস পিতামহ-তনয়মহতনয় (৫৫) মুবাচ চ॥ ১৮॥

শ্রীমন্মুনীশ্বর! মমৈতদহঃ সুগোষং (৫৬)
জাতং যদন্ত করুণাবরুণালয়স্ত্বম্।
আহূয় মাং স্বয়মহো চরণাব্জযুগ্মং
দেবৈরদৃশ্যমপি দর্শয়সি স্বকীয়ম্॥১৯॥

[৪৭] ঈর্ষ্যারহিতামপরিমিতাং [৪৯] লব্ধ্বা। [৪৯] কিয়ন্তং কালং ব্যাপ্য 'কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে' দ্বিতীয়া। (৫০) প্রাপ্তো মোহো যং তাদৃশঃ সন্ স্থিতঃ 'সমবপ্রবিভ্যঃস্থ' ইত্যাত্মনেপদম্। (৫১) তরচ্চপলমস্থিরং মনো যস্য সঃ। (৫২) দন্তকান্ত্যা উজ্জ্বলিতম্ উদ্ভাসিতং হরিদন্তরং দিঙ্মধ্যভাগো যস্য। (৫৩) অহো ভাগ্যমিতি আধিক্যে দ্বিরুক্তির্ভাগ্যাধিক্যং ব্যনক্তি। (৫৪) সকৌতুকম্। (৫৫) ব্রহ্মসুতং নারদং, অহতো নয়ো নীতি র্যত্র তদ্ যথা স্যাত্তথা।

(৫৬) সুপ্রভাতম্। (৫৭) শ্রীভগবতো গোপীজনত্বাদ্ ভৃত্যমিত্যুক্তিঃ।

১৭। মুনিরাজও তাঁহার দর্শনে অপরিসীম আনন্দলাভ করিয়া কিছুকাল যাবৎ মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর চপলমনে (অধীরভাবে) দন্তকান্তিতে দিগ্বিভাগ উজ্জ্বল করিয়া "অহো ভাগ্য! অহো ভাগ্য!" এই কথা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে বলিতে উত্থিত হইয়া নমস্কার করিতেছিলেন এবং কৌতূহলভরে নামকীর্ত্তনপূর্ব্বক নৃত্য করিতেছিলেন॥

১৮। অনন্তর পরমসৌন্দর্য্যশালী শ্রীভগবানও আনন্দজনিত কম্পভরে নিজহস্তে ব্রহ্মার পুত্র নারদকে হস্ত ধারণপূর্ব্বক যথাবিধি দণ্ডবৎ নতি প্রভৃতি করিতে অবকাশ না দিয়া বলিতে লাগিলেন :—

১৯। হে শ্রীমন্ (প্রেমসম্পত্তিমন্) মুনীশ্বর! আজ আমার দিন সুপ্রভাত হইয়াছে। যেহেতু আপনি করুণার সাগর, আজ স্বয়ং আহ্বান করিয়া দেবগণেরও অদৃশ্য নিজ পাদপদ্মদ্বয় আমাকে দর্শন করাইয়াছেন॥

যৎকৃপালবত এব জনানাং, বাঞ্ছিতং সকলমেতি সুসিদ্ধিম্ ।
তস্য তে কিমিহ বাঞ্ছিতমূলং বর্ত্ততে তদরমাদিশ ভৃত্যম্ (৫৭) ॥২০

এতং হারং ব্যাহারং (৫৮) ব্যাদায় কর্ণপুটং নিপীয় পীয়মানামৃত ইব পরমসুখ-সুখর্ব্বিতগভীরভাবো (৫৯) ভাবোল্লাস-কম্পিতাপঘনো (৬০) হপঘনোড়ুপতি-সদৃশো (৬১) দৃশোঃ (৬২) সর্ব্বতোমুখেন (৬৩) সর্ব্বতোমুখেন যতাপ্তিমিতো মিতোক্ত-মাক্ষরমুবাচ ॥ ২১

জয় জয় (৬৪) পশুপালাম্ভোজ-সন্দোহভানো !
জয় জয় পশুপেশ-ক্ষীরবারাং নিধীন্দো ! (৬৫)
জয় জয় জয় গোপী-কোকিলালী মধো (৬৬) ত্বং
জয় জয় জয় রাধা-চাতকী (৬৭) নব্যমেঘ ॥২২ ।

(৫৮) হরেরিদং তৎসম্বন্ধিনং ব্যাহারমুক্তিং, (৫৯) পরমসুখেন নিরতিশয়ানন্দেন সুখর্বিতঃ অত্যল্পতাং নীতো গভীরভাবো গাম্ভীর্য্যং যস্য, (৬০) ভাবস্য প্রেম্ণঃ উল্লাসেন কম্পিতা অপঘনা অঙ্গানি যস্য সঃ (৬১) অপগতো ঘনো মেঘো যস্মাত্তাদৃশো য উড়ুপতিশ্চন্দ্রস্তত্তুল্য ইত্যর্থঃ । (৬২) চক্ষুষোঃ । (৬৩) সর্ব্বতোমুখেন জলেন মুখেন সর্ব্বতো যতা গচ্ছতেতি 'ইন্‌গতৌ' শতরি রূপম্ ।

(৬৪) জয়জয়েত্যাদরে বীপ্সা, পরত্র আধিক্যে ত্রিরুক্তিশ্চ । অত্র পরম্পরিতরূপকমলঙ্কারঃ (৬৫) পশুপেশো নন্দ এব । ক্ষীরবারাংনিধিঃ ক্ষীরোদো বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মকত্বাৎ, বারাংনিধীতি সংজ্ঞায়াং ষষ্ঠ্যলুক্ । তস্য ইন্দো চন্দ্র, (৬৬) মধো বসন্ত । (৬৭) রাধৈব চাতকী তস্যা অনন্যগতিকত্বাদিতি ভাবঃ ।

২০ । যাঁহার বিন্দুমাত্র কৃপাতেই মানবগণের সমস্ত বাসনা পরিপূর্ণ হয় এবংবিধ আপনার কোন বাসনা কি অপূর্ণ আছে তাহা সত্বর দাসানুদাসকে আজ্ঞা করুন ॥

২১ । নারদ কর্ণপুট ব্যাদান করিয়া অতি সতৃষ্ণভাবে শ্রীহরির এবংবিধ বাক্যসুধা পান করিতেছিলেন । অমৃতপানকারীর ন্যায় অতিশয় আনন্দে তাঁহার গাম্ভীর্য্য হ্রাসপ্রাপ্ত হইল, প্রেমোল্লাসে তাঁহার কলেবর কম্পিত হইতে লাগিল । তিনি তখন মেঘবিহীন শশধরের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন । নয়নযুগল হইতে জলধারা বদনে পতিত হইয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত করিতেছিল । অতঃপর দেবর্ষি সুন্দর ও পরিমিতাক্ষরে বলিতে লাগিলেন । ঃ—

২২ । হে প্রভো ! তুমি গোপরূপ কমলসমূহের আনন্দবর্দ্ধনকারী সূর্য্যসদৃশ ।

ভগবন্নগবন্ন জড়োঽহং (৬৮) যন্মামেবমাবেদয়সে 'দয়সে ত্বং মামিতি' মা মিতি (৬৯) যুক্তমেতদ্ বচনং যতঃ।

যস্য কৃপালবমীশোঽপি বিধিরপি শেষোঽপি পদ্মাপি।
প্রার্থয়তে (৭০) বত স ভবান্ কস্য কৃপাবিষয়তাং যাতি (৭১) ॥২৩

কিঞ্চ— যস্যাজ্ঞা-বশতঃ সমস্তভুবনং কালে সৃজত্যাত্মভূঃ (৭২)
কালে রক্ষতি বিষ্ণুরন্ধকরিপুঃ কালে পুনর্লুম্পতি।
অন্যৎ কিং কথয়ামি কারণনদীনাথাম্বুশায়ীশ্বরো (৭৩)
যস্যাদেশকরো ভবেৎ স তু ভবান্ স্যাৎ কস্য ভৃত্যো ভবে ॥২৪॥

(৬৮) ভগবং বৃক্ষবং নাহং জড়োঽচেতনো যত্ত্বং মাং দয়সে কৃপয়সীত্যেবং মামাবেদয়সে কথয়সি। (৬৯) মিতিঃ প্রমাণং তদ্‌যুক্তমেতদ্‌বচনং মা নেত্যর্থঃ।

(৭০) প্রার্থয়তে যাচতে, 'শেষে প্রথম' ইতি ভবচ্ছব্দস্য যুষ্মদস্মদ্ ভিন্নত্বেন শেষত্বাত্তদ্‌যোগে প্রথম-পুরুষঃ, একবচনন্তু প্রত্যেকসংখ্যাপেক্ষয়া বোধ্যম্। (৭১) ত্বং প্রাপ্নোষীত্যর্থঃ।

(৭২) ব্রহ্মা আত্মভূরিত্যমরঃ। (৭৩) প্রথমপুরুষো মহাবিষ্ণুঃ।

তোমার জয় হউক, জয় হউক। তুমি গোপরাজ নন্দরূপ ক্ষীরসমুদ্রের চন্দ্রস্বরূপ। তোমার জয় হউক, জয় হউক। তুমি গোপীরূপ কোকিলাগণের পক্ষে বসন্ত স্বরূপ! তোমার জয় হউক, জয় হউক, জয় হউক। তুমি রাধারূপা চাতকীর পক্ষে নবীন মেঘ তুল্য। তোমার জয় হউক, জয় হউক, জয় হউক॥

২৩। হে ভগবন্! আমি বৃক্ষের ন্যায় জড় নহি; যে তুমি আমাকে এই প্রকার বাক্য বলিতেছ, এবং "আপনি আমাকে দয়া করিতেছেন" তোমার এই কথাও প্রমাণসহ নহে। যেহেতু—যাঁহার করুণাকণা মহেশ্বর, ব্রহ্মা, অনন্ত এবং লক্ষ্মী পর্য্যন্তও প্রার্থনা করিয়া থাকেন, সেই তুমি কাহার কৃপার বিষয় হইবে? (অর্থাৎ সকলেই তোমার কৃপার পাত্র, তুমি কাহারও কৃপার পাত্র নহ)॥

২৪। অধিকন্তু—যাঁহার আজ্ঞাবশে আত্মযোনি ব্রহ্মা সমস্ত ভুবনের সৃষ্টি, বিষ্ণু যথাকালে রক্ষা এবং অন্ধকরিপু রুদ্র যথাকালে সংহার করিয়া থাকেন। অন্য আর কি বলিব! কারণার্ণবশায়ী ঈশ্বর মহাবিষ্ণুও যাঁহার আজ্ঞাবহ হইতে পারেন—এবংবিধ তুমি এ জগতে কাহার ভৃত্য হইবে? (অর্থাৎ তুমি কাহারও ভৃত্য নহ।)

তদস্তু, নাস্তি প্রয়োজনং তদ্বিচারাচরণেন রণেন চ বচসাং (৭৪) বয়ং যদর্থং সমায়াম (৭৫) সমায়া মহনীয়পাদাঃ (৭৬) সর্বশুভবন্তো ভবন্তো হবকলয়ন্তু তৎ (৭৭) ॥ ২৫ ॥

নাথ ! ত্বয্যবনীতলাৎ পরিকরৈঃ সর্বৈঃ সহান্তর্হিতে
লোকে প্রাদুরভূৎ কলি র্বলিতমো ধর্মস্য বিপ্লাবকঃ।
যেনাক্রান্তমিদং জগজ্জন নিজং (৭৮) ধর্মং বিহায়াভিতঃ
কুর্বৎ পাপমপারদুঃখ-তটিনীনাথান্তরে (৭৯) মজ্জতি ॥২৬॥
বিপ্রা (৮০) দানাধ্যয়নযজনৈ র্বর্জিতা দীর্ঘলোভা
ভক্ষ্যাভক্ষ্যব্রত (৮১) বিরহিতা নীচসেবা-নিযুক্তাঃ।
ভূমীপালা দ্বিজবসুমতীত্রাণবৈমুখ্যভাজো
বীর্য্যৈ র্দম্ভৈরপি ধনবধূঃ (৮২) স্বপ্রজানাং হরন্তি ॥২৭॥

(৭৪) বাচাং রণেন কলহেন (৭৫) সমাগচ্ছাম, (৭৬) সমায়াঃ সকৃপাঃ পূজ্যপাদাঃ, 'মায়া দম্ভে কৃপায়াঞ্চেতি বিশ্বঃ ; (৭৭) শৃণ্বন্তু।

(৭৮) স্বাভাবিকম্ (৭৯) অনন্তদুঃখসমুদ্রাভ্যন্তরে।

(৮০) ননু কো বা কস্য নিজো ধর্ম্মঃ যদভাবেনৈবং খিদ্যসে—তত্রাহ বিপ্রা ইতি। (৮১) নিয়মঃ (৮২) ধন-পত্নীঃ।

২৫। অতএব, যাউক। সে বিষয়ে বিচারের এবং বাক্যুদ্ধের (বাক্‌বিতণ্ডার) কোনও প্রয়োজন নাই। আমি যে নিমিত্ত আগমন করিয়াছি, পরম কৃপালু পূজ্যপাদ, সর্ব্বমঙ্গলময় তাহা শ্রবণ কর ॥

২৬। হে নাথ ! তুমি সমস্ত পরিকরগণের সঙ্গে ভূতল হইতে অন্তর্দ্ধান করিলে, ধর্ম্মের বিপ্লবকারী অতি প্রবল কলি পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। তাহার আক্রমণে জগদ্বাসী জনগণ সর্ব্বতোভাবে নিজধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক পাপ করতঃ অপার দুঃখসাগরে মগ্ন হইতেছে ॥

২৭। বিপ্রগণ দান, অধ্যয়ন এবং যজন ত্যাগ করিয়া অত্যন্ত লোভে ভক্ষ্যা-ভক্ষ্যের নিয়মশূন্য হইয়া নীচসেবায় নিযুক্ত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়গণ দ্বিজ ও পৃথিবীর পালনে বিমুখ হইয়া দম্ভ ও পরাক্রমের দ্বারা নিজ প্রজাগণের ধন ও পত্নী হরণ করিতেছে ॥

বৈশ্যা বিহায় শ্রুতিগীত বার্ত্তাং (৮৩)
কুর্বন্তি চৌর্য্যং নিজ-জীবনার্থম্ (৮৪)।
শূদ্রা দ্বিজপ্রেষ্যতয়া (৮৫) বিহীনাঃ।
জীবন্তি বেষেণ (৮৬) হ হা যতীনাম্ ॥২৮॥

ভগবন্! বহবঃ কলয়ঃ (৮৭) ক-লয়-প্রসক্তা (৮৮) বিলোকিতা ঈদৃশী তু বলিতা (৮৯) কলিতা কদাপি নাস্মাভিঃ; পশ্য পশ্য—যস্য প্রবেশমাত্রতো মাতৃতোষ-পিতৃদ্বেষপরা (৯০) ব্যত্যস্তনয়া (ক) স্তনয়া অভবন্ ভবন্নিয়মলঙ্ঘিনঃ। ভ্রাতরোঽপি তমোরোপিত-মোহাঃ (৯১) পরস্পরং কলহায়ন্তে হায়ন্তেঽর্থো (৯২) ন ভবতি, মমৈবায়মিতি ॥ ২৯

পুরুষা রুষা (৯৩) প্রাণমপি জহতি হতি-প্রসক্তাঃ (৯৪)। অপাস্যুদারাণাং (৯৫)

(৮৩) বেদোক্ত-জীবিকাং (৮৪) স্বজীবিকার্থং (৮৫) ব্রাহ্মণ-ভৃত্যতয়া বিহীনাস্তদ্‌বিরহিতাঃ (৮৬) সন্ন্যাসিনাং বেশেন জীবিকামর্জয়ন্তীত্যর্থঃ।

(৮৭) বিবাদাঃ, (৮৮) সুখনাশ-তৎপরাঃ, (৮৯) বলবত্তা ন আকলিতা দৃষ্টা, (৯০) মাতুরতোষে পিতৃর্দ্বেষে চ তৎপরাঃ, (ক) ব্যতিক্রান্ত নীতয়ঃ, (৯১) তমসা অজ্ঞানেন রোপিতো জনিতো মোহো যেষাং তে। কলহং কুর্বন্তি বৈরাদিত্বাৎ ক্যঙ্ প্রত্যয়ঃ, (৯২) হা-শব্দঃ খেদে, অয়মর্থো ধনং তে তব ন ভবতি, কিন্তু মমৈবায়মিতি কলহং কুর্বন্তি।

(৯৩) ক্রোধেন হেতুনা (৯৪) হতিরাঘাতঃ প্রহারস্তৎপরাঃ, (৯৫) সঙ্কীর্ণধিয়ামপি (৯৬) পত্নীনাং

২৮। বৈশ্যগণ বেদোক্ত জীবিকা বর্জ্জন করিয়া নিজের জীবিকার জন্য চুরি করিতেছে। হায়! শূদ্রগণ দ্বিজসেবা-বিহীন হইয়া যতিবেশে জীবন ধারণ করিতেছে।

২৯। হে ভগবন্! জগতের সুখনাশে তৎপর অনেক কলিযুগ আমি দর্শন করিয়াছি, কিন্তু কলির এরূপ প্রভাব আমি আর কখনও দেখি নাই। দেখ! দেখ!

তাহার প্রবেশমাত্র পুত্রগণ তোমার নিয়ম লঙ্ঘনপূর্ব্বক বিরুদ্ধনীতিসম্পন্ন হইয়া মাতার অসন্তোষ এবং পিতার প্রতি দ্বেষাচরণে তৎপর হইয়াছে। হায়! ভ্রাতৃগণ অজ্ঞান-জনিত মোহবশে "এ অর্থ তোমার নয়, ইহা আমারই" এই বলিয়া পরস্পর কলহ করিতেছে।

৩০। পুরুষগণ ক্রোধে পরস্পর প্রহার করিতে করিতে প্রাণ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ

দারাণাং (৯৬) পরাধীনাঃ পরাধীনা (৯৭) শ্চরন্তি, বনিতা নিতান্তমেব জারাসক্তমতয়ো (৯৮) হমত-যোষা-ধর্মা (৯৯) ভবন্তি ॥ ৩০

কিমন্যদ্বক্তব্যং—

নীয়ন্তে (১০০) খলু পামরৈঃ সুকৃতিনঃ সম্যক্ পরাভূততাং
মূর্খৈর্হন্ত ! মনীষিণো নয়পথোন্মুক্তৈ র্নরাধ্বস্থিতাঃ।
ভৃত্যৈঃ স্বামিজনাঃ সুতৈশ্চ পিতরো হাহা প্রজাভি র্নৃপা
বেশ্যাভিশ্চ পতিব্রতাঃ কিমপরং পাষণ্ডিভি স্ত্বৎপরাঃ ॥৩১॥

সর্বোঽপ্যস্যৈবংবিধো দোষঃ সহনীয়ো মমাভবিষ্যদ্ যদি ভবদ্ভজনায় জনায়নায় (১) নাদ্বেক্ষ্যদয়ম্। অস্য তু প্রভাবেণ বেণস্যেব ভবদ্ভজন-পদবী দবীয়সী বভূব (২) ভুবলয়স্য ॥ ৩২

বশীভূতাঃ স্ত্রৈণা ইতি (৯৭) পরেষামাধৌ মনঃপীড়ায়ামিনাঃ প্রভবঃ ইনঃ সূর্য্যে প্রভৌ চাপি ইত্যমরঃ। (৯৯) ন মতা আদৃতা যোষাধর্ম্মা পাতিব্রত্যাদি-স্ত্রীধর্ম্মা যাভিস্তাঃ।

(১০০) অত্র সর্বেষাং পদ্যানামেকাশয়াভিসম্বন্ধাত্তুল্যযোগিতা ভেদঃ।

(১) জনানাময়নায় আশ্রয়ভূতায় ন অদ্বেক্ষ্যৎ দ্বেষং নাকরিষ্যৎ (২) অতিদূরবর্ত্তিনী

করিতেছে। তাহারা সঙ্কীর্ণবুদ্ধি স্ত্রীদিগের পরাধীন হইয়াছে এবং অন্যের মনঃপীড়া সাধনে সমর্থ হইয়া বিচরণ করিতেছে। বণিতাগণ উপপতিতে অত্যন্ত আসক্তচিত্ত হইয়া পাতিব্রত্যাদি স্ত্রীধর্ম্মের অনাদর করিতেছে ॥

৩১। কি আর বলিব, হায়! পাপিষ্ঠগণ কর্তৃক ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ নীতিপথ বহির্ভূত, মূর্খগণ নীতিমার্গে অবস্থিত, মনীষিগণ ভৃত্যগণ কর্তৃক, স্বামিজন পুত্রগণ কর্তৃক, মাতৃপিতৃগণ সম্যক্ প্রকারে পরাভব প্রাপ্ত হইতেছে। হায়! হায়! প্রজাগণ নরপতিগণের, বেশ্যাগণ পতিব্রতাগণের এবং অন্য কি বলিব, পাষণ্ডিগণ তোমার চরণাশ্রিত ভক্তবৃন্দের সর্ববতোভাবে পরাভবসাধন (অবমাননা) করিতেছে ॥

৩২। এই কলি যদি মানবসমূহের একমাত্র উপায় স্বরূপ তোমার ভজনের (ভক্তির) প্রতি দ্বেষাচরণ না করিত, তাহা হইলে আমি ইহার এইপ্রকার সমস্ত দোষই সহ্য করিতে পারিতাম। পরন্তু, বেণরাজার ন্যায় ইহার প্রভাবে তোমার ভক্তিমার্গ পৃথিবীতে অনেক দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছে।

তথাহি—শৃণোতি ভবতঃ কথাং ন খলু কোঽপি মর্ত্ত্যঃ
ক্বচিন্ন কীর্ত্তয়তি তাং ন বা স্মরতি তে পদাম্ভোরুহম্ ।
ন বার্চয়তি তে পদং ন খলু সেবতে (৩) ত্বামহো
ব্যধায়ি কলিদস্যুনা ভজন-রত্নহীনং জগৎ ॥৩৩॥

তদেবং কঠিনকলিকাল-কাননকৃশানু-কবলিতস্য (৪) নরকুঠ-কদম্বস্য (৫) ক্লেশাব-কলনকাতরঃ পরহিতাচরণ-লোভবন্তং ভবন্তং নবীন-নীরদং শরণং গতোঽস্মি। ভবাংস্ত যদি ভূতলে ভূতলেখা-হিতায়ো (৬) দয়মানোদয়মানোঽনুগ্রহদৃষ্টি-সলিলবৃষ্টিং কুর্য্যাত্তদৈবাস্য পতিতস্য (৮) লোকস্য নিস্তারঃ স্যান্নান্যথা ॥ ৩৪

অস্তি চ ভবতা ভব-তাপহারিণা (৯) সময়ো (১০) রসময়ো রচিতঃ।

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানি র্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ইতি ৩৫ ॥

(৩) পরিচরতি। (৪) কঠিনঃ কলিকাল এব কানন-কৃশানু দাবানলস্তদাক্রান্তস্য (৫) মনুষ্য-বৃক্ষসমূহস্য, কুঠঃ বৃক্ষঃ (৬) প্রাণি-সমূহহিতায় (৭) উদয়মান উদ্যন্ যতো দয়মানো দয়াং কুর্বন্ সন্ (৮) কৃতান্তমুখপ্রাপ্তস্য, (৯) সংসারদুঃখনাশিনা (১০) প্রতিজ্ঞা-বচনম্।

৩৩। যেহেতু, সত্যসত্যই কোন ব্যক্তিই তোমার লীলাকথা কখনও শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিতেছে না। অহো, কলিদস্যু জগৎকে ভক্তিরত্নহীন করিয়া ফেলিয়াছে !!

৩৪। অতএব, এবংবিধ ভীষণ (নিষ্ঠুর) কলিকালরূপ-দাবানলগ্রস্ত নররূপ বৃক্ষসকলের ক্লেশ দর্শনে কাতর হইয়া পরহিতাকাঙ্ক্ষী নবীনমেঘ সদৃশ তোমার শরণাগত হইয়াছি। তুমি যদি প্রাণিগণের মঙ্গলের নিমিত্ত দয়া করিয়া ভূতলে উদয় হইয়া অনুগ্রহদৃষ্টিরূপ সলিল বর্ষণ কর, তবেই এই দুর্দ্দৈব-কবলিত জগদ্বাসি-জীবগণের উদ্ধার হইতে পারে, নতুবা অন্য উপায়ে তাহাদের উদ্ধার হইবে না।

৩৫। তুমি সংসারের দুঃখ নাশ করিবে বলিয়া একটি রসময় (সুন্দর, সুখপ্রদ) প্রতিজ্ঞাও করিয়াছ—"হে ভারত ! (ভরতবংশীয় অর্জ্জুন) যে সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি এবং

ততোঽবতারং ভুবনে বিধায়, স্বপার্ষদৈঃ সমমেকবারম্।
প্রভো কলিব্যালহতান্ মনুষ্যান্, কৃপাসুধাবর্ষণতো নিষিঞ্চ।৩৬॥

অনেন বিজ্ঞাপিতো নারদোদিতেন (১১) রদোদিতেন (১২) রোচিষা হরিণাঙ্কহরিণাং (১৩) ককুভাবলিং কুর্বন্, সর্বদ্বাপর-পরমোপশমকং (১৪) সিদ্ধান্তং মুনিমুখেনৈব সমুন্মীলয়িতুমনা (১৫) ব্যাজহারা ব্যাজহারামলহাসো (১৬) মলহা (১৭) সোঽঘদলনঃ॥ ৩

তপোধনোরস ! (১৮) নো রসময়মেতৎ যদিয়ং বসুমতীব সুমতীনাস্ততিরপি কলিনা কলিনায়কেন (১৯) পীড্যত ইতি। তথাপি নাত্রাবতারো (২০) বতারোপয়িতুং যুজ্যতে সংখ্যাবধি (২১) রসংখ্যাবধিরনভিমতত্বাৎ। তথাচ বিষ্ণুধর্মোত্তরে—

(১১) তদ্বচসা (১২) রদেভ্যো দন্তেভ্য উদিতেন উদ্গতেন রোচিষা কান্ত্যা। (১৩) হরিণাঙ্ক-হরিণাং চন্দ্রবৎ শুভ্রাং ককুভাবলিং দিক্‌শ্রেণীং কুর্বন্ ধবলয়ন্নিত্যর্থঃ (১৪) দ্বাপরঃ সংশয়ঃ। (১৫) সমুন্মীলয়িতুং প্রকাশয়িতুং মনো যস্য স স্বকথায়াঃ স্বয়ং কথনেনাপ্তত্বং স্যাদিতি ভাবঃ। (১৭) অব্যাজোঽকপটো হারবদমলশ্চ হাসো যস্য সঃ। (১৭) মলহা সর্বপাপনাশকঃ অঘদলনঃ শ্রীকৃষ্ণঃ।

(১৮) হে তাপসশ্রেষ্ঠ ! 'অগ্রাখ্যায়ামুরস' ইতি সমাসান্তষ্টচ্ প্রত্যয়ঃ। নো শব্দে নিষেধার্থেঽব্যয়ম্। (১৯) কলহ-প্রাপকেন (২০) অত্র কলিকালে বত খেদে ! স্বধাম্নঃ প্রপঞ্চে বতরণং নামাবতারো নারোপয়িতুং কর্ত্তুং যুজ্যতে ইতি। (২১) বিশ্রান্তিরসংখ্যৈরনভিপ্রেতত্বাৎ।

অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, সেই সময়ে আমি আবির্ভূত হইয়া থাকি। সাধুগণের রক্ষা, দুষ্কর্ম্মকারীদিগের বিনাশ ও ধর্ম্ম স্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই॥"

৩৬। অতএব হে প্রভো ! তুমি একবার তোমার নিজপার্ষদগণের সঙ্গে ভুবনে অবতীর্ণ হইয়া কলিকালরূপ সর্পের দংশনে বিনষ্টপ্রায় মনুষ্যগণকে কৃপাসুধা বর্ষণে অভিষিক্ত কর। (অর্থাৎ তাহাদিগকে সঞ্জীবিত কর)॥

৩৭। নারদের বাক্যে সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া পাপনাশী অঘদলন শ্রীকৃষ্ণ, নারদের মুখেই সকল সংশয়-নিবারক সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিবার ইচ্ছায় মুক্তাদিমালার (হারের) ন্যায় শুভ্র নির্ম্মল ও নিষ্কপট হাস্য সহকারে যখন বলিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার দন্তকান্তির প্রকাশে দিক্ সকল যেন চন্দ্রের ন্যায় শুভ্র বর্ণ ধারণ করিতেছিল। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন :—

৩৮। হে তপোধনশ্রেষ্ঠ। (তাপসশ্রেষ্ঠ) ইহা দুঃখের বিষয় যে, কলহজনক

"প্রত্যক্ষরূপধৃগ্ দেবো দৃশ্যতে ন কলৌ হরিঃ।
কৃতাদিম্বেব (২২) তেনৈষ ত্রিযুগঃ পরিপঠ্যতে ॥" ইতি ৩৮॥

ইতি বচনং দামোদরস্য দরস্যন্দদ্ ঘর্মজল (২৩) মাকর্ণ্য ক্ষণং পরামৃশ্য পুনরুবাচ মুনিঃ—প্রভো! সত্যম্ভাপসানাম্ভাপসানায় (২৪) সকললোকস্যাতিনিপুণানাং বচনমিদং যদমী প্রত্যক্ষরূপধৃগিত্যুক্ত্যা ভগবানহমিত্যভিমানেনাবতারং নিষেধয়ন্তি, নতু ভক্তোঽহমিত্যভিমানেন, মানেন (২৫) বচনেনাস্মাকং কিমপ্যপচীয়তে ॥৩১

শ্রূয়তে হি কয়াধু-তনয়স্য (২৬) ধৃতনয়স্যামলে (২৭) বচসি চ্ছন্নতয়া কচিৎ কলৌ ভবতাবতারঃ কৃত ইতি, তথাচ শ্রীভাগবতে (৭।৯।৩৮)—

(২২) কিন্তু সত্যাদিম্বেব ত্রিষু যুগেষু দৃশ্যত ইতি শেষঃ। শ্রীকৃষ্ণস্যামর্য্যাদৈশ্বর্য্যত্বেন তদতিক্রমেঽপি নাস্তি দোষ ইত্যভিপ্রায়ো মৃগ্যঃ। ত্রয়ো যুগাঃ সত্যাদয়ঃ সম্ভাবতারকালতয়া যস্যেতি ত্রিযুগ উচ্যতে, অর্শ আদ্যচ্ প্রত্যয়াস্তোঽয়ং শব্দঃ।

(২৩) দরেণ ভয়েন স্যন্দৎ ক্ষরদ্ ঘর্মজলং স্বেদো যত্র কর্মণি তদ্ যথা স্যাদিত্যাকর্ণ্য-ক্রিয়াবিশেষণং (২৪) তাপসানাং মুনীনাং কীদৃশানাং? তত্রাহ—সকললোকস্য তাপস্য দুঃখস্য সানায় বিনাশায়াতিনিপুণানাং পরমকুশলানামিত্যর্থঃ। এতেন ভক্তভাবেনাবতীর্ণো ভগবান্ লোকদুঃখং নাশয়িষ্যতি সমর্থমিত্বেন প্রকাশাদিত্যভিপ্রায়ো ব্যঞ্জিতঃ। (২৫) অনেন বচনেনাস্মাকং কিমপি নাপচীয়তে ন হীয়ত ইতি (২৬) প্রহ্লাদস্য, ন ধৃতঃ খণ্ডিতো নয় উপপত্তির্যেন, এতেন তত্রাকাস্ত

কলি এই পৃথিবীর ন্যায় সমস্ত সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণকেও পীড়া প্রদান করিতেছে! তথাপি অসংখ্য পণ্ডিতগণের অনভিমত বলিয়া এই যুগে অবতার গ্রহণ করা উচিত নয়। কেননা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে—

কলিযুগে লীলাময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষরূপ ধারণ করিতে দেখা যায় না, সত্যাদি তিন যুগেই তিনি প্রত্যক্ষরূপ ধারণ করিয়া থাকেন, সেইজন্য তিনি 'ত্রিযুগ' নামে পঠিত হন॥

৩১। শ্রীদামোদরের এই বাক্য শ্রবণকালে নারদের সর্ব্বাঙ্গ হইতে (শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবেন না ভাবিয়া) ভয়ে ঘর্ম্মবিন্দু ক্ষরিত হইতে লাগিল। মুনিবর উহা শ্রবণ করতঃ ক্ষণকাল যাবৎ মনে মনে আলোচনা করিয়া পুনরায় বলিলেন—সকল লোকের তাপ-

ইত্থং নৃতির্য্যগৃষিদেবঝষাবতারৈ- (২৮)

লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎ-প্রতীপান্।

ধর্ম্মং মহাপুরুষ ! পাসি যুগানুবৃত্তং

ছন্নঃ (২৯) কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্। ইতি

নারদীয়ে চ—ভগবতো ভবতো ভণিতো (৩০)

অহমেব কলৌ বিপ্র ! নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ।

ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বথা। ইতি

সর্বথা স্বনিভমতেঽবতারে (৩১) তে বতারেজ্ঞানা যুগে যুগ ইতি বীপ্সা বিরুধ্যতে ॥৪০

প্রামাণ্যং দর্শিতং, (২৭) প্রকরণে (২৮) ঝষো মৎস্যঃ, বিভাবয়সি পালয়সি। (২৯) নত্ত ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তমিত্যুক্ত্যা মম যুগাবতার ত্বৈবোক্তা, তর্হি সর্বেষেব যুগেষু অবতারাৎ মম ত্রিযুগতা ন স্যাদিত্যত্রাহ—ছন্ন ইতি। অস্মিন্ কলৌ যুগাবতারস্য স্বয়ং ভগবতি ত্বয়ি প্রবিষ্টত্বাত্তব চ ভক্তভাবেন ছন্নত্বান্ন প্রকাশ ইত্যত স্ত্রিযুগঃ কথ্যসে ইতি ভাবঃ। প্রচ্ছন্নত্বং নাম স্বপ্রেয়সীভাবকান্তিস্বরূপৈরাবৃতত্বম্। তথাপি ভাবিন্যবতারে স্বরূপমন্তদনাদিত এব সিদ্ধমস্তি তদীয়ে নিত্যে ধাম্নি, যথা তদেব প্রকটমভূত্তদৈব তত্রৈব স্বরূপান্তরং স্ববাঞ্ছা-সম্পূর্ত্তয়ে তত্রাবির্ভাবীদিতি জ্ঞেয়ম্। তদুক্তমভিযুক্তৈঃ—চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তমিত্যত্রাধুনা-চ-কারাভ্যামিত্যবধেয়ম্। (৩০) উক্তৌ (৩১) কিন্তু তে তব অবতারে কলৌ সর্বথানভিমতে সতি সম্ভবামি যুগে যুগ ইত্যত্র আরেজ্ঞানা বিরাজিতা [রাজ্ দীপ্তৌ কানচ্] বর্ত্তেতি শেষে। বীপ্সায়ামত্র দ্বিরুক্তির্বিরুধ্যতে। স্বয়ংভগবতো বক্তুঃ প্রতিযুগং সম্ভবাদর্শনাদংশাংশাবতারসমকালে দ্বাপরে তজ্জন্তরে চ কলৌ—ইত্যেতদ্যুগদ্বয়াপেক্ষয়া সা যুজ্যত ইতি ভাবঃ।

নাশে (দুঃখ নিবারণে) অতি নিপুণ মুনিগণের এই বাক্য সত্য বটে, যেহেতু প্রত্যক্ষরূপধুক্ এই উক্তি দ্বারা তাঁহারা "আমি ভগবান্", এই অভিমানে ভগবানের অবতার নিষেধ করেন, কিন্তু 'আমি ভক্ত' এই অভিমানে তাঁহার অবতার নিষেধ করেন না। সুতরাং এই প্রকার বাক্যের দ্বারা আমাদের কিছুই হানি হইতেছে না॥

৪০। যেহেতু—অখণ্ডনীতিপরায়ণ, কয়াধুনন্দন প্রহ্লাদের (অখণ্ডিত যুক্তিপূর্ণ) স্পষ্টার্থ বচনে শুনিতে পাওয়া যায় যে, "তুমি কোনও কলিতে ছন্নরূপে অবতীর্ণ হইয়াছ।" যথা শ্রীমদ্ভাগবতে প্রহ্লাদের উক্তি "হে মহাপুরুষ ! এই প্রকারে নর, পশু, ঋষি, দেবতা, মৎস্য প্রভৃতি অবতারের দ্বারা আপনি লোক সকল পালন করেন, জগতের বৈরীদিগকে বিনাশ করেন এবং যুগানুগত ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া থাকেন। আপনি কলিযুগে প্রচ্ছন্ন (গুপ্ত)

তদেতন্নারদ-বচো দব-চোটকং মর্ত্ত্যানামর্ত্ত্যানাশকং (৩২) ভক্তানামবধায় বধায় কলি-প্রভাবস্য ভাবস্য (৩৩) প্রচারণায় বারণায় বান্ধবশোকানামাকাঙ্ক্ষমাণো বতরীতুং ভগবান্ মনসীদং পরামমর্শ ॥৪১

অহো সত্যমিদমুচ্যতে নারদেন নারদেন (৩৪) যোজয়িতুমেতচ্ছক্যতে। অস্তি মমাপ্য-বনীতলেঽবনীত-লেখা-হিততয়া (৩৫) পুনরপি জননায় (৩৬) ভজন-নায়ভঙ্গ নিবারণার্থ-মভিলাষঃ। আং আং (৩৭) স্বস্যাপি পরমং প্রযোজনমজনমনোবিষয়ঃ (৩৮) কিমপ্যস্তি ॥৪২

(৩২) মর্ত্ত্যানাং দবচোটকমুপতাপ-খণ্ডকং, চুটচ্ছুট ছেদনে ধাতুঃ, অর্ত্ত্যাঃ পীড়ায়াঃ নাশকঞ্চ, (৩৩) স্বপ্রেম্ণঃ। (৩৪) রদেন খণ্ডনেন যোজয়িতুং না শক্যতে ন পার্য্যতে। (৩৫) পণ্ডিত-দেবাহিততয়া তেষামহিতাবনয়নার্থমিত্যর্থঃ। (৩৬) জন্মনে প্রাদুর্ভাবং গ্রহীতুমিত্যর্থঃ, তথা ভজন-নায়স্য স্বভক্তিপ্রাপ্তে-র্যো ভঙ্গঃ প্রতিবন্ধকত্বস্য নিবারণার্থং মমাপি অভিলাষোঽস্তি। (৩৭) আমিত্যব্যয়ং স্মরণার্থে সম্ভ্রমে দ্বিরুক্তিঃ। (৩৮) জনানাং মনসোঽপি অগোচরঃ, বিষয়শব্দস্য অজহল্লিঙ্গত্বাৎ পুংস্ত্বম্। (৩৯) দ্বারকা

ছিলেন, এই নিমিত্ত তিন যুগে আপনার আবির্ভাব থাকায় আপনি 'ত্রিযুগ'নামে প্রসিদ্ধ ॥"
হে ভগবান্! নারদপুরাণে তোমার উক্তিতেও শুনিতে পাওয়া যায়, যথা "হে বিপ্র! আমিই কলিযুগে নিত্য প্রচ্ছন্ন শরীরে (স্বরূপ লুকাইয়া) ভগবদ্ভক্তরূপে সর্বতোভাবে লোকসকলকে রক্ষা করি ॥"

কলিযুগে তোমার অবতার সর্বতোভাবে অনভিমত হইলে 'যুগে যুগে' এই বাক্যে বিরাজিত বীপ্সার বিরোধ হইয়া পড়ে—অর্থাৎ অষ্টাবিংশ মন্বন্তরীয় শেষ দ্বাপর ও কলিযুগে তুমি স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া থাক। যুগাবতার এখন তোমাতে প্রবিষ্ট। অতএব প্রতি ঐ দুই যুগে মাত্র প্রচ্ছন্নরূপে অবতীর্ণ হওয়ায় বীপ্সা বিরুদ্ধ নহে।

৪১। মর্ত্ত্য (জীব) গণের সন্তাপহারী এবং ভক্তগণের পীড়ানাশক, এবংবিধ নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীভগবান্ কলির প্রভাব বিনাশ, নিজ প্রেমের প্রচার এবং বান্ধবগণের শোকসমূহ-নিবারণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া অবতার গ্রহণ করিবার নিমিত্ত মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিতে লাগিলেন—

৪২। অহো! নারদ সত্য কথাই বলিতেছেন। ইহা খণ্ডন করা অসাধ্য। দেবতাগণের অশুভ নিরাকরণের নিমিত্ত পুনরায় ভূতলে আবির্ভূত হইয়া ভজননীতির প্রতিবন্ধকতা নিবারণ করিতে আমারও অভিলাষ আছে।

যাবৎপয়োধি-নগরীস্থিত-রত্নকুড্যে (৩৯)
স্বচ্ছে পুরাবকলয়ামি (৪০) নিজাঙ্গশোভাম্।
তাবৎ সদৈব খলু তদ্রসনায় চেতো
লোভাকুলং মম সমুৎসুকতাং প্রযাতি ॥ ৪৩ ॥

তদাস্বাদশ্চ মৎপ্রিয়জন-নিকরাধিকায়া রাধিকায়া ভাবনস্তরেণা (৪১) স্তরেণাশক্যঃ প্রাপ্তুং যতঃ

বিষয়গতং (৪২) লাবণ্যং স্বাদয়িতুং কঃ ক্ষমো বিনা-ভাবম্।
জগদানন্দিনি শশিনো মাধুর্য্যে যন্নলিন্যসৌ মূঢ়া (৪৩) ॥ ৪৪ ॥

ন চ স্বকলেবরেঽবরেঽপি সর্বস্যৈব রতিরতিশয়িতৈবাস্তি, তয়ৈব তল্লাবণ্যস্যাস্বাদঃ স্যাদিতি বক্তব্যং, জাতি-ভেদাৎ (৪৪) পরিমাণ-ভেদাচ্চ, নহি রাধিকায়া মৎকলেবরে যাদৃশী যাবতী চ রতিস্তাদৃশী তাবতী চ মমাপি তত্রাস্তি ॥৪৫

তত্র স্থিতে রত্নকুড্যে মণিময়ভিত্তৌ। (৪০) অবাকলয়মদ্রাক্ষমিত্যর্থঃ। 'পুরি লুঙ্ চাস্মে' ইতি লট্।

(৪১) ভাবমাশ্রয়জাতীয়াং রতিং বিনা অন্তরেণ মনসাপি। (৪২) বিষয়োঽত্র ভাবস্যৈব স্থায়িনোরত্যাখ্যস্য জ্ঞেয়ঃ। (৪৩) অত্র বৈধর্ম্ম্যেণ প্রতিবস্তূপমালঙ্কারঃ।

(৪৪) বিষয়াশ্রয়ভেদেন তদ্ভেদস্য সত্ত্বাৎ ন্যূনাতিরিক্ততয়া পরিমাণভেদস্য চ বেদিতব্যম্।

আঃ আঃ অর্থাৎ আমার স্মরণ হইয়াছে, স্মরণ হইয়াছে। আমার নিজেরও কোনও একটি পরম প্রয়োজন আছে। তাহা অপরের মনোগোচর নহে।

৪৩। দ্বারকানগরীস্থ স্বচ্ছ মণিময় ভিত্তিতে আমি যেদিন হইতে নিজ অঙ্গশোভা দর্শন করিয়াছি, সেইদিন হইতে তাহা আস্বাদন করিবার জন্য আমার লোভাকুল চিত্ত সর্বদাই উৎকণ্ঠিত হইতেছে।

৪৪। আমার প্রিয়জনদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকার ভাবাশ্রয় ব্যতীত মনেও তাহার (নিজ মাধুর্য্যের) আস্বাদন লাভ করিতে পারিব না॥ যেহেতু ভাব অর্থাৎ আশ্রয়-জাতীয় রতি ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি বিষয়গত লাবণ্য আস্বাদন করিতে সমর্থ হয়? চন্দ্রের মাধুর্য্য জগতের আনন্দদায়ক হইলেও পদ্ম সে বিষয়ে অনভিজ্ঞ।

৪৫। নিজের দেহ মন্দ (নিকৃষ্ট) হইলেও সকলেরই তাহাতে অত্যন্ত রতি থাকে এবং সেই রতি দ্বারাই দেহের লাবণ্যাস্বাদ হইতে পারে, রতির জাতিভেদ ও পরিমাণ ভেদ হেতু একথা বলা যায় না। কেননা আমার কলেবরে শ্রীরাধিকার যে প্রকার (যে জাতীয়) এবং যৎপরিমিত রতি আছে, সেই প্রকার (সেই জাতীয়) এবং সেই পরিমিত রতি আমারও তাহাতে (আমার কলেবরে) নাই॥

পশ্য পশ্য —

> শিলাশকল (৫৪) শর্করা-কুশময়ে ধরিত্রীতলে
> ভ্রমন্তমবগত্য মামিহ যথা ব্যথন্তে প্রিয়াঃ (৪৬)।
> তথা যদি মম ব্যথা ভ্রমণতো ভবেত্তর্হ্যদো
> ন সিধ্যতি কদাচন ভ্রমণমেব তাদৃক্স্থলে (৪৭) ॥ ৪৬ ॥
> ক্লেশানুমানেন পরস্য লোকে পীড়েতরস্য কচিদীক্ষ্যতে যা।
> ন সিধ্যতি প্রীতিমৃতে কদাচিৎ সেতি প্রসিদ্ধো বিদুষাং প্রবাদঃ ॥ ৪৭ ॥

তাস্বপি পরমাধিকায়া (৪৮) রমাধিকায়াস্তস্যাঃ প্রীতিস্তুপমান-রহিতা নরহিতাবতারস্য (৪৯) মমাপি গম্যা ন ভবতীতি তামেব ভাবং ভাবং (৫০) ভাবং তদীয়মঙ্গীকৃত্য স্বমাধুর্য্য-মাস্বাদয়িষ্যে, দয়িষ্যে চ তেনৈব সর্বাস্মানবান্ মানবাষ্পাতপ্তানিতি (৫১) মনসি ক্ষণকতিপয়ং পরামৃশ্য স্পষ্টমাচষ্ট ॥ ৪৮

(৪৫) পাষাণখণ্ড-কঙ্কর-দর্ভ-প্রচুরে, (৪৬) প্রীত্যাশ্রয়াঃ কান্তাঃ, বহুত্বমত্র জাতৌ বৈকল্পিকম্। প্রিয়াণাং ব্যথাধিক্যং প্রীত্যাধিক্য-নিবন্ধনমেব ; তদুক্তং শ্রীদশমে—যত্তে সুজাত চরণাম্বুরুহমিত্যাদিনা জ্ঞেয়ম্। (৪৭) শিলাশকলাদিময়ে। মম তু মচ্ছরীরে ন তথা প্রীতি র্যথা তাসাং জাতিতঃ প্রমাণতশ্চ, তস্মাত্তাসাং-ভাবাশ্রয়ং বিনা মন্মাধুর্য্যাস্বাদো ময়া কথমপি নোপলব্ধুং শক্য ইতি জ্ঞেয়ম্।

(৪৮) পরমাধিকোঽয়ঃ শুভাবহ-বিধি র্যস্যাঃ, রমাধিকা লক্ষ্মীতঃ শ্রেষ্ঠা। (৪৯) নরহিতা অবতারা যস্য সর্বাবতারিণঃ সর্বশক্তিমতোঽপীত্যর্থঃ। (৫০) ভাবয়িত্বা ভাবয়িত্বা পেশস্কৃৎ কীটবদিতি ভাবঃ। (৫১) অভিমানোষ্মসন্তপ্তান্।

৪৬। দেখ, দেখ ! প্রচুর প্রস্তরখণ্ড কঙ্কর ও কুশময় ভূমিতে আমি ভ্রমণ করিতেছি জানিয়া আমার প্রিয়াগণ যেরূপ ব্যথা পান, যদি আমার ভ্রমণজন্য সেই প্রকার ব্যথা হয় তাহা হইলে সেইরূপ স্থলে আমার কখনও ভ্রমণ সিদ্ধ হয় না।

৪৭। তবে যে কখনও দেখিতে পাওয়া যায়, “এ সংসারে একজনের ক্লেশ অনুমান করিয়া অপরের পীড়া (দুঃখ) হইয়া থাকে”, পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ব্যতীত কখনও তাহা সিদ্ধ হইতে পারে না—পণ্ডিতগণের মধ্যে এই প্রকার প্রবাদ (জনশ্রুতি) প্রসিদ্ধ আছে ॥

৪৮। আমার সমস্ত প্রিয়াগণের মধ্যেও সর্ব্বশ্রেষ্ঠা এবং লক্ষ্মীরও চিত্ত-ক্ষোভ-কারিণী লক্ষ্মীশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকার প্রীতি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং অতিশয় শুভাবহ। সে

অয়ে প্রজাপতি-তনয় ! (৫২) পতিত-নয়রহিত-জনানুগ্রহ-তৎপর ! (৫৩) ভবতোদিতং (৫৪) ভবতোদিতং জনবৃন্দং প্রতি পরমহিতং মহিতঞ্চ মম। যতঃ (৫৫) কলাবস্মিন্নবনী-তলেঽবতরণায় রণায় পাপেন (৫৬) সহাস্তি মনোরথঃ ॥৪৯

> যুগত্রয়ে সত্যমুখে (৫৭) প্রবর্ত্তিতৈঃ পাপেন যুধ্যন্ন (৫৮) সুরৈর্ন চাতুষং।
> পাপেন তেন স্বয়মত্র বিগ্রহং কৃত্বা ততো নন্দয়িতাস্মি মানসম্ ॥ ৫০ ॥

(৫২) হে ব্রহ্মাত্মজ শ্রীনারদোক্ত যাবৎ, (৫৩) পতিতানাং পাতকিনাং নীতিরহিতানাঞ্চ জনানামনুগ্রহ তৎপর, (৫৪) ভবেন সংসারেণ তোদিতং পীড়িতং, ভবতা উদিতমুক্তমিত্যন্বয়ঃ, (৫৫) স্বমহনীয়ত্বে হেতুমাহ যত ইতি। (৫৬) পাপেন সহ রণায় যুদ্ধায় ভূমিতলে যদবতরণং তস্মৈ, তাদর্থ্যে চতুর্থী।

(৫৭) সত্যাদিকে। (৫৮) যুধ্ সম্প্রহারে ধাতুঃ দিবাদাবাত্মনেপদী, তথাপি যুধমিচ্ছন্নিতি বিগ্রহে ক্যজন্তাচ্ছতরি যুধ্যন্নিতি সিধ্যতি। যথা—অনুদাত্তেত্বলক্ষণমাত্মনেপদমনিত্যং জ্ঞাপকসিদ্ধমিত্যদোষঃ।

জাতীয় প্রীতির কোথাও উপমা নাই। জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত আমি অসংখ্য অবতার গ্রহণ করিলেও অর্থাৎ আমি সর্ব্বাবতারী এবং সর্ব্বশক্তিমান্ হইলেও শ্রীরাধার প্রীতি আমারও গম্য অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় বা প্রাপ্তির বিষয় নহে। অতএব সেই প্রীতির কথা পুনঃ পুনঃ ভাবিতে ভাবিতে শ্রীরাধিকার ভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক আমি স্বমাধুর্য্য আস্বাদ করিব এবং তদ্দ্বারা অভিমান-গ্রীষ্ম-সন্তপ্ত সমস্ত মানবগণকে অমৃতময় কৃপাবর্ষণ করিব—কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে এইপ্রকার আলোচনা করিয়া প্রকাশ্যে (স্পষ্টভাবে) বলিলেন।

৪৯। হে প্রজাপতিনন্দন নারদ ! তুমি পতিত এবং নীতিরহিত ব্যক্তিগণের প্রতি অনুগ্রহসাধনে তৎপর। তুমি যে সকল সংসার-পীড়িত জনবৃন্দের কথা বলিতেছ, তাহাদের প্রতি পরম মঙ্গল সাধন আমি সাদরে অঙ্গীকার করিতেছি। যেহেতু এই কলিযুগে পাপের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতে আমারও অভিলাষ আছে ॥

৫০। সত্য প্রভৃতি তিনযুগে পাপের দ্বারা চালিত অসুরদিগের সঙ্গে আমি যুদ্ধ করিয়া সন্তোষ (তৃপ্তি) লাভ করিতে পারি নাই। এই কলিযুগে স্বয়ং সেই পাপের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমি চিত্তের আনন্দ বিধান করিব ॥

তত্র চ—

> আরুহ্য দিব্যকরুণাভিধ-রম্যযানং
> সদ্ভক্ত-সৈনিকগণৈঃ সহ ভূমিরঙ্গে (৫৯)
> স্বাখ্যান-কীর্ত্তন-শরোৎকর-বর্ষণেন (৬০)
> জেষ্যামি সর্বজন-পীড়ক-পাপশত্রুম্ ॥ ৫১ ॥

যতঃ কলিকালে কলিকালেশোপ্য (৬১) অন্যোপায়স্য যস্য কস্যাপি নালোক্যতে নামকীর্ত্তনমন্তরেণ। তথাচ মুনিভিরপ্যুক্তং শ্রীভাগবতে (১২।৩।৫১)

> কলে (৬২) র্দোষনিধে রাজন্নস্তি (৬৩) হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
> কীর্ত্তনাদেব (৬৪) মুক্তস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেদিতি ॥
> হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
> কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ ইতি ৫২ ॥

অতুষং তুষ্টো নাভবদ্। (৫৯) ভূমিরূপ-রণক্ষেত্রে, (৬০) নিজনাম-সঙ্কীর্ত্তনরূপ-বাণসমূহবৃষ্ট্যা (৬১) সামর্থ্যলবোঽপি। (৬২) দোষাণাং শ্রেয়োঽতিক্রম-হেতূনাং নিধেরপি কলেরেকো মহান্ গুণঃ যোৎকর্ষাধায়কো ধর্মোঽস্তি; যথা সম্রাড়েকোঽপি বহূনাং দস্যূনাং হন্তা, তথা স একোঽপি দোষাণামিতি ভাবঃ। কোঽয়ং গুণস্তত্রাহ—কীর্ত্তনাদেবেতি নাত্যত্র সাধনান্তরাপেক্ষেতি ভাবঃ, কিন্তু শ্রবণাদি-সহিতাদিতি বা। পরং সর্বোত্তমং পুমর্থং প্রেমাণমিত্যর্থঃ। (৬৩) বিরাজমানোঽস্তি, যথা হে রাজন্ ইতি চ্ছেদঃ। (৬৪) এবকারেণান্যোপায়-ব্যবচ্ছেদো দর্শিতঃ। তত্র হরিনাম্নস্ত্রিরুক্তিরত্যন্ত-দার্ঢ্যায়, ক্রিয়াপদস্য তু সা কর্মযোগজ্ঞানাপেক্ষয়া বোধ্যা।

৫১। সেই যুদ্ধে—দিব্য (উৎকৃষ্ট) করুণানামক সুন্দররথে আরোহণ করিয়া উত্তমভক্ত রূপ সৈনিকগণের সঙ্গে সংসাররূপ যুদ্ধক্ষেত্রে নিজনাম কীর্ত্তনরূপ শরসমূহ বর্ষণের দ্বারা সর্ব্বজনপীড়ক পাপরূপ শত্রুকে জয় করিব ॥

৫২। যেহেতু কলিকালে একমাত্র নামসঙ্কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোনও উপায়ের লেশ মাত্র (সামর্থ্য ও) কোরক ও দৃষ্ট হয় না। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতে মুনিবর শ্রীশুকদেবও বলিয়াছেন, "হে রাজন্! কলি অনেক দোষের আশ্রয় (সাগর) হইলেও ইহার একটি মহাগুণ আছে। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তন হইতেই জীব মায়াবন্ধন-মুক্ত হইয়া পরম পুরুষার্থ প্রেমলাভ করিতে পারে॥" বৃহন্নারদ পুরাণেও উক্ত আছে—"কলিযুগে একমাত্র হরিনাম হরিনাম, হরিনামই গতি। অন্যথা গতি নাই, নাই, নাই॥"

তেন চাধর্মে প্রাপিতোপরমে (৬৫) পরমেণ ধর্মেণাবির্ভাবিষ্যতে তিমির-নিকরে করেণ নির্ব্বাসিতেঽসিতেতর-রোচিষেব (৬৬)। ততশ্চ সর্ব্বং জগদগদমমীব মুক্তমুক্ত দোষরহিতং (৬৭) ভবিষ্যতি, ততোঽবশ্যমেবাবতরণীয়ং কিন্তু—৫৩॥

কলিনা গ্রস্তং সকলং নানাদোষাকুলং জগজ্জাতম্।
তস্মাৎ-কুত্র জনিষ্যে তাদৃক্স্থানং (৬৮) ন পশ্যামি ॥ ৫৪ ॥
অস্তি (৬৯) যদ্ যদবনীতলে:মম স্থানমত্র জননায় সম্মতম্ (৭০)।
তত্তদেতদবতারভূতয়া (৭১) নাম্বমানি মুনিভিঃ পুরাতনৈঃ ॥ ৫৫ ॥

ততঃ কুত্রাবতারং করিষ্যামি চরিষ্যামি চ পরমোদারামোদারাধিকাং (৭২) লীলামিতি ভগবতা

(৬৫) প্রাপিতো নীত উপরমো নিবৃত্তির্যং তস্মিন্। যম্ উপরম ইতি গণকারোক্ত-প্রামাণ্যাদ্ রমতে র্যত্রি হ্রস্ব ইষ্যতে। (৬৬) অসিতেতরৎ সিতং রোচি র্যস্য তেন চন্দ্রেণেব পরমেণ ভাগবতাখ্যেন ধর্ম্মেণাবির্ভাবিষ্যতে, ভাবে লৃট্। (৬৭) পীড়ারহিতং যতোঽমীবমুক্তং পাপশূন্যমত এব উক্তা ভবৎকথিতা যে দোষা বেদাধ্যয়নত্যাগাদয়স্তৈঃ রহিতম্।

(৬৮) স্বাবতরণ যোগ্যম্ (৬৯) নন্ন মথুরাদিকমস্তি, তত্রাহ—অস্তীতি যত্র জগতি। (৭০) মুনীনাং সম্মতমভিমতং। (৭১) এতদবতার-স্থানতয়া নানুমতমতস্তত্র তত্র ধামনি সতি প্রায়শ্ছন্নত্বং মম ন স্যাদিতি ভাবঃ (৭২) পরমোদারমতিমহান্তং উদারো (দাতৃমহতোরিতি বিশ্বঃ) আমোদমা সম্যগ্ রাধয়তি

৫৩। সিতরশ্মি চন্দ্র যেমন কিরণ দ্বারা অন্ধকারসমূহ নাশ (দূর) করিয়া উদিত হয়, সেইরূপ নামসংকীর্ত্তনের দ্বারা অধর্ম্মের নিবৃত্তি করিয়া পরমধর্ম্ম অর্থাৎ বিশুদ্ধা ভক্তি আবির্ভূত হইবে, এবং সেই পরমধর্ম্ম হইতেই সমস্ত জগৎ পূর্ব্বোক্ত বেদাধ্যয়নত্যাগাদি-দোষরহিত হইয়া ক্রমে ক্রমে পাপমুক্ত ও পীড়াশূন্য হইবে। অতএব আমি অবশ্যই অবতার গ্রহণ করিব। কিন্তু—

৫৪। কলি কর্ত্তৃক কবলিত সমস্ত জগৎ নানাবিধ দোষে পরিপূর্ণ হইয়াছে। অতএব কোথায় অবতীর্ণ হইব? নিজ অবতার-যোগ্য সেরূপ স্থান ত দেখিতেছি না॥

৫৫। এই ভূমণ্ডলে আমার আবির্ভাবের নিমিত্ত মুনিগণের অভিমত যে যে স্থান আছে, প্রাচীন মুনিগণ সেই সেই স্থানকে এই অবতারের ক্ষেত্র বলিয়া অনুমোদন করেন নাই।

৫৬। 'অতএব কোন্ স্থানে অবতীর্ণ হইয়া পরম মহতী আনন্দদায়িনী লীলা করিব"

প্রবেদিতো বেদিতোত্তমো (৭৩) মুনিঃ ক্ষণং বিচিন্ত্য সহুঙ্কারং (৭৪) সশিরঃকম্পং সতর্জনীচালনং নীচালঙ্করণকামো নিবেদয়ামাস দয়ামাসঞ্জয়ন্ ॥৫৬॥

ভগবন্! ময়া নৈপুণ্যেন পুণ্যেন সমাধিনাঽসমাধি নাশকেন (৭৫) নিভালিতং ভালিতং (৭৬) দিব্যমেকং স্থানং ভবদবতারায় ভব-দব-তারায় (৭৭) সূচিতমস্তি ॥৫৭॥

যৎ খলু নবদ্বীপতয়া (৭৮) পতয়ালূনাং ভবকূপারেঽপারে নবদ্বীপমিতি প্রসিদ্ধিমবাপ ॥৫৮॥

বিশ্বম্ভরাশ্রিতমপি (৭৯)

সাধয়তীতি ভাবঃ, তৎসম্পাদিকামিতি যাবৎ (৭৩) উত্তমো বেদিতা জ্ঞাতা সর্বজ্ঞপ্রায় ইত্যর্থঃ। (৭৪) ইত হুঙ্কার-শিরঃকম্পৌ স্মরণ-সূচকৌ, তর্জনীচালনং তর্কাঙ্ককং কিংবা তচ্চালনয়া তদুত্তোলনয়া তৎস্থান-প্রদর্শনমিতি। নীচানামপালঙ্করণে কামো যস্য সঃ, করুণাং জনয়ন্।

(৭৫) অসমমনঃপীড়ানাশকেন, সমাধিনা প্রাণধানেন নিভালিতং নিরূপিতং (৭৬) ভাভিঃ স্বপ্রকাশৈরলিতং ভূষিতম্। (৭৭) সংসারজন্যোপতাপ-তারকায়।

(৭৮) যৎ খলু স্থানং অপারে ভবসমুদ্রে পাতুকানাং জনানাং নবদ্বীপতয়া নূতনাশ্রয়তয়া হেতুনা নবদ্বীপ ইতি রূঢ়িমাপদিত্যর্থঃ।

(৭৯) অত্র বিরোধাঃ স্পষ্টা এব, প্রকৃতে তু বিশ্বম্ভরঃ পৃথ্বী পরত্র বিশ্বম্ভরো ভবানিতি তৎপরিহারঃ।

শ্রীভগবান এই কথা জানাইলে পতিতজনদিগকে (ভক্তিভূষণে) অলঙ্কৃত করিতে অভিলাষী বিজ্ঞতম শ্রীনারদমুনি ক্ষণকাল চিন্তা করতঃ কৃপানুরঞ্জিতহৃদয়ে হুঙ্কারপূর্বক শিরঃকম্পন ও তর্জনী চালন করিতে করিতে নিবেদন করিলেন ॥

৫৭। হে ভগবন্! জগজ্জীবের অতুল (অসীম) দুঃখবিনাশের নিমিত্ত নিপুণতার সহিত (গভীরভাবে) পবিত্র প্রণিধান দ্বারা আমি একটা সুন্দর স্বপ্রকাশময় স্থান দর্শন করিলাম। সংসারতাপ নিবারণের জন্য তোমার অবতারের নিমিত্ত সেই স্থানটা সূচিত আছে।

৫৮। যে স্থানটা সত্য সত্যই অপার ভবসাগরে পতনশীল ব্যক্তিগণের নূতন দ্বীপ অর্থাৎ আশ্রয় বলিয়া 'নবদ্বীপ' নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে ॥

৫৯। যে স্থান পৃথিবীতে আশ্রিত (অধিষ্ঠিত) হইলেও বিশ্বম্ভরনামক আপনার আশ্রয়ের যোগ্য, যাহার তেজঃ জগতের ভূষণকারী হইলেও যাহার কান্তি নবীন সুধাকেও নিরাকরণ (তুচ্ছ) করে, যাহা ইন্দ্রিয়গণের অবিষয় হইলেও গোকুলধাম হইতে ভিন্ন নহে, যাহা চিদানন্দ স্বরূপ হইলেও বুদ্ধিদ্বারা সুখে (অনায়াসে) নিরূপণের যোগ্য নহে, সর্বদা প্রকৃতিস্থ অর্থাৎ স্বরূপে-স্থিত কখনও মায়াস্পৃষ্ট নয় অর্থাৎ অপ্রাকৃত ॥

বিশ্বম্ভরাশ্রয়যোগ্যং বসুধালঙ্কারিস্ফুরোচিরপি নবসুধা-লঙ্কারিস্ফুরোচিঃ (৮০) গোকুলপদেতরদপি (৮১) ন-গোকুলপদেতরৎ চেতনাসুখরূপমপি ন চেতনাসুখরূপং (৮২) সর্বদা প্রকৃতিস্থমপি (৮৩) ন কদাচিৎ প্রকৃতিস্পৃষ্টম্ ॥৫৯॥

লক্ষ্মী-বিলাসৈঃ (৮৪) পরিপূর্ণমধ্যং সমুল্লসচ্ছ্রীদ্বিজরাজ-রাজৎ (৮৫)
বিশ্বম্ভরানন্দ (৮৬) বিধায়িশোভং বৈকুণ্ঠধাম্নো
যদুপৈতি মৈত্রীম্ (৮৭) ॥ ৬০ ॥

অথবা—

একাং শ্রিয়ং দধদদো (৮৮) লসতোঽমিতানাং
শ্রীণাং কুলৈর্দ্বিজবরঞ্চ তথৈকমেব।
অত্যুজ্জ্বলৈর্দ্বিজবরৈরপি যস্য সাম্যং
বৈকুণ্ঠমপ্যলমহো নহ্যভবত্যবাপ্তুম্ ॥ ৬১ ॥

এবমন্যত্রাপি জ্ঞেয়ম্। (৮০) প্রকৃতে তু নবসুধা নূতনামৃতং তদলঙ্কারিস্ফু তন্নিরাকরিষ্ণু রোচি র্যস্য, (৮১) গোকুলং চক্ষুঃসমূহস্তৎপদং তদ্বিষয়স্তত ইতরৎ তদগোচরমপি, গোকুলধামভিন্নং ন ভবতি তৎপ্রকাশ-বিশেষত্বাৎ। (৮২) জ্ঞানানন্দ-স্বরূপস্থমপি চেতনয়া বুদ্ধ্যা সুখেনাক্লেশেন রূপ্যতে নিরূপ্যতে তৎ তাদৃশং ন ভবতি। (৮৩) স্বরূপস্থমপি ন প্রকৃত্যা মায়য়া স্পৃষ্টং কিন্তুপ্রাকৃতমিত্যর্থঃ।

(৮৪) লক্ষ্ম্যাঃ শোভায়াঃ পরত্র শ্রীদেব্যা বিলাসৈ লীলাভিঃ। (৮৫) দ্বিজরাজো গরুড়ঃ পক্ষে ব্রাহ্মণোত্তমঃ (৮৬) বিশ্বম্ভরো নারায়ণঃ পক্ষে পৃথ্বী. (৮৭) যৎস্থানং তস্য মৈত্রীং সাম্যমুপৈতি প্রাপ্নোতি, অত্র শব্দ-সাম্য-নিবন্ধনঃ পূর্ণোপমালঙ্কারঃ।

(৮৮) শ্রীদেবীং দধৎ অদো বৈকুণ্ঠম্ শ্রিয়মিত্যস্য দধদিত্যনেনান্বয়ঃ কুলৈরিত্যস্য লসত ইত্যনেনৈবান্বয়ঃ। শ্রীণাং সম্পদাং শোভানাং বা। যতো বৈকুণ্ঠমপি যস্য নবদ্বীপস্য সাম্যমবাপ্তুমলং ন ভবতীত্যন্বয়ঃ, অত্র ব্যতিরেকালঙ্কারঃ।

৬০। যে স্থানের মধ্যভাগ নানা প্রকার শোভায় পরিপূর্ণ, যাহা পরম রমণীয় শ্রীসম্পন্ন ব্রাহ্মণোত্তমগণে সুশোভিত এবং যাহার শোভা জগতের আনন্দদায়িনী হওয়ায় উহা মধ্যস্থলে লক্ষ্মীদেবীর বিলাসে পরিপূর্ণ, অতি সুন্দর-কান্তি গরুড় কর্তৃক বিরাজিত নারায়ণের আনন্দপ্রদ শোভাবিশিষ্ট বৈকুণ্ঠধামের সাদৃশ্য লাভ করিতেছে।

৬১। অথবা—অহো বৈকুণ্ঠও যাহার সমতা লাভ করিতে পারে না; কেননা বৈকুণ্ঠ একমাত্র লক্ষ্মীদেবীকে ও একমাত্র দ্বিজবর অর্থাৎ গরুড়কে ধারণ করেন, কিন্তু এস্থান অসংখ্য লক্ষ্মী (শোভা, সম্পত্তি) সমূহের দ্বারা ও সংখ্যাতীত অত্যুজ্জ্বলকান্তি দ্বিজবরগণের দ্বারা সুশোভিত।

যত্র খলু— বিপ্রা (৮৯) বেদাধ্যয়ন-যজন-স্পর্শনেষু প্রসক্তাঃ

শৌচাচার-ব্রত-যম-দম-দান-নিষ্ঠাবরিষ্ঠাঃ।

বৈশ্যা বশ্যাঃ ক্ষিতিসুরততের্দাননিদক্ষা ধনাঢ্যাঃ

শূদ্রা ভদ্রা দ্বিজকুলভবাঃ সেবকাঃ সংবসন্তি ॥ ৬২ ॥

কেচিদ্ বেদান্তনিষ্ঠাঃ কতিচিদপি বুধাঃ সাংখ্যশাস্ত্রপ্রসক্তা

মীমাংসাভ্যাসভাজঃ কতিচিদপি পরে যোগমার্গপ্রবীণাঃ :

কেচিদ্দুস্তর্ক-তর্কাধ্যয়ন-বিধিরতাঃ কেঽপি বৈশেষিকাখ্যে

তন্ত্রে দক্ষা বিচারং স্বপরমতবিদাং (৯০) কুর্বতে সার্দ্ধমোঘৈঃ ॥ ৬৩ ॥

একং কেচিৎ দ্বে পরে ত্রীণি কেচিচ্চত্বার্যন্যে পঞ্চ কেচিৎ ষড়েব।

কেচিৎ প্রাজ্ঞা (৯১) দর্শনানাং স্বশিষ্যানূহাপোহৈঃ সর্বদাধ্যাপয়ন্তি।

(৮৯) বিপ্রা ইত্যত্র ক্ষত্রিয়াণামনুক্তিঃ কলৌ প্রায়স্তেষাং বৈরল্যাজ্জ্ঞেয়েতি ন ন্যূনতাদোষপ্রসঙ্গঃ।

(৯০) স্বমতবিদাং পরমতবিদাঞ্চ ওঘৈঃ সমূহৈঃ বিচারং কুর্বত ইত্যর্থঃ।

(৯১) দর্শনশাস্ত্রাণাং প্রাজ্ঞা অভিজ্ঞাঃ। প্রজ্ঞশব্দাৎ স্বার্থিকোঽন্ প্রত্যয়ঃ। প্রথমান্তপদানামন্যৈরন্বয়ঃ, একমিত্যাদি দ্বিতীয়ান্তপদৈঃ দর্শনশাস্ত্রাণ্যুচ্যন্তে, একং দর্শনশাস্ত্রং দ্বে দর্শনশাস্ত্রে ইত্যাদ্যন্বেয়ম্।

৬২। যে নবদ্বীপে বর্ণশ্রেষ্ঠ বিপ্রগণ বেদাধ্যয়ন, যজন ও প্রতিগ্রহে রত, এবং শৌচ আচার, ব্রত, দম, যম, ধ্যাননিষ্ঠ ; বৈশ্যগণ দানশীল, ধনাঢ্য ও ব্রাহ্মণগণের অধীন এবং শূদ্রগণ ভদ্র (সদ্‌ব্যবহারযুক্ত) ও দ্বিজবংশীয়গণের সেবাপরায়ণ হইয়া বাস করিতেছে।

৬৩। তথায় কতিপয় বেদান্তনিষ্ঠ, কতিপয় সাংখ্য শাস্ত্রে রত, কতিপয় মীমাংসা শাস্ত্রে অভ্যস্ত, অপর কতিপয় যোগমার্গপ্রবীণ, কতিপয় দুর্গমতর্কাধ্যয়নে আসক্ত এবং কয়েকজন বৈশেষিকশাস্ত্রে সুনিপুণ পণ্ডিত স্বমত ও পরমতাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সঙ্গে বিচার করিতেছে ॥

৬৪। কোনও কোনও প্রাজ্ঞব্যক্তি ষড়্‌দর্শনের মধ্যে একটী, কেহ কেহ দুইটী, কেহ

কিং বহুনা—যত্র খলু নবনিধি-সমৃদ্ধিং বর্দ্ধয়ন্তীং কমলা-(৯২)ঙ্কমলাক্ষীং বিলক্ষ্য সপত্নী-ভাবতঃ কোপাকুলা তাং (৯৩) জিগীষুরিবাষ্টাদশবিদ্যারূপেণ সর্ব্বদা সরস্বতী সমুল্লসতি ॥৬৫

যদুপকণ্ঠে শ্রীমতী জহ্নুতনয়া জুতনয়ানেকপাপভাজন-জনতা-পরমহিতা (৯৪) মহিতা ভুবনেন (৯৫) বনেন বিলসৎকূলা শোভতে ॥৬৬

যা খলু ধ্বনিরিব বিষ্ণুপদ-প্রাপ্তসমুৎপত্তিঃ পদসন্ততিরিবাক্ষরময়ী ভবস্মৃত্তিরিবাঘবিনাশিনী, অদিতিরিব বৃষবৃদ্ধিকারিণী, দিনকরকরপ্রভেব কমলোল্লাসবিধায়িনী ত্রিনয়ন-নয়নচ্ছটেব কামপ্রদায়িনী বসন্তশ্রীরিব মোক্ষসম্পাদ্বিবর্দ্ধিনী ভবতি (৯৬) ॥৬৭

স্বশিষ্যানিতি প্রযোজ্যকর্ত্তুঃ কর্ম্মত্বং 'গতিবুদ্ধিপ্রত্যবসানেত্যাদিনা।

(৯২) কমলাং লক্ষ্মীং পদ্মাক্ষীং বিলক্ষ্য দৃষ্ট্বা, (৯৩) তাং লক্ষ্মীং জেতুমিচ্ছুরিবেত্যুৎপ্রেক্ষা।

(৯৪) জুতোঽপনীতো নয়ো নীতি র্যয়া সা চাসৌ অনেকপাপভাজনঞ্চ যা জনতা লোকসমূহস্তস্যাঃ পরমহিতা, (৯৫) পূজিতা ভুবনেনেতি কর্ত্তরি তৃতীয়া, ভূতার্থেঽত্র নিষ্ঠা।

(৯৬) বিষ্ণুপদং তচ্চরণমাকাশঞ্চ, অক্ষরং ব্রহ্ম অকারাদি বর্ণশ্চ, অঘং পাপং পক্ষে অঘঃ তন্নামাসুরশ্চ বৃষো ধর্ম্মঃ পক্ষে বৃষ ইন্দ্রশ্চ, কমলা লক্ষ্মীঃ পক্ষে কমলং পদ্মঞ্চ, কামপ্রদায়িনীতি স্পষ্টার্থঃ; পক্ষে কামবিনাশিনী, দো অবখণ্ডনে ধাতুপাঠাৎ। মোক্ষো মুক্তিঃ পাটলিবৃক্ষশ্চ। অদিতিরিত্যাদি বিশেষণচতুষ্টয়েন চতুর্বর্গ-হেতুত্বং দর্শিতম্।

বা তিনটী, কেহ বা চারিটী, কেহ বা পাঁচটী কেহ বা ছয়টীই নিজ নিজ ছাত্রগণকে অনুকূল ও প্রতিকূল তর্কের দ্বারা সর্ব্বদা অধ্যাপন করেন॥

৬৫। অধিক আর কি বলিব? যে নবদ্বীপে পদ্মনয়না কমলা (লক্ষ্মী) মহাপদ্ম, পদ্ম, শঙ্খ প্রভৃতি নবনিধির সম্পত্তি বৃদ্ধি করিতেছেন বলিয়া সরস্বতী, সমান পতি ভাব নিবন্ধন যেন ঐ লক্ষ্মীর প্রতি কুপিত হইয়া তাঁহাকে জয় করিবার ইচ্ছায় অষ্টাদশ বিদ্যারূপে সর্ব্বদা প্রকাশ পাইতেছেন।

৬৬। যে নবদ্বীপের সমীপে ভুবনবন্দিতা মনোজ্ঞা (শোভাময়ী) জাহ্নবী শোভা পাইতেছেন। তিনি নীতিহীন অশেষ পাপনিষ্ঠ জনগণের পরম হিতকারিণী এবং তাঁহার উভয় কূল বনের দ্বারা সুশোভিত।

৬৭। যে সুরধুনী—ধ্বনি যেমন বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত সমুৎপত্তি অর্থাৎ আকাশে সমুৎপন্ন

শুভ্রাংশু-শুক্লরুচিরপ্যবগাহমানং
স্বস্মিন্ জনং কলিত-কৃষ্ণরুচিং (৯৭) করোতি।
ত্যক্তাসবে স্বসলিলেঽপি জড়স্বরূপা
যা চিন্ময়ং বপুরহো ভগবন্ দদাতি ॥ ৬৮ ॥

যস্যাঞ্চ স্বতঃপ্রধানমপি পতঙ্গপুত্রী (৯৮) তদ্‌যশোজালবর্দ্ধনায় নিগূহিত-স্বমহিমা যুধিষ্ঠির-সেনায়াং ভবানিব (৯৯) বর্ত্ততে ॥৬৯

(৯৭) প্রাপ্তশ্যামকান্তিমিতি বিরোধঃ, প্রকৃতে তু কলিতা গৃহীতা কৃষ্ণে ভগবতি রুচিঃ প্রীতি যেন তাদৃশমিত্যর্থঃ। ত্যক্তাসবে ত্যক্তপ্রাণায় জনায়। স্বসলিলেঽপি অপিরত্র ভিন্নক্রমত্বেন জড়স্বরূপা অচিদ্রূপা অপি ইত্যন্বয়ঃ, প্রকৃতে তু জলস্বরূপা ডলয়োরৈক্যশ্রবণাৎ।

(৯৮) সূর্য্যতনয়া শ্রীযমুনা। (৯৯) ভবানিব শ্রীকৃষ্ণরূপেণ ত্বমিব।

সেইরূপ বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত সমুৎপত্তি অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর চরণ হইতে উৎপন্না, পদসমূহ যেমন অক্ষর-ব্রহ্মময়ী অর্থাৎ বর্ণব্রহ্মময়ী সেইরূপ অক্ষর ব্রহ্মময়ী অর্থাৎ শব্দব্রহ্মময়ী, আপনার মূর্ত্তি যেমন অঘবিনাশিনী অর্থাৎ অঘনামক অসুর-ঘাতিনী সেইরূপ অঘবিনাশিনী অর্থাৎ পাপনাশিনী, অদিতি যেমন বৃষবৃদ্ধিকারিণী অর্থাৎ ইন্দ্রের পালনকারিণী (উন্নতি-বিধায়িনী) সেইরূপ বৃষবৃদ্ধিকারিণী অর্থাৎ ধর্ম্মবর্দ্ধনী, সূর্য্যকিরণের প্রভা যেমন কমলোল্লাসবিধায়িনী অর্থাৎ কমলের বিকাশকারিণী সেইরূপ কমলোল্লাসবিধায়িনী অর্থাৎ লক্ষ্মীর উল্লাস-কারিণী, মহাদেবের নয়ন-চ্ছটা যেমন কামপ্রদায়িনী অর্থাৎ মদন-নাশিনী সেইরূপ কামনাশিনী অর্থাৎ অভীষ্টবস্তুপ্রদায়িনী; বসন্তশ্রী যেমন মোক্ষসম্পদ্বিবর্দ্ধিনী অর্থাৎ পাটলি বৃক্ষের পত্রপুষ্পাদি-সম্পদ্বর্দ্ধিনী সেইরূপ যে গঙ্গা মোক্ষ সম্পদ্বিবর্দ্ধিনী অর্থাৎ মুক্তিসম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়া থাকেন।

৬৮। হে ভগবন্! গঙ্গা নিজে চন্দ্রের ন্যায় শুক্লবর্ণা হইলেও তাহাতে স্নানকারী ব্যক্তিকে কৃষ্ণরুচিবিশিষ্ট অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে প্রীতিসম্পন্ন করেন। নিজে জড় অর্থাৎ জলস্বরূপ (ময়ী) হইলেও, যে তাঁহার সলিলে প্রাণ ত্যাগ করে তাহাকে চিন্ময় বপু দান করিয়া থাকেন।

৬৯। যে গঙ্গায় সূর্য্যতনয়া যমুনা স্বয়ং শ্রেষ্ঠ হইলেও তাঁহার যশোরাশি বৃদ্ধি

তত্তঃ পরম-রমণীয়ং তন্নবদ্বীপ-নগরং নগরঞ্জিতবিহঙ্গমসমূহ (১০০) মসমূহমেব ভগবতোঽবতো মানবান্নবাবতারায় সমুচিতম্॥ ৭০

ইতি নিগদিতং বিধি-তনয়েন নয়েন মধুরমবধায় বধায় কলি-বলস্য কৃতেচ্ছঃ কৃতেঽচ্ছ-ভজনশিক্ষণস্য চাবতারং বতারং (১) চিকীর্ষুরাচষ্ট চন্দ্রকচূড়ঃ॥ ৭১

আমাজ্ঞাপিতমুত্তমং ভগবতা শ্রীমন্মুনীন্দ্র! ত্বয়া
নৈবাত্র ক্ষিতিমণ্ডলেঽস্তি সুভগং স্থানং নবদ্বীপতঃ।
তস্মাত্তত্র সহৈব পার্ষদগণৈরাবির্ভবন্ কৈশ্চন
প্রাদুর্ভাবয়িতাস্মি ধর্মমতুলং কর্তব্যমস্মিন্ কলৌ (২)॥ ৭২॥

যেন চ প্রাপ্তপরাজয়ো রাজযোধেন বাটপাটচ্চর (৩) ইব কলিঃ কুণ্ঠতামায়াতো

(১০০) অসংশয়ম্।

(১) কৃতে ইত্যব্যয়মেজন্তঃ নিমিত্তার্থে। নির্মলভজনশিক্ষায়া নিমিত্তঞ্চ কৃতেচ্ছঃ, বত হর্ষে! অরংশীঘ্রং যথা তথা অবতারং চিকীর্ষুরিত্যন্বয়ঃ। বর্হাপীড়ঃ শ্রীকৃষ্ণঃ আচষ্ট উক্তবান্।

(২) আমিতি মান্তাব্যয়ম্ স্মরণার্থে, স্মরামীত্যর্থঃ, ভগবতা সর্বজ্ঞেন ত্বয়া উত্তমং শোভনং আজ্ঞপ্তং, কিন্তদিত্যপেক্ষায়াং নৈবেত্যাদি—এতেন ধামান্তরেভ্যোঽস্য পরমোৎকর্ষো দর্শিতঃ। অতুলমসমোর্দ্ধতয়া সর্বোৎকৃষ্টং ধর্মং ভাগবতাখ্যমিত্যর্থঃ। অস্মিন্ বর্তমানে কলৌ কর্তব্যমবশ্যকরণীয়ম্।

করিবার জন্য যুধিষ্ঠিরের সেনামধ্যে আপনার (শ্রীকৃষ্ণরূপের) ন্যায় নিজ মহিমা গোপন করিয়া বর্তমান আছেন॥

৭০। অতএব যে স্থানে বৃক্ষসকলে পক্ষিগণ পরম সুখে বিরাজ করিতেছে, সেই পরমরমণীয় নবদ্বীপ নগরই জনপালক ভগবান্ আপনার নবীন অবতারের যথার্থ উপযুক্ত স্থান॥

৭১। নারদের এবংবিধ যুক্তিপূর্ণ মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া, শিখিপিঞ্ছভূষণ শ্রীকৃষ্ণ কলির প্রভাব-নাশ ও নির্মল ভক্তি শিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত, শীঘ্র অবতার গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া বলিলেন —

৭২। অহো স্মরণ হইয়াছে। হে শ্রীমন্! (পরমপ্রেমসম্পত্তিমন্) মুনিবর! আপনি সর্বজ্ঞ হইয়া আমাকে উত্তম কথাই জানাইয়াছেন। এই ভূমণ্ডলে নবদ্বীপ অপেক্ষা সুন্দর স্থান আর কোথাও নাই। অতএব সেই স্থানে কতিপয় পার্ষদবৃন্দের সঙ্গে আবির্ভূত হইয়া এই কলিযুগের কর্তব্য অতুলনীয় পরম ভক্তি-ধর্মের প্রবর্তন করাইব॥

৭৩। রাজসৈনিক কর্তৃক পথস্থ চোর [বাটপাড়] যেমন পরাজয় প্রাপ্ত হয়,

মায়াতাপত্তারকো স্বয়ং ধর্ম্মঃ, কস্তত্র বরাকোঽবরাকোমল-স্বভাবোঽসৌ ॥ ৭৩

ভবতা তু নাকপাল-কপালভৃচ্চতুর্ম্মুখ-মুখ-বর্হির্মুখান (৪) সুবস্সুমতি (৫) সুমতি-ভক্তভাবেনাবতরিতুং মল্লপিতেনাদিশ্য স্বয়মপ্যবতরণীয়ং তরণীয়ং ভবস্য সাগরস্য (৬) গরস্য নামসঙ্কীর্ত্তনরূপা ভবতৈব প্রচারণীয়া ॥ ৪

ইতি ভগবতো বচোঽমৃতসমানং সমানং (৭) শ্রুত্বা মাদিতান্তরোঽতান্তরোচিঃ (৮) পুলকিতাপঘন (৯) স্তাপঘন স্তামরসাক্ষং (১০) পরিক্রাময়্যান্নিদং জগাদ নারদঃ ॥ ৭৫

(৩) যেন ধর্ম্মেণ বাটপাটচ্চরঃ পথিচোরঃ বাটপাড় ইতি খ্যাতঃ। মায়াতাপেতি—প্রাকৃত-তাপ-ত্রয়াদুদ্ধারকঃ, বরাকঃ ক্ষুদ্রতমঃ, অবরশ্চাসৌ অকোমলস্বভাবশ্চেতি বিশেষণ-সমাসঃ।

(৪) ইন্দ্রশিববিধিপ্রভৃতিদেবান্ (৫) পৃথিব্যাং, বিভক্ত্যর্থেঽব্যয়ীভাবঃ (৬) গরস্য বিষস্য সাগরস্য ভবস্য সংসারস্য তরণী নৌরিয়ং নামসংকীর্ত্তনরূপা ভবতা ত্বয়ৈব প্রকাশনীয়েত্যন্বয়ঃ। ব্যস্তরূপকমিদং।

(৭) সাদরং (৮) হৃষ্টান্তঃকরণোঽম্লানকান্তিঃ, (৯) রোমাঞ্চিত-শরীরঃ (১০) তাপস্য ঘনো মেঘ ইব নিবর্ত্তকঃ, কমললোচনং শ্রীকৃষ্ণম্।

সেই প্রকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভক্তি ধর্ম্ম কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া কলি কুণ্ঠতা প্রাপ্ত হইবে; যেহেতু এই পরম ভাগবত ধর্ম্ম যেখানে মায়া এবং তজ্জনিত তাপত্রয় হইতে উদ্ধার-কর্ত্তা সেখানে অতি তুচ্ছ ও নিষ্ঠুরস্বভাব কলির স্থান কোথায় ?

৭৪। আপনি আমার বাক্য জানাইয়া ইন্দ্র, শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাগণকে পৃথিবীতে নির্ম্মল হৃদয় ভক্তরূপে অবতীর্ণ হইবার জন্য আদেশ করত আপনিও স্বয়ং অবতীর্ণ হইবেন। বিষের সাগররূপ সংসারে নামসঙ্কীর্ত্তনরূপা এই তরণী আপনারই প্রচার করিতে হইবে ॥

৭৫। শ্রীভগবানের এইপ্রকার অমৃততুল্য বাক্য সাদরে শ্রবণ করিয়া অঙ্গের তাপ নিবারণে মেঘস্বরূপ শ্রীনারদের হৃদয় প্রফুল্ল, কান্তি উজ্জ্বল ও পুলকিত হইল। তিনি পরমানন্দে কমললোচন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পরিক্রমাপূর্ব্বক নৃত্য করিতে করিতে এই কথা বলিলেন ॥

অহো প্রভো দীনজনে কৃপালুতা
ন দৃষ্টপূর্বা ভুবনে কদাচন।
যদীয়মিত্থং ন ভবেত্তদা জনৈঃ
স এব গীয়েত কথং কৃপাময়ঃ ॥ ৭৬ ॥

ধৈর্য্যং ধেহি তপোধনোত্তম! জনে যত্র কচিন্নাবয়োঃ (১১)
সংবাদং বিবৃণু, ত্বমেতমিহ যদ্‌গুপ্তি র্হিতা সিদ্ধয়ে (১২)।
ইত্যুক্ত্বাহন্তরধাদ্‌ব্রজেন্দ্র-তনয়ঃ শ্রীমান্ মুনীন্দ্রস্ত্বসৌ
প্রেমানন্দ-পরিপ্লুতঃ খলু তদাদিষ্টং ক্রমেণ ব্যধাৎ (১৪) ॥ ৭৭ ॥

ইতীত্যাদি শ্রীগৌরলীলামৃতে শ্রীগৌরাবির্ভাব-নিশ্চয়ো নাম
দ্বিতীয় আস্বাদঃ ॥

(১১) যত্র কচিদ্ যস্মিন্ কস্মিন্নপি জন ইত্যন্বয়ঃ, সর্বস্মিন্নেব জন ইত্যর্থঃ। (১২) যস্য সংবাদস্য গুপ্তি-গোপনমিহ জগতি সিদ্ধয়ে ফলপ্রাপ্তয়ে হিতেত্যন্বয়ঃ। (১৩) অন্তর্হিতবান্ (৪) আদেশং ব্যধাৎ কৃতবান্।

৭৬। হে প্রভো! পৃথিবীতে দীনজনের প্রতি এবংবিধ কৃপালুতা আমি পূর্ব্বে আর কখনও দর্শন করি নাই। যদি এই প্রকার কৃপা না হইবে, তবে লোকে তোমাকে কৃপাময় বলিবে কেন?

৭৭। হে তপোধনশ্রেষ্ঠ! ধৈর্য্য ধারণ কর। তুমি আমাদের এই সংবাদ লোকসমীপে যেখানে সেখানে বর্ণন করিও না। জগতে এই সংবাদগোপনই ফল-প্রাপ্তি বিষয়ে মঙ্গলজনক। শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন নারদকে এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন; এবং মুনিবর শ্রীমান্ নারদও প্রেমানন্দে পরিপ্লুত হইয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহার আদিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদন করিলেন।

শ্রীগৌরলীলামৃতে শ্রীগৌরাবির্ভাব-
নিশ্চয় নামক দ্বিতীয় আস্বাদ।

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-চম্পূঃ

তৃতীয় আশাঙ্কঃ

—:o:—

ইহ তু তিরস্কৃত-মায়াপিধানে মাধুরী-দোলায়িত-ব্রহ্মাণ্ডবধানে (১) দিব্যাতিদিব্য-সকললোক-প্রধানে (২) কৃপাকৃতাবনীতলাবির্ভাব-বিধানে (৩) শ্রীমন্নবদ্বীপাভিধানে পত্তনে বিপ্রবংশাবতংসে কীর্ত্তনকৃত-কলিকল্মষ-ধ্বংসে মুনিগণ-কৃতপ্রশংসে মিশ্র-বংশে দিক্‌করি-কুম্ভকীর্ণ-কীর্ত্তিকুন্দদামা (৪) সকলস্বান্ত-সন্তোষসম্পাদকসামা (৫) শত-সহস্র-সবিতৃসমানধামা জগন্নাথনামাবির্বভূব ভূবলয়স্য ধ্বজ ইব (৬)॥১

(১) দূরীকৃত-মায়াচ্ছাদনে স্বমাধুর্য্যেণ দোলায়িতং তরলীকৃতং ব্রহ্মাদীনামপ্যবধানং একাগ্রত্বং যেন। (২) দিব্যা ইন্দ্রলোকাদয়োঽতিদিব্যা ধ্রুবলোক-বৈকুণ্ঠাদয়শ্চ তদাদি-নিখিললোকেভ্যঃ প্রধানে মূলভূতস্থানিত্যর্থঃ। (৩) করুণামাত্রেণৈব বিহিতভূতলাবির্ভাব-বিধানে, পত্তনে নগরে। (৪) দিক্‌করীণামৈরাবতাদীনাং কুম্ভেষু অপি কীর্ণানি কীর্ত্তিকুন্দদামানি যস্য দিগন্তবিশ্রান্তবিমলযশাঃ। (৫) সাম প্রিয়ভাষণং 'সাম সান্ত্বমুভে সমে' ইত্যমরঃ। (৬) ভূমণ্ডলস্য বিজয়কেতনমিত্যুৎপ্রেক্ষা।

১। শ্রীনবদ্বীপ নগর মায়াবরণ-বর্জ্জিত অর্থাৎ চিন্ময়। ইহা স্বকীয় মাধুর্য্যে ব্রহ্মাদি দেবতাগণেরও চিত্তবৃত্তি বিচলিত করিতেছেন। ইহা দিব্য ইন্দ্রলোকাদি এবং অতিদিব্য ধ্রুবলোক বৈকুণ্ঠাদি সমস্ত লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ইনি কৃপাবশতঃ অবনীতলে আবির্ভূত হইয়াছেন মাত্র। এই নবদ্বীপে শ্রীহরিকীর্ত্তনে কলিকল্মষধ্বংসকারী দ্বিজকুলের শিরোভূষণস্বরূপ, মুনিগণ-প্রশংসিত মিশ্রবংশে ভূমণ্ডলের বিজয়-পতাকার ন্যায়

গাম্ভীর্য্যেণ নদীপতিং করুণয়া শ্রীরন্তিদেবং নৃপং
ধৈর্য্যেণামর-ভূধরং সুষময়া শ্রীযামিনী-বল্লভম্ (৭)।
বিদ্যাভি র্দিবিষদ্‌গুরুং (৮) মুররিপৌ ভক্ত্যা (৯) কয়াধোঃ সুতম্ (১০)
সৎপুত্র-প্রসবেন কশ্যপমুনিং যোঽসৌ (১১) বিজিগ্যে (১২) ভৃশম্ ॥ ২

যস্য তাদৃশগুণ-নিকর-করম্বিততয়া তত্তয়া মহত্তয়া সর্বে লোকা মিশ্রপুরন্দর (১৩) ইত্যাজুহুবুঃ। তস্মৈ (১৪) খলু নাম্না নীলাম্বরেণ বরেণ চক্রবর্ত্তিনাঽর্ত্তিনাশিতসকল-সংশয়েন শয়েন (১৫) জিতকুমুদাধারক-বদনতামরসা (১৬) ঽমরসাধ্বীসমানা (১৭) সমানাঽগণম্ (১৮) সর্বজনহিতা দুহিতা দুনীতিস্পর্শরহিতা (১৯) শচী নাম সম্প্রদদে ॥৩

(৭) পরমশোভয়া শ্রীমচ্চন্দ্রমিত্যর্থঃ। (৮) দেবগুরুং বৃহস্পতিং, (৯) শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণ্যা ভক্ত্যা, (১০) শ্রীপ্রহ্লাদং, (১১) উত্তরবাক্যগতস্য যচ্ছব্দস্য তচ্ছব্দনৈরপেক্ষ্যাৎ তৎসন্নিহিতত্বেনাদসশ্চ তথাত্বং মন্তব্যমিত্যালঙ্কারিকাঃ। (১২) বিজিতবান্, তত্তদ্বিষয়ে তেভ্যঃ সর্বেভ্যোঽপ্যুত্তম ইতি ব্যতিরেকালঙ্কারঃ, স চাত্র বিজয়রূপৈকক্রিয়াভিসম্বন্ধাদ্দীপকানুপ্রাণিতশ্চেতি বোধ্যম্। বিপরাভ্যাং জেরিত্যাত্মনেপদম্। অস্যাং ক্রিয়ায়াং কর্মরূপেণ বহূনাং কারকাণামন্বয়া-দ্দীপকভেদোঽয়মলঙ্কারঃ, তেন চোপমানতো বৈলক্ষণ্যদ্যোতনাদ্ব্যতিরেকালঙ্কারঃ সঙ্কীর্ণঃ।

(১৩) পুরন্দর-শব্দস্যোত্তরপদস্থিতত্বে শ্রেষ্ঠত্বমিন্দ্রত্বঞ্চ গম্যতে। তাদৃশ-গুণবত্ত্বেন শ্রেষ্ঠত্বং তথা চাসীমমাহাত্ম্যেন ইন্দ্রতুল্যত্বঞ্চ বোধ্যম্। ইতি শব্দেনাভিধানাত্তত্র প্রথমা, তদুক্তং বাকনাচার্য্যেণ 'নিপাতেনাপ্যভিধানং পরিগণনস্য প্রায়িকত্বাদিতি, (১৪) শ্রীজগন্নাথমিশ্র-পুরন্দরায়, (১৫) নাম্নেতি প্রকৃত্যাদিভ্য উপসংখ্যানমিতি তৃতীয়া। (১৫) আর্ত্ত্যা অভিলাষেণ নাশিতা সকলাঃ সংশয়াঃ যেন তদ্‌গুণ-দর্শনাৎ কন্যাদানে তাদৃশী ইচ্ছা জাতা যয়া কোঽপি সংশয়ো নাবসরং প্রাপেত্যর্থঃ। শয়েন হস্তেন। (১৬) পৃথিব্যানন্দ জনক-মুখকমলা (১৭) শচীতুল্যা, (১৮) সাদরপূজনং যথা স্যাৎ, (১৯) সুনীতিসমানেত্যর্থঃ।

শ্রীজগন্নাথ-নামক একজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার শুভ্র কীর্ত্তিরূপ কুন্দ-কুসুম-মাল্য দিগ্‌হস্তিগণের কুম্ভে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল অর্থাৎ তাঁহার নির্ম্মল যশঃ দিগন্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল ; তাঁহার প্রিয়বাক্যে সকলেরই মনে সন্তোষ জন্মিত এবং তাঁহার কান্তি শত সহস্র সূর্য্যের ন্যায় অতি উজ্জ্বল ছিল ॥

২। তিনি (শ্রীজগন্নাথ মিশ্র) গাম্ভীর্য্যের দ্বারা সমুদ্রকে, করুণায় শ্রীরন্তিদেব-নৃপতিকে, ধৈর্য্যে সুমেরুপর্ব্বতকে, পরম শোভাদ্বারা সুন্দর চন্দ্রকে, বিদ্যাসমূহদ্বারা সুরগুরু বৃহস্পতিকে, শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিদ্বারা কয়াধুনন্দন প্রহ্লাদকে এবং সৎপুত্র উৎপাদন দ্বারা কশ্যপ মুনিকেও অত্যধিক জয় করিয়াছিলেন ॥

৩। তিনি তাদৃশ গুণাবলী সম্পন্ন ও অতিশয় মহিমান্বিত ছিলেন বলিয়া

তয়া সহ গৃহে বসন্ স খলু মিশ্রচূড়ামণি-
শ্চচার ভবনোচিতং সকলমেব ধর্ম্মং (২০) সদা।
যতো ভগবতো যথা ভবতি ধর্ম্মং সংশিক্ষণে
মনস্যধিক আগ্রহো ভগবতঃ প্রিয়াণাং তথা ॥ ৪
পাঠো হোমশ্চাতিথীনাং সপর্য্যা (২১) পিত্রাদীণাং তর্পণং বা (২২) বলিশ্চ।
পঞ্চৈব স্বার্থে মহান্তো মখাস্তে (২৩) মিশ্রেণামী লঙ্ঘিতা নো কদাপি ॥৫

(২০) ধর্ম্মং গার্হস্থ্যলক্ষণং। (২১) তেষাং সৎক্রিয়া (২২) বাশব্দশ্চার্থে (২৩) যজ্ঞা;।

সকল লোকে তাঁহাকে মিশ্র পুরন্দর বলিয়া ডাকিত। শ্রীনীলাম্বর নামক চক্রবর্ত্তিপ্রবর তাঁহার তাদৃশ গুণদর্শনে সকল সংশয় পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বেচ্ছাক্রমে যথাযোগ্য পূজা সহকারে তাঁহাকে সর্ব্বজনহিতৈষিণী সুনীতিসম্পন্না শচীনাম্নী নিজ কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীশচী দেবী ইন্দ্রপত্নী শচীর ন্যায় ভাগ্যবতী ছিলেন। তাঁহার বদনকমল জগদ্বাসিজনের আনন্দজনক ছিল এবং তিনি নিজের সুন্দর ও সুকোমল হস্তের দ্বারা কুমুদকেও পরাজিত করিয়াছিলেন॥

৪। মিশ্রচূড়ামণি শ্রীজগন্নাথ সেই শচীদেবীর সঙ্গে গৃহে বাস করিয়া সর্ব্বদা গৃহোচিত সকলধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিতেন। যেহেতু ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান বিষয়ে শ্রীভগবানের চিত্তে যেমন অত্যধিক আগ্রহ থাকে, শ্রীভগবানের প্রিয়জনগণের চিত্তেও তদ্রূপ আগ্রহ বর্ত্তমান থাকে॥

৫। শাস্ত্রপাঠ, হোম, অতিথিসেবা, পিতৃপুরুষগণের তর্পণ এবং বলি অর্থাৎ প্রাণিগণকে উপহার প্রদান—গৃহস্থের কর্ত্তব্য এই পাঁচটী মহাযজ্ঞ মিশ্রবর কখনও লঙ্ঘন করিতেন না।

তস্য চ তেষু পরমোদারেষু দারেষু (২৪) তেজোবিস্মাপিত-মনুজাস্তনুজা- (২৫) স্তরণয় (২৬) ইবাষ্টৌ জজ্ঞিরে, জাতা এবাস্তমুপাযযুশ্চ, তত্র কারণং কোবিদা বিদামাসুঃ (২৭)।৬

এতয়ো (২৮) স্তনুজয়ো র্ভবিষ্যতোরগ্রজ-ব্যবহৃতাবিমে সুতা নোচিতা ইতি বিচার্য্য তৎক্ষণাত্তৎক্ষণাৎ (২৯) সমহরদ্ যমো নু তান্।৭

এবমষ্টানামিষ্টানামিন্দ্রকুমারসদৃশাং (৩০) দৃশাং সংনন্দনানাং (৩১) নন্দনানাং মধ্যে কস্মিন্নপি (৩২) নাবশিষ্টে শিষ্টেন (৩৩) দুঃসহ-শোকপীড়িতেনা পীড়িতেনাতিধৈর্যশালিভিরপি (৩৪) সহধর্মিণী-সহিতেন তেন মিশ্রবরেণ চিরজীবি-ধৃতনয়-তনয়কামনয়া (৩৫) সদামোদরং (৩৬) দামোদরমভ্যর্চয়িতুমারেভে (৩৭)।৮

(২৪) পত্ন্যাং, দারাদেরেকত্বে বহুবচনমিষ্টম্ (২৫) কন্যাঃ পুত্রাশ্চ, সমানরূপপত্বাদেকশেষঃ কতিচন, কন্যাঃ কতিচন পুত্রা ইত্যর্থঃ, এবং পরত্রাপি জ্ঞেয়ম্। (২৬) সূর্য্যা ইব তেজস্বিনঃ, (২৭) বিজ্ঞা বিদন্তি।

(২৮) এতয়োঃ শচী-জগন্নাথয়োঃ ভাবিনোঃ তনুজয়োঃ শ্রীবিশ্বরূপ-বিশ্বম্ভরয়োরিত্যর্থঃ জ্যৈষ্ঠ্যব্যবহারে। ইতীব বিচার্য্যেতি গম্যোৎপ্রেক্ষা ব্যঞ্জকাপ্রয়োগতঃ। (২৯) তদা তদা নাতিবিলম্বেনেত্যর্থঃ, বীপ্সায়াং দ্বিরুক্তিঃ ল্যব্‌লোপে পঞ্চমী।

(৩০) জয়ন্ত-তুল্যানাং, (৩১) চক্ষুরানন্দদায়িনাং, (৩২) কস্মিন্নপি পুত্রে নাবশিষ্টে সতীত্যর্থঃ। (৩৪) সাধুনা (৩৪) অতিধীরৈরপি জনৈঃ স্তুতেন তেনেত্যন্বয়ঃ, ঈড়্ স্তুতৌ ধাতুঃ। (৩৫) চিরজীবী চ ধৃতনয়শ্চ যস্তনয়স্তৎকামনায়া, (৩৬) সতামামোদদাতারং দামোদরং শ্রীকৃষ্ণং, (৩৭) আঙ্-পূর্ব-রভতে র্ভাবে লিট্, প্রববৃতে ইত্যর্থঃ, শকাদিত্বাত্তদ্‌যোগে তুমুন্।

৬। শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের সেই পরম উদার (শ্রেষ্ঠা) পত্নীতে তেজঃ দ্বারা মানবগণের বিস্ময় উৎপাদক অষ্ট সূর্য্যের ন্যায় আটটী সন্তান জন্মিয়াছিল। কিন্তু জন্মিয়াই তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। তৎকারণ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণই অবগত আছেন।

৭। ভবিষ্যতে ইঁহাদের যে দুইটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে, এই পুত্রকন্যাগণ (সন্তানগণ) তাঁহাদের অগ্রজরূপে ব্যবহারের উপযুক্ত নয়—এই প্রকার বিচার করিয়াই কি যম তাঁহাদিগকে জাতমাত্র তৎক্ষণাৎ বিনাশ করিয়াছিলেন?

৮। এইরূপে ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত সদৃশ, নয়নের আনন্দপ্রদ, অভীষ্ট আটটী সন্তানের মধ্যে যখন একটিও অবশিষ্ট থাকিল না, তখন অতিধীর ব্যক্তিগণেরও প্রশংসনীয়

তস্যোদ্যৎকরুণা-বলেন ভগবান্ শ্রীযুক্তসঙ্কর্ষণো
মিশ্রৌ তৌ (৩৮) প্রতি সুপ্রসন্নহৃদয়ঃ পুত্রস্তয়োঽভূত্তয়োঃ।
যস্মিন্ বীক্ষ্য সমগ্রমদ্ভুততমং রূপং স মিশ্রো মুদা
সম্পূর্ণঃ খলু বিশ্বরূপ (৩৯) ইতি তন্নামাকরোন্মঞ্জুলম্ (৪০) ॥৯॥

যঃ খলু তৎসুতানাং নবমোঽপ্যনবমো (৪১) গুণগণৈঃ বিশ্বরূপোঽপ্যবিশ্বরূপো (৪২) বস্তুতঃ কামপালোঽপি (৪৩) কাম-পরাভবী সৌন্দর্য্যবর্য্যেণ জগন্নাথোল্লাস-করোঽপি জগন্নাথ-মর্দ্দনো (৪৪) বভূব ॥১০

সৌন্দর্য্যামৃতপূরপুষ্কলহ্রদো (৪৫) গাম্ভীর্য্য-ধৈর্য্য-ক্ষমা-
সৌশীল্য-প্রতিভাদিসদ্গুণমণিশ্রেণীশ্রিয়ামাকরঃ (৪৬)।

---

(৩৮) তৌ দম্পতী প্রতি, কর্মপ্রবচনীয়যোগে দ্বিতীয়া। (৩৯) বিশ্বমশেষং রূপং যস্মিন্ ইতি নিরুক্ত্যেতি ভাবঃ, (৪০) মঞ্জুলং সর্বচিত্তকর্ষিত্বাদন্বর্থং ন তু সংজ্ঞামাত্র-পর্য্যবসায়িত্বাদনর্থকমিত্যর্থঃ।

(৪১) অনবমঃ অন্যূনঃ (৪২) অবিশ্বং বিশ্বাতীতং রূপং সৌন্দর্য্যং যস্য, (৪৩) বলদেবোঽপি কন্দর্পবিজয়ী, (৪৪) জগতাং নাথ উপতাপস্তন্নাশকঃ, অত্র সর্বত্র বিরোধাভাসনামালঙ্কারঃ 'আপাততো বিরোধে তু বিরোধাভাস উচ্যতে' ইতি লক্ষণাৎ।

[৪৫] সৌন্দর্য্যমেবামৃতপূরঃ সুধা-প্রবাহস্তস্য পুষ্কলহ্রদ মহাহ্রদ-ইত্যর্থঃ। [৪৬] খনি

পরম শিষ্ট মিশ্রবর দুঃসহ শোকে পীড়িত হইয়া চিরজীবী ও সচ্চরিত্র পুত্র কামনা করিয়া সহধর্ম্মিণীর সঙ্গে সজ্জনদিগের আনন্দদায়ক দামোদরের অর্চ্চনা করিতে আরম্ভ করিলেন ॥

৯। অনন্তর তাঁহার করুণাবলে ভগবান্ শ্রীসঙ্কর্ষণ সেই মিশ্রদম্পতীর প্রতি সুপ্রসন্ন হইরা তাঁহাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহাতে (সেই নবজাত পুত্রে) সমস্ত অদ্ভুততমরূপ দর্শন করিয়া শ্রীজগন্নাথ মিশ্র আনন্দে পূর্ণ হইয়া তাঁহার "বিশ্বরূপ" এই সুন্দর নামকরণ করিলেন ॥

১০। তিনি (অর্থাৎ বিশ্বরূপ) তাঁহার সন্তানগণের মধ্যে নবম হইলেও গুণ-সমূহের দ্বারা অনবম অর্থাৎ উত্তম ছিলেন। তিনি নামে বিশ্বরূপ হইলেও অ-বিশ্বরূপ অর্থাৎ অলৌকিকরূপ সম্পন্ন ছিলেন। বস্তুতঃ তিনি কামপাল অর্থাৎ বলদেব হইলেও সৌন্দর্য্যাতিশয়ে কামপরাভবী অর্থাৎ কন্দর্পবিজয়ী ছিলেন। মিশ্র জগন্নাথের উল্লাসজনক হইলেও তিনি জগন্নাথ মর্দ্দন অর্থাৎ জগতে উপতাপনাশক ছিলেন ॥

বিদ্যা-দিব্যতরঙ্গিণী (৪৭) জলনিধিঃ শ্রীকৃষ্ণপাদাম্বুজ-
প্রেমাম্ভোনবনীরদো জগদিদং শ্রীবিশ্বরূপোঽমিনোৎ (৪৮) ॥১১॥

জনকৌ তু জন-কৌতুকবৰ্দ্ধিগুণমনুল্লজ্জিত-নয়ং তনয়ং বিলোক্য যচ্ছাতম (৪৯) চ্ছাতম (৫০) বাপতুঃ, তন্মনোগোচরতাং চরতাং (৫১) মুনীনামপি মধ্যে কস্যাপি ন প্রয়াতি ॥ ১২

অয়ঞ্চ সঙ্কর্ষণো বহুধা লোকাননুজিঘৃক্ষুঃ (৫২) প্রকাশান্তরেণ (৫৩) স্থানান্তরেঽপি প্রাদুর্বভূব যথা :—

(৫৪) রাঢ়ায়ামেকচক্রাভিধ-বরনগরে শ্রীমুকুন্দাভিধস্য
শ্রীশাণ্ডিল্যান্বয়-প্রকটিতজন্মুষঃ (৫৫) পণ্ডিত-খ্যাতিভাজঃ
পদ্মাবত্যাং গৃহিণ্যাং দ্রুতকনকরুচিঃ (৫৬) পুত্রভাবেন জাতঃ
শ্রীনিত্যানন্দনামাভবদিহ বিদিতো মেদিনী-চক্রবালে (৫৭) ॥১৩॥

স্ত্রিয়াযাকরঃ স্যাৎ। [৪৭] মন্দাকিনী [৪৮] প্রীণয়ামাস, ক্ষিব-সিবোঃ ক্রথী শ্নৌ। অত্রাশ্লিষ্টশব্দ-নিবন্ধনমালারূপং পরম্পরিতরূপকমলঙ্কারঃ।

[৪৯] শাতং সুখং, 'শর্মশাতসুখানি চ' ইত্যমরঃ। [৫০] অচ্ছাতম্ অখণ্ডিতং 'ছো ছেদনে ধাতুঃ'। [৫১] জানতাং সর্বে গত্যর্থা জ্ঞানার্থা ইতি ন্যায়াৎ। [৫২] অনুগ্রহীতুমিচ্ছুঃ, সনাশংসভিক্ষ উঃ [৫৩] প্রকাশঃ সর্বথা স্বারূপ্যং তদ্ভেদেনেত্যর্থঃ। [৫৪] রাঢ়প্রদেশে [৫৫] শাণ্ডিল্যগোত্রে লব্ধজন্মনঃ, [৫৬] গলিত-স্বর্ণকান্তিরতএবারক্তপ্রায় ইত্যর্থঃ, তথৈব তদ্ধ্যানশ্রুতেঃ। [৫৭] ভূমণ্ডলে।

১১। শ্রীবিশ্বরূপ সৌন্দর্য্যরূপ অমৃতপ্রবাহের মহাহ্রদরূপে, গাম্ভীর্য্য ও ধৈর্য্যে পৃথিবীরূপে, সুশীলতা প্রতিভাদি সদ্গুণরূপ-মণিশ্রেণী সম্পদের আকররূপে, বিদ্যারূপ সুরধুনীর জলধিরূপে (সমুদ্ররূপে) শ্রীকৃষ্ণচরণ-কমল সম্বন্ধীয় প্রেমরূপ সলিল বর্ষণকারী নব মেঘরূপে শ্রীবিশ্বরূপ এই জগতের প্রীতিবিধান করিয়াছিলেন ॥

১২। জনকজননী জনবৃন্দের কৌতুকবৰ্দ্ধক গুণসম্পন্ন সুনীতিপরায়ণ পুত্র অবলোকন করিয়া অখণ্ড সুখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; সে সুখ জ্ঞানবান্ মুনিগণের মধ্যে কাহারও মনোগোচর হয় না অর্থাৎ মুনিগণও সে সুখ অনুভব করিতে পারেন না ॥

১৩। নানাপ্রকারে লোকদিগকে অনুগ্রহ করিবার ইচ্ছায় এই সঙ্কর্ষণ অন্যস্থানেও প্রকাশভেদে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—যথা—রাঢ়প্রদেশে একচক্রানামক উত্তম নগরে শ্রীশাণ্ডিল্যবংশ-সম্ভূত পণ্ডিত-খ্যাতি বিশিষ্ট শ্রীমুকুন্দনামক ব্রাহ্মণের পদ্মাবতী নাম্নী

এবং পরেঽপি ধরণীমনু (৫৮) নন্দসূনো
জাতাঃ প্রিয়াঃ পরিকরা বহুষু স্থলেষু।
জন্মাদিকং কথয়িতুং ক্ষমতেঽত্র তেষাং
কোবা ভবেদ্ যদি সহস্রমুখোঽপি বিজ্ঞঃ (৫৯) ॥১৪॥

এবং গতে কিয়তি সময়ে সময়েদং (৬০) নবদ্বীপং সমুদ্ভূতা ভূ-তাপ-হারকা (৬১) হরি-কারুণ্যবিষয়া (৬২) বিষ-যাদসাম্পতিরূপে (৬৩) কলৌ নিমগ্নানাং মর্ত্তানামর্ত্ত্যা নানা-দুরবস্থাং সমালোকমানা (৬৪) মানাতীত-করুণার্দ্রহৃদয়া (৬৫) দয়াময়স্য শ্রীমতোঽদ্বৈতাচার্য্যস্য সত্বরমভ্যাসমভ্যাসদন্নহাস্তঃ (৬৬) ॥১৫

যং খলু ভগবদনপরং (৬৭) বদনপরং ভগবতো ভজনানাং (৬৮) জনানাং ক্ষেমকর-

[৫৮] ধরণীম্ অনু তাং লক্ষ্যীকৃত্যেতি কর্মপ্রবচনীয়-যোগে তৃতীয়া। [৫৯] অনন্ত-বদনোঽপি বিজ্ঞোঽপি স্যাদিত্যন্বয়ঃ।

[৬০] ধাত্-পরত্বেন ক্লীবত্বমত্রেষ্যতে যতঃ পুংস্ত্বমন্যত্র দৃশ্যতে, তদুক্তং শ্রীকবিকর্ণপূরচরণৈঃ 'নবদ্বীপঃ সোঽয়ং জয়তি পরমাশ্চর্য্যমহিমেতি' ; দ্বিতীয়াত্র তু সময়েত্যব্যয়যোগে কর্মপ্রবচনীয়ত্বাৎ, অস্য নবদ্বীপস্য সমীপ ইত্যর্থঃ। [৬১] পৃথ্বীদুঃখহরা [৬২] হরি-সম্বন্ধিন্যাঃ করুণায়াঃ পাত্রভূতাঃ, [৬৩] গরল-সমুদ্ররূপে 'যাদসাম্পতিরপ্‌পতিরিত্যমরঃ সংজ্ঞায়াং ষষ্ঠ্যা অলুক্ [৬৪] পীড়য়া বিবিধ-দুর্গতিং পশ্যন্তঃ, [৬৫] অপরিমিতকৃপাবলম্বিস্বান্তঃকরণাঃ, [৬৬] নিকটং প্রাপ্তবন্ত ইত্যর্থঃ, সদ্‌ বিশরণ-গত্যবসাদনেষু ধাতুঃ, লদিত্বাচ্চেল্‌রঙ্‌।

[৬৭] ভগবতোঽনপরমভিন্নম্, [৬৮] নববিধ-ভক্তীনাং বদনপরং তদুপদেশ-তৎপরমিত্যর্থঃ

পত্নীর গর্ভে গলিত স্বর্ণকান্তি অতএব আরক্তপীত বর্ণ ধারণপূর্ব্বক পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি এ সংসারে শ্রীনিত্যানন্দ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

১৪। এইরূপে পৃথিবীতে অনেক স্থানে শ্রীনন্দনন্দনের অন্যান্য প্রিয় পরিকরগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এ জগতে এমন কোন্ বিজ্ঞ ব্যক্তি আছেন যিনি অনন্ত বদন বিশিষ্ট হইলেও তাঁহাদের জন্মাদিলীলা বর্ণনা করিতে পারেন ?

১৫। এই প্রকারে কিছুকাল গত হইলে এই নবদ্বীপের নিকটে সমুদ্ভূত (আবির্ভূত) সংসার-তাপহারী শ্রীহরির কৃপাপাত্র ভক্তগণ বিষসাগররূপ কলিতে নিমগ্ন মর্ত্ত্যগণের পীড়া হেতু নানাপ্রকার দুরবস্থা দর্শন করিয়া অত্যন্ত করুণার্দ্র হৃদয়ে দয়াময় শ্রীমান্ অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট সত্বর উপস্থিত হইলেন॥

১৬। তিনি শ্রীভগবান হইতে অভিন্ন, নববিধা ভগবদ্ভক্তির উপদেশ দানে তৎপর

মকলঙ্কং (৬৯) মায়াতমীশানমীশান (৭০) মাচক্ষতে বিচক্ষণাঃ (৭১)। তথাচ—

'অদ্বৈতাচার্য্যবর্য্যো ভগবদনবমং (৭২) শাম্ভবং ধাম সাক্ষাৎ' ইতি ॥ ১৬

গত্বা চামী চামীকর-সমানভাসং (৭৩) ভা-সংনিন্দিত-বিভাবসুং (৭৪) ভাবসুবলিতং (৭৫) বলিতং লব্ধপ্রমদা মদাপেতাঃ (৭৬) কৃতাবনামা নামামুনা প্রেমধুরা মধুরাবলোকনেন প্রিয়বচসা চ সান্ত্বিতা অমুং নিবেদয়ামাসুঃ ॥ ১৭

প্রভো সুকৃতি-সারস-স্মিতবিনাশনাড়ম্বরং (৭৭)
দুরন্ত-দনুজোৎকট-প্রকৃতিলোকঘূকপ্রিয়ম্।
শ্রুতিপ্রকর-লোচন-স্ফুরণগূহনং দুষ্ক্রিয়া
ভুজঙ্গরুচিবর্দ্ধনং কলিতমো ভৃশং বর্দ্ধতে ॥১৮॥

---

[৬৯] দোষশূন্যং [৭০] মায়া তমীব রাত্রিরিব সর্বজ্ঞান-বিলোপিত্বাত্তস্যাঃ শানং খণ্ডনং যস্মাদিতি তমীশানং চন্দ্ররূপং তং প্রসিদ্ধমীশানমীশ্বরমাচক্ষতে বদন্তীত্যর্থঃ। অতএবাকলঙ্কমিত্যনেন বিশেষতোঽয়ম্। (৭১) শ্রীকবিকর্ণপূরাদি-মহানুভাবাঃ, (৭২) তদভিন্নং, সাক্ষান্নতু পারম্পরিকং শাম্ভবং ধাম স্বরূপমিতি বিধেয়প্রাধান্যাৎ ক্লীবত্বম্।

(৭৩) স্বর্ণতুল্যকান্তিং (৭৪) ভাঃ কান্তিস্তয়া সম্যঙ্ নিন্দিতসূর্য্যম্। (৭৫) ভগবৎ-প্রেমাঢ্যমত এব বলবন্তং, তারকাদিত্বাদিতচ্ প্রত্যয়ঃ। (৭৬) গর্বরহিতাঃ, বিহিত-প্রণামাঃ, নাম প্রাকাশ্যেঽব্যয়ম্ সান্ত্বিতা কৃতসান্ত্বনাঃ।

(৭৭) কলিরেব তমোঽন্ধকারো ভৃশং নিরন্তরং যথা তথা বর্দ্ধতে বৃদ্ধিং লভতে। কীদৃশ-মিত্য-

---

(শ্রীহরিভক্তি ভাষণ পরায়ণ) মানবগণের মঙ্গলকারী ও সর্ব্বদোষ-শূন্য। শ্রীকবিকর্ণপূরাদি বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে মায়াতমিস্রোনাশক মহাদেব বলিয়া থাকেন—

যথা—"আচার্য্যশ্রেষ্ঠ শ্রীঅদ্বৈত শ্রীভগবান হইতে অভিন্ন সাক্ষাৎ মহাদেবের স্বরূপ ॥"

১৭। স্বর্ণসমানকান্তি শ্রীআচার্য্যবর নিজ অঙ্গপ্রভায় সূর্য্যকেও সম্যক্‌রূপে নিন্দা করিতেছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমপরায়ণ এবং অতিশয় প্রভাবশালী। ভক্তগণ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া পরম আনন্দভরে ও বিনয়সহকারে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তাঁহার সপ্রেম মধুর-দৃষ্টিপাতে ও প্রিয়বাক্যে সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা তাঁহাকে (শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে) নিবেদন করিলেন ॥

১৮। হে প্রভো! ভক্তরূপ কমলের বিকাশনাশে সচেষ্ট, দুষ্টদানবের ন্যায় ভীষণ

যেনাক্রান্তাঃ (৭৮) সপদি মনুজাঃ সৎক্রিয়াঃ সংত্যজন্তঃ
পাপাক্তেবানিশমতিতৃষা ব্যাকুলাঃ কুর্বতেঽমী।
কিংবা বাচ্যং পরমিহ বিভো! ভূতলে হন্ত যেন
ব্যাপ্তে লোকা বিদধতি হরেঃ সেবনং (৭৯) নৈব ধিগ্ ধিক্ ॥ ১৯ ॥

ততঃ সম্প্রতি ক্ষণংক্ষণং (৮০) জহতো হতোল্লাসস্যাস্য ভুবনস্যাবনস্যাঽহহ (৮১) কিং ভবিতাঽবিতাস্য কশ্চনাস্তি নাস্তি বা ॥ ২০

প্রেক্ষায়ামিত্যপেক্ষায়াং পদ-চতুষ্টয়েন বিশিনষ্টি—সুকৃতিনো ভক্তা এব সাধসানি পদ্মানি তেষাং স্মিত-বিনাশনে বিকাশ-সঙ্কোচনে আড়ম্বরং মেঘোদ্গমনং তৎকারকমিত্যর্থঃ আনার্কাচ্ছাদনাদিতি ভাবঃ, তথা নরস্বা দুষ্টা দনুজা ইবোৎকটপ্রকৃতয়ো দুর্মদাসুরভাবা যে লোকা স্ত এব ঘূকাঃ পেচকা তেষাং প্রিয়ম্ ; তথা শ্রুতি-প্রকরা বেদসমূহা এব লোচনানি জ্ঞান-সাধনত্বাৎ, তেষাং স্ফুরণং গূহয়তি আবৃণোতীতি তথোক্তম্। তথা দুষ্ক্রিয়াঃ পাপকর্ম্মাণি তা এব ভুজঙ্গাঃ সর্পা মলিনরূপত্বাত্তেষাং রুচি-বর্দ্ধনং কান্তিবর্দ্ধনং পক্ষে তত্র প্রবৃত্তিবদ্ধকম্। অত্র শ্লিষ্টাশ্লিষ্ট-পরম্পরিতরূপকালঙ্কারো দ্রষ্টব্যঃ।

(৭৮) অথ কলিতমোবৃদ্ধি-প্রকারং দর্শয়ন্ তৎকৃত্যং বিবৃত্যাহ—যেনেতি। (৭৯) ভজনং, ভজ্ সেবায়াং ধাতুঃ, ধিক্ ধিক্ ইতি দ্বিরুক্তিঃ স্বনির্বেদাতিশয্যং ব্যনক্তি।

(৮০) উৎসবং ত্যজতঃ (৮১) রক্ষণস্য কিং ভবিতা, কশ্চনাস্য অবিতা অস্তি নাস্তি বেত্যন্বয়ঃ অহহেত্যব্যয়ঃ খেদে।

স্বভাব মানবরূপ পেচকের প্রিয়, বেদ সমূহরূপ নয়নসকলের প্রকাশাচ্ছাদক এবং দুষ্ক্রিয়া রূপ সর্পের রুচিবর্দ্ধক (রুচি—কান্তি—পক্ষে প্রবৃত্তি) ঘোরকলিরূপ অন্ধকার বৃদ্ধি পাইতেছে ॥

১৯। যে কলির আক্রমণে লোক সকল তৎক্ষণাৎ সমস্ত সৎকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অত্যন্ত তৃষ্ণাকুল হইয়া নিরন্তর পাপকার্য্য করিতেছে। হে বিভো! অন্য আর কি বলিব! ধিক্! ধিক্! কলিব্যাপ্ত (কবলিত) পৃথিবীতে মানবগণ আদৌ শ্রীহরির সেবা করিতেছে না ॥

২০। অতএব হায়! হায়! সম্প্রতি প্রতিক্ষণে উৎসব-বিহীন, নিরানন্দময় এই জগতের রক্ষা সম্বন্ধে সম্প্রতি কি হইবে? ইহার কেহ রক্ষাকর্ত্তা আছেন কিনা?

হা হন্ত ! পাপ-মদিরাতিশয়-প্রমত্তাঃ
সংত্যজ্য সৎপথমহো বিপথেন যান্তঃ।
জীবাঃ পতন্তি নরকাহ্বয়-ঘোরগর্ত্তে
কস্তান্নিবার্য্য সুপথান্য (৮২) মুনেষ্যতীহ ॥ ২১ ॥
এবং সমাবেক্ষ্য মহাজনাস্তে কৃপারসার্দ্রা রুরুদুঃ সশব্দম্ (৮৩)।
দুঃখং পরেষাং পরিলোক্য সন্তঃ (৮৪) স্বদুঃখতোঽপি
হ্যধিকং ব্যথন্তে ॥ ২২ ॥

ইত্থং সাধুনামাস্যতো (৮৫) নাস্যতো ধার্মিকানধর্ম্মবর্দ্ধনোৎকলিকালস্য কলিকালস্য কুকর্মাকলয্যাকলিতকষ্ট ইদমাচষ্টাচার্য্যশ্রেষ্ঠঃ ॥২৩

(৮২) শোভনাঃ পন্থানঃ সুপথানি সন্মার্গাঃ, 'পথঃ সঙ্খ্যাব্যয়াদেরিতি' বার্ত্তিকবলাদত্র নপুংসকত্বমেব, তত্র কৃত সমাসান্তস্য পথো গ্রহণাৎ, 'ঋক্‌পূরব্ধূঃ পথামানক্ষে' ইতি সমাসান্তপ্রত্যয়-বিধানেঽপি যশ্চাস্যত্র পুংপাঠো দৃশ্যতে স প্রামাদিক এব। যত্ত 'ব্যধ্বো দুরধ্বো বিপথ' ইত্যমর-পাঠঃ সোঽপি 'পথঃ সঙ্খ্যাব্যয়াৎ পর' ইতি নপুংসকঃ। মদিরা-মত্তস্য দুস্তরগর্ত্তে নিপাতো দুর্নিবার এবেতি ভাবঃ।

(৮৩) হা প্রভো ! দীনবৎসল ! ত্বৎকৃপাং বিনা নৈষাং গতিরস্তীত্যেবং জ্ঞেয়ম্। (৮৪) এতদেব হি সতাং লিঙ্গম্।

(৮৫) ইতি সাধুনামাস্যতো মুখাৎ কলিকালস্য কুকর্মাকলয্য শ্রুত্বেত্যন্বয়ঃ। ধার্মিকান্ অস্যতঃ ক্ষিপতস্তথা অধর্ম-বর্দ্ধনে উৎকলিকাং লাতি গৃহ্ণাতীতি তথোক্তস্যেত্যর্থঃ। আকলিতকষ্টঃ লব্ধদুঃখঃ।

২১। হায় হায় ! পাপমদে অত্যন্ত প্রমত্ত হইয়া জীবগণ সৎপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিপথে গমন করতঃ নরকনামক ঘোর ভয়ঙ্কর গর্ত্তে পতিত হইতেছে। এ জগতে কে তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া সুপথে চালিত করিবে ?

২২। সেই মহানুভব ভক্তগণ এই কথা জানাইয়া দয়ার্দ্র হইয়া "হে প্রভো ! দীনবৎসল ! তোমার কৃপাব্যতীত তাহাদের গতি নাই" এই কথা বলিয়া ইত্যাদি প্রকারে সশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন। যেহেতু সজ্জনব্যক্তিগণ অন্যের দুঃখ দেখিয়া নিজদুঃখ অপেক্ষাও অত্যধিক ব্যথিত হইয়া থাকেন ॥

২৩। এইরূপে ধার্ম্মিকজনের দুঃখদায়ী অধর্ম্মবর্দ্ধনে উৎকণ্ঠাযুক্ত কলিকালের

হে বান্ধবাঃ! কলিরয়ং ক্ষিতিপত্যভাবা-
দত্যন্তমেব নিজবিক্রমমাতনোতি।
তং কৃষ্ণমুত্তমকৃপালয়মন্তরেণ (৮৬)
নাস্ত্যস্য কোঽপি দমনে জগতীহ শক্তঃ॥ ২৪॥

অস্তি চেদৃশে ধর্মস্য ধ্বংসেঽধর্মস্য চৌদ্ধত্যে স্বাবতারস্য সূচিকা তস্যৈব সরস্বতী তরস্বতী তৎসংশয়াপনয়ে (৮৭) "যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানি র্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্। পরিত্রাণায় (৮৮) সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সংভবামি যুগে যুগে (৮৯) ইতি॥ ২৫

তথাপি যন্নাবতরতি রতিলম্পটো গোপালীনাং (৯০) পালীনাং তত্র নিদানং

---

(৮৬) অন্তরান্তরেণ-হাবিগিত্যাদিনা দ্বিতীয়া।

(৮৭) স্বাবতার-বিষয়ক-সন্দেহ-খণ্ডনে তরস্বতী বেগবতী; (৮৮) স্ববিয়োগজনিত-দুঃখতঃ সর্বথা রক্ষণায়, (৮৯) দ্বিরুক্তিরিয়ং তদ্দ্বাপর-তত্ত্বরকলিরূপ-যুগদ্বয়াপেক্ষয়া বোধ্যা, বস্তুতঃ স্বয়ম্ভগবতস্তস্য তদিতরযুগদ্বয়ে অবতারাদর্শনাদিতি রহস্যম্। (৯০) গোপীশ্রেণীনাং রতিলম্পটো নায়কঃ শ্রীকৃষ্ণঃ।

কুকর্ম্মের কথা সাধুগণের মুখে শ্রবণপূর্ব্বক শ্রীআচার্য্যশ্রেষ্ঠ কষ্ট অনুভব করিয়া এই কথা বলিলেন—

২৪। হে বন্ধুগণ! জগৎপালকের (রাজার) অভাবে এই কলি নিজের মহাবিক্রম প্রকাশ করিতেছে। পরম কৃপালু শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন ইহাকে দমন করিতে এ পৃথিবীতে আর কেহ সমর্থ নহে।

২৫। এই প্রকার ধর্ম্মনাশ ও অধর্ম্মের ঔদ্ধত্য (ধৃষ্টতা, প্রাদুর্ভাব) বিষয়ে স্বকীয় অবতার-সূচক তাঁহার নিজেরই বাক্য আছে—তৎশ্রবণে তাঁহার আবির্ভাব সম্বন্ধে সমস্ত সংশয়ই তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হয়—

হে ভারত! যে যে সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, আমি তখনই আবির্ভূত হইয়া থাকি। সাধুগণের রক্ষা, দুষ্টের বিনাশ ও ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

২৬। তথাপি গোপিকাগণের রতিলুব্ধ শ্রীকৃষ্ণ যে আবির্ভূত হইতেছেন না,

(৯১) কেবলং মাদৃশাং দৃশাং দৌর্ভাগ্যমেব। তদেব (৯২) মভিমানবতা নবতারল্যবতা বতাভ্যুদীর্য দীর্যমাণহৃদেব দেবকৃত (৯৩) পরদুঃখেন প্রণয়ময়রোষাবেশাৎ কেশীনাশন (৯৪) মুদ্দিশ্য পুনস্তেনেদং ব্যাহারি (৯৫) হারিতমম্॥ ২৬

নাথ (৯৬) ত্বয্যতিসার-সত্যসময়ে (৯৭) সন্তাসমানেঽপ্যহো-
হুং পাষণ্ডগণা গিলন্ত্যগণিতা গোবিন্দ ! (ক) গাঢ়ং জগৎ।
হুং ক্রূরঃ কপটী কদর্য্যচরিতশ্চর্কর্ত্তি (৯৮) কালঃ কলি-
হুং বিধ্বংসয়তীদ্ধতামুপগতো (৯৯) ঽধর্ম্মো ধৃতো ধার্ম্মিকৈঃ॥ ২৭॥
পাষণ্ডদ্বিপ দীর্ঘদলনে গম্ভীরসিংহ-ধ্বনি
র্ভক্তব্যূহ-শিখাবল-প্রমদনে (১০০) কাদম্বিনী-গর্জ্জিতম্।

---

(৯১) হেতুঃ (৯২) তদেবমভ্যুদীর্য্যেত্যন্বয়ঃ।

(৯৩) দেবেন শ্রীকৃষ্ণেন, (৯৪) শ্রীকৃষ্ণং (৯৫) আচার্য্যেণ মনোহরতমং ব্যাহারি উক্তম্।

(৯৬) নাথেতি সম্বোধনং বিরুদ্ধলক্ষণয়া স্বরোষ-পরিপোষকম্। (৯৭) অতিদৃঢ়-সত্যপ্রতিজ্ঞে দীপ্যমানে, (ক) গোপালকোঽতি ক্রোধে, পরপীড়াং ন জানাসীত্যর্থঃ। (৯৮) চর্কর্ত্তি অতিশয়েন কৃন্ততি 'কৃতীচ্ছেদনে ধাতুঃ।' (৯৯) ঞিইন্ধী দীপ্তৌ প্রকাশং প্রাপ্তঃ।

(১০০) ভক্তসমূহা এব শিখাবলা ময়ূরাস্তেষামানন্দজননে কাদম্বিনী মেঘমালা তদ্গর্জ্জিতং।

তদ্বিষয়ে আমাদের নয়নের দুর্ভাগ্যই একমাত্র কারণ।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য অত্যন্ত খেদে অভিমান ও নব চাপল্য (অধৈর্য্য) সহকারে এই প্রকার বলিয়াছিলেন। দৈবকৃত পরদুঃখে তাঁহার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইতেছিল। তিনি পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রণয়যুক্ত ক্রোধাবেশে তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া অতি মনোহর এই বাক্য বলিতে লাগিলেন।

২৭। হে নাথ ! অতিদৃঢ় সত্যপ্রতিজ্ঞ তুমি বিরাজমান থাকিলেও, হুঁ। হে গোবিন্দ (জগৎপালক অথবা গোপালক)। অগণিত পাষণ্ডগণ জগৎকে গাঢ়রূপে গ্রাস করিতেছে। হুঁং ! ক্রূর কপটী ও কদর্য্য-স্বভাব কলিকাল ইহাকে ছিন্ন করিতেছে। হুঁং অধার্ম্মিকগণ কর্তৃক ধৃত অধর্ম্ম অত্যন্ত প্রদীপ্ত (প্রবল) হইয়া জগৎ ধ্বংস করিতেছে।

২৮। পাষণ্ডরূপ হস্তিগণের দীর্ঘ-দর্প-দলন বিষয়ে গম্ভীর সিংহনাদ সদৃশ, ভক্ত

দিব্যাথর্ব্বণ-সিদ্ধমন্ত্রনিনদঃ (১) কৃষ্ণগ্রহাকর্ষণে
শ্রীলাদ্বৈত-মহাপ্রভো বিজয়তে (২) হুঙ্কারনাদঃ পুরা ॥ ২৮ ॥
যর্হ্যেব চিত্রেণ (৩) সমং জনানাং হুঙ্কারনাদঃ প্রবিবেশ চিত্তম্।
তর্হ্যেব কৃষ্ণোঽপি সমং প্রমোদৈর্হৃৎপুষ্করং মিশ্রপুরন্দরস্য ॥ ২৯ ॥
তদা চ দিব্যো মধুরঃ প্রকাশো মৃদুঃ সুশীতঃ সুরভিঃ সমীরঃ।
শুভো রবোঽপ্যস্ফুটহেতুজন্মা (৪) হ্যভিতশ্চরন্মোদয়তি স্ম
সাধূন্ ॥ ৩০ ॥

তানি চ বিলক্ষণানি লক্ষণানি ভাবি-পরমশুভোদয়স্যানুভূয় ভূয়শ্চতুরশেখরোঽথরো-

(১) দিব্যোঽসাধারণপ্রভাবোঽথর্ববেদোক্তো যো মন্ত্রস্তস্যোচ্চারণম্—পরম্পরিত-মালারূপকালঙ্কারঃ। (২) বিজয়তে সর্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে বিপরাভ্যাং জেরিত্যাত্মনেপদম্।

(৩) বিস্ময়েন সহ; হৃদয়পদ্মং হৃৎপুষ্করমিত্যত্র সহোক্তিনামালঙ্কারঃ, স চ কর্ত্তৃভেদেন প্রবেশ-ক্রিয়ায়াঃ সত্যপি ভেদে তদভেদাধ্যবসায়রূপাতিশয়োক্তিমূল ইতি বোধ্যম্। 'সহার্থস্য বলাদেকং যত্র স্যাদ্বাচকং দ্বয়োঃ। সা সহোক্তির্মূলভূতাতিশয়োক্তির্নিগদ্যতে ইতি লক্ষণাৎ।

(৪) অব্যক্তকারণোদিতঃ দিব্যোঽলৌকিকঃ প্রকাশঃ প্রসাদঃ সমীরো বায়ুঃ মাঙ্গলিকঃ শব্দশ্চ পরিতশ্চরন্ সাধূন্ মোদয়তি স্ম মোদয়ামাসেত্যর্থঃ।

সমূহরূপ-ময়ূরগণের আনন্দদান বিষয়ে মেঘগর্জ্জন তুল্য, শ্রীকৃষ্ণরূপ গ্রহের আকর্ষণ বিষয়ে অথর্ব্ববেদোক্ত অলৌকিক সিদ্ধ মন্ত্রধ্বনি স্বরূপ (শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের) পূর্ব্বে শ্রীঅদ্বৈত মহাপ্রভুর হুঙ্কার শব্দ বিজয় লাভ করিতেছে।

২৯। যে মুহূর্ত্তে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর হুঙ্কারনাদ জনসমূহের চিত্তে বিস্ময়ের সহিত বিস্ময় জন্মাইয়া প্রবেশ করিয়াছিল, সেই মুহূর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণও মিশ্র পুরন্দরের হৃদয়পদ্মে আনন্দের সহিত (অর্থাৎ আনন্দ জন্মাইয়া) প্রবেশ করিয়াছিলেন।

৩০। তখন দিক্ সকলের সুন্দর ও মধুর প্রকাশ হইল। সুশীতল, সুগন্ধ ও মন্দ পবন বহিতে লাগিল। কোনও অস্ফুট কারণবিশিষ্ট মঙ্গলময় রব উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিচরণ পূর্ব্বক ভক্তগণের আনন্দ উৎপাদন করিতে লাগিল।

৩১। ভবিষ্যৎ পরম মঙ্গলোদয়ের সেই বিশেষ লক্ষণ সমূহ অনুভব করিয়া চতুর-

উজ্জ্বলহসো (৫) হ সোঽবদদাচার্য্যবর্য্যঃ। ৩১

ভো ভোঃ প্রিয়তমা যতনামা জীবহিতায় (৬) মা ভিয়মাভিযন্তু ভবন্তু এতানি শুভশকুনানি (৭) পশ্যন্তুপশ্যন্তুপি সকল-সন্দেহান্। এতৈরনুমিমীমহে মহেচ্ছঃ স খলু কৃপাময়ো ময়োপহূতো নরহিতায় রহিতাযশা ভূমিতলেঽমিতলেখ-মহিতে (ক) হিতেঽস্মাকং ক্বচিৎ স্থলে নূনমাবির্ভবতি ভব-তিমিরাপসারণায়। কিন্তু তদ্‌বিজ্ঞানায় বহুধা বিচারেণ চারেণ (৯) চ প্রহিতেনালং যতঃ—।৩২

যঃ কোঽপি লোকাতিশয়ি-প্রভাবঃ
প্রকাশমায়াতি স জাতমাত্রঃ (১০)।
নিশাবসানে তরণিঃ সমুত্তন্
কতিক্ষণাংস্তিষ্ঠতি গূঢ়রোচিঃ॥ ৩৩॥

---

(৫) অধরোঽচণ্ড উজ্জ্বলশ্চ হসো হাস্যং যস্য। হ স্ফুটার্থেঽব্যয়ম্। স আচার্য্যবর্য্যোঽবদদিত্যন্বয়ঃ।
(৬) জীবহিতায় যত্নং কুর্বাণা ভো ভোঃ প্রিয়তমা ইত্যন্বয়ঃ। ভবন্তো মা ভিয়ং ভয়ম্ আ ঈষদপ্যভিযন্তু প্রাপ্নুবন্তু (৭) শুভলক্ষণানি প্রেক্ষন্তাং তথা সকলসংশয়ান্ অপশ্যন্তু খণ্ডয়ন্তু, শো তনুকরণে লোটি শস্তোর্লোপঃ (৮) রহিতং ত্যক্তমযশো যেন সঃ। (ক) অনন্তদেব-পূজিতে, (৯) দূতেন প্রেরিতেন। (১০) জাতমাত্রো জায়মান এব প্রকাশং প্রাকট্যং লভত ইত্যর্থঃ। অত্রা-প্রস্তুত-সামান্যেন প্রস্তুতবিশেষস্যাভিধানাদপ্রস্তুতপ্রশংসানামালঙ্কারঃ। স চ পরার্দ্ধগতবিশেষেণ সমর্থনাদর্থান্তরন্যাসানুপ্রাণিত ইতি বোধ্যম্।

শিরোমণি (বিজ্ঞ-শিরোমণি) শ্রীআচার্য্যবর স্নিগ্ধোজ্জ্বল হাস্যে বলিলেন।

৩২। হে প্রিয়তমগণ! আপনারা জীবগণের মঙ্গলের নিমিত্ত সর্ব্বদা যত্নশীল। (আপনারা) ভীত হইবেন না। এই সকল শুভ চিহ্ন দর্শন করিয়া সমস্ত সন্দেহ দূর করুন। শ্রীভগবান্ নিষ্কলঙ্ক করুণানিধি এবং স্বতন্ত্র ইচ্ছাময়। মানবগণের হিতের নিমিত্ত আমি তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছি। এই পৃথিবীতে অসংখ্য সুরবৃন্দ-বন্দিত আমাদের পরম মঙ্গলজনক কোনও স্থানে তিনি নিশ্চয়ই সংসারদুঃখ নাশের জন্য অবতীর্ণ হইতেছেন। কিন্তু তাঁহার পরিচয়ের (বিশেষ জ্ঞানের) জন্য নানাপ্রকার বিচার ও দূত প্রেরণের কোনও প্রয়োজন নাই। যেহেতু—

৩৩। যে ব্যক্তি কোনও অনির্ব্বচনীয় অলৌকিক প্রভাব-সম্পন্ন তিনি জাতমাত্র

ইত্যাচার্য্যবরস্য তে কিল বচঃ শ্রুত্বা মহাত্মো জনা-
স্তং নত্বাতিমুদান্বিতা নিজনিজং স্থানং প্রতি প্রস্থিতাঃ।
আচার্য্যস্তু দিনে দিনে সতুলসী-সম্মঞ্জরীভি র্হরিং
সংপূজ্যার্থয়তেস্ম গোকুলপতে! শীঘ্রং প্রকাশং ব্রজ ॥ ৩৪ ॥

মিশ্রপুরন্দরস্তু স্বহৃদয়ে ভগবদাবির্ভাব-ক্ষণাবধি ভাবকণাবধিকৌ (১১) বভাজ, ভাজনঞ্চাসীদসীদন্তীনাং (১২) কান্তীনাং কাসাঞ্চন ॥ ৩৫

তঞ্চ তাদৃশপ্রভাবন্তং প্রভাবন্তঞ্চ (১৩) তস্যাবলোকমানা মানাতীতাস্সূরয়স্-সূস্থরযশোহরং (১৪) তং মন্যমানা বিতর্কয়ন্তি স্ম ॥ ৩৬

(১১) প্রেমোৎসবৌ অধিকৌ প্রাপ, (১২) অবসাদমপ্রাপ্নুবন্তীনাং (১৩) তাদৃশকান্তিমন্তং তং মিশ্রপুরন্দরং তথা তথা তস্য তং প্রভাবং মহিমানঞ্চ, (১৪) সূরয়ঃ বিদ্বজ্জনাঃ সূরযশোহরং সূর্য্যযশোনাশকং পরমতেজস্বিনমিত্যর্থঃ।

প্রকাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। রাত্রিশেষে সূর্য্য উদিত হইতে থাকিলে তাহার কিরণ কতক্ষণ গুপ্ত থাকিতে পারে? অর্থাৎ শীঘ্র তিনি প্রকাশ হইয়া পড়েন।

৩৪। সেই সজ্জনবৃন্দ আচার্য্যবর শ্রীঅদ্বৈতের ঐ প্রকার বাক্যশ্রবণে পরম আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে নমস্কার পূর্ব্বক নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন।

এদিকে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য সুন্দর তুলসী মঞ্জরী সমূহের দ্বারা প্রতিদিন শ্রীহরির অর্চ্চনা করিয়া 'হে গোকুলপতে! তুমি শীঘ্র আবির্ভূত হও" এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

৩৫। পুরন্দর মিশ্র নিজহৃদয়ে শ্রীভগবানের আবির্ভাব সময় হইতে অত্যধিক প্রেম ও আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া কোনও অনির্ব্বচনীয় অম্লান কান্তি সমূহের আশ্রয়স্বরূপ হইয়াছিলেন।

৩৬। তাঁহাকে তাদৃশ কান্তিযুক্ত ও তাঁহার সেই প্রভাব দর্শন করিয়া অসংখ্য পণ্ডিতগণ তাঁহাকে সূর্য্যের যশোহরণকারী মনে করিয়া বিতর্ক করিতে লাগিলেন :—

নাকারি কিঞ্চিদপি মিশ্র-পুরন্দরেণ দীর্ঘং
তপো ন খলু তীর্থবিশেষ-সেবা।
কিম্বাধ্বরো ন বত কোঽপি ন কোঽপি যোগো
লোকোত্তরা রুচিরমুষ্য ততঃ কুতোঽভূৎ ॥ ৩৭ ॥

স চ স্বমানসে মানসেতূল্লঙ্ঘিনীং (১৫) প্রমোদধারান্দধারান্তেশ্চিন্তয়ামাস বেদম্ ॥৩৮॥

নালম্ভি কিঞ্চন ধনং ন চ শস্যভূমি
র্বিদ্যাপি সাম্প্রতমলব্ধচরী ন কাচিৎ।
সম্বান্ধবোঽপি ন হি কশ্চিদলব্ধপূর্বঃ
কস্মাৎ সুখং ভবতি মে বহুলং তথাপি ॥ ৩৯ ॥

অথ নিবর্ত্তি-পরমাঘে [১৬] মাঘে মাসি মা-সেব্যচরণো [১৭] ভগবান্ মিশ্রপুরন্দর-মানসতোঽমানসতো [১৮] মানসতো [১৯] রাজহংস ইব গঙ্গাহ্রদং শচীজঠরাম্বরং বরং বিবেশ ॥৪০

(১৫) পরিমাণসীমাতিক্রামিণী।

(১৬) নাশিত-মহাপাপে, (১৭) মা-লক্ষ্মীস্তৎসেব্যচরণঃ, (১৮) অমানমভিমানরহিতমতএব সৎ উত্তমঞ্চ যৎ তস্মাৎ। (১৯) তদাখ্যসরোবরাৎ।

৩৭। মিশ্র পুরন্দর কোনও দীর্ঘ তপস্যা অথবা তীর্থ বিশেষের (প্রধান তীর্থের) সেবা করেন নাই ; কোনও যজ্ঞ অথবা যোগেরও অনুষ্ঠান করেন নাই, তথাপি কি হেতু উঁহার লোকোত্তর কান্তি প্রকাশ পাইল ?

৩৮। তিনিও [সেই পুরন্দরমিশ্রও] নিজ হৃদয়ের পরিমাণ সীমালঙ্ঘিনী অর্থাৎ অপরিমিত আনন্দধারা ধারণ করিয়া মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

৩৯। আমি সম্প্রতি কোনও ধন অথবা শস্যভূমি প্রাপ্ত হই নাই, পূর্ব্বে অপ্রাপ্ত কোনও বিদ্যা অথবা উত্তম বান্ধবও লাভ করি নাই, তথাপি কি নিমিত্ত আমার এইরূপ প্রচুর সুখ অনুভব হইতেছে !

৪০। অনন্তর মহাপাপ নিবারক মাঘ মাসে লক্ষ্মীবন্দনীয়চরণ [লক্ষ্মী যাঁহার চরণ বন্দনা করেন, সেই] শ্রীভগবান অপার ও সুন্দর মানস সরোবর হইতে রাজহংসের গঙ্গাহ্রদে প্রবেশের ন্যায় মিশ্রপুরন্দরের অভিমানশূন্য ও উত্তম অন্তঃকরণ হইতে শ্রীশচীদেবীর জঠররূপ নির্ম্মল শ্রেষ্ঠ আকাশে প্রবেশ করিলেন।

ততশ্চ সা গর্ভনিবিষ্ট-মাধবা
দধার শোভাং পরমাতিশায়িনীম্।
যথামলজ্যোতিরুদারদীপক-(২০)
প্রকাশিমধ্যা বর-কাচজা ঘটী ॥ ৪১ ॥

সা চারভ্য তং ক্ষণং ক্ষণং (২১) সদাপ্নুবতী সুবতীনাং স্বসুষমাং প্রতিবেশ-বাসিনীনাং (২২) ভাবিনীনাং ভা-বিভবেন কামং চমৎকারং জনয়ন্তী, নয়ন্তী চ তাঃ পরমানন্দং স্বমনসীদং সদা পরামমর্শ ॥ ৪২

বহবো বিধৃতা গর্ভাঃ কিন্তু নহীদৃক্ সুখং ময়া লেভে।
তস্মান্মন্যে কশ্চিন্মহাজনো মেঽবিশদ্ গর্ভম্ ॥ ৪৩ ॥

দেবদ্বিজ-প্রসাদাদ্ যদি জাতঃ স্বয়ং জীবেত্তর্হি কুলদ্বয়সহিতা (২৩) ধ্রুবং কৃতার্থা ভবিষ্যামি ॥ ৪৪

(২০) যথা নির্মলজ্যোতির্ময়-মহাদীপ-প্রকাশী মধ্যভাগো যস্যাস্তাদৃশী উত্তমকাচ-নির্মিতা ঘটী পরাং শোভাং দধাতি তদ্বৎ সা দধারেত্যন্বয়ঃ। (২১) উৎসবং (২২) স্বশোভাং স্তবতীনাং প্রতিবেশিনীনাং স্ত্রীণাং, কান্তি-বৈভবেন।

(২৩) পিতৃকুলেন চ ভর্তৃকুলেন চ সহিতেত্যর্থঃ।

৪১। নির্ম্মল জ্যোতির্ম্ময় মহাদীপ যাহার মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে এবংবিধ উত্তম কাচ নিম্মিত ঘটী যেমন শোভা ধারণ করে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ গর্ভে প্রবিষ্ট হইলে শচীদেবীও সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছিলেন।

৪২। তখন হইতে আরম্ভ করিয়া তিনি নিরন্তর আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন, এবং প্রতিবেশিনী রমণীগণ তাঁহার অত্যুজ্জ্বল শোভার প্রশংসা করিতেছিলেন। শচীদেবী সর্ব্বদা নিজ কান্তি বৈভবে তাঁহাদের অত্যন্ত চমৎকার জন্মাইয়া ও পরমানন্দ প্রদান করিয়া মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়াছিলেন।

৪৩। আমি ইহার পূর্ব্বে অনেক গর্ভ ধারণ করিয়াছি, কিন্তু এই প্রকার সুখ কখনও প্রাপ্ত হই নাই। সুতরাং আমার মনে হয়—এবার কোনও মহাপুরুষ আমার গর্ভে প্রবেশ করিয়াছেন।

৪৪। দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের অনুগ্রহে যদি ইনি জন্মগ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া

এবং ভাগ্যবতী সাশাস্তে স্ম কৃতার্থতাং স্ববংশ্যানাম্ (২৪)।
ন তু বেদ স্ম স পুত্রো জগদপি সর্বং কৃতার্থতাং নেতা ॥ ৪৫ ॥

ক্ষণে ক্ষণে গর্ভ-পরিগ্রহালসা
যতস্ততঃ সা স্বপিতি স্ম সুন্দরী (২৫)।
নিজোদরাকাশ-নিবিষ্ট বিশ্বদৃগ্-
ভরস্য নো শক্নুবতীব মর্ষণে (২৬) ॥ ৪৬ ॥

কিংবা ভূমিরিয়ং মুহুর্মুহুরমূমাকৃষ্টিবিদ্যাবলাৎ
স্বস্মিন্ শায়য়তি স্ম (২৭) দুঃসহ-কলিগ্রীষ্মোষ্মণা তাপিতা।
যস্মিন্ সংভৃতবারি-কাংস্যঘটবৎ তস্যাঃ পিচিণ্ডো (২৮) দধৎ
শ্রীকৃষ্ণং নিজসঙ্গতো নিরহরত্তাপং তদীয়ং মুহুঃ ॥ ৪৭ ॥

(২৪) স্বস্য স্বকুল্যানাঞ্চেত্যর্থঃ (২৫) যত্র তত্র 'সার্ববিভক্তিকস্তসিল্'। নিদ্রৌ। (২৬) সহনে ন শক্নুবানা ইব। (২৭) শায়য়তি স্মেতি অণাবকর্মকাচ্চিত্তবৎ কর্ত্রাদিতি কর্ত্রভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে পরস্মৈপদম্, কিম্বেত্যুৎপ্রেক্ষা। (২৮) জঠরং

থাকেন তাহা হইলে উভয় কুলের সহিত আমি নিশ্চিতই কৃতার্থ হইব।

৪৫। এইরূপে ভাগ্যবতী শচীদেবী আপনার ও নিজ বংশীয় ব্যক্তিগণের কৃতার্থতা আশা করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি জানিতে পারেন নাই যে তাঁহার সেই পুত্র সমস্ত জগৎকেও কৃতার্থ করিবেন।

৪৬। গর্ভধারণ জন্য আলস্যবশে সুন্দরী শচীদেবী প্রতিক্ষণে যেখানে সেখানে শয়ন করিতে লাগিলেন। তাহাতে মনে হইতেছিল, যেন তিনি নিজের উদররূপ আকাশে নিবিষ্ট বিশ্বম্ভরের ভার সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না।

৪৭। অথবা এই পৃথিবী যেন কলিরূপ গ্রীষ্মের দুঃসহ তাপে তাপিত হইয়া আকর্ষণ বিদ্যাবলে পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে (শচীদেবীকে) নিজের উপর শয়ন করাইতেছিলেন। তাহাতে বারিবিশিষ্ট কাংস্যঘটের ন্যায় তাঁহার গর্ভস্থ শ্রীকৃষ্ণকে ধারণ করিয়া নিজ সঙ্গদানে যেন বার বার পৃথিবীর তাপ হরণ করিতেছিলেন।

মুহুর্নিদ্রাবলসেন সা শচী-
ত্যেতন্মৃষা সত্যমিদং পুনর্ভবেৎ।
স্বগর্ভশোভাকলনায় সা দৃশৌ
মনশ্চ নিন্যেঽন্তরতস্তথা (২৯) বভৌ ॥ ৪৮ ॥
বিশ্বাশ্রয়েণ ভগবদ্বপুষা শচী সা
পূর্ণোদরাপ্যভিললাষ মুহুর্যদত্তুম্ (৩০)।
চিত্রং ন তদ্ যুগপদেব যতো বিভুত্বং
ধত্তেঽণুতাং তদুভয়ে (৩১) তরতামপীদম্ ॥ ৪৯ ॥

তদা চ তস্যাঃ—

যস্য কৃষ্ণমুখতা (৩২) ন বিদ্যতে তন্মুখাৎ সমুদিতৈরসৈরয়ম্।
তোষমেষ্যতি নহীতি বেদয়ৎ প্রাপ কৃষ্ণমুখতাং কুচদ্বয়ম্ ॥ ৫০ ॥

(২৯) তথা নিদ্রিতেব, ইয়মপ্যুৎপ্রেক্ষা। (৩০) অন্তর্জনস্য বহ্বন্নাদি-পূর্ণোদরো ভোক্তুং নেচ্ছত্যেব ইয়ং ত্বিয়েষ; ন খলু তদপি চিত্রমাশ্চর্য্যমিত্যর্থঃ।

(৩১) বিভুত্বাণুত্ব ভিন্নতাং, (৩২) কৃষ্ণো মুখে যস্যা তস্যা কৃষ্ণকীর্ত্তনতৎপরতা, রসৈঃ শব্দৈঃ অথবা পয়োভিঃ; অত্র সম্ভবদ্বস্তুসম্বন্ধান্নিদর্শনানামালঙ্কারঃ।

৪৮। শচীদেবী যে আলস্যবশতঃ পুনঃ পুনঃ নিদ্রিত হইতেন তাহা মিথ্যা, কিন্তু ইহাই সত্য বলিয়া মনে হয় যে—নিজ গর্ভের শোভা দেখিবার জন্য তিনি মন ও নয়নদ্বয়কে অন্তর্ম্মুখী করিয়া ঐরূপে বিরাজ করিতেন।

৪৯। বিশ্বের আশ্রয় স্বরূপ শ্রীভগবৎকলেবর দ্বারা শ্রীশচীদেবী পূর্ণগর্ভা হইলেও তিনি যে পুনঃ পুনঃ ভোজন করিতে অভিলাষ করিতেন—তাহা বিচিত্র নহে। যেহেতু শ্রীভগবানের কলেবর একই সময়ে বিভুত্ব, অণুত্ব অথবা তদুভয় হইতে ভিন্নতাও প্রাপ্ত হইতে পারে।

৫০। যাহার মুখে 'কৃষ্ণ' এই বর্ণদ্বয় নাম নাই, তাহার মুখ হইতে সমুচ্চারিত শব্দের দ্বারা এই ভগবান কখনও সুখী হইবেন না, পক্ষে যাঁহার মুখ অর্থাৎ অগ্রভাগ কৃষ্ণবর্ণ নহে, সেই মুখ হইতে উত্থিত দুগ্ধের দ্বারা এই ভগবান কখনও সন্তুষ্ট হইবেন না—ইহা জানাইয়া তখন তাঁহার অর্থাৎ শচীদেবীর কুচদ্বয় কৃষ্ণমুখতা প্রাপ্ত হইয়াছিল অর্থাৎ অগ্রভাগ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছিল ॥

অথ ব্যক্তগর্ভা সা ভাসা (৩৩) গঙ্গাবতারে তারেব ভাসমানা সমানাদরমদ্বৈতাচার্য্যেণাবলুলোকে লোকেঽদৃষ্টচরীং (৩৪) তৎসুষমাং দৃষ্ট্বা সচমৎকারং পরামমৃশে চ ॥ ৫১

অহো! চিত্রং বহুশো বিলোকিতাপি সেয়ং মিশ্রপুরন্দর-বধূরবিলোকিতচরীবাদ্য রাজতে। রাজরাজত্বেজ্যোত্স্নাক্কারিণ্যা সুষময়া (৩৫) ময়া নিষ্টঙ্কিতং নেয়ং রুচিরস্যা রুচিরস্যাপি (৩৬) দেহস্য স্বাভাবিকী ভাবি-কীর্ত্তিবিশেষহেতুস্ত্বিয়ং গর্ভস্যৈব ভবতি (৩৬) আং জ্ঞাতমাং জ্ঞাতম্ (৩৮) ॥ ৫২

বিশ্বস্য দুর্গতিমবেক্ষ্য কৃপারসার্দ্রঃ
কৃষ্ণো বিবেশ জঠরং ধ্রুবমেতদস্যাঃ।
নৈবান্যথা সকললোচন-চিত্রকারী (৩৯)
শোভেদৃশী ত্রিজগতীহ ভবেৎ কথঞ্চিৎ ॥ ৫৩ ॥

(৩৩) স্বকান্ত্যা, গঙ্গাঘট্টে তারকেব, মানাদরাভ্যাং সহিতং যথা তথা। (৩৪) অদৃষ্টপূর্ব্বেব, ভূতপূর্ব্বে চরড়িতি চরটষ্টিত্বাদ্ ঙীপ্। (৩৫) চন্দ্রজ্যোতিস্তিরস্কারিণ্যা 'সুষমা পরমা শোভা' ইত্যমরঃ, তয়া নিরূপিতম্। (৩৬) স্বতঃসুন্দরস্যাপি, (৩৭) গর্ভসম্বন্ধো ভাবিনো ভবিষ্যতঃ কীর্ত্তিবিশেষস্য শ্রীভগবদাবির্ভাব-জনিতস্য যশোভেদস্য হেতুস্ত্বিয়ং রুচিঃ কান্তির্ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। 'বর্ত্তমানসামীপ্যে বর্ত্তমানবদ্বেতি' স্মরণাৎ (৩৮) সম্ভ্রমে দ্বিরুক্তিঃ। (৩৯) অত্র 'হেত্বাদ্যর্থাবিবক্ষায়াং কর্ম্মণ্যণ্' ইত্যণি স্ত্রিয়াং ঙীপ্, অন্যথা ট-প্রত্যয়াপত্তেঃ।

৫১। অনন্তর তাঁহার কান্তিতে গর্ভপ্রকাশ পাইতে লাগিল। একদিন তিনি যখন গঙ্গাঘাটে তারকার ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন, তখন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য মান ও আদর সহকারে তাঁহাকে দর্শন করিলেন এবং সংসারে অদৃষ্টপূর্ব্ব তাঁহার অলৌকিক সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া সবিস্ময়ে বিচার করিতে লাগিলেন।

৫২। অহো! কি আশ্চর্য্য! এই পুরন্দরমিশ্রের পত্নীকে আমি পূর্ব্বে বহুবার দর্শন করিলেও ইনি যেন আজ অদৃষ্টপূর্ব্বা রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। ইঁহার সুষমা চন্দ্রের কান্তিকেও তিরস্কার করিতেছে। ইহা দ্বারা আমি নিরূপণ করিতেছি যে এই কান্তি ইঁহার স্বভাবতঃ সুন্দর দেহের স্বাভাবিক কান্তি নহে, পরন্তু ইহা গর্ভেরই ভবিষ্যৎ কীর্ত্তিবিশেষের কারণ হইবে। অহো সম্যক জানিয়াছি, জানিয়াছি!

৫৩। বিশ্বের দুর্গতি দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ দয়ার্দ্র হইয়া সত্য সত্যই ইঁহার গর্ভে প্রবেশ

ভবত্বধুনা, ধুনানেনাপি সংশয়ং (৪০) ময়েদং গোপনীয়ং, জপনীয়ং লব্ধভাবেষ্বপি (৪১) মানবেষু মা নবেষু তু সুতরাং। যতঃ ;—সমাদেশো বামনস্য মনস্যবাধমুপতিষ্ঠতি (৪২)—'সর্বং সম্পদ্যতে দেবি ! দেবগুহ্যং সুসংবৃত' মিতি ॥ ৫৪

এবং বিনিশ্চিত্য স বিজ্ঞবর্য্যো, নো কিঞ্চিদুক্ত্বা নিলয়ং জগাম।
শচী চ সা জহ্নুসুতা-প্রবাহে, স্নানাদি কৃত্বা স্বনিকেতমাপ ॥ ৫৫ ॥

অথ ক্রমেণ নবমমাসোপরমে (৪৩) পরমেষ্ঠি-পঞ্চানন-দানবারিনাথ বারিনাথ-নিশাকর-করমালি-প্রভৃতিকা ভৃতিকারিণো (৪৪) ভগবতঃ প্রাদুর্ভাবং জানানা (৪৫) নানাবিধা নীত্বা সুমনসঃ (৪৬) সুমনসঃ সুমনসঃ সন্তো মিশ্রপুরন্দর-পুর-(৪৭)-ন্দর-প্রণয়কম্পিতকলেবরং (৪৮) বিভাবর্য্যা-স্বিভাবর্য্যায়া (৪৯) স্পূর্ণশশধরস্য সমাগত্য শচী-জঠরো-

(৪০) সংশয়ং ধুনানেন খণ্ডয়তাপ্যেতাদৃশ-কান্তিদর্শনেন খণ্ড্যমান-সন্দেহেনাপীত্যর্থঃ। (৪১) প্রাপ্তপ্রেমস্ব অপি অন্তরঙ্গতমেষু মনুষ্যেষু মা জপনীয়ং ন কথনীয়ং, নবেষু ইদানীমেবাগতেষু। (৪২) সর্বমিতি পদ্যার্দ্ধং বামনদেবস্য সমাদেশো জ্ঞেয়ঃ।

(৪৩) তন্মাস-সমাপ্তৌ, 'যম উপরমে' ইতি লিঙ্গাৎ বৃদ্ধিঃ। (৪৪) ব্রহ্মশিবেন্দ্রবরুণেন্দুসূর্য্যাদ্যাঃ, পোষণকারিণঃ (৪৫) বিদন্তঃ, জ্ঞাধাতোঃ শানচ্, (৪৬) বিচিত্রা দিব্যাঃ সুমনসঃ পুষ্পাণি নীত্বা সুমনসো দেবাঃ সুমনসঃ শোভনমানসাঃ সন্তঃ ইত্যন্বয়ঃ। (৪৭) জগন্নাথমিশ্র-গৃহং (৪৮) ভয়প্রীতিভ্যাং

করিয়াছেন, নতুবা সকলের নয়নের বিস্ময়াবহ এতাদৃশী শোভা এ ত্রিভুবনে কোনও প্রকারে কাহারও হইতে পারে না।

৫৪। যাহা হউক্, সম্প্রতি সংশয় পরিত্যাগ করিয়া আমি ইহা গোপন রাখিব। নবাগত ব্যক্তিগণের কথা দূরে থাক্, প্রেমপ্রাপ্ত অন্তরঙ্গ ব্যক্তিদিগকেও এখন এবিষয়ে কিছু বলিব না।

যে হেতু—"হে দেবি ! দেবগুহ্য সমস্ত ব্যাপারই অত্যন্ত গোপন থাকিলে সিদ্ধ হইয়া থাকে।" বামনের আদেশটী আমার মনে নির্ব্বাধভাবে উপস্থিত হইতেছে ॥

৫৫। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সেই বিজ্ঞবর অদ্বৈতাচার্য্য কোনও কথা না বলিয়া গৃহে গমন করিলেন। এদিকে শচীদেবীও গঙ্গাপ্রবাহে স্নানাদি সমাপন করিয়া নিজ গৃহে উপস্থিত হইলেন ॥

৫৬। অতঃপর ক্রমে ক্রমে নবম মাস অতীত হইলে ব্রহ্মা, মহেশ্বর, ইন্দ্র, বরুণ,

পরি পরিষ্কৃতানি কুসুমানি বিকিরন্তো (ক) স্তবস্তোমমাপ্নুবন্তো ভগবতো নবং নবং (৫০) বিদধুঃ ॥ ৫৬

জয়রসসিন্ধো ব্রজজনবন্ধো দৃঢ়তরসন্ধো (৫১) ঘনভববন্ধো-
শ্লথন-কৃপালো নিজজনপালোন্মদকলিকালোৎকটমলকালো-(৫২)
ত্তমগুণগোত্রাসুরবরগোত্রা (৫৩) বতরণ পিত্রাহিতসুখমিত্রা (৫৪)
বকসুরপালী-মুনিকুলপালী (৫৫) বলদসুরালী (৫৬) জয়ি-বলশালী
সুখময় পদ্মা-র্চিতপদপদ্মা-যুতশতপদ্মাধিকগুণসদ্মা-(৫৭)
তুলবত নর্মঃ (৫৮) হিত সখিশর্মা-বিতযুগধর্মা-(৫৯) শুভহরকর্মা জয় জয় দেব ॥৫৭

সকম্পঃ কলেবরো যত্র তৎ যথা স্যাত্তথা, (৪৯) পূর্ণেন্দোঃ বিভাবর্য্যায়াং বিভা প্রভা তয়া বর্য্যায়াং শ্রেষ্ঠায়াং বিভাবর্য্যায়াং রাকানিশায়াং সমাগতেত্যন্বয়ঃ। (ক) বিক্ষিপন্তঃ (৫০) নূতনং স্তবং, 'ষ্টুস্তবৌ ধাতু-পাঠাৎ' চক্রুরিত্যর্থঃ।

(৫১) অতিদৃঢ়প্রতিজ্ঞঃ 'সত্যসংকল্প' ইতি শ্রুতেঃ। (৫২) উদ্ধতো মদো গর্বো যস্য তাদৃশঃ কলিকালস্য সম্বন্ধিনামুৎকটানাং মলানাং পাপানাং হে কাল অন্তক ! (৫৩) উত্তমগুণে গোত্রাসুরগোত্রে ভূদেববংশে, "গোত্রা কুঃ পৃথিবী পৃথ্বী "ত্যমরঃ"। তত্রাবতরণং প্রাদুর্ভাবো যস্য হে তাদৃশ ! (৫৪) পিতরি আহিতং জনিতং সুখং যেন হে তাদৃশ ! (৫৫) হে মিত্রাণাং ভক্তানাং রক্ষক ! সুরসমূহস্য মুনিসমূহস্য চ পালকস্ত্বম্। (৫৬) বলস্থানাং প্রবলানামসুরশ্রেণীনাং জয়িনা বলেন শক্ত্যা শালতে শোভতে যঃ স তাদৃশঃ (৫৭) পদ্মা লক্ষ্মী তয়া অর্চিতং পদপঙ্কজমেনাযুতশতপদ্মতোঽপি অধিকানাং গুণানাং সদ্ম আশ্রয়ো যস্য স তথোক্তঃ। (৫৮) অসীম-বিবিধ-পরিহাসৈঃ আহিতং জনিতং সখীনাং শর্ম সুখং যেন স তথোক্তস্ত্বম্। (৫৯) অবিতো রক্ষিতো যুগধর্মো নামপ্রেমদানাদিকো যেন স ত্বম্। অশুভহরং কর্ম যস্য স ত্বং ; যদ্বা অবিতো যো যুগধর্মো নামপ্রেমদানাদিঃ স এব অশুভহরং কর্ম যস্য সঃ।

চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি পরিচর্য্যাকারী (আজ্ঞাকারী) দেবতাসকল ভগবানের আবির্ভাব অবগত হইয়া উৎফুল্লমনে নানাপ্রকার পুষ্পগ্রহণ পূর্ব্বক, পূর্ণচন্দ্রের কিরণমালায় উদ্ভাসিত রাত্রি-কালে সম্ভ্রম ও প্রণয় হেতু কম্পান্বিত কলেবরে মিশ্র পুরন্দরের গৃহে উপস্থিত হইলেন। তথায় গমন করিয়া শচীদেবীর গর্ভের উপর প্রফুল্ল পুষ্পসমূহ বিকিরণ করতঃ পরমানন্দে ভগবানের নবীন স্তব করিতে লাগিলেন :—

৪৭। হে রসনিধে ! ব্রজজনবন্ধো ! আপনার জয় হউক ! আপনি অত্যন্ত দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ এবং নিবিড় ভববন্ধনের মোচন বিষয়ে দয়ালু। আপনি নিজজনের পালনকারী ও প্রবল কলিকালের উৎকট পাপসকলের অন্তকস্বরূপ। উত্তম গুণান্বিত ব্রাহ্মণবংশে

অধীনো ভক্তানাং ভবতি নিতরামেব ভগবা-
নিতি শ্রৌতী বাণী প্রভুবর! কদাচিন্ন বিতথা (৬০)।
সকৃচ্ছ্রুত্বা যস্মাৎ প্রণয়িবচনং নারদমুনে-
ভবার্থং (৬১) ভূতানামিহ ভুবি ভবানাবিরভবৎ॥ ৫৮॥

অহো ভাগ্যং ভূমে র্ভবতি ভগবন্! ভূর্য্যপি বিদাং (৬২)
মুনীনাং বাগ্‌বুদ্ধ্যোর্ব্রজতি বত যন্নো বিষয়তাম্।
যতঃ প্রীতেঃ পাত্রৈর্নিজ-পরিকরৈঃ পুণ্যচরিতৈ-
র্বিধাতা (৬৩) স্যাৎ সার্দ্ধং বহুবিধবিলাসং বত ভবান্॥ ৫৯॥

(৬০) মিথ্যা (৬১) মঙ্গলার্থং।

(৬২) ভূর্য্যপীতি ভাগ্য-বিশেষণং, প্রচুরমপীত্যর্থঃ। বিদাং পণ্ডিতানামপি। (৬৩) বিধাস্যতি করিষ্যতীত্যর্থঃ।

অবতরণপূর্ব্বক আপনি পিতা মাতার সুখবিধান করিতেছেন। আপনি মিত্রস্থানীয় ভক্তগণের রক্ষাকর্ত্তা এবং দেবগণ ও মুনিবৃন্দের পালনকারী। আপনি বলবান্ অসুর-দিগের পরাভবকারি বলশালী। হে আনন্দময়! লক্ষ্মী আপনার চরণকমল সেবা করিয়া থাকেন। আপনি শত অযুত ও পদ্মসংখ্যা অপেক্ষাও অধিক সংখ্যক গুণের আলয় (আধার)। আপনি বহুপ্রকার অনুপম পরিহাসে বন্ধুজনের সুখ জন্মাইয়া থাকেন; আপনি যুগধর্ম্ম পালনকারী এবং আপনার কর্ম্ম অমঙ্গলনিবারক। হে দেব! আপনার জয় হউক! জয় হউক!

৫৮। "ভগবান্ ভক্তগণের অত্যন্ত অধীন হইয়া থাকেন" হে প্রভুবর! এই বেদ-বাক্য কখনও মিথ্যা নহে। যেহেতু নারদ মুনির প্রণয়যুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনি জীবগণের মঙ্গলের জন্য এই জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন॥

৫৯। অহো! কি আনন্দের কথা। হে ভগবন্! পৃথিবীরও অত্যন্ত ভাগ্য উপস্থিত হইতেছে। তাহা বিজ্ঞ মুনিগণেরও বাক্যবুদ্ধির বিষয় নহে। কারণ আপনি এ ধরায় প্রীতিভাজন, পুণ্য-চরিত নিজ পরিকরদিগের সঙ্গে বহুবিধ বিলাস করিবেন॥

অহো ভব্যং (৬৪) ভাগ্যং ভবতি মনুজানাং কলিভুবাং
বিলোকিষ্যন্তে যে বিভুবর ! ভবন্তং স্বনয়নৈঃ ।
প্রপাতারঃ কেচিদ্বচনমমৃতং তেষু (৬৫) ভবতো
নিষেবিষ্যন্তেঽপি প্রণয়-ভরিতাঃ (৬৬) কেচন পদম্ ॥ ৬০ ॥
অহো সৌভাগ্যাঢ্যা ভবতি তব মাতা ত্রিভুবনে
তুলা যস্যা ন স্যাদঘহর ! বিনা দেবকসুতাম্ (৬৭) ।
যয়া সংখ্যাতীতাধিকবিতত-বিশ্বাশ্রয়তনু
র্ভবানপ্যক্লেশং জঠর-বিবরে ধীয়ত (৬৮) ইহ ॥ ৬১ ॥
অতৈব নঃ স্তুতিরিয়ং বিরমত্বিদানীং
ন স্যাৎ স্থিতিঃ সমুচিতেহ চিরায় যস্মাৎ ।
যাতে ত্বয়ি প্রকটতাং ধরণীতলেঽস্মিন্
দ্রক্ষ্যাম এত্য পুনরত্র ভবৎপদাব্জম্ ॥ ৬২ ॥

(৬৪) মঙ্গলময়ং । (৬৫) তেষাং মধ্যে কেচিৎ নির্দ্ধারণে সপ্তমী, প্রপাতারঃ অনদ্যতনে লুট্ প্রকর্ষেণ পাস্যন্তি । (৬৬) প্রীতিপূর্ণাঃ ।

(৬৭) দেবকীং বিনা, (৬৮) অসংখ্যানাং বহুবিস্তৃতানাং ব্রহ্মাণ্ডানামাশ্রয়ভূতা বপুর্যস্য স ভবান্ যয়া তব মাত্রা উদরগর্ভে ধীয়তে ধ্রিয়তে 'ধাঞ্ ধারণ-পোষণয়োঃ'—অত্র বিশেষালঙ্কারভেদঃ, আধারান্মাতৃগর্ভাদাধেয়স্য ভগবত আধিক্য-প্রতীতেঃ ।

৬০ । অহো ! কলিযুগে জাত মানব সকলেরও মঙ্গলময় ভাগ্য উপস্থিত হইতেছে । কেননা, তাহারা নিজচক্ষে আপনাকে দর্শন করিবে । তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আপনার বাক্যসুধা পান করিবে এবং কেহ কেহ প্রণয়ভরে আপনার শ্রীচরণ সেবা করিবে ॥

৬১ । অহো ! হে অঘহারিন্ (পাপহারিন্) ত্রিভুবনে তোমার মাতাই সৌভাগ্যবতী । একমাত্র দেবকী ব্যতীত আর কাহারও সঙ্গে তাঁহার তুলনা হইতে পারে না । কারণ আপনার কলেবর অসংখ্য, অসীম ও বিস্তৃত বিশ্বের আশ্রয়-স্বরূপ হইলেও ইনি আপনাকে এই গর্ভমধ্যে অক্লেশে ধারণ করিতেছেন ॥

৬২ । সম্প্রতি আমাদের এই স্তুতি বিরাম প্রাপ্ত হউক । কারণ আমাদের এখানে বহুক্ষণ থাকা উচিত নহে । আপনি এ ধরায় প্রকটিত হইলে আমরা পুনরায় আসিয়া আপনার চরণ-কমল দর্শন করিব ।

এবং গীর্বাণেষু (৬৯) কুর্বাণেষু কুশলস্তুতিং মিশ্রপুরন্দরবধূরবধূতার্দ্ধনিদ্রা বিদ্রাবিতার্দ্ধমোহাপি বিশদাং (৭০) দিবিষদাং দিব্যাং বাচং নিশম্য তদর্থাবগমাক্ষমা, ক্ষণাদুন্মীল্য লোচনাঞ্চলং চতুর্মুখ-পঞ্চমুখ-ষণ্মুখ-প্রভৃতীন্ বিলোক্য লব্ধসাধ্বসা (৭১) হসাধ্বসাবুবাচ নিজবল্লভম্ ॥ ৬৩

(৭২) না নাথ নাথ জ জ জাগৃহি তূর্ণতূর্ণং
কে কে গৃহে বিবিবিশন্তি ভি (৭৩) ভীমরূপাঃ।
কিং কিং কিকিং বববদন্তি চিচিত্রশব্দং
ভীভীতিতো মম মমাহহ কম্পতে ধীঃ ॥ ৬৪ ॥

এবং মিশ্রদারৈ (৭৪) রুদারৈরুদিতমাকর্ণ্য শঙ্ক্যমানো মানোদয়ং বিধায় নিধায় নিজদেহং ক্ষমায়ামায়াত-সম্ভ্রমঃ প্রণম্য ভগবন্তং সপরিকরং করং করেণ পরেণ পরিযোজয়ন্ (৭৫) দৈবসমাজসৃসমাজগাম (৭৬) জগাম চ স্বস্থানম্ ॥ ৬৫

(৬৯) দেবেষু মঙ্গলস্তুতিং কুর্বাণেষু সৎসু (৭০) অবধূতং ত্যক্তমৰ্দ্ধং যয়া তাদৃশী নিদ্রা যস্যাঃ সা এবং বিদ্রাবিতেত্যাদিরপি। যদ্বা অৰ্দ্ধজরত্যাদিবদসমবিভাগেঽপ্যেকদেশিসমাসঃ। বিশদাং নির্মলাম্। (৭১) প্রাপ্তভীতিকা, অসাধু ভয়েনাস্পষ্টত্বাৎ।

(৭২) অত্রানর্থকমেকার্থকমেবং পরপরত্রাপি বোদ্ধব্যম্। (৭৩) 'ভি' ইতি হ্রস্ব শ্ছন্দোঽনুরোধাৎ। অপি মাষং মসং কুর্য্যাদিত্যভাণকশ্রুতেশ্চ।

(৭৪) তৎপত্ন্যা শচীদেব্যা, দারাদেরেকত্বেঽপি বহুবচনমিষ্টম্, (৭৫) অঞ্জলিবন্ধং কুর্বন্নিত্যর্থঃ। (৭৬) দেবসম্বন্ধী সমাজঃ সমূহঃ সমাগচ্ছৎ, অথ স্বস্থানং স্বর্গং জগামেত্যর্থঃ।

৬৩। দেবগণ যখন এইরূপে ভগবানের মঙ্গলস্তুতি করিতেছিলেন, তখন মিশ্রপুরন্দরপত্নী শচীদেবীর প্রায় নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, এবং অচেতন ভাবও প্রায় দূর হইয়াছে। এমন সময়ে তিনি দেবগণের সেই দিব্য স্পষ্ট বাক্য শ্রবণকরতঃ তাহার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া ক্ষণকালের জন্য নয়নপ্রান্ত উন্মীলন করিলেন এবং চতুর্মুখ, পঞ্চমুখ এবং ষণ্মুখ (ব্রহ্মা, মহাদেব, কার্ত্তিক) প্রভৃতি দেবতাগণকে দর্শন করিয়া হঠাৎ ভয় পাইয়া নিজপতিকে অস্পষ্টভাবে বলিতে লাগিলেন :—

৬৪। "না নাথ নাথ! শীঘ্র-শীঘ্র জা জা জাগ্রত হউন। ভী-ভীষণ রূপধারী কা-কাহারা গৃহে প্র-প্রবেশ করিতেছে। তাহারা কি-কি-অ-অ-অদ্ভুত শব্দ উ-উচ্চারণ করিতেছে। শুনিয়া ভ-ভ-ভয়ে আ-আমার বুদ্ধি কম্পিত হইতেছে॥"

৬৫। মিশ্রপত্নীর এইপ্রকার উক্তি শ্রবণ করতঃ সুরগণ ভীত হইলেন। তখন

১০

মিশ্রপুরন্দরস্তম্ভিত-কণ্ঠরবং (৭৭) নিশম্য পত্ন্যা ব্যাহারমহহারমহসিতমুখমববুধ্য কিং কিং কিমিতি মুহুঃ পপ্রচ্ছ। সা চোবাচ বাচমতিভয়গদ্গদাম্॥ ৬৬

মিশ্রেন্দ্র! হন্ত চতুরানন-পঞ্চবক্ত্র-
ষড়্‌বক্ত্রপ্রভৃতয়োঽতিবিচিত্ররূপাঃ।
লোকা নবীক্ষিতচরা (৭৮) বহবো গৃহেঽস্মি
ন্নাগত্য সংপ্রতি লপন্তি কিমপ্যপূর্বম্ ॥৬৭॥
আলোক্য তান্ ভীতিমবাপ্য যাবদ্-
ভবন্তমাহূতবতীয়মস্মি।
তাবৎ প্রযাতাঃ ক নু তে ন দৃষ্টা-
স্ততোঽধিকাং ভীতিমুপৈমি ভূয়ঃ ॥৬৮॥
নূনং ভবেদেতদরিষ্টমুৎকটং
মমাস্তু তন্নাস্তি ততো ভয়ং মম।

(৭৭) দরেণ ভয়েন স্তম্ভিতঃ কণ্ঠরবো যত্র তাদৃশং তং পত্ন্যাঃ ব্যাহারং নিশম্যেত্যন্বয়ঃ, ব্যাহারমুক্তিম্।
(৭৮) অদৃষ্টপূর্বাঃ।

তাঁহারা সম্মানভরে আপনাদের দেহ ভূতলে স্থাপনপূর্বক পরিকরের সহিত ভগবানকে সসম্ভ্রমে কৃতাঞ্জলিপুটে (যুক্ত করে) প্রণাম করিয়া স্বস্থানে আগমন করিলেন।

৬৬। এদিকে মিশ্রপুরন্দর তাঁহার পত্নীর ভয়স্তম্ভিত কণ্ঠস্বর-বিশিষ্ট সেই বাক্য শুনিয়া ও তাঁহার বদন হাস্যরহিত ও অত্যন্ত বিবর্ণ বুঝিতে পারিয়া "কি, কি, কি?" এই কথা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন :—

তিনি (শচীদেবী) অত্যন্ত ভয়ে গদগদ বাক্যে উত্তর করিলেন।—

৬৭। হে মিশ্রবর! চতুরানন, পঞ্চানন, ষড়ানন প্রভৃতি অনেক বিচিত্র রূপধারী ব্যক্তি, যাহাদিগকে পূর্বে আমি কখনও দেখি নাই, তাহারা সম্প্রতি এই গৃহে আসিয়া, না জানি, কি অপূর্ব বাক্য উচ্চারণ করিতেছে।

৬৮। তাহাদের দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইয়া যখন আমি আপনাকে আহ্বান করিলাম, তখন তাহারা যেন কোথায় প্রস্থান করিলেন। তাহাতে আমি আরও অধিক ভয় পাইয়াছি।

৬৯। নিশ্চয়ই ইহা আমার পক্ষে ঘোর অমঙ্গল-স্বরূপ। যদি আমার এই গর্ভস্থিত

যদীহ মৎকুক্ষিতলেব্যবস্থিতে
তোকে (৭৯) ন কাচিস্তবতীহ বেদনা ॥৬৯॥

এতান্নীলাম্বর-কন্যায়া ধন্যায়া ধয়ন্ বচঃসুধামসু-প্রাণ-মনঃসু (৮০) সুতৃপ্তিং লভমানো মানোজ্ঝিতান্যলৌকিকানি (৮১) কানিচিৎ কুসুমানি মানিত-গন্ধানি (৮২) সমালোক্য সমুবাচ মিশ্রমণিঃ ॥ ৭০

অয়ি শুভাশয়ে! সংশয়ে সংমগ্নং মা কুরু মানসং মানসংবর্দ্ধনোৎবর্দ্ধনো মুদামুদাত্তানাং (৮৩) তবায়ং গর্ভ ইত্যনুমামি নু মামিয়ং ত্বৎসরস্বতী সরস্বতীবানন্দস্য (৮৪) মজ্জয়তি, জয়তি চ সর্বশঙ্কাং যদেতয়া তয়াসন্নং (৮৫) ত্রিদিবেশা বেশান্তরমবিধায় (৮৬) গতা ইত্যবগম্যতে। কিঞ্চ—॥৭১

পশ্য পশ্য ধরণীমনু (৮৭) কচিৎ, কেনচিন্ন খলু বীক্ষিতা ইমাঃ (৮৮)।
চারবঃ সুমনসঃ সুপর্বণামাহুরত্র ভবনে সমাগমম্ ॥ ৭২ ॥

(৭৯) বালকে। (৮০) এতদ্ বচঃ এব সুধামমৃতং ধয়ন্ পিবন্ সাদরং শয়নিত্যর্থঃ। প্রাণ-শরীর-চিত্তেষু। (৮১) অপরিমিতানি দিব্যানি, (৮২) আদৃত-পরিমলানি।

(৮৩) সম্মানবর্দ্ধনস্তথা উত্তমানামানন্দমর্দ্ধনো বর্দ্ধনঃ, (৮৪) নু বিতর্কে, ইয়ং তব বাণী আনন্দস্য সমুদ্র ইব মাং মজ্জয়তি। (৮৫) এতয়া ত্বৎসরস্বত্যা তে তব আসন্নং সমীপমাগত্য ইত্যন্বয়ঃ। (৮৬) স্বস্বরূপেণৈবেত্যবগম্যতে।

(৮৭) ধরণীমনু পৃথিব্যাম্, অত্র 'অনু' ইতি কর্মপ্রবচনীয়যোগে দ্বিতীয়া। (৮৮) ইমাঃ সুমনস ইতি স্ত্রিয়াং বহুবচনম্।

বালকের কোনও বেদনা না জন্মে, তবে তাহা হইতে আমার কোনও ভয় নাই ॥

৭০। ধন্যা নীলাম্বরকন্যার এই বাক্যসুধা পান করিয়া মিশ্রশিরোমণি দেহ মন প্রাণে তৃপ্তি লাভ করিলেন এবং অসংখ্য অনির্ব্বচনীয় দিব্য ও সুগন্ধি পুষ্প দেখিয়া বলিলেন।—

৭১। অয়ি শুভাশয়ে! তুমি মনকে সংশয়ে মগ্ন করিও না। অর্থাৎ মনে সন্দেহ করিও না। আমি অনুমান করিতেছি—তোমার এই গর্ভ আমাদের সম্মান ও পরমানন্দ বৃদ্ধি করিবে। তোমার এই বাক্য আমাকে যেন আনন্দ-সাগরে মগ্ন করিয়া সমস্ত শঙ্কাকে জয় করিতেছে; যেহেতু তোমার এই বাক্যে জানা যাইতেছে যে দেবতাগণ বেশান্তর (অন্যবেশ) ধারণ না করিয়া আগমন করিয়াছিলেন ॥

৭২। দেখ দেখ! পৃথিবীতে কেহ কখনও এইরূপ সুন্দর পুষ্প দর্শন করে নাই।

তেন চ তবাস্মিন্ গর্ভে কোঽপি মহাপুরুষোঽপরুষোঽপবর্গায়াস্মাকং (৮৯) দুঃখানাং সর্গায় চ সুখানামবততার বত তারণায় চ কুলস্যেতি বুধ্যতে ততো ন সাধ্বসমসাধ্বসমমবাপ্নুহি (৯০)॥ ৭৩

ইতি স্ববল্লভস্য বচনমাশ্রুত্য শ্রুত্যর্থসদৃশমপি (৯১) স্নেহবলতো বলতো (৯২) ঽরিষ্টশঙ্কাকুল-(৯৩) মানসাঽমানসাধ্বসান্বিতা (৯৪) বিশ্বরূপ-জননী জন-নীরাজ-নীয়ং (৯৫) মিশ্রবরমুবাচ ॥ ৭৪

মিশ্রবৃন্দারক (৯৬) দারকন্দরস্য (৯৭) রস্যতমমিদং (৯৮) ভবতাভিহিতং হিতঞ্চ মম, তথাপি মন্মানসং ন সন্দেহং জহাতি (৯৯) হাতিশয়ী (১০০) কোঽয়ং মোহো মোহোচ্ছেদ্যো (১০১) ভবতি, ততশ্চ—॥৭৫

(৮৯) অপরুষঃ কোমলস্বভাবঃ, অপবর্গায় নাশায়, সর্গায় দানায় (উৎপাদনায়) অবততার অবতীর্ণঃ। (৯০) অসাধু মন্দমযোগ্যত্বাৎ, অসমম্ অতুলামুৎকটং সাধ্বসং ভয়ং ন প্রাপ্নুহি।

(৯১) বেদার্থতুল্যং বচঃ আশ্রুত্য অপীত্যর্থঃ। (৯২) বলবতঃ স্নেহবলতঃ, (৯৩) অনিষ্টশঙ্কীনি বন্ধুসদয়ানীতি ন্যায়েন। (৯৪) অপরিমিত-ভয়যুতা, (৯৫) জনৈর্নীরাজনীয়ং পূজনীয়ম্।

(৯৬) বিপ্রশ্রেষ্ঠ, (৯৭) দরস্য ভয়স্য দারকং নাশকং, (৯৮) রস্যতমম্ অমৃতবদতিস্বাদু। (৯৯) ত্যজতি, ওহাক্ ত্যাগে, 'হা' ইতি খেদে। (১০০) নিরতিশয়ো মোহঃ। (১০১) উহেন বিতর্কেণ উচ্ছেদ্যো বিনাশ্যো মা ভবতি।

এই কুসুম সমূহই এই গৃহে দেবতাগণের আগমন বলিয়া দিতেছে ॥ (সূচনা করিতেছে।)

৭৩। অতএব জানা যাইতেছে যে, তোমার এই গর্ভে কোনও করুণহৃদয় মহাপুরুষ আমাদের দুঃখ-মোচন, সুখ-উৎপাদন এবং বংশের উদ্ধারের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং এইরূপ অসাধু ও উৎকট ভয় পাইও না।

৭৪। নিজপতির এইরূপ বেদার্থসদৃশ সত্য বাক্য শ্রবণ করিলেও স্বভাবতঃ অত্যন্তভীতা বিশ্বরূপ-জননী প্রবল স্নেহপ্রভাবে অমঙ্গলভয়ে বিহ্বল হইয়া জনবন্দনীয় মিশ্রবরকে বলিলেন :—

৭৫। হে মিশ্রচূড়ামণি! আপনি যে কথা বলিলেন, তাহা অমৃতের ন্যায় মধুর, এবং আমার পক্ষে হিতকর ও ভয়নাশক বটে ; তথাপি আমার মন সংশয় ত্যাগ করিতেছে না। কোনও এক অনির্ব্বচনীয় মোহাতিশয্য উপস্থিত হইতেছে। আমি বিচারের দ্বারা তাহার উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিতেছি না। অতএব—

জাতে সতি কিং ভবিতা তন্নহি জানে ততোঽর্থয়েঽস্মি বিধিম্।
তিষ্ঠতু তিষ্ঠতু তিষ্ঠতু তিষ্ঠতু গর্ভে চিরায় মেঽপত্যম্ ॥৭৬॥

এবং মাতুর্মনোরথমবধায় শ্রীমন্মাধবঃ সমাসন্ন-ভূতিসময়োঽপি স্বজনেষ্টসাধকতয়া সম্ভবং নাসসাদ (২), কিন্তু তয়া তিষ্ঠতু গর্ভে ইতি চতুঃ কৃত্বা (৩) কথনাৎ দশমাদীংশ্চতুরো মাসান্ (৪) গর্ভ এবাবতস্থে ॥ ৭৭

এবং স্বমাতৃবচসঃ পরিপালনায়
মাসানুবাস (৫) চতুরো জঠরান্তরেব।
কিন্তু ব্যথাং কলি-নিপীড়িত-মানবানা-
মালোচ্য তান্ স চতুরো মনুতে স্ম কল্পান্ ॥৭৮॥

ইতীত্যাদি শ্রীগৌরলীলামৃতে শ্রীগৌরগর্ভবাসো নাম
তৃতীয় আস্বাদঃ ॥

(১০২) সম্ভবং জন্ম ন আপ, (১০৩) চতুরো বারান্ কৃত্বা (১০৪) মাসান্ ব্যাপ্যেত্যর্থঃ, অত্যন্তসংযোগে দ্বিতীয়া।

(১০৫) চতুরো মহাবিদগ্ধঃ স ভগবান্ মাসানপি চতুরঃ কল্পান্ তদ্বদতিদীর্ঘান্ মন্যতে স্ম।

৭৬। আমি বুঝিতে পারিতেছি না—পুত্র জন্মিলে কি হইবে? সেইজন্য বিধাতার নিকট প্রার্থনা করিতেছি—আমার সন্তান গর্ভে দীর্ঘকাল থাকুক, থাকুক, থাকুক, থাকুক ॥

৭৭। শ্রীমান্ মাধব জননীর এইপ্রকার মনোরথ অবগত হইয়া আবির্ভাব সময় নিকটবর্ত্তী হইলেও নিজ ভক্তজনের অভীষ্টসাধকরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন না; কিন্তু তাঁহার জননী "গর্ভে থাকুক্" এইকথা চার বার বলায় দশম মাস হইতে আরম্ভ করিয়া চার মাস যাবৎ গর্ভেই অবস্থান করিয়াছিলেন ॥

৭৮। এইরূপে নিজ জননীর বাক্য পালনের নিমিত্ত শ্রীভগবান্ চার মাস পর্য্যন্ত জঠরমধ্যেই বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু কলিনিপীড়িত মানবগণের দুঃখ আলোচনা করিয়া তিনি সেই চার মাসকে চার কল্প বলিয়া মনে করিয়াছিলেন ॥

ইতীত্যাদি শ্রীগৌরলীলামৃতে শ্রীগৌরগর্ভবাসো নাম
তৃতীয় আস্বাদঃ ॥

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-চম্পূঃ

চতুর্থ আস্বাদঃ

—:০:—

(১) সন্ধ্যায়াং পূরতঃ কলেরথ ঋতুগ্রাবেষুবেদৈর্মিতে
বর্ষে সপ্তখবেদচন্দ্রগণিতে শাকে ঘটস্থে রবৌ (২)।
নানামঙ্গল-সদ্গুণোদয়যুতঃ শ্রীমৎপ্রভো ভূতলে
প্রাদুর্ভাব-বিধান-সাধুসময়ঃ সান্নিধ্যমাসেদিবান্ (৩) ॥ ১ ॥

যঃ (৪) খলু কলিরপি সত্যতয়া সত্রেতাভিখ্যতয়া স্বপূর্বতয়া চ চিত্রতাকরো বভূব সকললোকস্য ॥ ২

(১) কলেরষ্টাবিশচতুর্যুগীয় দ্বাপরোত্তর-তুর্যযুগস্য পুরতঃ সন্ধ্যায়াং প্রথমসন্ধ্যায়ামিত্যর্থঃ। (২) তস্য চ পঞ্চশতষড়শীত্যধিকচতুঃসহস্রমিতে বর্ষে তথা সপ্তাধিকচতুর্দ্দশশতমিতে শক-সম্বন্ধিনি বর্ষে তথা রবৌ সূর্য্যে ঘটস্থে কুম্ভরাশিস্থে সতীত্যর্থঃ। (৩) শ্রীমতঃ সর্বশক্তিসম্পন্নস্য প্রভোশ্চৈতন্য-দেবস্য প্রাদুর্ভাববিধানে যঃ সাধুসময়ঃ স নিকটোঽভূদিত্যন্বয়ঃ।

(৪) বিরোধাভাসমাহ—যঃ সময়ঃ বিরোধপক্ষে প্রথমযুগতয়া, পরিহারপক্ষে সতাং-হিততয়া, বিরোধপক্ষে ত্রেতেত্যভিখ্যয়া সহ বর্ত্তমানং দ্বিতীয়যুগম্ তত্তয়া। প্রকৃতে সত্রেণ নামযজ্ঞেন সদা দানেন

১। অনন্তর অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের পরবর্ত্তী কলির প্রথম সন্ধ্যায় ৪৫৮৬ বৎসরে ১৪০৭ শকে সূর্য্য কুম্ভ রাশিতে গমন করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভূতলে আবির্ভাবের নানা মঙ্গল ও সদ্গুণযুক্ত উত্তম সময় নিকটবর্ত্তী হইল।

২। যে সময় কলি হইলেও এককালে পূর্ব্ববর্ত্তী তিন যুগের ধর্ম্ম প্রাপ্ত হওয়ায়

কিঞ্চ—যো (৫) হ্দ্বাপরতাং ভেজে কলিভ´বংস্তন্ন চিত্রতাং বহতি।
যদবাপাকলিতাং তৎ কস্যাশ্চর্য্যং বিধত্তে ন ॥৩॥

যশ্চ (৬) শিশিরোঽপি বসন্ত ইব বিলাসিদেব-বল্লভ, নিদাঘ ইবামোদিত-শুকঃ, প্রাবৃড়িব বর্দ্ধিত-নীলকণ্ঠশর্মা শরদিব পরমানন্দিত-হংসবিতিতি, হেমন্ত ইব শীতলিত-সকলজীবনো বভূব ॥৪

বা ইতা প্রাপ্তা অভিখ্যা নাম শোভা বা যেন তত্তয়া। 'অভিখ্যা নামশোভায়ামিতি' বিশ্বঃ। স্বপূর্বতয়া দ্বাপরতয়া প্রকৃতে তু অত্যপূর্বতয়া।

(৫) যঃ সময়ঃ কলির্ভবন্ অদ্বাপরতাং দ্বাপরভিন্নত্বং প্রকৃতে তু নিঃসংশয়তাং ভেজে তন্ন বিস্ময়ং জনয়তি, তদানীং মনসঃ স্বাস্থ্যাভাবাৎ, কিন্তু অকলিতাং স্বাভাবং প্রকৃতে কলহ-রাহিত্যমবাপেতি যৎ তন্ন, কস্য বিস্ময়ং করোতি, স্বধর্ম-বৈলক্ষণ্যাদিত্যর্থঃ।

(৬) তৎসময়শ্চ ষড়মী ঋতবঃ, পুংসি মার্গাদীনাং যুগৈঃ ক্রমাদিত্যমর-মতে শিশিরাদ্যন্তেনোক্তঃ, শিশিরোঽপীতি। তথাপি বিলাসী কান্তিমান্ দেববল্লভঃ পুন্নাগো যত্র সঃ, পক্ষে বিলাসিনাং দেবানা-মজ্ঞাদীনাং প্রিয়ঃ। তথা গ্রীষ্ম ইব আমোদঃ সদ্‌গন্ধঃ সঞ্জাতোঽস্য আমোদিতঃ শুকঃ শিরীষঃ, পক্ষে তু আনন্দিত-তন্নামকমুনিঃ যত্র নীলকণ্ঠঃ ময়ূরঃ পক্ষে শিবঃ ; হংসা মরালাঃ, পক্ষে ভাগবত-পরমহংসাঃ জীবনং জলং পক্ষে প্রসিদ্ধং (প্রাণাঃ)।

উহা সত্যযুগরূপে এবং উহার পূর্ববর্ত্তী দ্বাপরযুগরূপে সকল লোকের বিস্ময়জনক হইয়াছিল (সমাধান পক্ষে—সত্যতয়া—সাধুগণের হিতকররূপে, সত্রেতাভিখ্যতয়া—সত্র অর্থাৎ নামযজ্ঞ অথবা নাম প্রেমের সর্ব্বদা দান দ্বারা খ্যাতিযুক্ত হইয়া এবং অতি অপূর্ব্বরূপে সকলের চমৎকারজনক হইয়াছিল।

৩। আরও ঐ সময় কলি হইয়া যে দ্বাপর ভিন্নতা (দ্বাপরযুগ হইতে পৃথক্‌ভাব) পক্ষে নিঃসংশয়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল। অর্থাৎ উহার যে যথার্থ হইয়াছিল প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল তাহা কাহার বিস্ময় উৎপাদন করে না। কিন্তু উহা যে অকলিতা অর্থাৎ কলি হইয়াও কলি হইতে ভিন্নতা অর্থাৎ সত্যাদিযুগের ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল—তাহা কাহার না বিস্ময় উৎপাদন করে ?

৪। যে সময় শীত ঋতু হইলেও বিলাসিদেববল্লভ অর্থাৎ উহা বসন্তের ন্যায় বিলাসপরায়ণ দেবগণের প্রিয় পক্ষে পুন্নাগ-শোভিত গ্রীষ্মঋতুর ন্যায় উহা আমোদিত শুক অর্থাৎ শুকমুনির আনন্দপ্রদ পক্ষে সুগন্ধি শিরীষ পুষ্প যুক্ত হইয়াছিল, বর্ষা ঋতুর ন্যায় উহা বর্দ্ধিত নীলকণ্ঠ শর্ম্মা অর্থাৎ মহাদেবের সুখ বর্দ্ধক পক্ষে ময়ূরগণের আনন্দ বর্দ্ধক

যশ্চ (৭) রথকারাবাস ইব ভ্রমদ্ভ্রমর-কুন্দশোভিতঃ, ত্রিবিক্রম-বিক্রম ইব বৃষামোদবর্দ্ধনঃ, প্রথম-মেঘাগম ইব করকোদ্গমকারী, ধনিজন ইব স্ফুরৎপটশোভিতঃ, নাগরলোক ইব তিলক-পুষ্পমালালঙ্কৃতোঽশোভত ॥ ৬

যস্য (৮) চ ভগবদ্ভাবাধিকরণতা সৌভাগ্যমবেক্ষ্য শ্রীমানৃতুরাজঃ স্বপ্রজাব্রজস্য পৃথুরাজ ইব স্বশ্রিয়া শ্রিয়ং বর্দ্ধয়ামাস ॥ ৬

(৭) সূত্রধারগৃহমিব ভ্রমন্ ঘূর্ণমানঃ ভ্রমরঃ কুন্দশ্চ যন্ত্রবিশেষৌ যত্র, পক্ষে ভ্রমদ্ভ্রমরেণ কুন্দেন মাঘ্যপুষ্পেণ শোভিতঃ। বৃষা ইন্দ্রঃ পক্ষে বৃষো বাসকঃ ধর্ম্মশ্চ। করকা বর্ষোপলাঃ, পক্ষে দাড়িমাঃ ; পটো বস্ত্রং পক্ষে প্রিয়ালবৃক্ষঃ ; তিলকং চিত্রকং পুষ্পমালা, পক্ষে তদ্বৃক্ষপুষ্পশ্রেণীতি সর্ব্বত্র-শ্লেষেণ সর্ব্বর্ত্তু সমাহারো দর্শিতঃ।

(৮) ভগবদ্ভাবো ভগবতি প্রেমপক্ষে তস্য জন্ম তেন সৌভাগ্যমুত্তমভাগ্যবত্তাং, পক্ষে সর্ব প্রিয়ত্বং দৃষ্ট্বা স্বদ্ভগসিদ্ধত্বস্বেত্যুভয়পদবৃদ্ধিঃ। শ্রীমান্ সর্ববিধশোভাশ্রয়ঃ পক্ষে সম্পত্তিমান্। ঋতুরাজঃ বসন্তঃ পৃথুরাজঃ বৈণ্যঃ শ্রীভগবদবতারবিশেষঃ স্বপ্রজাব্রজস্য স্বজনবৃন্দস্য পক্ষে স্বপরিকরসমূহস্য ; স্বশ্রিয়া নিজশোভয়া স্বসম্পদা বা।

শরৎ ঋতুর ন্যায় উহা পরমানন্দিত হংসবিততি অর্থাৎ ভাগবত পরমহংসগণের পরমানন্দ সম্পাদক পক্ষে হংসগণের পরমসুখজনক হইয়াছিল। হেমন্ত ঋতুর ন্যায় উহা শীতলিত-সকলজীবন অর্থাৎ সকলের জীবন শীতলকারী পক্ষে সমস্ত জনের শীতলতা-জনক হইয়াছিল।

৫। যে সময় ঘূর্ণায়মান ভ্রমর ও কুন্দ যন্ত্রশোভিত সূত্রধার গৃহের ন্যায় ভ্রমণশীল ভ্রমরযুক্ত কুন্দ পুষ্পে শোভিত হইয়াছিল ; ইন্দ্রের আনন্দবর্দ্ধনকারী বামনদেবের পাদ-বিক্ষেপের ন্যায় বৃষ অর্থাৎ বাসক পুষ্পের সৌরভ বৃদ্ধি করিয়াছিল। (পক্ষে ধর্ম্মের আনন্দবর্দ্ধক হইয়াছিল)। শিলার আবির্ভাবজনক প্রথম বর্ষাকালের ন্যায় দাড়িম্বের উৎপত্তিকারী হইয়াছিল অর্থাৎ তখন দাড়িম্ব উৎপন্ন হইতেছিল, সুন্দর বস্ত্র ভূষিত ধনী ব্যক্তির ন্যায় সুন্দর পিয়াল বৃক্ষে শোভিত হইয়াছিল ; তিলক ও পুষ্পমালাদ্বারা অলঙ্কৃত নাগর অর্থাৎ বিলাসী জনের ন্যায় তিলকবৃক্ষের পুষ্পসমূহে ভূষিত হইয়াছিল। (অর্থাৎ ঐ সময়ে সমস্ত ঋতুরই একসঙ্গে আগমন হইয়াছিল।)

৬। তখন শ্রীভগবানের আবির্ভাব পক্ষে শ্রীভগবানে প্রেম হেতু ঐ সময়ের সৌভাগ্য দেখিয়া পৃথুরাজ যেমন নিজসম্পদের দ্বারা প্রজামণ্ডলীর সম্পদ্ বর্দ্ধিত করিয়া-ছিলেন, সেইরূপ সর্বশোভাস্পদ-ঋতুরাজ বসন্তও স্বকীয় শোভাদ্বারা নিজ পরিকর সমূহের

যথা—(৯) মল্লীচম্পকনাগকেশর-লসৎকঙ্কেল্লিতুঙ্গালিভি-
র্মাধ্বীকৈঃ শুভগন্ধবারিভিরহো সংসেচয়ন্নধ্বনঃ।
কূজৎকোকিল-কণ্ঠনাদ-পটহধ্বানৈ র্দিশো নাদয়-
ন্নাগচ্ছন্ মধু ভূপতির্ভগবতো দ্রষ্টুং নু জন্মোৎসবম্ ॥৭॥

তস্যাগতমন্বেঽপি ঋতবশ্চক্রবর্ত্তিনং খণ্ড-মণ্ডলাধিপতয় ইব স্বস্বসম্পদা সহৈবাযযাজগ্মুঃ (১০) ॥ ৮

তথাহি— পক্বৈরাম্রফলৈঃ শিরীষকুসুমৈ গ্রীষ্মস্য তত্রাগতিঃ
কেকাভিঃ শিখিনাং কদম্বসুমনঃপুষ্পৈরপি (১১) প্রাবৃষঃ।
হংসীনাং বিরুতেন নির্মলতয়া বারাং পরস্যাস্ততো (১২)
ঝিণ্টীনাং কুসুমৈর্জনৈরনুমিতা হেমন্তসংজ্ঞস্য চ ॥৯॥

(৯) কঙ্কেল্লিরশোকঃ, তুঙ্গঃ পুন্নাগঃ, তেষামালিভিঃ প্রযোজ্যভূতাভিঃ। মাধ্বীকৈর্মধুভিরেব শুভ-গন্ধবারিভিঃ করণভূতৈঃ অধ্বনো মার্গান্ সম্যগার্দ্রীকুর্বন্ মধুরেব ভূপতিঃ রাজা ভগবতো জন্মযাত্রাং নু বিতর্কে দ্রষ্টুমিবেতি ফলোৎপ্রেক্ষা। সা চাত্র সাঙ্গরূপকানুপ্রাণিতা। নাদয়ন্ মুখরয়ন্ শব্দকর্ম্মকত্বাৎ-দিশঃ প্রযোজককর্ত্তুঃ কর্ম্মত্বম্। অত্রারোপ্যমাণানাং প্রকৃতোপযোগিত্বাৎ পরিণামালঙ্কারঃ।

(১০) পশ্চাদাগতবন্তঃ।

(১১) নীপমালতীকুসুমৈঃ ইত্যত্র পুনরুক্তবদাভাসঃ। (১২) ততঃ প্রাবৃষঃ পরতঃ শরদ ইত্যর্থঃ। তত্তদসাধারণলক্ষণৈঃ গ্রীষ্মাদি-সর্বর্ত্তূনাং তত্র সময়ে সঙ্গতির্জনৈরনুমিতেত্যন্বয়ঃ।

শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিল ॥ যথা

৭। বসন্তরূপ নরপতি শ্রীভগবানের জন্মোৎসব দেখিবার জন্য মল্লিকা, চম্পক, নাগকেশর, সুন্দর অশোক ও পুন্নাগ প্রভৃতি কুসুম কর্ত্তৃক সুগন্ধি সলিলরূপ মধুদ্বারা মার্গসকল সেচন করিতে করিতে মধুর কূজনকারী কোকিলের কণ্ঠধ্বনিরূপ ঢক্কা শব্দে দশদিক নিনাদিত করিতে করিতে আগমন করিতেছে।

৮॥ খণ্ডপ্রদেশের অধিপতিগণ নিজ নিজ সম্পদের সহিত যেমন রাজ-চক্রবর্ত্তীর অনুগমন করেন, সেইরূপ অন্যান্য ঋতুগণ ঋতুরাজ বসন্তকে আগমন করিতে দেখিয়া নিজ নিজ শোভারূপ সম্পদের সঙ্গে তাহার পশ্চাৎ আগমন করিয়াছিল।

৯। তৎকালে অন্যান্য ঋতুসকল নিজ নিজ উপহার লইয়া যে ঋতুরাজের অনুগমন করিয়াছিল, তাহাই সকলে অনুমান করিয়াছিল—পক্ব আম্রফল ও শিরীষ কুসুম সঙ্গে

কলিপ্রভাবান্মলিনাস্তদা দিশঃ (১৩)
প্রসেদুরাসন্নতমে প্রভূদয়ে।
সহস্রভানৌ সমুদেতুমুগ্যতে
তমো নিশোত্থং (১৪) পুরতো বিলীয়তে ॥১০॥
সমুল্লসন্নির্মল-তারকৌঘং
প্রসন্নতামাপ যথান্তরীক্ষম্
দয়ার্জব-স্থৈর্য্য-মতি-ক্ষমাদ্যৈ-
র্গুণৈস্তথাঢ্যং মহতাং মনোঽপি (১৫) ॥১১॥
গুঞ্জদ্দ্বিরেফাঞ্চিত-পুষ্প-শোভিতং
সমুন্নদচ্চিত্র-বিহঙ্গম-ব্রজম্।

---

(১৩) দিশঃ প্রসেদুঃ প্রসন্না বিমলা বভূবুঃ। আসন্নতমে অতিসন্নিহিতে সতি। পূর্ববাক্যে দৃষ্টান্তমাহ—সহস্রভানৌ সহস্রকিরণে সূর্য্যে (১৪)। নিশোত্থং নিশায়ামুত্তিষ্ঠতি ইতি তথোক্তং নৈশং। 'সুপি স্থঃ' ইতি কঃ।

(১৫) ইহ দয়াদি-সদ্‌গুণাঢ্যঃ মহতাং মনো বিমল-তারকাঢ্যমন্তরীক্ষমিব প্রসন্নমভূদিত্যুপমা শ্রৌতী জ্ঞেয়া তদুথোক্তং শ্রীদশমে—খমশোভত নির্মেঘমিত্যাদি।

লইয়া, গ্রীষ্ম ঋতু ময়ূরগণের কেকাধ্বনি, এবং কদম্ব ও মালতী পুষ্পসমূহ সঙ্গে লইয়া বর্ষা ঋতুর হংসগণের ধ্বনি ও জলের নির্ম্মলতার সঙ্গে তৎপরবর্ত্তী শরৎ ঋতুর এবং ঝিন্টি কুসুম সঙ্গে লইয়া হেমন্ত ঋতু আগমন করিয়াছিল।

১০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব কাল অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইলে কলির প্রভাবে মলিন দিক্‌সকল তখন প্রসন্ন হইয়াছিল। সহস্রকিরণ সূর্য্য উদিত হইতে থাকিলে রাত্রিকালীন অন্ধকার পূর্ব্বেই বিলীন হইয়া যায়।

১১। অতি রমণীয় বিমল-তারকাবলী-শোভিত অন্তরীক্ষ যেরূপ প্রসন্ন হইয়াছিল, সেইরূপ দয়া, সরলতা, ধীরতা, বুদ্ধি, ক্ষমা প্রভৃতি সদ্‌গুণযুক্ত মহৎ ব্যক্তিগণের মনও প্রসন্ন হইয়াছিল।

১২। তখন বনদ্বয় অর্থাৎ কানন ও জল উভয়ই মলিনতা (শোভাহীনতা) পরিত্যাগ

নিতান্তমঞ্জুৎকলিকা (১৬) মনোরমং
বনদ্বয়ং (১৭) দ্রাগ্ মলিনত্বমত্যজৎ ॥১২
ভাগীরথী-সলিল-পূর-কৃতাবগাহো
গোপীমৃদা কুসুম-ধূলিকয়া (১৮) বিলিপ্তঃ।
বিভ্রন্মরন্দমিব কৃষ্ণপদানুরাগং
বভ্রাম সাধুরিব ভুবলয়ে সমীরঃ (১৯) ।১৩।

তদা চ কমলানি বিমলানি বিকাশং তথা কুবলয়ান্যপি বলয়ান্যপিহিতমুখানি (২০) যদাপুস্তন্ন চিত্রং, যতস্তদাবতরীতুমুদ্যতে (২১) কমলামোদকতা (২২) কুবলয়াহ্লাদকতা

(১৬) নিতান্তমঞ্জুভিরতিমনোজ্ঞাভিরুৎকলিকাভিঃ উদ্গতাভিঃ কলিকাভিঃ কোরকৈঃ; পক্ষে বীচিভিঃ।

(১৭) বনদ্বয়ং বিপিনং জলঞ্চ দ্রাক্ ঝটিতি মালিন্যমত্যজৎ।

(১৮) পরাগরূপয়া গোপীচন্দনমৃত্তিকয়া ইতি রূপকম্। মরন্দং মকরন্দং পুষ্পরসমিতি যাবৎ।

(১৯) ভূমণ্ডলে বভ্রাম বিচচারেত্যর্থঃ, পরোপকারার্থমেব তেষাং সর্বত্র ভ্রমণমিতি ভাবঃ।

(২০) বলয়ানি বলং রূপং যান্তি ইতি নীলাদিরূপবন্তি তথা ন পিহিতমুখানি বিকসিতানি বিকাশমাপুরিতি যৎ তন্ন চিত্রং, (২১) প্রকটীভবিতুমুদ্যতে দেববরে শ্রীভগবতি, (২২) পদ্মসুখকারিতা

করিয়াছিল। উভয়ই নানাবিধ কুসুমে শোভিত হইয়াছিল ও তাহাদের উপর ভ্রমরগণ গুঞ্জন করিতেছিল। উভয় স্থানেই নানাপ্রকার পক্ষিগণ মধুর শব্দ করিতেছিল এবং অতি সুন্দর কুসুমকলি বিকাশ করিয়া বনভাগ ও সুন্দর তরঙ্গ বিস্তার করিয়া জলভাগ সকলের মনে আনন্দ প্রদান করিতেছিল।

১৩। গঙ্গাজল-প্রবাহে স্নান করিয়া অর্থাৎ তাহাতে প্রবেশ হেতু শুদ্ধ ও শীতল হইয়া গোপীমৃত্তিকারূপ পুষ্পরেণু দ্বারা বিলিপ্ত হইয়া এবং শ্রীকৃষ্ণ-চরণানুরাগরূপ মকরন্দ ধারণ করিয়া সমীরণ সাধুর ন্যায় ভূমণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছিল ॥

১৪। তখন নির্ম্মল জলরাশি যে প্রকাশপ্রাপ্ত ও নানারূপ (নানাবর্ণ) পদ্মসকল যে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল—তাহা বিচিত্র নহে। সর্ব্বদেব-শিরোমণি শ্রীভগবান্ প্রকটিত হইতে উদ্যত হইলে, পদ্মের সুখকারিতা (পক্ষে লক্ষ্মীর আহ্লাদকতা) এবং কুমুদের

(২৩) চেত্যুভয়ভাবো ভয়ভাবোজ্ঝিতো (২৪) যুগপদেব দেববরে বর্ত্ততে ॥১৪

তদা পৃথিব্যাং বহু মঙ্গলানি
সমুদ্বভূবুঃ (২৫) স্বতএব বাঢ়ম্ ।
যথা সমীপাগত-শর্ম্মণঃ (২৬) স্যু-
র্জনস্য নানা শকুনানি (২৭) লোকে ॥১৫॥

মোদানুকূল-পবনেন তরঙ্গিতাঙ্গা (২৮)
ভেরী-মৃদঙ্গ-নিনদস্তনিতৈরুপেতাঃ (২৯) ।
নানাপ্রকারকুসুমব্রজশীকরৌঘান্
দেবা-ঘনাঘনগণা ববৃষু র্নিকামম্ (৩০) ॥১৬॥

অথচ লক্ষ্যাহ্লাদকতা, তথা (২৩) কুমুদামোদ-জনকতা অথচ ভূমণ্ডলানন্দতা চেতি (২৪) উভয়ভাবো ভয়সত্তারহিতো অশঙ্কিত এব বর্ত্তত ইত্যর্থঃ । এতেন শ্রীভগবতি সূর্য্যাচন্দ্রমসোরুভয়োরপি এককালীন-সাদৃশ্যপ্রদর্শনাৎ পুষ্পবন্তপতা সাধিতা ।

(২৫) সম্যগুৎপন্নানি, স্বতএবেতি এব-কারান্ নতু আকস্মিকোপাধিবিশেষাদিত্যর্থঃ ।

(২৬) আসন্ন-মঙ্গলস্য (২৭) শুভ-সূচকানি চিহ্নানি ।

(২৮) মোদ আনন্দ এবানুকূলপবনস্তেন চঞ্চলাঙ্গাঃ । (২৯) ভের্য্যাদিনিনদা এব স্তনিতানি গর্জ্জিতানি তৈ র্যুক্তাঃ, (৩০) দেবা এব বর্ষকাব্দবৃন্দানি বিবিধপুষ্পনিকরা এবাম্বুকণৌঘাস্তানতিশয়েন বৃষ্টবন্ত ইতি রূপকালঙ্কারঃ ।

আমোদজনকতা (পক্ষে—ভূমণ্ডলের আনন্দজনকতা) এই উভয় ভাবই ভয়সত্তারহিত হইয়া অর্থাৎ নিঃশঙ্কভাবে যুগপৎ বর্ত্তমান হইয়াছিল ।

১৫ । এ সংসারে যে ব্যক্তির সুখ আসন্ন হয়, তাহার যেমন নানারূপ শুভ চিহ্ন প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেইরূপ তখন পৃথিবীতে নানাপ্রকার মঙ্গলসমূহ স্বতঃই অত্যন্ত প্রকাশ পাইয়াছিল ।

১৬ । তখন আনন্দরূপ অনুকূল পবনে চঞ্চলাঙ্গ হইয়া, ভেরী ও মৃদঙ্গ ধ্বনিরূপ মেঘগর্জ্জনের দ্বারা যুক্ত দেবগণ ও মেঘসকল নানাপ্রকার কুসুমসমূহরূপ জলবিন্দুসকল যথেষ্ট বর্ষণ করিতেছিলেন ।

গন্ধর্বৈ (৩১) ব্যরচি প্রমোদ-ভরিতৈ র্গানং সরাগং তদা
তদ্‌গানানুগতং ব্যধায়ি বিবিধং বাদ্যঞ্চ বিদ্যাধরৈঃ।
তদ্‌বাদ্যানুগতং ব্যতানি নটনং বিদ্যাধরী-সঞ্চয়ৈ
স্তন্নাট্যানুগতং রসাদভিনয়ো (৩২) ব্যাদায়ি নানাবিধঃ ॥১৭॥
এবং সর্বশুভোদয়ে নিশি তিথৌ পূর্ণেন্দুনা শোভিতে (৩৩)
বারে সূর্য্যসুতস্য (৩৪) মঙ্গলকরে ঋক্ষে মঘাতঃ পরে (৩৫)।
লগ্নে কেশরি-নামকে (৩৬) গ্রহগণে প্রাপ্তেঽনুকূলাত্মতা-
মাবির্ভাবমগাচ্ছচী-জঠরতঃ শ্রীমান্ প্রভু র্ভূতলে ॥১৮॥
দৃষ্ট্বা দুষ্টকলিপ্রভাকর-করোত্তপ্তং সমস্তং জগৎ
কারুণ্যামৃত বর্ষণেন নিতরাং তাপং তদীয়ং হরন্ (৬৭)

(৩১) গন্ধর্বা দেবযোনি-বিশেষাঃ, এবমন্যেঽপি জ্ঞেয়াঃ। তেষাং তৌর্য্যত্রিকপ্র কারমাহ একাবল্যলঙ্কারোঽত্র পূর্বপূর্বস্য পরপরত্র বিশেষণত্বেনোক্তেঃ, (৩২) অঙ্গভঙ্গীবিশেষঃ।

(৩৩) পূর্ণিমায়াং তিথৌ, (৩৪) শনৌ বারে, (৩৫) পূর্বফল্গুনীসংজ্ঞকে নক্ষত্রে, (৩৬) সিংহলগ্নে প্রকাশমাপ। অগাদিতি ইন্ গতৌ লুঙি গাদেশঃ।

(৩৭) হরন্ হর্ত্তুং 'লক্ষণহেত্বোঃ ক্রিয়ায়া' ইতি শতৃ-প্রত্যয়ঃ। (৩৮) সম্পূর্ণাঃ কলা অংশাঃ; পক্ষে ষোড়শভাগাঃ যত্র সঃ। (৩৯) পীতয়া পক্ষে শুভ্রয়া, (৪০) কৃষ্ণঃ পক্ষে চন্দ্রঃ ।

১৭। তখন গন্ধর্ব্বগণ আনন্দভরে রাগের সহিত গান করিতেছিলেন। তাহাদের গান অনুসারে বিদ্যাধরগণ নানাপ্রকার বাদ্য করিতেছিলেন। তাহাদের বাদ্য অনুসারে বিদ্যাধরীগণ নৃত্য করিতেছিলেন, এবং তাঁহাদের নৃত্য অনুসারে সকলে আনন্দে নানাবিধ অভিনয় অর্থাৎ অঙ্গভঙ্গী করিতেছিলেন।

১৮। এই প্রকারে সমস্ত মঙ্গলের উদয় হইলে রাত্রিকালে পূর্ণচন্দ্র-শোভিত তিথিতে অর্থাৎ পূর্ণিমা তিথিতে, মঙ্গলময় শনিবারে, মঘার পরবর্ত্তী পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে, সিংহলগ্নে, গ্রহগণ অনুকূলভাব প্রাপ্ত হইলে শ্রীমান্ মহাপ্রভু শচী দেবীর জঠর হইতে ভূতলে আবির্ভূত হইলেন।

১৯। সমস্ত জগৎকে দুষ্ট কলিরূপ সূর্য্যের কিরণে সন্তপ্ত দেখিয়া প্রচুর পরিমাণে কৃপাসুধা বর্ষণদ্বারা তাহার তাপ হরণ করিতে সুন্দর গৌরকান্তিদ্বারা উজ্জ্বল পরিপূর্ণ

সম্যক্ পূর্ণকলঃ (৩৮) শচীজঠরতঃ ক্ষীরাম্বুধেরুজ্জ্বলো
গৌর্য্যা (৩৯) দিব্যরুচোদগাৎ কিল নবদ্বীপোদয়াদ্রৌ হরিঃ (৪০) ॥১৯
দৃষ্ট্বা শচী তদনুগা বনিতাশ্চ সর্বাঃ
শ্রীমৎপ্রভুং ত্রিভুবনোত্তর-কান্তিরূপম্ (৪১)
আনন্দ-বিস্ময়-পয়োনিধি-পূরমগ্না- (৪২)
স্তস্থুঃ ক্ষণান্ কতিচন প্রতিমা-সমানাঃ (৪৩)

যদৈবাসৌ দৈবাসৌখ্যহরো (৪৪) হরোপাসনীয়ো (৪৫) হপাসনীয়োগ্রকলিবলো (৪৬) হবলোকনীয়তাং জগাম, গামগ্ন (৪৭) বিভূ্র্ তস্তদৈব দৈবত-দ্বেষ্যপি সিংহিকাসুতো (৪৮) হসুতোষণায় (৪৯) ক্ষণদেশং (৫০) ক্ষণাদগ্রসদগ্র-সমাগতঃ (৫১)। তত্র কারণমনূতনা নতু নানাগুণা (৫২) বিচক্ষণা উৎপ্রেক্ষামাসুঃ (৫৩)। তথাচ—২১

---

(৪১) জগদুৎকৃষ্টে কান্তিরূপে যস্য তং, (৪২) আনন্দ-বিস্ময়াবেব ক্ষীরোদধী তত্র মগ্নাঃ, তত্র শচী আনন্দ-স্রোতসি, অন্যাস্তু বিস্ময়-স্রোতসীতি যথা সম্ভবমন্বয়ঃ। (৪৩) অর্চাসদৃশাঃ নিশ্চলত্বাৎ।

(৪৪) দেবসম্বন্ধি অসৌখ্যং দুঃখং হরতীতি সঃ, (৪৫) শিবোপাস্য, (৪৬) অপাসনীয়ং দূরী-করণীয়মুৎসার্য্যং কলিবলং যেন। (৪৭) পৃথিবীং লক্ষীকৃত্য, (৪৮) দৈত্যরূপোঽপি রাহুঃ (৪৯) প্রাণ-সন্তোষণায় তত্ক্ষণস্য তত্তৃপ্তিহেতুত্বাদমৃতময়ত্বাচ্চ। (৫০) চন্দ্রং জগ্রাস (৫১) অগ্রং সমাগতঃ সম্মুখমাগতঃ সন্ (৫২) অনূতনাঃ চিরন্তনাঃ, গুণবিবিধগুণাঃ, (৫৩) বিদ্বাংসঃ কর্ণপুর-প্রভৃতয়ঃ সম্ভাবয়ামাসুঃ।

কলাবিশিষ্ট (সকলের অংশী পক্ষে পূর্ণষোড়শকল) হরি (কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্র) শ্রীশচীর গর্ভরূপ ক্ষীরসমুদ্র হইতে নবদ্বীপরূপ উদয়াচলে উদিত হইলেন।

২০। শচী ও তাঁহার অনুগামিনী বনিতাগণ সকলেই সদ্যোজাত শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে ত্রিভুবনে সকলের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অর্থাৎ অলৌকিক কান্তি ও রূপবিশিষ্ট দর্শন করিয়া আনন্দ ও বিস্ময়-সাগরে মগ্ন হইলেন এবং কিছুকাল যাবৎ পুত্তলিকার ন্যায় অবস্থান করিয়াছিলেন।

২১। যিনি প্রচণ্ড কলির প্রভাব দূর করিবেন, এবংবিধ দেবতাগণের দুঃখহারী, শিবোপাস্য সেই মহাপ্রভু যখনই যে মুহূর্ত্তে জগতে আবির্ভূত হইয়া সকলের দৃষ্টিগোচর হইলেন, তৎক্ষণাৎ সিংহিকাপুত্র রাহু দেবদ্বেষী অর্থাৎ ভগবানদ্বেষী হইলেও প্রাণের সন্তুষ্টি হেতু ক্ষণকালের মধ্যে (অবিলম্বে) সম্মুখে আসিয়া চন্দ্রকে গ্রাস করিয়াছিল। সে বিষয়ে সর্ব্বজন-প্রশংশিত নানাগুণ সম্পন্ন প্রাচীন কবিকর্ণপূর প্রভৃতি বিদ্বদ্ব্যক্তিগণ (ইহাই) উৎপ্রেক্ষা করিয়া থাকেন।

সুধানিধিং তৎসময়ে বিধুন্তুদ- (৫৪)
স্তুতোদ সানন্দমরুন্তুদো (৫৫) ভৃশম্।
অলং ত্বয়া সংপ্রতি শীতদীধিতিঃ
সমুদ্গতোঽন্যোঽস্তি ভুবীতি ভাবয়ন্ (৫৬) ইতি ॥২২॥

বয়ন্ত্বেবং (৫৭) মন্যামহে মহেশ্বরেঽস্মিন্নুদীয়মানে (৫৮) দীয়মানেন পুরানেন সিংহিকাসুতেন তেন মনসেদং বিচারিতম্ (৫৯) ॥২৩

প্রভুরয়মবতীর্ণো নামগানং স্বধর্মং (৬০)
জগতি প্রকটয়িষ্যত্যত্র সর্বত্র নূনম্।
তদয়মহমিদানীমিন্দুমাবৃত্য লোকা-
ননিরতি হরিনামোদ্গাপয়াম্যস্য তুষ্ট্যৈ (৬১) ॥২৪॥

(৫৪) রাহুঃ, (৫৫) মর্মপীড়কঃ, (৫৬) ত্বয়া ভবতা অলং ন কিমপি সাধ্যমিত্যত্র তৃতীয়া গম্যমানাপি ক্রিয়া কারক-প্রযোজিকা ভবতীতি ন্যায়াৎ। ইত্যেবং ভাবয়ন্নিতি ব্যঞ্জকা প্রয়োগাৎ গম্যোৎপ্রেক্ষেয়ম্। ইতি শব্দেন প্রাগুক্তং কর্ণপূর-প্রভৃতীনাং কাব্যত্বেন পদ্যমিদং পরামৃষ্টম্।

(৫৭) বয়ন্তু অর্বাচীনাঃ কবয়ঃ। (৫৮) অস্মিন্ পরমেশ্বরে উদীয়মানে প্রাদুর্ভবতি। (৫৯) পুরা অনেন মহেশ্বরেণ দীয়মানেন খণ্ড্যমানেন তেন রাহুণা স্বহৃদয়েনেদং বক্ষ্যমাণং মীমাংসিতম্—

(৬০) স্বসাধ্যত্বেনোপস্থিতগুণং। (৬১) রাহুগ্রস্তে শশিনি প্রায়ঃ সর্বে হরিনামৈব উদ্গায়ন্তীতি প্রসিদ্ধং, ততশ্চ তুষ্টোঽয়ং মাং পুনর্ন খণ্ডয়িষ্যতীতি ভাবঃ। ইয়মপি প্রাগ্বদুৎপ্রেক্ষৈব।

২২। সম্প্রতি জগতে অন্য একটি চন্দ্র উদিত হইয়াছেন, অতএব এখন তোমার কোনও প্রয়োজন নাই—ইহাই মনে ভাবিয়া যেন সেই সময়ে মর্ম্মপীড়ক রাহু চন্দ্রকে সানন্দে অত্যন্ত পীড়ন করিয়াছিল ॥

২৩। আমাদের কিন্তু এইরূপ মনে হয়—পূর্ব্বে শ্রীভগবান মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সিংহিকানন্দন রাহুকে বিখণ্ডিত করিয়াছিলেন ; এক্ষণে এই পরমেশ্বরের উদয়কালে সেই রাহু মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়াছিল।—

২৪। এই ভগবান্ জগতে অবতীর্ণ হইয়া যথার্থই নামগান রূপ স্বধর্ম্ম অর্থাৎ স্ববিষয়ক ভক্তিধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রকাশ করিবেন। অতএব আমি এক্ষণে ইঁহার সন্তোষের জন্য

অথবা—বিধুরেব স প্রভোঃ সুষমাং বীক্ষ্য নিজপ্রভাজিতং (৬২)।
অতিহ্রীণতয়া (৬৩) ন্যলীয়ত প্রথিতে রাহুমুখে বিলে স্বয়ম্ ॥২৫॥
কিম্বা প্রভো বীক্ষ্য নিজাতিশায়িনীং (৬৪)
তদঙ্গচ্ছটাং দুঃখভরং সমাপ্নুবন্।
দোষাকরো (৬৫) রাহুল-জাঠরানলে
মর্ত্তুং বিবেশ ধ্রুবমীর্যয়াকুলঃ ॥ ২৬ ॥

যদা বিধুন্তুদঃ (৬৬) সমাববার বারণাকার (৬৭) স্তদৈব সর্বে মানবা মানবাসিতং (৬৮) হরিংবদ হরিং বদেতি সানন্দমুচ্চমুচ্চরন্তি স্ম ॥ ২৭

যদৈবাসৌ নাদো বদ হরিমিতীত্থং প্রতিদিশং
দিশন্ কল্যাণৌঘং সমচরদঘানাং ক্ষয়করঃ।

(৬২) নিজপ্রভাজিতাং অত্র কর্ত্তরি ক্তঃ কিন্তু জিতমিতি কিন্বস্তমিষ্টম্। (৬৩) অতি লজ্জিতয়া লুকায়িতোঽভূৎ।

(৬৪) নিজং স্বমতিশয়িতুং শীলমস্যাস্তাং স্বাতিরিক্তামিত্যর্থঃ। (৬৫) চন্দ্রঃ শ্লেষেণ দোষাণামাকরস্তস্য যুক্তমেতৎ।

(৬৬) বিধুন্তুদতীতি বিধুন্তুদো রাহুঃ 'খশস্তঃ'। (৬৭) হস্ত্যাকারঃ, তথাচ 'রাহু বৈ হস্তী ভূত্বা চন্দ্রং গ্রসতীতি তিথিতত্ত্বৃতত্বাৎ। (৬৮) মানেন মর্য্যাদাকরণেন বাসিতং যুক্তং যথা স্যাত্তথা।

চন্দ্রকে আচ্ছাদিত করিয়া লোকদিগকে অবিরত হরিনাম গান করাইব ॥

২৫। অথবা সেই চন্দ্রই যেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর কান্তি নিজপ্রভাকে পরাজয় করিতেছে দেখিয়া অত্যন্ত লজ্জাভরে নিজেই রাহুর বিস্তৃত বদন রূপ গর্ত্তে লুকাইয়াছিল ॥

২৬। কিম্বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অঙ্গপ্রভা নিজ কান্তি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট (অত্যধিক) দেখিয়া দোষাকর নিশাকর (শ্লেষে দোষের আকর স্বরূপ) যেন অত্যন্ত দুঃখ পাইয়াছিল এবং ঈর্ষায় আকুল হইয়া যেন সত্য সত্যই মরিবার জন্য রাহুর জঠরানলে প্রবেশ করিয়াছিল।

২৭। হস্তীর ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট রাহু যখন চন্দ্রকে একেবারে (সম্যক্) আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তখন সকল লোকে ভক্তিযুক্ত হইয়া আনন্দের সহিত উচ্চৈঃস্বরে "হরিবোল, হরিবোল" এই কথা উচ্চারণ করিয়াছিল।

তদৈবাসৌ ক্রন্দন্নিব মনুজলীলাবশতয়া
নিজং নামৈবোমোমিতি (৬৯) পরিবভাষ প্রভুরপি ॥২৮॥

তস্য মধুর-মধুরস-মাধুরী-ধুরীণং (৭০) কুহূকণ্ঠ-কণ্ঠ-কাকলীকল্পং (৭১) ক্রন্দনমাকর্ণ্য মিশ্রপুরন্দরপত্নীপ্রভৃতয়ঃ পুরন্ধ্র্যঃ প্রাপ্তপ্রতিপদঃ (৭২) প্রতিপদ-স্ফারিত-প্রমোদবিস্ময়াং প্রভোঃ প্রভাং প্রেক্ষ্য প্রোচুঃ ॥ ২৯

কিমিদং কিমিদং (৭৩) তড়িদ্ঘটা, স্খলিতা কিং জলদাৎ পতত্যহো!
অথবা তমসো (৭৪) ভয়াদিয়ং, শশিনো ভা বিশতীহ কেতনে ॥৩০॥

পুনশ্চ প্রভৌ প্রভৌঘ-ভাসিত-সদনে (৭৫) সদনেকসুখকরং (৭৬) ক্রন্দনং কুর্বতি সতি

---

(৬৯) ওমাঙোশ্চেতি পররূপমেকাদেশঃ, তথাচ শ্রুতিঃ-'ওমিত্যেতদ্ ব্রহ্মণো নেদিষ্ঠং নামেতি'।

(৭০) মধুরস্য মধুরসস্য মাধ্বীকরসস্য মাধুরী-ধুরীণং পরমমাধুর্য্যাশ্রয়মিত্যর্থঃ। (৭১) কোকিলকণ্ঠস্য যা কাকলিঃ সূক্ষ্মঃ কলধ্বনিস্তৎসদৃশং। (৭২) প্রাপ্তচেতনাঃ, পূর্বমানন্দসন্ত-প্রলয়াখ্য-ভাবেন তদাচ্ছাদনাদিতি ভাবঃ।

(৭৩) বিস্ময়ে দ্বিরুক্তিঃ, সামান্যে নপুংসকম্। (৭৪) রাহোঃ, 'ভীত্রার্থানাং ভয়হেতু'রিতি পঞ্চমী, ন তু অপাদানে।

(৭৫) স্বকান্তিপুঞ্জদীপিতগৃহে, (৭৬) সতাং শুদ্ধানামমিতসুখকরং,

২৮॥ সমস্ত পাপক্ষয়কারী "হরিবোল" এই প্রকার ধ্বনি যখনই কল্যাণরাশি দান করিয়া সকল দিকে সঞ্চারিত হইয়াছিল, তৎক্ষণাৎ প্রভুও নরলীলাবশে "ওম্, ওম্" এই শব্দে ক্রন্দন করিতে করিতে যেন নিজের নামই উচ্চারণ করিয়াছিলেন ॥

২৯॥ সুমিষ্ট মধুরসের পরম মাধুর্য্যের আশ্রয় স্বরূপ এবং কোকিলের সুমধুর কণ্ঠস্বর সদৃশ তাঁহার সেই ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া মিশ্রপুরন্দরপত্নী শচী প্রভৃতি পতিব্রতাগণ শিশুর প্রথম দর্শনে আনন্দবশতঃ মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সম্প্রতি তাঁহারা চৈতন্য লাভ করিলেন এবং পদে পদে আনন্দ-বিস্ময়বর্দ্ধিনী প্রভুর কান্তি দেখিয়া বলিতে লাগিলেন!!—

৩০। কি আশ্চর্য্য একি! একি! মেঘ হইতে বিদ্যুৎপুঞ্জ খসিয়া পড়িতেছে? অথবা অন্ধকারের ভয়ে চন্দ্রের কিরণরাশি কি এই গৃহে প্রবেশ করিতেছে?

৩১॥ প্রভুর শ্রীঅঙ্গের কান্তিপুঞ্জে গৃহ আলোকিত হইয়াছিল। ভক্তগণের প্রচুর

সতিতমা (৭৭) স্তাঃ পুন র্জগদু র্জগদুৎসবকরং বচনম্ ॥ ৩১

কিমেতৎ কিমেতৎ কুহুকণ্ঠনাদো
মরন্দাব্ধি-পূরে বগাঢ়ঃ কিমেতি (৭৮)।
উতাহো বিপঞ্চী-নিনাদঃ সুরর্ষেঃ (৭৯)
সুধাসিক্ত-মূর্ত্তি র্বিশত্যেষ কর্ণম্ ॥৩২॥

ততশ্চ প্রণিহিত-হৃদয়েক্ষণাঃ (৮০) ক্ষণান্মুখ-করচরণাদ্যবয়ব-সমূহং সমূহন্ত্যো (৮১) নির্দ্ধারয়ন্ত্যশ্চ রয়ন্ত্যশ্চ নিকট (৮২) মপত্যমেবেদমিত্যববুদ্ধ্য বুদ্ধ্যতীতং কমপি পরমানন্দমবাপুরহো ভাগ্যমহো ভাগ্যমপত্যমিদমিতি সচমৎকারানন্দমূচুশ্চ ॥ ৩৩

(৭৭) সতিশ্রেষ্ঠাঃ উগিতশ্চেতি (৬৩৪৫) তত্রাপি হ্রস্বঃ।

(৭৮) মকরন্দ-সমুদ্রস্য প্রবাহে কৃতাবগাহঃ সন্নিত্যর্থঃ। 'বষ্টি ভাগুরিরল্লোপমবাপ্যোরুপসর্গয়োঃ' ইত্যনেন [অবগাঢ়শব্দস্যাকারাভাবঃ]। (৭৯) নারদস্য বীণাধ্বনিঃ।

(৮০) প্রণিধানং নীতং হৃদয়েক্ষণং মনোনেত্রং যাভিস্তাঃ। (৮১) সম্যগ্ বিমৃশন্ত্যঃ, 'উপসর্গাদস্যত্যূহ্যোর্বেতি বাচ্যমিতি বিকল্পাৎ পরস্মৈপদম্। (৮২) নিকটং গচ্ছন্ত্যশ্চ।

সুখ জন্মাইয়া তিনি যখন ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তখন সেই পতিব্রতা রমণীবৃন্দ পুনরায় জগদ্বাসিজনের আনন্দপ্রদ বাক্য বলিয়াছিলেন—

৩২। ইহা কি ? ইহা কি কোকিলের কণ্ঠধ্বনি মকরন্দসাগরে অবগাহন করিয়া আসিতেছে ? অথবা ইহা কি দেবর্ষি নারদের বীণাধ্বনি সুধায় সিক্ত হইয়া কর্ণে প্রবেশ করিতেছে ?

৩৩। অনন্তর তাঁহারা মন ও নয়ন নিবেশপূর্ব্বক ক্ষণকালের মধ্যে শিশুর মুখ-করচরণাদি অবয়বসমূহ নিরীক্ষণ করিয়া স্থির করিলেন। পরে নিকটে আসিয়া "এটী সন্তান" এইরূপ অবগত হইয়া এবং বুদ্ধির অতীত অনির্ব্বচনীয় পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন এবং বিস্ময় ও আনন্দের সহিত "অহোভাগ্য ! অহোভাগ্য ! এটী সন্তান।" এই কথা বলিতে লাগিলেন॥

ততশ্চ কাচিৎ সুভগা পুরন্ধ্রী, দ্রুতং তমুত্তোল্য দধৌ করাভ্যাম্।
তদঙ্গ-সংস্পর্শ-সুখেন দৃগ্ভ্যাং, তস্যা কুচাভ্যাঞ্চ পয়ো (৮৩) হ্যক্ষরচ্চ ॥৩৪॥

ততশ্চিহ্নবিশেষেণাশেষেণাতিমনোহরং পুমপত্যমিত্যবধার্য্যমান-গদগদরবাহনল্প-বাষ্পা। (৮৪) সা শচীমুবাচ ॥ ৩৫

হে বিশ্বরূপ-জননীহ মহীতলে স্ত্রী—
সৌভাগ্যভূমিরপরা ন সমা ত্বয়াঽস্তি।
যস্মাৎ সমস্তভুবনোত্তর-কান্তিরূপ-
মেতাদৃশং জনিতবত্যসি দেবি! পুত্রম্ ॥৩৬॥
এবং সখী-জলদলেখিকয়াঽ (৮৫) ভিষিক্তা
বাক্যামৃতৈরথ,শচী-লতিকা প্রহৃষ্টা (৮৬)।

(৮৩) নেত্রজলং স্বেদজলং ক্ষীরঞ্চ।

(৮৪) ধার্য্যমাণো গদ্গদো রবো যস্যা সা, অনল্পঃ অনীষৎ মহান্ বাষ্পো যস্যাঃ সা।

(৮৫) সখোব মেঘশ্রেণী তয়া, (৮৬) প্রফুল্লা।

৩৪। অতঃপর কোনও সৌভাগ্যবতী পুরনারী সত্বর তাঁহাকে উঠাইয়া করযুগলের দ্বারা ধারণ করিলেন। তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ জনিতসুখে তখন সেই রমণীর নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্রু, শরীর হইতে ঘর্ম্ম এবং কুচদ্বয় হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতে লাগিল॥

৩৫। তারপর তিনি (সমস্ত) চিহ্ন বিশেষ দ্বারা তাঁহাকে সর্ববতোভাবে অতি সুন্দর পুরুষ সন্তান অর্থাৎ পুত্রসন্তান নিশ্চয় করিয়া, আনন্দাশ্রু-পূর্ণ নয়নে ও গদগদস্বরে শচীদেবীকে বলিলেন।

৩৬। হে বিশ্বরূপজননি! এ সংসারে তোমার ন্যায় সৌভাগ্যবতী অন্য কোনও রমণী নাই। কারণ হে দেবি! তুমি এইরূপ অলৌকিক রূপলাবণ্যসম্পন্ন পুত্র প্রসব করিয়াছ॥

৩৭। এই প্রকারে সখীগণরূপ মেঘমালা কর্ত্তৃক বাক্য সুধাধারায় স্নাত হইয়া শচীরূপিণী লতিকা অত্যন্ত প্রফুল্ল হইলেন এবং পুলকাঙ্কুরযুক্ত হইয়া নয়নরূপ পুষ্পদ্বারে প্রচুর পরিমাণে অশ্রুরূপ মধুধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

রোমোদ্‌গমাঙ্কুরযুতাশ্রুমরন্দধারাং
বাঢ়ং ববর্ষ কুসুমেন বিলোচনেন ॥৩৭॥

ততশ্চ তাসাং সর্ব্বাসাং পুত্র পুত্র ইতি কলকলেনাবিকলেনা বিদিতবৃত্তান্তো (৮৭) মিশ্রবরোঽবরোধ (৮৮) মাগত্য সবিশেষমবগত্য চ যং প্রমোদমাপদ (৮৯) সৌ মা পদসৌবর্ণ্যমাপ্নোতি (৯০)। ৩৮

অথ স্বশ্বশুরং জ্যোতির্বেদ-বেদিতারমদিতার (৯১) মসাবানায্য-তেনাবেদিত শুভ-সময়োঽসমযোগৈ (৯২) রপ্যলভ্যং স্বতনয়ংনয়নগোচরীকর্ত্তুং তেন সমং সমঞ্চতি স্ম (৯৩) ॥৩৯

দৃষ্ট্বা হরিং (৯৪) নিজ-সুতং ভৃত-গৌরকান্তিং (ক)
নামামৃতানি (৯৫) বিতরীতুমুদীয়মানম্।
উল্লঙ্ঘিত-প্রথিত-সীম-রসোদ্‌গমোঽসৌ (৯৬)
ক্ষীরাম্বুনাথ (৯৭) ইব বাঢ়মবাপ মোদম্ (৯৮) ॥৪০

---

(৮৭) আবিদিতেতি ঈষজ্জ্ঞাতপ্রবৃত্তিঃ, (৮৮) অন্তঃপুরম্, (৮৯) আপৎ প্রাপ। (৯০) অসৌ প্রমোদঃ পদসৌবর্ণ্যং শব্দেন সুষ্ঠুবর্ণনীয়ত্বং মা আপ্নোতি, নাসৌ সুবর্ণনীয়ো ভবতীত্যর্থঃ।

(৯১) অদিতমখণ্ডিতম্ অরং বেগো যত্র তদ্ যথা স্যাৎ শীঘ্রমিত্যর্থঃ। (৯২) অতুল্যযোগৈঃ (৯৩) সংগচ্ছতি স্ম।

(৯৪) কৃষ্ণং পক্ষে চন্দ্রং (ক) গৌরত্বং পীতত্বং শুভ্রত্বঞ্চ (৯৫) নামান্যেব অমৃতানি পক্ষে নাম, পক্ষে নাম প্রকাশে। উল্লঙ্ঘিতা প্রথিতা প্রসিদ্ধা সীমা যেন তাদৃশো। রসোদ্‌গমো যস্য সঃ রসো রাগো জলঞ্চ; (৯৭) ক্ষীরসমুদ্রঃ (৯৮) হর্ষং বৃদ্ধিঞ্চ। (৯৯) বিদ্যোতিতং প্রকাশিতমুদ্‌বাসিতং গৃহং যেন তদ্। (১০০) কম্পিতশরীরঃ।

৩৮॥ অনন্তর সেই নারীগণের অবিকল "পুত্র পুত্র" এই কোলাহলে মিশ্রবর ব্যাপারটি ঈষৎ অবগত হইয়া অন্তঃপুরে আসিলেন এবং সবিশেষ সংবাদ জানিয়া যে আনন্দলাভ করিলেন, তাহা পদের (বাক্যের) দ্বারা সম্যক্‌রূপে বর্ণনা করা যায় না।

৩৯। অতঃপর তিনি জ্যোতির্বেদবিৎ নিজ শ্বশুরকে সত্বর আনাইলেন এবং তৎ-কর্ত্তৃক শুভ সময় অবগত হইয়া কর্ম্মজ্ঞানাদি অসামান্যযোগসমূহের দ্বারাও যাঁহাকে পাওয়া যায়না, এবম্বিধ নিজ পুত্রকে দেখিবার জন্য তাঁহার সহিত গমন করিলেন॥

৪০। নামরূপ অমৃত বিতরণ করিবার জন্য উদীয়মান গৌরকান্তিধারী হরিকে

নীলাম্বরস্তু বরস্তুতিযোগ্যবিদ্যো বিদ্যোতিতোদবসিতং (৯৯) দৌহিত্রমবলোক্য প্রাপ্ত-সুখরাশি রাশিষং প্রযুজ্য জামাতারং তরঙ্গিতাঙ্গো (১০০) জগাদ। ৪১ ॥

মিশ্রেন্দ্র! তাত! তব নন্দন এষ বাঢ়ং (১)
গোত্রং পবিত্রয়তি তবাপি মমাপি নূনম্।
আলোকয়াস্য বত লোক-বিলক্ষণানি
লক্ষ্মাণি (২) সৎপুরুষতা-পরিসূচকানি ॥৪২॥

প্রথমস্তাবদবলোকয়েমামঙ্গকান্তিমঙ্গ কান্তিরস্করোতীয়ং ন চপলাং চপলাং (৩) তথেয়ঞ্চ মাধুরী যা ধুরীণানামপি দিব্যবোধস্য সুধিয়াং ধিয়াং গম্যা ভবতি (৪)। ৪৩।

পশ্য পশ্যাস্য নেত্রান্তৌষ্ঠাধর-রসনা-করতল-চরণতল নখরাণি সপ্তারুণানি বৈষ্ণব-মনাংসীবাচ্যুতরাগাণি। (৫) মুখ-নাসিকা-স্কন্ধবক্ষঃ কটিনখানি ষড়ুন্নতানীব বিলসত্তুঙ্গতা-স্পদানি (৬) নাসানেত্রহনুভুজজানূনি পঞ্চ মনাংসীব দীর্ঘতরাজীনি (৭)। ত্বক্‌কেশাঙ্গুলি-

(১) আবয়োঃ কুলং পবিত্রয়িষ্যতীতি বাঢ়ং (২) চিহ্নানি (৩) কাং চপলাং বিদ্যুতং ন তিরস্করোতি যতশ্চপলাং চঞ্চলাং। (৪) দিব্যজ্ঞানস্য ধুরীণানামাশ্রয়ভূতানামপি বিদুষাং ধিয়াং বুদ্ধীনাং গম্যা ন ভবতি।

(৫) ন চ্যুতো রাগো রক্তিমা যেভ্যঃ পক্ষে অচ্যুতে কৃষ্ণে রাগোঽনুরাগো যেষাং। (৬) বিলসত্যাঃ

পক্ষে শুভ্র-কান্তি কৃষ্ণচন্দ্রকে নিজ পুত্ররূপে অবলোকন করিয়া সেই মিশ্রবর প্রসিদ্ধ সীমা অতিক্রমপূর্ব্বক রসের (পক্ষে জলের) উদ্গমে ক্ষীরসমুদ্রের ন্যায় অপার আমোদ (পক্ষে বৃদ্ধি) প্রাপ্ত হইলেন।

৪১। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের স্মৃতিযোগ্য বিদ্যাবিশিষ্ট নীলাম্বর দৌহিত্রকে অঙ্গপ্রভায় গৃহ উদ্ভাসিত করিতে দেখিয়া সুখরাশি লাভ করিলেন এবং তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কম্পিত কলেবরে জামাতাকে বলিলেন।

৪২। বৎস মিশ্রেন্দ্র! তোমার এই নন্দন যথার্থই তোমার ও আমার উভয়ের কুলকেই পবিত্র করিবে। কেননা দেখ, ইহার অলৌকিক চিহ্নসমূহ মহাপুরুষত্ব সূচনা করিতেছে।

৪৩। অহে! প্রথমতঃ ইহার অঙ্গকান্তি নিরীক্ষণ কর। ইহা কোন্ চঞ্চলা বিদ্যুৎকে তিরস্কার না করে? অর্থাৎ চঞ্চলা বলিয়া বিদ্যুৎ মাত্রকেই ইহা তিরস্কার করে এবং ইহার এই অঙ্গমাধুরী দিব্যজ্ঞানের আশ্রয়ভূত সুধীবৃন্দেরও বোধগম্য নহে।

পর্ব-রোমাণিচত্বারি বসন্তবনানীব মঞ্জুলতা নবোল্লাসিতানি (৮) শিরোললাট-বক্ষাংসি ত্রীণি বহুলপক্ষগণরাত্রীণীব (৯) সদা-বিস্তারালঙ্কৃতানি (১০)। গ্রীবা-পুরুষতা-প্রত্যায়ক-প্রতীক-বিশেষ-জঙ্ঘাযুগলানি ত্রীণি গজনয়নানীব খর্বতা-রাজনভাজনানি (১১)। নাভি-স্বরৌ দ্বৌ কৃষ্ণয়োঃ (১২) শঙ্খাবিবানুত্তানতালসত্ত্বৌ (১৩)। ৪৭

তুঙ্গতায়া উচ্চতায়া পক্ষে বিলসন্তঃ তুঙ্গাঃ পুন্নাগা যেষু তাদৃশতায়াশ্চাস্পদানি। (৭) দীর্ঘত্বেন রাজিতুং শীলং যেষাং পক্ষে দীর্ঘয়া ত্বরয়া অজিতুং গন্তুং শীলং যেষাং। (৮) মঞ্জুলং চারু যৎ তানবং সূক্ষ্মতা তেন উল্লসিতানি পক্ষে মঞ্জুভির্লতাভির্মাধবীভিকল্লাসিতানি। কৃষ্ণপক্ষীয়রাত্রিসমূহানিব (১০) সর্বদা বিস্তারেণালঙ্কৃতানি পক্ষে সৎ বর্ত্তমানমাবিঃপ্রকাশো যাসাং তাভিস্তারাভি র্ভূষিতানি। (১১) খর্বতায়া ক্ষুদ্রতায়া রাজনং শোভা পক্ষে খর্বাণাং কনীনিকানাম্ অজনং গমনং তস্তাজনানি। (১২) কৃষ্ণার্জ্জুনয়োঃ 'স্বরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ' বিত্যেকশেষঃ। (১৩) অনুত্তানতয়া গভীরতয়া লসন্তৌ পক্ষে অনুত্তানো গভীরো যত্তালঃ তারঃ উচ্চশব্দত্বেন সত্ত্বৌ সর্ব্বশব্দেভ্যঃ শ্রেষ্ঠৌ রলয়োরৈক্যশ্রুতেঃ।

৪৪। দেখ দেখ, ইহার নয়নপ্রান্ত, ওষ্ঠ, অধর, (নীচের ওষ্ঠ) জিহ্বা, করতল, পদতল এবং নখররাজি—এই সপ্ত অঙ্গ বৈষ্ণবগণের মনের ন্যায় অচ্যুতরাগযুক্ত অর্থাৎ অক্ষয়রক্তিমবিশিষ্ট, (পক্ষে অচ্যুতে শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগযুক্ত) ; মুখ, নখ, নাসিকা, স্কন্ধ, বক্ষঃ, কটি এবং নখ—এই ছয়টী অঙ্গ উপবনসমূহের ন্যায় বিলসত্তুঙ্গতাস্পদ অর্থাৎ সুন্দর উচ্চতার আশ্রয় (সুন্দর উন্নত) (পক্ষে রমণীয় পুন্নাগবৃক্ষের আশ্রয়স্থান)। নাসিকা, নেত্র, হনু (চোয়াল) বাহু ও জানু এই পাঁচ অঙ্গ মনের ন্যায় দীর্ঘত্বরাজী অর্থাৎ দীর্ঘতা দ্বারা বিরাজমান, (পক্ষে দীর্ঘ-ত্বরার সহিত অর্থাৎ অতিক্রান্তবেগে গমনশীল) ত্বক্‌, কেশ, অঙ্গুলি-পর্ব্ব এবং রোম—এই চারি অঙ্গ বসন্তকালীন বনসকলের ন্যায় মঞ্জুলতানবোল্লসিত অর্থাৎ মনোরম সূক্ষ্মতা দ্বারা শোভিত (সুন্দর সূক্ষ) (পক্ষে সুন্দর মাধবী প্রভৃতি লতাসমূহের নবীন শোভাযুক্ত)। মস্তক, ললাট ও বক্ষ এই তিন অঙ্গ কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিসকলের ন্যায় সদা বিস্তারালঙ্কৃত অর্থাৎ সর্ব্বদা বিস্তারযুক্ত (বিস্তৃত), পক্ষে সুপ্রকাশ তারকামণ্ডলীর দ্বারা অলঙ্কৃত।

এবং লক্ষণানামবিরলক্ষণানা (১৪) মবিরতদান-নিপুণানাং (১৫) ত্রিংশতা দন্তানাং ভাবিনী সুতা তনুতা তথাশয়স্য (১৬) সংশয়স্য সংস্পর্শশূন্যা গভীরতাপ্যনুমীয়তে, ততো মহাপুরুষ এবায়ং ভবেৎ ॥ ৪৫

কিঞ্চ,—রবিরিব চক্র-সরোজে, করেণ তে সংবিভর্ত্ত্যয়ং তনুজঃ (১৭)।
রোহিত-পদকমলেনাপ্য (১৮) শুভ্রপক্ষে যথা সরসী ৪৬ ॥
অন্যানি চ কর-যুগলে পদযুগলে চাস্য সন্ত্যনেকানি।
শুভ-লক্ষণানি কিন্তু স্ফুটমধুনা ন প্রতীয়ন্তে ॥৪৭

কিঞ্চ—উচ্চস্থিতাঃ শনি-বৃহস্পতি-ভৌম-শুক্রাঃ
পূর্ণঃ শশী ভবতি লগ্নগতোঽস্য তাত!
তস্মাদ্ ভবিষ্যতি মহাপুরুষস্তবায়ং
সূনুর্জগৎসুবিদিতো ন হি সংশয়োঽত্র। ৪৮ ॥

---

(১৪) অবিরলা ঘনা যে ক্ষণা উৎসবা স্তেষাং, (১৫) সদা দান-দক্ষাণাং (১৬) বুদ্ধেঃ। (১৭) চক্র-সরোজে তত্তদাকারচিহ্নে হস্তেন ধারয়তি, পক্ষে চক্রবাক-পদ্মে কিরণেন পুষ্ণাতি। (১৮) তথা রক্তবর্ণ-পাদপদ্মেন মীন-পদ্মাকার-চিহ্নে ধারয়তি, পক্ষে রোহিতমৎস্যাশ্রয়জলেন পক্ষিপক্ষে পুষ্ণাতি।

গ্রীবা, পুরুষত্ববোধক অবয়ব বিশেষ এবং জঙ্ঘাদ্বয়—এই তিন অঙ্গ হস্তীর নয়নের ন্যায় খর্ব্বতারাজনভাজন অর্থাৎ খর্ব্বতাজনিত শোভার আধার, পক্ষে খর্ব্বতারকার (কনীনিকার) গমনভাজন অর্থাৎ খর্ব্বতারকাযুক্ত। নাভি এবং কণ্ঠস্বর—এই দুইটী কৃষ্ণযুগলের অর্থাৎ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের শঙ্খযুগলের ন্যায় অনুনাদতালসৎ অর্থাৎ গভীরতা দ্বারা শোভমান (গম্ভীর), (পক্ষে গম্ভীর ও উচ্চ শব্দহেতু সমস্ত শব্দ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ)।

৪৫। এই প্রকারে নিবিড় আনন্দের সর্ব্বদা দানবিষয়ে নিপুণ অর্থাৎ সর্ব্বদা নিবিড় আনন্দদায়ক এই ত্রিশটী লক্ষণের দ্বারা ভাবি (ভবিষ্যতে উৎপত্তিশীল) দন্তসমূহের সুন্দর সূক্ষ্মতা এবং সন্দেহের সংস্পর্শশূন্য বুদ্ধির গভীরতাও অনুমান করা যাইতেছে। অতএব এই শিশু নিশ্চয়ই মহাপুরুষ হইবে।

এবং শ্বশুর-মুখোদিতং সুখোদিতং (১৯) সুতস্য লক্ষণং মিশ্রবর আশ্রুত্য শ্রুত্যনুসারেণ সারেণ দ্রব্যাদিনা (২০) রুচি-বিস্মাপিত-মনুজস্য তনুজস্য তস্য জাতকর্ম চকার। চকার (২১) চাকপটেন পটেন সহিতানি বিবিধানি ধনানি বিপ্রেষু দানীয়কেষু (২২) বনীয়কেষু (২৩) বহুশস্তেষু চ। ৪৯

স্নানং তীর্থং সুপুণ্যং সমগত (২৪) সময়স্তত্র চাত্যন্তপুণ্যঃ
শ্রীযুক্তা পৌর্ণমাসী তিথিরমিতগুণা সাপি মধ্বন্তরাদ্যা।
তত্রাপীন্দূপরাগঃ (২৫) পরমশুভকরস্তত্র পুত্রস্য জন্ম
শ্রীমান্ পুত্রশ্চ কৃষ্ণস্তদিহ কতি ফলং (২৬) তস্য দানং ন জানে॥৫০

নবদ্বীপে যহি প্রভুরুদয়মপি প্রিয়জনা
বিদূরস্থানস্থা অপি কিল তদৈবাস্য বিবিদুঃ।
অগস্ত্যো যদ্বৎ বোদয়তি দিশি যাম্যাং (২৭) মুনিবর
স্তদৈবোদগ্দিকস্থা (২৮) অপি তদবগচ্ছন্তি মদিরাঃ (২৯)॥২৫।

(১৯) সুখস্য উদিতম্ উদয়ো যত্র তদ্ যথা স্যাত্তথা। (২০) বেদোক্তবিধিক্রমেণ উত্তমেন দ্রব্যাদিনা অত্র 'আদিনা' মন্ত্রাদেগ্রহঃ। (২১) বিকীর্ণবান্। (২২) দীয়ন্তে যেভ্যস্তেষু দানপাত্রেষু, (২৩) যাচকেষু।

(২৪) সংগচ্ছতে স্ম। সংপূর্ব্বগমেরকর্মকত্ব-লক্ষণমিহাত্মনেপদম্। 'যাগম' ইতি কিত্ব-পক্ষেঽনু-নাসিকলোপঃ। (২৫) চন্দ্রগ্রহণং, (২৬) কতি কিয়ন্তি ফলানি যস্য তদ্দানম্ তস্য মিশ্রস্য—তথাচ 'পুত্রে জাতে ব্যতীপাতে দত্তং ভবতি চাক্ষয়মিতি' স্মৃতেঃ। (২৭) দক্ষিণস্যাং দিশি, (২৮) উত্তরদিগ্বর্তিনঃ। (২৯) খঞ্জরীটাঃ নিত্যসম্বন্ধিনামেব নিয়মাদিতি ভাবঃ। সামান্যেন বিশেষ-সমর্থনাদর্থান্তরন্যাসোঽলঙ্কারঃ।

৪৬। অধিকন্তু সূর্য্য যেরূপ কিরণের দ্বারা চক্রবাক ও পদ্মকে এবং সরোবর যেমন রোহিত মৎস্যের আশ্রয়স্বরূপ জলের দ্বারা পক্ষী (অথবা মৎস্য) ও পদ্মকে পরিপুষ্ট করে, সেইরূপ তোমার এই পুত্রও হস্তের দ্বারা চক্র ও পদচিহ্ন এবং রক্তবর্ণ পদকমলের দ্বারা মীন ও পদ্মাকৃতি চিহ্ন ধারণা করিতেছে।

৪৭। ইহার হস্তদ্বয়ে ও পদদ্বয়ে অন্যান্য আরও অনেক শুভচিহ্ন আছে; কিন্তু এক্ষণে সেগুলি সুস্পষ্টভাবে জানা যাইতেছে না।

প্রভূদয়জ্ঞানমুদোল্লসজ্ দে।
বিধুপরাগস্য মিষেণ (৩০) তে তদা।
প্রভোঃ সুখায় প্রচুরং ধনং দদু-
র্জগুশ্চ তন্নাম সরাগমুচ্চকৈঃ ॥৫২॥
নিত্যানন্দেন তু ভগবতো জন্মবুদ্ধ্যা বিদিত্বা
প্রেমোন্মত্তেন বত বিদধে হুঙ্কৃতি-ধ্বান একঃ।
যেনাহার্যৈঃ (৩১) সমমুরুতরং ভূমিরেষা চকম্পে
দেবাঃ সর্বে চলিততনবো বিস্ময়ং প্রাপুরুচ্চৈঃ ॥৫৩॥
মোদং সহুঙ্কৃতিরবো ভগবৎপ্রিয়াণাং
তদ্দ্বেষিণাস্তু বিপুলং দরমাততান (৩২)
নাদো যথা মৃগপতেরিহ শাবকানাং
তস্যৈক এব কুরুতে করিণাঞ্চ তং তম্ (৩৩) ॥৫৪॥

এবং শ্রীমতাদ্বৈতেন চ তেন চতুর-শিরোমণিনা শ্রীহরিদাসেনারিদাসেনাতি (৩৪) মুদিতেন সহ-সহসমুখং নর্ত্তনমারেভে ॥ ৫৫

(৩০) ছলেন (৩১) পর্বতৈঃ অহার্যধরপর্বতা ইত্যমরঃ।

(৩২) ভয়ং জনয়ামাস। (৩৩) মোদং দরঞ্চেত্যর্থঃ। মৃগপতেঃ সিংহস্য। (৩৪) অরীন্ শত্রূন্ কামাদীন্ দস্যতি উৎক্ষিপতীতি তেন কর্মণ্যণি। অতিহৃষ্টেন, হাস্যসুখাভ্যাং সহিতম্।

৪৮। অধিকন্তু শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল ও শুক্র উচ্চস্থানে অবস্থান করিতেছে এবং পূর্ণচন্দ্র ইহার লগ্নগত রহিয়াছে। অতএব বৎস! তোমার এই তনয় সমস্ত জগতের মধ্যে বিখ্যাত মহাপুরুষ হইবে—ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

৪৯। শ্বশুরের মুখে পুত্রের সুখজনক লক্ষণের কথা সম্যক্ শ্রবণ করিয়া মিশ্রবর বেদবিধি অনুসারে উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদির দ্বারা কান্তিতে লোকের বিস্ময়জনক সেই পুত্রের জাতকর্ম্ম করিলেন; এবং দানের যোগ্যপাত্র বহু ব্রাহ্মণকে ও অন্যান্য অনেক যাজকদিগকে বস্ত্রের সহিত নানাবিধ ধনরত্ন নিষ্কপটে দান করিলেন।

রে পাষণ্ড কলেরেরে দুরিত রে মুণ্ডেষু বোঽহং দধে (৩৫)
পাদং নাস্তি ভয়ং কিমপ্যবতরত্যস্মাকমেষ প্রভুঃ।
ইত্যাবেত্ত মহীতলে ধ্রুবমসৌ ত্রিস্ত্রিঃ পদং নিক্ষিপ-
ন্নাচার্য্যো নিগদন্ হরিং বদ বদেত্যুচ্চৈস্ত্রিতাল্যা নটৎ ॥৫৬॥
তস্যোদ্দণ্ড বিচিত্র-নর্ত্তনভরং সোঢ়ুং ন শক্তা সতী
বাত্যান্দোলিত-নৌরিব প্রতিপদং বাঢ়ং চকম্পে মহী।
তেনাশঙ্কিত-চেতসোঽখিল-নরঃ (৩৬) সর্বে চ নারীগণাঃ।
ভ্রান্ত ভ্রান্ত হরি হরি হরিরিতীত্যাক্রোশনং (৩৭) চক্রিরে ॥৫৭

নিত্যানন্দাদ্বৈতয়োরেবমীহাং
চিত্রাং জ্ঞাত্বা (৩৮) শ্রীশচীনন্দনোঽসৌ।
প্রেমানন্দাম্ভোধিপুরে নিমগ্নে।
মন্দং মন্দং রম্যরম্যং জহাস (ক) ॥৫৮॥

(৩৫) রে রে ইতি সাধিক্ষেপসম্বোধনে, দুরিত রে অধর্ম ! যুষ্মাকং শিরঃসু। (৩৬) অখিলনরঃ সর্বপুরুষাঃ নৃশব্দস্যেদং রূপম্। (৩৭) হরি হরিরিত্যাদিশব্দমেব প্রবৃত্তৌ যথেষ্টমনেকধা প্রয়োগো ন্যায়-সিদ্ধ ইতি দ্বিস্ত্রিরুক্তো উন্নেয়ে। আক্রোশমুচ্চৈ নিনাদং কৃতবন্তঃ।

(৩৮) ঈদৃশীং বিচিত্রাং চেষ্টাং জ্ঞাত্বা স্বমনসীতি শেষঃ। অন্তর্যামিত্বাদিতি ভাবঃ। (ক) মন্দং মন্দমিতি বাহুল্যাদিহ ন কর্মধারয়বদ্ভাবেশ্বিতি কিন্তু রম্যরম্যমিত্যত্র প্রকারেণ গুণবচনস্যেতি 'মন্দং মন্দং নুদতি পবন' ইতি কালিদাস-প্রয়োগদর্শনাৎ সমাধেয়ম্।

৫০। স্থানটি অতি পবিত্র তীর্থ এবং তাহাতে অত্যন্ত পুণ্যময় সময় উপস্থিত। সেই সময়টা আবার শোভাময়ী পূর্ণিমা-তিথি এবং অমিতগুণসম্পন্ন মন্বন্তরের আদি। তাহাতে আবার চন্দ্রগ্রহণ এবং সেইক্ষণে আবার পরম মঙ্গলময় পুত্রের জন্ম ; (সর্ব্ব-সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যময়) পুত্রও আবার স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ,—অতএব এই বিষয়ে তাহার দানের যে কত ফল, তাহা জানি না।

৫১। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন নবদ্বীপে আবির্ভূত হইলেন, তাঁহার প্রিয়জন সকল অতিদূরবর্তী স্থানে থাকিলেও তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাহা (তাঁহার আবির্ভাব)

তঞ্চ সুন্দরহসং দর হ (৩৯) সমবলোক্য শচীপ্রভৃতয়ো ভৃতযোগিদুষ্প্রাপরাগাঃ (৪০) পরাগাঃ পরস্পরমূচুঃ। অহো! কিমিদং হেমনলিনাদিমলিনাদমন্দং মরন্দবৃন্দং ক্ষরত্যাহোস্বিন্নিষ্কলঙ্কবিধুতো বিধুতোরুতাপা (৪১) সুধা বসুধাঽবসাদহরণায়াবতরতীতি ॥৫৯

অথোপসংহৃত-নৃত্যভরঃ শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যবরঃ পরমানন্দিততরঃ কৃষ্ণভক্তি-প্রচারিণীং সীতানামধারিণীং নিজগৃহাধিকারিণীং নিজগাদ ॥ ৬০

অয়ি সুচরিতে! বরিতে বহুভির্গুণৈর্লোকবদনাদনাশঙ্কং (৪২) শ্রূয়তে সুষময়া সুধাংশুজয়জ্জয়ন্তমিব (৪৩) শচী শচী তনয়মেকমধুনৈবাজনয়দনয়দপ্যস্মান-মানমানন্দস্তেন (ক) ততস্তমপ্যাপায়নাম্যুপাদায় তদায়তনং (৪৪) প্রযাহীতি ॥ ৬১

(৩৯) সুন্দরো হসো হাস্যং তাদৃশং, দর অল্পমেব ঈষদর্থে দরাব্যয়মিত্যমরঃ। হ স্ফুটম্ অনধিকং মনোজ্ঞহাস্যং স্মিতমিতি যাবৎ। (৪০) ভৃতো ধৃতো যোগিনামপি দুষ্প্রাপো রাগোঽনুরাগো যাভিস্তাঃ। পরা শ্রেষ্ঠাঃ গা বচনানি। (৪১) বিধুতঃ খণ্ডিত উরুতাপো যয়া তাদৃশী সুধা অমৃতং বসুধায়া ধরণ্যা অবসাদ-হরণায় জাড্যনাশায়।

(৪২) নিঃশঙ্কং নিঃসংশয়মিতি যাবৎ, (৪৩) জয়ন্তমিব তন্নামকমিন্দ্রপুত্রমিব শচী ইন্দ্রপত্নী, (ক) তেন তনয়েন, (৪৪) শচীগৃহম্।

অবগত হইয়াছিলেন। মুনিবর অগস্ত্য (নক্ষত্র) যখনই দক্ষিণ দিকে উদিত হন, উত্তর দিক্‌স্থিত মদিরা অর্থাৎ খঞ্জন পক্ষিগণ তখনই তাহা জানিয়া থাকে ॥

৫২। প্রভুর উদয় জানিয়া আনন্দোৎফুল্লহৃদয়ে তাঁহার প্রিয় ভক্তগণ প্রভুর সুখের নিমিত্ত চন্দ্রগ্রহণ-চ্ছলে প্রচুর ধন দান করিয়াছিলেন এবং রাগভরে উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার নাম গান করিয়াছিলেন ॥

৫৩। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু জ্ঞানবলে ভগবানের আবির্ভাব জানিয়া প্রেমে উন্মত্ত হইয়া একটী হুঙ্কার শব্দ করিয়াছিলেন। তাহাতে পর্ব্বত সমুদয়ের সহিত এই ধরিত্রী অত্যন্ত কম্পিত হইয়াছিল এবং দেবতাগণ কম্পান্বিত শরীরে অত্যধিক বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এতৎ স্বপতিনোদিতমুদিতমুচ্চ (৪৫) পাকর্ণ্য তয়া সীতয়াঽসীমোৎসুক্যং প্রাপ্য কনকভূষণানি দিব্যাংশুকান্যংশুকান্যপি (৪৬) বিচিত্রাণ্যাদায় প্রার্থিত-শচী-শিবিকয়া (৪৭) শিবিকয়া মিশ্রপুরন্দর-সদনং রস-সদন-নন্দন-নিরীক্ষণায় (৪৮) প্রতস্থে ॥ ৬২

তাশ্চ প্রযান্তীমবলোক্য তত্র, প্রায়ঃ পুরন্ধ্র্যঃ সকলাঃ পুরস্থাঃ (৪৯)।
শচীসুতালোক-সমুৎকচিত্তাঃ সোপায়না (৫০) মিশ্রগৃহং প্রজগ্মুঃ ॥৬৩॥

তাশ্চ দৃষ্ট্বা মিশ্রপুরন্দর-নন্দনং নন্দনন্দনমিব জরদাভীরবনিতা (৫১) রব-নিতান্ত-জিতপিকাঃ (৫২) প্রাপ্ত-পরমপ্রমোদাশ্চিরঞ্জীব চিরঞ্জীবেতি কোলাহলং কুর্বত্যো লব্ধশত-শতপর্বিকাঃ (৫৩) শতপর্বিকাধান্যপুঞ্জং (৫৪) শচীসুনু-শিরসি সমর্প্যানীতান্যুপায়নান্যর্পয়ামাসুঃ। ৬৪

---

(৪৫) উদিতা মুৎ হর্ষো যত্র তদ্ যথা স্যাত্তথা, (৪৬) দিব্যা অংশবো কিরণা যেষাং তানি স্বর্ণ ভূষণানি, সমাসান্ত-কপ্। অংশুকানি বস্ত্রাণি। (৪৭) প্রার্থিতং শচ্যাঃ শিবং যয়া তয়াপি সীতয়া—সমাসান্ত-কবভাব স্ত্রিয়ামিত্যাদেশঃ। (৪৮) শিবিকয়া বাহন-বিশেষেণ, সর্বরসাশ্রয়-তৎপুত্র দর্শনায় প্রতস্থে তদ্দেশেন সা জগাম ইত্যর্থঃ। গমামানা ক্রিয়াপি কারক-প্রযোজিকেতি সকর্মকত্বম্।

(৪৯) শান্তিপুর-বাসিন্যঃ (৫০) বিচিত্রোপঢৌকন-সহিতাঃ

(৫১) প্রাচীনগোপস্ত্রিয়ঃ, (৫২) রবেণ কণ্ঠস্বরেণ অত্যন্তজিতকোকিলাঃ, (৫৩) লব্ধানি শতশত-সংখ্যকানি পর্বাণি উৎসবা যাভিস্তাঃ প্রাপ্তানন্তোৎসবাঃ। (৫৪) দূর্বাধান্যসমূহং

৫৪। এ জগতে সিংহের একই গর্জ্জন যেমন তাহার শাবকদিগের প্রচুর আনন্দ এবং হস্তীদিগের অত্যন্ত ভয় জন্মাইয়া থাকে; সেইরূপ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সেই হুঙ্কার ধ্বনি শ্রীভগবানের প্রিয়বর্গের অতিশয় আনন্দ এবং তাঁহার প্রতি বিদ্বেষকারীদিগের অত্যধিক ভয় জন্মাইয়াছিল॥

অথ মিশ্রগেহিনী-প্রীতিশালিনী (৫৫) হেমমুক্তামণিমালিনী মালিনী নাম দ্বিজ-সীমন্তিনী (৫৬) তাসাং পদরজোহদয়-জোষ (৫৭) মাদায় তদায়ত-শুভবাসনা (৫৮) সনাতনস্য শিরসি রসিকজন-প্রশংসনীয়-স্নেহতয়া দদৌ (৫৯) ॥ ৬৫

(৫৫) শ্রীশচীদেব্যামতীব প্রণয়বতী, (৫৬) মালিনী নাম শ্রীবাসপণ্ডিতস্য পত্নী, (৫৭) অদয়-জোষমনল্পসুখং যথা স্যাৎ, (৫৮) তস্য আয়তে দীর্ঘে শুভে বাসনা ইচ্ছা যস্যাঃ তথাভূতা সতী, (৫৯) সনাতনস্য পরমার্থনিত্যস্য, স্বয়ংভগবত্বাৎ, তথাপি তচ্ছিরসি তাসাং পদরজো দদৌ ইত্যন্বয়ঃ। তত্র হেতুমাহ—পরমস্নিগ্ধজন-শ্লাঘ্যবাৎসল্যতয়া হেতুনা। অহো! বাৎসল্যমস্যা যদস্য আত্যন্তিকশুভকামনয়া এবমকরোদিয়মিতি সর্বে স্নিগ্ধাস্তাং শ্লাঘন্তে স্মেতি ভাবঃ।

৫৫। কামাদিরিপুদমনকারী শ্রীহরিদাসের সহিত বিজ্ঞশিরোমণি শ্রীমদ্‌ অদ্বৈতাচার্যও অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া সহাস্যে আনন্দভরে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন॥

৫৬। "রে পাষণ্ড! অরে কলি! রে পাপ! আমি তোদের মস্তকে পদ ধারণ করিতেছি। আমাদের প্রভু অবতীর্ণ হইতেছেন, অতএব তোদের নিকট হইতে আমাদের কোনও ভয় নাই।"—এই কথা জানাইয়া যেন ভূমিতে তিন তিন বার পদ নিক্ষেপ করিয়া শ্রীআচার্য্য উচ্চৈঃস্বরে "হরি বোল, হরি বোল", বলিতে বলিতে তালত্রয় সহকারে নৃত্য করিয়াছিলেন॥

৫৭। তাঁহার উদ্দণ্ড ও বিচিত্র নৃত্যের ভার সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া পৃথিবী পদে পদে বাত্যান্দোলিত নৌকার ন্যায় অত্যন্ত কম্পিত হইয়াছিল।

৫৮। শ্রীনিত্যানন্দ ও অদ্বৈতপ্রভুর এইরূপ অদ্ভুত চেষ্টা হৃদয়ঙ্গম করিয়া শ্রীশচীনন্দন প্রেমানন্দ-সাগরে মগ্ন হইয়াছিলেন ও মন্দ মন্দ ভাবে সুমধুর হাস্য করিয়াছিলেন॥

৫৯। যোগিবৃন্দেরও দুষ্প্রাপ্য অনুরাগবিশিষ্ট শচী প্রভৃতি নারীগণ তাঁহার সেই সুন্দর ঈষৎ হাস্য অবলোকন করিয়া পরস্পর উৎকৃষ্ট বাক্য বলিতে লাগিলেন।—

অহো! একি প্রফুল্ল স্বর্ণকমল হইতে অনুপম মধুধারা ক্ষরিত হইতেছে; অথবা পৃথিবীর অবসাদ দূর করিবার জন্য অকলঙ্ক চন্দ্র হইতে প্রচণ্ডতাপহারিণী সুধা অবতরণ করিতেছে! ॥

অথ বিবিধ-রাগায়কা (৬০) গায়কা মনোমালিন্যাবসাদিকা (৬১) বাদকা বামবেশা (৬২) নটাশ্চাজগ্মুঃ। আগত্য চ তৌর্য্যত্রিকং (৬৩) প্রপঞ্চয়ন্তোঽঞ্চয়ন্তো (৬৪) মানবা-স্তবামোদং মিশ্রপুরন্দরেণাদরেণালঙ্কার-পটাদিকং দত্ত্বা তোষয়ামাসিরে॥ ৬৬

এবং নানাদেশ-প্রসূতাঃ সূতাঃ সমেত্য পুরাণানি (৬৫) পুরাণানি পেঠুঃ। মাগধা রাগধারা-সংপৃক্ততয়া তস্য বংশং শশংসুঃ। তথা বন্দিনো নন্দিনো নন্দন-জম্মুরানন্দিতস্তমেব সংতুষ্টুবুঃ॥ ৬৭

মিশ্রপুরন্দর! জয় জয় সুন্দর তনয়সমুদ্ভব-বিগমিতবৈভব (৬৬)
সুখজল-কন্ধর (৬৭) বিনয়ধুরন্ধর ধৃতিজিত-মন্দর নিজমতিকন্দর
শাম্বিত-মাধব-সিংহশুভস্তব তোষিত-শঙ্কর-গুরুজন-কিঙ্কর
মনসিজ-বর্দ্ধন পরমসুখগর্দ্ধন (৬৮) কীর্ত্তিনিশাকর শোভিত-পুষ্কর
কৃতপ্রমহামহ (৬৯) নো মুদমাবহ ধীর (৭০)। ৬৮

(৬০) বিবিধানাং রাগাণামায়কাঃ প্রাপকাঃ, (৬১) চিত্তপ্রসাদজনকাঃ, (৬২) মনোজ্ঞ-নেপথ্যাঃ, (৬৩) 'তৌর্য্যত্রিকং নৃত্যগীতবাদ্যঞ্চেতি ত্রয়ং' মতামতামরঃ। (৬৪) প্রাপয়ন্তঃ পরমানন্দম্ অঞ্চু গতিপূজনয়োরিতি গত্যর্থত্বাৎ তৎকর্ত্তৃঃ কর্ম্মত্বম্।

(৬৫) পুরাতনানি। (৬৬) ক্ষয়িত-ধনসম্পত্তিকঃ, (৬৭) কং জলং ধরতীতি কন্ধরো মেঘঃ। (৬৮) কামখণ্ডনং যৎপরং সুখং ভগবৎপ্রীতিসুখং তদভিলাষুক। 'জুচংক্রমেত্যাদিনা তাচ্ছীল্যে ক যু-প্রত্যয়ঃ। (৬৯) পুষ্পরমাকাশং তেন জনিতমহোৎসব হে! (৭০) নোঽস্মাকং বন্দিনাং মুদমানন্দাতিশয়ম্ আবহ জনয়েত্যর্থঃ। ধীরেতি বিরুদ-দ্যোতকম্।

৬৩। অনন্তর নৃত্যাবসানে শ্রীঅদ্বৈতাচার্যবর পরম আনন্দিত হইয়া কৃষ্ণভক্তি-প্রচারিণী সীতানাম্নী নিজ গৃহিণীকে বলিলেন॥

৬১। "অয়ি সাধ্বি! তুমি বহুগুণে ভূষিতা। সম্প্রতি লোকমুখে নিঃসন্দেহে এইরূপ শুনা যাইতেছে যে, ইন্দ্রপত্নী শচী যেমন জয়ন্ত নামক পুত্রকে প্রসব করিয়া-ছিলেন, সেইরূপ শচীদেবী এখনই একটী পুত্র প্রসব করিয়াছেন। তাহার (বালকের) সৌন্দর্য্যে চন্দ্রও পরাজয় প্রাপ্ত হইতেছে। শচী এইরূপ পুত্র জন্মাইয়া আমাদিগকে

মিশ্রস্তু দানোৎসুকধীঃ স্বভাবাৎ
তত্রাপি পুত্রোৎসব-হৃষ্টচিত্তঃ।
ততঃ স তেভ্যো বসু কামপূরং (৭১)
দদৌ যদেতন্ন ভবেদ্বিচিত্রম্ ॥৬৯॥

ন চাসাবনতিসমৃদ্ধো বিপ্রস্তাবতাং লোকানাং বসুনা কামপূরণে কথমলমভূদিতি শঙ্কিতব্যং, যতঃ—

যস্য শ্রীলকৃপাকটাক্ষ-লবতো (৭২) লেভে ধ্রুবোঽসৌ ধ্রুবং (৭৩)
ব্রহ্মেশাদি-সুদুর্লভং পদমহো লক্ষ্মীঞ্চ লোকোত্তরাম্।
ইন্দ্রাদি-ত্রিদশৈরবাঞ্ছিতচরীং প্রাপৎ সুদামা শ্রিয়ং
সোঽয়ং যস্য সুতোঽভবন্ন ঘটতে (৭৪) শ্রীস্তস্য কিং তাদৃশী? ॥৭০॥

(৭১) বসু ধনং রত্নং বা কামং পূরয়িত্বা দদাবিতি যদেতন্নাশ্চর্য্যং ভবেদিতি বাক্যার্থেনান্বয়ঃ।

(৭২) যস্য সর্ব্বসম্পত্তিমৎ কৃপাকটাক্ষলেশাৎ (৭৩) ধ্রুবাখ্যং স্থানং যদ্ব্রহ্মাদিভিরপি দুষ্প্রাপম্। (৭৪) ঘটত এবেতি শিরশ্চালনতো গম্যতে।

অপরিমিত আনন্দ প্রদান করিয়াছেন। অতএব তুমি নানাবিধ উপহার লইয়া তাহার গৃহে যাও॥

৬২। নিজ পতির এই বাক্য সানন্দে শ্রবণ করিয়া সীতাদেবী অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন এবং উজ্জ্বল কিরণ বিশিষ্ট বিবিধ স্বর্ণ-অলঙ্কার ও বিচিত্র বস্ত্রসমূহ গ্রহণ করিয়া শচীর মঙ্গল প্রার্থনা করতঃ শিবিকারোহণে সকলরসের আশ্রয়স্বরূপ সেই পুত্রটিকে দেখিবার জন্য মিশ্র পুরন্দরের গৃহে গমন করিলেন।

৬৩। তাঁহাকে (সীতাদেবীকে) সেখানে (মিশ্রগৃহে) যাইতে দেখিয়া শান্তিপুরস্থিত প্রায় সমস্ত কুলবতী রমণী শচীদেবীর পুত্রকে দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে উপহার লইয়া মিশ্রগৃহে গমন করিয়াছিলেন।

৬৪। বয়োবৃদ্ধ গোপ-স্ত্রীগণ নন্দনন্দনদর্শনে পরম আনন্দিত হইয়া (কোকিলা-কণ্ঠ অপেক্ষাও সুমধুর কণ্ঠস্বরে) যেরূপ "চিরজীবী হও, চিরজীবী হও" বলিয়া কোলাহল করিয়াছিলেন, সেইরূপ সেই পতিব্রতা নারীগণ মিশ্রপুরন্দরের পুত্রদর্শনে পরমানন্দ লাভ

অথাসতীন্দৌ কবয়োঽত্র পিষ্টপে (৭৫)
কেনোপমাস্যন্তি (৭৬) বিভোরিদং মুখম্।
ইত্থং বিবিচ্যেব (৭৭) কিয়ৎক্ষণান্তরে
সমুজ্জগারেন্দুমসৌ তমোগ্রহঃ (৭৮) ॥৭১॥

(৭৫) জগতি, (৭৬) উপমাবিষয়ীকরিষ্যন্তি, (৭৭) ইত্থং পরামৃশ্যেব কিয়ৎক্ষণমধ্যে, (৭৮) রাহুশ্চন্দ্রং সমুদ্গীর্ণবান্ ইত্যর্থঃ। অত্রোৎপ্রেক্ষা'নামালঙ্কারঃ।

করিলেন এবং কোকিলা-কণ্ঠ অপেক্ষাও সুমধুর স্বরে "চিরজীবী হও, চিরজীবী হও" বলিয়া কোলাহল করিতে করিতে অনন্ত উৎসব (আনন্দ) ভরে দূর্ব্বাধান্যপুঞ্জ শচীনন্দনের মস্তকে প্রদান করিয়া আনীত উপহারসমূহও অর্পণ করিলেন।

৬৫। অনন্তর মিশ্রপত্নী শচীর প্রতি প্রেমবতী স্বর্ণমুক্তামণিমালাধারিণী মালিনী নাম্নী (বিপ্রপত্নী) শ্রীবাসপণ্ডিত নামক ব্রাহ্মণের গৃহিণী পরম উল্লাসভরে সেই কুল-স্ত্রীগণের চরণধূলি লইয়া সনাতন ভগবান্ শচীনন্দনের চিরমঙ্গল কামনায় তাঁহার মস্তকে সস্নেহে প্রদান করিলেন। তাঁহার এবম্বিধ স্নেহ রসিক-ভক্তগণেরও প্রশংসনীয়।

৬৬। তদনন্তর বিবিধ রাগ-আলাপকারী গায়কগণ, মনের অপ্রসন্নতা নাশক অর্থাৎ আনন্দজনক বাদকগণ, মনোহর বেশধারী নর্ত্তকগণ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা আসিয়া সমাগত লোকদিগকে পরমানন্দ প্রদান পূর্ব্বক নৃত্যগীত করিতে লাগিল। মিশ্র পুরন্দর তাহাদিগকে সাদরে অলঙ্কার বস্ত্রাদি দান করিয়া সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন ॥

৬৭। এই প্রকারে নানাদেশ-জাত সূতগণ আসিয়া পুরাতন সর্গ-প্রতিসর্গাদি পঞ্চলক্ষণবিশিষ্ট পুরাণ পাঠ করিয়াছিল। মাগধগণ রাগধারা মিশাইয়া তাঁহার বংশ কীর্ত্তন করিয়াছিল এবং বন্দিগণ আনন্দে পুত্রের জন্মহেতু আনন্দিত সেই মিশ্রবরেরই স্তব করিয়াছিল ॥

৬৮। হে মিশ্রপুরন্দর! আপনার জয় হউক; জয় হউক। সুন্দর পুত্রের জন্মোৎসবে আপনি বিতরণপূর্ব্বক সমস্ত ধনসম্পত্তি নিঃশেষ করিয়াছেন। আপনি সুখরূপ জলবর্ষী মেঘস্বরূপ। আপনি বিনয়িশ্রেষ্ঠ এবং ধৈর্য্যের দ্বারা মন্দর পর্ব্বতকে

দ্বিজান্বয়-সমুদ্ভবৌ (৭৯) রুচিরগৌর (৮০) দেহচ্ছটৌ
তমো (৮১) হৃতি-কৃতিক্ষমৌ কুবলয়- (৮২) প্রমোদপ্রদৌ।

(৭৯) বিপ্রবংশোৎপন্নৌ, দ্বয়োরপি দ্বিজপদার্থত্বাৎ ; (৮০) গৌরত্বমিহ পীতত্বমন্যত্র শুক্লত্বম্ ; (৮১) তমো দুঃখমন্ধকারশ্চ (৮২) ভূমণ্ডলং কুমুদঞ্চ ;

জয় করিয়াছেন ; আপনার চিত্তরূপ-গুহামধ্যে আপনি কৃষ্ণরূপ সিংহকে শয়ন করাইয়া রাখিয়াছেন অর্থাৎ আপনার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন। শুভস্তবের দ্বারা আপনি মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন। আপনি গুরুজনের সেবক, কামদমনকারী এবং পরমপ্রেমসুখাকাঙ্ক্ষী। আপনার কীর্ত্তিরূপ চন্দ্রের দ্বারা শোভিত আকাশে আপনি মহোৎসবের রচনা করিয়াছেন (প্রকাশ করিয়াছেন)। হে ধীর ! আমাদের আনন্দ উৎপাদন করুন অর্থাৎ প্রদান করুন।

৬৯। মিশ্রের চিত্ত স্বভাবতঃ দান বিষয়ে উৎকণ্ঠিত, তাহাতে আবার তিনি পুত্রোৎসবে হৃষ্টমনা হইয়াছেন। অতএব তিনি যে তাহাদের বাসনা পূর্ণ করিয়া ধন দান করিয়াছিলেন—ইহা বিচিত্র নহে।

৭০। ঐ বিপ্র মিশ্রপুরন্দর অতিশয় ধনবান নহেন ; সুতরাং কিরূপে তিনি ধনের দ্বারা সেই সমুদয় লোকের বাসনা পূরণে সমর্থ হইয়াছিলেন—এরূপ শঙ্কা করা উচিত নয়। যেহেতু যাঁহার সর্ব্বসম্পত্তিময় লবমাত্র কৃপাকটাক্ষে ধ্রুব-ব্রহ্মমহেশ্বরাদিরও অত্যন্ত দুর্লভ ধ্রুবলোক ও লোকোত্তর (অলৌকিক) সম্পদ্ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ইন্দ্রাদি দেবতাগণও পূর্ব্বে যে ঐশ্বর্য্য দর্শন করেন নাই, সুদামা সেইরূপ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন, সেই ভগবান্ যাঁহার পুত্র হইয়াছেন, তাঁহার কি সেইরূপ সম্পত্তি হইতে পারে না ?

৭১। অতঃপর—"চন্দ্র না থাকিলে কবিগণ এ জগতে কাহার সহিত প্রভুর এই মুখের উপমা দিবেন ?"—এইরূপ বিবেচনা করিয়াই যেন রাহুগ্রহ কিছুক্ষণ পরে চন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়াছিল।

৭২। দ্বিজকুলোৎপন্ন, সুন্দর গৌরবর্ণ (পীতবর্ণ পক্ষে শ্বেতবর্ণ) দেহকান্তি-

শচীসুত-সুধাকরৌ সমবলোক্য লোকাস্তদা
হরিধ্বনি-মহোৎসবং বিদধতো মমজ্জুঃ সুখে ॥ ৭২ ॥

ইতীত্যাদি শ্রীগৌরলীলামৃতে শ্রীগৌরজন্মমহোৎসবো নাম

চতুর্থ আস্বাদঃ

সম্পন্ন, তমঃ (দুঃখ বা অজ্ঞান পক্ষে অন্ধকার) নাশ করিতে সমর্থ, কুবলয়ের (ভূমণ্ডলের পক্ষে কুমুদের) আনন্দপ্রদ শচীনন্দন ও চন্দ্রকে অবলোকন করিয়া লোক সকল তখন হরিধ্বনি-মহোৎসব করিতে করিতে সুখে মগ্ন হইয়াছিল।

ইত্যাদি শ্রীগৌরলীলামৃতে শ্রীগৌরজন্মমহোৎসব নামক চতুর্থ আস্বাদ।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-চম্পূঃ

—:(*):—

পঞ্চম আস্বাদঃ

অথ দিবসে দিবসে দিবসেনাপতি- (১) সমানসৌন্দর্য্যো বলক্ষে পক্ষে পতিরিব যামিনীনাং (২) ববৃধে স বালকঃ ॥ ১ ॥

যথা যথাবর্দ্ধত তস্য বিগ্রহস্তথা তথৈবাস্য বিচিত্রমাধুরী (৩)।
যথা যথা পুষ্টিমগাৎ ক্রমেণ, সা (৪) জনানুরাগোঽপি তথা তথা প্রভৌ ॥ ২ ॥

ততো নবদ্বীপ-নিবাসিনো জনাঃ
ক্ষণং তমপ্রেক্ষ্য শচীতনূদ্ভবম্।
বিধাতুমন্যত্র ন শেকিরে (৫) স্থিতিং
যথা চকোরা উদিতং সুধাকরম্ ॥ ৩ ॥

(১) স্বর্গ-সেনানীঃ কার্ত্তিকেয়ঃ ; (২) শুক্লে পক্ষে যামিনীনাং পতিশ্চন্দ্র ইব।

(৩) লোকোত্তরমাধুর্য্যং ; (৪) সা বিচিত্রমাধুরী।

(৫) শক্তবন্তঃ শক্ মর্ষণে দিবাদিরাত্মনেপদী, ধাতুনামনেকার্থত্বাদিহ শক্ত্যর্থঃ কবিকল্পদ্রুমে চ তদর্থ এবং পঠিতশ্চ। ৩

অনন্তর স্বর্গসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় পরম সুন্দর সেই বালক শুক্লপক্ষে নিশাপতি চন্দ্রের ন্যায় দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

তাঁহার কলেবর যেমন বাড়িতে লাগিল, তাঁহার শ্রীঅঙ্গের মাধুরীও সেইরূপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহার শ্রীঅঙ্গমাধুরী যেমন ক্রমে ক্রমে পুষ্ট হইতে লাগিল, প্রভুর প্রতি জনগণের অনুরাগও সেইরূপ পুষ্টিলাভ করিতে লাগিল ॥ ২ ॥

চন্দ্র উদিত হইলে চকোর যেমন তাহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারে না, সেইরূপ নবদ্বীপবাসী লোকসকল শচীদেবীর পুত্রটিকে ক্ষণকালও না দেখিয়া অন্যত্র থাকিতে পারিত না ॥ ৩ ॥

উত্তানীভূয় (৬) শুভ্রে মৃদুতর-শয়নে যর্হি মিশ্রেন্দ্রসূনুঃ
শিশ্যে (৭) শোণাঙ্ঘ্রিপাণিঃ প্রবিলসদলকশ্রেণি (৮) রালোলদৃষ্টিঃ।
স্বর্ণদ্যাস্তর্হি তোয়ে বিকসিত-কনকাম্ভোজ-বন্যেব (৯) রক্তৈঃ
পদ্মৈর্যুক্তা নিবিষ্ট-ভ্রমরপটলিকাঽঽরাজদিন্দীবরাঢ্যা ॥ ৪ ॥

স চ প্রায়ঃ সর্বদা সর্বদাতাপি কৃপণ ইব বদ্ধমুষ্টিঃ, প্রকাশমানদৃগপি চৈত্যবৃক্ষ (১০) ইব সংবৃতনেত্রঃ (১১), বিগতস্মেরোঽপি (১২) প্রদোষারম্ভ ইব স্ফুটকুমুদহাসশ্চ (১৩) বভূব, তত্র কবয়ঃ কবয়ন্তি (১৪)—॥ ৫ ॥

(৬) উদ্ধমুখীভূয় ; (৭) শয়িতবানিত্যর্থঃ ; (৮) রাজচ্চূর্ণকুন্তলরাজিঃ ; (৯) বনানাং সমূহ ইব যদ্বৈ বনভূস্তদ্বৈ বনভূমিত্যত্রোপমালঙ্কারো দণ্ডিমতে বোধ্যঃ। ৪

(১০) দৃক্ লোচনং বুদ্ধিশ্চ, চৈত্যবৃক্ষঃ বৌদ্ধগণ-পূজনীয়-পাদপবিশেষঃ ; (১১) নেত্রং লোচনং পক্ষে মূলং ; (১২) অদৃষ্টস্মিতোঽপি ; (১৩) স্ফুটকুমুদবৎ হাসো যস্য পক্ষে স্ফুটঃ কুমুদানাং হাসো বিকাশো যত্র ; (১৪) বর্ণয়ন্তি—অত্রোপমানুপ্রাণিতো বিরোধালঙ্কারঃ। ৫

রক্তবর্ণ-করচরণবিশিষ্ট, সুন্দর অলকাবলী-শোভিত এবং চঞ্চলদৃষ্টিসম্পন্ন মিশ্রেন্দ্রনন্দন যখন শ্বেতবর্ণ সুকোমল শয্যায় উত্তানভাবে (চিৎ হইয়া) শুইয়া থাকিতেন, তখন তিনি গঙ্গাজলে রক্তপদ্মযুক্ত, উপবিষ্টভ্রমরশ্রেণীবিশিষ্ট এবং নীলকমলশোভিত প্রফুল্লস্বর্ণকমলবনরাজির ন্যায় বিরাজ করিতেন ॥ ৪ ॥

তিনি নিত্য সর্ববদাতা হইলেও কৃপণ ব্যক্তির ন্যায় প্রায়ই মুষ্টি বদ্ধ করিয়া থাকিতেন। তাঁহার দৃষ্টি সবপ্রকাশ হইলেও বৌদ্ধগণকর্তৃক পূজিত সংবৃতনেত্র (মূলদেশে আবৃত) চৈত্যবৃক্ষের ন্যায় তিনি প্রায়ই সংবৃতনেত্র অর্থাৎ নয়ন মুদ্রিত করিয়া থাকিতেন। তাঁহার শ্রীবদনে মন্দহাস্য বিশেষরূপে দৃষ্ট না হইলেও প্রস্ফুটিত-কুমুদশোভাবিশিষ্ট সন্ধ্যাকালের ন্যায় তাঁহার বদনে প্রফুল্লকমলতুল্য হাস্য বিরাজ করিত। তদ্বিষয়ে কবিগণ বর্ণনা করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

আলোকয়েয়ুরিহ পাণিযুগে মদীয়ে
লোকোত্তরাণি (১৫) মনুজা যদি লক্ষণানি (১৬)
তর্হীশ্বরোঽয়মিতি নিশ্চয়মাচরেয়ু-
রিত্থং বিচিন্ত্য স জুগোপ তলে স্ম (১৭) পাণ্যোঃ ॥ ৬

নায়াতি যাবন্মম ভক্তবৃন্দং
পশ্যামি তাবৎ স্ফুটমত্র কং বা ?
ইতীব সঞ্চিন্ত্য দৃশাবজস্রং
প্রায়ো নিমীল্যৈব স তিষ্ঠতি স্ম (১৮) ॥ ৭ ॥
অবতীর্ণেঽপি ময়ীহ ভূতলে
সুকৃতিক্লেশ-বিবর্দ্ধনঃ কলিঃ।
অধুনাপি প্রভুতাং বিদিৎসতী- (১৯)
ত্যবমৃশ্য প্রজহাস সোঽসকৃৎ ॥ ৮ ॥

(১৫) অলৌকিকানি ; (১৬) শঙ্খচক্রমীনধ্বজাদীনি ; (১৭) স্ম বিতর্কে উৎপ্রেক্ষাদ্যোতক-মব্যয়মিদম্। জুগোপ গোপয়ামাস। ৬

(১৮) অত্র নিমীলিতনেত্রতয়াবস্থানং প্রায়ো বালানাং স্বভাবঃ, স এব তথোৎপ্রেক্ষিতঃ ইতিশব্দেন হেতুত্বাবগমাৎ হেতুৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ। ৭

(১৯) বিধাতুমিচ্ছতি—ইয়মপি গম্যোৎপ্রেক্ষা। ৮

যদি মানবগণ আমার এই করযুগলে অলৌকিক চিহ্ন সকল দর্শন করে, তাহা হইলে তাহারা আমাকে ঈশ্বর বলিয়া নিশ্চয় (নির্দ্ধারণ) করিবে—এইরূপ চিন্তা করিয়া বোধ হয় তিনি করতলদ্বয় গোপন করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

যতদিন পর্য্যন্ত আমার ভক্তবৃন্দ উপস্থিত না হন, ততদিন আমি এখানে কাহাকে দেখিব ?—এই প্রকার চিন্তা করিয়াই যেন তিনি প্রায় সর্ব্বদা নয়নযুগল নিমীলিত করিয়া থাকিতেন ॥ ৭ ॥

আমি এ জগতে অবতীর্ণ হইলেও সজ্জনগণের ক্লেশবর্দ্ধক কলি এখনও ভূতলে প্রভুত্ব করিতে ইচ্ছা করিতেছে—এইরূপ বিচার করিয়া যেন তিনি বার বার হাস্য করিতেন ॥ ৮ ॥

যদা যদা বালকভাবতঃ প্রভুঃ
করাঙ্ঘ্রি (২০) তূল্যাং শয়িতোঽক্ষিপন্মুহুঃ।
সুরাপগেবানিল-চালিতাম্বুজা
তদা তদা শোভত তূলিকাসকৌ (২১)॥ ৯

কদাচিদাচিত-স্নেহরসা-রসাতলোপবিষ্টা নীলাম্বর-দুহিতা হিতাচরণা, চরণান্তিকে স্বস্য তস্য শিরো নিধায় প্রসারিতয়োঃ প্রসৃতয়োঃ (২২) প্রস্মররোচিরুপরিভাগে শায়য়তি স্ময়তি-স্মরণীয়ং (২৩) সুতম্॥ ১০॥

তদা চ তস্যা অগ্রশোভি-নখরাভিরখরাভিরঙ্গুলীভিরন্বিতেন পদাগ্রদ্বয়েন তস্য বদনমগ্রবিরাজমান-শিখরাণাং (২৪) শিখরাণাং দশকেন বিলসতা সতা কনকময়-মুকুটেন দ্বিজরাজ ইব ররাজ (২৫)॥ ১১॥

(২০) হস্তচরণং প্রাণ্যঙ্গত্বাদেকবদ্ভাবঃ। তূল্যাং শয্যায়াং, কার্যকারণয়োরভেদোপচারাৎ। (২১) অসাবেবাসকৌ, অদসোঽকপ্রত্যয়ঃ। ৯

(২২) জঙ্ঘয়োঃ; (২৩) যতীনাং স্মর্ত্তব্যম্। ১০।

(২৪) অগ্রে বিরাজমানানি শিখরাণি দাড়িমবীজতুল্যমাণিক্যানি যেষামঙ্গুলীনাং তেষাং শিখরাণামগ্রাণাং দশকেন। (২৫) বিলসতেতি—শোভমানেন স্বর্ণমুকুটেন করণেন চন্দ্র ইব তস্য বদনং ররাজেত্যন্বয়ঃ। যথা মাণিক্য-খচিত-দশচূড়মুকুটেন চন্দ্রস্য শোভা জায়তে, তথাচারক্তনখর-রঞ্জিত-স্নিগ্ধাঙ্গুলী দশকযুক্তপাদাগ্রদ্বয়েন গৌরবদনস্যেত্যন্বিতার্থঃ। ১১

তূলীতে (গদীতে) শয়ন করিয়া প্রভু যে যে সময়ে বালকভাবে করচরণ মুহুর্মুহুঃ চালনা করিতেন, সেই সেই সময়ে সেই তূলিকাও পবনসঞ্চালিত কমলবিশিষ্ট জাহ্নবীর ন্যায় শোভা পাইত॥ ৯॥

কোনও এক সময়ে পরমস্নেহময়ী সর্ববমঙ্গলকারিণী ও অত্যুজ্জ্বলকান্তিমতী নীলাম্বর-কন্যা শচীদেবী ভূমিতলে উপবেশন করিয়া পাদদ্বয় প্রসারণপূর্ববক নিজচরণ-প্রান্তে মুনিগণেরও স্মরণার্হ সেই পুত্রের মস্তকটি রাখিয়া প্রসারিত জঙ্ঘাদ্বয়ের উপরি-ভাগে তাঁহাকে শয়ন করাইয়াছিলেন॥ ১০॥

অগ্রে দাড়িম্ববীজতুল্য মাণিক্যরাজিবিরাজিত দশশিখর-(অগ্রভাগ) শোভিত

যদীয়াঙ্ঘ্রি ঘন্দ্বেঽস্বুজভব-ভবাদি-ক্রতুভুজো (২৬)।
নিধাতুং মূর্দ্ধানং বত বিদধতে কাম (২৭) মনিশম্
স শিশ্যে যৎপাদোপরি (ক) নিজশিরো ন্যস্য নৃহরি-
র্মহত্বং কস্তস্যা ভুবি বদতু শচ্যাঃ কবিরপি (২৮) ॥ ১২ ॥

কদাচিৎ কদাচিদসৌ চিদসৌষ্ঠবপ্রকাশিস্নেহরসসমুত্তা (২৯) সমুত্তার্য্য স্বসুতং স্বাঙ্কেঽশায়য়দপায়য়দপাকৃতপীযূষদর্পং পয়োধরজং পয়োঽপশ্যচ্চ পরমপ্রমোদতঃ । ১৩ ।

(২৬) ব্রহ্মশিবাদিদেবাঃ ; (২৭) অভিলাষম্ ; (ক) যস্যাঃ শচ্যাঃ পাদোপরি চরণয়োরুপরিষ্টাৎ ; (২৮) বিদ্বানপি । ১২ ॥

(২৯) চিদ্-জ্ঞানং তস্য অসৌষ্ঠবং প্রকাশয়িতুং শীলং যস্য তেন স্নেহরসেন সমুত্তা- আর্দ্রা, উন্দী ক্লেদনে ধাতুঃ, নিষ্ঠাতকারস্য নাদেশ-বিকল্পঃ । ১৩ ॥

মুকুটের দ্বারা চন্দ্র যেরূপ শোভা পায়, অগ্রভাগে নখরাজিশোভিত সুকোমল অঙ্গুলীযুক্ত শচীদেবীর পদাগ্রযুগলের দ্বারা তাঁহার বদনটিও সেইরূপ শোভা পাইতেছিল । ১১ ।

ব্রহ্মা মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ যাঁহার চরণযুগলে মস্তক ধারণ (স্থাপন) করিতে সর্ব্বদা কামনা করিয়া থাকেন, সেই নরহরি (পুরুষোত্তম) যাঁহার চরণোপরি নিজ মস্তক রাখিয়া শয়ন করিয়াছিলেন, এ সংসারে এমন কোন্ ব্যক্তি আছেন যিনি কবি (পণ্ডিত) হইলেও সেই শচীদেবীর মহিমা বলিতে পারেন ? ১২ ।

যাহা স্বভাবতঃ জ্ঞানকে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ পাইতে দেয় না, এমন স্নেহরসে আর্দ্র হইয়া শচীদেবী কখনও কখনও নিজ পুত্রটিকে তুলিয়া অঙ্কে শয়ন করাইয়া অমৃতদর্পহারী সুমধুর স্তন্যদুগ্ধ পান করাইতেন এবং পরম আনন্দ ভরে তাঁহাকে দর্শন করিতেন । ১৩ ।

তদা তদঙ্কে শিতিপট্টশাট্যা-
বৃতো প্রভুঃ পিঞ্জরগঞ্জি-বর্ণঃ (৩০)।
পতঙ্গপুত্রী (৩১) পয়সাং প্রবাহে
যানং বিধেরিহংস ইব ব্যরাজৎ (৩২)॥ ১৪॥
স্তন্য-প্রপাণাবসরে স্তনাধ-
স্তস্যাঃ প্রভো র্যে দদৃশুর্মুখেন্দুম্।
সংসস্মরুস্তে খলু পান-কালেঽ-
মৃতস্য চন্দ্রং কলসাদধস্থম্ (৩৩)॥ ১৫॥
দৃষ্ট্বা সুতাস্যশশিনং স্তনহেমভূভৃ-
চ্ছৃঙ্গেণ চেৎ স্রুতমহো বহুলং পয়োঽস্যাঃ।
তৎ সুস্রুবে যদধিকং নয়নেন চন্দ্র-
কান্তেন তত্তবতু নাত্যুচিতং কথং বা? (৩৪)॥ ১৬॥

(৩০) হরিতালনিন্দিতকান্তিঃ প্রভুঃ শ্রীগৌরাঙ্গো বিরাজতে স্মেত্যর্থঃ। 'পিঞ্জরঃ পীতকং তালমালঞ্চ হরিতালকে' ইত্যমরঃ; (৩১) শ্রীযমুনা; (৩২) বিধি-যানত্বেন হংসস্য পীতত্বং, তদ্বাহনানাং স্বর্ণময়পক্ষত্বাৎ। ১৪॥

(৩৩) কলসাদমৃতস্য ঘটাদধঃস্থং চন্দ্রং সংসস্মরুঃ সম্যক্ স্মৃতবন্ত ইত্যর্থঃ। অত্র সদৃশানুভবাত্তৎসদৃশবস্ত্বন্তরস্মরণাৎ স্মরণালঙ্কারঃ। গুণোঽর্ত্তিসংযোগাদ্যোরিতি কিত্যাপি লিটি গুণঃ। ১৫॥

(৩৪) অস্যাঃ শচীদেব্যাঃ সুতস্য মুখচন্দ্রং বিলোক্য স্থিতায়া ইতি স্থিতিক্রিয়াধ্যাহারেণৈককর্তৃকত্বাৎ ক্ত্বাচ্ প্রত্যয়ঃ। স্তনরূপ-সুমেরুশৃঙ্গেণাপি যদ্যেবং বহুলং পয়ঃ ক্ষরিতং, তর্হি নয়নেনৈব চন্দ্রকান্তেন মণিভেদেন যদধিকং তৎপয়ঃ সুস্রুবে, কথংবা তদত্যুচিতং ন ভবত্বপিত্বত্যুচিতমেবেত্যন্বয়ঃ। অত্র সমস্ত-বস্তুবিষয়রূপকালঙ্কারঃ, তেন চ মুখেন্দোঃ কঠোরগিরিশৃঙ্গদ্রাবকত্বে কিমুত স্বতঃস্রাবিমণিশিলাদ্রাবকত্বমিত্যর্থাপত্তিধ্বনিরাহঃ। ১৬॥

শ্যামবর্ণ যমুনার জলপ্রবাহে ব্রহ্মার বাহন স্বর্ণপক্ষ হংস যেমন শোভা পায়, শচীদেবীর কৃষ্ণবর্ণ পট্টশাটির দ্বারা আবৃত অঙ্কে হরিতাল-নিন্দাকারি-কান্তিবিশিষ্ট প্রভুও তখন সেইরূপ শোভা পাইতেন॥ ১৪॥

স্তন্যপান সময়ে যাঁহারা তাঁহার স্তনের নিম্নে প্রভুর মুখচন্দ্র দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহারা তখন অমৃতপানকালে কলসের অধঃস্থিত চন্দ্রকে স্মরণ করিয়াছিলেন॥ ১৫॥

পুত্রের মুখশশী দর্শন করিয়া শচীদেবীর স্তনরূপ স্বর্ণাচলের (সুমেরুর) শৃঙ্গ যদি

যোঽভোজয়ৎ খলু সুধাং সুরবর্গমেব
ভৃত্যং স্বয়ন্তু বুভুজে ন হি তুচ্ছবুদ্ধ্যা।
সোঽপি স্বয়ং যদপিবৎ পরমানুরক্ত-
স্তস্মিন্ শচীস্তনরসেঽস্তি গুণো নু কোঽপি ॥ ১৭ ॥

কদাচিৎ স্বপয়োধরে ধরে (৩৫) সুবর্ণস্য স্বর্ণলতিকেব সুতো জনন্যাঽনন্যালোকিত-স্নেহিকয়া (৩৬) কয়াচিৎ কৌতুক-পরীপাট্যা রোপয়ামাসে ॥ ১৮

তস্য তদা পদযুগলং, পয়োধরোপরি বভৌ শচ্যাঃ।
হৈম-সদাশিবলিঙ্গোপরি, রক্তোৎপলযুগলং যথা বিকচম্ ॥ ১৯ ॥

(৩৫) পর্ব্বতে ; (৩৬) ন অন্যত্র আলোকিতঃ স্নেহো যস্যাস্তয়া ॥ ১৮

প্রচুর পয়ঃ (দুগ্ধ) ক্ষরণ করিয়া থাকে, তবে তাঁহার নয়নরূপ চন্দ্রকান্তমণি যে তদপেক্ষা অধিক পয়ঃ (আনন্দাশ্রু) ক্ষরণ করিবে তাহা কেন উচিত হইবে না? অর্থাৎ সমুচিত বটে ॥ ১৬

যিনি পূর্ব্বে নিজভৃত্যস্থানীয় দেবতাগণকেই সুধা ভোজন করাইয়াছিলেন, কিন্তু নিজে তুচ্ছবুদ্ধিতে তাহা ভোগ করেন নাই, তিনিও স্বয়ং পরম অনুরাগভরে যাহা পান করিতেছেন, তাহাতে মনে হয় শচীদেবীর সেই স্তনরসে যথার্থই কোনও এক অনির্ব্বচনীয় গুণ আছে ॥ ১৭

যাঁহার স্নেহ একমাত্র তাঁহাতে ব্যতীত অন্যত্র দৃষ্ট হয় না, এবংবিধ জননী শচীদেবী একদা কোনও এক অপূর্ব্ব কৌতুকরীতিক্রমে সুবর্ণশৈলসদৃশ নিজ স্তনের উপর স্বর্ণলতিকাতুল্য নিজ পুত্রকে স্থাপন করিয়াছিলেন ॥ ১৮

স্বর্ণশিবলিঙ্গের উপর প্রস্ফুটিত রক্তোৎপলযুগল যেমন শোভা পায়, শচীর স্তনের উপর তাঁহার চরণযুগল তখন সেইরূপ শোভা পাইতেছিল ॥ ১৯

নটন্নসৌ মাতৃকুচোপরি প্রভু-
র্বরাজ বাহু পরিচালয়ন্মুহুঃ। *
প্রকম্পিতা চঞ্চল-পল্লবানিলৈঃ
সুমেরুশৃঙ্গে লতিকেব কানকী ॥ ২০ ॥
যদা যদোত্তানশয়া শচী কুচ-
দ্বয়ান্তরে শায়য়তি স্ম তং সুতম্।
তদা তদা স্বর্ণ-গিরিদ্বয়ান্তরে
বভৌ তনুস্তস্য নদীব কানকী ॥ ২১ ॥

অসকৃৎ স কৃৎস্নবেদিতা বিদিতাবিদ্যো (৩৭) ঽপি জাতু (৩৮) জাতুধান-পীড়িতপ্রাকৃত-বালক ইবাধীরতামাদদদরোদীদদরোদীরিত-দম্ভময়-নিনাদো (৩৯) নাদোঽহাসী- (৪০) দহাসী দয়াময়ঃ। ততস্তস্য মাতা মা তাত ক্রন্দেতি মুহুরুক্ত্বাপি সান্ত্বয়িতুমশক্তেদমুবাচ ॥ ২২

(৩৭) অসকৃদরোদীদিত্যন্বয়ঃ বিশেষেণ দিতা খণ্ডিতা অবিদ্যা যেন সঃ। (৩৮) কদাচিৎ; (৩৯) অদরমনীষৎ যথা ভবতি তথা উদীরিতো দম্ভময়ো নিনাদো যেন সঃ। (৪০) অদো রোদনং ন অহাসীৎ অত্যজৎ। অহাসী হাসরহিতঃ ॥ ২২

পবন দ্বারা কম্পিতা চঞ্চলপল্লববিশিষ্টা স্বর্ণলতিকা সুমেরুশৃঙ্গে যেরূপ বিরাজ করে, সেইরূপ জননীর স্তনের উপর প্রভু বাহুদ্বয় পুনঃ পুনঃ চালিত করিয়া নৃত্য করিতে করিতে শোভা পাইয়াছিলেন ॥ ২০

যে যে সময়ে শচীদেবী উত্তানভাবে (চিৎ হইয়া) শয়ন করিয়া স্তনদ্বয়ের মধ্যে পুত্রকে শয়ন করাইতেন, সেই সেই সময়ে তাঁহার (প্রভুর) তনুখানি দুইটি স্বর্ণপর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তিনী সুবর্ণসলিলা নদীর ন্যায় বিরাজ করিত ॥ ২১

দয়াময় প্রভু সর্ব্বজ্ঞ এবং বিশেষরূপে অবিদ্যাখণ্ডনকারী হইলেও কখনও রাক্ষস-পীড়িত প্রাকৃত বালকের ন্যায় হাস্যরহিত (অপ্রফুল্ল) ও অধীর হইয়া অতি উচ্চ দম্ভময়

* পাঠান্তরম্,—নটন্ত্যসৌ মাতৃকুচোপরি প্রভো ররাজ বাহু কিরতী মুহুস্তনুঃ।

তাত ত্বমসি পিতা মে, নিজকুল-কুমুদৌষধীশোঽসি
কস্মাৎ ক্রন্দসি বাঢ়ং, হরি হরি দুর্বিধিরয়ং কো মে ॥ ২৩ ॥

ইতি যাবদবদন্মিশ্রজায়াঽজায়ামি-ক্রন্দনপীড়িতে- (৪১) ড়িতেয়ত্তাশূন্যরাগতয়া (৪২) গতয়া তয়া গিরা শ্রুতিবিলমনাবিলমনা (৪৩) দুঃখেন সক্রন্দনং তাবদজহাদজহারি-নামাভাস-শ্রবণেন (৪৪) ॥ ২৪

ততস্তস্য ক্রন্দন-বিরামে রামেড্যা তন্মাতাঽবাপদপদবিষয়মানন্দং যদা, তদৈব চ দৈবচক্রাগম্যচরিতশ্চক্রন্দ পুনস্তন্নন্দনঃ ॥ ২৫

সা চ তদেবপদ্যমাপদ্যমানায়াং তৎক্রন্দনরূপায়াং মহোপকারকং বালকন্দমিব কানন-কৃশানুকৃতক্লেশে পপাঠ পুনঃ ॥ ২৬

(৪১) অজস্য ভগবতঃ আয়ামি দীর্ঘং যৎ ক্রন্দনং তেন পীড়িতা, (৪২) ঈড়িতঃ স্তুতঃ ইয়ত্তাশূন্যো রাগো যস্যাঃ তত্তয়া, (৪৩) দুঃখেন অনাবিলং মনো যস্য সঃ, (৪৪) অজস্য যস্য হারি মনোহরং যন্নাম তস্যাভাসস্য হরিহরীত্যস্য খেদবচনস্য শ্রবণেন ॥ ২৪

শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে বারংবার রোদন করিতেন। কিছুতেই তিনি সে রোদন ত্যাগ করিতেন না।

অনন্তর তাঁহার জননী "বৎস! কাঁদিও না" এইরূপ পুনঃ পুনঃ বলিয়াও যখন তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে পারিতেন না, তখন এই কথা বলিতেন ॥ ২২

বৎস! বাপ আমার! নিজবংশরূপকুমুদের (প্রকাশ বিষয়ে) তুমি চন্দ্রস্বরূপ। এত কাঁদিতেছ কেন? হরি হরি! আমার কি দুরদৃষ্ট! ॥২৩

অসীম অনুরাগহেতু সর্ব্বপ্রশংসিত মিশ্রপত্নী ভগবানের বহুক্ষণব্যাপি ক্রন্দন ধ্বনিতে ব্যথিত হইয়া যখন ঐ কথা বলিলেন, তখন কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট "হরি হরি" এই খেদসূচক বাক্যে নিজের মনোহর নামের আভাসমাত্র শ্রবণে প্রসন্নচিত্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ তিনি দুঃখহেতুক ক্রন্দন পরিত্যাগ করিলেন ॥ ২৪

অতঃপর প্রভুর ক্রন্দন থামিলে রমণীগণের স্তবযোগ্যা শচীমাতা যখন অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিলেন, তখনই আবার তাঁহার পুত্রটি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। যেহেতু প্রভুর চরিত্র দেবগণেরও অগোচর ॥ ২৫

দাবাগ্নিজনিত পীড়ায় নবীন মেঘ যেমন উপকারী, সেইরূপ পুত্রের ক্রন্দনরূপ অসীম

তদা চ পদ্যস্য পাদত্রয়পাঠপর্য্যন্তং চক্রন্দ তন্নন্দনস্ততো হরি হরীত্যক্ষরচতুষ্টয়ে পঠিতে তূষ্ণীং বভূবেতি হরিধ্বনিনৈব ক্রন্দনং ত্যজত্যয়মিতি নিশ্চিত্য হরিং বদ হরিং বদেতি মুহুর্জগাদ, ততোঽসৌ পরমানন্দমবাপ ॥ ২৭

তদ্দিনাবধি যদা যদা প্রভুঃ
ক্রন্দতি স্ম কলয় (৪৫) স্নিজাহ্বয়ম্।
সুস্বরেণ বনিতা হরিং বদে-
ত্যুচ্চকৈর্জগুরলং তদা তদা ॥ ২৮ ॥

অহো ! প্রভো বৈষ্ণবধর্ম্মশিক্ষণা
সমাগ্রহো বিজ্ঞজনৈর্বিলোক্যতাম্।
যদেষ বাল্যেঽপি রুদন্নপি স্বয়ং
স্বনামগানং প্রকটত্বমানয়ৎ ॥ ২৯ ॥

(৪৫) কলয়ন্ শ্রোতুম্ ॥ ২৮

বিপদে পূর্ব্বোক্ত পদ্যটিকে উপকারক মনে করিয়া তিনি পুনরায় তাহাই পাঠ করিতে লাগিলেন ॥ ২৬

তখন পদ্যের তিন চরণ পাঠ করা পর্য্যন্ত তাঁহার পুত্র রোদন করিয়াছিলেন। অতঃপর "হরি হরি" এই চারিটি অক্ষর পাঠ করা মাত্র তিনি নীরব হইলেন। তাহা দেখিয়া "হরিধ্বনি শুনিলেই পুত্র ক্রন্দন পরিত্যাগ করে" এইরূপ নিশ্চয় করতঃ শচীদেবী পুনঃ পুনঃ "হরিবোল হরিবোল" বলিয়াছিলেন। তাহা শুনিয়া প্রভু পরম আনন্দলাভ করিয়াছিলেন ॥ ২৭

সেইদিন হইতে যখনই প্রভু নিজনাম শ্রবণ করিবার জন্য রোদন করিতেন, তখনই বনিতাগণ সুস্বরে "হরিবোল" এই কথা উচ্চৈঃস্বরে অতিশয় গান করিতেন ॥ ২৮

অহো প্রভুর বৈষ্ণব ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার সম্যক্ আগ্রহ বিজ্ঞব্যক্তিগণ অবলোকন করুন। যেহেতু ইনি বাল্যকালেও স্বয়ং রোদন করিতে করিতে ও নিজনামগান প্রকাশ করিয়াছিলেন ॥ ২৯

অথ নামকরণস্য স্বসময়ে সময়ে সমুদিতে মুদিতেন মনসা মিশ্রো নীলাম্বর-চক্রবর্ত্তিন-মাহূয় জাতবেদসং (৪৬) বেদসঙ্গীতবিধানতো নতোত্তমাঙ্গতয়া সাঙ্গতয়া (৪৭) সাদরমভ্যর্চ্য তারকাংশসূচিতং সূচিতং (৪৮) মোহন ইতি নাম বিধায় সর্ববজনবেদ্যং নাম কিং স্যাদিতি বিচারয়ামাসে (৪৯) রয়ামাসেদং তদা নীলাম্বরঃ ॥ ৩০

পিতস্তে পুত্রস্যোদ্ভবসময়-সাদ্গুণ্য-কলনা-
স্ময়া জ্ঞাতং বিশ্বং সকলমিদমাপোক্ষ্যতি সদা।
তথা ধর্ত্তা পাপাম্বুধি-পতিতমেতত্তদুচিতং
ভবেন্নাম খ্যাতং জগতি নমু বিশ্বম্ভর ইতি ॥ ৩১ ॥
কৃষ্ণবর্ণতয়া কৃষ্ণ-নাম্না নন্দসুতো যথা।
গৌরবর্ণতয়া গৌরনামাপি স্যাদয়ং তথা ॥ ৩২ ॥

(৪৬) অগ্নিম্, (৪৭) সাঙ্গতয়া বিশেষণে তৃতীয়া, বিশেষণক্ষাভ্যর্চ্চ্যেতি ক্রিয়ায়াঃ (৪৮) অভ্যচিতং, (৪৯) ঈরয়ামাস কথয়ামাস ॥ ৩০

অনন্তর নামকরণের সুখময় সময় উপস্থিত হইলে মিশ্রবর সানন্দমনে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীকে ডাকাইয়া বেদগান বিধানে (সামবেদবিধানে) নতমস্তকে সাদরে (ভক্তিভরে) পূর্ণরূপে অগ্নির অর্চ্চনা করিলেন এবং প্রভুর জন্মনক্ষত্রাংশসূচিত 'মোহন' এই উপযুক্ত নাম রাখিয়া "সর্ব্বজনবেদ্য নাম কি হইতে পারে" মিশ্র যখন এইরূপ বিচার করিতে-ছিলেন, তখন নীলাম্বর এই কথা বলিলেন ॥ ৩০

বাপ ! তোমার পুত্রের জন্মসময়ের সদ্গুণ দেখিয়া আমি জানিয়াছি তোমার এই পুত্র সর্ব্বদা সমস্তবিশ্বকে পোষণ করিবে এবং পাপসাগরে পতিত এই বিশ্বকে ধারণ অর্থাৎ উদ্ধার করিবে ; অতএব জগতে ইহার "বিশ্বম্ভর" এই সমুচিত নামটি খ্যাত হইবে ॥ ৩১

কৃষ্ণবর্ণ হেতু নন্দনন্দনের যেরূপ কৃষ্ণ নাম হইয়াছে, সেইরূপ গৌরবর্ণহেতু ইহার গৌরনামটিও খ্যাত হইবে ॥ ৩২

এবং নামাদ্বয়মদ্বয়ব্রহ্মসমানমানন্দজনকং ন কং জনমরঞ্জয়দরঞ্জয়দখিলমাধিমাধিক্যেন (৫০) যস্য চ নিশমনতঃ শমনতঃ সাধ্বসং নশ্যতি, নশ্যতি (৫১) কিংবা দুরিতং যৎকীর্ত্তনং ভবভবভয়ঞ্চ খণ্ডয়তি, মণ্ডয়তি মধুরেণাবিধুরেণ (৫২) বিজ্ঞমপি জনং প্রেমরত্নেন ॥ ৩৩

তদানীং তদ্দৃষ্ট্বা কতিচন জনা লোচনপুটা-
ম্বুলং লোত্রৈঃ পূর্ণাঞ্চদধত পরমানন্দবিভবাৎ।
তনুং কেচিন্নুত্তাস্তনুরুহ-কদম্বাতিরুচিরাং
সমূহং স্বেদাম্ভঃকানগণচিতং কেচন বপুঃ ॥ ৩৪ ॥

এবমানন্দেন কিয়ৎসু যৎসু (৫৩) দিনেষু কদাচিদুদবসিতে সিতে শয়নে শয়নে-নিজ্যমানে (৫৪) নিদ্রিতং সুতং শায়য়িত্বার্পয়িত্বা কবাটং বাটং (৫৫) দ্বারস্য নিরুধ্য মন্দিরোচিতে রোচিতে পুত্রহিতয়া (৫৬) ততয়া মুদা কর্ম্মান্তরে প্রসক্তা বভূব মিশ্রপুরন্দরপত্নী ॥ ৩৫

(৫০) অখিলমাধিং মনোব্যথাম্ আধিক্যেন অরং শীঘ্রং জয়ৎ। (৫১) খণ্ডয়তি, (৫২) অবিধুরেণ অবিকলেন ॥ ৩৩

(৫৩) গচ্ছৎসু, (৫৪) শয়েন হস্তেন নেনিজ্যমানে পুনঃ পুনঃ শোধ্যমানে, (৫৫) পন্থানম্, (৫৬) পুত্রস্য হিততয়া রোচিতে প্রকাশমানে দুগ্ধাবর্ত্তনাদৌ ॥ ৩৫

এইরূপে প্রভুর অদ্বয়ব্রহ্মতুল্য আনন্দজনক নামদ্বয় অবিলম্বে সমস্ত মনোব্যথা অত্যধিক ভাবে জয় (নাশ) করিয়া কোন্ ব্যক্তিকে না আনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন অর্থাৎ সকলকেই আনন্দিত করিয়াছিলেন। যে নামদ্বয় শ্রবণে শমনভয় নাশ হয়, তাহাতে এমন কোন্ পাপ আছে যাহা খণ্ডিত হয় না? অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার পাপই খণ্ডিত হইয়া থাকে, যে নামদ্বয় কীর্ত্তন করিলে সংসারে জন্মভয় নিবারিত হয় এবং নিতান্ত অজ্ঞ ব্যক্তিও সম্পূর্ণ সুমধুর প্রেমরত্নে ভূষিত হইয়া থাকে ॥ ৩৩

তখন প্রভুর ঐ নাম দুইটি শুনিয়া পরম আনন্দ হেতু কয়েকজনের নয়ন আনন্দাশ্রুতে অত্যন্ত পূর্ণ হইয়াছিল, কাহারও কাহারও শরীরে অতি সুন্দর পুলকাবলী প্রকাশ পাইয়াছিল এবং কাহারও কাহারও সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মজলবিন্দুসমূহে ব্যাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৩৪

এই প্রকার আনন্দে কিছুদিন গত হইলে একদা মিশ্রপুরন্দরপত্নী গৃহমধ্যে নিজ হস্তে শয্যা পরিষ্কৃত করিয়া সেই শুভ্র শয্যায় নিদ্রিত পুত্রকে শয়ন করাইয়া কপাট

তদাশ্চর্য্যচর্য্যাবলোকনয়া মাতরমাতরলিতীকর্ত্তুমনা (৫৭) মনাগ্বলং প্রকাশ্য তল্পতোঽল্পতো নন্দে (৫৮) রুপায় গৃহস্থিতং দ্রব্যং নানাপ্রকারং প্রকারং প্রকারং (ক) ভাণ্ডান্যবরোপ্য স্থাপয়িত্বা পূর্ব্ববচ্ছয়নেঽশয়িষ্ট বিশ্বম্ভরঃ ॥ ৩৬

মিশ্রভার্য্যা শুভার্য্যাশু (৫৯) নির্ব্বাহ্য গৃহব্যাপারমপার-মহোৎকণ্ঠাকুলা কুলায়মিব পক্ষিণী পুত্রেক্ষণায় গৃহং প্রবিবেশ। প্রবিশ্য চ সর্ব্বাণি দ্রব্যাণি যতস্ততোঽস্ততো-পলক্ষিতানি ক্ষিতানি (৬০) চ কানিচিদ্ বিলোক্য জাতচিত্রা-চিত্রায়িতা পরিজনানাহূয় প্রোবাচ ॥ ৩৭

(৫৭) সম্যক্ চঞ্চলিতীকর্ত্তুকামঃ, (৫৮) আনন্দাৎ, (ক) বিক্ষিপ্য বিক্ষিপ্য। (৫৯) শুভা আর্য্যা শ্রেষ্ঠা, (৬০) যতস্ততঃ ক্ষিপ্ততয়া উপলক্ষিতানি ক্ষিতানি নাশিতানি চ ॥ ৩৭ ॥

বন্ধ করিলেন এবং দ্বারপথ রুদ্ধ করিয়া পুত্রের হিতকর বলিয়া রুচিকর গৃহোচিত কর্ম্মান্তরে আনন্দে নিযুক্ত হইলেন ॥ ৩৫

তখন বিশ্বম্ভর জননীকে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করাইয়া চঞ্চল করিবার ইচ্ছায় ঈষৎ বলপ্রকাশপূর্ব্বক পরম আনন্দভরে শয্যা হইতে উঠিলেন এবং গৃহস্থিত নানা-প্রকার দ্রব্য সকল ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিয়া ও ভাণ্ড সকল অধোমুখে স্থাপন করিয়া পূর্ব্ববৎ শয্যায় গিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন ॥ ৩৬

পরমমঙ্গলময়ী আর্য্যা মিশ্রপত্নী শচীদেবী সত্বর গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া বিহঙ্গমী যেমন নিজ শাবক দর্শনের নিমিত্ত অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া কুলায়ে প্রবেশ করে, সেইরূপ অত্যধিক উৎকণ্ঠায় আকুল হইয়া পুত্রকে দর্শন করিবার জন্য গৃহে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন সমস্ত দ্রব্য গৃহমধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও কতকগুলি ভগ্ন হইয়া পড়িয়া আছে। তদ্দর্শনে তিনি বিস্মিত হইয়া কিছুকাল চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় স্থির হইয়া রহিলেন, পরে পরিজনদিগকে ডাকিয়া বলিলেন ॥ ৩৭

চিত্রং পশ্যত হে সমুত্থিতিবিধৌ শক্তো ন মে বালক-
শ্চাতুর্মাসিক এক এব শয়িতো গেহেঽত্র নান্যো জনঃ।
দ্বারস্যাপি ময়া নিরোধকরণান্নান্যাগতিঃ (৬১) সম্ভবে-
ত্তদ্ দ্রব্যাণি যতস্ততঃ ক্ষিতিতলে ক্ষিপ্তানি কেনাহহ ॥ ৩৮ ॥

তদেতন্মিশ্রভার্য্যার্য্যায়া গদিতমবগত্য প্রামাণিক্যো মাণিক্যোপমাঃ পুরস্ত্রীষু কাশ্চন প্রোচিরে চিরেণাস্মাভিরনুভূতং ভূতঃ কিমপি সাহসেনানূনং (ক) নূনং শিশুমেনমপহর্ত্তুং প্রবিবেশেদং সদনং সদনস্তামরাশীর্বচসা (৬২) রক্ষিতস্ত্বেনং নেতুমপারয়তাঽযতাত্মনা তেন তেন ইদং দৌরাত্ম্যম্ ॥ ৩৯

(৬১) ন অন্যস্য আগতিঃ ॥ ৩৮
(ক) সাহসেন অনূনং পূর্ণং, অসংযতচিত্তেন ॥ ৩৯
(৬২) সন্তো যে অনস্তামরা ভূসুরাস্তেষামাশীর্ব্বাদেন,

ওগো! তোমরা অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন কর; আমার চার মাসের বালক, এখনও ইহার উঠিবার শক্তি হয় নাই। এ ঘরে সে একলাই শুইয়া আছে, এখানে আর কেহ নাই। আমি দ্বার বন্ধ করিয়া রাখায় এ ঘরে অন্যের আগমনও সম্ভব নহে। অতএব হায় হায়! কে জিনিষগুলি মাটিতে ইতস্ততঃ ছড়াইয়া ফেলিয়াছে? ॥ ৩৮

মাননীয়া মিশ্রপত্নীর বাক্য অবগত হইয়া পুরললনাগণের মধ্যে মাণিক্যস্বরূপ (প্রধানা) কতিপয় প্রবীণা রমণী বলিলেন,—"আমরা বহুক্ষণ অনুভব করিয়াছি, নিশ্চয়ই কোন একটি সাহসী অপদেবতা তোমার এই শিশুকে অপহরণ করিবার জন্য এই গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু সজ্জন ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদে রক্ষিত বলিয়া ইহাকে লইতে পারে নাই। তাই অসংযতচিত্তে অর্থাৎ ক্রোধে সেই অপদেবতা এই দৌরাত্ম্য করিয়াছে ॥ ৩৯

ন জানীমহে পুনরপি কিমায়াতি মায়াতিরোহিতং তদেব বা দেববাটচর- (ক) মন্যদেব বা, ততঃ শ্রীমদ্‌ভাগবতীয়েনাদ্বিতীয়েনাদ্বিষ্টেন সদ্ভি (৬৩) রক্ষাবিধানেনাবনীয়োঽয়ং শিশুঃ ॥ ৪০

এবং নিগদ্য ধরণীসুর-যোষিতস্তাঃ
শুদ্ধা যথাবিধি কৃতাচমনাদিকৃত্যাঃ।
রক্ষাং সমস্তভুবনান্যবতোঽপি চক্রুঃ
স্নেহো হি নৈশ্যমপি সৎ (৬৪) স্ফুরিতুং দদাতি ॥ ৪১
অব্যাদজোঽঙ্‌ঘ্রি (৬৫) মণিমাংস্তব জান্বথোরূ
যজ্ঞোঽচ্যুতঃ কটিতটং জঠরং হয়াস্যঃ।
হৃৎ কেশব স্ত্বদুর ঈশ ইনস্তু কণ্ঠং
বিষ্ণুর্ভুজং মুখমুরুক্রম ঈশ্বরঃ কম্ (৬৬) ॥ ৪২ ॥

(ক) আকাশচরম্ (৬৩) অদ্বিষ্টেন সদ্ভিঃ সতাং সম্মতেন ॥ ৪০
(৬৪) সাধু যথা স্যাত্তথা ॥ ৪১ ॥
(৬৫) অজ্‌ঘ্রৌ জাতাবেকবচনম্। (৬৬) শিরঃ ॥৪২

মায়াবী সেই ভূতটিই (অপদেবতা) অথবা আকাশগামী অন্য কোন ভূত পুনরায় আসিবে কিনা জানি না। সুতরাং সাধুগণের সম্মত শ্রীমদ্‌ভাগবতের অদ্বিতীয় রক্ষাবিধানমন্ত্রের দ্বারা এই শিশুকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য ॥ ৪০

এই কথা বলিয়া সেই ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ শুদ্ধ হইয়া যথাবিধি আচমনাদি কার্য্য করিয়া প্রভু সমস্ত ভুবনের রক্ষাকর্ত্তা হইলেও তাঁহার রক্ষার বিধান করিয়াছিলেন। কেননা স্নেহ কখনও ঐশ্বর্য্যকে সম্যক্ স্ফূর্ত্তি পাইতে দেয় না ॥ ৪১

যথা—অজ নামক ভগবান্ তোমার চরণদ্বয় রক্ষা করুন, অণিমান্ তোমার জানু, যজ্ঞ-ভগবান্ তোমার উরুদ্বয়, অচ্যুত তোমার কটিতট, হয়গ্রীব তোমার জঠর, কেশব তোমার হৃদয় রক্ষা করুন। ঈশ তোমার বক্ষ, ইন (সূর্য্যরূপী হরি) তোমার

চক্র্যগ্রতঃ সহগদো হরিরস্তু পশ্চাৎ
ত্বৎপার্শ্বয়োর্ধনুরসী (৬৭) মধুহাঽজনশ্চ।
কোণেষু শঙ্খ উরুগায় উপর্য্যুপেন্দ্র-
স্তার্ক্ষ্যঃ (৬৮) ক্ষিতৌ হলধরঃ পুরুষঃ সমন্তাৎ ॥ ৪৩

ইন্দ্রিয়াণি হৃষীকেশঃ প্রাণান্নারায়ণোঽবতু।
শ্বেতদ্বীপপতিশ্চিত্তং মনো যোগেশ্বরোঽবতু ॥ ৪৪ ॥

পৃশ্নিগর্ভস্তু তে বুদ্ধিমাত্মানং (৬৯) ভগবান্ পরঃ।
ক্রীড়ন্তং পাতু গোবিন্দঃ শয়ানং পাতু মাধবঃ ॥ ৪৫ ॥

---

(৬৭) ধনুরসী ধনুর্দ্ধরো মধুহা অসিধরোঽজনঃ। (৬৮) তার্ক্ষ্যঃ গরুড়ারূঢ় উপেন্দ্রঃ ॥ ৪৩
(৬৯) অহঙ্কারম্ ॥ ৪৫

কণ্ঠ, বিষ্ণু তোমার বাহুদ্বয়, উরুক্রম তোমার মুখ এবং ঈশ্বর তোমার মস্তক রক্ষা করুন ॥ ৪২

চক্রধারী হরি তোমার অগ্রে, গদাধারী হরি তোমার পশ্চাদ্ভাগে, ধনুর্ধারী মধুদৈত্যঘাতী এবং অসিধর অজন তোমার পার্শ্বদ্বয়ে, অবস্থান করুন। শঙ্খধর উরুগায় তোমার সকল কোণে, উপেন্দ্র তোমার উপরিভাগে, গরুড়বাহন হরি তোমার অধোভাগে এবং হলধারী পুরুষ তোমার সর্ব্বদিকে বর্ত্তমান থাকুন ॥ ৪৩

হৃষীকেশ তোমার ইন্দ্রিয়গণকে, নারায়ণ তোমার প্রাণসমূহকে রক্ষা করুন। শ্বেতদ্বীপপতি তোমার চিত্ত এবং যোগেশ্বর তোমার মনকে রক্ষা করুন ॥ ৪৪

পৃশ্নিগর্ভ তোমার বুদ্ধি এবং পরমেশ্বর ভগবান্ তোমার অহঙ্কারকে রক্ষা করুন। ক্রীড়াকালে গোবিন্দ এবং শয়নকালে মাধব তোমাকে রক্ষা করুন ॥ ৪৫

ব্রজন্তমব্যাদ্ বৈকুণ্ঠ আসীনং ত্বাং শ্রিয়ঃ পতিঃ।
ভুঞ্জানং যজ্ঞভুক্ পাতু সর্ব্বগ্রহ-ভয়ঙ্করঃ ॥ ৪৬ ॥
ডাকিন্যো যাতুধান্যশ্চ কুষ্মাণ্ডা যেঽর্ভকগ্রহাঃ।
ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ যক্ষরক্ষোবিনায়কাঃ ॥ ৪৭ ॥
কোটরা রেবতী জ্যেষ্ঠা পূতনা মাতৃকাদয়ঃ।
উন্মাদা যে হ্যপস্মারা দেহপ্রাণেন্দ্রিয়দ্রুহঃ ॥ ৪৮ ॥
স্বপ্নদৃষ্টা মহোৎপাতা বৃদ্ধবালগ্রহাশ্চ যে।
সর্ব্বে নশ্যন্তু তে বিষ্ণো র্নামগ্রহণভীরবঃ ॥ ৪৯ ॥ ইতি

এবং স্বস্যৈব নানাবিধয়াঽভিধয়াঽভিতো রক্ষাং তন্বতীনাং (৭০) ধিয়ং বাচামালিমালিহ্য তাঞ্চ মহাপুরাণতাখ্যাতিভাগবতংসং (৭১) ভাগবতং সংবুধ্য কদম্বকোরক-সমান-কলেবরো (৭২) বরোদবিন্দুব্যাপ্তবিলোচনো বভূব বিশ্বম্ভরঃ ॥ ৫০

---

(৭০) প্রীণয়ন্তীনাং, (৭১) মহাপুরাণতাখ্যাতিং ভজতাং ব্রহ্মপুরাণাদীনামবতংসং শ্রেষ্ঠং, (৭২) উদ্গমঃ কদম্বকোরকঃ তেন সমানঃ কলেবরো যস্য ॥ ৫০

গমনে বৈকুণ্ঠ এবং উপবেশনে শ্রীপতি তোমাকে রক্ষা করুন। সর্ব্ব-গ্রহভয়ঙ্কর যজ্ঞভুক্ বিষ্ণু ভোজনকালে তোমাকে রক্ষা করুন ॥ ৪৬

ডাকিনীগণ, রাক্ষসীগণ, বালকদিগের বিঘ্নকারী যে সকল কুষ্মাণ্ড, ভূত-প্রেত-পিশাচগণ, যক্ষ-রক্ষ-বিনায়কগণ, কোটরা, রেবতী, জ্যেষ্ঠা, পূতনা, মাতৃকা প্রভৃতি, উন্মাদ এবং অপস্মারগণ যাহারা দেহ প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের দ্রোহকারী, স্বপ্নদৃষ্ট, মহা উৎপাতজনক, বৃদ্ধ ও বালকদিগের যাহারা অনিষ্টকারী, তাহারা সকলে বিষ্ণুর নামগ্রহণে ভীত হইয়া পলায়ন করুক ॥ ৪৭-৪৮-৪৯

এইরূপে প্রভুর নিজেরই নানাবিধ নামের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে তাঁহার রক্ষাবিধানপূর্ব্বক বিপ্রপত্নীগণ চিত্তে আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন, তখন বিশ্বম্ভর

এবং গতে পঞ্চমে মাসি মাসি (৭৩) বলতি লবতিরস্কাররহিতহিতকরে করেহ-(৭৪) হব্যহব্যমানমানমর্চ্চয়িত্বা সুপর্ব্বণঃ সুপর্ব্বণঃ (৭৫) পিতৃংশ্চার্চ্চয়িত্বা বিভাবসৌ (৭৬) ভাবসৌষ্ঠবেনাহুতী হুত্বা ব্রাহ্মণান্ ভোজয়ামাস মিশ্রবরঃ ॥ ৫১

চর্ব্যত্বাদি-বিশেষণৈঃ প্রথমতো ভেদং চতুর্দ্ধা গতৈঃ
ষোঢ়া (৭৭) তিক্তমুখৈ রসৈরগণিতং তত্তদ্বিশেষৈঃ পুনঃ।
দ্রব্যৈঃ সৌরভ-সংযুতৈ রুচিকরৈঃ (৭৮) শ্রদ্ধাকৃতৈঃ সুন্দরৈঃ
শ্রীমান্ মিশ্রপুরন্দরো দ্বিজগণান্ সংপ্রীণয়ামাস সঃ ॥ ৫২ ॥

(৭৩) মাসি চন্দ্রে, (৭৪) লবঃ খণ্ডঃ তিরস্কারঃ পরাভবঃ তেংশ্চ অখণ্ডবলবর্দ্ধিতহিতকরে করে সুখপ্রদে, (৭৫) সুন্দরং পর্ব্বসুখং যেভ্যস্তান্ দেবান, (৭৬) অগ্নৌ ভক্তিসৌষ্ঠবেন ॥ ৫১

(৭৭) ষট্প্রকারৈঃ, (৭৮) রসনাসুখদৈঃ, সুন্দরৈঃ দৃষ্টিসুখদৈশ্চ ।৫২

তাঁহাদের বাক্যসকল আস্বাদন (শ্রবণ) করতঃ তাহা মহাপুরাণনামে প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম-পদ্ম প্রভৃতি পুরাণ সকলের শিরোমণি শ্রীভাগবতের বাক্য জানিয়া তাঁহার কলেবর সুন্দর কদম্বমুকুলের ন্যায় পুলকাবলীতে ভূষিত এবং নয়নযুগল সুচারু আনন্দাশ্রুবিন্দুতে পরিপূর্ণ হইল ॥ ৫০

এই প্রকারে পঞ্চম মাস অতীত হইলে দোষলবরহিত অর্থাৎ নির্দ্দোষ ও মঙ্গলময় পৌর্ণমাসীতে সুখময় দিনে মিশ্রবর অতিশয় সমাদরে পরম সুখদাতা দেবতাগণের পূজা করিলেন, পিতৃপুরুষগণের অর্চ্চনা করিলেন এবং একান্ত ভক্তিভরে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইলেন ॥ ৫১

প্রথমতঃ চর্ব্ব্য প্রভৃতি বিশেষণের দ্বারা চারিপ্রকার ভেদপ্রাপ্ত, পরে তিক্ত প্রভৃতি রসের দ্বারা ছয় প্রকার এবং তাহাদের (চর্ব্ব্য ও তিক্তাদির প্রকার)

এবং ব্রাহ্মণ-সমাজে সমাজেগিল্যয়া (৭৯) পরমাং তৃপ্তিং ভজতি ব্রহ্মজ্ঞেঃ (৮০) তিশয়িতাং প্রীতিঞ্চ, বিপ্রপ্রিয়স্য বিশ্বম্ভরস্যাপি ভোজনস্যানুষ্ঠানমেবাবশিষ্টং ভোজনন্তু সিদ্ধমেব, তথা চ তস্যৈব পূর্ব্বাবতারস্য রম্যতমং বচনম্ ॥ ৫৩

নাহং তথাদ্মি যজমান-হবির্বিতানে (৮১)
শ্চ্যোতদ্ঘৃতপ্লুতমদন্ হুতভুঙ্মুখেন (৮২)
যদ্ (৮৩) ব্রাহ্মণস্য মুখতশ্চরতোঽনুঘাসং (৮৪)।
তুষ্টস্য ময্যবহিতৈর্নিজকর্ম্মপাকৈঃ ॥ ইতি [ভা ৩।১৬।৮] ৫৪

(৭৯) অতিশয়ভোজনেন, (৮০) বেদজ্ঞে, ভজতি ব্রজতি প্রাপ্নবতি ॥ ৫৩
(৮১) যজ্ঞে, (৮২) বহ্নিরূপেণ মুখেন অদন্নপি, (৮৩) যদ্ যথা, (৮৪) প্রতিগ্রাসম্ ॥ ৫৪

মধ্যে আবার প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের অসংখ্য প্রকার ভেদযুক্ত, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রস্তুত, সুন্দর, সুগন্ধযুক্ত, রসনার তৃপ্তিপ্রদ দ্রব্যসমূহের দ্বারা শ্রীমান্ মিশ্রপুরন্দর ব্রাহ্মণগণকে প্রীতিপূর্ব্বক ভোজন করাইয়াছিলেন ॥ ৫২

এইরূপে ব্রাহ্মণগণ অত্যধিক ভোজনে পরম পরিতৃপ্তি এবং তজ্জন্য বেদবিৎ মিশ্রবর অতিশয় প্রীতি লাভ করিলে বিপ্রপ্রিয় বিশ্বম্ভরের ভোজনের অনুষ্ঠানটিই কেবলমাত্র অবশিষ্ট ছিল, কিন্তু তাঁহার ভোজন সিদ্ধই হইয়াছিল। যেহেতু তাঁহারই পূর্ব্ব-অবতারের অতি সুন্দর বাক্য আছে ॥ ৫৩

আমাতে একাগ্রতারূপ নিজকর্ম্মফলে সন্তুষ্ট হইয়া বিচরণশীল ব্রাহ্মণের মুখে প্রতিগ্রাসে আমি যেমন আহার করি, যজ্ঞে অগ্নিমুখে যজমানপ্রদত্ত ক্ষরণশীল-ঘৃতযুক্ত হবিঃ আমি ভোজন করিলেও সেরূপ আহার করি না ॥ ৫৪

ততশ্চ দ্বিজগণে কৃতাজ্ঞাবিতরণে শালগ্রামশিলাপুরস্থানে (৮৫) সমুপবিশ্যাসনে বিধায়াচমনে মিশ্রপ্রধানে সাবধানে সতি নানালঙ্কার-ভূষিতগাত্রী বিশ্বম্ভরজনয়িত্রী স্বচরণ-সন্দর্শন-পবিত্রীকৃতাশেষধরিত্রীবলয়ং সর্ব্বগুণালয়-স্বতনয়ং পরিপূর্ণ-প্রণয়ং তদঙ্কে সমর্পয়ামাস ॥ ৫৫

অঙ্কে নিবিষ্টেন সুতেন মিশ্র-স্তদা ররাজাতিতরাং স তেন।
হিরণ্ময়ং শৃঙ্গমিবোদয়াদ্রে-র্দিনাবসানে শশিমণ্ডলেন ॥ ৫৬ ॥

ততশ্চ পাত্রেনাষ্টাপদরচিতেনাদরচিতেনানেকপ্রকারেণ ব্যঞ্জনেন রঞ্জনেন রসনায়া রসনায়ারতি-রহিতেন (৮৬) পায়সেন সহিতং সুহিতং সুন্দরমোদনমামোদনমানীয় মানীয়-তমা (৮৭) কাচন দ্বিজ-বনিতাঽবনিতাপহরস্য ভগবতোঽগ্রতো নিদধে ॥ ৫৭

(৮৫) শালগ্রামেতি (মার্কণ্ডেয়ঃ) "দেবতাপুরতস্তস্য পিতুরঙ্কগতস্য চ। অলঙ্কৃতস্য দাতব্যমন্নং পাত্রে চ কাঞ্চনে ॥ মধ্বাজ্যকনকোপেতং প্রাশয়েৎ পায়সং ততঃ। কৃতাশনস্তু তমঙ্কে মাতুর্বালস্তু তং ত্যজেৎ" ॥ ৫৫

(৮৬) রসনায়া রসস্য স্বাদস্য নায়ঃ প্রাপণা তত্র অরতি-র্বিরতিস্তদ্রহিতেন, (৮৭) মাননীয়-তমা ॥ ৫৭

অনন্তর দ্বিজগণ অনুমতি প্রদান করিলে মিশ্রবর শালগ্রামশিলার সম্মুখে আসনে উপবেশনপূর্ব্বক দুইবার আচমন করিয়া যখন সাবধান (স্থিরচিত্ত) হইলেন, তখন নানালঙ্কারভূষিতাঙ্গী শ্রীবিশ্বম্ভরজননী স্বচরণদর্শনদানে সমস্ত জগৎ পবিত্রকারী সর্ব্বগুণালয় নিজপুত্রটিকে পরিপূর্ণ বাৎসল্যপ্রেমভরে তাঁহার অঙ্কে অর্পণ করিলেন ॥ ৫৫

দিবাবসানে উদয়াচলের সুবর্ণময় শৃঙ্গ যেমন চন্দ্রমণ্ডলের দ্বারা অতিশয় শোভান্বিত হয়, সেইরূপ অঙ্কস্থিত পুত্রের দ্বারা শ্রীপুরন্দরমিশ্রও তখন অত্যধিক শোভা পাইতেছিলেন ॥ ৫৬

অতঃপর পূজ্যতমা কোনও এক ব্রাহ্মণ-রমণী স্বর্ণনির্ম্মিতপাত্রে আদরপূর্ব্বক সজ্জিত রসনার তৃপ্তিজনক নানাপ্রকার ব্যঞ্জন ও প্রচুর মাধুর্য্যরসময় পায়সের সহিত, অতিহিতকর, সুন্দর, সুগন্ধি অন্ন আনিয়া পৃথিবীর তাপহারী ভগবানের অগ্রে স্থাপন করিলেন ॥ ৫৭

অথ মিশ্রপুরন্দরঃ পুনর্নীত্বা বিজ্ঞানামনুমতিং মন্ত্র-(৮৮) মতিশ্রদ্ধয়া পঠন্ হেমধূলি-মধূলী-ঘৃতসহিতং (৮৯) পায়সমপায়সমসনং (৯০) সুতমভোজয়দজয়দপি তেন সৌভাগ্যেন বিশ্বম্ ॥ ৫৮

পশ্য পশ্য—উদ্দিশ্যৈব (৯১) যমগ্নৌ ব্রহ্মমুখা অপি সুরা হবির্দদাতি তং সাক্ষাদ্ ভোজয়তো মিশ্রেন্দ্রস্যাতুলং ভাগ্যম্ ॥ ৫৯

প্রথমান্নাশন-সময়ে যা মুখভঙ্গী প্রভোরাসীৎ।
তাং যে দদৃশুর্মনুজা স্ত এব জন্মার্থবৎ (৯২) চক্রুঃ ॥ ৬০ ॥

তদেবং ভোজয়িত্বা যোজয়িত্বা যোগ্যতরাশী-রাশীরনেন সুতং তস্যাতুরুৎসঙ্গসঙ্গতং চকার। সা চ প্রক্ষালিত-তন্মুখকমলা কমলাপত্যগ্রতঃ কোমলাসনে নিধায় বিবিধানি শাস্ত্রাণি শস্ত্রাণি শিল্পভাণ্ডানি চ তদগ্রতঃ (৯৩) সমর্পয়ামাস ॥ ৬১

(৮৮) মন্ত্রং, (৮৯) সুবর্ণ-চূর্ণ-মধু-ঘৃত-সহিতং, (৯০) অপায়ং সমস্তুতি সংক্ষিপতীতি তং।

(৯১) উদ্দিশ্যৈব নতু সাক্ষাৎ ॥ ৫৯ (৯২) অর্থবৎ সার্থকম্ ॥ ৬০

(৯৩) তথাচ—দেবাগ্রতোঽথ বিষ্ণুস্য শিল্পভাণ্ডানি সর্ব্বশঃ। শাস্ত্রাণি চৈব শস্ত্রাণি ততঃ পশ্যেত্তু লক্ষণম্ ॥ প্রথমং যৎ স্পৃশেদ্বালঃ শিল্পভাণ্ডং স্বয়ং তথা। জীবিকা তস্য বালস্য তেনৈব তু ভবিষ্যতে ॥ ইত্যাদি—॥ ৬১

তদনন্তর মিশ্রপুরন্দর পুনরায় ব্রাহ্মণগণের অনুমতি লইয়া অতি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দুঃখ-সংহারী মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে সুবর্ণচূর্ণমধুঘৃতমিশ্রিত পায়স পুত্রকে ভোজন করাইয়াছিলেন এবং সেই সৌভাগ্যে তিনি সমস্ত বিশ্ববাসীকে জয় করিয়াছিলেন ॥ ৫৮

দেখ দেখ! ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাগণ যাঁহার উদ্দেশে মাত্র অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন, সাক্ষাৎ তাঁহাকেই মিশ্রেন্দ্র ভোজন করাইলেন। সুতরাং তাঁহার ভাগ্য অতুলনীয় ॥ ৫৯

প্রথম অন্নভোজনসময়ে প্রভুর যে প্রকার মুখভঙ্গী হইয়াছিল, যে সকল মনুষ্য তাহা দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা জন্ম সার্থক করিয়াছিলেন ॥ ৬০

এইরূপে পুত্রকে ভোজন করাইয়া অসংখ্য সমুচিত আশীর্ব্বাদ প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে তাঁহার জননীর অঙ্কে অর্পণ করিলেন। জননী শ্রীশচীদেবী তাঁহার মুখপদ্ম প্রক্ষালন করিয়া দিলেন, এবং নারায়ণের অগ্রে কোমল আসনে তাঁহাকে রাখিয়া নানাপ্রকার শাস্ত্র, শস্ত্র ও শিল্পভাণ্ডসকল তাঁহার সম্মুখে অর্পণ করিলেন ॥ ৬১

গৌরস্য নাস্ত্রেষু নিধায় দৃষ্টিং
শিল্পস্য ভাণ্ডেষু চ (৯৪) তদ্বদেব।
বিবিচ্য শাস্ত্রেষ্বপি পাণিনাসৌ
সমাদদে ভাগবতং পুরাণম্ ॥ ৬২ ॥

তদ্ বিলোক্য সকলা জনাস্তদা, প্রোচুরেষ ভবিতা সুবৈষ্ণবঃ।
কিন্তু বৈষ্ণব-সুধর্ম্মশিক্ষকো, বিষ্ণুরেব ভবতীতি নাবিদন্ ॥ ৬৩ ॥

এবং কিয়ত্যয়ত্যনেহসি (৯৫) হসিতানন্দভরণোরুপর্ববযুগেনোরুপঙ্কযুগেধিত- (৯৬) রক্তিমাতিশয়াভ্যাং শয়াভ্যাং (৯৭) চ সমাক্রান্তবিশ্বম্ভরো (৯৮) বিশ্বম্ভরো রিঙ্গিতুং সমারেভে সমারেভেন্দ্রমন্থরগমনঃ (৯৯) ॥ ৬৪

কলিজ্বরোত্তপ্ততনো ধরিত্র্যা
হরন্নিব (১০০) স্পর্শরসেন তাপম্।
বিন্যস্য বিন্যস্য করাব্জযুগ্মং
তস্যাং স বভ্রাম শচীতনুজঃ ॥ ৬৫ ॥

(৯৪) উপকরণেষু ॥ ৬২

(৯৫) এবং কিয়তি কালে অয়তি গচ্ছতি সতি, (৯৬) জানুদ্বয়েন প্রভূতানন্দযুক্তঃ (৯৭) হস্তাভ্যাম্, (৯৮) আক্রান্তধরণিঃ, (৯৯) সমারম্ভ সকামস্য ইভেন্দ্রস্য ইব মন্দগমনং যস্য ॥৬৪ (১০০) হর্ত্তুমিব ॥ ৬৫

কিন্তু গৌর, অস্ত্র ও শিল্পভাণ্ডসমূহে দৃষ্টিপাত না করিয়া শাস্ত্রসকলের মধ্যে শ্রীমদ্‌ভাগবতপুরাণকেই পৃথক্ করতঃ হস্তের দ্বারা গ্রহণ করিলেন ॥ ৬২

তাহা দেখিয়া সকল লোকে বলিয়াছিলেন—"এই বালক বৈষ্ণবচূড়ামণি হইবে।" কিন্তু তিনি যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বৈষ্ণবধর্ম্মের শিক্ষাদাতা সাক্ষাৎ বিষ্ণুই, ইহা তাঁহারা জানিতে পারেন নাই ॥ ৬৩

এই প্রকারে কিছুকাল গত হইবার পর পরমানন্দময় বিশ্বম্ভর সানন্দে সহাস্যবদনে জানুদ্বয় ও অতিশয় রক্তবর্ণ করতলযুগলের দ্বারা ভূমিতল আশ্রয় করিয়া মদমত্ত করিবরের ন্যায় মন্থরগতিতে হামাগুড়ি দিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৬৪

নিজ স্পর্শরসের দ্বারা কলিরূপ জ্বররোগে উত্তপ্তদেহা পৃথিবীর তাপ হরণ করিবার জন্যই যেন শচীনন্দন তাহার উপর করকমলদ্বয় ধারণ করিতে করিতে ভ্রমণ করিয়াছিলেন ॥ ৬৫

জিত্বা কলিং পাপমপি স্বতেজসা
নিপাত্য বক্ষস্যনয়োঃ স্বজানুনী।
এবং সদানীত্যনুভাবয়ন্ জনান্
রিরিঙ্গ জানু-দ্বিতয়েন স প্রভুঃ ॥ ৬৬

প্রভোঃ করস্পর্শমবাপ্য কাশ্যপী তদা যদানন্দমবিন্দতাধিকম্।
সহস্রবক্ত্রো যদি বাচকো ভবেত্তদা স কল্পে ন সমীরিতুং ক্ষমঃ ॥ ৬৭

পরিক্রামংশ্চাসৌ স্বকটিতট-কীলিত- (১) কনককিঙ্কিণীকদম্বস্য কণৎ কণদিতি কণঙ্কাণমাকর্ণ্য কৌতুক-কল্লোলাকুলিতঃ ককুভঃ কলয়তি কতিচিৎ কালকলাঃ (২) পরম-প্রমোদ-পরিপূর্ণঃ পুনরপি পরিক্রামতি ॥ ৬৮

(১) কীলিতত্বং বদ্ধত্বং, (২) দিশঃ পশ্যতি কতিচিৎ কালাবয়বান্, কলয়তীত্যাদি একক্রিয়ায়া মুহুরাবৃত্তৌ ভূতেঽপি বর্ত্তমানপ্রত্যয়ঃ প্রযুজ্যতে। তথা—আনন্দবৃন্দাবনে—জননী মৃদমাতনোতি হসতি হাসয়তে চ সর্ব্বানিত্যাদি, এবং পরপত্রাপি ॥ ৬৮

স্বকীয় তেজঃপ্রভাবে কলি এবং পাপকে জয় করতঃ নিপাতিত করিয়া তাহাদের উভয়ের বক্ষঃস্থলে নিজের জানুদ্বয় এইরূপে প্রদান করিব—সমস্ত জনগণকে যেন ইহা অনুভব করাইয়া প্রভু নিজ জানুযুগলের দ্বারা হামাগুড়ি দিয়াছিলেন ॥ ৬৬

রিঙ্গন (হামাগুড়ি)-সময়ে প্রভুর করস্পর্শ প্রাপ্ত হইয়া ধরিত্রী যে অতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছিলেন, সহস্রবদন অনন্তদেব যদি বক্তা হন, তথাপি তিনি কল্পকালেও তাহা বলিতে সমর্থ নহেন ॥ ৬৭

প্রভুর কটিতটে সুবর্ণকিঙ্কিণীসমূহ বদ্ধ ছিল। তিনি যখন হামাগুড়ি দিতে দিতে যাইতেছিলেন, তখন সেই কিঙ্কিণী সকলের "কণৎ কণৎ" এই প্রকার ধ্বনি শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কিয়ৎক্ষণ যাবৎ সমস্ত দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন এবং পরম আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া পুনরায় গমন করিতেছিলেন ॥ ৬৮

ইদং নবদ্বীপরজঃ পবিত্রতা-বিধায়ি মদ্ভক্তজনাঙ্ঘ্রি-সঙ্গমাৎ।
ততো দধেঽহং বপুষীতি বেদয়ন্ লুঠত্যসৌ তত্র কদাচন প্রভুঃ ॥ ৬৯

উদাসীনো লোকো নিজসদনমাগচ্ছতি যদা
তদা তস্যাসন্নং প্রভুরতিজবাদ্ যাতি স হসন্।
বিচার্য্যামুং পশ্চাদপর-ইতি জানন্নতিভিয়া
পরাগ্ভূত্বা ধাবন্ ব্রজতি নিজমাতুঃ স সবিধম্ ॥ ৭০

মাতা চ নিরস্ত-সমস্তদোষাভ্যাং দোষাভ্যাং (৩) ধারয়িত্বা রয়িত্বাতিশয়েন শয়েন (৪) বক্ষসি নিধায় তাতাকস্মাৎ কস্মাৎ প্রাপ্নোষি সাধ্বসং? সাধ্বসম্মতো নায়ং (৫) লোকো ভবতি, ভবতি কথমপকারী ভবেদিতি সান্ত্বয়ন্তী বিলোক্য তন্মুখং ভয়-চকিত-নয়নকমলং কমলং (৬) প্রাপ্নোতি ॥ ৭১

(৩) বাহুভ্যাং, (৪) বেগবত্ত্বাতিশয়েন হস্তেন, (৫) সাধ্বেতি ইতঃ সাধ্বসং প্রাপ্নোষি ইতি চেদাহ অয়ং লোকঃ সাধূনামসম্মতো ন ভবতি, (৬) কং সুখম্ অলমত্যর্থম্॥ ৭১

আমার ভক্তজনের চরণসঙ্গ হেতু নবদ্বীপের এই রজঃ পবিত্রতাজনক। অতএব আমি ইহা সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করিব—যেন ইহাই জানাইয়া প্রভু কখনও কখনও সেই রজে লুণ্ঠিত হইতেন (গড়াগড়ি দিতেন) ॥ ৬৯

যখন কোন তটস্থ (বিশ্বম্ভরের অপরিচিত) ব্যক্তি মিশ্রভবনে আসিতেন, তখন প্রভু তাঁহাকে পরিচিত মনে করিয়া হাসিতে হাসিতে অতি দ্রুতবেগে তাঁহার নিকট গমন করিতেন। পরে তাঁহাকে যখন অপর ব্যক্তি বলিয়া জানিতেন, তখন অত্যন্ত ভয়ে মুখ ফিরাইয়া ধাবিত হইয়া নিজ-জননীর নিকট গমন করিতেন ॥ ৭০

মাতাও তাঁহাকে সমস্ত দোষরহিত সুন্দর বাহুযুগলের দ্বারা ধারণ করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে বক্ষে লইয়া বলিতেন, "বৎস! অকস্মাৎ কেন ভয় পাইতেছ? এই ব্যক্তি অসাধু নহেন। কেন তোমার অপকার করিবেন?" এইরূপে সান্ত্বনা দিতে দিতে বিশ্বম্ভরের ভয়-চকিত-নয়ন-কমল-বিশিষ্ট মুখমণ্ডল অবলোকন করিয়া শচীদেবী যথেষ্ট সুখলাভ করিতেন ॥ ৭১

কদাচিন্মাতুরঙ্কে তাং পশ্চাৎকৃত্বোপবিশ্য স্বচরণস্য স্পর্শসুখং কাময়মানাময়মানামুৎসুকতাং (৭) মহীমহীনাং তদ্দর্শনয়া প্রলোভয়ন্নিব তদান্দোলয়তি, হিন্দোলয়তি হি লোভ্যবস্তুলোকো লোকোত্তরধৈর্য্যভাজনমপি জনমপিনাকপাণিমপি (৮)॥ ৭২

তুষারয়িষ্যন্ স্বপদেন ভূতলং
তদার্পয়ত্তত্র (৯) বিভুঃ সকৃৎ সকৃৎ।
প্রমোদয়িষ্যন্ স করেণ কৈরবং
কিরত্যমুং (১০) শীতকরোঽগ্রতোঽগ্রশঃ॥ ৭৩

কদাচিৎ শ্রীশচী কৌমল্যজিত-কুশেশয়াভ্যাং শয়াভ্যাং (১১) সুতস্যাবিহস্তা (১২) হস্তারবিন্দে গৃহীত্বা স্বয়ং পশ্চাৎ পশ্চাৎ পদং প্রক্ষিপন্তী গতিং শিক্ষয়ামাস॥ ৭৪

(৭) উৎসুকতাং কালাসহত্বং প্রাপ্নুবতীং, (৮) নঞঃ সাদৃশ্যার্থঃ, শিবসদৃশমপি জনম্॥ ৭২
(৯) তদার্পয়ৎ স্বপদম্ আর্পয়ৎ, (১০) অমুং স্বধিকরণং কিরতি॥ ৭৩
(১১) কোমলতা-জিত-পদ্মাভ্যাং হস্তাভ্যাং, (১২) অবিহস্তা অব্যাকুলা॥ ৭৪

কোন সময়ে বিশ্বম্ভর জননীর কোলে তাঁহাকে পশ্চাৎ করিয়া বসিয়াছিলেন এবং তাঁহার চরণস্পর্শ-সুখাভিলাষিণী উৎকণ্ঠিতা ভাগ্যবতী পৃথিবীকে চরণ দর্শন করাইয়া প্রলুব্ধ করিবার জন্যই যেন তাহা ধীরে ধীরে দোলাইতেছিলেন; যেহেতু কোন লোভনীয় বস্তু দৃষ্ট হইলে তাহা পিনাকপাণি মহাদেব সদৃশ অলৌকিক ধৈর্য্যসম্পন্ন ব্যক্তিকেও চঞ্চল করিয়া থাকে॥ ৭২

নিজ চরণস্পর্শদ্বারা পৃথিবীকে তুষারবৎ শীতল করিবার জন্য প্রভু এক একবার তাহাতে চরণ অর্পণ করিতেছিলেন। শীতরশ্মি চন্দ্র যেমন নিজ কিরণ দ্বারা কৈরবকে আনন্দিত করিবার জন্য উপরিভাগে অল্প অল্প কিরণ বিকিরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ সুশীতল করযুক্ত প্রভুও নিজ শীতল কর দ্বারা পৃথিবীকে আনন্দিত করিবার জন্য তাহার উপরিভাগে করদ্বয় অল্প করিয়া নিক্ষেপ করিতেছিলেন॥ ৭৩

কখন বা শ্রীশচীদেবী কমল অপেক্ষাও সুকোমল নিজ করযুগলদ্বারা ধীরভাবে পুত্রের করপদ্মদ্বয় গ্রহণ করিয়া নিজে পশ্চাৎ পশ্চাৎ পদক্ষেপ করিতে করিতে পুত্রকে গতি শিক্ষা দিয়াছিলেন॥ ৭৪

যস্যেচ্ছাবশতশ্চরস্য চরতো হেতুর্মরুদ্বাত্যয়ং
যং শক্নোতি মনোঽপি ধর্তুমহহ ক্ষেপিষ্ঠবর্য্যং (১৩) মহি।
সোঽসাবাশ্রিত-মাতৃহস্তযুগলো গন্তুং প্রযত্নং ব্যধা-
ল্লীলেয়ং কিল তস্য তর্কবিষয়ো ন স্যাদ্বুধানামপি ॥ ৭৫

আকৃষ্যমাণোঽপি তদা জনন্যা, শশাক নৈবোচ্চলিতুং জবাৎ সঃ (১৪)।
মন্যে ধরণ্যা নিজতাপশান্ত্যৈ দধ্রে করাভ্যাং পদপদ্মযোঃ সঃ ॥ ৭৬

সুকোমলং সক্থিযুগং (১৫) পরস্পরং
সংঘর্ষণে ক্লেশমবাপ্নুয়ামহম্।
ইতীব কিঞ্চিৎ স তিরঃপ্রসারয়-
ন্নদঃ (১৬) শনৈর্যন্ (১৭) মুদিতং ন কং ব্যধাৎ ॥ ৭৭

(১৩) ক্ষিপ্রতমশ্রেষ্ঠম্ ॥ ৭৫
(১৪) অগ্রোঽপি কেনচিদ্ দ্রুতপাদ উচ্চলিতুং ন শক্নোত্যেব ॥ ৭৬
(১৫) উরুযুগলং, (১৬) অদঃ উরুদ্বয়ং (১৭) যন্ গচ্ছন্ ॥ ৭৭

যাহার ইচ্ছাবশে জঙ্গম জীবের বিচরণের কারণস্বরূপ বায়ু প্রবাহিত হয়, অতি দ্রুতগামী মনও যাঁহাকে ধরিতে পারে না, অহো! সেই প্রভু মায়ের হস্তদ্বয় আশ্রয় করিয়া চলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার লীলা, অতএব পণ্ডিতগণেরও তর্কের অগোচর ॥ ৭৫

তখন জননীকর্তৃক আকৃষ্ট হইয়াও তিনি দ্রুতবেগে চলিতে পারিতেছিলেন না, মনে হয় নিজ তাপশান্তির জন্য ধরণী নিজ করদ্বয়ে প্রভুর পাদপদ্মযুগল ধারণ করিতেছিলেন ॥ ৭৬

আমার সুকোমল জানুদ্বয়ের পরস্পর সংঘর্ষণে ক্লেশ প্রাপ্ত হইব—এইরূপ মনে করিয়াই যেন প্রভু কিঞ্চিৎ বক্রভাবে জানুদ্বয় বিস্তার করিয়া ধীরে ধীরে গমন করিতেছিলেন। তাহাতে তিনি সকলেরই আনন্দ বিধান করিয়াছিলেন ॥ ৭৭

কৃতে চরণচালনে কনক-নূপুরাভ্যাং তদা
ব্যধায়ি মৃদুশিঞ্জিতং চটক-নিস্বনস্পর্দ্ধি যৎ।
নিশম্য তদসৌ পরাং মুদমবাপ্নুবন্ সাদ্ভুতাং
ক্ষিপন্ ক্ষিপন্ পদমনেকধা ভৃশমানন্দয়ন্মাতরম্ ॥ ৭৮

কদাচিত্তু ভিত্তিমালম্ব্য স্বয়মেব দণ্ডায়মানোঽয়মানো মন্থর-মন্থরং তিরোহতি-রোচিষ্ণু-হাসশোভি-বদনকমলো ন কমলোকত তত্রস্থং জনং, জননী তু তদবলোক্যা-লোক্যা-(১৭) নন্দমবাপ্য তমঙ্কে নিধায়ং (১৮) কারয়ামাস পয়োধর-পয়সঃ ॥ ৭৯

পূর্ণে তস্য স্তন্যরসরসনে নিদ্রোদয়েন জৃম্ভাং বিদধানস্য বদনে দরোদিতং দশনদ্বয়ং দৃষ্ট্বা বিতর্কয়ামাস ॥ ৮০

বিন্দূ ইমে কিমু পয়োধর-দুগ্ধজাতৌ
কিং মৌক্তিকে কিমথবা করকস্য (১৯) বীজে।
আ জ্ঞাতমস্মদনুসেবন-তোষিতস্য
ধাতুঃ প্রসাদলবতোঽভ্যুদিতৌ হি দন্তৌ ॥ ৮১

(১৭) অলোক্যেতি লোকাতীত ইত্যর্থঃ, (১৮) পানং, ধেট্ পানে ষঞ্ ॥ ৭৯
(১৯) দাড়িম্বস্য ॥ ৮১

প্রভু চরণ চালনা করিলে তাঁহার চরণস্থিত সুবর্ণ নূপুরযুগল তখন যে চটকধ্বনি-বিনিন্দি মৃদু শিঞ্জন করিতেছিলেন, তাহা শুনিয়া তিনি পরম বিস্ময় ও আনন্দ লাভ করিতেছিলেন—এইভাবে বহুপ্রকারে বহুবার পদক্ষেপ করিতে করিতে তিনি জননীকেও অত্যন্ত আনন্দিত করিতেছিলেন ॥ ৭৮

কোন সময়ে প্রভু ভিত্তি অবলম্বন করিয়া নিজেই দণ্ডায়মান হইয়া ধীরে ধীরে গমন করিতেছিলেন এবং অতি উজ্জ্বল হাস্যশোভিত বদনকমলে তত্রস্থ কোন্ ব্যক্তিকে বক্রদৃষ্টিতে অবলোকন করিতেছিলেন না? জননী তাহা দেখিয়া অপার আনন্দ লাভ করিয়া তাঁহাকে কোলে লইয়া স্তনদুগ্ধ পান করাইয়াছিলেন ॥ ৭৯

তাঁহার স্তনদুগ্ধ পান শেষ হইলে নিদ্রার আগমনে বিশ্বম্ভর যখন জৃম্ভা (হাই) ত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহার বদনে ঈষৎ উদ্‌গত দন্তযুগল দর্শনে জননী বিতর্ক করিয়াছিলেন ॥ ৮০

ইহা কি স্তনদুগ্ধজাত বিন্দুদ্বয়! কিংবা মৌক্তিকযুগল, অথবা দাড়িম্ববীজদ্বয়?

অথ নিদ্রানন্দ-নিমগ্ন-নয়ন-নলিনং নিজনন্দনং নিরীক্ষ্যানন্দিতা নীলাম্বরনন্দনা নিভৃতনিনাদা নব নবনীতসদৃশে শয়নীয়ে শায়য়ন্তী স্বয়মপ্যশয়িষ্ট ॥ ৮২

চুকুচ্চুকুদিতি স্তনং প্রপিবতো মুদা দক্ষিণং
পরত্র (২০) দধতোঽপরং (২১) নিজকরং জনন্যা স্তনে।
অবামমুদরোপরি (২২) প্রমৃদু জানু বিন্যস্যতঃ
প্রভো ভুবনমোহনং হৃদি দধামি নিদ্রায়িতম্ ॥ ৮৩

ইতীত্যাদি শ্রীগৌর-লীলামৃতে শ্রীগৌর-প্রথমবাল্যবিলাসো নাম পঞ্চম আস্বাদঃ ॥

---

(২০) বামস্তনে, (২১) দক্ষিণং (২২) উদরে ইত্যর্থঃ ॥ ৮৩

অহো! জানিলাম, বিধাতা আমাদের নিরন্তর সেবায় সন্তুষ্ট হওয়ায় তাঁহারই অনুগ্রহবলে ইহার দন্ত দুইটি উদিত হইয়াছে ॥ ৮১

অনন্তর নিদ্রানন্দে পুত্রের নয়নকমল মুদ্রিত হইতেছে দেখিয়া নীলাম্বর-দুহিতা আনন্দিত হইয়া নিঃশব্দে নূতন নবনীত সদৃশ অতি শুভ্র শয্যায় তাঁহাকে শয়ন করাইয়া নিজেও পার্শ্বে শয়ন করিয়াছিলেন ॥ ৮২

প্রভু "চুকুচ্চুকুৎ" শব্দে জননীর দক্ষিণ স্তন আনন্দে পান করিতেছেন, তাঁহার বামস্তনে নিজের দক্ষিণ কর স্থাপন করিয়া আছেন এবং তাঁহার উদরোপরি অতিমৃদুভাবে দক্ষিণ জানু স্থাপন করিয়া আছেন—প্রভুর এইপ্রকার ভুবনমোহন নিদ্রায়িত অবস্থা আমি হৃদয়ে ধারণ করি ॥ ৮৩

ইতি শ্রীগৌরলীলামৃতে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রথম বাল্যবিলাস নামক পঞ্চম আস্বাদ ॥

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-চম্পূঃ

—:(*):—

ষষ্ঠ আস্বাদঃ

অথ দিবসান্তরে সাহন্তরেণ সখী-সমুদয়ন্তী সমুদয়ং (১) সুতং লালয়ন্তী ভালয়ন্তী ভাবেন তন্মুখসরোজমুরোজমুখস্রবৎক্ষীরাহক্ষীরা-স্নপিতবদনে (২)-দয়বদৎ ॥ ১

দর্শনেন তব মাধুরীততে, শ্চক্ষুষোঃ সফলজন্মতাজনি।
তাত! মাতরিতি মাং সকৃল্লপন্, সার্থকং কুরু মম শ্রবোযুগম্ (৩) ॥ ২

তমেতং জনন্যা ব্যাহারং নব্যাহারং (৪) ন লব্ধানেকদিনৌদনো (৫) জন ইব পরমপ্রীত্যাস্বাদ্য ভক্ত-পরবশো রবশোষিতবনপ্রিয়মদো (৬) যমদোদূয়মান-জগদানন্দনো (৭) নন্দনো মা মামেত্যর্দ্ধোদিতেনোদিতেনোচ্ছৎপ্রেম সমবোধয়ৎ ॥ ৩

---

(১) সখী-সমূহস্য মধ্যে উদয়মানা, (২) অক্ষোরিরয়া জলেন স্নপিতবদনা যুক্তমুখী ॥ ১

(৩) কর্ণদ্বয়ং ॥ ২ (৪) নূতনাহারং, (৫) ন লব্ধোহনেকদিনো ওদনানি যেন,

(৬) রবেণ শোষিতো বনপ্রিয়স্য কোকিলস্য মদো যেন, (৭) যমেন অন্তকেন দোদূয়মানস্য ভৃশং পীড্যমানস্য জগত আনন্দনঃ ॥ ৩

অনন্তর অন্য একদিন শচীদেবী সখীগণের মধ্যে উপস্থিত থাকিয়া পুত্রকে লালন করিতে করিতে প্রেমভরে তাহার মুখকমল নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহার স্তনের অগ্রভাগ হইতে তখন দুগ্ধ ক্ষরিত হইতেছিল ও তাঁহার বদন নয়নজলে প্লাবিত হইতেছিল। সেই অবস্থায় তিনি পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ১

বৎস! তোমার মাধুরীরাশি দর্শন করিয়া আমার নয়নযুগলের জন্ম সফল হইয়াছে। একবার আমায় "মা" বলিয়া আমার কর্ণদ্বয়ও সার্থক কর ॥ ২

যে ব্যক্তি বহুদিন যাবৎ কোনও অন্ন প্রাপ্ত হয় নাই (অর্থাৎ বহুদিনের অনাহারী) সেই ব্যক্তি নূতন আহার পাইলে তাহা যেমন অতিশয় আনন্দের সহিত

শ্রোতুং ববাঞ্ছ সকৃদেব সুতস্য বক্ত্রাৎ
শ্রীমচ্ছচী যদপি মাতৃপদং তথাপি।
পুত্রো মুহুস্তমবদদ্ যদসৌ স্বভক্তৈ-
রিষ্টং ফলং বহুগুণং প্রদদাতি কৃষ্ণঃ (৮)॥ ৪

ব্যাহারোঽপূর্ণোঽপি প্রভোরকার্ষীৎ স মাতরং মুদিতাম্।
অর্দ্ধোদিতোঽপি চন্দ্রঃ সাগরবেলাঃ (৯) ধিনোতি (১০) ন কিম্॥

সা চ পুত্রবদনাদনাকর্ণিতচরং (১১) শ্রুত্বা মাতৃপদৈকভাগং ভাগং (১২) স্বং সার্থকং মত্বা মিষ্টমিষ্টতমমদনীয় (১৩) মানীয় মান্যান্ বিপ্রানাদয়ামাস (১৪) নাদয়ামাস (১৫) চাশিষং সুতস্য॥ ৬

(৮) বহুগুণং কৃষ্ণেত্যন্বয়ঃ॥ ৪ (৯) সমুদ্রজলং, (১০) কম্পয়তি উদ্বেলয়তীত্যর্থঃ॥
(১১) পূর্ব্বমশ্রুতম্, (১২) ভাগ্যং, (১৩) ভোজ্যং, (১৪) ভোজয়ামাস,
(১৫) বাদয়ামাস॥ ৬

আস্বাদন করিয়া থাকে, সেই প্রকার জননীর ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া যমকর্তৃক নিরন্তর পীড়িত জগতের আনন্দপ্রদ, ভক্তাধীন শচীনন্দন মধুররবে কোকিলের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া "মা মা মা" এইরূপ অর্দ্ধস্ফুট শব্দ উচ্চারণ করতঃ জননীর প্রেম সম্যক্ জাগরিত করিয়াছিলেন॥ ৩

শ্রীশচীদেবী যদিও পুত্রের মুখ হইতে একবার মাত্র "মাতৃশব্দ" শুনিতে চাহিয়াছিলেন, তথাপি পুত্র পুনঃ পুনঃ তাহা বলিয়াছিলেন, কারণ ভগবান্ নিজভক্তগণের অভীষ্টফল বহুগুণ করিয়া প্রদান করেন॥ ৪

প্রভুর "মা মা" এই উক্তিটি অপূর্ণ হইলেও তাহা শুনিয়া জননী আনন্দিতা হইয়াছিলেন। চন্দ্র অর্দ্ধোদিত হইলেও তাহা কি সাগরবেলাকে উদ্বেলিত করে না?॥ ৫

শচীদেবী পুত্রের বদন হইতে অশ্রুতপূর্ব্ব মাতৃপদের একাংশ "মা" শব্দ শুনিয়া নিজের ভাগ্যকে সার্থক মনে করিলেন এবং অভিলষিত সুমিষ্ট ভোজ্যদ্রব্য আনয়নপূর্ব্বক মাননীয় বিপ্রগণকে ভোজন করাইয়া তাঁহাদের দ্বারা পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করাইয়াছিলেন॥ ৬

এবমুদারয়া মুদা রয়াদিব (১৬) দিবসেষষ্টনবেষু নবেষুপাতবৎ (১৭) প্রযাতেষু কদাচিৎ শ্রীবিশ্বম্ভরো বিশ্বম্ভরোপরি পরিসমালম্বমন্তরেণ (১৮) জানুকরসহায়কতাং স হায়কতাং (১৯) প্রকটয়ামাস চরণ-কমলেনৈব কেবলেন বলেন কিঞ্চিৎ প্রকটিতেন ॥ ৭ ॥

মন্দং মন্দং চরণকমলে মঞ্জুমঞ্জীরযুক্তে
ন্যস্য ন্যস্য প্রবলিত-সুখং মন্থরং সঞ্চরন্তম্ ।
স্মিত্বা স্মিত্বা মৃদু মৃদু মুখং মাতুরালোকমানং
ধ্যায়ং ধ্যায়ং মনসি বিভুমানন্দমাপ্নোমি বাঢ়ম্ ॥ ৮ ॥

তাস্য গতিলীলামাধুরীমালোক্য মোদসমুদ্রমগ্নমানসা মাতা মালিনীমুখমাননীয়-মহিলামণ্ডলীমাহূয় মহামহোৎসবমাততান ॥ ৯ ॥

---

(১৬) রয়াৎ বেগাৎ, (১৭) নূতনবাণপতনবৎ, (১৮) সমালম্বনং, বর্জ্জয়িত্বা, (১৯) জানুকরয়োঃ সহায়ভাবং বিনা চ, স হ স্ফুটং আয়কতাং গমনশীলতাং ॥৭॥

এইপ্রকার পরমানন্দে আট নয় দিবস নূতন শরপতনের ন্যায় দ্রুতবেগে গত হইলে একদা বিশ্বম্ভর ভূমির উপর বিনা অবলম্বনে জানু ও করদ্বয়ের সাহায্য ব্যতীত কেবলমাত্র চরণকমলের দ্বারা কিঞ্চিৎ বল প্রকটিত করিয়া গমনশীলতা প্রকাশ করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

প্রভু মনোহর নূপুরযুক্ত পাদপদ্মযুগল মন্দ মন্দ বিন্যাস করিয়া অতি সুখভরে ধীরে ধীরে গমন করিতেছেন এবং পুনঃ পুনঃ মৃদুমধুর হাস্য করিতে করিতে জননীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন—এইরূপে তাঁহাকে বারংবার ধ্যান করিয়া আমি মনে অপার আনন্দ অনুভব করিতেছি ॥ ৮ ॥

বিশ্বম্ভরের সেই গমনলীলামাধুরী দর্শনে শচীমাতার চিত্ত আনন্দসমুদ্রে মগ্ন হওয়ায় তিনি মালিনী প্রভৃতি মাননীয় মহিলাবৃন্দকে ডাকিয়া মহামহোৎসব করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

কদাচিত্তু পরিকরচয়ে রচয়েয়মহমিদং রচয়েয়মহমিদমিতি স্বস্বকার্য্যতৎপরে তথা জাত-স্বাপস্বাপত্যং (২০) শয়নে নিধায় জনন্যামনন্যামমরবাহিনীমিতায়াম (২১) মিতায়ামপ্রেমদিদৃক্ষিতপ্রভুলীলাবিশেষঃ (২২) শেষঃ স্বেচ্ছয়া ভূত্বা সামান্যসরীসৃপঃ সরীসৃপ (২৩) নগরং সকলং ভ্রমিত্বা গৌরাঙ্গস্যাঙ্গনমাজগাম ॥ ১০ ॥

তদ্রাগতমবগত্য গৌরাঙ্গো যোগনিদ্রাসঙ্গং বিগময্য গৃহান্নির্গত্য প্রাঙ্গণং রিঙ্গন্নাগপুঙ্গবেনাবলুলোকেঽবলোক্য চ মনসেদং পরামমৃশে ॥ ১১ ॥

> মৎসেবনীয়চরণঃ খলু বাসুদেবঃ,
> সোঽয়ং ভবেদিতি মনো মনুতে মদীয়ম্।
> বর্ণান্যথাত্ব-কলনেন (২৪) তু প্রত্যভিজ্ঞা
> নিঃসংশয়া ভবতি সা নহি কিং বিদধ্যাম্ ॥ ১২ ॥

---

(২০) জাতঃ স্বাপো নিদ্রা যস্য তৎ স্বাপত্যং পুত্রস্তৎ, (২১) অনন্যামদ্বিতীয়াম্ গঙ্গাং গতায়াম্, (২২) অমিত আয়ামো দৈর্ঘ্যং যস্য তেন প্রেম্না দিদৃক্ষিতঃ প্রভুলীলাবিশেষো যেন।

(২৩) সামান্য সর্পোভূত্বা বক্রং গচ্ছন্ ॥১০॥

(২৪) বর্ণান্যথাত্বদর্শনেন গৌরত্বদর্শনেনেতি ভাবঃ ॥১২॥

একদা পরিকরগণ "আমি এই কার্য্যটি করিব, আমি এই কার্য্যটি করিব" এইভাবে নিজনিজকার্য্যে নিযুক্ত হইল এবং নিদ্রিত পুত্রকে শয্যায় শয়ন করাইয়া জননী শচীদেবী একাকী গঙ্গায় গমন করিলেন। এমন সময়ে অসীম প্রেমভরে প্রভুর লীলাবিশেষ দেখিবার আকাঙ্ক্ষায় অনন্তদেব নিজের ইচ্ছাক্রমে সামান্য সর্পের আকার ধারণ করিয়া বক্র গতিতে সমস্তনগর ভ্রমণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের অঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১০ ॥

তাঁহার আগমন জানিয়া গৌরাঙ্গ যোগনিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৃহ হইতে বাহির হইয়া প্রাঙ্গণে হামাগুড়ি দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তখন নাগশ্রেষ্ঠ তাঁহাকে দেখিয়া মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

আমার মনে হইতেছে—ইনি যথার্থ আমার সেব্য বাসুদেব হইবেন কিন্তু ইহার অন্য প্রকার বর্ণ দর্শনে (অর্থাৎ গৌরবর্ণ দর্শনে) "ইনি যে তিনিই" আমার এই জ্ঞান নিঃসংশয় হইতেছে না। অতএব এক্ষণে আমার কি করা উচিত ? ॥ ১২ ॥

এবমনন্তে ভাবয়তি বয়তি সংশয়বসনং (২৫) স নন্দনঃ শচ্যাঃ স্বকরেণ তং পস্পর্শ। স চ তেন স্পৃষ্টঃ স্বস্য ভুজগতাং জগতাং মধ্যে প্রকাশয়িতুমনা মনাক্ কুপিত ইব স্বভোগস্য (২৬) পশ্চাদর্দ্ধং কুণ্ডলীকৃত্য পুরোর্দ্ধমুত্তোল্য বিস্তারিত ফণোঽবত-স্থে ॥১৩॥

তত্ত্বালোক্য শ্রীলবিশ্বম্ভরোঽসৌ
জ্ঞাত্বা হার্দ্দিং তস্য ভাবঞ্চ সম্যক্।
আবিষ্কৃত্বা শেষশায়িস্বরূপং
তস্যারুহ্যাবস্থিতঃ কুণ্ডলেঽভূৎ ॥ ১৪ ॥
নবীনাম্ভোদাভং কনকরুচিরাম্বরধরং
স্ফুরন্নানারত্নোজ্জ্বলবহুবিধালঙ্করণকম্।
চতুর্ভির্দোর্দণ্ডোল্লসদরিগদাশঙ্খনলিনৈ- (২৭)
র্মনোজ্ঞং তং দৃষ্ট্বা চিরমজনি শেষো জড়তনুঃ ॥ ১৫ ॥

(২৫) সংশয়রূপং বসনং বয়তি বিস্তারয়তি, (২৬) স্বশরীরস্য ॥১৩॥
(২৭) অরিঃ চক্রম্ ॥১৪॥

অনন্তদেব এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যখন সংশয়রূপ বসন বয়ন করিতেছিলেন অর্থাৎ সংশয়াপন্ন হইতেছিলেন, তখন শচীনন্দন আসিয়া নিজ করে তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন। তাঁহার স্পর্শে অনন্তদেব নিজের ভুজগত্ব সমস্ত জগতে প্রকাশ করিবার ইচ্ছায় যেন ঈষৎ কুপিত হইয়া নিজ শরীরের পশ্চাৎ অর্দ্ধাংশ কুণ্ডলী করিয়া এবং সম্মুখের অর্দ্ধাংশ উত্তোলন পূর্ব্বক ফণা বিস্তার করিয়া রহিলেন ॥১৩॥

তদ্দর্শনে শ্রীবিশ্বম্ভর তাঁহার হৃদয়ের ভাব সম্যক্ অবগত হইয়া শেষশায়িস্বরূপ প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহার কুণ্ডলে আরোহণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥১৪॥

তখন নবজলদকান্তি, স্বর্ণবর্ণ বসনধারী, নানারত্নখচিত বহুবিধ উজ্জ্বল ভূষণ শোভিত, চক্রগদাশঙ্খকমলযুক্ত চতুর্ভুজধারী মনোহর শেষশায়িরূপ দর্শন করিয়া অনন্তদেব মোহপ্রাপ্ত হইয়া বহুক্ষণ যাবৎ নিস্পন্দ শরীরে বর্ত্তমান ছিলেন ॥১৫॥

ক্ষণাদনন্তরমনন্তরমনীয়-চমৎকারকারকে তস্মিন্ রূপে শ্রীগৌরেণান্তর্ধাপিতেঽপি তেন (২৮) শেষেণ বিশেষেণ বিকারমানন্দজং (২৯) গোপয়িত্বাঽপ্যাত্মাত্মানং ধৈর্য্যং কিঞ্চিন্নিবেদয়িতুং যাবন্মানসং চক্রে, তাবদেব দেবধুনীজীবনেঽবনেজনং (৩০) বিধায় শচী গৃহমাজগাম ॥১৬॥

আগত্য চ ভয়ঙ্করভুজগোপরি পরিভ্রাজমানমানন্দসুতং (৩১) সুতং সমালোক্য-দরদরকম্পিকলেবরা (৩২) বরা ভক্তিমতীনাং মতীনাং গোচরতারহিতেন ভাববিশেষেণ বিষেণ বিহ্বলিতেবাচেতনা নিপপাত ॥১৭॥

পাতশব্দং তস্যাঃ শ্রুতিগোচরীকৃত্য কৃত্যান্তরমন্তরসা (৩৩) বিহায় বিহায়স ইবাতিবেগেন তত্রাজগ্মুরবলা রবলাবণ্যশূন্যাং (৩৪) শচীং নিশাম্য (৩৫) প্রাপ্তভিয়োঽভিযোগৈঃ শীতল-সলিলস্য সমীরণ-সমীরণৈশ্চ (৩৬) তাং চেতয়ামাসুরপি ॥১৮॥

(২৮) অপিতেন তেনাপীত্যন্বয়ঃ, (২৯) বিকারঃ অশ্রুপুলকাদিকম্, (৩০) স্নানং ॥১৬॥ (৩১) আনন্দং সৌতি জনয়তি ইতি আনন্দসূঃ তং পুত্রং, (৩২) সাতিশয়ভয়কম্পিতশরীরা ॥১৭॥ (৩৩) কর্ম্মান্তরং বেগেন ত্যক্ত্বা পক্ষিণ ইব, (৩৪) রবেণ লাবণ্যেন চ শূন্যাং রহিতাং, (৩৫) দৃষ্ট্বা, (৩৬) বায়ুপ্রেরণৈশ্চ ॥১৮॥

ক্ষণকাল পরে শ্রীগৌরসুন্দর অনন্তরমণীয় ও চমৎকারজনক সেই রূপ অন্তর্হিত করিলে অনন্তদেবও বিশেষভাবে আনন্দজনিত অশ্রুকম্পপুলকাদি বিকার গোপন করত ধৈর্য্যধারণ করিয়া যখন কিছু নিবেদন করিতে মনে করিলেন, তখনই সুরধুনীজলে স্নান করিয়া শচীদেবী গৃহে আসিলেন ॥১৬॥

আসিয়া দেখিতে পাইলেন "ভয়ঙ্কর সর্পের উপর তাঁহার আনন্দজনক পুত্র বিরাজ করিতেছে।" তাহা দেখিয়া পরম ভক্তিমতী শচীদেবীর শরীর মহা ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল এবং বিষবিহ্বলার ন্যায় মনবুদ্ধি প্রভৃতির অগোচর ভাববিশেষে অচেতন হইয়া নিপতিতা হইলেন ॥১৭॥

তাঁহার পতন শব্দ শ্রবণ করিয়া অন্যান্য রমণীগণ সত্বর কর্ম্মান্তর পরিত্যাগ করিয়া পক্ষিদিগের ন্যায় বেগাতিশয়ে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা শচীকে নীরব ও লাবণ্যরহিত (বিবর্ণ) দেখিয়া ভীতা হইলেন এবং শীতল জল-সেচন ও বায়ুসঞ্চালন (ব্যজন) করিতে করিতে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন ॥১৮॥

সা চ প্রাপিত-চেতনা পরিজনৈরুত্থায় পৃথিবীতলাদ্
দৃষ্ট্বা কুণ্ডলিকুণ্ডলোপরি সুতং তত্রাভ্যয়াল্লির্ভয়া।
স্নেহো যদ্বলবত্তরঃ স্ববিষয়স্যানিষ্টসম্ভাবনে
নানিষ্টায় নিজাশ্রয়স্য (৩৭) দদতে কাণ্ডং কচিদ্ ভাসিতুম্ ॥ ১৯

অন্যাস্তু ভীমভুজগোপরি গৌরচন্দ্রং
দৃষ্ট্বাতিভীতহৃদয়াঃ পরিশুষ্কবক্ত্রাঃ।
হা রক্ষ রক্ষ গরুড়েতি সবাষ্পমুচ্চৈ
শ্চক্রন্দুরস্ততনবো লুলুঠুশ্চ ভূম্যাম্ ॥ ২০ ॥

শচী তু দোর্ভ্যাং নিজপুত্রমঙ্কে-
নিধায় লেভে পরমপ্রমোদম্।
চিন্তামণিং হারিতমত্রলব্ধা
পুনর্যথা লুব্ধজনোহশ্নুতে তম্ (৩৮) ॥ ২১ ॥

(৩৭) নিজাশ্রয়স্য অনিষ্টায় ভাসিতুং কাণ্ডমবসরং ন দদাতীত্যন্বয়ঃ ॥১৯॥
(৩৮) তং প্রমোদমশ্নুতে ভুঙ্‌ক্তে ॥২১॥

শচীদেবী পরিজনদিগের দ্বারা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ভূতল হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং পুত্রকে সর্পের কুণ্ডলোপরি দেখিয়া নির্ভয়ে তথায় গমন করিলেন। যেহেতু, অতি বলবান্ স্নেহ নিজ বিষয়ের অনিষ্ট সম্ভাবনা থাকিলে নিজ আশ্রয়ের অনিষ্টকে কখনও প্রকাশ পাইবার অবসর দেয় না অর্থাৎ আশ্রয়কে নিজ অনিষ্ট চিন্তা করিবার সময় দেয় না ॥ ১৯

অন্য রমণীগণ গৌরচন্দ্রকে ভয়ঙ্কর সর্পের উপর দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন। তাঁহারা শুষ্ক বদনে 'হা গরুড়! হা গরুড়! রক্ষা কর, রক্ষা কর" বলিয়া অশ্রুমোচন করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন এবং ভূমিতে পতিত হইয়া লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন ॥ ২০

শচীদেবী বাহুযুগল দ্বারা নিজ পুত্রকে কোলে তুলিয়া লইলেন এবং চিন্তামণি হারাইয়া গেলে পুনরায় তাহা প্রাপ্ত হইয়া লুব্ধ ব্যক্তি যেমন আনন্দ ভোগ করে তিনিও পুত্র পাইয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন ॥ ২১

দৃষ্ট্বাঙ্কোপরি নিহিতং সুতং জনন্যাঃ
সর্ব্বাস্তাঃ ধরণিতলাৎ ক্ষণাদুদস্থুঃ।
কিং ভাগ্যং মহদিতি সাশ্রমালপন্ত্যঃ
সানন্দং বত সমবারিষুশ্চ (৩৯) দেবীম্ ॥ ২২ ॥

তাসাং পূর্ব্বং দুঃখবিস্তারকালে
পশ্চাদপ্যানন্দসন্দোহকালে।
ধারাশ্রূণামেকধৈবাবিরাসী
দৌষ্ণ্যং শৈত্যঞ্চাভিনৎ কেবলং তাম্ (৪০) ॥ ২৩ ॥

অথ স খলু ব্যালবরোঽলবরোপিতানন্দমতি (৪১) রতিরভসেন জলনির্গম-বাটীতো (৪২) বাটীতোঽমুষ্যা নিষ্ক্রম্য তিরোদধৌ রোদধৌতবদনঃ (৪৩) ॥২৪

(৩৯) আবৃতবত্যঃ ॥২২॥

(৪০) তামশ্রুধারাম্ অভিনৎ বিভেদ ॥২৩॥

(৪১) অলবমধিকং যথাস্যাত্তথা রোপিত আনন্দো যত্র সা মতি র্যস্য সঃ (৪২) অয়ো বাটঃ পন্থা বাটী জল নির্গমদ্বারেণ বাটীতো বাস্তুস্থানাৎ, (৪৩) অশ্রুপ্রক্ষালিতমুখঃ ॥২৪॥

জননীর অঙ্কের উপর পুত্রকে বিদ্যমান দেখিয়া সেই সকল নারীগণ তৎক্ষণাৎ ধরণী হইতে উত্থিত হইলেন এবং অশ্রুপূর্ণ নয়নে "কি মহাভাগ্য" এই কথা বলিতে বলিতে সানন্দে শচীদেবীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন ।।২২

পূর্ব্বে অত্যন্ত দুঃখের সময় এবং পরে প্রচুর আনন্দের সময় তাহাদের অশ্রুধারা একভাবেই আবির্ভূত হইয়াছিল তবে উষ্ণতা ও শীতলতা সেই অশ্রুধারাকে পৃথক্ করিয়াছিল ।।২৩

অনন্তর সেই সর্পরাজ মহানন্দপূর্ণমনে জল বাহির হইবার পথ প্রণালিকা দিয়া সেই বাটী হইতে অশ্রুপ্লাবিত বদনে অতিবেগে নির্গত হইলেন ।।২৪

ইহ তু শচীপ্রভৃতয়ো ভুতয়োরগস্পর্শেনাঽশঙ্কয়া শঙ্কয়া প্রক্রিয়য়া স্থাদিত্যা-(৪৪) কুলতয়া লতয়াঽপরাজিতয়া রাজিতয়া রক্ষাং ববন্ধুরতিবন্ধুরতিষ্যোৎপাটিতাঃ (৪৫) পরাশ্চৌষধীরঙ্গেষু শ্রীগৌরাঙ্গস্য ॥ ২৫ ॥

> উচ্চারণেন রুচিরা লসতঃ পদস্য (৪৬)
> তস্যৈব সুন্দরতরা স্খলনেন জাতু (৪৭)
> গৌরপ্রভোরথ তদা পরিপূর্ণভাবং
> বাণী তথা গতিরপি (৪৮) প্রতিপদ্যতে স্ম ॥ ২৬ ॥

তদা চ তয়োরাস্বাদনায় জাতলালসাঃ পুরজনা রজনাবপি তস্য ত্যক্তুমাসন্নমাসন্ন-ক্ষমাঃ (৪৯) ক্ষমাবন্তোঽপি। স চ তৈস্তত্তদ্বাক্যং শিক্ষিতঃ পুনঃ পৃষ্টৈশ্চৈব-মাচষ্ট ॥ ২৭ ॥

---

(৪৪) সর্পস্পর্শেন পুষ্টয়া আশঙ্কয়া, কয়া প্রক্রিয়য়া শং সুখং স্থাদিত্যন্বয়ঃ, (৪৫) অতি-সুন্দরীঃ পুষ্যোৎপাটিতাঃ ॥২৫॥

(৪৬) পদস্য তিঙন্তাদেরুচ্চারণেন, পক্ষে পদস্য চরণস্য উত্তোলনেন, রলয়োরৈক্যাৎ ; (৪৭) কদাচিৎ, (৪৮) তস্য পদস্য স্খলনেন বাণী গতিশ্চ। ॥২৬॥

(৪৯) তয়োঃ বাণীগত্যোঃ, ক্ষমাবন্তোঽপি পুরজনা রজনৌ অপি তস্য আসন্নং নিকটং ত্যক্তুং ক্ষমা ন আসন—ইত্যন্বয়ঃ ॥২৭॥

এ দিকে শচী প্রভৃতি সকলে পুত্রের সর্পস্পর্শজনিত অত্যন্ত ভয়ে "কোন প্রক্রিয়া দ্বারা তাহার মঙ্গল হইতে পারে" এ বিষয়ে ব্যাকুল হইয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহারা সুন্দর অপরাজিতা লতার দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গের রক্ষা বন্ধন করিয়াছিলেন এবং পুষ্যানক্ষত্রে উৎপাটিত অতি সুন্দর শ্রেষ্ঠ ওষধিসমূহ তাহার অঙ্গে বাঁধিয়া-ছিলেন ॥ ২৫ ॥

অনন্তর একদিকে শ্রীগৌরপ্রভুর মনোজ্ঞপদের উচ্চারণে সুন্দর এবং তাহার স্খলনে অধিকতর সুন্দর বাক্য, অন্যদিকে তাঁহার কমনীয় চরণের উত্তোলনে মনোহর এবং তাহার স্খলনে আরও অধিক মনোহরগতি উভয়ই তখন পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ২৬ ॥

কিন্নামাসি পিতস্তং, বদ বদ বিশ্বম্ভরোঽস্মি গৌরোঽস্মি।
তাতস্তব কো ব্রূহি, শ্রীলজগন্নাথমিশ্রঃ সঃ ॥ ২৮ ॥

এবং বাগ্‌বিলাসৈঃ প্রমোদিতাদিতাখিলসন্তাপা-(৫০) স্তে কদাচিৎ কদাচিৎ সুখকরকরতালিকালিকাভিস্তং নর্ত্তয়ন্তি স্ম, তদানীন্তনী তস্য সুষমা স্মৃতিপথমারূঢ়া কং ন মোহয়তি ? ॥ ২৯ ॥

তথাহি—সূক্ষ্ম-শ্যামল-নাতিদীর্ঘচিকুরো নাসাগ্রজাগ্রন্মণিঃ
শ্রীমৎকজ্জল-শোভিলোচনযুগো গোরোচনা-চিত্রকী (৫১)
মুক্তাহার-সুবর্ণদাম-বিলসদ্বৎ-সোঽঙ্গদী কিঙ্কিণী-
শ্রেণী-নূপুর-শিঞ্জিতেন মধুরং গৌরো ননর্ত্তাঙ্গনে ॥ ৩০

(৫০) খণ্ডিতসকলসন্তাপাঃ, ॥২৯॥
(৫১) গোরোচনাতিলকবান্ ॥৩০॥

সেই সময়ে পুরবাসী জনসকল প্রভুর বাক্য ও গতি আস্বাদন (অর্থাৎ শ্রবণ ও দর্শন) করিবার জন্য লালসান্বিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা সহিষ্ণু হইলেও তখন রাত্রিকালেও প্রভুর নিকট ত্যাগ করিতে পারিতেন না। তাঁহারা প্রভুকে যে যে বাক্য শিখাইতেন, পুনরায় তাহা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি এইরূপ বলিতেন ॥ ২৭ ॥

তাঁহারা বলিতেন—বাপ্! তোমার নাম কি ? বল বল ? প্রভু উত্তর দিতেন—আমি বিশ্বম্ভর। আমি গৌর! পুনরায় তাঁহারা বলিতেন—"তোমার বাপ্ কে বলত ?" তিনি বলিতেন—"শ্রীল জগন্নাথ মিশ্র" ॥ ২৮ ॥

এইরূপে প্রভুর সুমধুর বাক্যোচ্চারণ শুনিয়া তাঁহারা অত্যন্ত আনন্দিত হইতেন ও তাঁহাদের সকল সন্তাপ দূর হইত। কখনও কখনও তাঁহারা সুখকর করতালি দিয়া তাহাকে নৃত্য করাইতেন; প্রভুর তাৎকালিক সৌন্দর্য্য স্মৃতি পথে আরূঢ় হইলে কাহাকে না মুগ্ধ করিয়া থাকে ? ॥ ২৯ ॥

অহো মস্তকে সূক্ষ্মশ্যামল নাতিদীর্ঘ কেশ, নাসিকার অগ্রভাগে উজ্জ্বল মনি, নয়ন যুগলে সুন্দর কজ্জল শোভা, ললাটে গোরোচনার তিলক, বক্ষে মনোহর মুক্তাহার

সা নেত্রভঙ্গী পদচালনা সা
সা বাহু বিক্ষেপণ-দিব্যলীলা।
গৌরস্য যৈর্যৈরীক্ষি তদা মনুষ্যৈ-
স্ত এব লোকে বরজন্মভাজঃ ॥৩১॥
যদা যদাঽসাবুদতোলয়ৎ প্রভু
র্ধরাতলাৎ পাদসরোরুহং নটন্।
তদা তদা সোঢ়ুমযোগমক্ষমৈ-
রদো (৫২) নু ধর্তুং কিমডায়ি রেণুভিঃ ॥৩২॥
স নৃত্যসময়ে হরিং বদ হরিং বদেত্যুচ্চরন্
দদাতি করতালিকাং প্রমদমগ্নচিত্তো যদা।
তদা তু সকলো জনঃ কুতুকমোদচিত্রান্বিতো
হরিং বদ হরিং বদেত্যসকৃদুচ্চকৈর্গায়তি ॥৩৩॥

(৫২) অদঃ পাদসরোরুহং ধর্তুং রেণুভিঃ কিম্ অডায়ি উড্ডিনম্? ॥৩২॥

ও সুবর্ণদাম এবং বাহুদ্বয়ে অঙ্গদ (বাজু) ধারণ করিয়া গৌর অঙ্গনে কিঙ্কিনী শ্রেণী ও নূপুরের ধ্বনির সহিত অতি মধুরভাবে নৃত্য করিতেন ॥৩০

নৃত্যকালে গৌরের সেই নয়নভঙ্গী, সেই পদচালনা, সেই মনোহর বাহুক্ষেপণলীলা, যাঁহারা দর্শন করিয়াছেন, এ সংসারে তাঁহারাই সার্থকজন্মা (তাঁহাদেরই জন্মগ্রহণ সার্থক) ॥৩১

প্রভু নৃত্য করিতে করিতে যে যে সময়ে ধরাতল হইতে চরণকমল উত্তোলন করিতেন তখন (মনে হইত) তাঁহার পাদপদ্মের বিচ্ছেদ সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া রেণু সকল কি উহা ধরিবার জন্য উড়িয়া যাইত? ॥৩২

প্রভু নৃত্যকালে যখন "হরি বোল, হরি বোল" বলিতে বলিতে আনন্দে মগ্ন হইয়া করতালি দিতেন, তখন সকল লোকে কৌতুক, আনন্দ ও বিস্ময়যুক্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ "হরি বোল, হরি বোল," বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেন ॥৩৩

এবং নৃত্যদর্শনামিষেণামিষেণাগুজ্জানিব প্রলোভ্যমানবানবাধং নিজনাম গাপয়ামাস্যা পয়ামাসাপি পরমানন্দং নন্দনো মিশ্রপুরন্দরস্য ॥৩৪

এবং ক্রমেণ কিঞ্চিচ্চঞ্চলতাঞ্চলতা বিভুনা কদাচিৎ কদাচিদ্ধামিতো বিনিষ্ক্রম্য প্রতিবেশবাসিনাং বেশ্মাস্যপি প্রবিশ্য বহুবিধা বিধাতুমারেভিরে বিলাসাঃ ॥৩৫

কচিন্নটতি যোষিতাং ততিভিরর্থিতঃ সুন্দরং
মনোজ্ঞ-করতালিকামনুসরন্নমূভিঃ (৫৩) কৃতী।
কচিৎ প্রণয়শালিভির্নিজজনৈঃ প্রদত্তং মুদা
সমত্তি (৫৪) কদলী সিতা দধি-পয়োবিকারাদিকম্ (৫৫) ॥৩৬॥

(৫৩) অমূভি র্যোষিদ্‌ভিঃ, (৫৪) ভুঙ্‌ক্তে, (৫৫) পয়োবিকারাদিকম্ আমিক্ষাদিকম্ ॥৩৬

এইরূপে মিশ্রপুরন্দরনন্দন আমিষের (মাংসাদি লোভনীয় বস্তুর) দ্বারা মৎস্যদিগকে প্রলোভিত করিবার ন্যায় নৃত্য প্রদর্শন করাইবার ছলে মানবগণকে প্রলোভিত করিয়া নির্ব্বাধে নিজনাম গান করাইয়া পরমানন্দ প্রদান করিতেন ॥৩৪

এই প্রকারে প্রভু ক্রমে ক্রমে কিঞ্চিৎ চঞ্চলতা অবলম্বন পূর্ব্বক কখনও কখনও বাটী হইতে বহির্গত হইয়া প্রতিবেশিগণের গৃহে প্রবেশ করত নানাবিধ লীলা করিতে আরম্ভ করিতেন ॥৩৫

যথা—কখনও রমণীগণের প্রার্থনায় প্রভু তাঁহাদের মনোহর করতালির অনুসরণ করিয়া সুন্দর নৃত্য করিতে কখনও প্রণয়াস্পদ নিজজনকর্ত্তৃক প্রদত্ত কদলী, শর্করা ও ক্ষীর, সর, ছানা, নবনীতাদি সানন্দে ভোজন করিতেন ॥৩৬

কদাচিত্তু গৃহজনেষু স্থানান্তরং প্রযাতেষ্ যা তেষু কর্ত্তুং নোচিতা, তাং তরলতাং বিরলতাং বিন্দন্নাচরতি ॥ ৩৭ ॥

যথা—ক্বচিৎ ভুঙ্‌ক্তে দেবার্চ্চনবিহিত-নৈবেদ্যমখিলং
ক্বচিৎ পিত্রর্চ্চার্থং চিতমতিমুদা বস্তুসকলম্।
ক্বচিদ্ গঙ্গাপূজা-বিরচনকৃতে কল্পিতমহো
ক্বচিৎ স্বাস্বাদার্থং নিহিতমতিযত্নেন রহসি ॥৩৮॥

যদি তত্তল্লীলাং কুর্ব্বতি তস্মিন্ কশ্চিৎ কদাচনায়াতি, নায়াতিনিপুণঃ (৫৬) স তু তদা সাটোপমিদং রটতি ॥ ৩৯ ॥

ভদ্রং ভদ্রময়ে সমেধি যদিহ ত্বদ্‌গেহবর্ত্তী জনঃ
সোঽস্মাবাগ্রহ-পূর্ব্বকং কিয়দিদং দত্তাত্তুমন্নাদিকম্ (৫৭)।
মামাস্থাপ্য গৃহস্থ রক্ষণকৃতে জানে না কুত্রাভ্যয়াৎ
ত্বং দৃষ্ট্বা নয়ং সর্ব্বগাত্রাবিভবং গেহং ব্রজাম্যস্মি (৫৮) তু ॥ ৪০ ॥

(৫৬) নীতৌ অতিনিপুণঃ ॥৩৯॥
(৫৭) অত্তুং ভোক্তুং (৫৮) অস্মীত্যব্যয়ম্ অহমিত্যর্থঃ ॥৪০॥

কখনও গৃহস্থিত জনসকল স্থানান্তরে প্রস্থান করিলে তাহাদের নিকট যে চঞ্চলতা করা অনুচিত, প্রভু নির্জ্জনতা প্রাপ্ত হইয়া তখন সেখানে সেইরূপ চঞ্চলতা করিতেন ॥ ৩৭ ॥

যথা—প্রভু কখনও দেবপূজার জন্য প্রস্তুত সমস্ত নৈবেদ্য, কখনও পিতৃ-পুরুষগণের অর্চ্চনার নিমিত্ত পরমানন্দে সঞ্চিত দ্রব্যাদি, কখনও গঙ্গাপূজা করিবার জন্য প্রস্তুত দ্রব্যসকল, কখনও বা নিজেদের আস্বাদনের জন্য অতিযত্নে গোপনে রক্ষিত দ্রব্যসমূহ খাইয়া ফেলিতেন ॥ ৩৮ ॥

যদি ঐ প্রকার লীলা করিবার সময় সেখানে কখনও কেহ আসিয়া উপস্থিত হইতেন, অতি নীতিকুশল (সুচতুর) প্রভু তখন সগর্ব্বে এই কথা বলিতেন ॥ ৩৯ ॥

"অয়ে! আপনি আসিয়াছেন, ভাল হইয়াছে, ভাল হইয়াছে। যেহেতু আপনাদের গৃহের একব্যক্তি আগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে ভোজন করিবার জন্য কিছু

এবমুক্ত্বা মুক্ত্বা ভোজনং জনং তং বঞ্চয়িত্বাঞ্চয়িত্বা (৫৯) চ বিস্ময়ং স্বয়ং কুর্ব্বন্ পলায়তে। যদি তু তত্র কোঽপি গৃহী সদ্বিতীয়ো ন ভবতি, তদা স পরিহসন বদতি ॥ ৪১ ॥

রে ধূর্ত্তরাজ! মম সদ্মনি কোঽপি লোকো
মমান্তরেণ ন পরোঽস্তি কদাচনাপি।
আস্থাপয়ত্তদিহ কো নু জনো বত ত্বাং
তদ্‌ব্রূহি মিশ্রপুরন্দরপুত্র! যথার্থমেব ॥৪২॥

এবং তস্য বচনমাকর্ণ্য সচমৎকারমিব—

ত্বত্তঃ পরোঽস্তি যদি সদ্মনি নাত্র লোক—
স্তর্হ্যেতদদ্ভুততমং ভবতি দ্বিজাগ্র্য।
কিন্ত্বস্মি তং পরিচিনোমি ততো বিধৃত্য
দ্রাগানয়েয়মিতিলপ্য (৬০) পলায়তেঽস্রাক্ ॥৪৩॥

(৫৯) প্রাপষ্য ॥৭১॥

(৬০) ইতিলপ্য এবং কথয়িত্বা ॥৪৩॥

অস্মাদি প্রদান করিয়া গৃহরক্ষার নিমিত্ত আমাকে এখানে রাখিয়া না জানি, কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, আপনি নিজ সম্পত্তি সকল দেখিয়া লউন, আমি ঘরে যাই" ॥ ৪০ ॥

এই বলিয়া ভোজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই ব্যক্তিকে বঞ্চিত ও বিস্ময়ান্বিত করিয়া গৌরসুন্দর মৃদুমন্দ হাসিতে হাসিতে পলায়ন করিতেন, কিন্তু যদি সেই গৃহস্বামীর অপর কেহ না থাকিত, তবে তিনি (গৃহস্বামী) প্রভুকে পরিহাস করিয়া বলিতেন ॥ ৪১ ॥

রে ধূর্ত্তরাজ! আমার গৃহে আমি ব্যতীত কখনও অপর কোনও লোক নাই; অতএব মিশ্রবরপুত্র! যথার্থ বল,—কোন্ ব্যক্তি তোমাকে এখানে রাখিয়া গিয়াছে? ॥ ৪২ ॥

তাঁহার এই কথা শুনিয়া প্রভু যেন সবিস্ময়ে বলিতেন "হে দ্বিজবর! যদি এ ঘরে তোমা ভিন্ন অপর কোনও লোক না থাকেন, তাহা হইলে ইহা বড় অদ্ভুত কথা, কিন্তু আমি তাহাকে চিনি, অতএব শীঘ্র তাহাকে ধরিয়া আনিব" এই কথা বলিয়া গৃহের এক কোণে যাইয়া পলায়ন করিতেন ॥ ৪৩ ॥

যদি তু গৃহাদ্ বহির্ভবন্ কেনচিদ্ গৃহাধিকারিণা দৃশ্যতে, তদৈবমাচষ্টে—

অস্মিন্ গৃহে স্বীয়গৃহভ্রমেণ
প্রবিষ্টবানস্মি কথঞ্চিদেব।
বিধায় বন্ধোঽত্র মমোপকারং
প্রদর্শয়ে মাং স্বগৃহস্য মার্গম্ ॥৪৪॥

এবং গৃহে গৃহে বিচিত্রাশ্চাপল্যচর্য্যাঃ প্রপঞ্চয়তি গৌরচন্দ্রে কদাচিৎ কতিচিৎ প্রতিবেশবাসিন্যো বলিতা স্তন্মাতুঃ সমীপং প্রাপ্য তাস্তা বর্ণয়ামাসুস্তচ্ছ্রুত্বা সহাসমাহ স্ম মাতা—মা তাত! পরগৃহেষু চাপল্যমাচর, মা চরমজাত্যাচারো (৬১) দ্বিজসুতে শোভতে লোভলোলতাদিঃ; কিঞ্চ—

পরপুত্রস্য চাঞ্চল্যং কঃ সহেত সদা নরঃ।
স্বপুত্রস্যাপি (৬২) দৌরাত্ম্যং ন সেহে সগরো নৃপঃ ॥ ৪৫

(৬১) শূদ্রাচারঃ, জঘন্যজাত্যাচারো বা, অসমঞ্জসস্য, সগরঃ সূর্য্যবংশীয়ো রাজবিশেষঃ, স আত্মপুত্রস্যাসমঞ্জসনামকস্য দৌরাত্ম্যস্বভাবাত্তং নির্ব্বাসয়ামাস ॥ ৪৫ ॥

গৃহ হইতে বহির্গত হইবার সময় যদি প্রভুকে কোনও গৃহস্বামী দেখিতে পাইতেন, তখন প্রভু তাহাকে এই কথা বলিতেন।—

"আমি নিজের গৃহ-ভ্রমে এই ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলাম। অতএব বন্ধো! কিছু উপকার করত আমাকে নিজ বাটী যাইবার পথটি দেখাইয়া দাও" ॥ ৪৪

এইরূপে গৌরচন্দ্র গৃহে গৃহে নানাবিধ বিচিত্র চাঞ্চল্যময়ী লীলা বিস্তার করিতে থাকিলে একদা কয়েকটি প্রতিবেশিনী রমণী তাঁহার জননীর নিকট গিয়া সেই সকল ব্যাপার বর্ণনা করিলেন। তাহা শুনিয়া শচীমাতা সহাস্যে বলিলেন,—

বৎস! পরের গৃহে চঞ্চলতা করিও না। লোভ, চাঞ্চল্য প্রভৃতি নীচজাতির আচার কখনও ব্রাহ্মণপুত্রের শোভা পায় না। অধিকন্তু—সগর রাজা নিজ-পুত্রেরও দৌরাত্ম্য সহ্য করেন নাই; আর পরপুত্রের চাঞ্চল্য সর্ব্বদা কোন্ ব্যক্তি সহ্য করিতে পারে? ॥ ৪৫

এবং মাতুর্গিরমাকর্ণ্য মৃদুহসন-ভাসন-ভাসিত-ভবনান্তরো (ক) ভগবানভাষত—

মাতশ্চিরায় সহতে জনতা মমৈষা
চাপল্যমুৎকটমতো বিদধাম্যহং তৎ।
তন্নাসহিষ্যত যদীয়মহঞ্চ তর্হি
নৈবাকরিষ্যমিতি বিদ্ধি যথার্থমেব ॥৪৬॥

অত্র চিরায়েতি মম গোপালক-বালক-বার-বর্য্যত্বে (৬৩) হপীমে তদসহন্ত, হন্ত কথং মম ভূদেবতত্তায়াং ততায়াং (৬৪) ন সহিষ্যন্ত ইত্যান্তরোঽভিপ্রায়ঃ প্রকাশতে ॥ ৪৭

তদস্য বাক্যং নিশময্য সর্ব্বা
স্ত্রিয়ো হসন্ত্যো জগদুস্তদম্বাম্।
তবাত্মজং ভাগ্যবতীহ পূর্য্যাং
বাচা বিজেতুং ন জনোঽস্তি শক্তঃ ॥৪৮॥

(ক) মৃদুহসনেন ভাসনেন কান্ত্যা ভাসিতং ভবনমধ্যং যেন ॥ ৭৬ ॥
(৬৩) গোপবালসমূহশ্রেষ্ঠত্বে (৬৪) ব্রাহ্মণত্বে বিস্তৃতে ॥ ৮৭ ॥

মায়ের এইকথা শুনিয়া ভগবান্ মৃদুহাস্যচ্ছটায় গৃহের অভ্যন্তর আলোকিত করিয়া উত্তর দিলেন—"মা! বহুদিন যাবৎ এই সকল ব্যক্তি আমার তীব্র চাঞ্চল্য সহ্য করিতেছে। সুতরাং আমি তাহা করিব। যদি ইহারা সহ্য না করিত, তাহা হইলে আমিও করিতাম না—ইহা যথার্থই জানিও ॥ ৪৬

এইস্থানে "চিরায়" (অর্থাৎ বহুদিন যাবৎ) এই কথার দ্বারা —এই আভ্যন্তরীণ অভিপ্রায়টি বহুল পরিমাণে প্রকাশ পাইতেছে যে "আমি যখন সমস্ত গোপ বালকগণের শিরোমণি নন্দনন্দন ছিলাম, তখন ইহারা আমার এই প্রকার চাপল্য সহ্য করিয়াছিল। এখন আমার উন্নত ব্রাহ্মণ স্বরূপের এই চাপল্য কেন ইহারা সহ্য করিবে না? ॥ ৪৭

প্রভুর সেই বাক্য শুনিয়া সমস্ত নারীগণ হাসিতে হাসিতে তাঁহার জননীকে বলিলেন—"হে ভাগ্যবতি! এই নবদ্বীপ পুরীতে তোমার পুত্রকে বাক্যের দ্বারা জয় করিতে কেহ সমর্থ নহে ॥" ৪৮

অথ কদাচিদেকাকিতয়া দিবসাবসানসময়েঽধ্বনি ধ্বনিরহিততয়া ততয়া স্থিরতরয়া খেলতি গৌরচন্দ্রে বহুলোকপীড়াকরৌ নানেন্দ্রজাল বিদ্যাধরৌ অতএব সর্ব্বাদৃশ্যতা-প্রাপ্তিসমর্থতরৌ অতএব বিগতদরৌ (৬৫) যৌ তস্করৌ তত্রাজগ্মতুঃ ॥৪৯

আগত্য চাদৃষ্টচরং পরম-মনোহরং বিদ্যুদ্‌বিনিন্দিকান্তিধরং প্রভুবরং বিলোক্য প্রথমং হৈমীং প্রতিমামেব মত্বা মহামোদময়ৌ সমীপমাগত্য মানুষোঽয়-মিতি নিশ্চিত্য পরামম্রশতুঃ ॥৫০

প্রতিমা কানক্যভবন্ন বিধিবলতো ন চেন্মাভূৎ।
কানক-ভূষণযুক্তো বালোঽয়ং নঃ সুখং কর্ত্তা ॥৫১॥
কিন্তু যদীহ হরেমালঙ্করণৌঘং তদা স্বয়ং বালঃ।
ক্রন্দিষ্যতি তৎস্বগৃহং নীত্বৈনং সাধয়েমার্থম্ ॥৫২॥

(৬৫) গতভয়ৌ, ॥ ৪৯ ॥

অনন্তর একদা সায়ংকালে গৌরচন্দ্র পথে একাকী নিঃশব্দে ও স্থিরচিত্তে খেলা করিতেছিলেন, এমন সময় বহুজনের দুঃখদায়ক দুইটী চোর সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা নানাপ্রকার ইন্দ্রজাল বিদ্যা জানিত, সেই জন্য সকলের নিকটে অদৃশ্য হইতে অতিশয় সমর্থ ছিল এবং তজ্জন্য তাহাদের কোনও ভয় ছিল না ॥৪৯

তাহারা আসিয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব পরম মনোহর, বিদ্যুন্নিন্দিকান্তিধারী প্রভুবরকে দর্শন করিয়া প্রথমতঃ তাঁহাকে স্বর্ণ প্রতিমাই মনে করিয়া পরম আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়াছিল। অতঃপর তাহারা নিকটে আসিয়া তাঁহাকে "মানুষ" বলিয়া স্থির করতঃ বিচার করিতে লাগিল।—॥৫০

আমাদের দুরদৃষ্ট বশে যদি এটী সুবর্ণপ্রতিমা না হয়, না হউক কিন্তু স্বর্ণালঙ্কারযুক্ত এই বালকটী আমাদের সুখবিধান করিবে ॥৫১

কিন্তু যদি এইখানে অলঙ্কার সকল চুরি করি, তাহা হইলে বালকটী রোদন করিবে। অতএব ইহাকে নিজগৃহে লইয়া প্রয়োজন সিদ্ধি করিব ॥৫২

ইতি পরামর্শং নিশ্চিত্য বিশ্বম্ভরং জগদতুর্জগদতুলমাধুর্য্যধুর্য্য বৎস! বৎসরত্রয় পরিমিত এব ত্বমেকাকী বিহরসীহ রসীভবন্ (৬৬) ভবন্মাতা তু শুভবস্তুং ভবন্তং নাবলোক্য বিকলা কলারাবেন (৬৭) মুহুরাহ্বয়তি, তদেহি ভবন্তং গৃহং নয়াম, ন যাম সংপ্রতি স্বকার্য্যায়েতি ॥৫৩

ভগবাংস্তু তয়োস্তং মনোরথ-মনোরথবৎ (৬৮) স্বস্য পুরশোভাবলোক-নায়ানায়াসং সাধনং মত্বা নয়তং নয়তং চলতং চলতমিতি মুহুরুবাচ ॥৫৪

ততস্তয়োরেকো রেকোজ্ঝিতো (৬৯) দ্রুততমং তমংসে নিধায়াধাবদিতরস্তু তরস্তুতিং কুর্ব্বন্নব্রজৎ ॥৫৫

(৬৬) সুখীভবন্, (৬৭) মধুরশব্দেন। ৫৩।
(৬৮) অনোরথবৎ শকটবৎ রথবৎ॥ ৫৪ ॥

এইরূপ যুক্তি স্থির করিয়া তাহারা বিশ্বম্ভরকে বলিল—"বৎস! তুমি জগতে অতুলনীয় মাধুর্য্যশালী। কেবলমাত্র তোমার তিন বৎসর বয়স। এই বয়সেই তুমি একাকী এখানে সানন্দে খেলা করিতেছ। কিন্তু তোমার মাতা কল্যাণাস্পদ তোমাকে না দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া মধুরস্বরে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতেছেন। অতএব আইস, সম্প্রতি আমরা নিজকার্য্যে না যাইয়া তোমাকে গৃহে লইয়া যাই" ॥৫৩

ভগবান্ তাহাদের সেই মনোরথকে নিজের পুরশোভা দর্শনের নিমিত্ত অনায়াস সাধনস্বরূপ মনে করিয়া পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন "লইয়া চল, লইয়া চল" ॥৫৪

অনন্তর তাহাদের উভয়ের মধ্যে একজন নির্ভয়ে তাঁহাকে স্কন্ধে লইয়া অতি দ্রুতবেগে দৌড়াইতে লাগিল এবং অন্য চোর তাহার গমনবেগের প্রশংসা করিতে করিতে যাইতে লাগিল ॥

স্বরূপং প্রচ্ছাদ্যাতুল-মহিমশক্ত্যা প্রচলতো-
র্নিজাবাসং নেতুং স্বমতিশয়যত্নং (৬৯) বিদধতঃ।
তদা স্তেনস্যাংসে (৭০) মনুজশিশুলীলা-সুকুতুকী
প্রলম্বস্য স্কন্ধে হলভৃদিব রেজে দ্বিজমণিঃ ॥ ৫৬ ॥

অথ ভগবানগবানরাবিব বর্ব্বরাবর্ব্বরাজিগমনৌ (৭১) তৌ প্রতি প্রতিপল্লোপিনীং (৭২) মায়াং কুতূহলেন বহলেন (৭৩) বলিনাবিষ্টঃ কিঞ্চিৎ প্রসারয়ামাস। তয়া চ মোহিতৌ তাবিতস্ততো বভ্রমতুর্ন তু স্ববাসস্থানং গন্তুং পারয়ামাসতুঃ ॥৫৭

তত্র চ—বাত্যাসুরেণৈব বিলুণ্ঠিতা স্বং (৭৪)
চৌরেণ সংদ্রষ্টুমনাঃ খ-(৭৫) শোভাম্।
ক্ষণাননন্তাধ্বসু (৭৬) ভূরি সংখ্যান্
বিশ্বম্ভরো (৭৭) ভ্রাম্যতি কৌতুকী স্ম ॥ ৫৮ ॥

(৬৯) শঙ্কারহিতঃ ॥ ৫৫ ॥ (৬৯ক) স্বং ভগবন্তং নিজাবাসং নেতুমিত্যন্বয়ঃ (৭০) চৌরস্য স্কন্ধে ॥ ৫৬ ॥

(৭১) পর্ব্বতবৎ স্থূলৌ বানরাবিব বর্ব্বরৌ মূর্খৌ অর্ব্বৎ ঘোটকবৎ রাজিতুং শীলং যস্য তদ্ গমনং যয়োস্তৌ, (৭২) জ্ঞানধ্বংসিনীং, (৭৩) প্রচুরেণ ॥ ৫৭ ॥

(৭৪) আত্মানাং পক্ষে ধনং (৭৫) খং পুরং পক্ষে আকাশং, (৭৬) অনন্তাধ্বসু বহুষু মার্গেষু পক্ষে আকাশপথেষু, (৭৭) গৌরঃ কৃষ্ণশ্চ ॥ ৫৮ ॥

চোরটি যখন স্বরূপ লুকাইয়া অসামান্য শক্তির সহিত (জোরে) চলিতেছিল এবং প্রভুকে নিজগৃহে লইবার জন্য অত্যন্ত চেষ্টা করিতেছিল, তখন তাহার স্কন্ধে নরবালকলীলায় কৌতূহলযুক্ত দ্বিজকুলমণি বিশ্বম্ভর প্রলম্বাসুরের স্কন্ধে বলরামের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥৫৬

অতঃপর ভগবান্ অতি প্রবল কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া পর্ব্বত সদৃশ স্থূল, বানরতুল্য মূর্খ ও ঘোটকের ন্যায় দ্রুতগমনশীল সেই চোর দুইটির উপর জ্ঞানলোপকারিণী কিঞ্চিৎ মায়া বিস্তার করিয়াছিলেন। সেই মায়াদ্বারা মোহিত হইয়া তাহারা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল; কিন্তু নিজ বাসস্থানে যাইতে পারিল না ॥৫৭

তথায়—কৃষ্ণ যেমন আকাশের শোভা দর্শন করিবার ইচ্ছায় বাত্যাসুর (তৃণাবর্ত্তাসুর) কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কৌতুকভরে তাহার সঙ্গে

গৃহে তু তনয়স্যানয়স্যা-(৭৮) তীতেঽপি কালে কালেয়সমে (৭৯) সমেতেঽপি তমসি (৮০) তমসিতস্বভাবং (৮১) শিশুমপশ্যন্তোঽপশ্যন্তো ধৈর্য্যং (৮২) সর্ব্ব এব বান্ধবা বান্ধবাবাসেষু (৮৩) গবেষয়ামাসুঃ ॥৫৯

ততশ্চ—মার্গে মার্গে শ্রীনবদ্বীপপুর্য্যা-
স্তীরে তীরে বিষ্ণুপদ্যাস্তটিন্যাঃ।
দর্শং দর্শং সর্ব্বমেব প্রদেশং
মার্গং মার্গং গৌরমেতেঽভ্রমন্ প্রাক্ ॥ ৬০ ॥

মাতা তু ভাবনা-ভাব-নাশিত-ধৈর্য্যা (৮৪) ত্যক্তমন্দাক্ষা (৮৫) মন্দাক্ষা (৮৬) লোচনজলার্দ্রপয়োধরাং শুকাঽয়োধরাংশুকা (৮৭) পথি পথি পরিভ্রমন্ত্যুচ্চৈশ্চক্রন্দ ॥৬১

---

(৭৮) আনয়স্য আগমনস্য, "নয়গতৌ" ইতি ধাতুঃ, (৭৯) কালাগুরুতুল্যে কৃষ্ণে, (৮০) অন্ধকারে, (৮১) অবদ্ধস্বভাবং চপলমিত্যর্থঃ, (৮২) অপশ্যন্তো ধৈর্য্যং তনুকুর্ব্বন্তঃ, (৮৩) বন্ধুনামিমে বান্ধবাঃ তেষু গৃহেষু ॥ ৫৯ ॥

(৮৪) ভাবনায়াশ্চিন্তায়াঃ ভাবেন জন্মনা নাশিতধৈর্য্য, (৮৫) ত্যক্তো মন্দাক্ষো লজ্জা যয়া সা, (৮৬) মন্দা অক্ষা ইন্দ্রিয়াণি যস্যাঃ সা, (৮৭) অয়োধরবৎ লৌহপর্ব্বতবৎ অংশবঃ কিরণা যস্যাঃ সা কৃষ্ণবর্ণা ইত্যর্থঃ। তথাচ—বিষাদে শ্বেতিমা প্রোক্তা ধৌসর্য্যং কালিমা কচিৎ ॥ ইতি ॥ ৬১ ॥

আকাশমার্গে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ নগরের শোভা দর্শন বাসনায় বিশ্বম্ভর চোর কর্ত্তৃক হৃত হইয়া বহুক্ষণ যাবৎ কৌতূহলভরে তাহার সহিত নগরের অনেক পথে ভ্রমণ করিয়াছিলেন ॥৫৮

এদিকে পুত্রের গৃহে আগমনের কাল অতীত হইল এবং ক্রমে ক্রমে অগুরুর তুল্য কৃষ্ণবর্ণ ঘোর অন্ধকার সমাগত হইল। তথাপি সেই চপলস্বভাব বালককে দেখিতে না পাইয়া আত্মীয় স্বজন সকলেই ধৈর্য্য হারাইয়া বন্ধু বান্ধবগণের গৃহে তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন ॥৫৯

তারপর শ্রীনবদ্বীপনগরীর পথে পথে, সুরধুনীর তীরে তীরে সকল স্থান পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়া তাঁহারা গৌরকে বারংবার অন্বেষণ করিয়া অবিলম্বে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥৬০

এদিকে জননী শচীদেবীর পুত্রের জন্য চিন্তা উপস্থিত হওয়ায় তিনি ধৈর্য্যশূন্যা হইলেন। তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল শিথিল হইয়া পড়িল। নয়নজলে স্তনবসন সিক্ত

হে তাত হে স্বজননীক্ষণহর্ষণেন্দো!
হে বৎস হে বিবিধ-সদ্‌গুণরত্নসিন্ধো!
কুত্রাসি রে ত্বরিতমেহি মমোপকণ্ঠং
নোচেত্তনুজ! জননী ম্রিয়তে তবেয়ম্ ॥ ৬২ ॥
নাতাড়য়ং পিতরয়েঽস্মি কদাচন ত্বাং
নাতর্জ্জয়ং কটুগিরাঽজনয়ং ন ভীতিম্।
কর্ত্তুং ন বা হিনবমালয়কর্ম্ম (৮৮) তৎ কিং
লুক্কায়িতো দহসি মাং খদিরোল্মু কেন ॥ ৬৩ ॥

এবং ক্রন্দন্তী বহুষু স্থানেষু ভ্রমিত্বা অহো মুদ্রিতনীরজনী (৮৯) রজনী সমুপস্থিতা তদেতাবৎ কালপর্য্যন্তমবশ্যমবশ্যতমোঽপি তনয়ো গৃহমায়াতো মায়াতো (৯০) দামোদরস্তেতি মনসি পরামৃশ্য পরাবৃত্য গৃহং প্রবিশন্ত্যচ্চৈরাচন্ট ॥৬৪

(৮৮) ন বা আলয়কর্ম্ম কর্ত্তুম্ অহিনবম্ প্রৈরয়ম্ ॥ ৬৩ ॥
(৮৯) মুদ্রিতপদ্মা, (৯০) কুপাতঃ (মায়া দন্তে কৃপায়াঞ্চেত্যমরঃ) ॥ ৬৫ ॥

হইতে লাগিল এবং লৌহপর্ব্বতের ন্যায় তাঁহার দেহকান্তি কৃষ্ণবর্ণ হইল। তখন তিনি লজ্জা ত্যাগ করিয়া পথে পথে ভ্রমণ করিতে করিতে এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ॥৬১

হে বৎস! তুমি নিজ জননীর নয়নের আনন্দপ্রদ চন্দ্রস্বরূপ। হে বৎস! তুমি বিবিধ সদ্‌গুণরত্নের সাগর। অরে! তুমি কোথায় আছ? শীঘ্র আমার নিকট এস। হে পুত্র! নতুবা তোমার এই জননীর মৃত্যু হইবে ॥৬২

বাপ! আমি তোমাকে কখনও তাড়না করি নাই, কটুবাক্যে কখনও তোমাকে ভৎর্সনা করি নাই, কখনও তোমার ভীতি উৎপাদন করি নাই অথবা কখনও তোমাকে কোনও গৃহকর্ম্ম করিতে আদেশ করি নাই। সুতরাং কেন তুমি লুক্কায়িত হইয়া জ্বলন্ত খদির কাষ্ঠের দ্বারা আমাকে দগ্ধ করিতেছ? ॥৬৩

শচীদেবী এইরূপে কাঁদিতে কাঁদিতে বহুস্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে মনে করিলেন—"অহো! এক্ষণে পদ্ম মুদ্রিত হইয়াছে এবং রাত্রিকাল উপস্থিত হইয়াছে।

জাতাগতোঽসি গেহং, বিশ্বম্ভর নিজকুলাম্বুরাশীন্দো!
এহ্যেহি ত্বরিতং ত্বং, ভুজান্তরং মে সমারোহ ॥ ৬৫ ॥

ইতি নিগদন্তী প্রবিশ্য নিশান্ত (৯১) মশান্তমনাস্তমনালোক্য মূর্চ্ছিতা পপাত বসুমতীতলেঽসুমতীত-লেখেব (৯২) ক্ষণাদনন্তরং প্রাপ্তচেতনা চেতনানাসংশয়া (৯৩) চক্রন্দ ॥৬৬

এতাবতীয়মভবদ্রজনী তথাপি
বালঃ সুতো ন ভবনং যদুপাগতো মে।
বার্ত্তাপি তস্য ন চ কাপি (৯৪) ততো ন জানে
ক্রূরো বিধি র্নত বতাঽহহ কিং বিদধ্যাৎ ॥ ৬৭ ॥

(৯১) গৃহং, (৯২) অসুমতী প্রাণবতীভঃ ইতো গতো লেখো লেখনং যস্যাঃ সা ইব।
(৯৩) আ+ইতা—এতা আগতা নানাসংশয়া যাং, আভীত্যকারলুক্ ॥ ৬৬ ॥
(৯৪) (বার্ত্তা চ ন) কাপি উপাগতেতি যোজ্যম্ ॥ ৬৭ ॥

অতএব এতক্ষণে অবশ্যই আমার অবাধ্য পুত্রটি দামোদরের কৃপায় গৃহে আসিয়াছে” মনে মনে এই প্রকার বিচার করতঃ মাতা ফিরিয়া গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন ॥৬৪

হে নিজকুলাব্ধিচন্দ্র। বৎস! বিশ্বম্ভর! গৃহে আসিয়াছ? এস, এস, শীঘ্র আমার বক্ষে আরোহণ কর ॥

এই কথা বলিতে বলিতে অস্থির চিত্তে গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক শচীদেবী তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া মৃতবৎ ভূমিতলে পতিত হইলেন। ক্ষণকাল পরে চেতনা পাইয়া নানাপ্রকার সন্দেহযুক্ত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন ॥৬৬

এত রাত্রি হইল। তথাপি আমার শিশুপুত্র ঘরে আসিল না এবং তাহার কোনও সংবাদও পাইতেছি না। অতএব, হায় হায়! না জানি নিষ্ঠুর বিধি কি করিবে?৬৭

মন্যে প্রদোষসময়ে পথি সঞ্চরন্তং
মত্বা সুতং শশিনমগ্রসদেত্য রাহুঃ।
কিম্বা সুবর্ণঘটিতাং প্রতিমাং বিবুধ্য
মুগ্ধাশয়োঽহরদমুং বত কোঽপি চৌরঃ ॥ ৬৮ ॥
রে রে (৯৫) বিধে! তব ময়াঽরচি কোঽপরাধঃ
যেনাতনোষি কুপিতো মদনিষ্টমেবম্।
ন প্রাপ্নুয়াং যদি সুতং তমহং কথঞ্চি-
দদ্যৈব তর্হি সুরসিন্ধুহ্রদে (৯৬) বিশেয়ম্ ॥ ৬৯ ॥

এবং সাশ্রুধারং সোরস্তাড়ং ক্রন্দন্ত্যাং তস্যামতিগভীরোঽপি ভীরোপিতমোহো (৯৭) মিশ্রপুরন্দরোঽপি চক্রন্দ। তয়োশ্চ ক্রন্দতোঃ ক্রমেণ বিগতহাসকলং (৯৮) সকলং নগরমেব ক্রন্দিতুমারেভে ॥৭০

(৯৫) রে রে সাক্ষেপসম্বোধনং, (৯৬) গঙ্গায়া আবর্ত্তময়-প্রদেশে, এহেবেতি পাক্ষিক-হ্রস্ববিধানান্ন ছন্দোভঙ্গঃ ॥ ৬৯ ॥

(৯৭) ভিয়া রোপিতো মোহো যস্য, (৯৮) বিগতা হাসস্য কলাপি যস্মাৎ ॥ ৭০ ॥

আমার মনে হয়,—প্রদোষকালে যখন সে পথে ভ্রমণ করিতেছিল, তখন রাহু আসিয়া চন্দ্র মনে করিয়া আমার পুত্রকে গ্রাস করিয়াছে; অথবা কোনও চোর তাহাকে সুবর্ণগঠিত প্রতিমা জ্ঞান করত মুগ্ধ চিত্তে হরণ করিয়াছে ॥৬৮

রে রে বিধি! আমি ত তোমার কোনও অপরাধ করি নাই, যাহাতে তুমি কুপিত হইয়া আমার এইরূপ অনিষ্ট করিতেছ! আমি যদি কোনও প্রকারে আমার পুত্রকে না পাই, তাহা হইলে অদ্যই আমি জাহ্নবী-জলপ্রবাহে প্রবেশ করিব ॥৬৯

এইরূপে শচীদেবী যখন অশ্রুধারা মোচন ও বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতে করিতে কাঁদিতেছিলেন, তখন মিশ্র পুরন্দর গম্ভীর-প্রকৃতি হইলেও তিনি ভীত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রোদন করিতেছিলেন। তাঁহারা উভয়ে এইরূপে ক্রন্দন করিতে থাকিলে ক্রমে ক্রমে সমস্ত নগরবাসিগণ হাস্যলেশ রহিত হইয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল ॥৭০

তস্মিংশ্চ ক্রন্দনরবে নরবেদনাকরে ন কেবলং কিন্তু মোহনে বিহায়সাং হায়সাং দ্রাবণেঽপি (৯৯) নানা বিধাবতি বিধাবতি (১০০) দিশঃ সকলাঃ স কলানিধিস্তং নিশম্য শম্যঙ্গারেণেব দন্দহ্যমানো নগরশোভেক্ষণক্ষণমপহায় সদনাসদনায় (২) সাভিলাষো বভূব ॥৭১

অতস্তাভ্যাং মোষকাভ্যামোষকাভ্যামপি (৩) জগতস্তস্য সকলকর্ম্মকল্পেন সংকল্পেন সংনিযোজিতাভ্যাং জিতাভ্যাং তন্মায়য়া তদ্‌গৃহমেব স্বগৃহমিতি মত্বা 'আগতাঃ স্মঃ স্বগৃহ'মিতি মুহুর্ব্বদদ্ভ্যাং তৎপ্রাঙ্গণং প্রবিবিশে ॥৭২

যাবেব হৃত্বাঽনয়তাং প্রভুং তম্
আনীয় তাবেব পুনঃ স্ম দত্তঃ।
অহো বিচিত্রা খলু তস্য লীলা
স্মৃতাপি যা চিত্রয়তেঽপি বিজ্ঞান্ ॥ ৭৩ ॥

(৯৯) অয়সাং লৌহানাং দ্রাবণে দ্রাবকরে, (১০০) নানাপ্রকারবতি বিধাবতি বিশেষেণ ধাবতি, (১) নগরশোভাদর্শনোৎসবং, (২) গৃহাগমনায় ॥ ৭১ ॥

(৩) মোষকাভ্যাং চৌরাভ্যাং ওষকাভ্যাং জগতো দাহকাভ্যাং ॥ ৭২ ॥

তাঁহাদের সেই ক্রন্দনধ্বনি কেবলমাত্র যে মানবগণেরই বেদনা জন্মাইতেছিল, তাহা নহে; অধিকন্তু তাহা শুনিয়া পক্ষিগণ মোহিত এবং লৌহ সকলও দ্রবীভূত হইতেছিল। যখন এইরূপে সেই ধ্বনি নানাপ্রকারে সকল দিকে সঞ্চারিত হইতেছিল, তখন সেই কলানিধি গৌরচন্দ্র তাহা শুনিয়া শমী কাষ্ঠের জ্বলন্ত অঙ্গারের দ্বারা অত্যন্ত দগ্ধ হইবার ন্যায় অতিশয় সন্তপ্ত হইয়া নগরশোভাদর্শনের আনন্দ পরিত্যাগ করতঃ গৃহে আসিবার জন্য অভিলাষী হইলেন ॥৭১

অনন্তর জগতের পীড়াদায়ক সেই চৌরদ্বয়ও প্রভুর সকল কর্ম্মসাধনসমর্থ সঙ্কল্পের দ্বারা চালিত ও তাঁহার মায়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া প্রভুর গৃহকেই নিজগৃহ মনে করিয়া "আমার ঘরে আসিয়াছি" এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল ॥৭২

যাহারা প্রভুকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহারাই পুনরায় তাঁহাকে আনিয়া দিল। অহো! প্রভুর লীলা সত্যই অতি বিচিত্র। তাহা স্মরণ করিলে বিজ্ঞব্যক্তিগণও বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥৭৩

চৌরাংসতঃ সোঽবরুরোহ যাবদ্
গৌরোঽঙ্গনে তর্হি জনা মুহুস্তে।
উচ্চৈরয়ং গৌর ইতি ব্রুবাণাঃ
কোলাহলং সংব্যধুরেকদৈব ॥ ৭৪ ॥

তঞ্চ দৃষ্ট্বা সর্ব্বে জনা বারিপতি-বারিপতিতা-(৪) স্তরণিং প্রাপ্যেব নানাগদ-নাগদশন-চর্ব্যমাণা (৫) রসায়নং প্রাশ্যেব বেষ্টিতা বন-তনূনপাতা (৬) হনূনপাতা-(৭) মম্বুদালীং লব্ধ্বেব ভব-পবনাশনেন (৮) নাশনেন পীড়িতাস্তন্নাম-মন্ত্রমুচ্চার্য্যেব দুঃখাদ্বিমুক্তা বভূবুঃ ॥ ৭৫ ॥

তদা চ তেষাং যুগপদ্ভুজান্তরং
শিশুং সমারোপয়িতুং তমিচ্ছতাম্।
মন্যেঽভবিষ্যৎ কলহঃ পরস্পরং
ন চেদধাস্যন্ জড়তাং সুখেন তে ॥ ৭৬ ॥

---

(৪) সমুদ্রজলে পতিতাঃ, (৫) নানারোগা এব নাগদশনাঃ সর্পবিশেষদন্তাঃ, (৬) বনতনূনপাতা বনানলেন বেষ্টিতা, (৭) অনূনোঽন্যূনঃ প্রচুরঃ পাতো গতিঃ পতনং যস্যাঃ, অম্বুদালীং মেঘশ্রেণীম্, (৮) সংসারসর্পেণ ॥ ৭৫ ॥

গৌর যখন তস্করের স্কন্ধ হইতে অঙ্গনে নামিলেন, তখন তত্রস্থ সকল লোকে উচ্চৈঃস্বরে "এই গৌর", "এই গৌর" এই কথা বলিয়া একই সময়ে কোলাহল করিয়া উঠিলেন ॥ ৭৪ ॥

সমুদ্রজলে পতিত ব্যক্তি নৌকা পাইলে, নানারোগরূপ সর্পদন্তের দ্বারা চর্ব্বিত ব্যক্তি রসায়ন ভক্ষণ করিলে, বনাগ্নি-বেষ্টিত ব্যক্তি প্রচুর বর্ষণশীল মেঘমালা প্রাপ্ত হইলে এবং সর্ববনাশকর সংসার-সর্প কর্তৃক প্রপীড়িত ব্যক্তি ভগবানের নাম মন্ত্র উচ্চারণ করিলে যেমন দুঃখ হইতে বিমুক্ত হয়, সেই প্রকার প্রভুকে দেখিয়া সমস্ত জনগণ দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইলেন ॥ ৭৫ ॥

প্রভুর দর্শনজনিত সুখে যদি তাঁহারা তখন জড়তা প্রাপ্ত না হইতেন, তাহা হইলে সকলে শিশুকে যুগপৎ বুকে লইবার জন্য ইচ্ছুক হওয়ায়, বোধ হয়, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইত ॥ ৭৬ ॥

ততশ্চ—যো যঃ ক্রমেণ জড়তাং বিজহৌ স সোঽমুং
ক্রোড়ে নিধায় মুদিতঃ শতশশ্চুচুম্ব।
অঘ্রৌ শিরোঽস্য শতশো বত জীব জীবে-
ত্যাশীর্বচঃ পরিজগাদ চ সাশ্রুধারম্ ॥ ৭৭ ॥
মাতা তু পুত্রং নিজবাহুমধ্যং
যদা যদা নেতুমনা উদস্থাৎ।
তদা তদৈবাতিশয়-প্রমোদাৎ
সঞ্জাতকম্পাকুলিতা পপাত ॥ ৭৮ ॥

তদেবং তনয়ান্তিকং গন্তুং প্রাপ্তুমপারয়ন্ত্যামতিমতিমতী (৯) শ্রীমতী মালিনী তমানীয় তদঙ্কে সমর্পয়ামাস ॥ ৭৯ ॥

(৯) অতিমতিমতী অতিশয়বুদ্ধিমতী ॥ ৭৯ ॥

অনন্তর যে যে, ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে জড়তা ত্যাগ করিতে লাগিলেন, সেই সেই ব্যক্তি প্রভুকে কোলে লইয়া সানন্দে অশ্রুধারা মোচন করিতে করিতে শত শতবার তাঁহাকে চুম্বন করিয়াছিলেন, শত শতবার তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়াছিলেন এবং শত শতবার "জীব জীব" (বাঁচিয়া থাক, বাঁচিয়া থাক) বলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন ॥ ৭৭ ॥

মাতা পুত্রকে নিজ বাহুমধ্যে (বক্ষে) লইবার ইচ্ছায় যখন যখনই গাত্রোত্থান করিয়াছিলেন, তখন তখনই অতিশয় আনন্দভরে কম্পিত হইয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন ॥ ৭৮ ॥

এই প্রকারে শচীমাতা পুত্রের নিকট যাইতে অসমর্থা হইলে, অতি বুদ্ধিমতী শ্রীমতী মালিনী বালককে লইয়া তাঁহার অঙ্কে প্রদান করিলেন ॥ ৭৯ ॥

ততশ্চ সা নেত্রযুগাৎ স্তনদ্বয়া-
দপি প্রস্রাবৈঃ (১০) পয়সাং ক্ষরৈর্ভৃশম্।
নিষিঞ্চতী পুত্রমচুম্বদম্বিকা
নিমেষশূন্যাক্ষিযুগা দদর্শ চ ॥ ৮০ ॥

তদেবমানন্দ-কোলাহলেন কিয়তি সময়ে নিরীয়মাণে (১১) মীয়মাণেক্ষণজলাঃ (১২) সর্ব্বে তং পপ্রচ্ছুঃ—'তাত! বিশ্বম্ভর! কুত্র যাতোঽসি, কুত্র স্থিতোঽসি, বদ বদে'তি। স চ সর্ব্বামুদস্ত-মুদন্ত (১৩) মন্যূনানধিকমেব বর্ণয়ামাসান্তরেণ স্বচাতুরী-বিলাসম্॥ ৮১ ॥

তচ্ছ্রুত্বাতিমুদিতহৃদয়াঃ সদয়াঃ সর্ব্বে সিচয়-নিচয়-নির্বপণায় (১৪) তাবন্বেষয়ামাসুঃ। তৌ তু তস্করা-বস্করা- (১৫) ববরূঢ়-মাত্রে ভগবতি গ্রহোন্মুক্তবল্লকস্বরূপাববোধৌ ততঃ পুরতঃ (১৬) পুরত (১৭) এব পলায়াঞ্চক্রাতে। ততস্তৌ ন দৃষ্টৌ। সর্ব্বে বিস্ময়াব্ধিতরঙ্গে রঙ্গেণ মমজ্জুঃ॥ ৮২ ॥

---

(১০) ক্ষরিতৈঃ পয়সাং জলানাং দুগ্ধানাঞ্চ ॥ ৮০ ॥

(১১) নির্গচ্ছতি, (ঈঙ্ গতৌ) (১২) ক্ষরদশ্রুজলাঃ, (১৩) সর্ব্বেষাম্ অমুদোঽসুখস্যান্তো যস্মাত্তম্ উদন্তং বার্ত্তাম্॥ ৮১ ॥

(১৪) বস্ত্রসমূহদানায়, (১৫) তস্করাবস্করৌ চৌরাধমৌ, (১৬) অগ্রতঃ, (১৭) নগরাৎ ॥ ৮২ ॥

তখন জননী শচীদেবী নয়নযুগল হইতে ক্ষরিত অশ্রুপ্রবাহ দ্বারা এবং স্তনদ্বয় হইতে ক্ষরিত দুগ্ধ প্রবাহের দ্বারা (অথবা নয়ন যুগল ও স্তন যুগল হইতে ক্ষরিত যথাক্রমে অশ্রু ও দুগ্ধ প্রবাহের দ্বারা) পুত্রকে অতিশয় সিক্ত করিতে করিতে তাঁহাকে চুম্বন এবং নির্নিমেষ নয়নে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৮০ ॥

এইরূপে আনন্দ-কোলাহলে কিছু সময় গত হইলে সকলে নয়নজল মোচন করিতে করিতে প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস বিশ্বম্ভর! কোথায় গিয়াছিলে? কোথায় ছিলে? বল বল" তিনি নিজের চাতুর্য্যময়ী লীলাটি ব্যতীত সকলের দুঃখহারী সেই বৃত্তান্তটি ন্যূনাধিক পরিমাণে সকলের নিকট বর্ণনা করিলেন ॥ ৮১ ॥

ততঃ প্রঘাণে জননী ভুজান্তরে
নিবিশ্য গৌরে পিবতি স্তনং মুদা।
উদৈয়তেন্দুঃ কিমু পূর্ব্বয়া দিশা।
তদীক্ষণার্থং স্বমুদঞ্চিতং মুখম্ ॥ ৮৩ ॥

তঞ্চ নয়নায়নায়াত (১৮) মালোক্য বভাসে বিশ্বম্ভরো মাতরং মাতরন্তরীক্ষান্ত-রীক্ষাং (১৯) কুরুধে রুষৈব কিঞ্চিদরুণঃ কোঽপি রাজহংসো বিরাজতে বিরাজ-তেষ্টতমেনানেন (২০) বিহর্তুং মে লালসা ভবত্যলসা ভবতাত্র মা ভবতু, কিন্তু নিবধ্যানয়ৈবেনম্ ॥ ৮৪ ॥

(১৮) নয়নপথাগতম্, (১৯) আকাশমধ্যে দর্শনম্, (২০) পক্ষিরাজতয়া ইষ্টতমেন ॥৮৪॥

সকলে তাহা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হৃদয়ে সদয়ভাবে বস্ত্রসমূহ দান করিবার জন্য তাহাদের দুইজনকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই দুই তস্কর ভগবান্ স্কন্ধ হইতে নামিবামাত্র পিশাচগ্রহমুক্ত ব্যক্তির ন্যায় স্বরূপজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া তাহার অগ্রেই নগর হইতে পলায়ন করিয়াছিল। অতঃপর তাহাদের দুইজনকে না দেখিয়া সকলে কৌতুকপূর্ণ বিস্ময়-সাগর-তরঙ্গে নিমগ্ন হইয়াছিলেন ॥ ৮২ ॥

অনন্তর গৃহ লিন্দে জননীর অঙ্কে বসিয়া গৌর আনন্দে জননীর স্তন পান করিতে লাগিলেন। তখন চন্দ্র যেন তাঁহাকে দর্শন করিবার ইচ্ছায় পূর্ব্বদিক দিয়া তাহার মুখখানি উত্তোলন করিয়া উদিত হইয়াছিল ॥ ৮৩ ॥

তখন বিশ্বম্ভর চন্দ্রকে নয়নগোচর করিয়া জননীকে বলিলেন—"মাতঃ! আকাশমধ্যে কোনও একটি রাজহংস ক্রোধে যেন কিঞ্চিৎ রক্তবর্ণ হইয়া বিরাজ করিতেছে—দেখিতে পাইতেছ কি? এই পক্ষিরাজটি আমার একান্ত অভীষ্ট। ইহার সহিত বিহার করিবার জন্য আমার লালসা হইতেছে। তুমি আমাকে ঐটি বাঁধিয়া আনিয়া দাও। এ বিষয়ে তুমি অলস হইও না ॥ ৮৪ ॥

মাতোবাচ—মুগ্ধমতে ! নাশ্রৌষীঃ কুতোঽপি লোকাৎ কদাপি ত্বম্।
ন ভবতি চক্রাঙ্গো (২১) হ্যয়ং কিন্তু জগন্মাতুলশ্চন্দ্রঃ ॥ ৮৫ ॥

এতন্মাতুর্বচনমাকর্ণ্য সপরিহাস-হাসমুবাচ তনয়ো ন যোগ্যং মাতস্তবেদং বচনং, একঃ কথং স্যাজ্জগতো মাতুলো, মা তু লোকবিরুদ্ধমেবং পুনর্ব্বাদীঃ, ভবত্যা মাতুলঃ কিং মমাপি মাতুলঃ স্যাৎ ? ॥ ৮৬ ॥

তচ্ছ্রুত্বা সহসং (২২) সহ-সম্মোদঞ্চ জগদে জনন্যা ন ন্যায়বিরুদ্ধং মম বচনং। শ্রূয়তাং—

লক্ষ্মীর্জগতো মাতা, ভার্য্যা বিষ্ণোর্জগৎস্রষ্টুঃ।
তস্যাঃ সহোদরোঽয়ং ভবতি জগন্মাতুলশ্চন্দ্রঃ ॥ ৮৭ ॥

পুত্রঃ স্ম সচমৎকারমাহ—রমা হরিপ্রেয়সী শ্রেয়সী শ্রেণীষু সুন্দরীণামিতি শ্রূয়তে, অয়ন্তু রাজতকংসবন্ (২৩) মুখকরচরণাদ্যবয়বরহিতস্তস্যাঃ সহোদরঃ কথং ভবেত্তবে খলু সর্ব্বত্র সোদরয়োঃ সারূপ্যমেব সমীক্ষ্যতে ॥ ৮৮ ॥

(২১) হংসঃ ॥ ৮৫ ॥
(২২) সহাসম্ ॥ ৮৭ ॥
(২৩) রূপ্যকাংস্যপাত্রবৎ ॥ ৮৮ ॥

মাতা উত্তর করিলেন—"মুগ্ধমতে (বোকাছেলে) তুমি কি কখনও কাহারও নিকট শোন নাই—এটি রাজহংস নয় কিন্তু উহা জগতের মাতুল চন্দ্র ?" ॥ ৮৫ ॥

জননীর এই কথা শুনিয়া পুত্র পরিহাস মিশ্রিত হাস্যসহকারে বলিলেন—"মা ! তোমার একথা সমীচীন নয়। এক ব্যক্তি কি প্রকারে জগতের মাতুল হইবে ? তুমি লোকবিরুদ্ধ এরূপ কথা আর বলিও না। তোমার মাতুল কি প্রকারে আমার মাতুল হইতে পারে ? ॥ ৮৬ ॥

তাহা শুনিয়া জননী সানন্দে হাসিতে হাসিতে বলিলেন—আমার বাক্য ন্যায়-বিরুদ্ধ নহে। শুন—"লক্ষ্মী জগতের মাতা এবং তিনি জগতের স্রষ্টিকর্ত্তা বিষ্ণুর ভার্য্যা। এই চন্দ্র সেই লক্ষ্মীর সহোদর, সুতরাং ইনি জগতের মাতুল" ॥ ৮৭ ॥

পুত্র তখন সবিস্ময়ে বলিলেন—লক্ষ্মী শ্রীহরির প্রিয়তমা এবং সুন্দরীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা—এই কথাই শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই চন্দ্র রজত ও কাংস্য

এতৎ পুত্রবচনামৃতমাচম্য সহাসং মহাসংখ্যসুখধন্যা শচী পুনরাচষ্ট—

মুখকরচরণাদ্যবয়বহীনো ন ভবতি শশী তাত ! ।
কিন্তু বিদূরতয়াসৌ লোকৈঃ সংলক্ষ্যতে তদ্বৎ (২৪) ॥ ৮৯ ॥

মাতুর্বাচমেতামেতার্থা- (২৫) মাকর্ণ্য ক্ষণং বিমৃশ্য পুত্রঃ পুনরনুযুযোজ (২৬) যো জননি ! ত্বয়োক্তঃ সমাধিঃ (২৭) স মা ধিনোতি (২৮) কিন্তু ধারণশক্তিরহিতোঽপি গগনে গচ্ছন্নসৌ কথং ন পততি, তদাচক্ষ্ব ॥ ৯০ ॥

মাতোবাচ—পুত্র ! স্থিরো নভস্বানূর্দ্ধ্বে ভাগে সদৈবাস্তি ।
তত্রৈব গচ্ছতি রথঃ শশিনস্তস্মাৎ পতত্যসৌ নাধঃ ॥ ৯১ ॥

(২৪) মুখাদ্যবয়বহীনবৎ ॥ ৮৯ ॥

(২৫) এতঃ প্রাপ্তোঽর্থঃ যয়া তাম্, (২৬) পপ্রচ্ছ, (২৭) সমাধানং, (২৮) স সমাধিঃ মা মাং ধিনোতি প্রীণয়তি ॥ ৯০ ॥

পাত্রের ন্যায় মুখ কর চরণ প্রভৃতি অবয়ব রহিত। অতএব চন্দ্র কিরূপে লক্ষ্মীর সহোদর হইতে পারে ? যেহেতু, এ সংসারে সর্বত্র সহোদর ও সহোদরার মধ্যে সাদৃশ্যই দেখিতে পাওয়া যায় ॥৮৮

পুত্রের এই বচনামৃত পান (আস্বাদন) করিয়া শচী পুনরায় সহাস্যে ও অসীম আনন্দভরে বলিলেন—বৎস ! চন্দ্র মুখ, কর, চরণাদি অবয়বশূন্য নহে। কিন্তু অনেক দূরে আছে বলিয়া লোকে উহাকে ঐ প্রকার দেখিয়া থাকে ॥৮৯

মায়ের এই অর্থযুক্ত বাক্য শ্রবণ করতঃ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া পুত্র পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—তুমি যে সিদ্ধান্তটি বলিলে, তাহাতে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। কিন্তু "আকাশের ত ধারণ শক্তি নাই। অতএব সেই আকাশপথে গমন করিতে করিতে চন্দ্র কেন পড়িয়া যায় না—তাহা আমাকে বল" ॥৯০

মাতা উত্তর করিলেন—পুত্র ! ঊর্দ্ধভাগে বায়ু সর্বদা স্থিরভাবে বর্ত্তমান আছে। সেইস্থান দিয়াই চন্দ্রের রথ গমন করে, সুতরাং সে নীচে পড়িয়া যায় না ॥৯১

এবং কথাশ্রবণ-সৌখ্য-সমেতমিদ্ধং
শয্যাতলে সুতমশীশয়দম্বিকাসৌ।
ভৃত্যস্তয়োর্ম্মৃদুমৃদু ব্যজনেন কশ্চিৎ
সংবীজনং স্ম কুরুতে রঘুনন্দনাখ্যঃ॥ ৯২ ॥

ইতীত্যাদি শ্রীগৌরলীলামৃতে মধ্যবাল্যবিলাসো নাম ষষ্ঠ আস্বাদঃ॥

এইরূপে কথাশ্রবণজনিত সুখে পুত্র নিদ্রিত হইয়া পড়িলে জননী শচীদেবী তাঁহাকে শয্যায় শয়ন করাইয়াছিলেন। তখন রঘুনন্দন নামক তাঁহাদের কোনও এক ভৃত্য ব্যজনের দ্বারা ধীরে ধীরে তাঁহাকে বাতাস করিয়াছিলেন॥৯২

ইতি শ্রীগৌরলীলামৃতে মধ্যবাল্যবিলাস নামক ষষ্ঠ আস্বাদ॥

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-চম্পূঃ

—:(*):—

সপ্তম আস্বাদ্যঃ

অথ জগদিনে (১) দিনেশেঽনুকূলে সুখভরজনিকরে (২) রজনীকরে চ সর্ব্বশুভেক্ষণে (৩) ক্ষণে শ্রীমতা মিশ্র-প্রধানেন বিধানেন বিপ্রাবলিবিভিহিতেন হিতেন চূড়াকরণং সুতস্য তস্য চক্রে ॥১

তদা তু গৌরস্য শিরঃ সুমণ্ডিতং
মল্লীস্রজামন্দমতীব সংবভৌ।
সুরাপগা-সুন্দর-বারিধারয়া
সুমেরুশৃঙ্গং পরিবেষ্টিতং যথা ॥ ২ ॥

তদা সুবিদ্ধে শ্রবণদ্বয়ে প্রভু-
র্দধার জাম্বুনদ-কুণ্ডলীদ্বয়ম্।
ধর্ত্তুং জগন্নেত্র-চকোর-বালকান্
পাশাবিবাস্যেন্দু-নিতান্ত-লোভিতান্ ॥ ৩ ॥

তস্মিন্ পুনঃ কুণ্ডলিকাদ্বয়ে প্রভোঃ
কশ্চিৎ সমারোপয়তি স্ম মৌক্তিকম্।
জগন্মনোমীন-গণ-গ্রহেচ্ছয়া
কিং বস্তু লোভ্যং বড়িশে হিরণ্ময়ে ॥ ৪ ॥

(১) জগত ইনে প্রভৌ, (২) সুখাতিশয়োৎপাদকে, (৩) সর্ব্বশুভানামীক্ষণং যত্র ॥১॥

তদনন্তর জগৎপতি সূর্য্য এবং সুখাতিশয়জনক চন্দ্র অনুকূল হইলে সর্ব্বশুভলক্ষণান্বিত-ক্ষণে শ্রীমান্ মিশ্রবর পণ্ডিতগণ-কথিত হিতকর বিধানে পুত্র বিশ্বম্ভরের চূড়াকরণ করিয়াছিলেন ॥১

তখন গৌরের সুন্দর মুণ্ডিতমস্তক মল্লিকামালাদ্বারা বেষ্টিত হইয়া সুরধুনীর সুন্দর বারিধারা পরিবেষ্টিত সুমেরুশৃঙ্গের ন্যায় অতিশয় শোভা পাইয়াছিল ॥২

প্রভু তখন নিজের বদনচন্দ্রের দ্বারা নিতান্ত লোভিত জগদ্বাসিজনবৃন্দের নয়নরূপ-চকোর-শাবকদিগকে ধরিবার জন্য পাশদ্বয়ের ন্যায় সুবিদ্ধকর্ণযুগলে দুইটি স্বর্ণকুণ্ডল ধারণ করিয়াছিলেন ॥৩

প্রভুর সেই কুণ্ডলদ্বয়ে কেহ একটি মুক্তাফল সংযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

তদেবং বালক-লীলয়া কলালয়া (৪) মোহিতানাং মানবানাং নবানাং মোদানাং সংবর্দ্ধনায় বর্দ্ধনায় (৫) চ দুঃখানামহরতিহরতি (৬) গৌরবিধৌ কদাচিৎ কোঽপি কোপিতা-কামিতাদি (৭)-বর্জ্জিতোঽর্জ্জিতোরুতপা বালগোপালোপাসকস্তৈর্থিকো ব্রাহ্মণো মিশ্রগৃহেঽতিথির্বভূব ॥৫

স্কন্ধে চারু-বিহঙ্গিকাং (৮) দধদসৌ তীর্থাম্বুপূর্ণৈর্ঘটৈঃ
সংরাজৎ-পিটক (৯)-দ্বয়েন বিলসৎকোটি (১০) দ্বয়াং চিক্কণাম্।
কাষায়াম্বরধৃক্ সুপর্ব্বতটিনী-মৃৎস্না-বিলিপ্তাঙ্গক-
স্তেজোরাশিভিরুজ্জ্বলো রবিরিব শ্রীমান্ বিবেশালয়ম্ ॥ ৬ ॥

(৪) কলেঃ ইলয়া কলালয়া কলিবাচা, অথবা কলিরেব ইলা ইরা সুরা তয়া। (৫) ছেদনায়, (৬) অহঃ অতিহরতি দিনং যাপয়তি, (৭) কোপকামাদীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

(৮) ভারযষ্টিং "বাঁক" ইতি ভাষা, (৯) পিটকঃ পেড়া "পেটারী" ইতি ভাষা, (১০) প্রান্তঃ ॥ ৬ ॥

(মনে হইতেছিল যেন) কেহ কি জগদ্বাসিজনগণের মনোরূপ মৎস্যদিগকে ধরিবার ইচ্ছায় স্বর্ণময় বড়িশে লোভনীয় বস্তু যোজিত করিয়া রাখিয়াছে ? ॥৪

এইরূপে গৌরচন্দ্র যখন কলির শাসনে অথবা কলিরূপ সুরা দ্বারা মোহিত মানবগণের নবীন আনন্দবর্দ্ধন ও দুঃখরাশি খণ্ডন করিবার জন্য বাললীলায় দিনযাপন করিতেছিলেন, তখন একদা কামক্রোধাদিবর্জ্জিত, মহাতপস্বী, বালগোপালের উপাসক কোনও একজন তৈর্থিক ব্রাহ্মণ আসিয়া মিশ্রগৃহে অতিথি হইলেন ॥৫

তিনি স্কন্ধে একটি সুন্দর বাঁক ধারণ করিয়া মিশ্রভবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সেই বাঁকের চিক্কণপ্রান্তদ্বয়ে দুইটি পেঁটারী শোভা পাইতেছিল। তাহাতে তীর্থজলপূর্ণ ঘটসকল বিরাজিত ছিল। তাঁহার পরিধানে কাষায় বসন এবং অঙ্গ গঙ্গামৃত্তিকা দ্বারা বিলিপ্ত ছিল এবং তিনি সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল তেজোরাশিমণ্ডিত ও পরমসুন্দর কান্তিযুক্ত ছিলেন ॥৬

তঞ্চ কণ্বমুনিমিব ব্রজরাজো বিলোক্য মিশ্রপুরন্দরঃ সাদরঃ সান্দ্রহর্ষঃ (১১) সমুত্থায়াভ্যবাদয়ত্তাহদয়ত্তাপি দিব্যমাসনং সনন্দনোপমায় তস্মৈ ॥৭

অঙ্গীকৃতাসনমবেক্ষ্য স তৈর্থিকং তং
মিশ্রো নিনেজ শুচিনাম্ভ জলেন পাদৌ ।
অর্ঘ্যং দদৌ সমধুপর্কমপাক্ষ পাত্রং
ন্যূনা ভবেদ্ধি খলু সৎস্বতিথেঃ সপর্য্যা ॥ ৮ ॥

স চ তত্তদঙ্গীকৃত্য সুখাসীনস্তত্রাগতং বিশ্বম্ভরং বিলোক্য সচমৎকারং পরামমর্শ—

ভ্রান্তা ময়া জনপদা বহবোঽপি কিন্তু
নৈতাদৃশঃ কচিদলোকি শিশুর্মনোজ্ঞঃ ।
চিত্রং বিলোক্য সকৃদেব যমীক্ষণে মে
নাস্মান্নিবৃত্য পুনরাব্রজিতুং ক্ষমেতে ॥ ৯ ॥

(১১) সান্দ্রেণ ঘনেন হর্ষেণ সহিতঃ, অদয়ত অদত্ত "দয় দানে" ॥ ৭ ॥

ব্রজরাজ নন্দের ন্যায় মিশ্রপুরন্দর কণ্বমুনি সদৃশ সেই অতিথিকে দর্শন করিয়া সাদরে ও প্রচুর হর্ষভরে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং সনন্দন তুল্য সেই ব্রাহ্মণকে বসিবার নিমিত্ত দিব্য আসন প্রদান করিলেন ॥৭

সেই তৈর্থিক ব্রাহ্মণ আসন গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া মিশ্র শুদ্ধজলের দ্বারা তাঁহার পাদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া দিলেন। সজ্জনদিগের নিকট অতিথির সেবা (বিশেষভাবে করিলেও তাহা) অল্প বলিয়াই অনুমিত হইয়া থাকে ॥৮

তিনি সেই অর্ঘ্যাদি অঙ্গীকার করিয়া সুখে উপবেশন করিলে সেখানে বিশ্বম্ভর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সেই তৈর্থিক সবিস্ময়ে বিচার করিতে লাগিলেন—আমি বহু জনপদ ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু এইরূপ মনোহর শিশু কোথায়ও দেখি নাই। কি আশ্চর্য্য! ইহাকে একবার মাত্র দেখিয়া আমার নয়নদ্বয় ইহা হইতে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে সমর্থ হইতেছে না ॥৯

অথ মিশ্রেণ তদনুমতিং নীত্বা পাকসামগ্রীসাধনে কৃতে স খলু নানাপ্রকারাণ্যন্নানি পক্ত্বা পরিবেশ্য স্বেষ্টদেবায় বালগোপালায় নিবেদ্য তদ্‌ভোজনলীলাং ধ্যাতুমারেভে ॥১০॥

যথা—ভূমৌ জানু নিধায় বামমতুলং বামং করাব্জং তথা
জানূদ্ধোল্য পরং পরঞ্চ চরণং বিন্যস্য ভূমীতলে।
ভুঙ্‌ক্তেঽন্নং বিরলাঙ্গুলীদলভৃতা সব্যেন হস্তেন হ্যৎ
সর্পিব্যঞ্জন-সূপ-পূপ-সহিতং শ্রীবালগোপালকঃ ॥ ১১ ॥

তদেবং জাতভাবকস্য (১২) ভাবকস্য তস্য ভক্ত্যা সমাকৃষ্টো ভগবান্ বিশ্বম্ভরস্তস্য সমীপং গত্বা তদ্ধ্যানানুসারেণ তদন্নং বুভুজে ॥ ১২ ॥

(১২) জাতরতে ॥ ১২

অনন্তর মিশ্র তাঁহার অনুমতি লইয়া পাকের সামগ্রী আয়োজন করিয়া দিলেন। তিনি নানাপ্রকার অন্নব্যঞ্জনাদি পাক করিলেন এবং তাহা পরিবেশনপূর্ব্বক নিজের ইষ্টদেবতা বালগোপালকে নিবেদন করিয়া তাঁহার ভোজনলীলা ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১০

যথা—শ্রীবালগোপাল ভূমিতে অনুপম বামজানু এবং বামকরকমল স্থাপনপূর্ব্বক দক্ষিণজানু তুলিয়া এবং দক্ষিণ চরণ ভূতলে ন্যস্ত করিয়া বিরল অঙ্গুলীদলযুক্ত দক্ষিণ হস্তের দ্বারা ঘৃতযুক্তব্যঞ্জন-সূপপিষ্টক সমন্বিত অন্ন ভোজন করিতেছেন ॥ ১১

এই প্রকারে জাতরতি সেই ভাবনাশীল ব্রাহ্মণের ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া ভগবান্ বিশ্বম্ভর তাঁহার সমীপে গমন করিয়া তাঁহার ধ্যানানুসারে সেই অন্ন ভোজন করিতে লাগিলেন ॥ ১২

তস্য চ ভোজনরবতো ধ্বস্তোজ্ঝিতধ্যানঃ স দ্বিজবরো জব-রোচিত-(১৩) মুখায় স্বমনসেদমাহ স্ম। অহো! সোঽয়ং বালোঽবালোকায়ং সবিস্ময়োঽহমভূবমভূবর্ত্তিরূপমস্য সত্যং, কিন্তু সর্ব্বগুণমোষা দোষা দোধূয়ন্তে মানসং মানসম্মানার্হ-(১৪) স্ততো ন ভবত্যয়ম্ ॥ ১৩

সুন্দরোঽপি পরজীব-মানস-ক্ষোভি-দোষমপ্পলং ন শোভতে
শম্বরারিরতিসুন্দরোঽপি সন্ শত্রুবর্গমনুপঠ্যতে বুধৈঃ ॥ ১৪ ॥

এবং বিমৃশ্য নির্গত্যোদবসিতাদবসিতাত্মা-(১৫)-সনমধ্যাসামাস প্রিয়ালাপাসক্তহৃদয়ো (১৬) দয়োদয়ান্ন কিঞ্চিদূবাচ। মিশ্রপুরন্দরস্তু তং তথাভূতং লোকয়িত্বাভিগত্বা তদন্তিকং পপ্রচ্ছ —"প্রভো! কথমকৃত্বৈব গ্রসন (১৭)-মাসনমাশ্রিতোঽসীতি"। স তূবাচ ॥ ১৫

(১৩) জবেন বেগেন রোচিতং প্রকাশিতং যথা স্যাৎ। (১৪) সম্মান-সম্মানার্হঃ ॥ ১৩
(১৫) অবসিতাত্মা অসংযতচিত্তঃ, (১৬) প্রিয়ভাষণাসক্তমনাঃ, (১৭) ভোজনম্ ॥ ১৫

প্রভুর ভোজনশব্দে সেই দ্বিজবরের ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি সবেগে উঠিয়া মনে মনে এই কথা বলিতে লাগিলেন—"অহো! যাহাকে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম, এই সেই বালকটি। ইহার রূপ অলৌকিক সত্য, কিন্তু ইহার সর্ব্বগুণহারী দোষসকল আমার চিত্তকে আন্দোলিত করিতেছে। অতএব এ বালক সম্মানপ্রাপ্তির যোগ্য নহে ॥ ১৩

কেহ সুন্দর হইলেও তাহার যদি এমন কোনও দোষ থাকে যাহাতে অন্যজীবের চিত্তে ক্ষোভ জন্মে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি যথেষ্ট শোভা পায় না। কেন না, কামদেব অতি সুন্দর হইলেও পণ্ডিতগণ তাহাকে রিপুগণের মধ্যেই গণনা করিয়া থাকেন ॥ ১৪

এইরূপ বিচার করতঃ সেই ব্রাহ্মণ গৃহ হইতে বাহির হইয়া অসংযত চিত্তে আসনে গিয়া উপবেশন করিলেন। তিনি প্রিয়ভাষণে আসক্তচিত্ত ছিলেন। সুতরাং তাঁহার দয়ার উদয় হওয়ায় তিনি কিছুই বলিলেন না। কিন্তু মিশ্রপুরন্দর তাঁহাকে সেই প্রকার দেখিয়া তাঁহার নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রভো! আপনি ভোজন না করিয়াই কেন আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন? তখন তিনি উত্তর করিলেন— ॥ ১৫

মিশ্র ! ন সিদ্ধং ভোজনময়ে ন বা সেৎস্যতীহ মম।
কশ্চন বালঃ কৃতবানন্নং সর্ব্বং তদুচ্ছিষ্টম্ ॥ ১৬ ॥

সিদ্ধং মম ন যদশনং তেন ন খেদো মমান্তরে কোঽপি।
গোপাল-ভোগলীলা ধ্যানং পূর্ণং ন যত্ততঃ সোঽস্তি ॥ ১৭ ॥

মিশ্রস্তু তাং গিরং গরংগহনং মত্বা কম্পিততরতনুরতনুভিয়াঽভিয়ায় গৃহমধ্যমধ্যশ্নন্তং সুতং সমালোক্য জাতপ্রতিঘো (১৮) হতিঘোরলোচনো "রে রে চপলাশয় পলাশযক্ষপ্রকৃতে ! (১৯) কিমেতদকরো রদকরোরস (২০) তিষ্ঠ তিষ্ঠ" ইত্যুক্ত্বা তিতাড়য়িষুর্দণ্ডমন্বেষয়ামাস ॥ ১৮

ভগবাংস্তু 'মম কো দোষো (ক) দোষাঙ্কীকৃতেনায়মেব মে বহুধাহ্বানং বিহিতবাণী-

---

(১৮) জাতক্রোধঃ, (১৯) পলাশাঃ রাক্ষসাঃ, (২০) খণ্ডনকারিণাং শ্রেষ্ঠ ! ॥ ১৯ ॥
(ক) উৰ্দ্ধীকৃতেন দোষা বাহুনা, (২১) আতুরং যথা স্যাৎ তথা গচ্ছতি স্ম ॥ ১৯ ॥

হে মিশ্র ! আমার ভোজন সিদ্ধ হয় নাই অথবা এখানে সিদ্ধ হইবে না। কোনও একটি বালক সেই অন্নসকল উচ্ছিষ্ট করিয়া দিয়াছে ॥ ১৬

আমার আহার যে সিদ্ধ হয় নাই, সেজন্য আমার অন্তরে কোনও দুঃখ নাই। তবে গোপালের ভোগলীলাধ্যান যে পূর্ণ হয় নাই, সেইজন্যই আমার দুঃখ ॥ ১৭

তখন মিশ্র তাঁহার বাক্য তীব্র বিষবৎ মনে করিয়া অত্যন্ত ভয়ে কম্পিত কলেবরে গৃহমধ্যে গমন করিলেন এবং পুত্রকে অন্ন ভক্ষণ করিতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া অতিভয়ঙ্কর-লোচনে বলিতে লাগিলেন—রে রে চঞ্চলমতে ! তোর স্বভাব যক্ষরাক্ষসের ন্যায় দেখিতেছি। রে সর্ব্বনাশিশ্রেষ্ঠ ! "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" এই কথা বলিয়া তাহাকে তাড়না করিবার ইচ্ছায় দণ্ড অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮

ভগবান্ তখন অতিনিম্নস্বরে বলিতে লাগিলেন—আমার দোষ কি ? —এই ব্যক্তি বাহু ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া আমাকে বহুবার আহ্বান করিয়াছিল

হিতবাণীদৃশমেব দ্রষ্টুং সমাদনং মাদনং লোচনস্যেতি' নীচৈরুক্ত্বা পলায়মানো মাতুরঙ্ক-মাতুরং কর্ষতি স্ম (২১) ॥ ১৯

মিশ্রস্তু পুনঃ পাকায় কায়ক্লেশভিয়ানুদ্যতমপি তৈর্থিকমর্থিকমনীয়বচনেন প্রসাদ্য পুনরপি নরপিতৃসমানো (২২) যতমানো যতমনাঃ (২৩) পাচয়ামাস ॥ ২০ ॥

শ্রীগৌরস্তু পিতৃভয়তো যতো নিদ্রামগমদগমদহারিহারিধৈর্য্যা (২৪) মাতাতো 'মা তাতোন্নিদ্রো ভব যাবৎ কোঽপি নাহ্বয়তী' ত্যুক্ত্বা তং শময়িত্বা কার্য্যান্তরায় জগাম ॥ ২১ ॥

(২২) নরাবতারস্য পিতা ধর্ম্মঃ তস্য সদৃশঃ, (২৩) যতমনাঃ স্বভাবেন সংযতচিত্তঃ যদ্বা তস্য ভোজনাসিদ্ধ্যা অযতমনাঃ । ২০ ॥

(২৪) পর্ব্বতমদহারি-মনোহরধৈর্য্যা ॥ ২১ ॥

এবং নয়নানন্দকর আমার এইরূপ ভোজন দেখিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াছিল।"—এই কথা বলিয়া তিনি ভীতভাবে মায়ের কোলে গিয়া উঠিলেন ॥ ১৯ ॥

তৈর্থিক কায়ক্লেশভয়ে পুনরায় পাকের জন্য উদ্যত না হইলেও যাচকের ন্যায় কমনীয় বাক্যে (অথবা প্রার্থনাযুক্ত মনোহর বাক্যে) তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া সাক্ষাৎ ধর্ম্মসদৃশ স্বভাবতঃ সংযতচেতা (অথবা তাঁহার ভোজন না হওয়ায় অস্থিরচিত্ত) মিশ্র যত্নপূর্ব্বক পুনরায় তাঁহার দ্বারা পাক করাইয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

এদিকে শ্রীগৌর পিতার ভয়ে ভীত হইয়া যখন নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন, তখন পর্ব্বতগর্ব্বহারি মনোহর ধৈর্য্যশালিনী মাতা শচীদেবী তাহাকে বলিলেন—"বৎস! যে পর্য্যন্ত তোমাকে কেহ আহ্বান না করে, সে পর্য্যন্ত জাগিও না।"—এই কথা বলিয়া তাঁহাকে শয়ন করাইয়া অন্য কার্য্যে গমন করিলেন ॥ ২১ ॥

মিশ্রোঽপি পুত্রং নিদ্রিতমবগত্য নিশ্চিন্তো দামোদরস্ত পরিচর্য্যার্থং তদ্বেশ্ম বিবেশ ॥২২

তৈর্থিকস্তু পাকে নিষ্পন্নে পূর্ব্ববদ্ গোপালায় নিবেদ্য তং ধ্যায়ন্নিদং জগাদ—

গোপাল! পূর্ব্বং তব ভোজনক্রিয়া
ন পূর্ত্তিমাপেতি মমাজনি ব্যথা।
ততঃ সমাগত্য পুনঃ কৃপানিধে!
নিবেদিতং ভুঙ্ক্ষ্ব ময়েদমোদনম্ ॥ ২৩ ॥

এবং যদাহ্বয়তি বিপ্রবরস্তদৈব
নিদ্রাং বিহায় বিভুরাগমদেষ তত্র।
ভক্তো যদাহ্বয়তি তং করুণং ক তিষ্ঠে-
ন্নিদ্রা তদাস্ত বত কার্য্যমপীতরৎ ক ॥ ২৪ ॥

মিশ্রও "পুত্র নিদ্রিত হইয়াছে" জানিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া দামোদরের সেবার নিমিত্ত তাঁহার মন্দিরে প্রবেশ করিলেন ॥২২

পাক শেষ হইলে তৈর্থিক পূর্ব্ববৎ অন্নব্যঞ্জনাদি গোপালকে নিবেদন করিয়া তাঁহাকে ধ্যান করিতে করিতে এই কথা বলিতে লাগিলেন—"হে গোপাল! পূর্ব্বে তোমার ভোজন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই বলিয়া আমার মনে দুঃখ হইয়াছিল। অতএব হে কৃপানিধে! তুমি পুনরায় আসিয়া আমার নিবেদিত এই অন্ন ভোজন কর ॥২৩

বিপ্রবর যখন গোপালকে এইরূপে আহ্বান করিলেন, তখন প্রভুও নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ভক্ত যখন তাঁহাকে করুণভাবে আহ্বান করেন, তখন তাঁহার নিদ্রাই বা কোথায় এবং অন্যান্য কার্য্যই বা কোথায় থাকে? ॥২৪

ততশ্চ তস্মিন্নোদনং গ্রসতি সতি স বিপ্রো বিপ্রোজ্ঝধ্যানমুন্মীল্য লোচন-যুগলং তল্লীলামালোক্যাহো লুব্ধোঽয়ং বালোঽলমিতি মুহুরালপ্যালয়াদ্ বহিরেত্যাসনে সমুপবিবেশ। শ্রীবিশ্বম্ভর-বপ্রস্তু (২৫) প্রস্তুতং কর্ম্ম সাধয়িত্বাগত্য তন্নিকটং পপ্রচ্ছ—অয়ে! পুণ্যচরিত্রাচরিতাশনোঽসীতি ॥২৫

বার্ত্তাং বদেয়ং যদহং যথাতথং (২৬)
তদা ক্রুধা বালকমেষ তাড়য়েৎ।
এবং কৃপালুঃ প্রবিবেচ্য শঙ্কিতো
ন কিঞ্চনেষ্টে রয়িতুং (২৭) স তৈর্থিকঃ ॥ ২৬ ॥

মিশ্রস্তু ততোঽতিশঙ্কামাপন্নঃ কামাপন্নঃ প্রাপদিতি বিচিন্ত্য প্রবিশ্য বাসোদরং সোদরং বিশ্বরূপস্য পশ্যন্নন্নমদন্তং—'মদন্তং কৃতবানসি রেঽবোধমতেঽধম! তে দণ্ডং করিষ্যামী'ত্যেবংবিধা গিরো রুষ্টঃ সমুচ্চারয়ন্নুচ্চারয়ন্নিকটং (২৮) তস্য কম্পিত-সংহননো (ক) হননোদ্যতো বভূব ॥২৭

(২৫) বপ্রঃ পিতা ॥ ২৫ ॥

(২৬) সত্যং যথা স্যাত্তথা, (২৭) কিমপি কথয়িতুং ন ঐষ্ট শশাক ॥ ২৬ ॥

(২৮) [illegible], কম্পিতদেহঃ ॥ ২৭ ॥

অনন্তর প্রভু যখন সেই অন্ন ভোজন করিতে লাগিলেন, তখন সেই বিপ্রের ধ্যান-ভঙ্গ হইল। তিনি নেত্রদ্বয় উন্মীলনপূর্ব্বক ঐ লীলা দর্শন করতঃ "অহো! এই বালকটি অত্যন্ত লোভী" বারংবার এই কথা বলিয়া গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া আসনে উপবেশন করিলেন। অতঃপর—শ্রীবিশ্বম্ভরের পিতা প্রস্তুত (আরব্ধ) কর্ম্ম সমাপন করিয়া তাঁহার নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "অয়ে পুণ্যচরিত! আপনি ভোজন করিয়াছেন কি?" ॥২৫

"আমি যদি যথার্থ সংবাদ বলি, তাহা হইলে ইনি ক্রোধে বালককে তাড়না করিবেন" এইরূপ বিচার করতঃ শঙ্কিত হইয়া সেই দয়ালু তৈর্থিক কোন কথাই বলিতে পারিলেন না ॥২৬

মিশ্র তাহাতে আরও অধিক শঙ্কাপ্রাপ্ত হইলেন। "আমাদের কোনও বিপদ্ ত উপস্থিত হয় নাই?" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া

তদ্ দৃষ্ট্বা স তৈর্থিকঃ কৃপাপারাবারো রাবারোপিতবারণো (২৯) বারণোত্তমকরাকারাভ্যাং বাহুভ্যাং মিশ্রপুরন্দরং দধার ॥২৮

সুতস্ত্বীশ্বরোঽপি সংসারস্য সারস্য প্রেম্ণোঽধীনতয়া দৃশা পশ্যন্ বসুমতী-মতীবশুষ্কবদনরাজীবকো নরাজীবকোমলচরিতঃ (৩০) সগদ্গদমিদং জগাদ ॥২৯

তাত ! মাং প্রতি কুরুষ্ব মা ক্রুধং
নাত্র দূষণ-কণোঽপি মেঽস্তি যৎ।
আহ্বয়ত্যসকৃদেষ এব মাং
তৎ কিমত্র করবাণি তদ্বদ। ৩০ ॥

(২৯) রাবেণ শব্দেন আরোপিতং জনিতং বারণং নিবারণং যেন সঃ ॥ ২৮ ॥

(৩০) নরাণামাজীবরূপং জীবাতুস্বরূপং কোমলং চরিতং যস্য ॥ ২৯ ॥

দেখিলেন—বিশ্বরূপের সহোদর বিশ্বম্ভর অন্ন ভোজন করিতেছে। তাহা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন—"অরে অজ্ঞানমতে ! অধম বালক ! তুই আমার সর্ব্বনাশ করিলি ? তোর দণ্ড বিধান করিতেছি।" এই কথা উচ্চারণ করিতে করিতে কম্পিত কলেবরে তাহার নিকটে গিয়া তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন ॥২৭

তাহা দেখিয়া করুণাসাগর সেই তৈর্থিক উচ্চশব্দে তাহাকে মারিতে নিষেধ করিয়া নিজের করিশুণ্ডসদৃশ বাহুযুগলদ্বারা মিশ্রপুরন্দরকে ধারণ করিলেন ॥২৮

এদিকে মিশ্রের পুত্র বিশ্বম্ভর জগতের ঈশ্বর হইলেও তিনি সর্ব্বোত্তম প্রেমের অধীন এবং তাঁহার কোমল চরিত্র মানবগণের জীবাতুস্বরূপ। সুতরাং পিতার আচরণে তাঁহার বদনকমল অতিশয় শুকাইয়া গেল। তিনি নতদৃষ্টিতে ভূতলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে গদ্গদস্বরে এই কথা বলিলেন ॥২৯

পিতঃ ! আমার প্রতি ক্রোধ করিবেন না। এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্রও দোষ নাই। কেননা—এই ব্রাহ্মণই আমাকে বারংবার আহ্বান করিতেছেন। ইহাতে আমি কি করিব বলুন ॥৩০

ইত্যুদীর্য্য ভয়বিহ্বলঃ প্রভু-
র্বাল্যভাব-বশতঃ পরাপতন্ (৩১)
মাতরেহি নয় মামিতীরয়-
ন্নেত্য বক্ষসি দধে তয়া দ্রুতম্ ॥ ৩১ ॥

মিশ্রস্তু ব্যথিত-মানসোঽমান-সোদ্বেগ-বিষাদোঽধোলপনো (৩২) লপনোজ্ঝিতো (৩৩) লোচন-কমল-কমলধারাভি-(৩৪) রাভিষিঞ্চন্ কেবলং ভূমিতলং মিতলঙ্গিম-বচনেনা-(৩৫) নেনানেনা (৩৬) জগাদ তৈর্থিকেন ॥৩২

মিশ্রেন্দ্র ! হে ক্রন্দসি কিং নিরর্থকং
মমাস্তি নৈবাণুরপীহ খিন্নতা।
জনস্য যদ্ ভোজনমপ্যভোজনং
ন জাতু লঙ্ঘেত মনোরথং বিধেঃ ॥ ৩৩ ॥

(৩১) পলায়মানঃ ॥ ৩১ ॥

(৩২) মানরহিতঃ অপরিমিত ইত্যর্থঃ, সোদ্বেগো বিষাদো যস্য, অধোলপনঃ অধোমুখঃ, (৩৩) বাক্যরহিতঃ, (৩৪) কমলধারাভিঃ জলধারাভিঃ, (৩৫) মিতেন পরিমিতেন লঙ্গিমেন সুন্দরেণ চ বচনেন, (৩৬) অনেনাঃ নিষ্পাপঃ। ৩২ ॥

এই কথা বলিয়া প্রভু বাল্যভাব বশতঃ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন এবং "মা ! আইস ! আমাকে কোলে লও" এইরূপ বলিতে বলিতে মায়ের নিকট আসিলে জননী শচীদেবী সত্বর তাঁহাকে লইয়া বক্ষে ধারণ করিলেন ।৩১

এদিকে নিষ্পাপ মিশ্র অপরিমিত উদ্বেগ ও বিষাদ প্রাপ্ত হইয়া ব্যথিতচিত্তে মস্তক অবনত করিয়া নীরবে কেবল নয়নকমলের জলধারায় ভূমিতল সিক্ত করিতে লাগিলেন। তখন তৈর্থিক পরিমিত ও মধুর বাক্যে তাঁহাকে বলিলেন ।৩২

হে মিশ্রেন্দ্র ! কেন বৃথা রোদন করিতেছেন ? এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্রও দুঃখ নাই। যেহেতু লোকের আহার এবং অনাহার কখনও বিধির ইচ্ছাকে লঙ্ঘন করিতে পারে না। অর্থাৎ বিধির ইচ্ছানুসারেই হইয়া থাকে ॥৩৩

মিশ্রপুরন্দরঃ সরোদনমুবাচ—

প্রভো ! ন কৃত্বা হৃদয়ে বিচারণা-
মনন্বিতং হন্ত ! কিমেতদুচ্যতে।
ভবাদভীতাঃ ক ভবাদৃশা জনাঃ
ক বা বিধেশ্চিত্তপথানুবর্ত্তিতা ॥ ৩৪ ॥

ময়া তু নির্ণীতমিদং মমালয়ে
ন সিদ্ধিমাপ্নোতি তবাশনং নু যৎ।
গৃহান্ধকূপে পতিতস্য তদ্ধ্রুবং
মমৈব দুর্দ্দৈব-দুরন্তবৈভবম্ ॥ ৩৫ ॥

কিন্তু প্রসাদো ভবতো ভবেদ্ যদি
প্রভো ! তদৈবোপশমং তদা ব্রজেৎ।
প্রসন্নতাং প্রাপ্তবতি প্রভাকরে
নিশা-তমস্কাণ্ড-কৃতং ভয়ং কুতঃ ? ॥ ৩৬ ॥

মিশ্রপুরন্দর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"প্রভো ! হৃদয়ে বিচার না করিয়া আপনি এ কি অযুক্ত কথা বলিতেছেন। কোথায় আপনার ন্যায় সংসারমুক্ত পুরুষ, আর কোথায় বিধির মনের অনুবন্ধ ? ॥৩৪

কিন্তু আমি ইহা নির্ণয় করিয়াছি—আমার গৃহে আপনার যে ভোজন সিদ্ধ হইবে না তাহা নিশ্চিত গৃহান্ধকূপে পতিত আমারই প্রবল দুর্দ্দৈবের প্রভাব ॥৩৫

পরন্তু প্রভো ! যদি আপনার অনুগ্রহ হয় তাহা হইলেই উহা উপশম প্রাপ্ত হইবে। সূর্য্য প্রসন্ন হইলে রাত্রিকালীন অন্ধকারপুঞ্জজনিত ভয় কোথায় থাকে ? ॥৩৬

তদেতন্মিশ্রবচনং শ্রুত্বা স তৈর্থিকো জগাদ—মিশ্রবর! মধুরচরিতেরিতে (৩৭) ভবতি ভবতি মম প্রসন্নতৈব সাদরা দরাপ্যপ্রসন্নতা নাস্ত্যেব কিন্তু—

যদিচ্ছয়েদং ভবতা নিবেদ্যতে
মমাত্র চিত্তং ন পুনঃ প্রবর্ত্ততে।
বিঘট্যমানে বিধিনা পুনঃ পুন-
ন কর্ম্মণীষ্টো মুনিভি র্যদুদ্যমঃ ॥ ৩৭ ॥

এবং তয়োঃ সংবদতোঃ সতোর্বিশ্বরূপঃ শ্রুতসকলবৃত্তান্ততয়া সমুত্তাপ্ততয়া (৩৮) স মুদাং বর্দ্ধনঃ সর্ব্বলোকস্য তত্রাজগাম ॥৩৮

জান্বন্তার্ণ-বিলম্বি-বাহুযুগলো গাঙ্গেয় (৩৯) গঞ্জিচ্ছবী-
রাকাশারদ-চন্দ্রশোভিবদনো বিস্তীর্ণবক্ষঃস্থলঃ।
রক্তপ্রান্ত-বলক্ষ-সূক্ষ্মবসনো দন্তীন্দ্রমঞ্জুক্রমঃ
সর্ব্বেষাং মুদমুত্তমামজনয়ৎ শ্রীবিশ্বরূপঃ প্রভুঃ ॥ ৩৯ ॥

(৩৭) মধুরং চরিতম্ ঈরিতং বচনঞ্চ যস্য তস্মিন্, দরাপি অল্পাপি ॥ ৩৭ ॥

(৩৮) অতিগ্লানিতয়া ॥ ৩৮ ॥

(৩৯) গাঙ্গেয়ং সুবর্ণম্ ॥ ৩৯ ॥

মিশ্রের এবংবিধ বাক্য শুনিয়া সেই তৈর্থিক বলিলেন—মিশ্রবর! আপনার চরিত্র ও বাক্য উভয়ই মধুর, আপনার প্রতি আমার আদরযুক্ত প্রসন্নতাই বর্ত্তমান আছে। কিঞ্চিন্মাত্রও অপ্রসন্নতা নাই জানিবেন। কিন্তু আপনি যে ইচ্ছায় ইহা নিবেদন করিতেছেন, এ বিষয়ে আমার চিত্ত পুনরায় প্রবর্ত্তিত হইতেছে না। যেহেতু কোনও কর্ম্ম বিধিকর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ ব্যাহত হইলে, সেই কার্য্যে উদ্যম করা অভিপ্রেত নহে ॥৩৭

তাঁহারা যখন পরস্পর এইরূপ বাক্যালাপ করিতেছিলেন, তখন সর্ব্বলোকের আনন্দবর্দ্ধক বিশ্বরূপ সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অতি দুঃখিতভাবে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥৩৮

তাঁহার বাহুযুগল জানুপর্য্যন্ত লম্বমান, অঙ্গকান্তি সুবর্ণবিনিন্দি অর্থাৎ সুবর্ণ অপেক্ষাও সুন্দর। বদন শরৎকালীয় পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় শোভাযুক্ত। বক্ষঃস্থল

তৎকালোক্যালোক্যাঙ্গকান্তিং (৪০) স তীর্থাটনকরো বিশম্ভরামরো বিস্ময়-স্থগিত-কলেবরো মিশ্রপুরন্দর মুখনিরীক্ষণপরো "বিপ্রবরাপূর্ব্বলাবণ্যধরো নরবরোঽয়ং ক" ইতি পৃচ্ছন্ মিশ্রেণ প্রত্যূচে মমৈবায়ং তনয় ইতি ॥৪০

তদাকর্ণ্য বিস্ময়-স্ময়মান-নয়নস্তমুবাচ তৈর্থিকঃ—

যুবয়োর্বত দম্পত্যোঃ সৌভাগ্যং মিশ্র ! গীর্মনোদূরম্।
ভুবনবিলক্ষণরূপো যয়োরমূদৃক্ সুতো লসতি ॥ ৪১ ॥

বিশ্বরূপস্তু তৈর্থিকস্য নিকটং জগাম, গামসু (৪১) শিরো নিধায় ননাম চ। স চাদর-সমাদর-সমাপিত-ধৈর্য্যঃ (৪২) সমুত্থায় তমালিঙ্গ্য পরমানন্দিতোঽনিন্দিতো নিবেশয়ামাস স্বসমার্য্যাদে সমর্য্যাদেন বচনেন ॥৪২

---

(৪০) লোকে ভবতীতি লোক্যা (লোক+যৎ) সা ন ভবতীতি অলোক্যা ॥ ৪০ ॥
(৪১) গাং ভূমিং, (৪২) অদর-সমাদরেণ অতিশয়িতাদরেণ সমাপিতং ধৈর্য্যং যেন সঃ ॥৪২॥

বিস্তীর্ণ, পরিধানে রক্তপ্রান্ত সূক্ষ্ম শ্বেতবস্ত্র, পাদবিক্ষেপ করিবরের ন্যায় মনোহর,—এবংবিধ প্রভু শ্রীবিশ্বরূপ সকলের পরম আনন্দ উৎপাদন করিয়াছিলেন ॥৩৯

অলৌকিক অঙ্গকান্তিসম্পন্ন বিশ্বরূপকে দেখিয়া সেই তীর্থপর্য্যটক ব্রাহ্মণ বিস্ময়ে নিস্পন্দকলেবর হইলেন এবং মিশ্রপুরন্দরের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মিশ্রবর ! অপূর্ব্বলাবণ্যময় এ নরশ্রেষ্ঠ কে ?" মিশ্র উত্তর করিলেন—"এ আমারই পুত্র" ॥৪০

তাহা শুনিয়া তৈর্থিক বিস্ময়পূর্ণলোচনে তাঁহাকে বলিলেন—হে মিশ্র ! যে দম্পতীর এতাদৃশ অলোকসামান্যরূপবিশিষ্ট পুত্র বিরাজমান, সেই তোমাদের সৌভাগ্য বাক্যমনের অগোচর ॥৪১

বিশ্বরূপ তৈর্থিকের নিকট গমন করিলেন এবং ভূমিতে মস্তক রাখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তিনিও অতিসমাদরে ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক উঠিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন

শ্রীবিশ্বরূপস্তু কৃতাঞ্জলির্ভবন্
সপ্রশ্রয়ং সাধু জগাদ তৈর্থিকম্ ।
প্রভো ভবান্ প্রাঘুণতাং (৪৩) ব্রজন্
ব্যধাদিদং নঃ সফলং ভৃশং দিনম্ ॥ ৪৩ ॥

ভবাদৃশো যস্য জনো নিকেতনে
মহাশয় ! প্রাঘুণতাং পরিব্রজেৎ ।
অমুষ্য গেহোঽপি যাতি পূততাং
কিমুচ্যতাং তস্য শরীর-পূততা ॥ ৪৪ ॥

ভবাদৃশানাং পরদুঃখহারিতা
তথা পরানন্দ-বিধায়িতা দ্বয়ম্ ।
স্বভাব এবেতি বদন্তি সূরয়ো
স চাপহাতুং ন হি শক্যতে জনৈঃ ॥ ৪৫ ॥

(৪৩) আতিথ্যম্ ॥ [illegible] ॥

করতঃ পরম আনন্দিত ও প্রণত হইলেন এবং সম্মানযুক্ত বাক্যে তাঁহাকে নিজসমীপে বসাইলেন ॥৪২

তখন শ্রীবিশ্বরূপ কৃতাঞ্জলি হইয়া সবিনয়ে মধুর বচনে তৈর্থিককে বলিলেন—প্রভো ! আপনি অতিথি হইয়া আমাদের অদ্যকার দিন অত্যন্ত সফল করিয়াছেন ॥৪৩

মহাশয় ! ভবাদৃশ ব্যক্তি যাহার গৃহে অতিথি হন, তাহার গৃহও যখন পবিত্র হয়, তখন তাহার শরীরের পবিত্রতার কথা আর কি বলিব ? ॥৪৪

পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন—"পরদুঃখহরণ এবং পরের আনন্দ বিধান করা—এ দুইটি আপনাদের ন্যায় ব্যক্তিগণেরই স্বভাব এবং লোকে কখনও নিজস্বভাব ত্যাগ করিতে পারে না ॥৪৫

ভবাংস্তু তং যত্ত্যজতীহ কেবলং
প্রযাতি হেতুত্বমদৃষ্টমেব নঃ।
সুশীতলস্যাপি হিমস্য দগ্ধৃতা
সরোরুহানাং বিধিনৈব (ক) জন্যতে ॥ ৪৬ ॥

বিনয়সমেতামেতাং বিশ্বম্ভর-জ্যেষ্ঠস্য শ্রেষ্ঠস্য শ্রেয়সীং গিরমাকর্ণ্য শ্রোত্রাভ্যাং চেতসা চ সান্দ্রানন্দঃ (৪৪) স তৈর্থিকো নিজগাদ নিজগাদ-মাধুর্য্যেণ (৪৫) তং সান্ত্বয়িতুম্ ॥৪৭

বিশ্বরূপ ! ভবতা যদুচ্যতে
তেন সিক্তমমৃতেন মে বপুঃ।
নেদৃশং মধুরং মাধুরীময়ং
বাক্যমত্র ভুবি কুত্রচিৎ শ্রুতম্ ॥ ৪৮ ॥

(ক) বিধিনা অদৃষ্টেন ॥ ৪৬ ॥

(৪৪) গিরং বাক্যমাকর্ণ্য শ্রুত্বা চেতসা চ মনসা সহ ইতঃ প্রাপ্তঃ সান্দ্রানন্দো যেন,

(৪৫) নিজগাদমাধুর্য্যেণ স্ববচনমাধুর্য্যেণ ॥ ৪৭ ॥

কিন্তু আপনি যে সেই স্বভাব ত্যাগ করিতেছেন—এ বিষয়ে আমাদের অদৃষ্টই একমাত্র কারণ। হিম অত্যন্ত শীতল হইলেও তাহা যে কমলসমূহকে দগ্ধ করে তাহা কেবল অদৃষ্ট জন্য ॥৪৬

সর্ব্বজন-প্রশংসনীয় বিশ্বম্ভরাগ্রজ বিশ্বরূপের এই বিনয়যুক্ত উত্তম বাক্য শ্রবণ করিয়া তৈর্থিক শ্রবণে ও মনে গভীর আনন্দলাভ করিলেন এবং নিজবচনমাধুর্য্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলেন ॥৪৭

বিশ্বরূপ ! তুমি যাহা বলিতেছ সেই (বাক্যরূপ) অমৃতের দ্বারা আমার শরীর সিক্ত হইয়াছে। ঈদৃশ মধুর মাধুরীময় বাক্য এ জগতে আমি আর কখনও শুনি নাই ॥৪৮

এতয়া তব গিরৈব মে ক্ষুধা
শান্তিমাপ সহিতা পিপাসয়া।
তেন চাদ্য ন পচেয়মর্থিতা
কস্য-সাধনকৃতৌ ফলেঽয়িতে (৪৬)॥ ৪৯॥

বিশ্বরূপস্তু পুনরপি নর-শিষ্টপাবতংসং (৪৭) তং সংজগাদ—প্রভো! ক্ষুন্নিবৃত্তিঃ ফলং ন ভবতি ভবতাং ভোজনস্য, ভো জনস্য গৃহিণো মঙ্গলং পুনস্তৎ। তদত্র ন যুজ্যতে বিরামো মা বিরামো মাদৃশাং (৪৮) যথা স্যাত্তথা দয়োদয়ো বিধীয়তাং, ধীয়তাং পয়ঃ-পয়ঃ প্রমুখং পেয়ং (৪৯) প্রাশ্যতাঞ্চ প্রীত্যা পক্বান্নম্ ॥৫০

(৪৬) অয়িতে প্রাপ্তে ॥ ৪৯ ॥
(৪৭) নরলোকশ্রেষ্ঠং, (৪৮) মাদৃশাম্ অমনঃপীড়া যথা মা আবিঃস্যাৎ, (৪৯) ধীয়তাং পীয়তাং দুগ্ধজলাদিকং পেয়ম্ ॥ ৫০ ॥

তোমার এই কথাদ্বারাই পিপাসার সহিত আমার ক্ষুধার শান্তি হইয়াছে। অতএব আমি আজ আর পাক করিব না। ফলপ্রাপ্ত হইলে সাধনকার্য্যে আর কাহার আকাঙ্ক্ষা থাকে? ॥৪৯

নরলোকশ্রেষ্ঠ সেই বৈদিককে বিশ্বরূপ পুনরায় বলিলেন—হে প্রভো! আপনার ভোজনের ফল ক্ষুন্নিবৃত্তি নহে, পক্ষান্তরে তাহার ফল গৃহিজনের মঙ্গল। অতএব এ বিষয়ে আপনার বিরত হওয়া উচিত নহে। যাহাতে আমাদের মনঃপীড়া উপস্থিত না হয়, আপনি সেইরূপ দয়া প্রকাশ করুন। দুগ্ধ জলাদি পেয় দ্রব্য পান করুন এবং প্রীতির সহিত অন্ন পাক করিয়া ভোজন করুন ॥৫০

এবং বদন্নতিকাকু স বিশ্বরূপ-
স্তস্যাদধাৎ পদযুগং স্বকরাম্বুজাভ্যাম্।
সন্তো হি সেবনকৃতে সতৃষোঽতিথীনাং
সদ্বর্গ-মস্তকমণিঃ কিমুত প্রভুঃ সঃ ॥ ৫১ ॥

মুঞ্চ মুঞ্চ মম পাদয়োর্দ্বয়ং
কিং করোষ্যনুচিতং মহামতে!
ত্বৎসুখায় করবৈ পুনঃ পচা-(৫০)
মিত্যুদীর্য্য স দধৌ করৌ প্রভোঃ ॥ ৫২ ॥

তত্তু প্রমোদবচনং বচনং তৈথিকস্যাকর্ণ্য মিশ্রপুরন্দরো মন্দরোপম-স্থৈর্য্যোঽপ্যস্থৈর্য্যো ভবন্নব-প্রভূতামন্দেনানন্দেনা (৫১) তিবেগতো গতো গৃহান্তরং পাক-সামগ্রীং সাধয়িত্বা রাধয়িত্বা বচন কুসুমেন তৈথিকং তত্র নীত্বা ললাপ ॥৫৩

(৫০) পচাং পাকম্ ॥ ৫২ ॥
(৫১) নবশ্চ প্রভূতশ্চ অমন্দশ্চেতি তেন আনন্দেন ॥ ৫৩ ॥

বিশ্বরূপ কাকুভরে এইরূপে বলিতে বলিতে নিজের দুইটি করকমলদ্বারা তাঁহার পদযুগল ধারণ করিলেন। যেহেতু অতিথিদিগের সেবা করিবার নিমিত্ত যখন সমস্ত সাধুগণই অভিলাষী, তখন সজ্জনগণের শিরোমণি প্রভু বিশ্বরূপ যে সে বিষয়ে অভিলাষী হইবেন—একথা আর কি বলিব? ॥৫১

"মহামতে! আমার পদদ্বয় ত্যাগ কর, ত্যাগ কর। এ কি অনুচিত কার্য্য করিতেছ! তোমার সুখের জন্য আমি পুনরায় পাক করিব।" এই কথা বলিয়া তৈথিক প্রভুর করদ্বয় ধারণ করিলেন ॥৫২

তৈথিকের সেই সুখকর বাক্য শ্রবণ করিয়া মিশ্রপুরন্দর মন্দর পর্ব্বতের ন্যায় স্থিরপ্রকৃতি হইলেও নবীন, প্রভূত ও পরম আনন্দে অধীর হইয়া অতি দ্রুতবেগে গৃহমধ্যে গমন করিলেন এবং সত্বর পাকের সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া তৈথিককে বাক্য-কুসুমের দ্বারা অর্চ্চনা করতঃ সেখানে লইয়া গিয়া বলিলেন ॥৫৩

মলাপহরণ-চরণরেণো ! অরেণ (৫২) দ্বারবাটং কবাটং সম্পাদ্য তচ্চ দুর্গলেনার্গলেনারুদ্ধ্য পাকাদিকর্ম্ম শর্ম্মণা কুরুষ্ব, ময়া তু বিশ্বরূপসহিতেনাবহিতেনাভিগম্যতে তস্য সদনস্য বদনস্য রোধায়, বোধায়র্ষ্টোহসৌ বালো যত্র বর্ত্ততে ॥৫৪

ইত্যুক্ত্বা বিশ্বরূপেণ স্বরূপেণ সহ মহর্ষিরূপো মিশ্রেশ্বরোহবরোধং (৫৩) গত্বান্নচৌরেণ গৌরেণ সেবিতস্যাগারস্য দ্বারস্য কবাটং শৃঙ্খলয়াহস্তালয়া নিবধ্য মধ্যমাক্রম্য প্রতীহার- (৫৪) স্থাসীনঃ শচীগৌরয়োঃ সংলাপং শৃণোতি স্ম ॥৫৫

যথা—শচী গৌরমঙ্কে কৃত্বা সনর্ম্মশর্ম্ম সংবভাষে ।

বৎসাপরিজ্ঞাতকুলস্য ভুক্তং
যত্তৈর্থিকস্যাশিতবাংস্ত্বমদ্য ।
ভ্রষ্টা ততো জাতিরতোহত্র কোহপি
দ্বিজো ন কন্যাং তব তে প্রদাতা ॥ ৫৬ ॥

(৫২) অরেণ বেগেন শীঘ্রমর্থঃ ॥ ৫২ ॥
(৫৩) অন্তঃপুরম্ (৫৪) দ্বারস্থ ॥ ৫৫ ॥

মহাত্মন্ ! আপনার চরণরেণু সর্ব্বপাপহারী । আপনি শীঘ্র দ্বারপথে কপাট দিয়া তাহা দুর্গল অর্গলের দ্বারা রুদ্ধ করতঃ সুখে পাকাদিকার্য্য সম্পাদন করুন । আমি বিশ্বরূপের সঙ্গে অবহিতভাবে সেই অজ্ঞান ও দুষ্ট বালকটি যে গৃহে আছে তাহার দ্বার রোধ করিবার জন্য যাইতেছি ॥৫৪

এই বলিয়া স্বরূপতঃ বিশ্বরূপের সহিত মহর্ষিতুল্য মিশ্রবর অন্তঃপুরে গমন করিয়া অন্নচোর গৌরকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত গৃহের দ্বারের কপাট দৃঢ় শৃঙ্খলদ্বারা বন্ধ করিলেন এবং দ্বারের মধ্যস্থলে বসিয়া শচী ও গৌরের পরস্পর আলাপ শুনিতে লাগিলেন ॥৫৫

যথা—শচী গৌরকে কোলে করিয়া সুখভরে পরিহাসের সহিত বলিতে লাগিলেন—বৎস ! তুমি যে আজ অজ্ঞাতকুল (যাহার কুল জানা নাই) তৈর্থিকের ভাত খাইয়াছ, তাহাতে তোমার জাতি নষ্ট হইয়াছে । অতএব কোনও ব্রাহ্মণ তোমাকে কন্যাদান করিবে না ॥৫৬

পুত্রোঽহসিতবদনো গদনোৎসবং বিততান—

মাতরোদনাদনেন ব্রাহ্মণস্য শ্রীভরহিতস্য কলেরস্য লোপকস্য শ্রীবল্লভকলেবরস্য বালকস্য কিং জাতিভ্র্রংশ্যতি ? (ক) ॥ ৫৭ ॥

তদেতদ্বচনং শ্রুত্বা সর্ব্বেষু হসৎসু সৎসু মাতা পুনরুবাচ—তাত ! বিভাবরী বিভা বরীবর্ত্তি ততঃ স্বাপমাপদ্য সুখমনুভব ॥৫৮

পুত্রঃ প্রোবাচ—মাতঃ ! শাতকরং কথয়সি, কিন্তু নিদ্রা মম দৃষ্টী ন স্পৃষ্টী করোতি, ততঃ কমপীতিহাসমিহাসক্ষয় বাচা যং শ্রুত্বা নিদ্রিতো ভবেয়ং, ভবেহয়ং হি পরমোপায়ো নিদ্রাজননস্য ॥৫৯

(ক) শ্রীভর-হিতস্য সম্পদতিশয়-হিতস্য অস্য কলেঃ লোপকস্য নিবর্ত্তকস্য নারায়ণতনুরূপস্য ব্রাহ্মণস্য অন্নভোজনেন বালকস্য কিং জাতিঃ ভ্রংশ্যতি ? অথবা শ্রীবল্লভকলেবরস্য বালকস্যেত্যেকং পদং, কীদৃশস্য শ্রীভ ইতি বর্ণাভ্যাং রহিতস্য তথা কলেঃস্য ইতি চতুর্ণাং বর্ণানাং লোপো যত্র তাদৃশস্য, তেন বল্লব-বালকস্য মম ব্রাহ্মণস্যোদনেনেত্যাদি ॥ ৫৭ ॥

পুত্র ম্লানমুখে বাক্যোৎসব বিস্তার করিলেন অর্থাৎ বলিলেন, "মাতঃ ! সম্পদাতিশয্যে মঙ্গলময় বর্ত্তমান কলিভয় নিবর্ত্তক নারায়ণের তনুরূপ ব্রাহ্মণের অন্নভোজনে কি বালকের জাতি নষ্ট হয় ?" পক্ষে (শ্রীভ-রহিত ও কলের এই শব্দত্রয় নাশক যে শ্রী বল্লভ কলেবর অর্থাৎ বল্লব) ব্রাহ্মণের অন্নভোজনে কি গোপ-বালকের জাতি নষ্ট হয় ? ॥৫৭

তাঁহার এই কথা শুনিয়া সকলে হাসিতে থাকিলে জননী পুনরায় বলিলেন—বৎস ! রাত্রির শোভা অতিশয় বিরাজমান। অতএব নিদ্রিত হইয়া সুখ অনুভব কর ॥৫৮

পুত্র বলিলেন—মা ! তুমি ত সুখকর কথাই বলিতেছ। কিন্তু নিদ্রা আমার নয়নদ্বয় স্পর্শ করিতেছে না। সুতরাং তুমি কোন একটি ইতিহাস (পৌরাণিক কথা) বলিতে থাক, তাহা শুনিয়া আমি নিদ্রিত হইয়া পড়িব ; কেন না এ সংসারে নিদ্রা উৎপাদনের ইহাই পরম উপায় ॥৫৯

মাতোবাচ—'পুত্রাকর্ণয়াবর্ণয়ামি। অস্তি চতুর! চতুরশীতিযোজনমানা জন-মা-নায়িকা (৫৫) মথুরামণ্ডলী নাম ভগবদ্ধামমণিঃ'।

পুত্রঃ সরোমাঞ্চমুবাচ—'মাতঃ! কুত্র?' ॥ ৬০

মাতোবাচ—'তাত! ধরাতলে বাত-লেখ-সুখকন্দলো (৫৬) হস্তীতি লোকৈরুদ্‌ঘুষ্যতে, বস্তুতস্তু সুদর্শনস্য সুদর্শনস্য চক্রস্যোপরি পরিস্ফুরতি।' পুত্রঃ সহুঙ্কারমুবাচ—'কথয়, কথয়' ॥৬১

মাতোবাচ—'তত্র সর্বমহোৎসবনং (৫৭) মহাবনং নাম স্থানমস্তি, তত্র বিরচিত-জগদানন্দো নন্দো নাম গোপরাজো বরোরব্যচূড়ামণিঃ (৫৮)।

পুত্রঃ সানন্দং প্রপচ্ছ—'জননি! যং রমাধবস্য মাধবস্য জনকং জনকদম্বকং (৫৯) কথয়তি' ॥ ৬২ ॥

---

(৫৫) জনানাং মা সম্পৎ তস্যাঃ নায়িকা প্রাপিকা ॥ ৬০ ॥

(৫৬) বাতং দত্তং লেখানাং দেবানাং সুখকন্দলঃ যেন ॥ ৬১ ॥

(৫৭) সর্বোৎসবরক্ষকং (৫৮) ঊরব্যচূড়ামণিঃ বৈশ্যশ্রেষ্ঠঃ (৫৯) লোকসমূহঃ ॥ ৬২ ॥

মাতা বলিলেন—পুত্র! শোন। বলিতেছি—হে চতুর! মানবগণের সম্পৎপ্রদ চৌরাশীযোজন পরিমিত মথুরামণ্ডল নামক ভগবানের শ্রেষ্ঠধাম বর্ত্তমান আছে। পুত্র রোমাঞ্চিত কলেবরে জিজ্ঞাসা করিলেন—মা! কোথায়? ॥৬০

মাতা উত্তর করিলেন—বৎস! "দেবগণের সুখদায়ক এই ধরাতলেই আছে"—লোকে এইরূপ বলে বটে। বস্তুতঃ সুন্দর-দর্শন সুদর্শন চক্রের উপরেই ঐ স্থান বিরাজ করিতেছে। পুত্র হুঙ্কারপূর্ব্বক কহিলেন—বল, বল ॥৬১

মা বলিলেন—তথায় সর্ব্বপ্রকার উৎসব রক্ষক মহাবন নামে স্থান আছে। সেখানে জগতের আনন্দদায়ক নন্দ নামক একজন বৈশ্যশ্রেষ্ঠ গোপরাজ আছেন। পুত্র সানন্দে জিজ্ঞাসা করিলেন—জননি! যাঁহাকে জনবৃন্দ লক্ষ্মীপতি (রাধানাথ) মাধবের জনক বলিয়া থাকে? ॥৬২

মাতা প্রত্যুবাচ—'অথ কিম্'? পুত্রো জগাদ-ততস্ততঃ। অথ তয়োঃ প্রকারান্তরেণ সংলাপঃ ॥৬৩

কণ্বো নাম মুনির্বভূব স্থত হুং নন্দস্য গেহেঽতিথিঃ
সোঽভূদ্ধং সতু নন্দরাজ-মহিতোভক্তং মুদাপাক্তহুম্।
পক্ত্বা বৎস! নিজেষ্টদেবচরণং ধ্যাত্বার্পয়ামাস তৎ
মাতমুঞ্চ বিধায় তত্র গমনং ভুক্ষ্মীয় তস্যোদনম্ ॥ ৬৪ ॥

এবং শ্রীগৌরস্য বচনং শ্রুত্বা শ্রীবিশ্বরূপে ভূপে বিদুষাং কপটেন পটেন কিঞ্চিদ্ বিকশিতরদনং বদনং সংচ্ছাদ্য মৃদু হসতি সতি, মিশ্রপুরন্দরেঽলন্দরেণ কিময়ং মত্তো মত্তোষকরো বালক ইতি ভাবয়তি, ভয়তিমিরাচ্ছন্নমতিরতিব্যগ্রা শচী পপ্রচ্ছ—"পুত্র! কিং ব্যাহরসে? হরসেবকভূতেন ভূতেন কিমভিভূতোঽসি?" ॥৬৫

মাতা প্রত্যুত্তর করিলেন—হাঁ। পুত্র বলিলেন—তারপর, তারপর? অনন্তর তাহাদের প্রকারান্তরে কথোপকথন ॥৬৩

মা—কণ্ব নামে একজন মুনি ছিলেন। পুত্র—হুঁ। মা—তিনি নন্দগৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। পুত্র—হুঁ। মা—তিনি নন্দরাজকর্তৃক পূজিত হইয়া সানন্দে অন্ন পাক করিয়াছিলেন। পুত্র হুঁ। মা—বৎস! পাক করিয়া তিনি নিজ ইষ্টদেবতার চরণ ধ্যান করিয়া তাহা অর্পণ করিয়াছিলেন। পুত্র—মা! ছাড়। আমি সেখানে গিয়া তাহার অন্ন ভোজন করিব ॥৬৪

শ্রীগৌরের এই কথা শুনিয়া বিদ্বৎশ্রেষ্ঠ (বিজ্ঞবর) শ্রীবিশ্বরূপের দন্তপংক্তি ঈষৎ বিকসিত হইল। তিনি ছলপূর্ব্বক বস্ত্রের দ্বারা মুখ ঢাকিয়া মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন, এবং মিশ্রপুরন্দর অতি শঙ্কার সহিত "আমার সন্তোষদায়ক এই বালকটি কি মত্ত পাগল?"—এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন শচীদেবীরও চিত্ত ভয়ান্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। তিনি অতি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"পুত্র! কি বলিতেছ? মহাদেবের সেবক কোনও ভূত তোমাকে আক্রমণ করিল কি?" ॥৬৫

গৌরেণ গৌরেণ-লাঞ্ছনমুখেন (৬০) সস্মরণমূচে—

'মাত ! মা তনু দ্বাপরং (৬১) পরং দ্বিঃকৃত-দ্বিজভক্ত-ভোজন-জনিত-সংস্কারোপনীত—স্বপ্নবিলসিতমেবেদং বচনম্ ।।৬৬

মাতা—তাত ! যদি জাতনিদ্রোঽসি তদা ত্বাং শায়য়ানি, পায়য়ানি চ ধন্যং স্তন্যমিত্যুক্ত্বা তূলীতলে শীতলে শায়য়ামাস, পায়য়ামাস চ পয়ঃ পয়োধরস্য ।।৬৭

তৈর্থিকস্তন্নাদিকং পক্ত্বা পরিবিশ্য পূর্ববৎ প্রেম্না শ্রীবালগোপালায় সমর্প্য তং ধ্যায়ন্নিদমুবাচ— ।।৬৮

হে গোপাল শশাঙ্কশেখরমুখৈর্বন্দ্যস্য দেবোত্তমৈ-
রাহ্বানং ভবতঃ পুনঃ পুনরহং কর্ত্তুং বিভেমি প্রভো !
কিন্তু ত্বৎকরুণা মহার্ণবভীত্যালোচ্য চেতস্তু মে
শান্তিং ন ব্রজতি স্পৃহাতিতরলং তেনার্থয়ে ত্বাং পুনঃ ॥ ৬৯ ॥

(৬০) চন্দ্রসূর্য্যনিন্দিমুখেন. (৬১) দ্বাপরং সংশয়ম্ ॥ ৬৬ ॥

চন্দ্রসূর্য্য অপেক্ষাও উজ্জ্বলবদনে গৌর স্মরণপূর্ব্বক বলিলেন—মাতঃ ! তুমি সংশয় করিও না। দুইবার ব্রাহ্মণের অন্নভোজন জনিত সংস্কারবশে স্বপ্ন দেখিয়া আমি এই কথা বলিয়াছি ।।৬৬

শচীমাতা বলিলেন—বৎস ! তুমি যদি নিদ্রিত হও, তাহা হইলে তোমাকে শয়ন করাইয়া সুমিষ্ট স্তন্যপান করাই। এই কথা বলিয়া তিনি তাহাকে শীতল তূলীর (গদির) উপর শয়ন করাইয়া স্তনদুগ্ধ পান করাইতে লাগিলেন ।।৬৭

এদিকে তৈর্থিক অন্নাদি পাক করিয়া পরিবেশন করতঃ পূর্ব্ববৎ প্রেমভরে শ্রীবালগোপালকে তাহা সমর্পণ করিলেন এবং তাঁহাকে ধ্যান করিতে করিতে এই কথা বলিতে লাগিলেন ।।৬৮

"হে গোপাল ! তুমি চন্দ্রমৌলি মহাদেব প্রভৃতি দেবশ্রেষ্ঠগণেরও বন্দনীয়। সেইজন্য হে প্রভো ! আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতে ভয় পাইতেছি। কিন্তু তোমার

যদ্যপি সংপ্রতি মাতুঃ ক্রোড়ে নিদ্রাসুখং প্রযাতোঽসি
তদাপি সকৃৎ করুণাময় ! সমেত্য দীনস্য ভুঙ্ক্ষ্বান্নম্ ॥ ৭০ ॥

এবং ভাবমানে ভূসুরে ভাববশো ভগবানভাবনীয়বৈভবস্তদভবনং প্রকাশভেদেনৈত্য তদন্নং ভোক্তুমারেভে ॥ ৭১ ॥

যদা যদা ভক্তজনঃ সমাহ্বয়েৎ
তদা তদৈবৈতি তদন্তিকং প্রভুঃ ।
ন চাস্য তত্রালসতাস্তি কর্হিচিৎ
কৃপামবেক্ষধ্বমমুষ্য সাধবঃ ॥ ৭২ ॥

এবং তস্মিন্নোদনং ভুঞ্জানে যুঞ্জানে চ মৃদুহসেন মুখারবিন্দং বিন্দংস্তদ্ধ্যানভঙ্গমুন্মীল্য লোচনে রোচনেড়িতভালকং (৬২) বালকং তমালোক্য শঙ্কাপঙ্কাকুলিতমনা কবাটমালোকয়ামাস ভূসুরঃ ॥ ৭৩ ॥

(৬২) গোরোচনা-স্তুত-কান্তিম্ ॥ ৭৩ ॥

করুণা অত্যন্ত বলবতী—ইহা আলোচনা করিয়া বাসনা বশতঃ অতি চঞ্চল আমার চিত্ত শান্তি পাইতেছে না। তজ্জন্য আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৬৯ ॥

যদিও এখন তুমি মায়ের কোলে নিদ্রাসুখ ভোগ করিতেছ, তথাপি করুণাময় ! একবার আসিয়া দীনের অন্ন ভোজন কর" ॥ ৭০ ॥

ব্রাহ্মণ এই প্রকার বলিতে লাগিলে অচিন্ত্যবৈভবশালী প্রেমাধীন ভগবান প্রকাশভেদে (ভিন্নপ্রকাশে) সেই গৃহে আসিয়া তাঁহার অন্ন ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৭১ ॥

হে সাধুগণ ! আপনারা প্রভুর কৃপা দেখুন ; যখন যখনই ভক্তজন তাঁহাকে আহ্বান করেন, তখন তখনই তিনি তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হন, এ বিষয়ে তাঁহার কখনও আলস্য নাই ॥ ৭২ ॥

এইরূপে প্রভু যখন অন্নভোজন ও বদনকমলে মৃদুহাস্য (যোজনা) করিতেছিলেন, তখন ব্রাহ্মণের ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি নয়ন উন্মীলনপূর্বক গোরোচনা অপেক্ষাও সুন্দর

তচ্চ পূর্ব্ববদেবার্গলেন নিরুদ্ধমবেক্ষ্য অহো! কিমিদমাশ্চর্য্যং সত্যপি দ্বারে তথৈবাপিহিতকবাটে বাটেন কেনাগতোঽয়ং বাল ইতি চিন্তয়তি তস্মিন্ নিজজন-ভজন-পরায়ত্ততয়া যত্নতয়া (৬৩) চ ভক্তানুগ্রহে তস্য ধ্যেয়ং সপরিকরবালগোপালরূপমাত্মানং প্রকাশয়ামাস প্রভুবরঃ ॥ ৭৪ ॥

তত্র চ প্রথমং—

বিপ্রশ্চিন্তামণিময়-ধরামণ্ডলং কল্পশাখি-
শ্রেণীবল্লীললিতসুষমং শোভিতং ভানুপুত্র্যা।
নিত্যাভীরপ্রভৃতিমনুজৈঃ সেবিতং পক্ষিজালৈ-
র্নানারূপৈরপিপশুকুলৈর্গোকুলং প্রেক্ষতাসৌ ॥ ৭৫ ॥

(৬৩) [illegible]

গৌরকান্তি সেই বালকটিকে দর্শন করিয়া শঙ্কাকুলচিত্তে কবাটের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ॥ ৭৩ ॥

কিন্তু তাহা পূর্ব্বের ন্যায়ই অর্গলের দ্বারা বদ্ধ দেখিয়া তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন—অহো এ কি আশ্চর্য্য! দ্বার সেইরূপ কবাটবদ্ধই আছে, তথাপি কোন্ পথে বালকটি এখানে আসিয়া উপস্থিত হইল! প্রভুবর নিজজনের ভক্তির একান্ত অধীন ও ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহ বিষয়ে যত্নশীল। সুতরাং তিনি তখন তাঁহার ধ্যানযোগ্য পরিকর সহিত নিজ বালগোপালরূপ তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলেন ॥ ৭৪ ॥

তন্মধ্যে প্রথমতঃ—সেই বিপ্র কল্পতরুশ্রেণী ও লতা সকলের দ্বারা সুন্দর শোভাময় যমুনাশোভিত, নিত্য আভীর প্রভৃতি মনুষ্যগণ বিরাজিত, নানারূপ পশুপক্ষি সমন্বিত, চিন্তামণিময় ভূমি গোকুল দর্শন করিলেন ॥ ৭৫ ॥

তত্র চ—মূলে কল্পতরোঃ স্ফুরদুরুমণীসংকৢপ্তবেদীস্থিতে
রক্তাম্ভোজবরে বসন্তমচিরাদুদ্যৎপয়োদ-প্রভম্।
বালং সন্নবনীত-শোভিতকরং গোগোপগোপীবৃতং
নানালঙ্করণং দিগম্বরতনুং গোপালমালোকয়ৎ॥ ৭৬॥

আলোক্য চ প্রাপ্তপরমপ্রকর্ষ-প্রেমপ্রমোদ-পূরেণ ক্ষণং মহালয় ইব প্রবলিতস্তম্ভঃ (৬৪) ক্ষণং কাসার ইব কম্পাতিবিক্ষোভিতঃ ক্ষণং শমীতরুরিব কণ্টক (৬৫)-সঙ্কুলতনুঃ ক্ষণং নদীকূলস্থপলাশীব জলবিশন্নেত্রো ভবন্ রবিরিব পরাভূত স্বপরগ্রহ-প্রকাশঃ (৬৬) পৃথিব্যাং পপাত॥ ৭৭

(৬৪) স্তম্ভঃ স্তব্ধতা পক্ষে স্থূণঃ, (৬৫) কণ্টকঃ পুলকঃ পক্ষে বৃক্ষাঙ্গভেদশ্চ। (৬৬) পরাভূতঃ স্বাপরজ্ঞানস্য প্রকাশো যেন, পক্ষে পরাভূতঃ স্বস্মাৎ পরস্য গ্রহস্য চন্দ্রাদেঃ প্রকাশো যেন॥ ৭৭॥

তথায়, কল্পতরুমূলে বহু উজ্জ্বল মণিরচিত বেদীস্থিত রক্তকমলের উপর বিরাজমান, নবোদিত জলদের ন্যায় কান্তিযুক্ত, দিগম্বরতনু, বালগোপালকে দর্শন করিলেন। তাঁহার হস্ত সুন্দর নবনীতদ্বারা শোভিত, তাঁহার অঙ্গ নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিত এবং গো, গোপ ও গোপীগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে॥ ৭৬

তদ্দর্শনে তৈর্থিক পরমপ্রেমানন্দপ্রবাহে মগ্ন হওয়ায় ক্ষণকাল প্রকাণ্ড গৃহের ন্যায় স্তম্ভপ্রাপ্ত (পক্ষে জড়তাপ্রাপ্ত) হইলেন। কিছুক্ষণ সরোবরের ন্যায় কম্পভরে অত্যন্ত বিচলিত হইলেন, কখনও শমীবৃক্ষের ন্যায় তাঁহার শরীর কণ্টকশোভিত (রোমাঞ্চ পক্ষে কাঁটা) হইল। ক্ষণকাল নদীতীরস্থিত বৃক্ষের ন্যায় তাঁহার নেত্র (নয়ন পক্ষে বৃক্ষমূল) জলসিক্ত হইল। এবং সূর্য্য যেমন অন্যান্য গ্রহের প্রকাশ আচ্ছাদিত করিয়া স্বয়ং পৃথিবীর উপর প্রকাশিত হয়, সেইরূপ তাঁহার আত্মপর সম্বন্ধীয় জ্ঞান লোপ হওয়ায় তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন॥ ৭৭

তঞ্চ তাদৃশ-ভূশমোহ-রোহ-কবলিত-বিবেকমালোক্য করুণা-নীরধিরধিকমনুগ্রহং চিকীর্ষুরমুষ্য শিরসি রসিকেন্দ্রো নিজকরকমলমর্পয়ামাস। তঞ্চ চেতনয়া সম (৬৭)-মসমমমুং স্পর্শমবাপ্যোত্থিতং দ্বিজবরমুবাচ চ ॥ ৭৮

বিপ্রেন্দ্র! ধৈর্য্যমুপগচ্ছ কিমাকুলোঽসি
ত্বং সেবকো ভবসি মে নতরাং নবীনঃ।
তস্মাদ্ যদাহ্বয়সি মামসি ভক্তিযুক্ত-
স্তর্হ্যেব তে সবিধমাশ্ব জবাদুপৈমি ॥ ৭৯ ॥

বীক্ষ্যাপি মাং যদসি নাবগতোঽদ্য তস্মাৎ
প্রাকাশয়ং তব বিচিন্ত্যমিদন্তু রূপম্।
যস্মাৎ ষড়ক্ষরমনোর্মম গোপরাজ-
পুত্রস্য বালবপুষস্ত্বমুপাসকোঽসি ॥ ৮০ ॥

(৬৭) সমং সহ ॥ ৭৮

তাঁহাকে ঐ প্রকার অত্যন্ত মোহনিমিত্ত অচৈতন্য দেখিয়া করুণাসিন্ধু রসিক-শিরোমণি প্রভু অধিক অনুগ্রহ করিবার ইচ্ছায় তাঁহার মস্তকে নিজ করকমল অর্পণ করিলেন। তাঁহার সেই অনুপম স্পর্শ প্রাপ্ত হইয়া দ্বিজবর চৈতন্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে গাত্রোত্থান করিলে প্রভু তখন তাঁহাকে বলিলেন ॥ ৭৮

বিপ্রবর! ধৈর্য্য ধারণ কর, কেন আকুল হইতেছ? তুমি আমার নূতন সেবক নও। সেইজন্য তুমি যে যে সময়ে ভক্তিযুক্ত হইয়া আমাকে আহ্বান কর, আমি তৎক্ষণাৎ দ্রুতবেগে তোমার সমীপে উপস্থিত হই ॥ ৭৯

তুমি যে আজ আমাকে দেখিয়াও চিনিতে পার নাই, সেই নিমিত্ত তোমার চিন্তনীয় এই রূপ প্রকাশ করিলাম। যেহেতু তুমি গোপেন্দ্রনন্দন আমার বালগোপাল-মূর্ত্তির ষড়ক্ষর মন্ত্রের উপাসক ॥ ৮০

শ্রীগোকুলেঽপি ভবতো ব্রজরাজ-সদ্ম-
ন্যেবং পুরা ত্রিরঘসং দ্বিজপুঙ্গবান্নম্।
মল্লীলয়া প্রবলয়াবৃতমানসস্য
নারোহতি স্মৃতিপথং ভবতঃ পুনস্তৎ ॥ ৮১ ॥

এবং বিশ্বম্ভরস্য বচনমবগত্যাবনীবিবুধবরো বিশ্বম্ভরা-বিন্যস্তবপুর্বিনয়েন বহুবারমবনামং বিধায় বিগলদ্বিলোচন-বহুল-বারিধারা-বিক্লিন্নবদনো বাষ্প-ব্যাকুল-বাগ্‌বিনুনাব (৬৮) ॥ ৮২ ॥

জাতং পুরা গোকুলভূমিমধ্যেঽধুনা নবদ্বীপ-কৃতাবতারম্।
ব্রহ্মাদি-বিস্মাপক-দিব্যশক্তিং গোপালদেবং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৮৩ ॥
শ্রীমদ্‌যশোদা-ব্রজরাজ-কীর্ত্তি-জাতীলতাবর্দ্ধন-বারিবাহং।
শচীজগন্নাথ-যশোম্বুধীন্দুং গোপালদেবং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৮৪ ॥

(৬৮) তুষ্টাব ॥ ৮২ ॥

হে দ্বিজবর! ইতঃপূর্ব্বে দ্বাপরযুগে শ্রীগোকুলেও ব্রজরাজ নন্দের গৃহে আমি তিনবার তোমার অন্ন খাইয়াছিলাম; কিন্তু আমার প্রবল লীলাশক্তি দ্বারা তোমার চিত্ত আবৃত আছে বলিয়া তাহা তোমার স্মৃতিপথে উদয় হইতেছে না॥ ৮১ ॥

বিশ্বম্ভরের এইপ্রকার বাক্য অবগত হইয়া বিপ্রবর ভূলুণ্ঠিত শরীরে বিনয়-পূর্ব্বক বহুবার নমস্কার করিলেন এবং অবিরল নয়ন-জলধারায় বদন সিক্ত করিতে করিতে বাষ্পগদ্‌গদস্বরে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৮২ ॥

যিনি পূর্ব্বে গোকুলনগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং সম্প্রতি যিনি নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যাহার দিব্যশক্তি ব্রহ্মাদি দেবতাগণেরও বিস্ময় উৎপাদন করে, আমি সেই গোপালদেবের শরণ গ্রহণ করিতেছি ॥ ৮৩ ॥

দ্বাপরে শ্রীমতী যশোদা ও শ্রীব্রজরাজ নন্দের কীর্ত্তিরূপ জাতীলতার (মালতী লতার) বর্দ্ধন বিষয়ে জলধর স্বরূপ, এক্ষণে শচী ও জগন্নাথের যশোরূপ সমুদ্রের (বর্দ্ধন বিষয়ে) চন্দ্রস্বরূপ গোপালদেবের আমি শরণ লইতেছি ॥ ৮৪ ॥

যশ্চিত্রলীলাবলি-সংবিধানৈরশোধয়দ্দ্বাপরবর্ত্তি-লোকান্।
তং তিষ্যজাতান্ (৬৯) মনুজান্ পুনানং গোপালদেবং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৮৫ ॥
সপ্তাশ্ব-কন্যাতটনীরয়োর্যো বিস্তারয়ামাস বিচিত্রলীলান্।
তং গাঙ্গতীরোদকয়োর্লসন্তং গোপালদেবং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৮৬ ॥
যো মেঘমালাং মঘবন্মণীংশ্চ (৭০) স্বয়া রুচা পর্য্যভবন্নিকামম্।
তয়া (৭১) ক্ষিপন্তং বরহাটকং তং গোপালদেবং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৮৭ ॥
কৃতাবিরৈশ্বর্য্য-পরপ্রকর্ষং যোঽমোহয়ৎ পদ্মভবাদি-দেবান্।
তং ছাদয়ন্তং নিজতাদৃগৈশ্যং গোপালদেবং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৮৮ ॥
কণ্বাভিধানস্য মুনীশ্বরস্য ব্রজে ত্রিরন্নং বুভুজে মুদা যঃ।
দীনস্য মেঽপ্যন্নমদন্তমেতং গোপালদেবং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৮৯ ॥

(৬৯) কলিযুগজাতান ॥ ৮৫ ॥
(৭০) ইন্দ্রনীলমণীন্, (৭১) তয়া রুচা ॥ ৮৭

যিনি নানাবিধ বিচিত্র লীলাবিধান দ্বারা দ্বাপরযুগের লোক সকলকে পবিত্র করিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে কলিযুগজাত মানবগণকে যিনি পবিত্র করিতেছেন, আমি সেই গোপালদেবের শরণ গ্রহণ করিতেছি ॥ ৮৫ ॥

যিনি যমুনার তীরে নীরে বিচিত্রলীলা বিস্তার করিয়াছিলেন, এক্ষণে গঙ্গার তীরে নীরে বিলাসপরায়ণ, সেই গোপালদেবের আমি শরণ গ্রহণ করিতেছি ॥ ৮৬ ॥

যিনি নিজকান্তিদ্বারা মেঘমালা ও ইন্দ্রনীলমণিসমূহকে পরাজিত করিয়াছিলেন, এক্ষণে নিজের কান্তিতে যিনি উৎকৃষ্ট স্বর্ণকে তিরস্কার করিতেছেন, আমি সেই গোপালদেবের শরণ গ্রহণ করিতেছি ॥ ৮৭ ॥

যিনি পরম ঐশ্বর্য্যাতিশয় প্রকাশ করিয়া ব্রহ্মাদি দেবতাগণকে মোহিত করিয়াছিলেন, এক্ষণে নিজের তাদৃশ ঐশ্বর্য্য আচ্ছাদিত করিয়া বিরাজমান সেই গোপালদেবের আমি শরণ গ্রহণ করিতেছি ॥ ৮৮ ॥

ব্রজে যিনি কন্বনামক মুনিবরের অন্ন তিনবার আনন্দে ভোজন করিয়াছিলেন, এক্ষণে মাদৃশ দীনেরও অন্ন যিনি সানন্দে ভোজন করিতেছেন, আমি সেই গোপালদেবের শরণ গ্রহণ করিতেছি ॥ ৮৯ ॥

কণ্বস্য বিশ্বাসকৃতে ব্রজে যশ্চতুর্ভুজং রূপমদর্শয়ত্তু।
মজ্‌জ্ঞপ্তয়ে গোপতনুং ভবন্তং গোপালদেবং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৯০ ॥

ভো ভোঃ প্রভো! তব কৃপা বচসো ধিয়োঽপি
কস্যাপি জাতু ন ভবেদ্বিদুষোঽপি গম্যা।
যেয়ং সমস্তজগদন্তরতীব হীনং
মামপ্যহোবততমাং বিষয়ীকরোতি ॥ ৯১ ॥

এবং ভূসুরস্য সুরস্য-স্তুতিং (৭২) শ্রুতিমানীয় প্রীয়মাণো ভগবানুবাচ—

"দ্বিজপুঙ্গব! সুমতেস্তব স্তবনেনানেনাত্যন্তমেব প্রাপ্তোঽস্মি পরং মোদ-মোদনেন চামোদকেনোদকেনোতপলাশেনাপি প্রীণামি দত্তেন ভক্তেন, ভক্তেন (৭৩) ত্বীদৃশেন কিমুত! ততো বরং কঞ্চিৎ প্রার্থয়স্ব, তং প্রতিপাদয়ানি দয়া-নিতান্তবশঃ ॥ ৯২ ॥

(৭২) পরমাস্বাদ্যস্তবং, (৭৩) ভক্তেন দত্তেন উদকেন তথা পলাশেনাপি পত্রেণাপি, ভক্তেন অন্নেন ॥ ৯২ ॥

কণ্বের বিশ্বাসের নিমিত্ত যিনি তাঁহাকে চতুর্ভুজ রূপ দেখাইয়াছিলেন, এক্ষণে আমাকে জানাইবার জন্য যিনি গোপ-কলেবর হইয়াছেন, আমি সেই গোপালদেবের শরণ গ্রহণ করিতেছি। ৯০ ॥

হে, হে প্রভো! তোমার করুণা কখনও কোন পণ্ডিতেরও বাক্যবুদ্ধিরও গোচর নহে। কেননা—ইহা সমস্ত জগতের মধ্যে অত্যন্ত হীন হতভাগ্য আমাকেও আত্মসাৎ করিতেছে ॥ ৯১ ॥

ব্রাহ্মণের এই সুমধুর স্তুতি শুনিয়া ভগবান্ প্রীত হইয়া বলিলেনঃ—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তোমার বুদ্ধি অতি উৎকৃষ্ট। তোমার এই স্তবে ও সৌরভযুক্ত অন্নের দ্বারা আমি অত্যন্ত আনন্দপ্রাপ্ত হইয়াছি অথবা ভক্তপ্রদত্ত জল ও পত্রের দ্বারাও যখন আমি সন্তুষ্ট হই, তখন এইপ্রকার অন্নের দ্বারা যে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইব, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? অতএব তুমি কোনও বর প্রার্থনা কর। আমি নিতান্ত দয়াপরবশ হইয়া তোমাকে প্রদান করিব ॥ ৯২ ॥

স তূবাচ—'ভগবন্! কাময়ে কাময়েয় বস্তুজাতিং, (৭৪) সুকৃতং সুকৃতমপি স্বতঃ ফলং ন ভবতি। অর্থস্তু মঙ্গলগ্রহ ইব নাম্নৈব কর্ণমাত্র-রোচনো বস্তুতস্ত্বনর্থ এব সর্ব্বদোদ্বেগকরত্বাৎ; বিষয়া বিষ-পাদসাম্পত্তয়ঃ, স্বেষু নিমগ্নং জনং ক্লেশয়ন্তি। চতুর্থায় তু মোক্ষায় নমোঽক্ষায়ন-পরমানন্দকারিণীং (৭৫) হারিণীং হা ভবল্লীলা-মৃত-তরঙ্গিণীমাস্বাদয়িতুং যো ন দদাতি ॥ ৯৩ ॥

কিঞ্চ ভবন্নিশাগমনেনৈবমনেনৈব (৭৬) কৃতার্থতাময়াম যাচিত্বাঽপি, ততঃ কিমন্যৎ প্রার্থয়েয়, ন হি পীযূষ-পারাবার-পরিমগ্নঃ ক্ষারবারি বাঞ্ছতি ॥ ৯৪ ॥

যদ্যবশ্যং বরো দেয়স্ত্বয়া মে মিশ্রনন্দন।
ভবল্লীলাবলোকানুমতিং দেহি তদা বরম্ ॥ ৯৫ ॥

(৭৪) কাং বস্তুজাতিং কাময়েয়। (৭৫) ইন্দ্রিয়ম র্গস্য কর্ণচক্ষুরাদেঃ পরমসুখকারিণীং ॥ ৯৩ ॥
(৭৬) এবম্প্রকারেণ অনেনৈব ভগবদ্দর্শনেন ॥ ৯৪ ॥

কিন্তু ব্রাহ্মণ বলিলেন—হে ভগবন্! আমি কোন্ বস্তুসমূহ প্রার্থনা করিব? ধর্ম্ম সম্যগ্‌ভাবে অনুষ্ঠিত হইলেও তাহা স্বতঃই ফলরূপ নহে। অর্থ মঙ্গলগ্রহের ন্যায় নামেই কেবল কর্ণসুখকর, বস্তুতঃ সর্ব্বদা উদ্বেগ জন্মায় বলিয়া উহা যথার্থই অনর্থ। বিষের সাগররূপ বিষয় সকল আপনাতে নিমগ্ন ব্যক্তিকে অর্থাৎ বিষয়াবিষ্ট ব্যক্তিকে ক্লেশ প্রদান করে। চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়মার্গের পরম সুখদায়িনী মনোহারিণী আপনার লীলামৃত-তরঙ্গিণীকে যে আস্বাদন করিতে দেয় না, সেই চতুর্থ মোক্ষকে আমি নমস্কার করি ॥ ৯৩ ॥

আরও আমি যাচ্ঞা না করিলেও আপনি যে আমাকে এইপ্রকার দর্শন দিয়াছেন, ইহাতেই আমি কৃতার্থতা লাভ করিয়াছি। অতএব আমি অন্য আর কি প্রার্থনা করিব? অমৃতসমুদ্রমগ্ন ব্যক্তি কখনও ক্ষারজল (লবণজল) প্রার্থনা করে না ॥৯৪॥

হে মিশ্রনন্দন! যদি তুমি অবশ্যই আমাকে বর দিবে, তবে তোমার লীলা দর্শনের অনুমতিরূপ বর আমাকে প্রদান কর ॥ ৯৫ ॥

কিঞ্চ—বারদ্বয়ং যত্তবতঃ প্রসাদো মোহাভিভূতেন ময়াভ্যুপেক্ষি।
ততোঽপরাধান্মম কম্পতে ধীঃ কৃপামৃতাব্ধে তমিমং ক্ষমস্ব ॥ ৯৬ ॥

শ্রুত্বা বিপ্রস্য বচনং তমুবাচ মহাপ্রভুঃ।
পশ্যের্লীলাং কিন্তু মাং ত্বং কুত্রচিন্ন প্রকাশয়েঃ ॥ ৯৭ ॥

উপেক্ষিতো দ্বির্মম যৎপ্রসাদ, স্ত্বয়া ভবাত্রাপি ন কিঞ্চিদাগঃ।
কুর্ব্বন্তি যদ্ যন্মম বিপ্র! ভক্তাস্তত্তৎ সুখায়ৈব ভবেদ্‌যতো মে ॥ ৯৮ ॥

ইত্যুক্ত্বাঽন্তর্হিতেঽর্হিতে (৭৭) জগন্নাথৌরসে রসেন (ক) স ভূদেবোঽভূদেবো-ন্মত্তঃ। ততশ্চ ভগবৎপ্রসাদান্নং 'অহোভাগ্যমহোভাগ্যমিতি' বদন্ মুহুঃ প্রণম্য শিরস্যুরস্যাপর্য্যঙ্গেষু সর্ব্বেষ্বেব প্রলিপ্য সতৃণং (৭৮) বুভুজে, রসনয়া পুনঃপুনঃ পাত্রং পরিলিলেহ চ ॥ ৯৯ ॥

(৭৭) পূজ্যে, (ক) আনন্দেন, (৭৮) সমগ্রম্ ॥ ৯৯ ॥

অধিকন্তু, আমি মোহাচ্ছন্ন হইয়া দুইবার যে তোমার প্রসাদ উপেক্ষা করিয়াছি, সেই অপরাধে আমার বুদ্ধি বিচলিত হইতেছে। হে করুণামৃতসাগর। তুমি আমার সেই অপরাধ ক্ষমা কর॥ ৯৬ ॥

বিপ্রের কথা শুনিয়া মহাপ্রভু বলিলেন—তুমি আমার লীলা দেখিতে পাইবে। কিন্তু কাহারও নিকট আমাকে প্রকাশ করিও না ॥ ৯৭ ॥

তুমি যে দুইবার আমার প্রসাদ উপেক্ষা করিয়াছ এ বিষয়ে তোমার কোন দোষ নাই। যেহেতু হে বিপ্র! আমার ভক্তগণ যাহা যাহা করেন, তাহা সকলই আমার সুখের নিমিত্ত হইয়া থাকে ॥ ৯৮ ॥

এই কথা বলিয়া পূজ্য শ্রীজগন্নাথনন্দন অন্তর্হিত হইলে সেই ব্রাহ্মণ প্রেমানন্দে সত্যই উন্মত্ত হইলেন। অনন্তর "অহো ভাগ্য! অহো ভাগ্য!" এই কথা বলিতে বলিতে ভগবানের প্রসাদান্নকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া মস্তকে বক্ষে ও সর্ব্বাঙ্গোপরি লেপন করিলেন এবং নিঃশেষে ভোজন করিয়া জিহ্বাদ্বারা পাত্রটি পুনঃ পুনঃ চাটিতে লাগিলেন ॥ ৯৯ ॥

অথ গৃহাদ্বহিরাগত্য কৃতাচমনস্তমনস্তরমেবোপেত্য মিশ্রবরঃ পপ্রচ্ছ—সাধূত্তম। প্রষ্টুং বিভেমি ভবতো ভোজনং নিষ্পন্নং ন বেতি। স তু সাবহিত্থমুবাচ— ॥ ১০০ ॥

মিশ্রেন্দ্র ! ভোজনমভূন্মম যাদৃগদ্য
নৈতাদৃগদ্য জনুষি (৭৯) কচনাপি লব্ধম্।
ত্বৎসূনুনানপরিভুক্ত (৮০) মতীব শুদ্ধং
ভক্তং বিভুজ্য তব পূততমোঽস্ম্যভূবম্ ॥ ১০১ ॥
এতন্নিশম্য বচনং কিল তৈর্থিকস্য
শ্রীবিশ্বরূপ-জনকো মুদিতো বভুব।
শয্যাং বিধায় রুচিরাং তমশায়য়চ্চ
তস্যান্তিকে স্বয়মশেত চ সুস্থচিত্তঃ ॥ ১০২ ॥

ইতীত্যাদি শ্রীগৌরলীলামৃতে শেষবাল্যবিলাসো নাম সপ্তম আস্বাদঃ।

(৭৯) অস্মিন্ জন্মনি. (৮০) শ্লেষেণ অনপরিভুক্তং, পরিভুক্তমিতি তু বাস্তবার্থঃ ॥ ১০১ ॥

তারপর গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া তিনি আচমন করিলে মিশ্রবর তাঁহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"সাধূত্তম ! আপনার ভোজন নিষ্পন্ন হইয়াছে কি না আমি জিজ্ঞাসা করিতে ভয় পাইতেছি।" তখন তিনি মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলেন ॥ ১০০ ॥

হে মিশ্রেন্দ্র ! অদ্য আমার যেরূপ ভোজন হইয়াছে, এ জন্মে আমি আর কখনও এরূপ ভোজন লাভ করি নাই। তোমার পুত্র কর্ত্তৃক অপরিভুক্ত (শ্লেষে অনপরিভুক্ত অর্থাৎ পরিভুক্ত) অত্যন্ত শুদ্ধ অন্ন ভোজন করিয়া আমি অতিশয় পবিত্র হইয়াছি ॥ ১০১ ॥

তৈর্থিকের এই বচন শুনিয়া শ্রীবিশ্বরূপের পিতা আনন্দিত হইলেন। মনোরম শয্যা রচনা করিয়া তাঁহাকে শয়ন করাইলেন, এবং সুস্থচিত্তে নিজেও তাঁহার নিকট শয়ন করিলেন ॥ ১০২ ॥

ইতি শ্রীগৌরলীলামৃতে শেষবাল্যবিলাস নামক সপ্তম আস্বাদ ॥

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-চম্পূঃ

—ঃ(*)ঃ—

অষ্টম আস্বাদঃ

অথ সংবৃত্তে নিশান্তে (১) নিশান্তেশ্বরং (২) সীরপাণি-স্বরূপং বিশ্বরূপকামন্ত্র্য সর্ব্বজনধীচৌরং শ্রীগৌরমালোক্য স তৈর্থিকস্ততো জগাম। গচ্ছন্নপি শ্রীগৌর-লীলাবলোক-লালসয়া নাতিদূরং জগাম। কিন্তু নবদ্বীপ-নিকটেষু গ্রামেষটন্নহরহ-রভ্যেত্য তল্লীলাদর্শনেনাত্মানমানন্দয়ামাস ॥ ১ ॥

অথৈবং পরমানন্দেন শ্রীমতঃ প্রভোরিচ্ছানুসারিবয়সো* জবত্যতুল্যে তুর্য্যে (৩) বৎসরে বৎ সরেণ রুচিকরেণ (৪) সপ্রপঞ্চমেন (৫) পঞ্চমেন মাসমানেন মাসমানেন (৬) প্রববৃতে ॥ ২ ॥

তত্র চ বাল্যভাগতয়া প্রসিদ্ধেঽপি শিশিরস্বাবয়বেঽপি ফাল্গুনে গুণেনাধিকো বসন্ত ইব পৌগণ্ডমধিকারমধিকারমণকক্কার (৭) ॥ ৩ ॥

---

(১) রাত্র্যন্তে প্রভাতে, (২) গৃহেশ্বরং জগন্নাথম্ ॥ ১ ॥

(৩) তুল্যে তুর্য্যে বৎসরে জবতি গতে ('জু' সৌত্রধাতুঃ গত্যর্থঃ), (৪) সরেণবৎ দধ্যগ্রেণেব রুচিকরেণ, (৫) সপ্রপঞ্চা যা শোভা যস্য তেন, (৬) যতঃ যয়া শোভয়া অসমানেন মাসমানেন বৎসরেণ প্রবৃত্তম্ ॥ ২ ॥

(৭) অধিকমারমণং ক্রীড়া জনানুরাগো বা যত্র তৎ ॥ ৩ ॥

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে তৈর্থিক গৃহস্বামী জগন্নাথ মিশ্র ও হলধর স্বরূপ শ্রীবিশ্বরূপকে সম্ভাষণ করিয়া সকল লোকের বুদ্ধি অপহরণকারী (চিত্তচোর) শ্রীগৌরকে দর্শন করতঃ সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। গমন করিলেও শ্রীগৌরের লীলাদর্শন-লালসায় তিনি বেশী দূর গেলেন না। কিন্তু তিনি নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে ভ্রমণ করিতেন এবং প্রতিদিন আসিয়া তাঁহার লীলাদর্শনপূর্ব্বক চিত্তের আনন্দ বিধান করিতেন ॥ ১ ॥

এইরূপে পরমানন্দে শ্রীমান্ প্রভুর ইচ্ছাধীন বয়সের অনুপম চতুর্থ বৎসর গত হইলে, রুচিপ্রদ সরের (দধিদুগ্ধাদির অগ্রভাগের) ন্যায় অতুল শোভাসম্পন্ন পরমসুন্দর পঞ্চম বৎসর প্রবৃত্ত হইল ॥ ২ ॥

---

* 'প্রভোরিচ্ছানুসারবয়সোঽবজিতেঽতুল্যে' পাঠস্তু প্রামাদিকঃ।

কিঞ্চিত্তামব-লব্ধসৌষ্ঠব-মনঃসংমোদকৃন্মধ্যমং
ন্যগ্রোধাঙ্কুর-পক্কবিম্ব-বিজয়ি শ্রীভাজি দন্তচ্ছদম্।
কম্বুশ্মাদহর-ত্রিরেখ-ললিতগ্রীবং সমুদ্যৎপ্রভং
পৌগণ্ডং হৃদি চিন্তয়ামি সততং শ্রীগৌরচন্দ্র-প্রভোঃ ॥ ৪ ॥

মন্যে বয়োঽস্য তদুরো বিপুলং বিধাতুং,
দৃষ্ট্বেতরত্র নহি তৎ-কৃতিযোগ্যবস্তু।
মাংসং ক্রমেণ জঠরস্য জহার তস্মাৎ
তৎসূক্ষ্মতামুপজগাম তদাক্রমেণ ॥ ৫ ॥
মথিষ্যতো রাজতি বন্ধুজীবঃ
নারাগতাঽস্য দ্বিজ-চেলকস্য (৮)।
এবং বিচার্য্যেব বয়স্তদস্য
প্রভুস্তরাগং স্বয়ুযোজ তত্র ॥ ৬ ॥

(৮) বন্ধুজীবং পুষ্পবিশেষং মথিষ্যতঃ জেষ্যতঃ দ্বিজচেলকস্য অধরস্য অথচ বন্ধূনাং প্রিয়তমানাং জীবং জীবনং বিলোড়য়িষ্যতো দ্বিজাধমস্য রাগশূন্যতা ন শোভতে ॥ ৬ ॥

শীতকালের অবয়ব হইলেও ফাল্গুন মাসে যেমন অধিক গুণসম্পন্ন বসন্তের অধিকার হয়, সেইরূপ পঞ্চম বৎসর বাল্যকালের অংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ থাকিলেও তখন প্রচুর ক্রীড়াময় অথবা জনবৃন্দের পরম অনুরাগজনক পৌগণ্ড আসিয়া অধিকার করিয়াছিল ॥ ৩ ॥

তখন প্রভুর কটিদেশ কিঞ্চিৎ কৃশতাপ্রাপ্ত সৌষ্ঠবের দ্বারা সকলের মনে আনন্দ বিধান করিতেছিল, তাঁহার ওষ্ঠশোভায় বটবৃক্ষের অঙ্কুর ও পক্কবিম্বফলকে জয় করিয়া বিরাজ করিতেছিল, গ্রীবা শঙ্খের মত্ততানাশক ত্রিরেখাদ্বারা অতি সুন্দর হইয়াছিল, প্রভু শ্রীগৌরচন্দ্রের এইপ্রকার উদীয়মান কান্তিযুক্ত পৌগণ্ড বয়সকে আমি সর্ব্বথা হৃদয়ে চিন্তা করি ॥ ৪ ॥

মনে হয়, প্রভুর বয়স তাঁহার বক্ষঃস্থলকে বিশাল করিবার জন্য অন্য কোথায়ও ঐ কার্য্যের উপযুক্ত বস্তু না দেখিয়া ক্রমে ক্রমে জঠরের মাংস হরণ করিয়াছিল, সেইজন্য জঠর তখন ক্রমশঃ সূক্ষ্মতাপ্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৫ ॥

প্রভুর যে অধর, বন্ধুজীব পুষ্পকে পরাভব করিবে, তাঁহার রাগহীনতা শোভা পায় না, (শ্লেষে যে দ্বিজাধম বন্ধুগণের জীবনে দুঃখ প্রদান করিবে, তাহার রাগশূন্যতা

বিদ্যা-প্রিয়োক্তি-হিতভাষণ-গানশক্তী-
র্জ্ঞাত্বাস্য কণ্ঠভুবি কিন্নু নিরস্তকামাঃ।
তাসাং বিবাদ-পরিহারকৃতে বয়স্তদ্
রেখাত্রয়েণ বিদধৌ বহিরত্র (৯) সীমাম্ ॥ ৭ ॥

বয়স্যমুষ্মিন্নুদিতে তনুপ্রভা
বভূব তস্যাত্যধিকাপি পূর্ব্বতঃ।
প্রাতর্যথা ভানুমতশ্ছটা ভবে-
ন্ন সঙ্গবে (১০) সা হি তথৈব তিষ্ঠতি ॥ ৮ ॥

তদা চ তং নবদ্বীপ-পত্তনবাসী নবাসীম-সৌন্দর্য্যস্তস্য সমানবয়ামানব-যাচনীয়পদরজা (১১) দরজাত-নিত্যপ্রেমোদয়ো (১২) মোদযোগে-(১৩) নৈকত্র্যাদিক্রমেণ সমাজগাম বালকচয়ঃ, সরসালবালং (১৪) রসালবালং (১৫) মুকুলিতমাকুলিতমানসঃ সৌরভেণ পরভৃত-বিসর ইব ॥৯

(৯) অত্র কণ্ঠস্থানে ॥ ৭ ॥

(১০) প্রাতঃ কালাৎ পরস্মিন্ মুহূর্ত্তত্রয়ে পূর্ব্বাহ্ণে ॥ ৮ ॥

(১১) মনুষ্যৈর্যাচ্যা পদধূলির্যস্য, (১২) ঈষদাবির্ভূতো নিত্যপ্রেম্ণ উদয়ো যস্য। (১৩) মোদ-যোগেন আনন্দ-সম্বন্ধেন, (১৪) সরসং সজলং আলবালং যস্য তম্, (১৫) আম্রপোতম্ ॥ ৯ ॥

শোভা পায় না) এইরূপ বিচার করিয়াই যেন তাঁহার ঐ বয়স তখন অধরে প্রচুর রক্তিমা সংযুক্ত করিয়াছিল ॥৬

প্রভুর কণ্ঠদেশে বিদ্যা, প্রিয়োক্তি, হিতভাষণ ও গানের শক্তি সকল ক্রীড়া করিতে ইচ্ছুক জানিয়াই কি তাহাদের বিবাদ ভঞ্জন করিবার নিমিত্ত ঐ বয়স তখন তাঁহার কণ্ঠের বাহিরে তিনটি রেখাদ্বারা সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিল ? ॥৭

প্রভুর পৌগণ্ড বয়স উদিত হইলে তাঁহার অঙ্গকান্তি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কেননা সূর্য্যের তেজঃ প্রাতঃকালে যেমন থাকে, পূর্ব্বাহ্নে সেইরূপ থাকে না অর্থাৎ তদপেক্ষা অধিক বৰ্দ্ধিত হয় ॥৮

প্রোষ্যাগতাংশ্চিরদিনাৎ সমবেক্ষ্য বন্ধূন্‌।
লোকো যথাভিলভতে পরমং প্রমোদম্‌।
তদ্বচ্চিরাদুপগতান্‌ নিজপূর্ব্বভক্তা-
নালোক্য কিঞ্চন সুখং প্রভুরেষ লেভে ॥ ১০ ॥

তদা চ গৌরস্য তথা শিশূনাং পরস্পরালোকজ-হর্ষবর্ষম্‌।
তনূলতাঃ সৎপুলকাঙ্কুরাঢ্যা নেত্রচ্ছদাং (১৬) শ্চাম্বুমুচশ্চকার ॥ ১১ ॥

গৌরস্য কায়-কনকাব্জবনে শিশূনাং
নেত্র-দ্বিরেফনিকরঃ সুরভৌ প্রবিশ্য।
সৌন্দর্য্য-পুষ্পরস-তৃপ্ততয়ালসঃ সং-
স্তস্মাৎ কথঞ্চিদপি নোচ্চলিতুং শশাংক ॥ ১২ ॥

(১৬) নেত্রাণোব ছদাঃ পত্রাণি তান্‌ ॥ ১১ ॥

জলপূর্ণ আলবালবিশিষ্ট ক্ষুদ্র আম্রবৃক্ষ (আমের চারা) মুকুলিত হইলে তাহার সৌরভে আকুলচিত্ত হইয়া কোকিলসমূহ যেমন সেখানে আসিয়া উপস্থিত হয়, সেইরূপ যাহাদের চরণরজঃ মানবগণের যাচঞার যোগ্য, এবংবিধ নবদ্বীপবাসী, অসীমনবসৌন্দর্য্য-বিশিষ্ট, প্রভুর সমবয়স্ক বালকসমূহে নিত্যপ্রেমের ঈষৎ উদয় হওয়ায় আনন্দভরে এক দুই করিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল ॥৯

বহুদিন পরে বন্ধুগণকে বিদেশ হইতে আগত দেখিয়া লোকে যেমন পরমানন্দ লাভ করে, সেইপ্রকার নিজের পূর্ব্বভক্তগণকে দীর্ঘকাল পরে উপস্থিত দেখিয়া প্রভু অনির্ব্বচনীয় সুখ লাভ করিয়াছিলেন ॥১০

তখন গৌরও শিশুগণের পরস্পর দর্শনজনিত আনন্দবর্ষা তনুরূপ লতাসকলকে সুন্দর পুলকরূপ অঙ্কুরযুক্ত এবং চক্ষুর পাতাগুলিকে জলবর্ষী মেঘস্বরূপ করিয়াছিল ॥১১

গৌরের শরীররূপ সুগন্ধিস্বর্ণকমলবনে বালকদিগের নেত্ররূপ ভ্রমরসমূহ প্রবেশপূর্ব্বক সৌন্দর্য্যরূপ মধুপানে তৃপ্তিহেতু অলস হইয়া তথা হইতে কোনও প্রকারে প্রস্থান করিতে পারিতেছিল না ॥১২

তত্তস্তমালোক্য ন হি ক্ষণং তে কুত্রাপি ন স্থাতুমলং বভূবুঃ (১৭)।
অলৌকিকী শ্রীর্বশয়েন্নরমাত্রং, কিমু স্বতঃ সিদ্ধরতীনসৌ তান্॥ ১৩॥

ততশ্চ তৈঃ সহ মিলিতো মিশ্রেন্দ্রনন্দনো নৃপমার্গ-নগরনিবাসি-বাসরমণীয়া-রামামরতটিনী-তীর-নীরেষু নিরন্তরং নানাবিলাসমাচরতি স্ম॥১৪

দেবেশ্বরোঽপি যদবাপ নৃবালচর্য্যাং
গাম্ভীর্য্যসিন্ধুরপি চঞ্চলতাঞ্চ গৌরঃ।
তন্ন প্রমোদয়তি হন্ত! তদীয়-লীলা-
শক্তের্বিচিত্রতরতাং স্ফুটয়জ্জনং কম্॥ ১৫॥

অথ কদাচিৎ—

প্রাচীরং ভবনঞ্চ ধূলিপটলৈঃ কৃত্বা পথি প্রস্তরং
শালগ্রামশিলাং প্রকল্প্য রজসৈবার্চাং বিধায় প্রভুঃ।
পঙ্‌ক্তীকৃত্য নিবেশ্য সঙ্গিনিকরান্ পত্রেষু পাত্রেষসৌ
নৈবেদ্যং পরিবেষয়ত্যভিমুদা শ্রীমান্ শচীনন্দনঃ॥ ১৬॥

(১৭) তং নালোক্য স্থাতুং ন শক্তাঃ বভূবুঃ॥ ৩॥

সেইদিন হইতে বালকগণ প্রভুকে ক্ষণকালের জন্য না দেখিয়া অন্য কোথাও থাকিতে পারিত না। অলৌকিক সৌন্দর্য্য মনুষ্যমাত্রকেই বশীভূত করে, সুতরাং যাহাদের অনুরাগ স্বতঃসিদ্ধ, তাহাদিগকে যে উহা বশীভূত করিবে এ সম্বন্ধে কি আর বলিবার আছে? ॥১৩

তখন হইতে তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া মিশ্রেন্দ্রনন্দন বিশ্বম্ভর রাজপথে, নগরবাসিগণের গৃহে, রমণীয় উদ্যানে এবং সুরধুনীর তীরে নীরে নিরন্তর নানাপ্রকার ক্রীড়া করিতে লাগিলেন॥১৪

গৌর দেবগণের ঈশ্বর হইয়াও যে নরবালকের চরিত্র অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, গাম্ভীর্য্যসাগর হইয়াও যে চঞ্চলতা স্বীকার করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার লীলাশক্তির অতিশয় বৈচিত্র্যই প্রকাশ করিতেছে। অতএব তাহাতে কোন্ ব্যক্তিকে না আনন্দিত করে? অর্থাৎ সকলকেই আনন্দিত করে॥১৫

তথায় কখনও প্রভু শ্রীমান্ শচীনন্দন পথিমধ্যে ধূলিরাশির দ্বারা প্রাচীর (দেওয়াল) ও গৃহ নির্ম্মাণ করতঃ একখণ্ড প্রস্তরকে শালগ্রাম শিলারূপে কল্পনা

তে ঃ ভোজনলীলামনুকুর্ব্বন্তস্তথা কুর্ব্বন্তং তমূচুঃ—হে বালকাখণ্ডলা-(১৮) লকাখণ্ডলাবণ্য! সুকোমলেন কর-কঞ্জেন করকং জেজীয়মানেন (১৯) দেবতাশেষো (২০) যত্তাশেষোপমানশূন্যো যো ভবতাস্মভ্যং সমর্পিতঃ, সোঽয়ং লোচনৈরেবাস্বাদনীয়ো ন রসনয়া রসনায়াশক্তত্বাৎ ॥১৭

তস্য চাস্বাদতোঽস্বাদতো (২১) বুভুক্ষাভরতো ন নিস্তারোঽভূন্নি। যদি ভবতোদিততোদাঽস্মাকমশনায়ামশনায়াপনয়া নিবারয়িতুং পারয়ে রয়েণ, ততঃ প্রততঃ প্রমোদো ভবত্যস্মাকম্ ॥১৮

(১৮) বালকাখণ্ডল বালকেন্দ্র, (১৯) দাড়িম্বপুষ্পং রক্তিমাতিশয়েন জয়তা, (২০) দেবতোচ্ছিষ্টম্ ॥ ১৭ ॥

(২১) অসূন্ প্রাণান্ অত্তীতি অস্বাদস্ততঃ প্রাণনাশকাদিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

করিয়া ধূলিদ্বারাই তাহার অর্চ্চনা করিয়াছিলেন এবং সঙ্গিগণকে পঙ্‌ক্তিবদ্ধভাবে বসাইয়া পত্ররূপ পাত্রসমূহে অতি আনন্দের সহিত নৈবেদ্য পরিবেশন করিতেছিলেন ॥১৬

তাহারা সকলে ভোজনলীলা অনুকরণ করিতে করিতে ঐ প্রকার পরিবেশন-কারী প্রভুকে বলিল—হে অখণ্ডলাবণ্যময় চূর্ণকুন্তল-শোভিত বালকেন্দ্র! (বালক-শিরোমণি!) রক্তিমাতিশয্যে দাড়িম্বজয়ী তোমার সুকোমল করকমলের দ্বারা যে অতুলনীয় দেবতার প্রসাদ তুমি আমাদিগকে অর্পণ করিয়াছ, তাহার রসগ্রহণ করা অসাধ্য বলিয়া জিহ্বা দ্বারা তাহা আস্বাদ করা যায় না, নয়ন দ্বারাই ইহা আস্বাদন করিবার যোগ্য ॥১৭

উহার আস্বাদে প্রাণনাশক প্রচণ্ড ক্ষুধা হইতে আমাদের মুক্তি হইল না। যদি তুমি ভোজ্যবস্তু প্রদানের দ্বারা আমাদের অতিবিস্তৃত যন্ত্রণাদায়ক ক্ষুধা সত্বর নিবারণ করিতে পার, তাহা হইলে আমাদের অপার আনন্দলাভ হইবে ॥১৮

তদেতদ্বচনং নিশম্য সবয়সাময়সামস্ত্যপূর্ণো (২২) ভগবান্ যূয়ং ক্ষণমত্রৈব বিরমেতারমেতাম্বঃ (২৩) প্রার্থনাং সাধয়ানীত্যুক্ত্বা নিকটবর্ত্তিনাং দ্বিজানাং নিকেতনেষু প্রবিশ্য যদ্ যদ্ ভক্ষ্যমবলোকয়তি তত্তচ্চোরয়তি রয়তিরস্কৃত-পবনঃ ॥১৯

যদি তু তং কশ্চিৎ পশ্যতি তদা বদতি—রে চলাচলাশয়! শয়দ্বয়ে (২৪) কিং তে বর্ত্ততে জানাসি নাসি (২৫) মাং যদহো পরগৃহেঽপীদৃগৌদ্ধত্যমাচরসি? ॥২০

বালকস্তু বক্তি—ভূসুরোত্তম! কিমিদং ভবান্ সত্যমেব ভাষতে, ভবনমিদং মামকং ন ভবতীতি ভবতু, ভবতো ভণিত্যৈবাহমিদানীমিতো ব্রজেয়ং পশ্চাত্তু বিচারয়িষ্যামি কস্যেদমিতি ॥২১

এতদ্বচস্তস্য* নিপীয় তস্মিন্ বিপ্রে হুসেনাকুলিতে নিতান্তম্।
শ্রীগৌরচন্দ্রো নিজকার্য্যসিদ্ধিং, কৃত্বা সখীনাং নিকটং প্রযাতি ॥ ২২ ॥

(২২) অয়েতি—শুভাবহবিধিপূর্ণতাপূর্ণঃ (২৩) [বিরমেত + অরং (শীঘ্রম্) + এতাং + বঃ] ॥১৯
(২৪) চলেতি—চঞ্চলমতে। হস্তদ্বয়ে। (২৫) অসিত্বম্ (অব্যয়ম্) ॥ ২০

সমবয়স্ক বালকগণের এই কথা শ্রবণ করিয়া সমস্ত শুভবিধিযুক্ত অর্থাৎ শোভনচরিত্র ভগবান্ বলিলেন—"তোমরা ক্ষণকাল এই স্থানেই অপেক্ষা কর। আমি শীঘ্রই তোমাদের এই প্রার্থনা পূর্ণ করিব।" এই বলিয়া তিনি নিকটবর্ত্তী ব্রাহ্মণগণের গৃহসমূহে প্রবেশ করিয়া যে যে ভক্ষ্যবস্তু দর্শন করিলেন, বায়ু অপেক্ষাও অধিকবেগে তাহা চুরি করিতে লাগিলেন ॥১৯

যদি কেহ তাহাকে দেখিত, তাহা হইলে বলিত—রে চপলচিত্ত! তোমার দুইটি হস্তে কি আছে? অহো! তুমি যে পরের গৃহেও এই প্রকার ঔদ্ধত্য করিতেছ, তুমি কি আমাকে জান না? ॥২০

বালক বিশ্বম্ভর উত্তর করিতেন—"হে ব্রাহ্মণবর! আপনি কি ইহা সত্যই বলিতেছেন যে এ গৃহ আমার নয়? যাহা হউক, আপনার কথাতেই আমি এখন এখান হইতে যাই, এ কাহার গৃহ, ইহা পরে বিচার করিব ॥২১

*এতদ্বচঃ স্বস্য ইতি পাঠান্তরম্।

এবং কঞ্চিৎ স্বসঙ্গিনং রহসি হসন্মুখঃ স্থাপয়িত্বা 'নায়ামীহ যাবদস্মি তাবদস্মি-ত্তামদতো মদতোষকতো (২৬) হন্যত্র মা যায়া মায়য়া(২৭) ত্বৎপিত্রোঃ পরীক্ষাং কর্ত্তাস্মি, ততঃ কেনাপ্যাহূতোঽপি নোত্তরং দত্থা' ইত্যুক্ত্বা তৎপিতৃসদনমন্যৈঃ সহ গত্বা বদতি ॥২৩

বিপ্রবর্য্য ! ভবতো বালকঃ ক্রন্দন্ সুরধুনী-সরণ্যা সরতি তং পরাবর্ত্তয়িতুং বহুধা যত্নমকাষ্ম, তথাপি নাসৌ প্রত্যাবৃত্তস্ততো যদিচ্ছসি তদ্বিধেহি ॥২৪

এতাং শ্রুত্বা গিরমতিভয়ব্যাকুলো বিপ্রবর্য্যো-
হন্বেষ্টুং পুত্রং নিজপরিকরৈর্যাতি সর্ব্বৈঃ সহ প্রাক্ ।
শ্রীগৌরস্তু প্রিয়সখগণৈঃ সার্দ্ধমালোক্য গেহং
শূন্যং বিষ্ট্বা হরতি মধুরং মোদকাদি-সুভক্ষ্যম্ ॥ ২০ ॥

(২৬) অস্মিত্তেতি অহঙ্কার-মদতো মদসন্তোষকারণাৎ (২৭) মায়ায়ঃ মমতায়াঃ মা যায়াঃ ন গচ্ছেঃ ॥ ২৩

তাঁহার এই বাক্যসুধা পান করিয়া সেই ব্রাহ্মণ অত্যন্ত শান্ত করিতে লাগিলে, শ্রীগৌরচন্দ্র নিজকার্য্য সিদ্ধ করিয়া সখাদিগের নিকট প্রস্থান করিতেন ॥২২

এইরূপে প্রভু সহাস্যবদনে নিজের কোনও এক সঙ্গীকে গুপ্তস্থানে রাখিয়া বলিতেন—আমি যতক্ষণ এখানে না আসি, ততক্ষণ তুমি আমার অসন্তোষজনক অভিমানমদে মত্ত হইয়া অন্যত্র যাইও না। তোমার মাতাপিতার মমতার পরীক্ষা করিব। সুতরাং কেহ ডাকিলেও উত্তর দিও না। এই কথা বলিয়া তিনি অন্যান্য সঙ্গিগণের সঙ্গে ঐ বালকের পিত্রালয়ে গিয়া তাহার পিতার নিকট বলিতেন ॥২৩

"হে বিপ্রবর ! আপনার বালক পুত্রটি রোদন করিতে করিতে গঙ্গার পথ দিয়া যাইতেছে। তাহাকে ফিরাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলাম, তথাপি সে ফিরিল না। অতএব আপনি যাহা ইচ্ছা হয় করুন ॥ ৪

এই কথা শুনিয়া সেই দ্বিজবর অত্যন্ত ভয়ে ব্যাকুল হইয়া নিজের সমস্ত পরিজনগণের সঙ্গে পুত্রকে অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ গমন করিতেন। এদিকে শ্রীগৌরও গৃহ শূন্য দেখিয়া প্রিয়সখাদিগের সঙ্গে তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক মোদক (মোয়া) প্রভৃতি মধুর ও সুন্দর ভক্ষ্যদ্রব্যসমূহ অপহরণ করিতেন ।২৫

অহো ! প্রভোর্ভক্তহিতে সমাগ্রহং
বিলোকয়ধ্বং ননু সাধবো জনাঃ।
যদর্থমেষ ত্রিজগদ্বিনিন্দিতা-
মপি স্বয়ং হন্ত ! করোতি চৌরিকাম্ ॥ ২৬ ॥

ততশ্চ পূর্ব্ব-গোপিতং সখায়মানীয় সর্ব্বৈঃ সহ মোদকাদি ভুক্ত্বা পুত্রান্বেষিণং বিপ্রমনুসরন্ ! দূরাদুচ্চৈরাচষ্টে ॥ ২৭

"ভোঃ পুত্রবৎসল ! বৎসলতাং তবালোকয়িতুমস্মাভিরেবায়ং তব তনয়ো গোপিতো নয়ৈনমিতি", স তু হারিতনিধিবত্তনয়ং প্রাপ্য পরমানন্দিতো গৃহং গচ্ছতি ॥ ২৮

কদাচনারামে (২৮) হনারামে (২৯) সহ সবয়োভিঃ সবয়োভিঃ সজ্জুষ্টে পত্রফল-সুমনোরুচিরে (৩০) মনো রুচিরে (৩১) প্রবিশ্য বিহরন্ কেকি-কোকিল-কীর-শারিকাদি কলমাকলয্য স্বয়মনুকরোতি ॥ ২৯

---

(২৮) আরামে উপবনে, (২৯) নাস্তি নারস্য নরসমূহস্য আমঃ পীড়া যত্র, (৩০) পত্রফলপুষ্পৈঃ সুন্দরে, (৩১) মনসো রুচিপ্রদে ॥ ২৯ ॥

হে সাধুজন সকল ! ভক্তগণের মঙ্গলের জন্য প্রভুর সম্যক্ আগ্রহ আপনারা দর্শন করুন। হায় ! যে ভক্তগণের জন্য তিনি স্বয়ং ত্রিজগতে অতিনিন্দিত চৌরকর্ম্ম আচরণ করিতেছেন ॥ ২৬

অনন্তর পূর্ব্বগুপ্ত সেই বন্ধুটিকে আনিয়া সকলের সঙ্গে মোদকাদি ভোজন করতঃ পুত্রান্বেষী সেই বিপ্রের পশ্চাৎ গমন করিতে করিতে দূর হইতে উচ্চৈঃস্বরে বলিতেন—॥ ২৭

"হে পুত্রবৎসল ! আপনার বাৎসল্য অবলোকন করিবার নিমিত্ত আমরাই আপনার এই পুত্রটিকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, এই আপনার পুত্র লউন।" এই কথা শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণ হারানিধির ন্যায় নিজ তনয় প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে গৃহে যাইতেন ॥ ২৮

কখনও প্রভুর সমবয়স্ক বালকগণের সঙ্গে মানবগণের উপদ্রবশূন্য, পক্ষিকুল-মুখরিত, চিত্তের রুচিপ্রদ, সুন্দর পত্রপুষ্পফলযুক্ত উপবনে প্রবেশ করিয়া বিহার

যদা রবং যস্য খগস্য স প্রভুঃ
করোতি তর্হ্যেব সবান্ধব-ভ্রমাৎ।
তদন্তিকং যাতি ততো ভ্রমো ভবেদ্
যদন্যজীবস্য নহীদমদ্ভুতম্ ॥ ৩০ ॥

যো যোঽশৃণোদনুকৃত-স্বরবং তদীয়ং
রাবং খগোঽতিমধুরং শিখি-কোকিলাদিঃ।
অত্যাক্ষ্যদেব স স রাবমপত্রপাত-(৩২)
স্তদ্রাব-শিক্ষণরুচির্যদি নাভবিষ্যৎ ॥ ৩১ ॥

কদাচিৎ কৌতুকেন কপীনাকার্য্য কর্ম্মরঙ্গ-কোল-কদলীফলানি প্রদায় ভোজনাবসরে তেষাং বদনভঙ্গীর্বিলোক্য বহুলমানন্দমবাপ্নোতি ॥ ৩২

(৩২) অপত্রপাতঃ লজ্জাতঃ ॥ ৩১ ॥

করিতে করিতে ময়ূর, কোকিল, শুকশারী প্রভৃতি বিহঙ্গদিগের অব্যক্তমধুর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া নিজেও সেইরূপ অনুকরণ করিতেন ॥ ২৯

তিনি যখন যে পক্ষীর রব করিতেন, তৎক্ষণাৎ সেই পক্ষী নিজের স্বজন মনে করিয়া ভ্রমে তাঁহার নিকট গমন করিত। প্রভু হইতে যে অন্যজীবের ভ্রম হইবে ইহা কিছু আশ্চর্য্য নহে ॥ ৩০

ময়ূর, কোকিল প্রভৃতি যে যে পক্ষী তাহাদের নিজ নিজ শব্দের অনুকরণকারী প্রভুর অতি মধুর রব শ্রবণ করিত, তাহাদের যদি সেই রব শিক্ষা করিবার স্পৃহা না থাকিত, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চিতই লজ্জায় নিজ নিজ শব্দ পরিত্যাগ করিত ॥ ৩১

কখনও কৌতুকচ্ছলে বানরগণকে ডাকিয়া তাহাদিগকে কামরাঙা, বদরী, রম্ভা ফলসমূহ প্রদান করিতেন এবং ভোজনকালে তাহাদের মুখভঙ্গী দেখিয়া প্রচুর আনন্দলাভ করিতেন ॥ ৩২

কদাচিদ্বশীকৃত্যাহারেণ ব্যাহারেণ কর্ম্ম কুর্ব্বতস্তামিধুজ্য স্বসঙ্গি-ব্যতিরিক্তান্ বালকান্ বালিকাশ্চ ভীষয়ন্ তেষাং তাসাঞ্চ সাধ্বস-চেষ্টিতমালোক্য প্রমোদতে ॥৩৩

কদাচন বিষমভাব-রহিতে বরহিতে বিহরণায় রণায় চ বালোচিতায় (৩৩) ধবল-সিতাঽতিকোমল-বালুকে (৩৪) বালুকেপ্সিত-সুরভা-(৩৫) বতিসুরভাবতি (৩৬) ত্রিপথগা-তটে সখিভিঃ সহ খেলতি স হ খে লতিকেব বিদ্যুতো (৩৭) বিশ্বম্ভরঃ ॥ ৩৪

কর্পূরধূলি-ধবলে সহ মিত্রবর্গৈ-
র্ভাগীরথী-তটতলে বিররাজ গৌরঃ।
জ্যোৎস্নাচ্ছটাবলয়-পাণ্ডুরিতেঽম্বরীক্ষে
নক্ষত্রমণ্ডলবৃতো রজনীকরো বা ॥ ৩৫ ॥

---

(৩৩) বিহারস্য বালোচিতস্য যুদ্ধস্য চ উত্তমহিতে।(৩৪) ধবল-শর্করাবদ্ অবলসিতা অতি-কোমলা চ বালুকা যত্র। (৩৫) বালুকেন গন্ধদ্রব্যবিশেষেণ ঈপ্সিতঃ সুরভির্গন্ধো যস্য তত্র, (৩৬) অতিসুরা সুরানতিক্রান্তা যা ভা তদ্বতি গঙ্গাতটে, (৩৭) স, হ, স্ফুটং খে আকাশে বিদ্যুতে লতিকেব ॥৩৪

কখনও আহারের দ্বারা তাহাদিগকে বশীভূত করতঃ তাঁহার কথানুসারে কার্য্যকারী সেই বানরদিগকে প্রেরণ করিয়া নিজ সঙ্গিগণ ব্যতীত অন্যান্য বালক ও বালিকা সকলকে ভয় দেখাইতেন এবং তাহাদের (বালক ও বালিকাদিগের) কম্পরোদনাদি দেখিয়া আনন্দিত হইতেন ॥ ৩৩

কখনও বিষমতারহিত অর্থাৎ সমতল, বালকোচিত যুদ্ধক্রীড়া ও বিহারের জন্য অতি হিতকর (উপযুক্ত), শ্বেতশর্করাতুল্য সুন্দর সুকোমল বালুকাময়, বালুকা অর্থাৎ গন্ধদ্রব্য বিশেষেরও অভীষ্ট সুগন্ধযুক্ত (অর্থাৎ অত্যন্ত সৌরভযুক্ত) দেবগণ অপেক্ষাও অতিশয় কান্তিবিশিষ্ট গঙ্গাতটে বিশ্বম্ভর আকাশে বিদ্যুল্লতিকার ন্যায় সখাদিগের সঙ্গে খেলা করিতেন ॥ ৩৪

জ্যোৎস্নার রশ্মিপুঞ্জের দ্বারা ধবলিত আকাশে নক্ষত্রমালা-পরিবেষ্টিত চন্দ্র যেমন শোভা পায়, কর্পূরচূর্ণের ন্যায় শুভ্রবর্ণ ভাগীরথীতীরে গৌর বন্ধুগণের সঙ্গে সেইরূপ বিরাজ করিতেন ॥ ৩৫

তত্র চ পরমকৌতুকভরতশ্চরতশ্চক্রাঙ্গ বিহঙ্গমানালোক্য কেচিৎ কুর্ব্বন্তি তদ্বদ্-গমনমনন্তং শব্দায়ন্তে চ। পরে তু বেগনিন্দিত-শরালয়ঃ (৩৮) শরালয় (৩৯) ইব দ্রুতং বিক্রমন্তে বিক্রমন্তেঽহং জয়েয়মিতি পরস্পরং বদন্তঃ ॥ ৩৬

অপরে তূপহসন্তঃ সন্তঃ সুখঞ্জনং সুখং জনয়ন্তোঽবলোকয়তাং তদ্বদ্দ্রুতপদন্যাসং চলন্তি। ইতরে তু পারাবতানপারাবতান-ভঙ্গীভি-(৪০) রনুকুর্ব্বন্তস্তদ্বদ্ঘূর্ণন্তো ভ্রমন্তি ॥ ৩৭

কেচিৎ প্লবমানাঃ প্লবমানাপনোদনায় (৪১) মোদনায়াপ্যাত্মপক্ষাণাং খেলন্তি। কতিচিৎ কল্পিত-করিবেষাঃ কৃত-কৃতক-ঘেষা (৪২) ঘনাঘন-গভীর-গর্জ্জনাঃ প্রকাশিত-তর্জ্জনা যুধ্যন্তি ॥ ৩৮

(৩৮) বেগনিন্দিত বাণসমূহাঃ (৩৯) পক্ষিভেদাঃ ॥ ৩৬

(৪০) অপারোঽনন্তোঽবধানো বিস্তারো যাসাং তাভির্ভঙ্গীভিঃ ॥ ৩৭

(৪১) প্লবানাং ভেকানাং মান-খণ্ডনায়, (৪২) কৃতঃ কৃতকঃ অযথার্থো ঘেষো যৈস্তে ॥ ৩৮

তথায় পরম কৌতুকভরে বিচরণশীল চক্রাবাক পক্ষীদিগকে দেখিয়া সেইপ্রকার গমন করিত ও অশেষ শব্দ উচ্চারণ করিত। অপর কেহ কেহ বেগে বাণসমূহের নিন্দাকারী অর্থাৎ বাণবেগের অপেক্ষাও দ্রুতগামী শরাল পক্ষিসকলের ন্যায় "আমি তোমার পক্ষিগতিকে জয় করিব" পরস্পর এই কথা বলিতে বলিতে দ্রুতবেগে পাদক্ষেপ করিত ॥ ৩৬

অন্য কেহ কেহ বা সুন্দর খঞ্জন পক্ষীকে উপহাস করিতে করিতে দর্শকগণের সুখ জন্মাইয়া তাহার ন্যায় দ্রুতপাদবিক্ষেপে গমন করিত। অপর কেহ কেহ বা অপার ভঙ্গী বিস্তারের দ্বারা কপোতদিগের অনুকরণপূর্ব্বক তাহাদের ন্যায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভ্রমণ করিত ॥ ৩৭

কেহ কেহ ভেকসকলের গর্ব্বনাশ ও নিজপক্ষীয় বালকগণের আনন্দবর্দ্ধনের নিমিত্ত লম্ফপ্রদান করিতে করিতে খেলা করিত। কেহ কেহ বা হস্তীর বেশ ধারণ-পূর্ব্বক কৃত্রিম ঘেষ করিয়া মেঘের ন্যায় গভীর গর্জ্জন ও তর্জ্জন প্রকাশ করিতে করিতে যুদ্ধ করিত ॥ ৩৮

কতিচন বেশানুকৃত-মেষা বিস্তারিত-কপটকোপাবেশাঃ প্রাদুষ্কৃত-পরম-দর্পাঃ কৃতাপসর্পোপসর্পা মেষকমস্তকামস্তকি দ্বন্দ্বশো রণমাচরন্তি ॥ ৩৯

হম্বারবাপূর্ণদিশঃ করাভ্যাং পদীকৃতাভ্যাং ক্ষিতিমুল্লিখন্তঃ।
বৃষায়মাণাঃ কতিচিচ্চ বালাঃ শৃঙ্গৈঃ প্রক৯প্তৈর্যুযুধুর্বিষন্তঃ ॥ ৪০ ॥

কেচিচ্চ তুরঙ্গম-রঙ্গমঙ্গীকুর্ববাণা ধারা-(৪৩) ধারাবাহিতয়া বিতন্বন্তঃ স্বপৃষ্ঠারূঢ়ান্ সহচরান্ বহন্তি। একে ত্বসকৃদ্ ঘূর্ণন্তো ঘূর্ণিতনেত্রা ইদমালপন্তি—

রে রে সখায়ঃ! কিমিদং বিচিত্রং
ঘূর্ণন্তি সর্ব্বে কথমত্র বৃক্ষাঃ।
গঙ্গা নবদ্বীপপুরী চ সর্ব্বা
কিং বাচ্যমন্যৎ সকলা ধরা চ ॥ ৪১ ॥

(৪৩) ধারাঃ অশ্বগতিভেদান্ ["আস্কন্দিতং ধৌরিতকং রেচিতং বল্গিতং প্লুতমিতিগতয়োঽমূঃ পঞ্চধারা" ইত্যমরঃ।] ॥ ৪১

কতকগুলি বালক মেষের বেশ অনুকরণ করিয়া কপট কোপাবেশ প্রকাশ করতঃ অতিশয় দর্প দেখাইয়া দুই দুইজন পশ্চাৎ গমন ও অগ্রগমন দ্বারা দূর ও নিকটবর্ত্তী হইয়া মেষের মত মস্তকে মস্তকে যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৩৯

আবার হম্বা রবে দশদিক্ পূর্ণ করিতে করিতে হস্তদ্বয়কে পদদ্বয় করিয়া উহা দ্বারা মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে বৃষ সাজিয়া কতিপয় শিশু কল্পিত শৃঙ্গদ্বারা রোষভরে যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৪০

কেহ কেহ আবার অশ্বসজ্জায় সজ্জিত হইয়া একপ্রকার অশ্বগতি অবলম্বনে নিজপৃষ্ঠে আরোহণকারী সহচরগণকে বহন করিতে লাগিল। কোন কোন শিশু বার বার ঘূর্ণিত হইয়া নয়ন ঘূর্ণিত হইতে থাকিলে এইরূপ বলিতে আরম্ভ করিল;—

ওরে! ওরে! সখাগণ! দেখরে বিচিত্র,
সব তরুগণ দেখ হ'তেছে ঘূর্ণিত।
গঙ্গা আর নবদ্বীপ—পুরী ও সকল,
কি আর বলিব ঘূর্ণ্যমান সব ধরা ॥ ৪১

কদাচিত্তু—একো ধাবতু পূর্ব্বতোঽমুমগমা (৪৪) তং ধর্ত্তুমন্যোজনো
ধাবত্তত্র জিতোঽন্যমানয়তু চ স্কন্ধেন খেলাস্থলীম্।
এবং গৌরবিধোর্নিশম্য বচনং সঞ্জাত-কৌতুহলা-
স্তাং খেলাং বত কুর্ব্বতে শিশুগণাস্তেনৈব সার্দ্ধং মুহুঃ ॥ ৪২ ॥

তত্র চেদ্ ভবতি গৌরসুন্দরো বালকেন বিজিতঃ স কেনচিৎ।
তর্হি সোঽপি জয়িনং বহত্যহো ভাগ্যমস্য সখি-সংহতেঃ পরম্ ॥ ৪৩

যদা নবীনাব্দ-রুচিং কমপ্যসৌ
শিশুং নিজাংসেন বহত্যহো প্রভুঃ।
সমুল্লসদ্বাহুশিরোগতাচ্যুতং
তদা জয়ত্যন্ত্যজ-ভূপতিং শ্রিয়া ॥ ৪৫ ॥
যদা তু পুন্নাগ-পরাগ-রোচিষং
দধাতি গৌরো ভুজমূর্দ্ধ্নি কঞ্চন।
তদা মহেন্দ্র-স্ফুরদগ্রভাগকং
সুমেরুশৃঙ্গং হসতি শ্রিয়া স্বয়া ॥ ৪৫ ॥

(৪৪) অমুম্ অগম্ আ অদো বৃক্ষপর্য্যন্তম্ ॥ ৪২

কোনও দিন, "অগ্রে এই বৃক্ষ পর্য্যন্ত একজন দৌড়াইয়া যাইবে, তাহাকে ধরিবার জন্য অন্যজন দৌড়াইবে, ইহাতে যে পরাজিত হইবে, সে জয়ী বালককে স্কন্ধে করিয়া ক্রীড়ার স্থানে আনয়ন করিবে" এইরূপ গৌরচন্দ্রের বাক্য শুনিয়া জাত-কৌতূহল বালকগণ তাঁহার (গৌরচন্দ্রের) সহিত সেই ক্রীড়াই করিতে লাগিল ॥ ৪২

সেই ক্রীড়াতে যদি গৌরসুন্দর কোনও বালক কর্ত্তৃক পরাজিত হইতেন, তাহা হইলে তিনিও জয়ী বালককে বহন করিতেন। অহো! এই সখাগণের ভাগ্য অতুলনীয় ॥ ৪৩

যখন ঐ প্রভু, নবীনমেঘের মত কান্তিমান্ কোনও শিশুকে নিজের স্কন্ধে বহন করিতেন, তখন তিনি, যাঁহার সমুল্লসিত স্কন্ধে রামচন্দ্র অবস্থান করিতেছেন, সেই চণ্ডালরাজকে শোভাদ্বারা জয় করিতেন ॥ ৪৪

কদাচিত্তু সব্যাপসব্য-স্থিতয়োঃ সুকৃতোরন্যোন্যবদ্ধকরয়োঃ করয়োরুপরি চরণমেকং বিন্যস্য তয়োর্বামদক্ষিণয়োরংসয়োর্দক্ষিণবামৌ করৌ নিধায় ধাবন্ত্যাং তাভ্যামেকো ধাবতীত্যেবম্বিধং বিলাসং বহবো বিদধতি ॥ ৪৬

কদাচন পুষ্করোপরি পরিপততাং পততাং (৪৫) ছায়াং ধর্ত্তুং যতন্তে, তস্যাশ্চ ধর্ত্তুমপারিতায়াং কোঽপি বদতি —'হে সখায়ঃ! স্বচ্ছায়াং যো লঙ্ঘয়িতুং পারয়েদ্ধারয়েত্তাবতঃ পক্ষিণশ্ছায়াং স' ইতি। তদেতন্নিশম্য স্বচ্ছায়া-লঙ্ঘনার্থং কুর্দন্তি ॥ ৪৭

কদাপি মল্লানাং লীলামনুকুর্ব্বন্তি। যথা—

করেণ ভুজমুচ্চরদ্বিকটরাবমাঘ্নানয়ো-
র্ভুজাভুজি বিকর্ষতোরদয়গাঢ়মালিঙ্গতোঃ।
উদগ্র (৪৬) মলিকালিকিপ্রহরতোর্নিযুদ্ধং দ্বয়ো-
র্দ্বয়োঃ পৃথুকয়োর্ন কং জনমনন্দয়দ্ বীক্ষকম্ ॥ ৪৮ ॥

(৪৫) আকাশোপরি গচ্ছতাং পক্ষিণাম্ ॥ ৪৭

(৪৬) উদগ্রমুৎকটং ॥ ৪৮

পুনশ্চ যখন গৌর, পুন্নাগপুষ্পের পরাগের মত সুন্দর কোনও বালককে স্কন্ধদেশে ধারণ করিতেন, তখন তিনি, যাহার ঊর্দ্ধদেশে ইন্দ্রশোভিত সেই সুমেরুশৃঙ্গকে নিজ শোভাদ্বারা উপহাস করিতেন ॥ ৪৫

কখন বা বাম ও দক্ষিণে অবস্থিত সুকৃতি বালকদ্বয় পরস্পরকে আবদ্ধ করিয়াছে এইরূপ করদ্বয়ের উপর নিজ নিজ এক এক চরণ স্থাপন করিয়া, নিজ নিজ বাম ও দক্ষিণ স্কন্ধ পরস্পরের দক্ষিণ ও বাম হস্তের দ্বারা অবলম্বন করতঃ ধাবিত হইতে লাগিল। ঐরূপ ধাবমান দুইজনকে দেখিয়া মনে হইত যেন একজনই ছুটিতেছে। এইরূপ ক্রীড়া বহু বালকেরই প্রীতিপ্রদ ॥ ৪৬

কোন দিন, আকাশে উড্ডীয়মান্ পক্ষিগণের ছায়া ধরিতে যত্ন করিত, ধরিতে না পারিলে কেহ বলিত—ওহে সখাগণ! নিজের ছায়াকে যে লঙ্ঘন করিতে পারিবে সেই উড্ডীয়মান পক্ষীর ছায়া ধরিতে পারিবে। এই শুনিয়া বালকগণ নিজের ছায়া লঙ্ঘন করিবার জন্য লম্ফ দিতে লাগিল ॥ ৪৭

কোন দিন শিশুগণ মল্লগণের চেষ্টা অনুকরণ করিয়া থাকে। যথা—ভীষণ শব্দ উচ্চারণ করিয়া করের দ্বারা বাহুতাড়না করতঃ, ভুজে ভুজে আকর্ষণ বিকর্ষণ নির্দ্দয়ভাবে

একৈকমেকৈকশিশুর্দ্বয়োর্দ্বয়োঃ (৪৭)
পশ্চাদ্বলেন প্রতিষ্ঠাপয়ত্যলম্।
কদাপি ভূমৌ পরিপাতয়ত্যু-
রস্থলং সমাক্রম্য বসত্যমুষ্য চ ॥ ৪৯ ॥

তদালোক্য পতিতস্য তস্য তস্য পক্ষপাতং প্রকাশয়ন্তঃ পরে পৃথুকাঃ পরাজয়মানং তং তং পৃথিব্যাং পাতয়িত্বা পরাজীয়মানং তং তং তদুপরি পরিস্থাপয়ন্তি ॥ ৫০

তদেবং কদাচিৎ যথার্থ-কৃতবিজয়াঃ শ্রীবিশ্বম্ভরং ন্যবেদয়ন্—'মিশ্রপুরন্দরনন্দন! ত্বং বালকানামবতংসোঽসি, তত্ত্বাং রাজানং করবাম, অস্মাকং বাহুযুদ্ধে ন্যায়মন্যায়ঞ্চ বিচারয়ে'ত্যুক্ত্বা দিব্যস্যৈকস্যানোকহস্য (৪৮) মূলে বালুকাঃ সঞ্চিত্য বেদীমেকাং বিধায় তত্র শ্রীগৌরমুপবেশয়ামাসুঃ ॥ ৫১

---

(৪৭) দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে একৈকম্ ॥ ৪৯
(৪৮) অনোকহস্য বৃক্ষস্য ॥ ৫১

গাঢ় আলিঙ্গনপূর্ব্বক উৎকটভাবে কপালে কপালে প্রহার-(ঠোকাঠুকি) কারী দুইটি দুইটি বালকের বিষমযুদ্ধ কোন্ দর্শনকারী জনকে আনন্দ দেয় নাই? ॥ ৪৮

দুইটি দুইটি বালকের মধ্যে এক একটি বালক, এক একটি বালককে বলপূর্ব্বক যথেষ্ট পশ্চাৎ অপসারিত করিতেছে, (পিছু হঠাইতেছে) কখনও ভূমিতে ফেলিতেছে এবং ভূমিতে পতিত বালকের বক্ষঃস্থল আক্রমণ করিয়া তাহার উপর বসিতেছে ॥ ৪৯

তাহা দেখিয়া অপর বালকগণ পতিত সেই সেই বালকের পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করিয়া সেই সেই জয়ী বালককে ভূমিতে পাতিত করিয়া (ফেলাইয়া), সেই সেই পরাজিত বালককে সেই সেই জয়ী বালকের উপর বসাইতে লাগিল ॥ ৫০

সেইরূপ কোনদিন, যাহারা সত্যসত্যই খেলাতে জয়ী হইয়াছিল, সেই বালকগণ শ্রীবিশ্বম্ভরকে নিবেদন করিল—"হে মিশ্রপুরন্দরনন্দন! তুমি বালকগণের শিরোভূষণ।

গৌরস্য মূর্দ্ধ্নি কুসুমৈঃ কৃতমাতপত্রং
কশ্চিদ্দধার পরম-প্রণয়েন বালঃ।
কেচিন্নবীন-তরুপল্লব-চামরেণ
প্রাবীজয়ন্ জয় জয়েত্যনুবংশ্চ কেচিৎ ॥ ৫২ ॥

কর্পূরচূর্ণ নিভ-কোমল-বালুকানাং
পুঞ্জে দিগম্বর-শিশুপ্রকরৈঃ পরীতঃ।
গৌরঃ সমীরণপটো বিররাজ যদ্বদ্
রুদ্রৈর্বৃতো রজত-ভূভৃতি ভূতনাথঃ ॥ ৫৩ ॥

তদেবং কৃতরাজ-মানে (৪৯) বিরাজমানে বিধুসমানে মিশ্রসন্তানে বাহুযুদ্ধে পূর্ব্বং জয়িনো নিবেদয়ামাসুঃ—॥ ৫৪

---

(৪৯) কৃতো রাজবৎ মানো যস্য তস্মিন্ ॥ ৫৪

সেইজন্য তোমাকে রাজা করিব, 'আমাদের বাহুযুদ্ধে ন্যায় ও অন্যায় বিচার কর" এই বলিয়া দিব্য এক মনোহর বৃক্ষের মুলে বালুকারাশি সঞ্চয় করিয়া একটি বেদী নির্ম্মাণকরতঃ সেখানে শ্রীগৌরকে উপবেশন করাইল ॥ ৫১

গৌরের মস্তকে পুষ্পরচিত ছত্র কোন এক বালক অতিপ্রীতির সহিত ধারণ করিল। কেহ কেহ নবীন তরুপল্লবকে চামর করিয়া ব্যজন করিতে লাগিল, কেহ বা "জয় জয়" শব্দে স্তুতি করিতে লাগিল ॥ ৫২

রজতপর্ব্বত কৈলাসে রুদ্রগণপরিবৃত ভূতনাথ শিব যেমন শোভিত হইয়া থাকেন, কর্পূরচূর্ণের মত কোমলবালুকাপুঞ্জে দিগম্বর শিশুগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত বায়ুবস্ত্র (উলঙ্গ) শ্রীগৌর সেইরূপ সুশোভিত হইলেন ॥ ৫৩

এইরূপে মিশ্রসন্তান গৌরসুন্দর শিশুগণকর্ত্তৃক রাজসম সম্মানিত ও চন্দ্রসম সুশোভিত হইলে পর বাহুযুদ্ধে পূর্ব্বে যাহারা জয়ী হইয়াছিল সেই শিশুগণ নিবেদন করিল ॥ ৫৪

জয় জয় শিশুরাজ ! শ্রূয়তাং বাক্ ত্বয়া নো
জিতমিহ ভুজ-যুদ্ধেঽস্মাভিরেতৈঃ সহাত্র।
নয়-পথমভিলঙ্ঘ্যামী তু ধূর্ত্তাঃ কুতোঽস্মান্
পরিভবমনয়ন্তাযুত্র কুর্য্যা বিচারম্ ॥ ৫৫ ॥

তদেতদ্বালানাং বচনং বিশ্রুত্য 'কিমিত্যেবমন্যায়ো যুষ্মাভিরাচরিত' ইতি বিশ্বম্ভরেণ পৃষ্টাস্তে বালা মৃদু মৃদু হসন্তো যদা কিমপি নোত্তরয়িতুং শেকুঃ, তদা বাদিনো বালা বদন্তি স্ম—"রে দুরাশয়াঃ ! শয়ানা ইব কিমিদানীং তিষ্ঠথ, প্রতিবাচং কিং ন দত্থ" ॥ ৫৬

তদেতন্নিশম্য বালক-বচো বাল-কবচোপমেন (৫০) ভগবতাঽবাদি, 'বাদিবর্য্যাঃ ! যুষ্মাভিরিহ যৎ কিমপি বক্তুং ন শকিতং, চকিতঞ্চ বিলোক্যতে, ততো জ্ঞায়তেঽন্যায়োঽস্যাযোগ্যো (৫১) ঽবশ্যমেব বিহিতো ঽহিতো যুষ্মাভিস্ততো যুয়ং দণ্ডনীয়াঃ, খণ্ডনীয়াঃ খলতাদয়ো দুঃস্বভাবাশ্চ বঃ ॥ ৫৭

---

(৫০) বালকানাং বাক্যং বালানাং কবচোপমেন বর্ম্মবৎ রক্ষকেণ। (৫১) অন্বেষাং-মযোগ্যাঽনুচিতঃ ॥ ৫৭

জয় জয় শিশুরাজ ! তুমি আমাদের কথা শোন ; আজ এই বালকগণের সহিত বাহুযুদ্ধে আমরা জয়ী হইয়াছি। কিন্তু ধূর্ত্ত উহারা ন্যায্যপথ লঙ্ঘন করিয়া কোথা হইতে আমাদের পরাভব আনিল ? এ বিষয়ে তুমি বিচার কর ॥ ৫৫

বালকগণের এই কথা শ্রবণ করিয়া "তোমরা কি এইরূপ অন্যায় আচরণ করিয়াছ ? ইহা বিশ্বম্ভর কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই বালকগণ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। যখন কিছুই উত্তর দিতে পারিল না, তখন বাদী বালকগণ বলিল,—রে দুরাশয়গণ ! এখন শয়নকারী ব্যক্তিগণের মত আছ কেন ? অর্থাৎ চুপ করিয়া আছ কেন ? প্রত্যুত্তর দিতেছ না কেন ? ॥ ৫৬

বালকগণের এই কথা শুনিয়া, বালকগণের, কবচের মত (বর্ম্মবৎ) রক্ষণকারী ভগবান্ বলিলেন—হে বিবাদী ধুরন্ধরগণ ! এ বিষয়ে তোমরা যখন কিছুই বলিতে পারিলে না, ভীত বলিয়াও দেখাইতেছে, সেইহেতু জানা যাইতেছে—তোমাদের

তস্মাদেতান্ পৃথুকান্ পৃথুকায়া (৫২) যূয়মেকমেকমংসে নিধায় সুরধুনীনীরং-নয়ত।'

এতদ্বচো গৌরহরের্নিশম্য, বালা ব্যধুস্তে মুদিতাস্তথৈব।
অযুক্তমপ্যস্য বচোঽন্যথা তে, ন কুর্বতে কিং পুনরেব যুক্তম্॥ ৫৮॥

কিন্তু 'সুরধুনীনীরং নয়তে'তি তদীয়বাক্যমেব প্রমাণীকৃত্য নাভিদঘ্নাদপ্যধিকে জলে প্রবিশন্তি স্ম। তদবলোক্য ভীতা বালা উচ্চৈরূচুঃ—॥ ৫৯

ভো বাল-ভূপালক পশ্যসি ত্বং
দুরাত্মনামাচরণং কিমেষাম্।
নিমজ্জয়ন্ত্যম্বুনি নো গভীরে
বলাদিমে শীঘ্রমিহেত্য পাহি॥ ৬০॥

(৫২) স্থূলদেহাঃ॥ ৫৮

কর্তৃক অহিতকর, অন্যলোকের অযোগ্য অন্যায় অবশ্যই আচরিত হইয়াছে অর্থাৎ তোমরা অন্যায় করিয়াছ সেইজন্য তোমরা দণ্ড পাইবার যোগ্য এবং তোমাদের খলতাদি ও দুষ্টস্বভাব অবশ্য খণ্ডনীয়॥ ৫৭

এইরূপ অন্যায় করার জন্য স্থূলদেহ তোমরা এই বালকগণের এক একজনকে স্কন্ধে করিয়া গঙ্গার জলে লইয়া যাও। গৌরহরির এইরূপ বাক্য শুনিয়া সেই বালকগণ আনন্দিত হইয়া তাহাই করিল। গৌরের বাক্য অনুচিত হইলেও সেই বালকগণ অন্যথা করে না, উচিত বাক্য ত' অন্যথা করিবেই না॥ ৫৮

কিন্তু "গঙ্গার জলে লইয়া যাও" এইরূপ বিশ্বম্ভরের বাক্যকেই প্রমাণ করিয়া নাভি পরিমিত জল হইতেও অধিকজলে প্রবেশ করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া স্কন্ধে অবস্থিত বালকগণ ভীত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল—॥ ৫৯

হে বালকভূপতে! তুমি এই দুরাত্মাগণের আচরণ দেখিতেছ কি? ইহারা আমাদিগকে বলপূর্ব্বক গভীর জলে নিমগ্ন করিতেছে। তুমি শীঘ্র এখানে আসিয়া রক্ষা কর॥ ৬০

তদেতচ্ছাবকানাং বকানামিব শ্যেন-ভীষিতানাং ব্যাকুলমাক্রোশনমাশ্রুত্য নিকটবর্ত্তিভিঃ সখিভিঃ সহ সত্বরং সমেত্য সলিলে প্রবিশ্য তেষামংসতস্তানবরোপ্য সর্বৈঃ সমং সন্তরণ-লীলামারেভে প্রভুবরঃ ॥ ৬১

গঙ্গাজলে ক্ষীরনিভে তরন্তো, বালাঃ সুবর্ণচ্ছবয়ো বিরেজুঃ।
মন্দাকিনী-পাথসি সঞ্চরন্তো, যথা বিধের্বাহন-হংসসঙ্ঘাঃ (৫৩) ॥ ৬২ ॥

যদা প্রতারাবসরে মহাপ্রভুঃ
সমুৎক্ষিপত্যঙ্ঘ্রি-যুগং মনোহরম্।
তদা মহাবাত-বিচালিতারুণা
বিরাজতে নীররুহ-দ্বয়ীব তৎ ॥ ৬৩ ॥

(৫৩) বিধের্বাহনেতি তেষাং হিরণ্ময়ত্বাদুপমা ॥ ৬২

শ্যেনপক্ষী অর্থাৎ বাজপাখী হইতে ভীত বকপক্ষিগণের মত সেই বালকগণের ব্যাকুল চীৎকার শ্রবণ করিয়া নিকটস্থিত সখাগণের সহিত শীঘ্র আসিয়া জলে প্রবেশ করতঃ তাহাদের স্কন্ধ হইতে বালকগণকে নামাইয়া প্রভুবর গৌরসুন্দর সকল বালকের সহিত সন্তরণলীলা আরম্ভ করিলেন। ৬১

স্বর্গগঙ্গার শুভ্রজলে বিচরণকারী ব্রহ্মার বাহন সুবর্ণবর্ণ হংসগণ যেমন শোভা পায়, দুগ্ধ সদৃশ শ্বেতবর্ণ গঙ্গাজলে সন্তরণকারী কাঞ্চন কান্তিমান্ বালকগণও সেইরূপ বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥ ৬২

সন্তরণকালে মহাপ্রভু যখন মনোহর চরণযুগল উৎক্ষেপণ করিতে লাগিলেন, তখন সেই চরণযুগল প্রবলবায়ুচালিত অরুণবর্ণ কমলদ্বয়ের মত শোভিত হইল ॥ ৬৩

প্রভোঃ পদেন প্রহতস্য পাথসঃ
সমুৎপতন্তোঽস্য বিয়োগ-দুঃখতঃ।
পৃষন্তি মন্যে গগনং শনৈঃ শনৈঃ
পতন্তি তস্মিংস্তত এব বেগতঃ (৫৪) ॥ ৬৪ ॥

অথ বিশ্বরূপাবরজো বরজোষঙ্করো (৫৫) জগাদ—"ভো ভ্রাতরঃ ! সন্তরস্ সন্তূর্য্যতামেবং,— এক একঃ সন্তরন্ পলায়তাং, চপলায়তাঞ্চ (৫৬) পরঃপরস্তং তং তথা ধূর্ব্বন্ (৫৭) ধারয়তু, রয়তুলনাস্তরোহিত, (৫৮) স্তরো (৫৯) হি তরণে যস্য যস্যাধিকং স্যাৎ, স স জয়ী ভবিষ্যতি" ॥ ৬৫ ॥

এবমেক একো জলান্তর্নিমজ্জ্য পলায়তাং, পরঃপরস্তূপরি পরিসঙ্করন্ তং তং ধারয়তু, তত্র ধারণে ধারকস্য জয়োঽন্যথা পরাজয়ঃ। জিতৈস্তু জয়িনঃ পৃষ্ঠেকৃত্বা তদিচ্ছানুসারেণ ভ্রামণীয়া" ইতি ॥ ৬৬ ॥

(৫৪) তস্মিন্ পাথসি। তাদৃশস্য জলস্য বিন্দবো গৌরস্য বিয়োগদুঃখাদিব গগনং শনৈঃ শনৈঃ যান্তি; ততঃ বিয়োগদুঃখত এব বেগতঃ পতন্তি ॥ ৬৪ ॥

(৫৫) উত্তমসুখকরঃ, (৫৬) অচপলশ্চ চপলো ভবতু চ বেগেন পলায়তামিত্যর্থঃ। (৫৭) সন্তরন্, (৫৮) বেগতুলনায়াম্ অস্তা ক্ষিপ্তা রোহিতা মৎস্যবিশেষা যেন, রোহিতেভ্যোঽপি বেগং কুর্ব্বন্,। (৫৯) বেগঃ, তরণে সন্তরণে ॥ ৬৫ ॥

প্রভুর চরণাহত জলবিন্দুগুলি অভিমানভরে ধীরে ধীরে গগণতলে উঠিত আর জলে পড়িবার সময় বেগে পড়িত, ইহা গৌরের বিরহদুঃখেই হইত আমি মনে করি ॥ ৬৪ ॥

অনন্তর বিশ্বরূপের অনুজ উত্তম সুখদাতা বিশ্বম্ভর বলিলেন—"দেখ ভ্রাতা-গণ! এইভাবে সাঁতার দিতে হইবে—এক একজন করিয়া সাঁতার দিয়া বেগে পলায়ন কর—আর পর পর ব্যক্তিও পূর্ব্ব পূর্ব্ববর্ত্তী জনকে সাঁতার দিয়া ধরুক। যে যে জন অধিকাধিক বেগভরে রোহিতমৎস্যকেও পরাজয় করিতে পারিবে, সেই সেই জয়ী হইবে ॥ ৬৫ ॥

তদেবং বচনানুসারেণ দ্বয়োর্লীলয়োঃ কৃতয়োঃ ক্রমেণ সর্ব্বএব জয়িনোঽভবন্। শ্রীগৌরস্তু পরস্যাং ধারণ এব জয়ীবভূব, ন তু বহুশঃ কৃতযত্নোঽপ্যেকবারমপি পলায়নে ॥ ৬৭ ॥

যতো গভীরেঽপি জলে নিমগ্নো
যতো যতো ধাবতি স প্রভুঃ স্ম।
ততস্ততো গোপয়িতুং ন শক্যা
প্রাকাশয়ত্তং বপুষঃ প্রভৈব ॥ ৬৮ ॥

তদেবং সর্ব্বৈরেব পরাজিতে তজ্জয়া লজ্জয়া লম্বিত-বদনে শ্রীশচীনন্দনে মহাপৃথুকেষু (৬০) পৃথুকেষু চ হসৎসু সৎসু কেনচিদুদাসীনেনাসীনেনাত্র সহায়েন সহায়েন (৬১) ভূত্বা গৌরস্থ বালকা জগদিরে ॥ ৬৯ ॥

(৬০) মহাপৃথুনি কানি যশাংসি যেষাং তেষু, (৬১) অনেন শুভাবহবিধিনা সহ বর্ত্তমানঃ সহায়স্তেন ॥ ৬৯ ॥

অপরন্তু এক একজন জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া পলায়ন কর, পর পর জন জলোপরি সঞ্চরণক্রমে তাহাকে তাহাকে ধরুক। এইভাবে যদি সে জলমগ্ন ব্যক্তিকে ধরিতে পারে, তবেই জয়ী হইবে, অন্যথা তাহার পরাজয় মানিতে হইবে। পরাজিত বালকগণ কিন্তু বিজয়ী বালকগণকে পৃষ্ঠে করিয়া তাহাদের ইচ্ছানুসারে ভ্রমণ করাইবে ॥ ৬৬ ॥

এই বাক্যানুসারে দ্বিবিধ লীলা অনুষ্ঠিত হইলে ক্রমে ক্রমে সর্ব্ববালকই জয় লাভ করিল, শ্রীগৌর পরবর্ত্তী লীলায় অর্থাৎ ধারণ বিষয়েই জয়লাভ করিলেন বটে, কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও পলায়ন ব্যাপারে একবারও জয়ী হইলেন না ॥ ৬৭ ॥

যেহেতু গভীর জলে নিমগ্ন হইয়াও শ্রীগৌরপ্রভু যে যে দিকে ধাবিত হইতেছিলেন—সেই সেই দিকেই আর গুপ্ত থাকিতে পারিলেন না, কেননা তাঁহার দেহকান্তিই তাঁহাকে প্রকাশ করিয়া দিল ॥ ৬৮ ॥

'রে চপলমানসা ! মান-সাহিত্যেন (৬২) মা স্ময়ধ্বং (৬৩), স্ময়ধ্বংসকরো বোঽয়ং সুজাতরূপজাতরূপোপমকান্তিরর্ভকঃ (৬৪), ময়া হ্যবলোকিতং ন জিতং যুষ্মাভিঃ, অস্য হি তায়মানয়াহিতায়মানয়া (৬৫) হঙ্গসুষময়ৈব বঃ সাহায্যমাচরিতম্ ॥৭০॥

তমেতমাকর্ণ্য ব্যাহারং হারং বিড়ম্বয়ন্ হসিত-ভাসা তমুবাচ বিশ্বম্ভরঃ—'সাধুত্তম ! ধুত-মদকীর্ত্তে ! (৬৬) যদি ভবান্ সাক্ষিতামাদদানো মাদ-দানোদ্যতঃ (ক) ক্ষণমত্র তিষ্ঠেত্তদা কিতব-শেখরৈঃ খরৈঃ (৬৭) সহামীভিঃ খেলান্তরং বিদধীয় ॥ ৭১ ॥

(৬২) গর্ব্বযুক্তত্বেন, (৬৩) ন হসত (৬৪) যুষ্মাকং গর্ব্বধ্বংসকরোঽয়ং সুন্দরঃ সুবর্ণতুল্যকান্তির্বালঃ। (৬৫) তায়মানয়া বর্দ্ধমানয়া, অহিতায়মানয়া অহিতবৎ আচরন্ত্যা ॥ ৭০ ॥

(৬৬) ধুতা কম্পিতা মম অকীর্ত্তির্যেন সঃ। (ক) মাদঃ সুখং তস্য দানে উদ্যতঃ। (৬৭) গর্দ্দভতুল্যৈ-রিত্যাক্ষেপঃ ॥ ৭১ ॥

এইভাবে শ্রীশচীনন্দন সকল বালক-কর্ত্তৃকই পরাজিত ও তাহাতে লজ্জিত এবং অধোবদন হইলে, পক্ষান্তরে বিপুলানন্দযুক্ত বালকগণ হাসিতে থাকিলে—সেইস্থানে আসীন জনৈক উদাসীন সৌভাগ্যভাজন ব্যক্তি গৌরের সহায় হইয়া বালকগণকে বলিলেন—॥ ৬৯ ॥

'ওরে চঞ্চলচিত্ত বালকগণ ! তোমরা গর্ব্বযুক্ত হইয়া হাসিও না। সুন্দর সুবর্ণকান্তি এই বালকটী তোমাদের গর্ব্বনাশন। আমিই ত দেখিয়াছি যে তোমরা জয়লাভ করিতে পার নাই। এই বালকের বিবর্দ্ধিষ্ণু ও অহিতবৎ আচরণকারী অঙ্গকান্তিই তোমাদের সাহায্য করিয়াছে !! ॥ ৭০ ॥

এই কথা শুনিয়া বিশ্বম্ভর হাস্যচ্ছটায় হারের অনুকরণ করত অর্থাৎ দশ দিককে শোভিত করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—'সাধুত্তম ! আপনি আমার অকীর্ত্তি নাশ করিলেন। আপনি যদি সাক্ষিস্বরূপে মদীয় সুখদানে উদ্যত হইয়া ক্ষণকাল এস্থানে অবস্থান করেন, তবে আমি এই সকল শঠচূড়ামণি গর্দ্দভতুল্য বালকগণের সহিত অন্যখেলা খেলিতে পারি ॥ ৭১ ॥

এতামমৃতধারামিব শ্রীগৌরস্য বাণীং নিশম্য তস্মিন্ জনে বাঢ়মিতি কৃতানুমতি-বিরচনে সর্ব্বানেব যুগপদ্ বিজিগীষুণা তে বভাষিরে গৌরহরিণা ॥ ৭২ ॥

রে কিতবাশয়াঃ ! সলিলং সময়া ময়া সহ যুগপন্নিমজ্জত, তত্র যঃ সর্ব্বেষাং পশ্চাদুত্থাতা, স এব সর্ব্ববিজয়ী ভবিতা ; স চ পরাজিতৈরুত্থানক্রমেণ স্কন্ধে নিধায় নগরং প্রাপণীয় ইতি ॥ ৭৩ ॥

এবমেব কৃতসময়াঃ (৬৮) সময়া সলিলং সর্ব্ব এব শিশবো নিমমজ্জুঃ ।

গৌরস্য গঙ্গাসলিলে নিমজ্জা স্মিতস্তুষারত্বিষি শোভতে স্ম ।
পয়ঃ পয়োধৌ মথনাৎ পুরস্তাৎ সম্পূর্ণবিম্বো রজনীকরো বা ॥ ৭৪ ॥

ততশ্চ স্কন্ধারোহণাশাবকেষু (৬৯) শাবকেষু ক্রমেণোত্থিতেষু সর্ব্বপরতোঽপরতোচ্ছ্বাস (৭০) এব গৌরঃ সমুত্তস্থৌ । ততঃ সাক্ষিজনাবেদিতোত্থানক্রমেণ তং স্কন্ধে নিধায়ং নিধায়ং নগরাং নিন্যুর্বালকাঃ ॥ ৭৫ ॥

(৬৮) কৃতপ্রতিজ্ঞাঃ ॥ ৭৪ ॥

(৬৯) স্কন্ধারোহণে আশাম্ অর্থাৎ বর্তন্তে বাঞ্ছন্তি বা যে তেষু বালকেষু, (৭০) অপগতো নিবৃত্ত উচ্ছ্বাসো যস্য অপগতোচ্ছ্বাস ইত্যর্থঃ ॥ ৭৫ ॥

শ্রীগৌরের মুখনিঃসৃত অমৃতধারার ন্যায় এই বাণী শ্রবণ করত সেই লোকটি 'হাঁ' বলিয়া অনুমতি দান করিলে সকল বালককেই একই সময়ে পরাজয় করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীগৌরহরি বলিলেন—॥ ৭২ ॥

'ওরে দুষ্টমতি শিশুগণ ! আমার সহিত সকলে একত্র জলমধ্যে নিমগ্ন হও, যে সকলের পশ্চাৎ জল হইতে উত্থিত হইতে পারিবে, সেই সর্ব্ববিজয়ী হইবে এবং উত্থানের ক্রমানুসারে পরাজিত বালকগণ সেই বিজয়ীকে স্কন্ধে বহন করিয়া নগরে লইয়া যাইবে' ॥ ৭৩ ॥

এইভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সকল শিশুই একই সঙ্গে জলমধ্যে নিমজ্জিত হইল। গৌর কিন্তু ধবলকান্তি গঙ্গাজলে নিমগ্ন হইয়া শোভা পাইতেছেন—মনে হয় যেন মন্থনের পূর্ব্বে দুগ্ধসাগরে সম্পূর্ণবিম্ব চন্দ্রমাই বিকাশিত হইয়াছে !! ॥ ৭৪ ॥

ততঃ প্রভুঃ স্বস্বগৃহান্ সখীংস্তান্
প্রস্থাপ্য তৃট্‌ক্ষুণ্মলিনাননাভান্।
স্বয়ং নিকেতং সমবাপ তঞ্চ
শ্রীমচ্ছচী বীক্ষ্য মুদং জগাম ॥ ৭৬ ॥

সা সংমার্জ্য 'সুকোমলানি'* বসনেনাঙ্গানি তস্যাধিকং
কৌষেয়ং পরিধাপ্য দিব্যবসনং কৃত্বাহলিকে চিত্রকম্ (৭১)।
নেত্রে চিক্কণ-কজ্জলস্য কুশয়া (৭২) সংভূষ্য সন্দ্রেখয়া
নানালঙ্করণানি রত্নঘটিতান্যঙ্গেম্ববধ্নাচ্ছচী ॥ ৭৭ ॥

(৭১) ললাটে তিলকং কৃত্বা, (৭২) সূক্ষ্মণা ॥ ৭৭ ॥

অতঃপর স্কন্ধারোহণের আশান্বিত বালকগণ ক্রমশঃ উত্থিত হইলে সকলের পরে অন্তর্মুখগত শ্বাস না লইয়াই শ্রীগৌর উত্থিত হইলেন। তার পরে সাক্ষিকর্ত্তৃক উত্থানক্রম নিবেদিত হইলে তাঁহাকে স্কন্ধে বহন করিয়া করিয়া বালকগণ নগরে প্রবেশ করিল ॥ ৭৫ ॥

অনন্তর ক্ষুধাতৃষ্ণায় বালকগণের মুখ মলিন হইয়াছে দেখিয়া প্রভু সেই সখাগণকে স্ব স্ব গৃহে পাঠাইয়া স্বয়ং স্বগৃহে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীশচী-মাতাও আনন্দিতা হইলেন ॥ ৭৬ ॥

শচীমাতা তখন তাঁহার সুকোমল অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বস্ত্রখণ্ডদ্বারা অধিক সংমার্জন করত রেশমজাত দিব্যবস্ত্র পরিধান করাইলেন, ললাটে তিলক রচনা করিলেন, নেত্রে-দ্বয়ে চিক্কণ কজ্জলের সূক্ষ্ম সুন্দররেখাদ্বারা ভূষিত করিলেন এবং অঙ্গসমূহে রত্ননির্ম্মিত বিবিধ অলঙ্কার বন্ধন করিলেন ॥ ৭৭ ॥

*'ততঃ সুচীন'—ইতি বা পাঠঃ।

তদেবমলংকৃত্য জগাদ –“তাত ! সমুপস্থিতো ভোজনকালো ভো জনকালোক-সুখকর-মুখক্ষপাকর ! (৭৩) পাক-রম্যানি (৭৪) ব্যঞ্জনানি শীতলীভবন্তি, ততোঽদ্বৈতাচার্য্য-ভবনেঽধীয়ানং নিজাগ্রজমাহ্বয়, দামোদরায় নিবেদয়ত্বসাবন্নাদীনীতি” ॥ ৭৮ ॥

প্রভুস্তত্রগত্বা ‘ভোঃ পূজ্যপাদাগ্রজমহাশয় ! মাতাহ্বয়তি ভবন্ত’ - মিত্যুবাচ, তস্য কোকিল-কাকলী-কমনীয়ং তং কণ্ঠস্বনং নিশম্য শ্রীমানদ্বৈতাচার্য্যো ভবনাদ্ বহির্ভবন্ তস্য মাধুরীমালোক্য সচমৎকারং বিশ্বরূপং পপ্রচ্ছ ‘মিশ্রনন্দন ! কোঽয়মতিসুকুমারঃ কুমারঃ ।’ সতূবাচ –ভগবন্নাসৈবাবরজো বরজো ভবতো (৭৫) বিশ্বম্ভর” ইতি ॥ ৭৯ ॥

(৭৩) জনকয়োঃ পিত্রোবালোকসুখকরো মুখচন্দ্রো যস্য । (৭৪) পাকেন রম্যানি আস্বাদ্যানি ॥ ৭৮ ॥
(৭৫) ভবতো বরাজ্জাতঃ ॥ ৭৯ ॥

এইভাবে ভূষিত করিয়া মাতা বলিলেন—‘বৎস হে ! তোমার মুখচন্দ্র তোমার জনক জননীর নেত্ররসায়ন, এক্ষণে ভোজন উপস্থিত হইয়াছে । পাচিত ব্যঞ্জনাদি শীতল হইতেছে –অতএব অদ্বৈতাচার্য্যগৃহে অধ্যয়নরত তোমার অগ্রজ বিশ্বরূপকে ডাকিয়া আন । সে আসিয়া অন্নব্যঞ্জনাদি দামোদরকে নিবেদন করুক্’ ॥ ৭৮ ॥

প্রভু সেইস্থানে (অদ্বৈত-মন্দিরে) গিয়া বলিলেন—‘পূজ্যপাদ অগ্রজ মহাশয় ! আপনাকে মাতা ডাকিতেছেন ।’ তাঁহার এই কোকিল-কণ্ঠ-বিনিন্দিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া শ্রীমান্ অদ্বৈতাচার্য্য গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহার মাধুরী-দর্শনে চমৎকৃত হইলেন এবং বিশ্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন — মিশ্রনন্দন! এই অতিসুকুমার বালকটি কে হে ?’ তিনি বলিলেন--‘মহাত্মন্ ! এ আপনারই বরে জাত আমার কনিষ্ঠ বিশ্বম্ভর’ ॥ ৭৯ ॥

তন্নিশম্য সুখসিন্ধু-নিমগ্নঃ
স্তম্ভয়ন্নয়ন-বারি কথঞ্চিৎ।
সংবিধায় খলু হুঙ্কৃতিমেকাং
স প্রভুর্ন কিমপি প্রবভাষে ॥ ৮০ ॥

অথাচার্য্য-চরিতমালোক্য মৃদু বিহস্য শ্রীগৌরেণ বসনাঞ্চলে ধৃত্বা বিশ্বরূপে গৃহায় নীতে শ্রীমানাচার্য্যো হরিদাসাদীনুবাচ—

অহো! কনিষ্ঠস্য শচীতনূজনে-
র্ভবদ্ভিরালোকি কিমঙ্গমাধুরী।
পুনঃ পুনর্যা পরিবীক্ষিতাপ্যহো
ন দৃষ্টপূর্ব্বে বসদৈব ভাসতে ॥ ৮১ ॥

অথাগ্রজেনেত্য গৃহং নিবেদিতে
দামোদরায়ৌদন-তেমনাদিকে (৭৬)।
সহামুনাহসৌ জনকেন চ প্রভু-
র্দত্তং জনন্যা বুভুজেহন্নমুত্তমম্ ॥ ৮২ ॥

ইতীত্যাদি শ্রীগৌরলীলামৃতে প্রথম-পৌগণ্ড-বিলাসো নামাষ্টম আস্বাদঃ।

(৭৬) তেমনং ব্যঞ্জনম্ ॥ ৮২ ॥

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু তাহা শুনিয়া সুখসাগরে নিমগ্ন হইলেন কোনও প্রকারে নয়নাশ্রু নিরোধ করত এক বিশাল হুঙ্কার করিয়া নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন ॥ ৮০ ॥

আচার্য্যচরিত্র দেখিয়া শ্রীগৌর মৃদুমধুর হাস্যসহকারে বিশ্বরূপের বস্ত্রাঞ্চলে ধরিয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া গেলে শ্রীমান্ অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীহরিদাসদিগকে বলিলেন —'ওহে! শচীর কনিষ্ঠ পুত্রের অঙ্গমাধুরী তোমরা দেখিলে ত? অহো! উহা পুনঃ পুনঃ পরিদৃষ্ট হইলেও সদাই মনে হয় যেন কখনই দেখা হয় নাই!!' ॥ ৮১ ॥

অনন্তর বিশ্বরূপ গৃহে আসিয়া অন্নব্যঞ্জনাদি দামোদরকে নিবেদন করিলে পিতা ও ভ্রাতার সহিত শ্রীগৌরপ্রভু জননীর হস্তে পরিবেশিত উত্তম অন্নাদি ভোজন করিলেন ॥ ৮২ ॥

অথ নবম আস্বাদঃ।

অথ কদাচিদেকাদশী-দিবসে দিবসেশে সমুদিতে মুদিতেন স্বসবয়ঃ-সমূহেন সহ সুরধুনী-সমীপং সমিয়ায় বিশ্বম্ভরঃ ॥ ১ ॥

সমিভ্য চ -বাহূবাহবি (১) বিগ্রহং বিদধিরে তে কর্হিচিদ্বালকা,
নানারঙ্গতরঙ্গলঙ্গিমতমং নৃত্যং কদাচিৎ পুনঃ।
কর্হ্যপ্যুৎকটবেগি ধাবনমহো বিস্তার্য্যহং পূর্ব্বিকা (২)
ঝম্পং কর্হিচিদপ্স, বৃক্ষশিখরাণ্যারুহ্য সম্যগ্‌দদুঃ ॥ ২ ॥

তদেবং বহুবিধবিলাসেন শ্রান্তা বালকাঃ কালিন্দীকূলে কৃষ্ণমিব শ্রীদামাদয়ো বিশ্বম্ভরমূচুঃ ॥ ৩ ॥

বিশ্বম্ভরার্দ্ধং দিবসং প্রযাতং
ততোঽশনায়া (৩) পরিবাধতেঽস্মান্।
মিষ্টান্নমত্ত্বং যদি কুক্ষিপূরং
লভেমহিস্যাম তদৈব সুস্থাঃ ॥ ৪ ॥

---

(১) বাহূবাহবি বাহুভ্যাং বাহুভ্যাং প্রহৃত্য ইদং যুদ্ধং বৃত্তম্ ॥ ১ ॥
(২) বিস্তার্য্যহংপূর্ব্বিকা বিস্তারিণী অহং পূর্ব্বিকা যেষাং তে ॥ ২ ॥
(৩) অশনায়া ক্ষুধা ॥ ৪ ॥

অতঃপর একদা একাদশী দিবসে দিনমণি সমুদিত হইলে অতিশয় আনন্দিত হইয়া বিশ্বম্ভর সমবয়স্ক সখাগণের সহিত সুরধুনীর সমীপে সমাগত হইলেন ॥ ১ ॥

সেখানে বালকগণ কখন বাহুযুদ্ধ কখন বা নানারঙ্গ তরঙ্গে মনোহর নৃত্য আবার কখন আমি আগে আমি আগে এই বলিয়া অতিবেগে ছুটাছুটি কখন বা বৃক্ষশিখরে আরোহণ করিয়া ঝাঁপাঝাঁপি করিতে লাগিল ॥ ২ ॥

এইপ্রকার নানা খেলায় ক্লান্ত হইয়া যমুনাকূলে শ্রীদামাদি রাখালগণের মত বালকগণ কৃষ্ণের ন্যায় বিশ্বম্ভরকে বলিল, ॥ ৩ ॥

ভাই বিশ্বম্ভর! বেলা দ্বিপ্রহর হইল, অতিশয় ক্ষুধা আমাদিগকে কাতর করিতেছে। যদি পেট ভরিয়া মিষ্টান্ন খাইতে পাই তবেই আমরা সুস্থ হইতে পারি ॥ ৪ ॥

তদেতদুদিতং প্রভুঃ সবয়সাং নিশম্যাদরাৎ
সমেতভবনং ময়া সহ তথা করিষ্যাম্যহম্।
ইতি প্রণয়-সুন্দরং সম্ববসোঽভিলপ্য দ্রুতং
নিজং গৃহ মুপাগতঃ স্বজননীং বভাষে রুদন্॥ ৫॥

মাতরতিমহত্যা বুভুক্ষয়া ক্ষয়াদ্দিত ইব (৪) ক্ষীণোঽস্মি, ততঃ প্রচুরং ভক্ষ্যং ত্বরিতমানয়, মানয় (৫) মমবচঃ। তদেতচ্ছ্রুত্বা বচনং সুতস্য সুতস্যন্তী (৬) কার্য্যান্তরমন্তরসাঽনিনায় গৃহস্থিতং মোদকাদিকং তম্মাতা॥ ৬॥

পুত্রস্তু হিরণ্য-জগদীশ-নামকয়োঃ কয়োশ্চিৎ স্বভক্তয়োরনুরক্তয়োরনুগ্রহীতুমনা মনাক্ কুপিত ইব তৎ সর্ব্বং দূরতশ্চিক্ষেপ॥ ৭॥

তদবলোক্য মাতা ব্যথিত-ধিষণা (৭) ধিষণাদীনামপ্যগমং (৮) ভগবতো ভাবমনববুধ্য প্রতিবেশ-বাসিগৃহেষু ভিক্ষিত্বা বহুলমোদকাদীনানীয় পুনরপি দদৌ॥৮॥

(৪) ক্ষয়রোগ-পতিত ইব, (৫) পূজয় পালয়েতিভাবঃ (৬) সুতস্যন্তি উৎক্ষিপন্তী, তসু দসু উৎক্ষেপে।
(৭) পীড়িতমতিঃ, (৮) ধীষণাদীনাং বৃহস্পত্যাদীনাম্।

সখাগণের এইরূপ কথা সাদরে শুনিয়া বিশ্বম্ভর বলিলেন, ভাই! আমার সঙ্গে বাড়ী আইস তাহাই করিব। এইরূপ সখাগণকে ভালবাসার মিষ্টকথা বলিয়া শ্রীগৌর নিজগৃহে সত্বর উপস্থিত হইলেন এবং জননীকে বলিলেন, ॥ ৫ ॥

মাগো! অতিক্ষুধায় পীড়িত হইয়া অতিখিন্ন হইয়া পড়িয়াছি। শীঘ্র প্রচুর খাবার লইয়া আস, আমার কথা শুন। জননী পুত্রের এইরূপ কথা শুনিয়া অন্যসকল কার্য্য ফেলিয়া অতিসত্বর গৃহস্থিত মিষ্টান্নাদি আনিলেন ॥ ৬ ॥

পুত্র কিন্তু হিরণ্য, জগদীশ নামে দুইজন অন্তরঙ্গ ভক্তকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছুক হইয়া ঈষৎ কুপিতের ন্যায় সেই সমস্ত মিষ্টান্ন দূরে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৭॥

তাহা দেখিয়া মাতা ব্যথিতমনে বৃহস্পতি প্রভৃতিরও অবোধ্য শ্রীভগবানের ভাব বুঝিতে না পারিয়া প্রতিবেশীগৃহে মাগিয়া পুত্রকে আবার প্রচুর মিষ্টান্নাদি দিলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বম্ভরস্তু তৎ সর্ব্বং দূরতো বিচকার (৯), চকার চাধিকং রোদনম্। তচ্ছ্রুত্বা সমাগতাভির্মালিনী-প্রমুখাভিঃ পুরন্ধ্রীভিঃ সাকং প্রপচ্ছ শচী স্বতনয়ং 'তাত! কিমর্থং ক্রন্দসি, তৎকথয় ॥ ৯ ॥

সুত উবাচ - শ্রীমদ্ধিরণ্য-জগদীশ-ধরাসুরাভ্যাং
দেবার্থমদ্য বিহিতা বহুধোপহারাঃ।
তান্ প্রাপ্নুয়াং যদি নিবেদনতঃ পুরাত্তুং
ভর্হি ত্যজেয়ময়ি রোদনমন্যথা ন ॥ ১০ ॥

তদিদমাকর্ণ্য জননী জগাদ –হন্ত! হন্ত! মুগ্ধমতে! দেবার্থং সম্পাদিতং দ্রব্যং তস্মৈ ন দত্ত্বা কেনাপি কিমদ্যতে? কিমদ্য তে বুদ্ধিভ্রান্তা? যদেবং বদসীতি ॥১১॥

পুত্রস্তু মাতৃবচনমশৃন্বন্নেব—
হিরণ্য জগদীশাভ্যাং যো যো দেববলিঃ কৃতঃ।
তং তং নাত্তুং প্রাপ্নুয়াচ্চেত্তর্হি জহ্যাং ন রোদনম্॥
ইতি মুহুরুচ্চারয়ন্নুচ্চৈশ্চক্রন্দ ॥ ১২ ॥

(৯) চিক্ষেপঃ, কৃ বিক্ষেপে।

বিশ্বম্ভর কিন্তু সেই সমস্ত দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন এবং অতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া সমাগত মালিনী প্রভৃতি পুররমণীগণের সহিত শচীদেবী নিজ তনয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাছা! কিজন্য কাঁদিতেছ বল ॥ ৯ ॥

পুত্র বলিলেন, হিরণ্য ও জগদীশ নামক দুইজন ব্রাহ্মণ আজ দেবতার জন্য বহুপ্রকার নৈবেদ্য সংগ্রহ করিয়াছে। সেইগুলি যদি নিবেদন করিবার পূর্ব্বেই খাইতে পাই তবেই রোদন ত্যাগ করিব, নচেৎ নয় ॥ ১০ ॥

তাহা শুনিয়া জননী বলিলেন, হায় হায়, মন্দবুদ্ধি! দেবতার জন্য সংগ্রহকরা বস্তু দেবতাকে নিবেদন না করিয়া কেহ কি কখন খায়? আজ তোমার বুদ্ধির কি ভ্রম হইয়াছে, যেহেতু এইরূপ কথা বলিতেছ ॥ ১১ ॥

পুত্র কিন্তু মাতার কথা না শুনিয়াই যেন, হিরণ্য জগদীশ দেবতার যে যে নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়াছেন সেই সেই নৈবেদ্য যদি খাইতে না পাই তবে কখনই

শ্রীগৌরস্য ক্রন্দনমাকর্ণ্য হা হন্ত বালকস্যাস্যোন্মাদো জাত ইতি নিশ্চিত্য সর্ব্ব এব ক্রন্দিতুমারেভিরে। তচ্চ ক্রমেণ শ্রুত্বা মিশ্রপুরন্দরস্য পরমপ্রিয়ৌ হিরণ্যজগদীশৌ তেন সহৈব তত্রাজগ্মতুঃ ॥ ১৩ ॥

আগত্য চ শ্রীগৌরেণোচ্চরিতং তং শ্লোকং শ্রুত্বা সবিস্ময়ং পরস্পরং মন্ত্রয়ামাসতুঃ—॥ ১৪ ॥

"অহো অদ্য হরিবাসরেঽস্মদাগারে প্রচুরতরো দেবোপহারো ভবতীতি বালকোঽয়ং কথং জ্ঞাতবান্, ততোঽত্র কেনাপি রহস্যেনার্থেনাবশ্যং ভাব্যম্ ॥ ১৫ ॥

ভবতু, পশ্চাদবধারয়িষ্যামঃ, সম্প্রতি ত্বস্য ভনিতিরিয়মুন্মাদনা যথার্থা বেতি নির্ণেতুং তাংস্তানুপহারানানায্য দদামঃ, ভগবদ্ ভোগার্থং পুনরন্যান্ সম্পাদয়িষ্যাম" ইতি পরামৃশ্য বহুভির্লোকৈস্তানানায্যৈতানুপহারান্ গৃহীত্বা ভুঙক্ষ্বে ত্যুক্ত্বা বিশ্বম্ভরাগ্রতো দদতুঃ ॥ ১৬ ॥

রোদন ত্যাগ করিব না, এই কথা বারম্বার উচ্চারণ করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥

শ্রীগৌরের ক্রন্দন শুনিয়া হায়! হায়! বালকটি পাগল হইল এই নিশ্চয় করিয়া সকলেই কাঁদিতে লাগিলেন। সেই ক্রন্দন শুনিয়া মিশ্রপুরন্দরের পরমপ্রিয় হিরণ্য জগদীশ তাঁহার সহিত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৩ ॥

এবং শ্রীগৌরোচ্চারিত সেই শ্লোকটি শুনিয়া বিস্ময়ের সহিত পরস্পর মন্ত্রণা করিয়াছিলেন, ॥ ১৪ ॥

অহো আজ হরিবাসর দিনে আমাদের গৃহে দেবতার জন্য প্রচুর নৈবেদ্যাদি প্রস্তুত হয় একথা এ বালক কেমনে জানিল? অতএব এ বিষয়ে নিশ্চয় কোন রহস্য আছে ॥ ১৫ ॥

আচ্ছা পরে এ কথা দেখা যাইবে। এক্ষণে ইহার এই কথা পাগলামি বা যথার্থ তাহাই নির্ণয় করিবার জন্য সেই সেই নৈবেদ্য আনাইয়া দেওয়া যাক, ভগবানের ভোগের জন্য অপর নৈবেদ্য করা যাইবে। এইরূপ পরামর্শের পর বহুলোকের

বিশ্বম্ভরস্তু পরিলোক্য বহূপহারা
নানান্বিতান্ স জগদীশ-হিরণ্যকাভ্যাম্।
সংত্যজ্য রোদমজিরে সবয়ঃ সমূহং
সংবেশ্য প্রারভত তৎ পরিবেষকর্ম্ম ॥ ১৭ ॥

পরিবেষ্য চ তান্মণ্ডলীকৃত্যোপবেশ্য স্বয়ঞ্চ সর্ব্বপ্রকারং ভক্ষ্যং গৃহীত্বা বালচক্র-বালান্তরালে নিবিশ্য ভোজনমারভ্য হিরণ্যজগদীশয়োরশেষ-সংশয়শমনায় তদ্দ্বয়মাত্র-গোচরতয়া গোপরূপমাবিশ্চকার ॥ ১৮ ॥

অনেকশিশুমণ্ডলী বিহিতমণ্ডলাগুস্থিতং
স্ফুরন্নবঘনপ্রভং শিখিশিখণ্ডচূড়োজ্জ্বলম্।
মুদাশ্নদ (১০) তিসুন্দরং প্রকটিতং শচী-সূনুনা
হিরণ্যজগদীশয়োর্নয়নবর্ত্ম ভেজে বপুঃ ॥ ১৯ ॥

তদ্বিলোক্য বরভক্তয়োস্তয়োঃ শ্রীমতি ব্রজসরস্তটান্তরে।
গোপবালকগণৈরদন্ সজুরস্ফুরদ্ ব্রজনৃপাত্মজো হৃদি ॥ ২০ ॥

(১০) অশ্নৎ ভোজনং কুর্ব্বৎ।

দ্বারা সেই নৈবেদ্যগুলি আনাইয়া, এই খাও বলিয়া বিশ্বম্ভরের অগ্রে ধরিয়া দিলেন। ॥ ১৬ ॥

এবার বিশ্বম্ভর হিরণ্য-জগদীশকর্তৃক আনিত সেই সমস্ত নৈবেদ্য দেখিয়া রোদন পরিত্যাগপূর্ব্বক আঙ্গিনায় সখাগণকে শ্রেণীবদ্ধভাবে বসাইয়া পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ১৭ ॥

সখাদিগকে মণ্ডলাকারে বসাইয়া নিজেও সর্ব্বপ্রকার ভক্ষদ্রব্য গ্রহণ করিয়া সেই বালকমণ্ডলীর মধ্যস্থানে উপবেশন করতঃ ভোজনলীলা আরম্ভ করিতে করিতে হিরণ্য জগদীশের সংশয় অপনোদনের জন্য বিশ্বম্ভর গোপরূপ প্রকট করিলেন। তাঁহার সেই রূপ কেবল ঐ হিরণ্য জগদীশই দেখিতে পাইলেন ॥ ১৮ ॥

নবমেঘসমকান্তিতে উদ্ভাসিত ময়ূরপুচ্ছের চূড়ায় অতিশয় সমুজ্জ্বল অনেক শিশুমণ্ডলীর মধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক আনন্দের সহিত ভোজনরত, এইরূপ সুন্দর-বিগ্রহ শচীনন্দনকর্তৃক প্রকটিত হইয়া হিরণ্য জগদীশের নয়নপথে দৃষ্ট হইলেন ॥১৯॥

ততঃক্ষণাংস্তৌ কতিচিন্মহত্তমমৌ
নিমেষশূন্যাক্ষিযুগৌ স্ম তিষ্ঠতঃ।
সুসাম্প্রতং তৎপ্রবদন্তি পণ্ডিতা
যতস্তদা তৌ ষযতুঃ সুপর্ব্বতাম্ (১১) ॥ ২১ ॥

অথ গৌরেণ শ্যামলতাহমলভাবাবেশং তয়ো রালোক্যান্তর্দ্ধাপিতা। ততশ্চ লব্ধপ্রকৃতী (১২) কৃতীভূতং স্বং মন্যমানাবন্যমানাবৰ্দ্ধকৌ (১৩) তৌ কঞ্চিৎপ্রতি কিমপি নোক্ত্বা যথাস্বং ভবনং যযতুঃ ॥ ২২ ॥

শ্রীগৌরস্তু ভোজনং কুর্ব্বন্ স-সহচর-সমুদয়ো রস (১৪) মুদযোজয়ৎ, ভোজনোপরতৌ নোপরতৌৎসুক্যো (১৫) অনৃত্যচ্চ ॥ ২৩ ॥

(১১) সুপর্ব্বত্বং দেবত্বং অথচ সুষ্ঠুপর্ব্ব যস্যাং তাদৃশত্বম্।
(১২) প্রাপ্ত-স্বভাবৌ, (১৩) অন্যেষাং মানস্য আ সম্যগ্‌বৰ্দ্ধকৌ।
(১৪) নর্মানন্দং পরিহাসং বা, (১৫) অনিবৃত্তৌৎসুক্যঃ।

তাহা দেখিয়া সেই ভক্তশ্রেষ্ঠ দুইজনের হৃদয়ে শ্রীযমুনাতীরে গোপবালকসহ বনভোজনকারী ব্রজরাজনন্দন স্ফুরিত হইলেন ॥ ২০ ॥

তাহার পর অতিমহান্ সেই দুইজন কিছুক্ষণ নির্নিমেষ নেত্রে অবস্থান করিলেন। তাঁহাদের সেই সময়টীকে পণ্ডিতগণ শুভক্ষণ বলিয়া থাকেন। যেহেতু তখন তাঁহারা পলকশূন্য হওয়াতে দেবত্বকে প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ঈশ্বর দর্শন করিবার জন্য মহামহোৎসবভোগী হইয়াছেন ॥ ২১ ॥

অনন্তর শ্রীগৌরাঙ্গ সেই হিরণ্য জগদীশের এইরূপ নির্ম্মল ভাবাবেশ দেখিয়া স্বীয় শ্যামলকান্তি অপসারিত করিলেন। তাহার পর অন্যের মানবৰ্দ্ধনকারী তাঁহারা প্রকৃতিস্থ হইয়া নিজেকে কৃতকৃত্য মনে করতঃ কাহাকেও কিছু না বলিয়া মৌনভাবে নিজগৃহে গমন করিলেন ॥ ২২ ॥

এদিকে শ্রীগৌরসুন্দর সহচরগণের সহিত ভোজন করিতে করিতে হাস্যপরিহাস করিতে লাগিলেন এবং ভোজন হইতে বিরত হইয়া ঔৎসুক্যসহকারে নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

যথা— দিগম্বরশিশুব্রজৈঃ পরিনটদ্ভিরানন্দিতৈ
র্মনোজ্ঞকরতালিকার্পণপটৈঃ পরীতোঽভিতঃ।
ভুজাযুগলমুৎক্ষিপন্ বিবিধভঙ্গিভির্লঙ্গিমং
নিজাঙ্গনতলে নটন্ প্রভুরনন্দয়ৎ স্বান্ জনান্ ॥ ২৪ ॥

যদবলোক্য পিতামহেনাপিতা মহেনানেকবিধা বিকারা দধিরে, পিনাকিনাপি নাকিনামোঘেন (১৬) চ সকলেন, নবদ্বীপবাসিভিস্তু সুতরামেব ॥ ২৫ ॥

অথ গতবতি সূরে পশ্চিমাশাদ্রিশৃঙ্গং
প্রিয়-সহচরবর্গে স্বস্বগেহং প্রযাতে।
বিবিধ-মধুর-ভক্ষ্যং ভোজয়িত্বা যথেচ্ছং
সুতমতিমৃদুতল্পে শায়য়ামাস মাতা ॥ ২৬ ॥

(১৬) উৎসবেন প্রাপিতা বিকারা ব্রহ্মণা দধিরে, মহাদেবেন দেবানাং সমূহেন চ।

মনোহর করতালি দিয়া সেই দিগম্বর শিশুগণ আনন্দের সহিত গৌরসুন্দরের চারিদিকে নৃত্য করিতেছে, তাহাদের মাঝে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর বাহুযুগল ঊর্দ্ধে তুলিয়া নানাভঙ্গীতে অতিমনোহর নৃত্য করিতে করিতে নিজজনদিগকে আনন্দিত করিতেছেন ॥ ২৪ ॥

পিতামহ ব্রহ্মা নিজলোক হইতে সে নৃত্য দর্শন করিয়া মহানন্দে নানাপ্রকার সাত্ত্বিক বিকার ধারণ করিয়াছিলেন। মহাদেব ও দেবসমূহসহ ঐ প্রকার পরমানন্দময় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং নবদ্বীপবাসীগণ যে সেই নৃত্যদর্শনে অতিশয় পরমানন্দলাভ করিয়াছিলেন তাহা বলা বাহুল্য ॥ ২৫ ॥

অনন্তর দিনকর পশ্চিমদিক্ অস্তাচলে আরোহণ করিলে যখন গৌরের নিজ প্রিয় সহচরগণ নিজ নিজ গৃহে গমন করিল, তখন শচীমাতা পুত্রকে বিবিধ মধুর ভক্ষ্যদ্রব্য ইচ্ছামত ভোজন করাইয়া অতি কোমল শয্যায় শয়ন করাইলেন ॥ ২৬ ॥

অথার্দ্ধরাত্র সময়ে পরিপ্রাপ্তোদয়ে মনুজমাত্রে নিদ্রয়াবসন্নগাত্রে মিশ্রপরিজনেষু তয়া হৃতচেতনেষু ভগবতো নৃত্যদর্শনেনাতৃপ্তং নবদ্বীপমাস্থপ্তং (১৭) তদুৎকণ্ঠাকুলং পিতামহপ্রভৃতিদেবকুলং মিশ্রপুরন্দরধাম সমাজগাম ॥ ২৭ ॥

সমাগম্য চ মাগম্যচরণং (১৮) সুতমঙ্কেনিধায় শয়ানয়া মিশ্রপুরন্দরভার্য্যয়া-র্য্যয়ালঙ্কৃতং ভবনং তে দেবা বিবিশুঃ ॥ ২৮ ॥

প্রবিষ্টাংশ্চ তানবগত্য চঞ্চলমানসাহ্মানসাধ্বসা নিমীলিত-লোচনা শচী ইদং চিন্তয়ামাস—

পুত্রো মমা হি যদভুঙ্‌ক্ত হরের্নিবেদ্যং
চাপল্যতস্তনিবেদিতমেব হন্ত! ।
নূনং ততঃ প্রকুপিতাস্ত্রিদিবৌকসোঽমী
তদ্দণ্ডনার্থমধুনা ভবনং প্রবিষ্টাঃ ॥ ২৯ ॥

(১৭) আস্থপ্তং আগতম্।
(১৮)ময়া লক্ষ্ম্যা অপ্যাগম্যং চরণং যস্য।

অনন্তর নিশামধ্যভাগে মানবসকল নিদ্রায় অবসন্ন হইলে এবং শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পরিজনবর্গ নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িলে শ্রীভগবানের সেই নৃত্য দর্শনে অতৃপ্ত পিতামহ প্রভৃতি দেবগণ শ্রীধাম নবদ্বীপে আগমনপূর্ব্বক প্রভুর সেই সুমধুর নৃত্যদর্শনের উৎকণ্ঠায় আকুল হইয়া মিশ্রপুরন্দরগৃহে সমাগত হইলেন ॥ ২৭ ॥

শ্রীলক্ষ্মীদেবীও যাঁহার পাদপদ্ম পাইতে অভিলাষিনী সেই পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া সৌভাগ্যবতী মিশ্রপুরন্দর পত্নী শয়নাবস্থায় যে গৃহটীকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন দেবগণ আসিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৮ ॥

তাঁহাদিগকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া শচীদেবীর মনে চাঞ্চল্য এবং অতিশয় ভীতির উদয় হইল। তিনি মুদ্রিত নয়নে এইরূপ চিন্তা করিলেন—আমার পুত্র শ্রীহরির অনিবেদিত নৈবেদ্য, যাহা বাল্য-চপলতা বশতঃ ভোজন করিয়াছিল নিশ্চয় তাহাতে দেবগণ প্রকুপিত হইয়া এক্ষণে দণ্ডবিধানের জন্য গৃহে প্রবিষ্ট হইয়াছেন ॥২৯॥

তদিদানীং পুত্রং নীত্বেতঃ পলায়নমেব মে বরং, কিন্তু মমাঙ্গানি ভয়োদয়োদস্ততয়া (১৯) যথা কম্পন্তে, তেন তৎসম্পাদয়িতুং দয়িতুঞ্চ (২০) পুত্রো ন শক্যতে ময়া, তস্মাদেবমাচরেয়মিতি মনসি পরামৃশ্য তত্রৈব শয়ানাং কাঞ্চিৎ কিঙ্করীমুবাচ—অয়ি সুশীলে! বিশ্বম্ভরং নীত্বা মিশ্রপুরন্দরে সমর্প্যাগচ্ছেতি ॥ ৩০ ॥

শচ্যা ভয়াচ্চ শনৈর্যদুক্ত
ন্ন শুশ্রুবে স্বাপ-ভরেণ দাস্যা।
ততঃ সুরঃ কশ্চন তদ্বদূচে
গিরার্দ্রয়া দেবি! সমর্পয়েতি ॥ ৩১ ॥

সা চ তদাকর্ণ্য নিমীলিতনয়নৈব নয়, দেব বিলম্ব মা চকৃথা ইত্যুক্ত্বা তৎকরে পুত্রং সমর্পয়ামাস।

অহো! ভগবতো ভক্তবাসনা-পূর্ত্তিকারিতা।
মাতুরঙ্কং পরিত্যাজ্য যয়ানীতঃ সুরান্তিকম্ ॥ ৩২ ॥

(১৯) ভয়োদয়েন উৎক্ষিপ্ততয়া, (২০) রক্ষিতুম্।

অতএব এখন হইতে পুত্রকে লইয়া পলায়নই শ্রেয়ঃ কিন্তু ভয়-বিহ্বলতা বশতঃ আমার অঙ্গসকল যেরূপ কাঁপিতেছে তাহাতে আমি পলায়ন করিতে এবং পুত্রকে রক্ষা করিতেও পারিব না। অতএব এইরূপ করি ইহা ভাবিয়া শচীমাতা সেই গৃহেই শায়িত কোনও এক দাসীকে বলিলেন, অয়ি সুশীলে! বিশ্বম্ভরকে লইয়া মিশ্রপুরন্দরের নিকট দিয়া আইস॥ ৩০ ॥

শচী ভয় বশতঃ ধীরে ধীরে যাহা বলিলেন গাঢ়নিদ্রাহেতু দাসী তাহা শুনিতে পাইল না। তখন কোনও দেবতা দাসীর মত নিদ্রাজড়িত বাক্যে বলিলেন, হে দেবী! বিশ্বম্ভরকে অর্পণ কর॥ ৩১ ॥

তিনি তাহা শুনিয়া মুদ্রিতনেত্রেই "এই নাও যেন বিলম্ব করিও না।" এই বলিয়া সেই দেবতার করে পুত্রকে অর্পণ করিলেন। অহো! ভগবানের ভক্তবাসনাপূরণকারিণী ইচ্ছা কি অপূর্ব্ব, যাহাতে ভগবানের মাতৃক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া দেবগণের নিকটে আনীত হইলেন॥ ৩২ ॥

তঞ্চ প্রাপ্য পরম-প্রমোদিতাঃ পিতামহ-প্রমুখাঃ সুপর্ব্বাণঃ প্রাঙ্গনং প্রবিশ্য প্রভুমুপবেশ্য পারিজাতাদিপুষ্পৈঃ পূজয়ামাসুঃ, পুনঃ পুনঃ প্রণুনুবুশ্চ ॥ ৩৩ ॥

কলিমত্ত-মতঙ্গজ-মর্দহরিং
হরিতাল-সমান-বিভাল-হরিম্ ।
হরিণাঙ্ক কলা-বিলসন্নখরং
খর-কর্কশ-চিত্ত-মৃদুত্বকরম্ ॥ ৩৪ ॥

করকান্তি-বিনিন্দিত-তামরসং
রসবর্ষি-পদাম্বুজ-পূত-রসম্ ।
রসনা বিলসন্নিজনামগুণং
গুণসঙ্গ-বিনাশি-সকৃৎ স্মরণম্ ॥ ৩৫ ॥

রণকেলিমৃতে (২১) জিতদুষ্টজনং
জনতৈনন পুনানমিদং ভুবনম্ ।
বনজাবলি-গঞ্জন-বক্ত্র বিধুং
বিধুতাখিল-তাপক-বাক্যমধুম্ (২২) ॥ ৩৬ ॥

---

(২১) যুদ্ধক্রীড়াং বিনা, (২২) বিধুতা অখিলা তাপা যেন তাদৃশং বাক্যমধু যস্য তং। ॥ ৩৬ ॥

সেই প্রভুকে প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে বিভোর ব্রহ্মাদি দেবগণ প্রাঙ্গনে প্রবেশ করতঃ প্রভুকে তথায় উপবেশন করাইয়া পারিজাত প্রভৃতি পুষ্পের দ্বারা পূজা বিধান করিলেন এবং পুনঃ পুনঃ স্খলিত ভাষায় স্তব করিতে লাগিলেন ॥৩৩॥

হে ভগবন্! আমরা মস্তকদ্বারা আপনাকে বারংবার প্রণাম করিতেছি। আপনি কলিকালরূপ মত্তহস্তিদলনে সিংহ স্বরূপ, আপনার কান্তিলহরী হরিতাল সদৃশ, এবং নখররাজি চন্দ্রকলার ন্যায় শোভায়মান। আপনি কঠিন ও কর্কশ চিত্তকে কোমল করিয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥

আপনার করতলের কান্তিতে পদ্ম নিন্দাপ্রাপ্ত হয়। চরণকমলের পবিত্র রস (মকরন্দ বা অনুরাগ) আনন্দ বর্ধন করে, রসনায় আপনার নিজনামগুণ বিলাস করিতেছে এবং আপনার একবার মাত্র স্মরণে সত্ত্বাদিগুণ সঙ্গ (অথবা বিষয়াসক্ত) বিনষ্ট করিয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

মধুরালককান্তি-জিতালিরুচিং
রুচিরস্মিত-নাশিত-তাপশুচিম্ (২৩)।
শুচিমানস-লোক-মনোনিলয়ং
লয়বর্জ্জিত-মাহিত-ভক্ত্যুদয়ম্॥ ৩৭ ॥
দয়য়া ভুবি ভাবিত-ভক্তগণং (২৪)
গণনাতিগ-দিব্যগুণাভরণম্।
রণনেন নিজেন জিতান্যভৃতং (২৫)
ভৃতকাবলি-মঙ্গলবৃদ্ধিকৃতম্॥ ৩৮ ॥
কৃতলোচন-লোভন-নৃত্যমহং (২৬)
মহনীয়পদং নিজমন্তু (২৭) সহম্।
সহ বালকুলেন বিলাসপরং
পরমেশ্বরমপ্যতি বাল্যধরম্॥ ৩৯ ॥

(২৩) রুচিরস্মিতেন নাশিতঃ তাপানলো যেন তম্ ॥৩৭॥ (২৪) জীবেষু কৃপয়া ভুবি আবির্ভাবিতা ভক্তগণা যেন, (২৫) জিত-কোকিলং ॥৩৮॥ (২৬) মহঃ উৎসবঃ, (২৭) মন্তুঃ অপরাধঃ ॥৩৯॥

যুদ্ধক্রীড়া ব্যতীত আপনি দুষ্টজনদিগকে জয় করিয়াছেন। স্বয়ং আবির্ভাব দ্বারা এই ভুবনকে পবিত্র করিয়াছেন, আপনার মুখচন্দ্র, কমল সমূহকে গঞ্জিতকরে এবং আপনার বাক্যমধুপানে সমস্ত তাপ নিবারিত হয় ॥ ৩৬ ॥

আপনার সুন্দর চূর্ণ কুন্তলের কান্তি ভ্রমরের শোভাকে জয় করিয়াছে। মনোরম মৃদুহাস্যের দ্বারা আপনি তাপরূপ অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়াছেন, শুদ্ধচিত্ত লোকসমূহের মনই আপনার নিবাসস্থান এবং আপনি অবিনাশি শোভা অথবা সম্পদের সহিত ভক্তির উদয় করিয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥

জীবের প্রতি দয়া বশতঃ আপনি ভক্তগণের পৃথিবীতে আবির্ভাব করাইয়াছেন, অগণিত দিব্যগুণরাশি আপনার অলঙ্কার স্বরূপ, আপনার মধুরশব্দে কোকিল পরাজিত হইয়াছে, আপনি ভৃত্যবর্গের মঙ্গল বৃদ্ধি করিয়া থাকেন ॥ ৩৮ ॥

ধরণীসুরপদ্মঘটা-তপনং
পননীয়তমং গজজিদ্‌গমনম্‌।
মনসোঽপি ন গোচরমিদ্ধতরং (২৮)
তরণিব্রজবচ্ছশিবচ্ছিশিরম্‌ ॥ ৪০ ॥

শিরসা প্রণমাম ভবন্তমলং, মলনাশ-বিধায়ক-পদ্‌যুগলম্‌।
গললম্বিত-মৌক্তিকহারচয়ং, চয়নায় রতের্ভগবন্নুবয়ম্‌॥ ৪১ ॥

তদেবং দেবকৃতেন নবেন স্তবেন স্তবকিততোষো ভগবাংস্তানুবাচ—অয়ে কমলভব-ভবপ্রধানা অদিতি নন্দনা! নন্দনারণ্য-বিহারং বিহায় যূয়মত্র কিমর্থমায়াতা মায়া-তানবকর (২৯) মনবকর (৩০) মিতি সুন্দরং স্তবকেশং কিমর্থং কৃতবন্তস্তদ্বদত।
॥ ৪২ ॥

(২৮) তরণিরজবৎ সূর্য্যসমূহবৎ ইদ্ধতরং দীপ্ততরম্‌ ॥৪০॥
(২৯) মায়ায়াঃ ক্ষীণতাকরম্‌, (৩০) অনবকরম্‌ দোষরহিতং ॥৪২॥

আপনার নৃত্যোৎসব নয়নের লোভজনক, আপনার চরণযুগল অর্চ্চনার যোগ্য, আপনার নিকট অপরাধ করিলে আপনি তাহা সহ্য করিয়া থাকেন। আপনি পর-মেশ্বর হইলেও অতি বাল্যাবস্থা ধারণ করিয়া বালকগণের সঙ্গে ক্রীড়া পরায়ন হইয়াছেন ॥ ৩৯ ॥

ব্রাহ্মণরূপ পদ্মসমূহের প্রকাশ বিষয়ে আপনি সূর্য্যস্বরূপ। আপনি অতিশয় স্তবার্হ। আপনার গমন হস্তীর গতিকে জয় করে। (বাক্যের কথা দূরে থাক্‌) আপনি প্রাকৃত মনেরও গোচর নহেন। সূর্য্যসমূহের ন্যায় আপনি অতিশয় দীপ্তিযুক্ত এবং চন্দ্রের ন্যায় শীতল ॥ ৪০ ॥

আপনার চরণযুগল পাপনাশকারী। আপনার গলদেশে মুক্তামালা সকল লম্বিত আছে। হে ভগবন্‌! আমরা অনুরাগ লাভের নিমিত্ত নত মস্তকে পুনঃ পুনঃ আপনাকে প্রণাম করি ॥ ৪১ ॥

দেবগণকৃত এই প্রকার নবীন স্তবের দ্বারা ভগবান্‌ পরম সন্তুষ্ট হইয়া তাহা-দিগকে বলিলেন—হে ব্রহ্মা, মহেশ্বর প্রভৃতি সুরবৃন্দ! আপনারা নন্দনকাননে বিহার

নির্জরা নির্জগত্তুর্জগদুৎসব-সব-দীক্ষিত! (৩১) অদ্য ভবতাবতারিতাং লাস্য-লীলানালোক্য ন তৃপ্তা বয়ং, তদ্দর্শনার্থনাত্রাগতা জিতাশেষনট-নটনং যদি সকৃদাচরেস্তদা ফলিত-সমস্তাদিষ্টাস্তদিষ্টার্থসিদ্ধ্যা ভবেম (৩২), ভবে মহত্ত্বঞ্চ লভেমহি ॥৪৩॥

তদিদমাকর্ণ্য সুরবচো রব-চোটিত-কোকিল-মদোহ্লমদো মোদকরং (৩৩) মৃদুহসন্ ভদ্রং ভদ্রমিত্যুক্তোত্থায় ননর্ত্ত দেবানাং কৌতুকরতালিকা চ করতালিকাচরণতৎপরা বভূব ॥ ৪৪ ॥

(৩১) জগদুৎসব এব সবো যজ্ঞঃ তত্র দীক্ষিত তৎপর। (৩২) তদিষ্টার্থসিদ্ধ্যা ফলিতং সমস্তং দিষ্টং ভাগ্যং যেষাং তথাভূতা ভবেম। ॥৪৩॥

(৩৩) অলমদো মোদকরম্ অতিশয়েন অমীষাং সুখকরং যথা স্যাৎ। দেবানাং কৌতুকরতা আলিকা ইত্যন্বয়ঃ ॥৪৪॥

পরিত্যাগ করিয়া কিজন্য এখানে আগমন করিয়াছেন এবং মায়াক্ষয়কারী দোসরহিত, অতি সুন্দর এই স্তব কেন করিলেন,—তাহা বলুন ॥ ৪২ ॥

অমরগণ বলিলেন—আপনি জগতের আনন্দ (দান) যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছেন। অদ্য আপনি যে নৃত্যলীলার অবতারণা করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমরা তৃপ্ত হই নাই। তাহাই দর্শন করিবার নিমিত্ত আমরা আসিয়াছি। আপনার নৃত্যে সকল নট পরাজয় প্রাপ্ত হয়। আপনি যদি একবার সেইরূপ নৃত্য করেন, তাহা হইলে অভীষ্ট বিষয়ের সিদ্ধিহেতু আমাদের সমস্ত ভাগ্য সফল হইবে এবং আমরা জগতে মহত্ত্ব লাভ করিতে পারিব ॥ ৪৩ ॥

সুরগণের এইকথা শ্রবণ করিয়া শব্দের দ্বারা কোকিলের গর্ব্ব খণ্ডনকারী ভগবান্ বিশ্বম্ভর তাহাদের অত্যন্ত সুখকর মৃদুহাস্য করিলেন এবং "ভাল, ভাল" এই বলিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দেবতা বৃন্দও কৌতুক-যুক্ত হইয়া নৃত্যের তালে তালে করতালী প্রদান করিলেন ॥ ৪৪ ॥

স্বপ্রিয়লেখাবীত (৩৪) স্তালাঙ্কোজ্জ্বলতনু (৩৫) র্হরিদ্বসনঃ।
নন্দাঙ্গন ইব তস্মিন্ ত্যন্ বিশ্বম্ভরো রুরুচে ॥ ৪৫ ॥

তদৈকমাসীদাশ্চর্য্যং শ্রীগৌরস্য পদদ্বয়ে।
অমঞ্জীরেঽপি মঞ্জীরশিঞ্জিতং যদভূন্মুহুঃ ॥ ৪৬ ॥

তদাকর্ণ্য সমুন্মীল্য নয়নে নিক্ষিপ্যাঙ্গনে ত্রিদিবেশ-নিচয়ং সময়া তনয়ং পূর্ণ-শশিসমানং নরীনৃত্যমানং দাসীঞ্চ সুশীলাভিধানাং নিজনিকট এব শয়ানাং বিলোক্য জাত-সুখোদয়া সমুদ্গতভয়া চ বভূব শচী। অসম্ভৃত-মঞ্জীরাভরণে তনয়স্য চরণে সারস-রব-গঞ্জনং মঞ্জীর-শিঞ্জনং শ্রুত্বা বিস্ময়ঞ্চাবাপ ॥ ৪৭ ॥

যং যং তদানুজগৃহুঃ সুখভীতিচিত্রা-
ন্যস্যাং যথাবধিকৃতিং স স এব ভাবঃ।
দেশে নৃপৈরধিকৃতে বহুভিঃ প্রভুঃ স্যান্
মন্ত্রী স এব খলু সর্ব্বমতো (৩৬) ভবেদ্ যঃ ॥ ৪৮ ॥

(৩৪) স্বপ্রিয়া যে লেখা দেবাস্তৈরাবীতঃ পরিবৃতঃ, পক্ষে স্বপ্রিয়শ্রেণ্যাবৃতঃ। (৩৫) তালস্য হরিতালস্য ক্রোড়বৎ, পক্ষে তালাঙ্কেন বলদেবেন উজ্জ্বলতনুঃ ॥ ৪৫ ॥ ৩৬ সর্ব্বেষাং নৃপাণাং সম্মতঃ ॥ ৪৮ ॥

নন্দের অঙ্গনে নিজপ্রিয়জন পরিবেষ্টিত, বলদেবের দ্বারা উজ্জ্বল শরীর হরিদ্ব-সন (দিগম্বর অথবা পীতাম্বর) নৃত্য পরায়ন কৃষ্ণচন্দ্রের ন্যায় নিজপ্রিয় দেবগণ পরি-বেষ্টিত হরিতালের ক্রোড়দেশের ন্যায় উজ্জ্বল গৌরকলেবর দিগম্বর বিশ্বম্ভর অঙ্গনে নৃত্য করিতে করিতে শোভা পাইয়াছিলেন ॥ ৪৫ ॥

শ্রীগৌরের পদদ্বয়ে নূপুর না থাকিলেও যে পুনঃ পুনঃ নূপুরের ধ্বনি হইতে-ছিল ইহাই তখন একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার হইয়াছিল ॥ ৪৬ ॥

তাহা শুনিয়া শচী নয়ন মেলিয়া অঙ্গনে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক দেখিলেন দেবতা-গণের মধ্যে পূর্ণচন্দ্র সদৃশ তাঁহার পুত্র পুনঃ পুনঃ অতিশয় নৃত্য করিতেছে এবং

দ্বিত্রেষু তিষ্ঠৎস্বপি তাদৃশেষু
তত্রাধিচক্রে বহু (৩৭) জাড্যমেব।
মুখ্যং ভবেত্তেষু হি তদ্ যতস্তদ্
গৃহ্ণন্তি সংখ্যাসময়ে বুধাঃ প্রাক্ ॥ ৪৯ ॥

ততশ্চ তস্যাং নিশ্চেষ্টায়াং স্থিতায়াং ভগবন্নৃত্যবিলোকন-কৌতুকেন কতিপয়-কালং সময়িত্বা লব্ধ-তদাজ্ঞা গীর্ব্বাণাঃ প্রণম্য স্বস্থানং সমীয়ুঃ ॥ ৫০ ॥

(৩৭) বহু প্রচুরং যথাস্যাত্তথা ॥ ৪৯ ॥

সুশীলা নাম্নী দাসী তাঁহার নিজের নিকটেই শয়ন করিয়া আছে। এই ব্যাপার দর্শনে তাঁহার সুখ ও ভয়ের উদয় হইল এবং নূপুরালঙ্কার শূন্য পুত্রের চরণে সারসরব গঞ্জী নুপুরের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৪৭ ॥

তখন সুখ, ভয় ও বিস্ময় যে যে ভাবকে অনুগ্রহ করিয়াছিল, সেই সেই ভাবই শচীর অঙ্গে অধিকার লাভ করিয়াছিল। বহু নৃপতি কর্ত্তৃক অধিকৃত দেশে যে মন্ত্রী সকল রাজারই অভিমত প্রাপ্ত হন, তিনিই প্রভু হইয়া থাকেন ॥ ৪৮ ॥

ঐপ্রকার দুই তিনটী ভাব বিদ্যমান থাকিলেও তথায় জড়তাই বহুল পরিমাণে অধিকার বিস্তার করিয়াছিল। যে হেতু, পণ্ডিতগণ গনণা সময়ে প্রমথ তাহাকেই গ্রহণ করিয়া থাকেন, অতএব সমস্ত ভাবের মধ্যে সেইটীই মুখ্য হইবে ॥ ৪৯ ॥

সুতরাং শচীদেবী নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। এদিকে ভগবানের নৃত্য দর্শন কৌতুকে কিছুকাল যাপন করিয়া দেবগণ তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করতঃ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ॥ ৫০ ॥

বিশ্বম্ভরস্তু পিতৃ-সদনং সমিত্য তাত তাতেতি মধুরমাজুহাব। স চ ততঃ পূর্ব্বমেব করতালিকা-কনকনূপুর-কলধ্বনিমাকর্ণ্য কুণ্ঠিতনিদ্রঃ কিমিদমিতি বিতর্কয়ন্ স্বতনয়-কণ্ঠনাদং নিশম্য বহিরেত্য তমঙ্কে নিধায় তং পপ্রচ্ছ ॥ ৫১ ॥

তাত! ত্বদঙ্ঘ্রি যুগলে ন ময়া প্রদত্তো
মঞ্জীরকোঽদ্য নচ কেনচনাপরেণ।
আগচ্ছতস্তদধুনৈব মদন্তিকং তে
তচ্ছিঞ্জিতং বত কুতোঽত্র ময়োপলব্ধম্ ॥ ৫২ ॥

কিঞ্চ তবাগমন-সময়ে ময়েব স্ফুরিতং যথাঙ্গনান্তরেঙ্গনান্তরেণ সন্নিধানং কতিচিজ্জনাঃ করতালিকাং দদতীতি, তৎ কিং স্বপ্নকার্য্যং যথার্থং বেতি ন নিরচীয়তা-য়তা ত্বয়া যদি কিমপীক্ষিতং তৎ কথ্যতাম্ ॥ ৫৩ ॥

বিশ্বম্ভরো বিতথ-ভাষণভিয়া সশ্লেষং বভাষে—

অশ্রাবি যন্নূপুর-শিঞ্জিতং পিত!
স্ত্বয়া তথায়ং করতালিকারবঃ।
নিদ্রাবিলাসঃ খলু তদ্দ্বয়ং ভবে—
ন্ন যোগ্যতাং যাতি যথার্থতাপ্তয়ে (৩৮) ॥ ৫৪ ॥

(৩৮) শ্লেষার্থস্ত্ব—নিদ্রাবিলাসো ন ভবেৎ যতস্তদ্ যথার্থতা-প্রাপ্তয়ে যোগ্যতাং যাতি ॥৫৪॥

অতঃপর বিশ্বম্ভর পিতার গৃহে যাইয়া "বাবা বাবা" বলিয়া মধুর স্বরে ডাকিতে লাগিলেন। তাহার পিতা ইহার পূর্ব্বেই করতালি ও স্বুবর্ণ নূপুর ধ্বনি শুনিয়া জাগরিত হইয়া "ইহা কি?" (অর্থাৎ এ ধ্বনি কিসের) এইরূপ বিচার করিতে ছিলেন, এমন সময়ে পুত্রের কণ্ঠস্বর শুনিয়া বাহিরে আসিলেন এবং তাহাকে কোলে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৫১ ॥

বাপ্! আজ আমি ত তোমার পদযুগলে নূপুর প্রদান করি নাই এবং অপর কেহও অর্পণ করে নাই। তথাপি এখনই তুমি যখন আমার নিকট আসিতেছিলে, তখন আমি তোমার পায়ে কেন নূপুরের ধ্বনি অনুভব করিলাম? ॥ ৫২ ॥

এবং ব্রুবন্নেব জগাম নিদ্রাং
বিশ্বম্ভরস্তং জনকোঽস্য নীত্বা।
শচ্যন্তিকংপ্রাপ্য কুটুম্বিনি! ত্বং
নিদ্রাসি কিং ভো ইতি তামপৃচ্ছৎ ॥ ৫৫ ॥

সা চ তৎকণ্ঠরবতোঽবতোটিতজাড্যাশঙ্কাকুলহৃদয়তয়ায়তয়াতনা ব্যথিতা মুদ্রিত-নয়নৈব পপ্রচ্ছ—পুত্রবৎসলা! বৎস-ললামং (৩৯) যদুবদাসন্নায় সন্নায়স্তধিয়া (৪০) ময়া প্রেষিতং, তৎকুত্র স্বাপায়িত্বা গতোঽসি? ॥ ৫৬ ॥

মিশ্র উবাচ—সুহৃদয়ে! মা ভয়ময়, মমাঙ্ক এবাস্তেঽঙ্গজস্তুঙ্গ (৪১) জগদানন্দনঃ, কিন্তেতাবত্যাং রজনৌ জনৌঘে শয়ানে কথমেকাকী তনয়ো মদন্তি-কায় দন্তিকায়-মলীমসে সন্তমসে (৪২) সন্ততাশঙ্কিচিন্তয়া ত্বয়া প্রেষিতঃ? ॥ ৫৭ ॥

(৩৯) পুত্রোত্তমং, (৪০) ভবন্নিকটং প্রেষিতং ময়া নিদ্রাণা ক্ষীনা বা, আয়স্তা বিক্ষিপ্তা চ ধীর্যস্যাস্তয়া ॥৫৬॥ (৪১) অঙ্গ হে, (৪২) হস্তিশরীরবন্মলিনে গাঢ়ান্ধকারে ॥৫৭॥

অধিকন্তু হে বৎস! তোমার আগমন সময়ে আমার মনে স্ফূর্ত্তি হইল—যেন অঙ্গন মধ্যে তোমার নিকটে কয়েকজন করতালি দিতেছে—ইহা কি স্বপ্নকার্য্য অথবা যথার্থ তাহা নিশ্চয় করিতে পারি নাই। তুমি আসিতে আসিতে যদি কিছু দেখিয়া থাক তাহা বল ॥ ৫৩ ॥

বিশ্বম্ভর মিথ্যাভাষণভয়ে শ্লেষের সহিত বলিলেন—হে পিতঃ! আপনি যে নূপুরের ধ্বনি ও করতালীর শব্দ শুনিয়াছেন, সেই দুইটীই নিদ্রার কার্য্য, যথার্থতা প্রাপ্তির নিমিত্ত তাহা যোগ্যতা প্রাপ্ত হয় না (শ্লেষে, সে দুইটী নিদ্রার কার্য্য নহে, তবে যথার্থতা প্রাপ্তির নিমিত্ত তাহা যোগ্যতা লাভ করে অর্থাৎ যথার্থ) ॥ ৫৪ ॥

এই কথা বলিতে বলিতেই বিশ্বম্ভর নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন, যখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে লইয়া শচীর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে কুটুম্বিনি! ঘুমাইয়াছ কি?" ॥ ৫৫ ॥

তদেতচ্ছ্রুত্বা বিশ্বম্ভর-জননী স্মারং স্মারং সর্ব্বং বৃত্তান্তং বর্ণয়ামাস—মিশ্রশ্চ শ্রুত্বা স্বানুভূতং সর্ব্বং বর্ণয়িত্বোবাচ— ॥ ৫৮ ॥

কুটুম্বিনি! ন কঞ্চন প্রতিজনং প্রবৃত্তিমিমাং
প্রকাশয় কদাচন প্রণয়তো নিষেধাম্যহম্।
ক্রিয়াভিরনুমীয়তে বহুভিরাবয়োর্নন্দনঃ
কথঞ্চন ভবত্যয়ং ন খলু বালকঃ প্রাকৃতঃ ॥ ৫৯ ॥

তদেবমানন্দ-সন্দোহেন কিয়তীষু দিনরজনিষু নরজনিষু (৪৩) তেন কৃতার্থভাবমিতেষ্বভিজ্ঞং শাস্ত্রেষু স্বশ্বশুরমাহূয় স্বসুতস্য তস্য বিদ্যারম্ভদিনং নির্ণিনায় নায়কো মিশ্রবংশস্য ॥ ৬০ ॥

(৪৩) মনুষ্যেষু ॥ ৬০ ॥

তাঁহার কণ্ঠস্বরে শচীদেবীর জড়তা দূর হওয়ায় তিনি শঙ্কাকুল হৃদয়ে অত্যন্ত বেদনায় ব্যথিত হইয়া মুদ্রিতনয়নেই জিজ্ঞাসা করিলেন—পুত্রবৎসল! আমি যে ঘুমঘোরে বিক্ষিপ্ত বুদ্ধিতে পুত্ররত্নটীকে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিলাম, আপনি তাহাকে কোথায় রাখিয়া আসিলেন? ॥ ৫৬ ॥

মিশ্র বলিলেন—হে সুচিত্তে! ভীত হইওনা! তোমার জগদানন্দকারীপুত্র আমার কোলেই আছে। কিন্তু, এত রাত্রিতে জনসমূহ নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। হস্তিদেহের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ এই ঘোর অন্ধকারে তুমি সর্ব্বদা শঙ্কিতা ও উদ্বিগ্না হইয়া কেন পুত্রকে একাকী আমার নিকট পাঠাইয়া দিলে? ॥ ৫৭ ॥

তাঁহার এই কথা শুনিয়া বিশ্বম্ভরের মাতা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন, এবং মিশ্র তাহা শুনিয়া নিজের অনুভূত সমস্ত বিষয় বর্ণন পূর্ব্বক বলিলেন ॥ ৫৮ ॥

কুটুম্বিনি! আমি তোমাকে প্রণয় বশতঃ নিষেধ করিতেছি—তুমি কাহারও নিকট কখনও এ ব্যাপার প্রকাশ করিও না। অনেক কার্য্যের দ্বারা অনুমান করা যাইতেছে—আমাদের এই পুত্র যথার্থই কোনও প্রকারে প্রাকৃত বালক নহে ॥৫৯॥

ততঃ প্রতিহতাশেষাশুভেক্ষণে (৪৪) শুভে ক্ষণে মিশ্রপ্রধানেন বিধানেন বিদ্যারম্ভে পূজনীয়া দেবতাঃ পূজয়িত্বা পুত্রেণ পুষ্পাঞ্জলিরর্পয়ামাসে সরস্বত্যৈ ॥৬১॥

সরস্বত্যৈ দেব্যৈ নম ইতি যদোবাচ ভগবাং-
স্তদা তস্যাস্তস্যাপ্যভবদুভয়োরেতদুভয়ম্।
তনৌ ঘর্ম্মস্রাবো নটনমপি রোমস্বতিতরাং
নিদানং পূর্ব্বস্যাঃ প্রণয়কুড়িহান্যস্য (৪৫) তু রতিঃ ॥৬২॥

অকারাদি-ক্ষকারান্তান্ বর্ণান্ মিশ্রপুরন্দরঃ।
লেখয়িত্বা সুতেনামুং ক্রমেণ ত্রিরপীপঠৎ ॥৬৩॥

তদেবমারব্ধবিদ্যো বিদ্যোতিথী রতিধীরজন-সবিধে স বিধেরপি জ্ঞানদঃ সখিভিঃ সহ সদা লিখতিস্ম। তদর্থং প্রস্থান সময়ে-হসময়েভারহিত-স্নেহিকয়া(৪৬) জনন্যাহহরহরভ্যলঙ্ক্রে স বালকমণিঃ ॥ ৬৪ ॥

(৪৪) প্রতিহতমশেষাশুভানামীক্ষণং যত্র ॥ ৬১ ॥ (৪৫) প্রণয়কুট্ প্রণয়রোমঃ, পত্যুর্নমস্কার-স্পর্শনাৎ ॥ ৬২ ॥
(৪৬) অসময়া অতুলনীয়য়া ভয়া ঈয়ত্তারহিতঃ স্নেহো যস্যাস্তয়া ॥ ৬৪ ॥

এই প্রকার আনন্দরাশির সঙ্গে কতিপয় অহোরাত্র অতীত হইলে এবং তদ্দ্বারা জনসমূহের কৃতার্থতা লাভ করিলে একদা মিশ্রবংশনায়ক জগন্নাথ সর্ব্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞ নিজশ্বশুর নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীকে ডাকিয়া স্বীয় পুত্র বিশ্বম্ভরের বিদ্যারম্ভের দিন নির্দ্দেশ করিলেন ॥ ৬০ ॥

অনন্তর সর্ব্বামঙ্গলশূন্য শুভক্ষণে মিশ্রপ্রধান বিদ্যারম্ভে পূজনীয় দেবতা-গণের বিধিপূর্ব্বক পূজা করিয়া পুত্রের দ্বারা স্বরস্বতীকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করাইলেন ॥ ৬১ ॥

যখন ভগবান্ "সরস্বত্যৈ দেব্যৈ নমঃ" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন ; তখন সরস্বতী ও ভগবান্ উভয়েরই শরীরে ঘর্ম্মস্রাব ও রোমসমূহের অতিশয় নৃত্য এই দুইটী বিকার উপস্থিত হইয়াছিল। সরস্বতীর ঐরূপ বিকার হইবার কারণ

যথা—সম্মার্জ্যাঙ্গান্যভীক্ষ্ণং মৃদুতর-বসনৈর্বাসয়িত্বা ধটীং সা
রক্তপ্রান্তাং ঘনাভাং মৃগমদ-তিলকং নাসিকায়াং বিধায়।
নেত্রে দ্বে অঞ্জয়িত্বা মসৃণরুচিমতা কজ্জলেনাতিদিব্য—
মুক্তা-মাণিক্য-হেমাভরণ-নিকরৈর্মণ্ডয়ামাস সূনুম্ ॥ ৬৫ ॥

সুবর্ণ-সংনিন্দিত-তনুত্বিষঃ প্রভোঃ
কটীতটে নীলধটী ব্যরাজত।
সুরাপগা-ক্ষালিত-ভূতি-সংহতে-(৪৭)
রুমাপতেঃ কৃষ্ণভুজঙ্গরাড়িব ॥ ৬৬ ॥

ধৃতস্য গৌরেণ ঘনাভবাসসো
ব্যলম্বত প্রান্তমধোমুখং ভবৎ।
নখেন্দুমালামবলোক্য পাদয়োঃ
গ্রসেচ্ছয়া কেতুরুপাযযৌ ধ্রুবম্ ॥ ৬৭ ॥

(৪৭) অনেন বিশেষণেন গৌরত্বমানীতং, তস্য স্বভাবেন গৌরত্বাৎ ॥ ৬৬ ॥

(পতির নমস্কার স্পর্শহেতু) প্রণয়রোষ কিন্তু, ভগবানের এইরূপ হইবার কারণ—রতি ॥ ৬২ ॥

মিশ্রপুরন্দর পুত্রের দ্বারা অকার হইতে ক্ষকার পর্য্যন্ত বর্ণসমূহ লেখাইয়া ক্রমান্বয়ে তিনবার তাহাকে পাঠ করাইলেন ॥ ৬৩ ॥

ব্রহ্মারও জ্ঞানদাতা, উজ্জ্বল বুদ্ধি বিশ্বম্ভর এইরূপে বিদ্যারম্ভ করিয়া শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতজনের নিকটে সখাদিগের সঙ্গে সর্ব্বদা লিখিতে লাগিলেন। তজ্জন্য প্রস্থান সময়ে প্রতিদিন অতুলনীয় অসীম স্নেহশীলা মাতা সেই বালকরত্নকে অলঙ্কৃত করিয়া (সাজাইয়া) দিতেন ॥ ৬৪ ॥

যথা—অতিকোমল বসনের দ্বারা তাহার অঙ্গসকল পুনঃ পুনঃ মার্জ্জিত করিয়া রক্তপ্রান্তঃ, মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ ধটী (ধড়া) পরাইয়া দিতেন। নাসিকায় মৃগমদ তিলক রচনা করিয়া, স্নিগ্ধ ও সুন্দর কজ্জলে তাহার নয়নদ্বয় অলঙ্কৃত করতঃ

সুবর্ণবর্ণং যদি পাটলায়াং
পুষ্পং ক্বচিৎ স্যাদ্ ভ্রমরোঽত্র তিষ্ঠেৎ।
তদার্পিতস্য প্রভু নাসিকায়াং
ভবেৎ স তুল্যো মদ-পুণ্ড্রকস্য (৪৮)॥ ৬৮ ॥

তদা জনন্যা প্রভু-লোচনদ্বয়ে
সমর্পিতা কজ্জলরেখিকা বভৌ
সরোজবুদ্ধ্যা মধুপানলোভতো
দ্বিরেফমালা কিমুপাগতাঽবসৎ ॥ ৬৯ ॥

সমর্পিতা মারকতী ললাটিকা (৪৯)
প্রভোর্ললাটেঽতিতরামশোভত।
শিতিঃ শিরোত্তংস-শশাঙ্কমণ্ডলে (৫০)
অপরাজিতেব স্বজনেন লম্বিতা ॥ ৭০ ॥

(৪৮) মৃগমদ-তিলকস্য, ॥ ৬৮ ॥ (৪৯) ললাটাভরণম্ (৫০) শিতিঃ কৃষ্ণবর্ণা, শিরোত্তংসেতি বিশেষণম্, অপরাজিতা-সঙ্গসাধনার্থম্। [শিরঃ মস্তকং শিবমিত্যাকারান্তং পদং, তস্য উত্তংসো ভূষণং যৎ শশাঙ্কমণ্ডলং তস্মিন্] ॥ ৭০ ॥

পুত্রকে অতিমনোহর মুক্তা, মাণিক্য ও স্বর্ণভূষণ সমূহের দ্বারা বিভূষিত করিয়া দিতেন ॥ ৬৫ ॥

সুবর্ণনিন্দি দেহকান্তি প্রভুর কটিদেশে নীলধটী, যাঁহার অঙ্গের ভস্মরাশি গঙ্গাদ্বারা খালিত হইয়াছে সেই উমাপতি মহাদেবের কটিস্থিত কৃষ্ণসর্পরাজের ন্যায় বিরাজ করিত ॥ ৬৬ ॥

গৌর কর্তৃক পরিহিত মেঘবর্ণ বস্ত্রের প্রান্তভাগ অধোমুখ হইয়া লম্বমান থাকিত; মনে হইত যেন চরণযুগলের নখরাজিরূপ চন্দ্রসমূহ দর্শন করিয়া গ্রাস করিবার ইচ্ছায় সত্য সত্যই কেতু আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৬৭ ॥

যদি পাটলাবৃক্ষে (পারুল অথবা গোলাপ) কখনও স্বর্ণবর্ণ ফুল হয়, এবং তাহাতে যদি কখনও ভ্রমর আসিয়া অবস্থান করে, তাহা হইলে সেই ভ্রমর প্রভুর নাসিকায় অর্পিত মৃগমদ তিলকের তুল্য হইতে পারে ॥ ৬৮ ॥

ললাটিকা-লম্বিত-মৌক্তিকাবলি
　　ররাজ তস্যাতিতরাং তদালিকে।
হিমাংশুনাঙ্কে যুগপদ্‌যথা নিজে
　　নিবাসিতা দক্ষভিয়োড়ুসংহতিঃ ॥ ৭১ ॥

তদাস্য নাসাগ্রতলে বিলম্বিতং
　　ররাজ মুক্তাফলমুত্তমং মহৎ।
সুবর্ণ-বর্ণোজ্জ্বল-পাটলাগ্রতো
　　মরন্দবিন্দুর্গলনোদ্যতো (৫১) যথা ॥ ৭২ ॥

কর্ণদ্বয়ে মধ্যবিলম্বিরন্ধ্রে
　　দ্বে কুণ্ডলে তস্য সুযোজ মাতা।
তদীয়-বক্ত্রস্য হতোপমানা-
　　বলীজয়োদ্‌ঘোষণ-ঘণ্টিকে কিম্‌ (৫২) ॥ ৭৩ ॥

(৫১) গলনোদ্যত ইত্যনেন বর্ত্তুলত্বং ॥ ৭২ ॥ (৫২) উপমানাবলীনাং চন্দ্রকমলানাং জয়োদ্‌ঘোষণস্য ঘণ্টিকে ইব। অদ্যাপি জনিষ্যাঞ্জ জয়ঘণ্টা বাদ্যতে ॥ ৭৩ ॥

তৎকালে জননীকর্ত্তৃক প্রভুর নয়নদ্বয়ে অর্পিত যে কজ্জলরেখা শোভা পাইতেছিল, তাহা দেখিয়া মনে হইতেছিল, যেন কমল মনে করিয়া মধুপান লোভে ভ্রমরশ্রেণী কি উহাতে আসিয়া বাস করতেছে? ॥ ৬৯ ॥

প্রভুর ললাটে প্রদত্ত মরকতমণিময় ললাটিকা (ললাট ভূষণ) অতশয় শোভা পাইতেছিল। মনে হইতেছিল যেন শিরোভূষণরূপ চন্দ্রমণ্ডলে স্বজনকর্ত্তৃক কৃষ্ণবর্ণ অপরাজিত লম্বিত হইয়াছে ॥ ৭০ ॥

ললাটিকাময় বিলম্বিত মৌক্তিকসমূহ তাঁহার ললাটে তখন অতিসুন্দররূপে বিরাজ করিতেছিল। মনে হইতেছিল, যেন দক্ষের ভয়ে চন্দ্র যুগপৎ সমস্ত নক্ষত্র-মণ্ডলীকে নিজ অঙ্কে বাস করাইয়াছেন ॥ ৭১ ॥

তখন তাহার নাসিকার অগ্রভাগে বিলম্বিত অতি উত্তম মুক্তাফল—সুবর্ণবর্ণ উজ্জ্বল পাটলপুষ্পের অগ্রভাগে পতনোন্মুখ মকরন্দবিন্দুর ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ॥ ৭২ ॥

পীতার্দ্ধভাগাঙ্গরুচা তদীয়য়া
ররাজ তস্যোরসি মৌক্তিকাবলী।
যথা শিবাভূত্যভিলিপ্তভীমযোঃ (৫৩)
পরস্পরং যোগমিতা তনুদ্বয়ী ॥ ৭৪ ॥

স্বর্ণমালাস্তু তদঙ্গরোচিষৈ-
কতাং প্রয়াতাস্বপি তৎসমর্পণে।
অসংশয়া ভূজ্জননী-প্রভোরসৌ
করেণ কাঠিন্য-পরিগ্রহাৎ পরম্ ॥ ৭৫ ॥

অশোভতাস্যোরসি নিষ্কার্পিতং
প্রভোর্জনন্যা মহেন্দ্রনীলময়ম্ (৫৪)।
চতুষ্কিকায়াং শুচিশুদ্ধভর্মণঃ (৫৫)
সুমার্জিতা চক্রশিলেব (৫৬) মেচকা ॥ ৭৬ ॥

(৫৩) শিবায়াঃ পার্ব্বত্যা, বিভূতিলিপ্তশিবস্য চ ॥ ৭৪ ॥ (৫৪) ইন্দ্রনীলময়ং, (৫৫) বহ্নিশুদ্ধ স্বর্ণস্য, (৫৬) শালগ্রামশিলেব ॥ ৭৬ ॥

তাঁহার বদনের চন্দ্রকমল প্রভৃতি উপমানসমূহের পরাজয় ঘোষণা করিবার দুইটী ক্ষুদ্র ঘণ্টারূপে কি জননী তাঁহার কর্ণদ্বয়ের মধ্যে বিলসমান রত্নবিশিষ্ট দুইটী কুণ্ডল যুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন ? ॥ ৭৩ ॥

তাঁহার বক্ষঃস্থলে মুক্তামালা, পার্ব্বতী ও বিভূতি ভূষিত মহাদেবের পরস্পর সংযুক্ত তনুদ্বয়ের ন্যায় তদীয় অর্দ্ধাঙ্গের পীতকান্তির সঙ্গে শোভা পাইতেছিল ॥৭৪॥

স্বর্ণমালা সকল তাঁহার অঙ্গকান্তির সহিত একতাপ্রাপ্ত হইলেও হস্তের দ্বারা তাহাদের কাঠিন্য অনুভব হওয়ায় প্রভুর জননী ঐসকল প্রদান বিষয়ে নিঃসংশয় হইয়াছিলেন অর্থাৎ নিঃসংশয়ে অর্পণ করিয়াছিলেন ॥ ৭৫ ॥

প্রভুর বক্ষঃস্থলে জননী প্রদত্ত ইন্দ্রনীলমণিময় মধ্যমণি, (ধুক্‌ধুকি), অগ্নি-দ্বারা বিশুদ্ধ স্বর্ণের চৌকিতে অতিপরিষ্কৃত শ্যামবর্ণ শালগ্রাম শিলার মত শোভা পাইতেছিল ॥ ৭৬ ॥

সুবর্ণ-মাণিক্যময়ং বিভূষণং
তদা নিবদ্ধং ভুজয়োঃ প্রভোর্বভৌ।
সুগোপিতোঽপি প্রভুণা তয়োর্ধ্রুবং
প্রতাপরাশিঃ কলিমর্দ্দিতুংস্ফুটঃ ॥ ৭৭ ॥

করৌ যুবাং ভূরি-বিভূষণৈরহং
বিভূষয়াম্যাশু লিখেতমক্ষরম্ ।
ইতীব সংচিন্ত্য শচী প্রভোস্তয়ো-
র্দদৌঽঙ্গদাদ্যং বহুধা বিভূষণম্ ॥ ৭৮ ॥

সমাবৃতে নীলপটেন মধ্যগে
হিরন্ময়ী তস্য ররাজ শৃঙ্খলা।
সুমেরুশৃঙ্গে নবনীরদাবৃতে
তড়িল্লতেব স্থিরতামুপাগতা ॥ ৭৯ ॥

তখন প্রভুর বাহুদ্বয়ে স্বর্ণ ও মাণিক্যময় অলঙ্কার সকল নিবদ্ধ হইয়া দীপ্তি পাইতেছিল। মনে হইতেছিল, প্রভু সম্যক্ গোপন করিলেও তাঁহার ঐ ভুজদ্বয়ের প্রতাপরাশি যেন কলিকে পীড়ন করিবার জন্য যথার্থই পরিস্ফুট হইয়াছে ॥৭৭॥

হে করদ্বয়! আমি তোমাদিগকে নানাবিধ অলঙ্কারের দ্বারা বিভূষিত করিতেছি। তোমরা শীঘ্র অক্ষরগুলি লিখিবে," এইপ্রকার চিন্তা করিয়াই কি শচী প্রভুর দুই হাতে অঙ্গদ (বাজু) প্রভৃতি অনেক প্রকার আভরণ পরাইয়া দিয়াছিলেন ॥ ৭৮ ॥

নীলবসনের দ্বারা আবৃত প্রভুর কটিদেশে স্বর্ণময় শৃঙ্খল (চন্দ্রহার) নবমেঘে সমাচ্ছন্ন স্বর্ণাচল সুমেরুর শৃঙ্গে স্থিরতাপ্রাপ্ত বিদ্যুল্লতার ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ॥৭৯॥

প্রভোরমুষ্যাঙ্ঘ্রিমবাপ্য হংসকো
যথৈতি শোভামিতরত্র নো তথা।
ইতীদমাশ্রুত্য বচো মনীষিণাং
তদীয়মঙ্ঘ্রিং কিমু হংসকো (৫৭) হ্যশ্রয়ৎ ॥ ৮০ ॥

এবং বিধায় জননী তনয়স্য বেশং
দৃষ্ট্বাশ্রুপূর্ণনয়না শতশশ্চুচুম্ব।
সদ্ভালিকে রুচির-গোময়বিন্দুমেকং
দুষ্টাদ্ভিয়া বপুষি থুৎকৃতমাপিপচ্চ ॥ ৮১ ॥

তদৈব দৈবত-বালকা ইব ভূদেবসুতা বজ্রতার-চামীকর-করম্বিতাঃ (৫৮) প্রভোঃ সহচরাঃ সমাজগ্মুঃ ॥ ৮২ ॥

(৫৭) হংসকঃ পরমহংসঃ, পাদকটকশ্চ ॥ ৮০ ॥
(৫৮) বজ্ররূপ্যস্বর্ণ-খচিতাঃ ॥ ৮২ ॥

প্রভুর চরণ লাভ করিয়া পরমহংস ব্যক্তি যেরূপ শোভা পান, অন্যত্র সেরূপ প্রাপ্ত হন না—মনীষিগণের এইবাক্য শ্রবণ করিয়াই কি হংসক অর্থাৎ নূপুর তাঁহার চরণ আশ্রয় করিয়াছিল ? ॥ ৮০ ॥

জননী এইরূপে পুত্রের বেশরচনা করতঃ আনন্দাশ্রুপূর্ণ নয়নে তাহা দর্শন করিয়া তাহাকে শত শতবার চুম্বন করিয়াছিলেন এবং দুষ্টের ভয়ে তাহার ললাটে একটী সুন্দর গোময়বিন্দু প্রদান করিয়া তাহার শরীরে থুথু অর্পণ করিয়াছিলেন ॥ ৮১ ॥

তৎক্ষণাৎ দেববালকগণের ন্যায় প্রভুর সহচর ব্রাহ্মণ বালকসকল-রত্ন, রৌপ্য ও স্বর্ণভূষণে বিভূষিত হইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৮২ ॥

যে খলুবালকা অপি নবালকাঃ (৫৯), সতরলা (৬০) অপ্যতরলাঃ (৬১), লেখাহিত-মনোরথা (৬২) অপি নলেখাহিত-মনোরথাঃ (৬৩), সমান-বিগ্রহা (৬৪) অপি নসমানবিগ্রহা (৬৫) রাজীবসমচরণা (৬৬) অপি নরাজীব-সমচরণাঃ পরমবিচিত্রা বভূবুঃ ॥ ৮৩ ॥

তৈঃ সহ সংভূয় ভূয়সা সুখেন লেখনায় লেখনায়কেন (৬৭) ভগবতা প্রতস্থে, গুরোঃ সমীপং প্রাপ্য চ সর্ব্বসুর-বন্দ্যেনাপি গুরুগৌরবপুষা (৬৮) গৌর-বপুষা তেন ভগবতা প্রত্যহং স নমস্ক্রিয়তে, যতো ধর্ম্মশিক্ষণেঽপি দেবাবতংস-দৈবতস্য (৬৯) সদৈব তস্য মহানেবাগ্রহঃ ॥ ৮৪ ॥

(৫৯) নবালকা অত্র বিরোধাঃ স্ফুটাঃ, প্রকৃতে নবা অলকা যেষাং। (৬০) হারমধ্যগ-মণিসহিতাঃ অপি (৬১) অচঞ্চলাঃ। (৬২) লেখে লিখনে আহিত-মনোরথাঃ অপি (৬৩) ন বিদ্যতে লেখানাং দেবানামহিতে মনোরথো যেষাং। (৬৪) সমশরীরা অপি (৬৫) ন সমানো মানেন সহ বিদ্যমানঃ কলহো যেষাং। (৬৬) পদ্মসমপাদা অপি নরাণাম্ আজীবসমশ্চরণো যেষাং, চরণমাচরণং বা ॥ ৮৩ ॥

(৬৭) দেবশ্রেষ্ঠেন, (৬৮) গুরোর্গৌরবং পুষ্ণাতীতি তেন, (৬৯) দেবাবতংসানামপি দেবশ্রেষ্ঠানামপি দৈবতস্য পূজ্যস্য ॥ ৮৪ ॥

যাহারা বালক হইলেও ন বালক (বিরোধ পক্ষে বালক নহে) (সমাধান পক্ষে নব অলক যুক্ত) সতরল (বিরোধ পক্ষে তারল্যযুক্ত, সমাধান পক্ষে হারের মধ্যমণিদ্বারা ভূষিত) হইলেও অতরল (অচঞ্চল); লেখাহিতমনোরথ (অর্থাৎ লিখন বিষয়ে মনোরথযুক্ত) হইলেও লেখাহিতমনোরথ নহে (সমাধান পক্ষে দেবগণের অহিতাচরণে অভিলাষী নহে), সমানবিগ্রহ (অর্থাৎ সকলের সমান শরীর) হইলেও সমানবিগ্রহ নহে (সমাধান পক্ষে অভিমানীও কলহ পরায়ণ নহে) রাজীবসমচরণ (অর্থাৎ সকলের পদ্মতুল্য চরণ) হইলেও তাহারা ন রাজীবচরণ (বিরোধ পক্ষে রাজীবসমচরণ নহে, সামাধান পক্ষে নরগণের আজীব সম অর্থাৎ জীবিকাতুল্য চরণ (পদ) অথবা আচরণ যাহাদের) —এইরূপে তাহারা পরম বিচিত্র হইয়াছিল ॥ ৮৩ ॥

গুরুস্তু সর্ব্বেভ্যোঽপি বালকেভ্যস্তস্মিন্নধিকমাদরং করোতি।
অলৌকিকং হি মাধুর্য্যং বশয়ত্যখিলং জগৎ।
পরিপূর্ণকলে চন্দ্রে কো জনো নহি রজ্যতি ॥ ৮৫ ॥

যদা তু সকৃৎ সকৃদুপদেশেনৈবাক্ষরাণি লেখিতুং পঠিতুঞ্চ পারয়ামাস বিশ্বম্ভর-স্তদা স দ্বিজো বিস্ময়বারাংনিধি-নিমগ্নো নিতরামেব তস্মিন্নাদরং দধার ॥ ৮৬ ॥

অভ্যাস্যতিস্ম সকৃদেব গুরোঃ সকাশা-
চ্ছ্রুত্বাঽক্ষরাণি ভগবান্ যদিদং ন চিত্রম্।
চিত্রন্ত্বিদং যদিহ সর্ব্ববিদোঽপি লীলা-
শক্তিঃ স্ম গোপয়তি তস্য সমস্তবিদ্যাঃ ॥ ৮৭ ॥

সর্ব্বদেবাধিপতি ভগবান তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া লিখিবার নিমিত্ত পরমসুখে প্রস্থান করিতেন এবং সমস্ত দেবতাগণের বন্দনীয় হইলেও গুরুর প্রীতি গৌরব পোষণকারী সেই গৌর-কলেবর ভগবান গুরুর সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রতিদিন তাঁহাকে নমস্কার করিতেন। যেহেতু তিনি দেবশ্রেষ্ঠগণের দেবতা অর্থাৎ পূজ্য হইলেও ধর্ম্মশিক্ষাপ্রদান বিষয়ে তাঁহার সর্ব্বদা মহান্ আগ্রহ বর্ত্তমান আছে ॥ ৮৪ ॥

গুরু কিন্তু সকল বালক অপেক্ষা তাঁহাকেই অধিক আদর করিতেন। কেন না, অলৌকিক মাধুর্য্য সমস্ত জগৎকে বশীভূত করে। পরিপূর্ণ কলা-বিশিষ্ট চন্দ্রে কোন্ ব্যক্তি অনুরক্ত না হয়? ॥ ৮৫ ॥

পক্ষান্তরে, যখন বিশ্বম্ভর এক একবার উপদেশেই অক্ষরসকল লিখিতে ও পড়িতে সমর্থ হইলেন, তখন সেই ব্রাহ্মণ বিস্ময়সাগরে মগ্ন হইয়া তাঁহার প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আদর ধারন করিলেন ॥ ৮৬ ॥

ভগবান্ গুরুর নিকট হইতে অক্ষরসমূহ যে একবার মাত্র শুনিয়া অভ্যাস করিয়াছিলেন ইহা কিছু আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু ইহাই আশ্চর্য্যের

তদেবং দ্বিত্রৈরেব দিনৈঃ সর্ব্বণ্যক্ষরাণ্যভ্যস্য সর্ব্বান্ বালকাংস্তানি লেখয়ন্ গুরোরায়াসমপাস্যৎ, ততো গুরুর্নিশ্চিন্তো ভবন্ স্বকার্য্যায় যতস্ততো যাতি, বিশ্বম্ভরস্তু সখিভিঃ সহ খেলতি, তেঽপি বালকভাবতশ্চপলাস্তেনৈব (৭০) পরমানন্দমাপ্নুবন্তি। ॥৮৮॥

কদাচিত্তদবলোক্য রুষ্টো গুরুর্নিজগাদ—বিশ্বম্ভর! ত্বয়ি বিন্যস্য বালকবর্গং নিশ্চিন্তোঽস্মি, ত্বন্তু কথমেতান্ন শিক্ষয়সীতি'। অনেন গুরুবচনেন জাতলজ্জো ভগবাংস্তেষু স্ববিদ্যাং সঞ্চারয়ামাস ॥ ৮৯ ॥

যো ব্রহ্মণো মনসি সাধু পরোক্ষভূতোঽ-
প্যস্ফোরয়চ্ছ্রুতিগণানবিচিন্ত্যশক্তিঃ।
সাক্ষাদ্ বসন্নপি স এব মতৌ সখীনাং
বর্ণানভাসয়দিদং ন ভবেদ্বিচিত্রম্ ॥ ৯০ ॥

(৭০) তেন খেলাকরণেন পরমাহ্লাদং প্রাপ্নুবন্তি ॥ ৮৮ ॥

বিষয় যে তিনি সর্ব্ববেত্তা হইলেও লীলাশক্তি তাঁহার সমস্ত বিদ্যাকে গোপন করিয়াছিল ॥ ৮৭ ॥

এইপ্রকারে দুই তিন দিনের মধ্যেই বিশ্বম্ভর সকল অক্ষরগুলি অভ্যাস পূর্ব্বক সমস্ত বালককে সেই সকল শেখাইয়া গুরুর পরিশ্রম লাঘব করিয়াছেন। তখন হইতে গুরু নিশ্চিন্ত হইয়া নিজকার্য্যে যথা তথা গমন করিতেন। এদিকে বিশ্বম্ভর কিন্তু সখাদিগের সঙ্গে খেলা করিতেন; তাহারাও বালকভাববশতঃ চঞ্চল হওয়ায় তাহাতেই পরমানন্দ লাভ করিত ॥ ৮৮ ॥

কোনও একদিন তাহা দেখিয়া গুরু রুষ্ট হইয়া বলিলেন বিশ্বম্ভর! আমি তোমার উপর বালকগণের ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত আছি। তুমি কেন ইহাদিগকে শিক্ষা দিতেছ না? গুরুর এইবাক্যে লজ্জিত হইয়া ভগবান তাহাদের হৃদয়ে নিজ বিদ্যা সঞ্চারিত করিলেন ॥ ৮৯ ॥

ততশ্চোবাচ --গুরো! এতেঽপি সর্ব্বাণ্যক্ষরাণ্যশিক্ষন্তাতোঽহমপি নিশ্চিন্তোঽস্মীতি তচ্ছ্রুত্বা গুরুস্তান্ প্রত্যেকং পপ্রচ্ছ, তেঽপি ক্রমেণোত্তরং দদুঃ। সচ তদাকর্ণ্য বিস্ময়ানন্দ-বারিধৌ মমজ্জ ॥ ৯১ ॥

অথৈবং শিক্ষিতাক্ষরাংস্তান্ সর্ব্বান্নামানি লেখয়িতুমারেভে সো ঽধ্যাপক, স্তদা চ ভগবদিচ্ছয়া ভগবন্নামান্যেতন্মুখান্নির্জগ্মুঃ। তানি লিখিত্বা সর্ব্বেষু গৃহং গচ্ছৎসু বিশ্বম্ভরো বভাষে-হে ভ্রাতরো ঽদ্য নূতনামেকাং খেলাং কুর্য্যাম ॥ ৯২ ॥

তচ্ছ্রুত্বা জাতকৌতুকা দ্বিজবালকা ঊচুঃ-ভ্রাতঃ কথ্যতাং কথ্যতাং কীদৃশী খেলেতি। বিশ্বম্ভর উবাচ--

সখায়ো গুরুরস্মাকং যানি নামান্যলীলিখৎ।
সর্ব্বে বয়ং সংমিলন্তস্তানি গায়েম সুস্বরম্ ॥ ৯৩ ॥

যে অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন ভগবান্ পরোক্ষরূপ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইয়াও ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদসমূহ সম্যক্ স্ফুরিত করিয়াছিলেন, তিনিই সম্প্রতি সাক্ষাৎ বাস করিয়া সখিগণের অন্তঃকরণে যে বর্ণসকল প্রকাশিত করিয়াছিলেন —ইহা বিচিত্র নহে ॥ ৯০ ॥

অনন্তর প্রভু বলিলেন---গুরো! ইহারাও সমস্ত অক্ষরগুলি শিক্ষা করিয়াছে ; সেইজন্য আমিও নিশ্চিন্ত আছি। তাহা শুনিয়া গুরু তাহাদের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারাও ক্রমে ক্রমে উত্তর প্রদান করিল। তাহা শ্রবণ করতঃ তিনি বিস্ময় ও আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন ॥ ৯১ ॥

এইপ্রকারে তাহারা সমস্ত অক্ষর শিক্ষা করিলে অধ্যাপক তাহাদিগকে নাম লেখাইতে আরম্ভ করিলেন। তখন ভগবানের ইচ্ছায় ভগবানের নাম-সকলই তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল। সেইসকল লিখিয়া সকলে গৃহে গমন করিলে বিশ্বম্ভর বলিলেন—হে ভাইসকল! এস! আজ আমরা একটী নূতন খেলা করিব ॥ ৯২ ॥

ইত্যুক্ত্বা পথি সুন্দরে মৃদুসমে স্থানে সখীন্মণ্ডলী-
কৃত্যাস্থাপ্য তদন্তরালমধিকপ্রীত্যা প্রবিশ্য প্রভুঃ।
নৃত্যদ্ভিঃ করতালিকার্পণপরৈস্তৈঃ স্বৈঃ সুকৃদ্ভিঃ সমং
রাধে কৃষ্ণ হরে জয়েতি মধুরং শ্রীমানগায়ত্তদা॥ ৯৪ ॥

যদ্যপ্যশিক্ষস্ত নহি ক্বচিত্তে, গানং তথাপ্যুজ্জগুরগ্র্যমেব।
উদীয়মানঃ স্বত এব চন্দ্রঃ, ক্রমেণ কান্ত্যাদিগুণানুপৈতি॥ ৯৫ ॥

যদা সুহৃদ্ভিঃ সহ গৌরচন্দ্রমাঃ
স্বনাম গাতুং মধুরং প্রচক্রমে।
তদা পুরোঽবধি জনৈর্নির্ণদ্যতে
পরঃ সহস্রৈঃ কিমু কোকিলৈরিতি॥ ৯৬ ॥

তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ বালকগণ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া বলিল—"ভাই! বল! বল! কিরূপ খেলা?" বিশ্বম্ভর উত্তর করিলেন—হে বন্ধুগণ! গুরু আমাদিগকে যে নামসমূহ লিখাইয়াছেন, আমরা সকলে মিলিয়া সেইগুলি সুস্বরে গান করি ॥ ৯৩ ॥

এই বলিয়া প্রভু অতিশয় প্রীতিভরে কোমল ও সমতল প্রদেশযুক্ত সুন্দর পথে সখাদিগকে মণ্ডলীবদ্ধভাবে স্থাপন করিয়া (দণ্ডায়মান করাইয়া) নিজে তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সেই ভাগ্যবান নিজজন সকল, করতালী দিতে দিতে নৃত্য করিতে লাগিল এবং তাহাদের সঙ্গে শ্রীমান বিশ্বম্ভর তখন মধুরস্বরে "রাধেকৃষ্ণ হরে জয়" বলিয়া গান করিতে লাগিলেন ॥ ৯৪ ॥

যদিও কখনও তাহারা গান শিক্ষা করে নাই, তথাপি তাহারা তদ্বিষয়ে সকলের অগ্রগণ্যরূপে উচ্চৈঃস্বরে গান করিয়াছিল। চন্দ্র স্বতঃই উদীয়মান্ হইয়া ক্রমে ক্রমে কান্তি প্রভৃতি গুণসমূহ প্রাপ্ত হয় ॥ ৯৫ ॥

যখন গৌরচন্দ্র বন্ধুগণের সঙ্গে মধুরস্বরে নিজ নাম গান করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন নগর হইতে জনসমূহের বোধ হইল যেন সহস্রাধি কোকিল শব্দ করিতেছে ॥ ৯৬ ॥

ততোঽক্ষরাণাং বিততিং পরিস্ফুটাং
বিবুধ্য কৈশ্চিচ্ছিশুভিঃ প্রগীয়তে।
ইতি প্রমায়াকুলিতা দিদৃক্ষয়া
সমাযযুস্তত্র সহস্রশো জনঃ ॥ ৯৭ ॥

বিলোক্য তে বালক-তারকাচয়ৈঃ
সুবেষ্টিতং পূর্ণবিধুং শচীসুতম্।
পরিস্রবন্নেত্রবিধূপলা গিরীন্
বিকাশিরোমৌষধয়োঽনুচক্রিরে ॥ ৯৮ ॥

তে লেখভাবং (৭১) যদবাপ্নুবংস্তদা
ভবেদ্বিচিত্রং নতু তৎ কদাচন।
যতঃ শচীসূনু-মুখেন্দু-নির্গতাং
মনোহরাং গানসুধাং ভৃশং পপুঃ ॥ ৯৯ ॥

উক্তং হরের্নাম পরং মনোহরে-
র্নৃণাং প্রগীতং বহুভিস্তু কিং পুনঃ।
মিষ্টস্বরৈরর্ভ-গণৈস্তু কিন্তরাং
শ্রীগৌরচন্দ্রেণ যুতৈস্তু কিন্তমাম্ ॥ ১০০ ॥

(৭১) দেবভাবং অথচ চিত্রতাং ॥ ৯৯ ॥

অতঃপর অক্ষরসকল সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া সকলের নিশ্চয় জ্ঞান হইল যে কতকগুলি বালক গান করিতেছে। তখন দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় আকুল হইয়া সহস্র সহস্র ব্যক্তি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৯৭ ॥

বালকগণরূপ নক্ষত্রমালার দ্বারা পরিবেষ্টিত পূর্ণচন্দ্ররূপ শচীনন্দনকে দর্শন করিয়া তাহাদের নয়নরূপ চন্দ্রকান্তমণিসকল বিগলিত এবং রোমাবলীরূপ ওষধি-সমূহ বিকাশপ্রাপ্ত হওয়ায় তাহারা তখন পর্ব্বতসমূহকে অনুকরণ করিয়াছিল ॥ ৯৮ ॥

তাহারা যে তখন নির্নিমেষলোচনে দর্শন করায় দেবভাব অথবা স্থিরভাবে দর্শন করায় চিত্রের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা কখনও বিচিত্র নহে। কেন

গানস্য শ্রুতয়ে মনঃ শ্রুতিযুগেনাকৃষ্টমীক্ষাকৃতে
নেত্রাভ্যাং নটনস্য সৌরভসমাস্বাদার্থিকং নাসয়া।
গৌরেন্দোরনুগাতুমুৎকতময়া গীতং তথা জিহ্বয়া
স্প্রষ্টুং তস্য তনুং ত্বচাপি ন তদা তেষাং স্থিরত্বং যযৌ-(৭২)
॥ ১০১ ॥

ততোমহানন্দমদেন মত্তা, স্বদা দদানাঃ করতালিকাং তে।
প্রবিশ্য মধ্যে শিশু-সঞ্চয়ানাং, জগুস্তথা সংননৃতুশ্চ তদ্বৎ ॥ ১০২ ॥

(৭২) তদা তেষাং মনঃ স্থিরত্বং ন যযৌ, তত্র হেতুগর্ভাণি বিশেষণানি—গানস্যেত্যাদীনি ॥ ১০১ ॥

না, তাহারা তখন শচীনন্দনের মুখচন্দ্র নির্গত মনোহর গানসুধা অধিক পরিমানে পান করিতেছিলেন ॥ ৯৯ ॥

শ্রীহরির নাম উচ্চারিত হইলে তাহা স্বতঃই চিত্তকে অত্যন্ত হরণ করে, তাহা যদি আবার বহুজন কর্ত্তৃক সুন্দরভাবে গীত হয়, তবে উহা যে মনকে অতিশয় হরণ করিবে তাহা আর কি বলিব? অধিকন্তু ঐ নাম যদি আবার মিষ্টস্বর সম্পন্ন বালকগণ কর্ত্তৃক গীত হয়, তাহা হইলে উহা যে আরও অধিক পরিমাণে মনকে আকর্ষণ করিবে ইহাতে আর বলিবার কি আছে? পক্ষান্তরে তাহা যদি আবার শ্রীগৌরচন্দ্রের সঙ্গে মিলিত মধুরকণ্ঠ বালকগণ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হয়, তবে তাহা যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে চিত্তকে হরণ করিবে ইহা কি আর বলিতে হইবে? ॥ ১০০ ॥

তখন গান শ্রবণের নিমিত্ত তাহাদের কর্ণদ্বয়, নৃত্য–দর্শনের জন্য নয়ন–যুগল, গৌরচন্দ্রের অঙ্গসৌরভ আস্বাদনের নিমিত্ত নাসিকা, তাঁহার গীতের পশ্চাৎ গান করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত জিহ্বা এবং তাঁহার শরীর স্পর্শ করিবার জন্য ত্বক্ মনকে আকর্ষণ করিয়াছিল; সুতরাং তাহাদের মন তখন স্থিরতা লাভ করে নাই। ॥ ১০১ ॥

অনন্তর তাহারা অত্যন্ত আনন্দমদে মত্ত হইয়া শিশুমণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করতঃ তাহাদের ন্যায় করতালী দিয়া গান ও নৃত্য করিতে লাগিল ॥ ১০২ ॥

অহো! লীলা চিত্রা ভবতি বত গৌরস্য নৃহরে-
র্যদেষা গম্ভীরানপি তরলয়ামাস মনুজান্।
চকার শ্রীনামস্বধিক-বিমুখানপ্যভিমুখান্
কঠোরাণ্যপ্যেষাং মসৃণতমতাং হৃন্দানয়ত ॥ ১০৩ ॥

এতাং প্রভোর্বীক্ষ্য বিচিত্রলীলাং
প্রমোদমগ্নাঃ সুরসিদ্ধসংঘাঃ।
দ্রুমালিমাবিশ্য তত্রৈব (৭৩) মূর্দ্ধ্নি
প্রভোরবর্ষন্ কুসুমান্যভীক্ষ্ণম্ ॥ ১০৪ ॥

হরিতদল-তরুভ্যঃ শুক্লবর্ণানি পুষ্পা-
ণ্যমল পুরটপীতে গৌরদেহে পতন্তি।
অভিনব-ঘনজালৈঃ সাধু মুক্তানি রেজুঃ
কনক-শিখরশৃঙ্গে পাথসাং বা (৭৪) পৃষন্তি ॥ ১০৫ ॥

(৭৩) তস্য কবরীভূতস্য ॥ ১০৪ ॥

(৭৪) বা-শব্দ ইবার্থে, জলানাং বিন্দব ইব ॥ ১০৫ ॥

অহো! পুরুষোত্তম শ্রীগৌরের লীলা অতি অদ্ভুত। যেহেতু ইহা গম্ভীর পুরুষগণকেও চঞ্চল করিয়াছিল। শ্রীভগবানের নামের প্রতি অত্যন্ত বিমুখ জনকেও উহাতে উন্মুখ করিয়াছিল এবং তাহাদের কঠিন হৃদয়কেও অত্যন্ত স্নিগ্ধ করিয়াছিল। ॥ ১০৩ ॥

প্রভুর এই বিচিত্রলীলা অবলোকন করিয়া দেবতা ও সিদ্ধগণ আনন্দে মগ্ন হইয়া বৃক্ষসমূহে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক তাহাদের দ্বারা প্রভুর মস্তকে পুনঃ পুনঃ পুষ্পরাজি বর্ষন করিতে লাগিলেন ॥ ১০৪ ॥

সবুজবর্ণ পত্রযুক্ত বৃক্ষসকল হইতে শুক্লবর্ণ পুষ্পসমূহ বিমল সুবর্ণের ন্যায় পীতবর্ণ গৌরদেহে পতিত হইয়া নবীন মেঘমালা কর্ত্তৃক স্বর্ণগিরি সুমেরুর শৃঙ্গে বর্ষিত জলবিন্দুসকলের ন্যায় সম্যক্ শোভা পাইতেছিল ॥ ১০৫ ॥

নৃত্যশ্রমোচ্ছ্বসিত-ঘর্ম্মকণৈঃ কণৈশ্চ
মস্যাঃ করম্বিত-তনুর্ভগবানরাজৎ।
মুক্তাফলৈর্গরুড়রত্ন-কদম্বকৈশ্চ
ন্যস্তৈঃ সুবর্ণবিটপীব মনোহরাঙ্গঃ ॥ ১০৬ ॥

তঞ্চাবলোক্য জননী বিনিধায় চাঙ্কে
মৃদ্বঙ্গমার্জ্জন-পটেন পৃষন্তি মস্যাঃ।
সম্মার্জ্জ্য ঘর্ম্মস্পৃতাংশ্চ সুমিষ্টমন্নং
সংভোজ্য দিব্যশয়নে সমবীবিশৎ সা ॥ ১০৭ ॥

ইতীত্যাদি শ্রীগৌরলীলামৃতে মধ্যপৌগণ্ডবিলাসো নাম নবম আস্বাদঃ ॥

নৃত্য পরিশ্রমে উদ্গত ঘর্ম্মবিন্দুসকল ও মসীবিন্দুসমূহের দ্বারা ভগবানের শ্রীঅঙ্গ বিভূষিত হওয়ায় তিনি তখন সুবিন্যস্ত মুক্তাফল ও মরকতমণিশ্রেণী দ্বারা মনোহর অবয়ববিশিষ্ট সুবর্ণতরুর ন্যায় বিরাজ করিতেছিলেন ॥ ১০৬ ॥

এইপ্রকারে নৃত্য ও গানজনিত আনন্দে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া বিশ্বম্ভর সখাদিগকে তাহাদের গৃহে পাঠাইয়া দিয়া স্বয়ং নিজগৃহে প্রবেশ করিলেন। তখন প্রভুকে দেখিয়া জননী তাঁহাকে কোলে লইয়া কোমলঅঙ্গ মার্জ্জন বস্ত্রের (গামছার) দ্বারা তাঁহার অঙ্গের মসীবিন্দু ও ঘর্ম্মবিন্দুসকল মার্জ্জনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে সুমিষ্ট অন্নভোজন করাইয়া দিব্য শয্যায় শয়ন করাইলেন ॥ ১০৭ ॥

ইতীত্যাদি শ্রীগৌরলীলামৃতে মধ্যপৌগণ্ডবিলাস নামক নবম আস্বাদ ॥

দশম আস্বাদ।

অথ কদাচিৎ সখিভিঃ সহ সরস্যাং সংক্রীড়তি শচীসূনৌ শ্রীমুরারিনামা বৈদ্যরাজঃ শিষ্যৈঃ সহ তয়ৈব সরণ্যা সমাগচ্ছতি স্ম ॥ ১ ॥

সঃ খলু গুপ্তাখ্যোঽপি নগুপ্তাখ্যঃ (১) প্রশংসিত-ধিষণোঽপি (২) ধিক্কৃত-ধিষণঃ (৩) শ্রীরামানুরক্তমানসোঽপি (৪) নশ্রীরামানুরক্তমানসঃ (৫) রাঘবলীলা-শ্রবণাসক্তোঽপি নরাঘবলীলাশ্রবণাসক্তো (৬) বভূব ॥ ২ ॥

যশ্চ প্রীণিতভূমিতনয় (৭) নমিতনয়-মহিতং (৮) হিতং রামস্য স্বযশঃ প্রকাশিত-ভুবন-বলয়ং বনবলয়ন্তৃবিমর্দ্দকং বৈশ্রবণস্য (৯) বৈ শ্রবণস্যন্দি-বিচিত্র-চরিতং (১০) হনুমন্তমাচক্ষতাক্ষতাগমাবগমা (১১) বহবো বিদ্বাংসঃ ॥ ৩ ॥

---

(১) ন গুপ্তা আখ্যা নাম যস্য সঃ, (২) ধিষণা বুদ্ধিঃ পরত্র (৩) ধিষণো বৃহস্পতি, (৪) শ্রীরামো দাশরথিঃ পরত্র (৫) শ্রীর্লক্ষ্মীঃ রামা স্ত্রী, (৬) প্রকৃতে নরাণামঘং দুঃখং বলয়িতুং প্রকাশয়িতুং শীলং যস্যাস্তস্যাঃ ইলায়া বাচঃ শ্রবণে অসক্তঃ অনাসক্তঃ ॥ ২ ॥

(৭) ভূমিতনয়া সীতা, (৮) অনেকন্যায়-পূজিতং, (৯) বৈশ্রবণস্য রাবণস্য বনসৈন্যস্য মর্দ্দনকরং, (১০) বৈপ্রসিদ্ধৌ শ্রুতিগামি-বিচিত্রচরিত্রম্, (১১) নক্ষত আগমস্য শাস্ত্রস্য অবগমো জ্ঞানং যেষাম্ ॥ ৩ ॥

একদা শচীনন্দন যখন সখাগণের সঙ্গে সরোবরে খেলা করিতেছিলেন, তখন শ্রীমুরারি নামক বৈদ্যরাজ শিষ্যগণের সহিত সেইপথ দিয়া যাইতেছিলেন ॥১॥

যিনি গুপ্তাখ্য (গুপ্ত উপাধিধারী) হইলেও গুপ্তাখ্য (পক্ষে গুপ্তনামা) ছিলেন না অর্থাৎ যিনি প্রসিদ্ধনামা ছিলেন; প্রশংসিতধিষণ (প্রশস্তবুদ্ধি) হইলেও ধিক্কৃত-ধিষণ (পক্ষে নিন্দিতবৃহস্পতি) ছিলেন; (অর্থাৎ বুদ্ধিতে যিনি বৃহস্পতিকে নিন্দিত করিয়াছিলেন) শ্রীরামানুরক্তমানস (শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি আসক্তচিত্ত) হইলেও শ্রীরামানুরক্তমানস (পক্ষে শ্রী-সম্পত্তি ও রামা—স্ত্রী, সম্পত্তি ও স্ত্রীতে আসক্তচিত্ত ছিলেন না;) রাঘবলীলাশ্রবণাসক্ত (রামচন্দ্রের লীলাশ্রবণে আসক্ত) হইলেও নরাঘ-বলীলাশ্রবণাসক্ত (অর্থাৎ বিরোধপক্ষে) রাঘবলীলাশ্রবণাসক্ত ছিলেন না, সমাধান পক্ষে নরসমূহের দুঃখসূচকবাক্যশ্রবণে অথবা পাপজনকবাক্যশ্রবণে আসক্ত ছিলেন না ॥২॥

স চ শিষ্যান্ প্রতি—

কিং ভদ্রং কিমভদ্রংবা, দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ।
বাচোদিতং তদনৃতং, মনসাধ্যাতমেবচ॥ ইতি শ্রীভাগবতীয়-
বচনস্য নরলীলাবেশেন প্রকৃতমর্থং বিস্মৃত্যাপাতপ্রতীতমেবার্থং ব্যাচক্ষাণস্তত্রোপস্থিতো বিশ্বম্ভরমবলোক্য সচমৎকারমুবাচ—॥ ৪ ॥

অহো নূনময়মেব লোকশ্রুতসৌন্দর্য্যো জগন্নাথমিশ্রপুরন্দরতনয়ো বিশ্বম্ভরো ভবতি—

সাধ্বস্য সৌন্দর্য্যমহো যদস্মিন্নিপত্য চেতঃ সহসা মমাপি।
শক্নোতি নোত্থাতুমগাধপঙ্কে প্রবিশ্য শৈলেন্দ্র-সমঃকরীব॥ ৫ ॥

অথও শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন বহু পণ্ডিতগণ যাহাকে হনুমান বলিতেন—যিনি ভূমিসুতা সীতাদেবীর সুখদাতা, অমিতনীতিসম্পন্ন, রামচন্দ্রের হিতকারী ছিলেন। যিনি নিজযশের দ্বারা ভূমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন, যিনি রাবণের বল, সৈন্য ও সারথিকে বিমর্দ্দিত করিয়াছিলেন এবং যাঁহার বিচিত্র চরিত্র সকলেরই কর্ণগোচর আছে ॥ ৩ ॥

তিনি শিষ্যগণের প্রতি "অদ্বৈতবস্তুর ভালই বা কি, মন্দই বা কি? বাক্যের দ্বারা যাহা কথিত হয় এবং মনের দ্বারা যাহা চিন্তিত হয় তাহাই মিথ্যা।" নরলীলার আবেশে শ্রীমদ্ভাগবতের এইবাক্যের প্রকৃত অর্থ বিস্মৃত হইয়া আপাত প্রতীত অর্থটী ব্যাখ্যা করিতে করিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বিশ্বম্ভরকে দেখিয়া চমৎকৃতভাবে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

অহো, যাহার সৌন্দর্য্যের কথা লোকমুখে শুনিয়াছি নিশ্চিত, এই সেই শ্রীজগন্নাথমিশ্রপুরন্দরের পুত্র বিশ্বম্ভর হইবে। অহো! ইহার সৌন্দর্য্য অতি উত্তম; কেন না, আমারও চিত্তরূপ শৈলেন্দ্র সহসা ইহাতে পতিত হইয়া অগাধপঙ্কে প্রবিষ্ট হস্তীর ন্যায় উহা হইতে উঠিতে পারিতেছে না ॥ ৫ ॥

ইতি ব্রুবন্ ক্ষণকতিপয়ং তমালোক্য পুনস্তং শ্লোকং ব্যাচক্ষাণঃ প্রতস্থে। বিশ্বম্ভরস্তু তদ্ব্যাখ্যাং শ্রুত্বা সপ্রহাসমুবাচ—ভো ভো গুপ্তরসাপ্তো রসানাং সারো ভাগবতস্য ভবতৈব (১২) বতৈবমতিসাধুতমো ধূতমোহো (১৩) হর্থো ন সর্ব্বত্র প্রকাশনীয়ঃ ॥ ৬ ॥

এতদ্ভগবতো বচনমাকর্ণ্য রুষ্টমতির্বৈদ্যকুলপতিঃ পরাবর্ত্তিতকন্ধরস্তং বিলোকয়ন্ সহুঙ্কারং 'অহো! দ্বিজবালকস্যাস্যরুচিরতা যথা লোকোত্তরা, চপলতা চ তথৈবেতি বদন্ পুনর্ভগবতা সস্মিতমূচে ॥ ৭ ॥

'বিদ্বদ্বর! যাহি সাম্প্রতং শ্লোকস্যার্থং ভোজন-সময়ে জ্ঞাস্যসীতি'। গুপ্তস্তু তচ্ছ্রুত্বাপি কিং বক্তি চপলোঽয়মিত্যনাদরং কুর্ব্বন্ স্বগৃহং জগাম ॥ ৮ ॥

(১২) গুপ্তপ্রধান! ভাগবতস্য রসানাং সারো ভবতৈব আপ্ত! বত খেদে; অতিসাধুতমঃ অতিসুন্দরতমঃ,
(১৩) ধূতোমোহো যেন ॥ ৬ ॥

এইকথা বলিয়া কয়েকক্ষণ যাবৎ তাহাকে দেখিয়া পুনরায় সেই শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিশ্বম্ভর তাহার সেই ব্যাখ্যা শুনিয়া উপহাস মিশ্রিত হাস্যের সহিত বলিলেন—"ওহে ওহে গুপ্তবর! আপনিই ভাগবত-রসের সার প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইপ্রকার অতি উত্তম মোহনাশক অর্থ আপনি সর্ব্বত্র প্রকাশ করিবেন না ॥ ৬ ॥

ভগবানের এইকথা শুনিয়া বৈদ্যকুলপতি মুরারি ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি গ্রীবা ফিরাইয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে হুঙ্কারপূর্ব্বক কহিলেন "অহো! এই ব্রাহ্মণবালকের সৌন্দর্য্য যেমন অলৌকিক, ইহার চপলতাও সেইরূপ অলৌকিক," এইকথা শুনিয়া পুনরায় ভগবান্ মৃদুহাস্যে তাহাকে বলিলেন ॥ ৭ ॥

"পণ্ডিত প্রবর! এক্ষণে যাও। ভোজনসময়ে শ্লোকের অর্থ অবগত হইবে।" কিন্তু গুপ্ত "এইচপল কি বলিতেছে," সেই বিষয়ে আদর না করিয়া নিজগৃহে গমন করিলেন ॥ ৮ ॥

অথ দিনস্য পঞ্চম-যামার্দ্ধে তস্মিন্ গুপ্তবরে ভোক্তুমারব্ধে ছায়ামাত্র সহচরো (১৪) বিয়দম্বরো বিশ্বম্ভরো নিবিষ্টতদঙ্গনান্তরো ধিক্কৃত-জলধরেণ গম্ভীর-স্বরেণ—'ভোভো গুপ্তবর্য্য! করোষি কিং কার্য্যমিতি জগাদ ॥ ৯ ॥

গুপ্তস্তু তস্য নিনদং নিশময্য সোঽয়ং
বালোঽতিচঞ্চলমতিঃ কথমাজগাম।
জানে ন কিংনু বিদধীত বতেতি চিন্তাং
(১৫) যাবৎ করোত্যুপযযৌ স পুরোঽস্য তাবৎ ॥ ১০ ॥

ততশ্চ পূর্ব্ববাক্যস্মরণজনিতশঙ্কাকুলতয়া কু-লতয়া তরাবিবা (১৬) বেষ্টিতে চেষ্টাশূন্যে গুপ্তবর্য্যে তস্য ভোজনপাত্রে জনপাত্রেশ্বরেণ (১৭) সহসা সহসাননেন (১৮) মূত্রয়াঞ্চক্রে ॥ ১১ ॥

---

(১৪) একাকীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥
(১৫) যাবদ গিরঃ খে মারুতাং চরন্তীতি কুমার সম্ভববৎ ॥ ১০ ॥
(১৬) কুৎসিতলতয়া তরাবিব, (১৭) জনপাত্রা জনানাং রক্ষিত্রা ইতি এবং জ্ঞান মার্গং নিবার্য্য ভক্তিমার্গ-প্রচারণেন জনান্ রক্ষিতুমেবম-করোদিতি ভাবঃ, (১৮) সহসা অতর্কিতং, সহাস্যমুখেন ॥ ১১ ॥

অনন্তর দিনের পঞ্চমযামার্দ্ধে অর্থাৎ সার্দ্ধদ্বিপ্রহরকালে সেই গুপ্তবর ভোজন করিতে আরম্ভ করিলে দিগম্বর বিশ্বম্ভর একাকী তাহার অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া মেঘ-নিন্দি গম্ভীরস্বরে বলিলেন হে হে গুপ্তবর! কি কাজ করিতেছ ? ॥ ৯ ॥

কিন্তু গুপ্ত তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া যখন চিন্তা করিতে লাগিলেন "অতি চঞ্চলমতি সেই বালকটী এই," কেন এখানে আসিল? হায় জানি না এ কি করিবে।" তৎক্ষণাৎ বিশ্বম্ভর তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১০ ॥

অতঃপর পূর্ব্বকথা স্মরণজনিত শঙ্কায় আকুল হইয়া গুপ্তবর যখন কুৎসিত লতার দ্বারা বেষ্টিত বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়াছিলেন, তখন জনপালক ঈশ্বর বিশ্বম্ভর সহাস্যবদনে সহসা তাহার ভোজনপাত্রে মূত্র ত্যাগ করিলেন ॥ ১১ ॥

যদ্যপি চিদ্‌ঘনমূর্ত্তৌ, ভগবতি নাস্ত্যেব কোঽপি হেয়াংশঃ।
তদপি চ লীলাসিদ্ধ্যৈ, যোগ্যং তং ভাসয়েন্মায়া ॥ ১২ ॥

ততশ্চ রোষারুণিত-লোচনদ্বয়ো গুপ্তমহাশয়ো জগাদ—

জগন্নাথো বিপ্রো ভবতি বিনয়ী সৌম্যচরিতঃ
শচী তদ্ভার্য্যাপি প্রকৃতি-সরলা শুদ্ধহৃদয়া।
ত্বমুদ্ভূতস্তাভ্যামপি ভজসি হে দৃক্‌চপলতাং
কুলাঙ্গার! স্বীয়ং কুলমহহ কর্ত্তাসি মলিনম্ ॥ ১৩ ॥

তদেতত্তদ্বচনং শ্রুত্বা ভগবান্ সস্মিতমুবাচ—গুপ্তবর্য্য! কিং ভদ্রমিত্যাদি বচনস্য বাচোদিতত্বেন মনসাধ্যাতত্বেন চাবস্তুত্বাদদ্বৈতে ভদ্রমভদ্রং বা নাস্তীত্যর্থো ভবতোঽভিমত, স্তত কিমিতি চপলায় মহ্যং কুপ্যসি, কিমন্নমিদং নাশ্নাসি ॥ ১৪ ॥

তন্নিশম্য—অহো! কিমিদমাশ্চর্য্যং, মন্মুখাৎ সকৃদেব শ্রুত্বা বচনমিদং বালেনানেন কথমভ্যস্তং? তস্যার্থশ্চ কথং শিক্ষিত? ইতি চিন্তয়তি গুপ্তবরে তত্র কৃপাং চিকীর্ষুণা ভগবতা তদভীষ্টং শ্রীরামরূপং সপরিকরং প্রকাশয়ামাসে ॥ ১৫ ॥

যদিও চিদ্‌ঘনমূর্ত্তি ভগবানের কোনও হেয় অংশ নাই; তথাপি যোগমায়া লীলাসিদ্ধির যোগ্যরূপে তাহা প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ ১২ ॥

অনন্তর ক্রোধে নয়নদ্বয় আরক্ত করিয়া গুপ্তমহাশয় বলিতে লাগিলেন—বিপ্রজগন্নাথ বিনয়ী ও শান্তচরিত্র এবং তাহার ভার্য্যা শচীও স্বভাবতঃ সরলা ও শুদ্ধহৃদয়া। হায়! তুমি তাহাদের উভয় হইতে জন্মলাভ করিয়া এইপ্রকার চঞ্চল হইয়াছ এবং হে কুলাঙ্গার! তুমি নিজকুল মলিন করিতেছ ॥ ১৩ ॥

তাহার এইকথা শুনিয়া ভগবান্ মৃদুহাস্যে বলিলেন হে গুপ্তবর! কিং ভদ্রং এই বচনটীর "বাক্যের দ্বারা কথিত ও মনের দ্বারা চিন্তিত বলিয়া সমস্তই অবস্তু হওয়ায় অদ্বৈত বিষয়ে ভাল অথবা মন্দ কিছুই নাই"—এই অর্থ ই তোমার অভিমত, অতএব কেন আমি চপল বলিয়া আমার প্রতি কুপিত হইতেছ এবং অন্নই বা কেন ভোজন করিতেছ না? ॥ ১৪ ॥

ততশ্চ—মনোজ্ঞ-সরযুনদী-সবিধদেশ-বিভ্রাজিনীং
বিচিত্র-মণিমণ্ডলী রচিত-বেশ্মরথ্যাদিকাম্।
অনেক-সুরপাদপ-প্রকরশোভিতাং চিন্ময়ীং
দদর্শ বিলসজ্জনাং কবিরসাবযোধ্যাপুরীম্ ॥ ১৬ ॥

তত্রচ- দুগ্ধোদ্ধৃত মণিপ্রকাণ্ড-রচিতে দিব্যে সভামন্দিরে
নানাবর্ণক-রত্নরাজি-খচিতে সিংহাসনে সুন্দরে।
শ্রীমল্লক্ষ্মণ-কেকয়ীসুত-মরুৎপুত্রাদিভিঃ সেবিতং
সীতালঙ্কৃত-বামপার্শ্বকমসৌ শ্রীরামমালোকত ॥ ১৭ ॥

নবীনশতপর্ব্বিকা (১৯) রুচিমপূর্ব্বপীতাম্বরং
বিচিত্র-মণিভূষণং শর-শরাসনোদ্যৎকরম্।
স্মরার্ব্বুদ-মনোহরং স্মিতবিরাজিচন্দ্রাননং
বিলোক্য রঘুনন্দনং পরিমুমোহ বৈদ্যোত্তমঃ ॥ ১৮ ॥

(১৯) শতাপর্ব্বিকা দূর্ব্বা ॥ ১৮ ॥

তাহা শুনিয়া—"অহো একি আশ্চর্য্য! আমার মুখ হইতে এইবাক্যটী একবারমাত্র শুনিয়াই এই বালক কি প্রকারে ইহা অভ্যাস করিল এবং ইহার অর্থ ই বা কিরূপে শিক্ষা করিল," গুপ্তবর যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন তখন ভগবান তাহার প্রতি কৃপা করিবার ইচ্ছায় তাহার নিকট তাহার অভীষ্ট পরিকরগণের সহিত শ্রীরাম রূপ প্রকাশ করিলেন ॥ ১৫ ॥

অনন্তর কবি শ্রীমুরারিগুপ্ত সুন্দর সরযূ নদীতীরদেশে বিরাজিতা, বিচিত্র মনিরাজি নির্ম্মিত গৃহ ও মার্গাদি সমন্বিতা অসংখ্য কল্পতরুসমূহে সুশোভিতা, বহুজন পূর্ণা, চিন্ময়ী অযোধ্যাপুরী দর্শন করিলেন ॥ ১৬ ॥

তথায় দুগ্ধের ন্যায় শুভ্র উজ্জ্বল ও উৎকৃষ্টমণিশ্রেণীরচিত দিব্য সভামণ্ডপে নানাবর্ণরত্নরাজি খচিত সুন্দর সিংহাসনে উপবিষ্ট, শ্রীমান লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন পবন নন্দন প্রভৃতি কর্ত্তৃক সেবিত বামপার্শ্বে শ্রীসীতাদেবী শোভিত শ্রীরামচন্দ্রকে অবলোকন করিলেন ॥ ১৭ ॥

ক্ষণাৎ পরং বোধমবাপ্য স প্রভুং
নিজেষ্টদেবং সমবেক্ষ্য তং পুনঃ।
স্রবদ্দৃগম্ভঃস্নপিতাননঃ ক্ষিতৌ
নিপাত্য কায়ং প্রণনাম দণ্ডবৎ ॥ ১৯ ॥

সংনম্য যাবদুদতিষ্ঠদসৌমুরারি—
স্তাবৎপ্রভুঃ পরিকরৈঃ সহিতং সধাম।
শ্রীরামরূপমপিধায় বিচিত্রশক্তিঃ
প্রাদুর্বিধায় বিললাস নিজস্বরূপম্ (২০) ॥ ২০ ॥

তঞ্চপ্রেক্ষ্য পরম-প্রমোদ-পুলকিততনুঃ পুনঃপুনঃপ্রণম্যপ্রণয়পরিস্রবদশ্রু-পুষ্কর-পৃষতোপসিক্তলপনঃ সগদ্গদমুবাচ বৈদ্যবরঃ ॥ ২১ ॥

(২০) সধাম অযোধ্যাসহিতং, নিজেতি গৌর-স্বরূপমিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

নবীন দুর্ব্বাদল কান্তি, অপূর্ব্ব পীতাম্বরধারী নানাবিধ অলঙ্কারমণ্ডিত, করে ধনুর্ব্বাণ বিরাজিত, কন্দর্পকোটি অপেক্ষাও মনোহর চন্দ্রবদনে মৃদুহাস্য শোভিত শ্রীরঘুনন্দনকে দর্শন করিয়া বৈদ্যবর মোহপ্রাপ্ত হইলেন ॥ ১৮ ॥

ক্ষণকাল পরে তিনি চৈতন্যলাভ করিয়া প্রভুকে পুনরায় নিজের ইষ্টদেব শ্রীরামচন্দ্ররূপে দর্শন করিয়া বিগলিত নয়নজলধারায় বদন সিক্ত করতঃ ভূমিতে শরীর নিপাতিত করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন ॥ ১৯ ॥

মুরারি প্রণাম করিয়া যখন গাত্রোত্থান করিলেন—তৎক্ষণাৎ বিচিত্র শক্তি-শালী প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর ধাম ও পরিকরের সহিত শ্রীরামরূপ অন্তর্হিত করিয়া নিজের গৌর স্বরূপ প্রকাশ পূর্ব্বক বিলাস করিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

তাঁহাকে দেখিয়া বৈদ্যবর পরানন্দে পুলকিতগাত্রে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া প্রেমভরে বিগলিত নয়নজলধারায় বদনমণ্ডল প্লাবিত করিতে করিতে গদগদবাক্যে বলিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥

জীয়াঃ শচীজঠর-দুগ্ধপয়োনিধীন্দো!
মিশ্রেন্দ্র-বংশ-সরসী-কনকাম্বুজাত!।
গৌড়োদয়াদ্রি-শিখরোদিত-সপ্তসপ্তে
তুভ্যং নমো মম নমোঽস্তু নমো নমোঽস্তু ॥ ২২ ॥

লীলাং তবাতিশয়দুর্গ-বিচিত্ররূপাং
সর্ব্বজ্ঞকল্প-মতয়োঽপি বিধীশ্বরাদ্যাঃ।
দেবাস্তথা মুনিগণা নহি পারয়ন্তি
জ্ঞাতুং তদত্র বত মূঢ়ধিয়ো বয়ং কে ॥ ২৩ ॥

সর্ব্বেশ্বরোঽপি চকৃষে (২১) নরবাল-তুল্যো
নীলাশ্মকান্তিরপি শুদ্ধসুবর্ণবর্ণঃ।
গোপাত্মজোঽপ্যবনিদেবসুতো যয়া ত্বং
বন্দে মুহুর্মুহুরিমাং তব দেব! লীলাম্ ॥ ২৪ ॥

(২১) হে দেব! স্বয়ং ভগবানপি ত্বং যয়া লীলয়া কর্তৃভূতয়া চকৃষে কৃত ইত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

হে শচীগর্ভ ক্ষীরসাগর চন্দ্রমা! হে মিশ্রেন্দ্রবংশরূপ সরোবরের স্বর্ণকমল! হে গৌড়রূপ উদয়াচল শিখরে উদিত ভাস্কর! আপনার জয় হউক। আপনাকে আমার নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার ॥ ২২ ॥

সর্ব্বজ্ঞতুল্য মনস্বী ব্রহ্মা মহেশ্বর আদি দেবতাবৃন্দ ও মুনিগণও আপনার অতিশয় দুর্জ্ঞেয় ও আশ্চর্য্যলীলা জানিতে সমর্থ নহেন, সুতরাং সে বিষয়ে মূঢ়বুদ্ধি আমি কোথায় (নগণ্য) ॥ ২৩ ॥

হে দেব (লীলাময়)! আপনার যে লীলা, সর্ব্বেশ্বর হইলেও আপনাকে নর-বালকতুল্য, নীলমণি কান্তি হইলেও, শুদ্ধ স্বর্ণবর্ণ এবং গোপনন্দন হইলেও ব্রাহ্মণ-নন্দন করিয়াছে, আমি পুনঃ পুনঃ এই লীলাকে বন্দনা করি ॥ ২৪ ॥

ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্ব-
মিত্যাহ নরহরিং প্রতি দৈত্যবর্য্যঃ (২২)।
এতাবদস্য বুবুধে ন হি কশ্চনার্থং
বিজ্ঞোঽপি সংপ্রতি তু স (২৩) স্ফুটতামবাপ ॥ ২৫ ॥

পীতোঽপি তেঽস্য তনয়স্য বভূব বর্ণ
ইত্যাদিশদ্ ব্রজপতিং প্রতি যচ্চ গর্গঃ (২৪)।
অস্যাস্পদাঙ্ঘ্রিপদং ক্ব নু তেঽপি খিন্না-
স্তাঁল্লোকেঽবতীর্য্য বিবুধান্ (২৫) সমসান্ত্বয়স্ত্বম্ ॥ ২৬ ॥

এবং নিগূহিততয়াবতরীতুমিচ্ছু-
র্নূনং ভবান্ মুনিগণস্য পুরাণবক্তুঃ।
লীলাং নিজাং স্ফুটতয়া গদিতুং নিষেধং
চক্রে স তাদৃশতয়া তত এব নাখ্যৎ (২৬) ॥ ২৭ ॥

(২২) প্রহ্লাদঃ, (২৩) সংপ্রতি ভবদবতারাবসরে তু প্রকাশমাপ স অর্থঃ ॥ ২৫ ॥

(২৪) তে তবাস্য তনয়স্য পীতোঽপি বর্ণো বভূবেত্যর্থঃ, 'শুক্লো রক্তস্তথাপীত' ইতি শ্রীদশমে গর্গো যচ্চাদিশত্তদ্বাক্যমিত্যর্থঃ, (২৫) পণ্ডিতান্ ॥ ২৬ ॥

(২৬) স মুনিগণঃ তাদৃশতয়া স্ফুটতয়া নাকথয়ৎ—'পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়মিতি' শ্রীভগবদুক্তেঃ, এতেন পরম-রহস্যত্বমস্য দর্শিতম্। রহস্যং হি বস্তুলোকে সাধারণলোকচক্ষুরগোচরতয়া মঞ্জুষাদৌ রক্ষিতুং রোচতে বিজ্ঞেভ্য ইতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

"যেহেতু আপনি কলিযুগে গুপ্ত হইয়াছিলেন এই নিমিত্ত আপনি ত্রিযুগ নামে খ্যাত"—দৈত্যবর প্রহ্লাদ নৃসিংহদেবের নিকট যে কথা বলিয়াছিলেন—এ পর্য্যন্ত কোন বিজ্ঞব্যক্তিও ইহার অর্থ অবগত ছিলেন না। সম্প্রতি আপনার অবতার হওয়ায় সেই অর্থ ই পরিস্ফুট হইয়াছে ॥ ২৫ ॥

"তোমার এই পুত্রের পীতবর্ণও ছিল"—গর্গঋষি ব্রজরাজ নন্দের নিকট যে এইকথা বলিয়াছিলেন—ইহার উদাহরণস্থল কোথায় তাহা না জানিয়া পণ্ডিতগণ অত্যন্ত খেদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আপনি সম্প্রতি সংসারে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়াছেন ॥ ২৬ ॥

ছন্নং ভবন্তমববোদ্ধুমলং ন ভূত্বা
মূঢ়োঽহমাচরমহং কৃপণোঽপরাধম্।
কারুণ্যজীবননিধে! ভবতা স সহ্যো-
ঽবশ্যং নচেৎ কঠিনতৈব নিকাশিতা তে ॥ ২৮ ॥

তস্মাৎ কৃপাময়! নিধায় কৃপামপূর্ব্বাং
পাদাম্বুজং শিরসি মেঽত্র সকৃন্নিধেহি।
বাক্যস্যচ স্ববদনাম্বুজ-নির্গতস্য
শ্রীমন্ সমাদিশ যথার্থমবক্রমর্থম্ ॥ ২৯ ॥

এবমভিনুতোঽনুতোষিতো ভগবানবনতস্য তস্য শিরসি চরণ-তামরস-মমর-মমবায়-দুর্লভং (২৭) নিধায় তমুত্থাপ্য জগাদ ॥ ৩০ ॥

২৭) অমরসমূহদুর্লভমপি ॥ ৩০ ॥

এইপ্রকারে গুপ্তরূপে অবতীর্ণ হইবার ইচ্ছায় আপনি সত্যসত্যই পুরাণ-বক্তা মুনিগণকে নিজলীলা স্পষ্টভাবে বলিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, সেইজন্যই তাঁহারা উহা স্পষ্টরূপে প্রকাশ করেন নাই ॥ ২৭ ॥

আমি অতি কৃপণ ও মূঢ়বুদ্ধি, সুতরাং আপনার ছন্নস্বরূপ চিনিতে অসমর্থ হইয়া যে অপরাধ করিয়াছি ; হে করুণাসিন্ধো! আপনি তাহা অবশ্য সহ্য করিবেন। নচেৎ আপনার কঠিনতাই প্রকাশিত হইবে ॥ ২৮ ॥

অতএব হে কৃপাময়! আপনি অপার করুণা করিয়া আমার মস্তকে একবার আপনার চরণকমল অর্পণ করুণ এবং হে শ্রীমন্! আপনার মুখপদ্মনির্গত বাক্যের যথার্থ সরল অর্থ আমাকে উপদেশ করুন ॥ ২৯ ॥

এইপ্রকারে মুরারি কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া ভগবান বিশ্বম্ভর সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার অবনত মস্তকোপরি অমরগণেরও দুর্লভ নিজ চরণকমল অর্পণ করতঃ তাহাকে উঠাইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

মহাভাগবত! ভাগবত-পুরাণস্য নাদ্বয়-বাদে তাৎপর্য্যং, তৎপ্রতিকূলস্য পরিণামবাদস্যৈব সৃষ্ট্যাদি-প্রকরণেষুররীকরণাৎ; যদি তু তন্মতং মতমস্যাভবিষ্যত্তদা তদনুকূলো বিবর্ত্তবাদ (২৮) এবাবক্ষ্যত ॥ ৩১ ॥

নন্বু বিশ্বমিথ্যাত্বং ক্বচিৎ ক্বচিদুচ্যতে, তস্য মিথ্যাত্বে ন তাৎপর্য্যং কিন্তু তত্রানাসক্তিপ্রতিপাদনে। যথা শ্রীনন্দনন্দনেন কর্ম্মবাদাদিকা যা মথাতৌ স্বপিতরং-প্রত্যুক্তা, তস্যা বেদক্ষোভ এব তাৎপর্য্যং, নতু তত্তন্মতোপাদেয়ত্বে তথা ॥ ৩২ ॥

ততশ্চাস্য বচনস্যাপি বৈরাগ্য এব তাৎপর্য্যং, ন বিশ্বমিথ্যাত্বে; অন্যথা স্বজীবনমেব পীড্যেত। জীবনং হ্যস্য ভক্তিরেব, তথাচ ব্রহ্মবাক্যং—"যথা হরৌ ভগবতি নৃণাং ভক্তির্ভবিষ্যতি। সর্ব্বাত্মন্যখিলাধার ইতি সংকল্প্য বর্ণয়।" ইতি, ব্যাখ্যাতঞ্চ টীকাকৃদ্ভিঃ-হরিলীলা-প্রাধান্যেন শ্রীভাগবতং বর্ণয়, নতু ভক্তিরস-বিঘাতেন কেবলং তত্ত্বমিতি ॥ ৩৩ ॥

(২৮) অতাত্ত্বিকোঽন্যথা ভাবো বিবর্তঃ ॥ ৩১ ॥

হে মহাভাগবত! শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের তাৎপর্য্য অদ্বয়বাদে নহে; কেন না সৃষ্ট্যাদি প্রকরণ সমূহে উহার বিরোধী পরিণামবাদকেই স্বীকার করা হইয়াছে, কিন্তু যদি ঐ অদ্বৈতবাদের মতটী এই ভাগবতের অভিমত হইত তাহা হইলে ভাগবত উহার অনুকূল বিবর্ত্তবাদটীই বলিতেন ॥ ৩১ ॥

পক্ষান্তরে কোথাও কোথাও জগৎকে মিথ্যা বলা হইয়াছে, সেই উক্তির তাৎপর্য্য জগৎ মিথ্যা বলিয়া নহে; কিন্তু জগতের প্রতি লোকের অনাসক্তি প্রতিপাদনের নিমিত্ত। যেমন শ্রীনন্দনন্দন নিজের পিতার নিকট যে কর্ম্মবাদ প্রভৃতি ছয়টী মত বলিয়াছিলেন তাহাদের তাৎপর্য্য কেবলমাত্র দেবরাজ ইন্দ্রের চিত্তক্ষোভের নিমিত্ত কিন্তু সেই মতসকলের উপাদেয় বিষয়ে সেরূপ তাৎপর্য্য নহে। ॥ ৩২ ॥

এবং সর্ব্বোঽপ্যস্যার্থস্তব মনসীতঃ পরং প্রকাশমাপ্সতি, ইমাস্তু বার্ত্তামিদানীং কঞ্চিৎপ্রতি ন প্রকাশয়েত্যুক্ত্বা ভগবান্ স্বগৃহায় প্রতস্থে ॥ ৩৪ ॥

গুপ্তস্তু ভগবৎকৃপয়াঽপগাত-দ্বাপরো (২৯) ঽপরোক্ষীভূত-সমস্তসাত্ত্বতসিদ্ধান্তো বিমমর্শ। ভগবতি মূত্রাদিকং কদাপি ন বর্ত্ততে, "জগজ্জন-মলধ্বংসি-শ্রবণস্মৃতি-কীর্ত্তনাঃ। মলমূত্রাদি-রহিতাঃ পুণ্যশ্লোকা ইতীরিতা ॥" ইতি বচনেন পুণ্যশ্লোক-শিখামণৌ-তস্মিন্ কৈমুত্যস্যাপাদিতত্বাৎ ॥ ৩৫ ॥

(২৯) অপগত-সংশয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

অতএব এই বাক্যেরও বৈরাগ্য বিষয়েই তাৎপর্য্য কিন্তু সংসারের মিথ্যাত্ব বিষয়ে নহে। অন্যথা শ্রীমদ্‌ভাগবতের নিজজীবনই পীড়াপ্রাপ্ত হয়। যেহেতু এই শ্রীমদ্‌ভাগবতের জীবন একমাত্র ভক্তি। তদ্বিষয়ে ব্রহ্মার বাক্য যথা—"সকলের পরমাত্মা ও নিখিলের আশ্রয় ভগবান শ্রীহরিতে মানবগণের যে প্রকারে ভক্তি হইবে তুমি সম্যক্ ধ্যান্ করিয়া তাহা বর্ণনা কর।" টীকাকার শ্রীধরস্বামীপাদও ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"শ্রীহরিলীলা প্রধান করিয়া শ্রীভাগবত বর্ণনা কর," কিন্তু তাহা ভক্তি-রসের হানি করিয়া নহে; ইহাই কেবলমাত্র তাৎপর্য্য ॥ ৩৩ ॥

এইপ্রকার শ্রীমদ্ভাগবতের সমস্ত অর্থই ইহার পর তোমার মনে প্রকাশ পাইবে। কিন্তু তুমি এই সংবাদ এক্ষণে কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না।" ভগবান বিশ্বম্ভর এই কথা বলিয়া নিজগৃহে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৪ ॥

শ্রীভগবানের কৃপায় মুরারিগুপ্তের সমস্ত সংশয় দূর হইয়াছিল। সমস্ত ভক্তি সিদ্ধান্ত তাঁহার গোচর হওয়ায় তিনি বিচার করিতে লাগিলেন, শ্রীভগবানে কখনও মূত্রাদি থাকে না। "যাঁহাদের নামাদি শ্রবণ স্মরণ ও কীর্ত্তন করিলে জগদ্বাসীজনের মল ধ্বংস হয়, তাঁহারা স্বয়ং মল মূত্রাদি রহিত এবং তাঁহারা পুণ্যশ্লোক বলিয়া কথিত হন।"—এই বচনের দ্বারা পুণ্যশ্লোকগণের শিরোমণি সেই ভগবানের যে উহা থাকিতেই পারে না ইহা কি আর বলিতে হইবে। কৈমুত্যের প্রাপ্তিহেতুও এই অর্থই উপস্থিত হয় ॥ ৩৫ ॥

ততো যদেতন্মাংপ্রতি দর্শিতং, তত্তু মায়য়ৈব। এতচ্চান্নং ভগবতে নিবেদিতং ততোঽত্র যথার্থমূত্রস্পর্শেঽপি নাশুদ্ধিঃ স্যাৎ। "নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ। ভক্ষ্যাভক্ষ্য-বিচারশ্চ নাস্তি তদ্ভক্ষণে দ্বিজাঃ॥" "ব্রহ্মবন্নির্বিকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তদিতি" বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণ-বচনাৎ, ততো ন ত্যাজ্যমিদমিতি ॥ ৩৬ ॥

এবং পরামৃশ্য স গুপ্তবর্য্যঃ
শঙ্কালবেনাপি ন দিগ্ধচিত্তঃ।
তদন্নমাদৎ পরম-প্রমোদা-
দ্বার্ত্তাস্তু তাং কঞ্চন নো জগাদ ॥ ৩৭ ॥

অথ দিনান্তরে নান্তরেণ সখিসমুদায়ং (৩০) স মুদাঽয়ং শ্রীগৌরচন্দ্রঃ সুরাপগায়াং, গামাবিশ্য (৩১) চিক্রীড়িষুঃ ॥ ৩৮ ॥

(৩০) সখিসমূহং নান্তরেণ ন বিনা তৎসংযুক্ত ইত্যর্থঃ। সোঽয়ং গৌরঃ, (৩১) গাং জলং প্রবিশ্য ॥ ৩৮ ॥

তবে তিনি আমার নিকট যে ইহা দেখাইলেন তাহা মায়া মাত্র। আর এই অন্ন ভগবানে নিবেদিত হইয়াছে, সুতরাং ইহাতে যথার্থ মূত্র স্পর্শ হইলেও ইহা অশুদ্ধ হয় না। কেন না হে দ্বিজগণ জগদীশ্বরের নৈবেদ্য যে অন্ন পানাদি, তাহার ভক্ষণ বিষয়ে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার নাই। যেহেতু উহা ব্রহ্মের ন্যায় বিকার রহিত। যেমন বিষ্ণু তাঁহার নৈবেদ্যও সেইরূপ (অপ্রাকৃত)। বৃহদ্‌বিষ্ণুপুরাণের এই বচন অনুসারেও তাহা প্রমাণিত হয়। অতএব এই অন্ন ত্যাগ করা উচিত নয় ॥ ৩৬ ॥

এইরূপ বিচার করিয়া সেই গুপ্তবর নিঃশঙ্কচিত্তে পরমানন্দে সেই অন্ন ভোজন করিলেন। কিন্তু সেই সংবাদ কাহারও নিকট বলিলেন না ॥ ৩৭ ॥

অনন্তর অন্য এক দিবস বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে সেই শ্রীগৌরচন্দ্র জলে প্রবেশ করিয়া ক্রীড়া করিবার ইচ্ছায় সানন্দে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৮ ॥

প্রাপ্য চ তস্যাস্তীরে দিব্যগুণ-বর-কামনয়াঽবামনয়া (৩২) বাড়বাদিকন্যকাঃ (৩৩) কন্যকা (৩৪) মারাধয়ন্তীর্দদর্শ। দৃষ্ট্বা চ তাসামভ্যাসমভ্যাসত্য স্মিত-শবলিত-ললিত-লপনঃ পপ্রচ্ছ ॥ ৩৯ ॥

'অয়ি মনোরমা মনোঽহরমানন্দিতং (৩৫) দধানা ভবত্যঃ কিং কুর্ব্বন্তি' ? তা ঊচুঃ---'শচীকুমার ! কুমার-জননী জন-নীরাজ্যচরণা পূজ্যতে ঽস্মাভিঃ ॥ ৪০ ॥

শ্রীগৌরঃ পুনঃ পপ্রচ্ছ—'অয়ি শুভাচরণা ! রণাশক্তা হিমালয়-তনয়া ঽহয়তন-যানাদিরহিতা (৩৬) অর্চ্যতে কুত্র প্রয়োজনে লোভবতীভির্ভবতীভিঃ ? ॥৪১॥

এতদ্বচো গৌরহরের্নিশম্য ব্রীড়োদয়েনাভিবিনম্রবক্ত্রাঃ।
মৃদুস্মিত-স্পন্দিত-দন্তচেলা ন শেকুরেতাঃ প্রতিবক্তুমেনম্ ॥ ৪২ ॥

(৩২) অতিদার্ঢ্যেন, (৩৩) ব্রাহ্মণাদিকন্যকাঃ, (৩৪) কন্যকাঃ দুর্গাম ॥ ৩৯ ॥
(৩৫) অনম অতিশয়েনানন্দিতং মনো দধানাঃ ॥ ৪০ ॥
(৩৬) গৃহ-শকটাদিরহিতা ॥ ৪১ ॥

তাহার তীরে আসিয়া গৌরচন্দ্র দেখিতে পাইলেন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির কন্যাগণ দিব্যগুণশালী বরের একান্ত কামনা করিয়া দুর্গার আরাধনা করিতেছে। তদ্দর্শনে গৌর তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া সুন্দর মৃদু হাস্যযুক্ত বদনে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩৯ ॥

হে মনোরমাগণ! অতি আনন্দিত মনে তোমরা কি করিতেছ? তাহারা বলিল হে শচীকুমার! আমরা জনবন্দনীয়চরণা কুমার-জননী শ্রীকাত্যায়ণীর পূজা করিতেছি ॥ ৪০ ॥

পুনরায় শ্রীগৌর জিজ্ঞাসা করিলেন "হে শুভচরিতাগণ! তোমরা কোন প্রয়োজনে লোভবতী হইয়া যুদ্ধাসক্তা গৃহ-শকটাদি রহিতা হিমালয়-কন্যার অর্চ্চনা করিতেছ? ॥ ৪১ ॥

ততশ্চ স্মিতেক্ষণতস্তাসাং মনোরথমববুদ্ধ্য বভাষে ভগবান্—'অয়ি সরলা! যুষ্মাকমভিপ্রায়ঃ প্রায়ঃ প্রবুদ্ধো ময়া, পরমোত্তম-পতিপ্রেপ্সয়া পার্ব্বতীং পূজয়থ, কিন্তু তৎপূজা যুষ্মাকমিষ্টসাধিকা কথং স্যাদ্ যতঃ—॥ ৪৩ ॥

দিগম্বরঃ কীকস-কল্পভূষণো (৩৭)
ভুজঙ্গমালী চিতিভূতি-রূষিতঃ (৩৮)।
পতির্যদীয়োঽতিভয়ঙ্করো ভবে-
ত্ততঃ কথং দিব্যবরানবাপ্স্যথ ॥ ৪৪ ॥

ততোঽহং বো হিতোপদেশং করবৈ, শঙ্কর-বৈরূপ্যানুসন্ধানাদক্ষাং (৩৯) দক্ষান্তহেতুং (৪০) গিরিজামুপেক্ষ্য মামেবারাধয়ত, ধয়ত মে চরণমনরসং, নরসংঘবরান্ (৪১) বরানহং দাস্যামি দাস্যামিষ-তোষিতঃ (৪২) ॥ ৪৫ ॥

(৩৭) অস্থি-রচিতভূষণঃ, (৩৮) চিতাভস্মাবগুণ্ঠিতঃ ॥ ৪৪ ॥

(৩৯) শিব-কৌরূপ্যানুসন্ধানাচতুরাং, (৪০) পিতৃনাশকত্বেনাতিক্রূরাং, (৪১) নরসমূহশ্রেষ্ঠান্, (৪২) দাস্যমেবামিষং লোভাং তেন তোষিতঃ ॥ ৪৫ ॥

গৌরহরির এই কথা শুনিয়া সেই কুমারীগণ লজ্জার উদয়ে অতি বিনম্র বদনা হইলেন; মৃদুহাস্যে তাহাদের অধর স্পন্দিত হইতে লাগিল। কিন্তু তাহারা উঁহার কোন প্রত্যুত্তর দিতে পারিল না ॥ ৪২ ॥

অনন্তর তাহাদের সস্মিতদৃষ্টিতে ভগবান্ তাহাদের মনোরথ অবগত হইয়া বলিলেন—অয়ি সরলাগণ! তোমাদের অভিপ্রায় আমি সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিয়াছি—তোমরা অত্যুত্তম পতি কামনায় পার্ব্বতীর পূজা করিতেছ। কিন্তু ঐপূজা কি প্রকারে তোমাদের অভীষ্টসাধিকা হইবে? কেন না—॥ ৪৩ ॥

যাঁহার পতি দিগম্বর অস্থিরচিত-ভূষণ ও সর্পমালাধারী চিতাভস্ম বিভূষিত এবং অতি ভয়ঙ্কর হইতে পারেন তাহার নিকট হইতে কি প্রকারে ঐ দিব্যবর লাভ করিবে ॥ ৪৪ ॥

বালিকা বদন্তিস্ম "বিশ্বম্ভর! পরিপ্লবমতে (৪৩)! হবমতে দেবতে নৈব তে নৈবিয়্যং ভবিষ্যতি, তস্মাদেবং মা বদ" ॥ ৪৬ ॥

শ্রীগৌরো জগাদ --"অরে মুগ্ধবুদ্ধয়ো বুদ্ধযোষা (৪৪) ইব মূঢ়া যূয়ং, মাং ন জানীথ, শৃণুত—

যস্যেচ্ছাবশতঃ সমস্তভুবনং ব্রহ্মা বিধত্তে পুরো
মধ্যে বিষ্ণুরবত্যসৌ ক্ষপয়তি প্রাপ্তেহন্তকালে হরঃ।
দাস্যো যস্য রমা-শিবা-প্রভৃতয়ো গঙ্গা যদঙ্ঘ্র্যুদ্ভবা
সোঽহং-বঃ শুভ-ভাগ্যরাশি-বিভবাদত্রাবতীর্ণোঽভবম্ ॥ ৪৭ ॥

(৪৩) চঞ্চলমতে ॥ ৪৬ ॥
(৪৪) বুদ্ধোপাসিকাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৪৭ ॥

অতএব আমি তোমাদিগকে হিত উপদেশ করিতেছি, শঙ্করের বিরূপতা অনুসন্ধানে অচতুরা এবং পিতা দক্ষের বিনাশের কারণ-ভূতা অতএব অতিক্রূরা গিরিজাকে উপেক্ষা করিয়া আমারই আরাধনা কর, আমার চরণোদক পান কর। তাহা হইলে তোমাদের দাস্যরূপ লোভনীয় বস্তুদ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া আমি তোমাদিগকে নরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বর প্রদান করিব ॥ ৪৫ ॥

বালিকাগণ বলিতে লাগিলেন— হে চঞ্চলমতে বিশ্বম্ভর! দেবতার অবমাননা করিলে তোমার কখনই মঙ্গল হইবে না, অতএব এরূপ কথা বলিও না ॥ ৪৬ ॥

শ্রীগৌর বলিলেন অরে মুগ্ধমতি বালিকাগণ! তোমরা বুদ্ধোপাসিকা রমণীগণের ন্যায় মূঢ়া। তোমরা আমাকে জান না। শ্রবণ কর—যাহার ইচ্ছাবশে ব্রহ্মা প্রথমে সমস্ত ভুবন সৃষ্টি করেন, মধ্যে বিষ্ণু পালন করেন এবং অন্তকাল উপস্থিত হইলে মহাদেব সংহার করেন, লক্ষ্মী পার্ব্বতী প্রভৃতী যাহার দাসী, গঙ্গা যার চরণোদ্ভবা, সেই আমি। তোমাদের অশেষ শুভভাগ্য প্রভাবে এইখানে অবতীর্ণ হইয়াছি ॥ ৪৭ ॥

এতদ্বচো গৌরবিধোর্নিশম্য
শ্রদ্ধালবঃ কাশ্চন কন্যকাস্তাঃ।
দুর্গার্চ্চনায়াহৃতবস্তুজাতং
ন্যবেদয়ন্ প্রীতিভরেণ তস্মৈ ॥ ৪৮ ॥

ততো বিশ্বরূপাবরজো বরজোষং (৪৫) প্রাপ্য প্রোবাচ—

অয়ে সুভদ্রা যদদায়ি মহ্যং
যুষ্মাভিরেষ প্রচুরোপহারঃ।
ততঃ পতীন্ দিব্যগুণান্ শ্রিয়োঽগ্র্যাঃ
সুতাংশ্চ সংপ্রাপ্স্যথ সপ্ত সপ্ত ॥ ৪৯ ॥

অন্যাঃ কতিচিত্ত্বতিচিত্ত্ব (৪৬) মাত্মনাং মন্যমানা জন্যমানাজঘন্যশঙ্কা (৪৭) গৃহীতোপহারা হারান্ দোলয়ন্ত্যঃ পলায়াঞ্চক্রিরে। তাঃ প্রত্যুবাচ-ভগবান্-॥৫০॥

(৪৫) বরস্তুষং ॥ ৪৯ ॥

(৪৬) অতিচিত্ত্বম্ অতিশয়িতা চিৎ জ্ঞানং যাসাং তাদৃশ্যঃ, (৪৭) জন্যমানা অজঘন্যা শ্রেষ্ঠা শঙ্কা যাসাং তাঃ ॥ ৫০ ॥

গৌরচন্দ্রের এইকথা শুনিয়া তাহাদের মধ্যে কতিপয় কুমারী তাঁহার কথায় বিশ্বাসযুক্তা হইয়া দুর্গা পূজার নিমিত্ত সংগৃহীত বস্তু সকল প্রীতিভরে তাঁহাকে নিবেদন করিয়াছিল ॥ ৪৮ ॥

অনন্তর বিশ্বরূপানুজ শ্রীগৌর পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন অয়ে সুভদ্রাগণ! তোমরা যে আমাকে এই প্রচুর উপহার প্রদান করিলে তাহাতে তোমরা সৌভাগ্য লক্ষ্মীরও অগ্রগণ্যা হইয়া দিব্যগুণবান্ পতিও সপ্ত সপ্ত পুত্রলাভ করিবে ॥ ৪৯ ॥

অন্য কতিপয় কুমারী আপনাদিগকে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মনে করিয়া অতিশয় শঙ্কাভরে উপহার সমূহ গ্রহণ করতঃ হার দোলাইতে দোলাইতে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন ভগবান্ তাহাদের প্রতি বলিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥

চেটৈব দাস্যথ বিমূঢভয়োপহারান্
মহ্যং দরিদ্রতনয়া বত যূয়মেতান্।
তর্হ্যাপস্যথাতিশয়-রোষবতোঽন্ধনেত্রান্
ভর্ত্তৃংস্তথা দশদশাতিখলাঃ সপত্নীঃ ॥ ৫১ ॥

এবা গৌরস্য গৌরস্য (৪৮) তাসাং সাধ্বসমুৎপাদয়ন্তী সাদয়ন্তী সাহসং তাঃ পরাবর্ত্তয়ামাস। পরাবৃত্তাশ্চ তাঃ অপ্যুপহারানপহারানন্দি-হৃদয়াঃ (৪৯) দয়ায়ত্তায় দদুঃ ॥ ৫২ ॥

তাংশ্চ প্রাপ্য জাতমোদে তমোদে (৫০) বিশ্বম্ভরে তাভ্যোঽপি শুভবরং দত্ত্বা সখিভিঃ সহ তানুপহারানুপভোজয়তি তন্মাতা তত্রাজগাম। আগম্য চামলমলয়জ পঙ্কলিপ্ত-কলেবরং কুসুম-সুমনোরম-মাল্যভূষিতং (৫১) দৈবনৈবেদ্যং ভুঞ্জানং সুতং দদর্শ ॥ ৫৩ ॥

৪৮) অস্য গৌরস্য এষা গৌঃ বাক্, (৪৯) অপহারে আনন্দি-কুতূহলি হৃদয়ং যস্য ॥ ৫২ ॥
(৫০) দুঃখ-খণ্ডকে, (৫১) সুমনোরমমতিমনোহরং নিবেদিতাসং ॥ ৫৩ ॥

তোমরা যদি বিমূঢ় হইয়া আমাকে এই সকল উপহার প্রদান না কর তাহা হইলে তোমাদের পুত্র দরিদ্র হইবে এবং তোমরা অতিশয় ক্রোধী ও অন্ধনেত্র পতি এবং অত্যন্ত খলস্বভাবা দশ দশ সপত্নীলাভ করিবে ॥ ৫১ ॥

গৌরের এইবাক্য তাহাদের হৃদয়ে ভয় উৎপাদন করিল এবং তাহাদের সাহস দূর করতঃ তাহাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করাইয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া তাহারাও সমস্ত উপহারগুলি দয়াধীন ও অপহরণ বিষয়ে আনন্দিত-হৃদয় শ্রীগৌরকে প্রদান করিয়াছিল ॥ ৫২ ॥

দুঃখ ভঞ্জনকারী বিশ্বম্ভর তাহাদের সেই উপহারসকল প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হইলেন এবং তাহাদিগকে শুভবর প্রদানপূর্ব্বক সখাদিগের সঙ্গে যখন সেইগুলি ভোজন করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার মাতা শচীদেবী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন নির্ম্মলচন্দন-পঙ্কলিপ্ত কলেবর অতি সুন্দর পুষ্পমাল্যে ভূষিত তাহার পুত্র দেবতার নৈবেদ্য ভোজন করিতেছে ॥ ৫৩ ॥

দৃষ্ট্বা চ -রে চঞ্চলাশয়! গৃহাদুপহার-বৃন্দং
কন্যাভিরাহৃতমিদং গিরিজার্চনার্থম্।
হা হোপযোজয়সি নৈব বিভেষি দেবান্
মাং পাতয়স্যহহ শঙ্কিত-বারিরাশৌ (৫২) ॥ ৫৪ ॥

বিষ্ণোর্হিরণ্য-জগদীশ-কৃতং নিবেদ্যং
তস্মিন্ দিনে কৃত-মহাকপটোঽস্যভুঙ্ক্থাঃ।
অদ্য ত্বশেষমুপযোজয়সীশ্বরায়া
হস্তোপহার-নিকরং কুরুষে কিমেতৎ? ॥ ৫৫ ॥

ততস্ত্বাং গৃহীত্বা ত্বজ্জনকস্য সমীপং নেষ্যামীতি বদন্তী দন্তীন্দ্রগমনা মনাক্ কুপিতা শচী তং ধর্ত্তুমুদ্যতা বভূব। শ্রীগৌরস্তু তদবলোক্য প্রাপ্য মহাসাধ্বসমহা-সাধ্বসমাক্ষণং (৫৩) পলায়িতুমারেভে ॥ ৫৬ ॥

(৫২) শঙ্কা-সমুদ্রে। ৫৪ ॥
(৫৩) নাস্তি হাসোঽস্মৎসমীক্ষণঞ্চ যথ। ৫৬।

তাহা দেখিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন "রে চঞ্চলমতি! কন্যাগণ গৃহ হইতে পার্ব্বতীপূজার নিমিত্ত এই উপহার সকল আনিয়াছে, হায় হায়! তুই তাহা ভক্ষণ করিতেছিস্? দেবতা হইতে ভয় পাইতেছিস্ না? অহো! আমাকে ইহাতে শঙ্কাসাগরে নিপাতিত করিতেছিস্? ॥ ৫৪ ॥

তুই মহাকপট করিয়া সেদিন হিরণ্য ও জগদীশকৃত বিষ্ণুর নৈবেদ্য খাইয়াছিলি। আজ আবার দেবীর সমস্ত উপহার খাইতেছিস্? তুই এ কি করিতেছিস্? ॥ ৫৫ ॥

অতএব তোকে ধরিয়া তোর পিতার নিকট লইয়া যাইব।"—এইকথা বলিতে বলিতে গজেন্দ্রগমনা শচী ঈষৎ কুপিতভাবে তাহাকে ধরিবার জন্য উদ্যতা হইলেন। শ্রীগৌরও তাহা দেখিয়া মহাভয় পাইয়া হাস্যরহিত বদনে পথ নিরীক্ষণ করিতে করিতে পলাইতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৫৬ ॥

পলায়মানং তমবেক্ষ্য সা শচী
বিধর্ত্তুকামানুজগাম কোপতঃ।
বিভেনিদাংসং দধিভাণ্ড-ভঞ্জনং
ব্রজেশ্বরীব ব্রজরাজ-নন্দনম্ ॥ ৫৭ ॥

ততস্তামপ্রতিঘাত-প্রতিবাতরলিত-কলেবরা(৫৪)মালোক্যাগচ্ছন্তীং সবীর্য্য-পদান্তরগাং (৫৫) পদান্তরঙ্গে পতিতমাত্মানং মত্বোচ্ছিষ্ট-ত্যক্তমৃদ্ভাণ্ডকাণ্ড (৫৬) মধ্যে প্রবিবেশ বিশ্বম্ভরঃ ॥ ৫৮ ॥

তং জগাদ মাতা—অদম্য (৫৭) তায়মান-চাপল (৫৮)! চাপলতানিঃস্বতেজ্য গমন! মনঃ ক্ষোভকং কস্য কিমাচরসি ? মা চর সিতাংশুবদনাশুচি-প্রদেশং—

মুনীন্দ্রবন্দ্যা জননে (৫৯) মহাশয়াৎ
পিতুঃ পরিপ্রাপ্য পিতুঃ! সমুদ্ভবম্।
স্থলে কথং সঞ্চরসীহ কুৎসিতে
জনোঽখিলস্ত্বাং বত কিং বদিষ্যতি ॥ ৫৯ ॥

(৫৪) অপ্রতিঘাতেন প্রবলেন প্রতিবেন ক্রোধেন আ সম্যক্ চঞ্চলিত-শরীরাম্। (৫৫) স্বস্থানাদবহিতে দেশে আগচ্ছন্তী, [আপদাং তরঙ্গে], (৫৬) ভাণ্ডকাণ্ডং ভাণ্ড-সমূহঃ ॥ ৫৮ ॥
(৫৭) হে অদম্য ভঞ্জন! (৫৮) আতায়মান চাপল বর্দ্ধমান-চাপল! (৫৯) কুলে ॥ ৫৯ ॥

দধিভাণ্ড ভগ্ন করিয়া ব্রজরাজনন্দন পলায়ন করিতে লাগিলে ব্রজেশ্বরী যেমন ক্রোধে ধরিবার জন্য তাহার অনুগমন করিয়াছিলেন, সেইরূপ শচীদেবী পুত্রকে পলাইতে দেখিয়া তাহাকে ধরিবার ইচ্ছায় ক্রোধভরে তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥

অনন্তর বিশ্বম্ভর তাহাকে প্রবল ক্রোধে কম্পিতকলেবরা ও তাহার অত্যন্ত নিকটে আগতা দেখিয়া আপনাকে বিপদের তরঙ্গে পতিত মনে করতঃ উচ্ছিষ্ট ও পরিত্যক্ত মৃদ্ভাণ্ড সমূহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ৫৮ ॥

এতাং মাতুর্গিরমবগত্য গৌরহরির্গভীরে লজ্জাসাগরে নিমগ্নস্তদপহারায় তৎ-স্থানস্যাশুচিতাং খণ্ডয়ন্ননভিমতমপ্যদ্বয়বাদমবাদীৎ, দেবতা-খণ্ডনায় কর্ম্মবাদমিব শিখণ্ডচূড়ঃ ॥ ৬০ ॥

অয়ে জনন্যেকমনন্তমদ্বয়ং
পরং চিদানন্দসদাত্মকং মহৎ।
অনামরূপং মনসোঽপ্যগোচরং
ব্রহ্মৈব বস্ত্বস্তি ন কিঞ্চনেতরৎ ॥ ৬১ ॥

তথৈব রজ্জৌ ভুজগাম্বুধারা
প্রসূনমালাবদিদং সমস্তম্।
আরোপিতং বিশ্বমবিদ্যয়াঽতো
যথার্থমস্তীহ ন বস্তু কিঞ্চিৎ ॥ ৬২ ॥

তখন মাতা তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন—রে দুর্দ্দান্ত! তোর চঞ্চলতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ধনুর্মুক্ত বাণের ন্যায় তোর গতিও অত্যন্ত দ্রুত; তুই আমার চিত্তের ক্ষোভজনক এ কি কাজ করিতেছিস্? তিনি পুনরায় সস্নেহ বচনে বলিলেন—চন্দ্রবদন! অশুচিস্থানে যাইও না। বাপ মুনীন্দ্রগণের বন্দনীয় বংশে মহানুভব পিতা হইতে জন্মলাভ করিয়া তুমি কেন এরূপ কুৎসিৎ-স্থানে গমন করিতেছ? সকল লোকে তোমাকে কি বলিবে? ॥ ৫৯ ॥

জননীর নিকট এইকথা অবগত হইয়া গৌরহরি গভীর লজ্জাসাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং তাহা দূর করিবার নিমিত্ত সেইস্থানের অপবিত্রতা খণ্ডনপূর্ব্বক কৃষ্ণ যেমন দেবতার গর্ব্ব খণ্ডনের নিমিত্ত কর্ম্মবাদ উপদেশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁহার অনভিমত হইলেও অদ্বয়বাদ বলিতে লাগিলেন ॥ ৬০ ॥

হে জননী! এক, অনন্ত, অদ্বয়, নামরূপ বিবর্জ্জিত, মনেরও অগোচর, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, পরমমহৎ ব্রহ্মবস্তুই বর্ত্তমান আছেন। তদ্ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। ॥ ৬১ ॥

অসত্যভূতেহত্র জগত্যনর্থিকা-
মনীষিণাং শুচ্যশুচিত্ব-ভাবনা।
ভবেৎ কিমু স্বাপদশা-প্রকাশিতাং
বিশং পরিস্পৃশ্য জনোহশুচিঃ ক্বচিৎ ॥ ৬৩ ॥

তদেতচ্ছ্রুত্বান্তর্জাতবিস্ময়া (৬০) বহিঃ প্রকাশিত-স্ময়া স্নেহবতীবৃন্দ-মহিতা নীলাম্বর-দুহিতা জগাদ—

বৎস! ভাগ্যেন মে নান্যৈরিদং তে বচনং শ্রুতম্।
পুনর্ব্ব্রূযাসি চেদেবং দুর্ল্লভা (৬১) ভাবিতা বধূঃ ॥ ৬৪ ॥

ইতি নিগদন্ত্যগদন্ত্যয়না (৬২) শচী সুতং করে গৃহীত্বা সুরধুনীং নীত্বা স্নানং কারয়িত্বা নিকেতনমাপয়িত্বা ভোজনাদিকং কারয়ামাস ॥ ৬৫ ॥

(৬০) অহো বালকঃ কথমেবং বদতীতি বিস্ময়ঃ, (৬১) উন্মত্তাশঙ্কয়া কন্যাদানাকরণাৎ ॥ ৬৪ ॥
(৬২) অগ-দন্ত্যয়না পর্ব্বততুল্য-হস্তিসমান-গমনা ॥ ৬৫ ॥

রজ্জুতে সর্প জলধারা এবং পুষ্পমালার ন্যায় এই সমস্ত বিশ্ব অবিদ্যাকর্ত্তৃক সেই ব্রহ্মেই আরোপিত আছে। অতএব এ জগতে যথার্থ কোনও বস্তু নাই। ॥ ৬২ ॥

এই মিথ্যা জগতে পণ্ডিতগণের শুচিতা ও অশুচিতা ভাবনা বৃথা। স্বপ্নাবস্থায় প্রকাশিত বিষ্ঠা স্পর্শ করিয়া কেহ কি কখনও অশুচি হইতে পারে? ॥৬৩॥

তাহার এইকথা শুনিয়া স্নেহবতীগণ—বন্দিতা নীলাম্বরকন্যা শচী অন্তরে বিস্মিতা হইলেন; কিন্তু বাহিরে মৃদুহাস্যে বলিতে লাগিলেন—বৎস! আমার ভাগ্যে অন্য কেহ তোমার এই কথা শ্রবণ করে নাই। পুনরায় যদি তুমি এইরূপ বল, তাহা হইলে তোমার বধূ দুর্ল্লভ হইবে ॥ ৬৪ ॥

এইকথা বলিয়া শচী পর্ব্বততুল্য হস্তীর ন্যায় মন্থর গমনে পুত্রকে করে ধরিয়া সুরধনীতে লইয়া স্নান করাইলেন এবং গৃহে আনিয়া ভোজনাদি করাইয়াছিলেন ॥৬৫॥

অথ দিনেঽন্যস্মিন্নুপাধ্যায়-সদনেঽধ্যায়-সদনেক-সবয়োভিঃ (৬৩) সহ মিলিত্বা সুরস-সুরসরিদম্ভসি প্রবিশ্য সলিল-কেলিমারভত বিশ্বম্ভরঃ ॥ ৬৬ ॥

যথা কৃত্বা যূথ-যুগং সমস্তসুহৃদামেকত্র যূথে স্বয়ং
তিষ্ঠন্ স্বেতর-যূথমম্বুমটষ্মাৎসিঞ্চৎ সুহৃদ্ভিঃ প্রভুঃ।
অন্যাদ্ যূথমপি স্বযূথ-সহিতং গৌরং সিষেচাম্ভসা
যুদ্ধে যোদ্ধৃগণাঃ পরস্পরমিবাস্ত্রোদেষুভি (৬৪) র্নির্ভরম্ ॥৬৭॥

তদা চ বিষ্ণুপদী-বারি বিচিত্রতামুবাহ যথা—

পুরা ধবলমেব সৎ প্রভু-করে স্থিতং তজ্জলং
জগাম কিল রক্ততাং শিখররত্ন-ধিক্কারিণীম্।
পুনর্নভসি পীততাং পতদমুষ্য দেহশ্রিয়া
ভৃশং ভবতি নির্ম্মলঃ পরগুণস্পৃগর্থো যতঃ ॥ ৬৮ ॥

(৬৩) অধ্যায়ে অধ্যয়নে সদঃ যে অনেকে সবয়সঃ সখায়স্তৈঃ ॥ ৬৬ ॥
(৬৪) অস্ত্রোদেষুভিঃ মেঘবাণৈঃ ॥ ৬৭ ॥

অনন্তর অন্য একদিন বিশ্বম্ভর গুরুগৃহে অনেক সমপাঠী (সমবয়স্ক) বয়স্যগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া সুন্দরসলিলা জাহ্নবীর জলে প্রবেশ করতঃ জলকেলী আরম্ভ করিলেন ॥ ৬৬ ॥

যথা—সমস্ত বন্ধুগণকে দুইটি যূথে বিভক্ত করিয়া প্রভু স্বয়ং একটী যূথে রহিলেন এবং যুদ্ধে সৈন্যগণ যেরূপ পরস্পরের উপর প্রবলভাবে মেঘবাণ বর্ষণ করে সেইরূপ সখাদিগের সঙ্গে অন্য যূথের প্রতি জলরাশি সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। অন্য যূথও নিজযূথ সহিত গৌরের উপর জল সেচন করিতে লাগিলেন ॥ ৬৭ ॥

তখন গঙ্গাবারি বিচিত্রতা ধারণ করিয়াছিল। যথা—প্রথমে সেই জলে শ্বেতবর্ণই ছিল, প্রভুর করস্থিত হইয়া শিখর নামক রত্নের ধিক্কারজনক রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছিল, পুনরায় আকাশে উঠিয়া তাঁহার অঙ্গকান্তিদ্বারা অত্যন্ত পীতবর্ণ হইয়াছিল। কেননা, নির্ম্মলবস্তু অন্যের গুণ গ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ৬৮ ॥

তদেবমবিরল-জলধারা-নিপাতাকুলতয়া মুদ্রিত-লোচনতয়ৈব বারি বর্ষৎসু বালকেষু তত্রৈব স্নান-তর্পণ-দেবতার্চ্চনাদিবিদধতো ব্রাহ্মণাস্তান্ বারয়ামাসুঃ। তে চোপর্য্যুপরি পরিপতৎপাথঃপ্রকর-প্রচ্ছন্নশ্রুত্যাঃ কীলাল-কেলিকৌতুকাকৃষ্টচেতসোঽপি নাকর্ণয়ামাসুস্তেষাং বারণম্ ॥ ৬৯ ॥

ততশ্চ জাতকোপোদয়ঃ শোণীকৃত-নয়নদ্বয়ঃ কোঽপি ধরাসুরো মিশ্রপুরন্দরস্য পুরোগত্বা বিশ্বম্ভর-চরিতং চকার বিজ্ঞাপিতম্। স চ রোষারুণিত-নেত্রঃ করগৃহীত-বেত্রস্তং তিতাড়য়িষুধিকৃকৃত-ধাবদিষু (৬৫) শ্চচাল ॥ ৭০ ॥

তস্মারাদা (৬৬) গচ্ছন্তং বেত্রমাগচ্ছন্তং বিলোক্য পিতরং নিতান্তদ্রুততরং লব্ধাতিশয়দরঃ পলায়ত বিশ্বম্ভরঃ। মিশ্রস্তু তৎপশ্চাদয়মানো নিকেতনং বিশমানে বিশ্বম্ভরজনন্যা সামবচনবচ্চা প্রয়োগেণ রোষদহনং প্রাপন্য শমনং (৬৭) সান্ত্বয়ামাসে ॥ ৭১ ॥

(৬৫) দিকৃকৃত ধাবমিষুর্যেন ॥ ৭০ ॥
(৬৬) আরাৎ দূরে, (৬৭) শমনঃ শান্তিম্ ॥ ৭১ ॥

এইভাবে নিরন্তর জলধারা পতনে আকুল, অতএব নয়ন মুদ্রিত করিয়াই বালকগণ বারিবর্ষণ করিতে থাকিলে, সেইস্থানে যে সকল ব্রাহ্মণ স্নান, তর্পণ ও দেব পূজাদি করিতেছিলেন, তাঁহারা উহাদিগকে নিবারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বালকগণ উপর্য্যুপরি জলসমূহ পতনে কর্ণ আচ্ছন্ন এবং জলকেলিকৌতুকে চিত্ত আকৃষ্ট থাকায় তাঁহাদের নিষেধবাক্য শুনিতে পাইল না ॥ ৬৯ ॥

তাহাতে কোন একজন ব্রাহ্মণ ক্রোধের উদয়ে নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ করিয়া মিশ্রপুরন্দরের সম্মুখে গমন করতঃ বিশ্বম্ভরের আচরণ বিজ্ঞাপিত করিলেন। তিনি রোষারুণিতনয়নে করে বেত্র লইয়া তাহাকে তাড়ন করিবার ইচ্ছায় বেগবান্ বাণ অপেক্ষাও দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৭০ ॥

দূর হইতে পিতাকে বেত্র লইয়া অতি দ্রুতবেগে আসিতে দেখিয়া বিশ্বম্ভর অত্যন্ত ভয় পাইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু মিশ্র তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ

এতন্ময়া স্বপ্নে বিচিত্রং সমবেক্ষিতং, বিচারয়ত তদ্‌যূয়ং শুভং বা যদি বাশুভম্ ॥ ৭৮ ॥

এতদ্বচো মিশ্রপুরন্দরস্য শ্রুত্বোচুরেতে সুখচিত্রমগ্নাঃ।
মিশ্রেন্দ্র! মা চিন্তয় তে তনূজো বিশ্বম্ভরো বিশ্ব-বিলক্ষণোঽয়ম্ ॥৭৯॥

এবং বান্ধববর্গ-বারিদঘটা-বাগ্বারিধারাব্রজৈঃ
সিক্তো মিশ্রপুরন্দর-ক্ষিতিরুহো দূরাস্তশঙ্কারজাঃ (৭৫)।
প্রত্যঙ্গ-প্রতিভাত-পুণ্য (৭৬) পুলকপ্ররোম-পত্রাঙ্কুরঃ
শ্রীমান্ মোদমধুলিকাতিমধুরং (৭৭) পুষ্পং মনো (৭৮) হ্যধাৎস্ফুটম্ ॥৮০॥

---

(৭৫) দূরে অস্তং ক্ষিপ্তং শঙ্কারূপং রজো যেন, (৭৬) পুণ্যেতি চারু ইত্যর্থঃ, (৭৭) মোদ এব মধুলিকা মধু তেন মধুরম্, (৭৮) মন এব পুষ্পম্ ॥ ৮০ ॥

দিতে ও পালন করিতে হইবেই। অন্যথা আমার পক্ষে অন্যায় হইবে। আমার এইবাক্যে তিনি আনন্দ-সমুদ্রে মগ্ন হইয়া সহাস্যবদনে অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৭৭ ॥

আমি স্বপ্নে এই বিচিত্র ব্যাপার অবলোকন করিয়াছি। তাহা শুভ কি অশুভ ইহা আপনারা বিচার করুন ॥ ৭৮ ॥

মিশ্রপুরন্দরের এইকথা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা সুখে ও বিস্ময়ে মগ্ন হইয়া উত্তর করিলেন—মিশ্রেন্দ্র! চিন্তা করিও না। তোমার এই পুত্র বিশ্বম্ভর বিশ্ব-বিলক্ষণ অর্থাৎ অসাধারণ ॥ ৭৯ ॥

এইপ্রকারে মিশ্রপুরন্দররূপ বৃক্ষ, বান্ধবগণরূপ বারিদগণের বাক্যরূপ জলধারা সমূহের দ্বারা সিক্ত হওয়ায় তাহার শঙ্কারূপ রজ দূরীভূত হইল। তাহার প্রতিঅঙ্গে সুন্দর আনন্দজনিত রোমাঞ্চরূপ পত্রাঙ্কুর প্রকাশিত হইল এবং তিনি শোভাময় হইয়া আনন্দরূপ মধুদ্বারা অতিমধুর মনরূপ প্রস্ফুটিত পুষ্প ধারণ করিলেন ॥ ৮০ ॥

তদেবং বন্ধু-সংহত্যা সংহত্যা—(ক) লাপং মিশ্রপ্রধানে বিদধানে বিদলিত-তামরস-বদনেন(৭৯)রসবদনেনসাং চক্ষুঃ কুর্ব্বাণেন (৮০) শ্রীবিশ্বরূপেণ তত্রোপতস্থে। তমালোক্য বন্ধবো মিশ্রমূচুঃ ॥ ৮১ ॥

মিশ্র-প্রধান! তনয়স্তব বিশ্বরূপঃ
সৌন্দর্য্যভৃন্নববয়া (৮১) উপলভতে তস রূপাম।
তস্মাদ্ বিশুদ্ধকুলজাং পরিমৃগ্য রুচ্যাং
কন্যাং বিবাহ-মহ (৮২) মস্য কুরুষ শীঘ্রম ॥ ৮২ ॥

বন্ধুনাং বচনং শ্রুত্বা বভাষে মিশ্রপুঙ্গবঃ।
শুভাশিষেন ভবতামচিরেণ স সেৎস্যতি ॥ ৮৩ ॥

ততশ্চাবেক্ষ্য স্বপিতরং কৃতোদ্যমং স্বোপযমায় গনায়ত্তীকৃতমানসো (৮৩) অমান-সোম-শীতল-স্বভাবো (৮৪) বিশ্বরূপো বিমমর্শ ॥ ৮৪ ॥

(ক) বন্ধুসমূহেন সহ সংহত্য মিলিত্বা, (৭৯) স্ফুট-পদ্মমুখেন, (৮০) অনেনসাং নিষ্পাপানাং চক্ষুঃ রসবৎ সানন্দং কুর্ব্বাণেন ॥ ৮১ ॥
(৮১) নববয়াঃ নবযৌবনং, (৮২) বিবাহমহোৎসবং ॥ ৮২ ॥
(৮৩) বচনে যোগ্যাঙ্গেন আয়ত্তীকৃতং মানসং যেন, (৮৪) অপরিমিত-চন্দ্রেভ্যঃ শীতল-স্বভাবঃ ॥ ৮৪ ॥

এইরূপে বন্ধুগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া মিশ্রবর আলাপ করিতে লাগিলে প্রফুল্লকমলবদন শ্রীবিশ্বরূপ পুণ্যবান্‌দিগের নয়ন আনন্দিত করিতে করিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সুহৃদ্‌গণ মিশ্রকে বলিলেন ॥ ৮১ ॥

মিশ্রপ্রধান! তোমার এই পুত্র বিশ্বরূপ কমনীয় সৌন্দর্য্যযুক্ত নব-যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব বিশুদ্ধ-কুলোদ্ভবা একটী সুন্দরী কন্যা অন্বেষণ করিয়া শীঘ্র ইঁহার বিবাহোৎসব সম্পাদন করুন ॥ ৮২ ॥

বন্ধুগণের কথা শুনিয়া মিশ্রবর বলিলেন—আপনাদের শুভাশীর্ব্বাদেই অচিরে তাহা সম্পন্ন হইবে ॥ ৮৩ ॥

হন্ত হন্তাধুনা মজ্জনকো মজ্জন-কোবিদৈর্ভবাব্ধৌ বন্ধুভিঃ প্রেরিতো মম পরিণয়মহসো যমহসেন্ধকায় (৮৫) যততে, ততোঽধুনৈব ময়া হিত্বা ভবনং বনং গন্তব্যং। মাতাপিতরৌ মা তাপিতরৌ (৮৬) যথা ভবেতাং, তথা জ্ঞাত-নয়েন তনয়েন কার্য্যম্ ॥ ৮৫ ॥

কৃতদারস্ত যদি প্রব্রজ্যামাচরেয়ং মাচরেয়ং (৮৭) তদা নিন্দিষ্যতি। ময়া চ চিরমত্রাবস্থাতুং ন পারয়িষ্যতে, দারয়িষ্যতে দারাদিভির্হি ধৈর্য্য-কবচস্তস্মাদদ্যৈব প্রব্রজেয়মিতি ॥ ৮৬ ॥

(৮৫) যমস্য হসো হাসস্তস্য ইন্ধকায় দীপকায়, তন্নলীকরণ-হেতুত্বাৎ, (৮৬) আতাপিতরৌ অত্যন্ত-তাপবন্তৌ ॥ ৮৫ ॥

(৮৭) মা মাম্ ইয়ম্ অচরা অচলা পৃথিবী ॥ ৮৬ ॥

অনন্তর পিতাকে নিজ বিবাহের নিমিত্ত উদ্যোগী দেখিয়া অহিংসাদি যমের দ্বারা বশীকৃতচিত্ত এবং অগণিতচন্দ্র অপেক্ষাও অতি শীতল-স্বভাব বিশ্বরূপ বিচার করিতে লাগিলেন ॥ ৮৪ ॥

হায় হায়! সম্প্রতি আমার পিতা ভবসাগরে মজ্জনাভিজ্ঞ বন্ধুগণের দ্বারা প্রেরিত হইয়া যমরাজের হাস্যোদ্দীপক আমার বিবাহোৎসবের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। অতএব আমার এখনই গৃহত্যাগ করিয়া বনে যাওয়া কর্ত্তব্য। মাতাপিতা যাহাতে অত্যন্ত তাপিত না হন নীতিজ্ঞপুত্রের তাহা করা উচিত ॥ ৮৫ ॥

দারপরিগ্রহ করিয়া যদি আমি সন্ন্যাস করি তাহা হইলে পৃথিবীস্থ সকল লোকেই আমাকে নিন্দা করিবে। অধিকন্তু আমি এখানে দীর্ঘকাল থাকিতে পারিব না। কেন না, পত্নী আমার ধৈর্য্যরূপ কবচ বিদীর্ণ করিবে। অতএব আজই আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিব ॥ ৮৬ ॥

তদেবং পররাত্রে পররাত্রেশ্বরেণ (৮৮) তেন কঞ্চিৎ প্রতি কিমপি নোক্ত্বা গৃহাদিকং বিহায় বিহায়সেব দ্রুতং গত্বা কচিৎ সংন্যাসাশ্রমোঽঙ্গীচক্রে শ্রীশঙ্করারণ্য ইত্যাখ্যা চ ॥ ৮৭ ॥

যস্মিন্নেব দিনে লভেত মনুজো বৈরাগ্যমাত্মাদিকে (৮৯)
তস্মিন্নেব বিহায় ধাম ভগবৎসেবাকৃতে প্রব্রজেৎ।
নাপেক্ষাস্তি তথাবিধস্য সুজনস্যর্ণত্রয়াপাকৃতা-
বেতজ্জ্ঞাপয়িতুং বিবাহমহহাকৃত্বৈব স প্রাব্রজৎ ॥ ৮৮ ॥

গতে চ তস্মিন্ শচী—জগন্নাথয়োর্যাদৃশী ব্যথাঽজনি, তদ্বর্ণনে নাস্তি সুখমিত্যুপরম্যতে। তৌ চাতিকাতরাবালোক্য শ্রীবিশ্বম্ভর উবাচ—॥ ৮৯ ॥

(৮৮) পররাত্রো পরস্য শ্রেষ্ঠবস্তুনো ভক্ত্যাখ্যস্য পরমেশ্বরস্য বা রাত্রো দাত্রো ॥ ৮৭ ॥
(৮৯) আত্মাদিকে দেহাদৌ, তথাচ শ্রুতিঃ—যদহরেব বিরজেত্তদহরেব প্রব্রজেৎ, যদিবেতরথা গৃহাদেব প্রব্রজেদিতি ॥ ৮৮ ॥

এইরূপ বিচার করিয়া রাত্রির শেষভাগে প্রেমভক্তিরূপ শ্রেষ্ঠবস্তুদাতা ঈশ্বর বিশ্বরূপ কাহারও নিকট কোনও কথা না বলিয়া গৃহাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিহঙ্গমের ন্যায় দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন এবং কোনও একস্থানে সন্ন্যাসাশ্রম অঙ্গীকার করতঃ শ্রীশঙ্করারণ্য নাম গ্রহণ করিলেন ॥ ৮৭ ॥

যে দিনই মানব দেহাদি বিষয়ে বৈরাগ্যলাভ করিবেন, সেই দিনই তিনি গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবৎ সেবার নিমিত্ত সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। এইরূপ সুজনের ঋণত্রয় (দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ) পরিশোধে কোনও অপেক্ষা থাকে না। ইহা জানাইবার জন্য বিশ্বরূপ বিবাহ না করিয়াই সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া-ছিলেন ॥ ৮৮ ॥

বিশ্বরূপ চলিয়া গেলে শচী ও জগন্নাথের যেপ্রকার দুঃখ জন্মিয়াছিল, তাহার বর্ণনায় কোনও সুখ নাই। এই জন্য আমি তাহা হইতে বিরত হইতেছি। তাহাদিগকে অত্যন্ত কাতর দেখিয়া শ্রীবিশ্বম্ভর বলিলেন ॥ ৮৯ ॥

মাতঃ পিতর্ননু যুবাং কুরুতং ন শোকং
শোচ্যো ন জাতু স ভবেৎ পুরুষাবতংসঃ।
সন্ন্যাস-ধর্ম্মমমলং বিদধজ্জনো যৎ
কোটিত্রয়ং খলু সমুদ্ধরতে কুলানাম্ ॥ ৯০ ॥

সেবাস্তু তত্রভবতোরিহ তদ্বিধেয়াং
কর্ত্তাস্মি বাটমহমেব যথাত্মশক্তি।
চিন্তাং বিহায় তদমুষ্য খলু সুসাধো-
রাশংসতং করুণয়াশ্রম-ধর্ম্মপূর্ত্তিম্ ॥ ৯১ ॥

এতদ্বাক্যং শ্রীল বিশ্বম্ভরস্য
শ্রুত্বা শ্রীমান্ মিশ্রবর্য্যঃ সভার্য্যঃ।
ক্রোড়ে কৃত্বালিঙ্গ্য তং দোর্দ্বয়েন
প্রীত্যম্ভোধৌ পারশূন্যে মমজ্জ ॥ ৯২ ॥

ইতীত্যাদি শ্রীগৌরলীলামৃতে শেষ পৌগণ্ড-বিলাসো নাম দশম আস্বাদঃ ॥

হে মাতঃ! হে পিতঃ! আপনারা শোক করিবেন না। সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ কখনও শোকের বিষয় নহেন। কেন না, যে ব্যক্তি নির্ম্মল সন্ন্যাসধর্ম্ম অঙ্গীকার করেন, তিনি নিশ্চিত তিন কোটি কুলকে উদ্ধার করিয়া থাকেন ॥ ৯০ ॥

সংসারে থাকিয়া আমি নিজ শক্তি অনুসারে তাঁহার কর্ত্তব্য আপনাদের সেবা করিব। অতএব আপনারা সেই সাধুর চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া কৃপা করতঃ তাঁহার আশ্রমধর্ম্মের পরিপূর্ণতা কামনা করুন ॥ ৯১ ॥

শ্রীবিশ্বম্ভরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভার্য্যার সহিত শ্রীমান্ মিশ্রবর তাঁহাকে কোলে লইয়া বাহুযুগলের দ্বারা আলিঙ্গন করতঃ অপার প্রেমানন্দ-সাগরে মগ্ন হইলেন ॥ ৯২ ॥

ইতীত্যাদি শ্রীগৌরলীলামৃতে শেষ পৌগণ্ড বিলাস নামক দশম আস্বাদ ॥

একাদশ আস্বাদঃ

তদেবং সপ্তম্যাং সমায়াং (১) সমাপ্তায়ামষ্টম্যাং স্পষ্টগায়াং (২) তস্যাং “নাতিদীর্ঘেণ কালেন স কার্ষ্ণী রূঢ়যৌবন” ইতি শ্রীভাগবতোক্তদিশা [১০।৫৫।৯] তস্য কৈশোরং বয়ঃ প্রববৃতে ॥ ১ ॥

মহাবিভূতির্বলবান্মহীক্ষিৎ
পরস্য রাজ্ঞো বিষয়েঽধিকারম্।
করোতি যদ্বৎ কুরুতেস্ম তদ্বৎ
পৌগণ্ডমধ্যেঽপি বিভোর্বয়স্তৎ ॥ ২ ॥

সদ্যো বিখণ্ডিত-সুবর্ণসমানশোভাং
রোমাবলি-সমুদয়োজ্জ্বলস্থলীকম্।
নেত্রান্ত-কিঞ্চিদুদিতোত্তম-শোণভাবং
কৈশোরমস্য নবমাত্মনি চিন্তয়ামি ॥ ৩ ॥

(১) বৎসরে, (২) স্পষ্টা যা শোভা যস্যাস্তাদৃশ্যাং সত্যাং ॥ ১ ॥

এইরূপে সপ্তম বৎসর সমাপ্ত হইলে এবং অষ্টম বৎসর স্পষ্টশোভা সম্পন্ন হইয়া উপস্থিত হইলে—"সেই কৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্নের যৌবন উদ্গত হইয়াছিল”—শ্রীমদ্ভাগবত কথিত এই প্রক্রিয়া অনুসারে অচিরকাল মধ্যে শ্রীবিশ্বম্ভরের কৈশোর বয়স প্রবৃত্ত হইল ॥ ১ ॥

মহা-বৈভব সম্পন্ন বলবান্ নৃপতি যেমন অন্য রাজার বিষয়ে অধিকার স্থাপন করে, সেইরূপ সেই কৈশোর বয়সও প্রভুর পৌগণ্ড মধ্যেই অধিকার বিস্তার করিয়াছিল ॥ ২ ॥

তখন সদ্যো বিদীর্ণ সুবর্ণের ন্যায় তাঁহার শোভা, বক্ষঃ স্থলে রোমাবলির প্রকাশ এবং নয়ন প্রান্তে সুন্দর রক্তিমা ঈষৎ উদিত হইয়াছিল। আমি তাঁহার এই নবীন কৈশোর হৃদয়ে চিন্তা করি ॥ ৩ ॥

প্রথিম্নতী নেত্র-চকোর-সংহৃতিং
বপুষ্মতাং তাপসমূহ-হারিণী।
নবীন-কৈশোর-শরৎসমাগমে
বপুশ্ছটা গৌরবিধুরবর্দ্ধত ॥ ৪ ॥

প্রত্যগ্র-কৈশোরবয়ঃ পয়োধরে
লাবণ্যকীলালচয়ং প্রবর্ষতি।
কেদারিকায়া (৩) মৃদভূদুরস্থলে
রোমালি-শষ্পাঙ্কুর-লেখিকা প্রভোঃ ॥ ৫ ॥

তদাস্য চৈক্কণ্যভৃতোর্বলক্ষয়ো-
র্দৃগন্তয়োঃ কশ্চন শোণিমোদগাৎ।
উপক্রমে পাকবিধের্যথা ভবেন্
মনোহরে দাড়িমবীজমণ্ডলে ॥ ৬ ॥

উপক্রমেণোপচয়স্য দোষ্ণোঃ
স্বসন্নিধৌ সংস্থিতয়োস্তদাস্য।
ক্রমেণ মধ্যং খলু রাগিচেল-
প্রসঙ্গতঃ কার্শ্যমবাপ (৪) শঙ্কে ॥ ৭ ॥

(৩) স্বল্পক্ষেত্রে ॥ ৫ ॥
(৪) অন্যোঽপি স্বসবাগিজনসঙ্গাৎ স্বনিকটস্থস্য বৃদ্ধ্যা কার্শ্যমাপ্নোতি ॥ ৭ ॥

নবীন কৈশোররূপ শরতের সমাগমে গৌরবিধুর অঙ্গচ্ছটা নয়নরূপ চকোর সমূহের আনন্দ বিধান ও শরীরধারী জীবগনের তাপসকল হরণ করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছিল ॥ ৪ ॥

নবীন কৈশোর বয়সরূপ জলধর লাবণ্যরূপ জলরাশি বর্ষণ করিতে লাগিলে প্রভুর বক্ষঃস্থলরূপ ক্ষেত্রে রোমাবলীরূপ তৃণাঙ্কুর সমূহ উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ৫ ॥

পরিপক্ক হইবার উপক্রমে সুন্দর দাড়িম্ববীজ শ্রেণীতে যেমন রক্তিমার উদয় হয়, সেইরূপ গৌরের সুচিক্কণ শ্বেতবর্ণ নয়নপ্রান্তে অনির্ব্বচনীয় রক্তিমার উদয় হইয়াছিল ॥ ৬ ॥

বক্ষঃস্থলং হারি (৫) যদস্য মাংসং
মধ্যস্য জহ্রে ভবতূচিতং তৎ।
উদারতাভাগপি (৬) সক্থিযুগ্মং
জহার যত্তুদতীব চিত্রম্ ॥ ৮ ॥

তদেবমষ্টমমষ্টমম (৭) বলোক্য সুতস্য পরমায়ুষো হায়নং মহায়নং (৮) মহায়নং মহাকুতুকী মিশ্রবরঃ সবিতরি বিতরিতুমুদ্যতে মঙ্গলমঙ্গলক্ষ্মীপূর্ণে ক্ষপাপতাবপাপতাবলিতে সর্ব্বসুরাজীবে জীবে হেয়তারহিতে হিতে সর্ব্বশুভোল্লাসময়ে সময়ে তস্যোপনয়নং নয়নন্দিত-জনবারো নবারোহ-পুলকাঙ্কুরঃ (৯) সমারেভে ॥ ৯ ॥

ন বন্ধুরাসীৎ ক্ষিতিমণ্ডলে তদা
স মিশ্রবর্য্যেণ ন যো নিমন্ত্রিতঃ।
নিমন্ত্রণং তচ্চ ন চাচকর্ষ যৎ
সমস্তবন্ধূন্ তদালয়ং প্রতি ॥ ১০ ॥

(৫) হাবনং অথচ হরণশীলম্, (৬) মহৎ অথচ দাতৃতাযুক্তম্, তৎ মাং সম্ ॥ ৮ ॥
(৭) অষ্টা ব্যাপ্তা মা শোভা যস্য তৎ, [অশূ ব্যাপ্তৌ]। (৮) মহোৎসবপ্রাপকম্। (৯) নবারোহাঃ পুলকাঙ্কুরা যস্য ॥ ৯ ॥

এ জগতে নিকৃষ্ট বিষয়াভিলাষী ব্যক্তির সঙ্গে অন্য ব্যক্তিও যেমন নিজের নিকটবর্ত্তী কোনও লোকের শ্রীবৃদ্ধিতে স্বয়ং কৃশতাপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ তখন নিজ নিকটস্থিত বিশ্বম্ভরের বাহুদ্বয় বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিলে মনে হয়, তাহার মধ্যদেশ অধমরাগিজন সম্পর্কে (অথবা রক্তবর্ণ বস্ত্র সম্পর্কে) ক্রমে ক্রমে ক্ষীণতাপ্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৭ ॥

তাঁহার মনোহর অথবা অপহরণশীল বা হারযুক্ত বক্ষঃস্থল যে কটিদেশের মাংস হরণ করিয়াছিল, তাহা সমুচিত হইতে পারে, কিন্তু উদার হইয়া উরুদ্বয় যে কটিদেশের মাংস হরণ করিয়াছিল, তাহা অতিশয় বিচিত্র ॥ ৮ ॥

এইরূপে পরম আয়ুষ্মান পুত্রের অতিশয় শোভাসম্পন্ন-আনন্দপ্রদ-অষ্টমবর্ষ দর্শন করিয়া মিশ্রবর মহানন্দে—সূর্য্যদেব মঙ্গলদানে উদ্যত হইলে, চন্দ্র সকলকলার শোভায় পূর্ণ হইলে, সকল দেবতাগণের আশ্রয়স্বরূপ আকাশ নির্দ্দোষ হইলে

দ্বারং দ্বারং প্রতি সমভবন্মিশ্রবর্য্যস্য গীতং
গীতং গীতং প্রতি বহুবিধং বাদ্যমুদ্দ্ধমাসীৎ।
বাদ্যং বাদ্যং প্রতি নটগণৈঃ কল্পিতং নৃত্যমগ্র্যং
নৃত্যং নৃত্যং প্রতি মতিহরা ব্যঞ্জকা (১০) ব্যক্তিমাপুঃ ॥১১॥

তদা চ শ্রীমন্মিশ্রোরসেন (১১) রসেন রসেন স্নানাদিকং বিধায় বিবিধায়-(১২) বিধান-পূর্ব্বকং পিতৃদিবিষদো বিষদোজ্জ্বল (১৩)-গন্ধপুষ্পাদিভিরর্চ্চয়িত্বা তনূনপাত্য-নূনপাত্যমলাজ্যেন (১৪) হোমমহো মমতার্দ্রহৃদয়েন চক্রে, যেন চক্রে বিঘ্নানাং দণ্ডো ন্যপাতি (ক) ॥ ১২ ॥

(১০) মনোহরা অভিনয়াঃ ॥ ১১ ॥
(১১) মিশ্র-প্রধানেন, (১২) অয়ঃ শুভাবহো বিধিঃ, (১৩) শুক্লঃ, (১৪) বহ্নৌ অনূনং,, পতিতুং শীলং যস্য তেন বিমলঘৃতেন, (ক) যেন হোম-মহেন বিঘ্নানাং সমূহে দণ্ডো ন্যপাতি ॥ ১২ ॥

হেয়তাবর্জ্জিত ও মঙ্গলময় শুক্রবারে সর্ব্বশুভোদয়যুক্ত সময়ে জনবৃন্দকে যথানিয়মে আনন্দিত করতঃ নবোদ্গত পুলকাবলী ভূষিত হইয়া তাঁহার উপনয়ন কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

তখন পৃথিবীতে এমন কোন বন্ধু ছিলেন না, যিনি মিশ্রবর কর্তৃক নিমন্ত্রিত হন নাই এবং সেইরূপ নিমন্ত্রণ হইয়াছিল না যাহাতে সমস্ত বন্ধুবর্গকে তাঁহার গৃহাভিমুখে আকর্ষণ না করিয়াছিল ॥ ১০ ॥

তখন মিশ্রবরের প্রতিদ্বারে মঙ্গলগীত হইতেছিল। প্রতিগীতের সঙ্গে সঙ্গে বহুবিধ বাদ্য বাজিতেছিল। প্রত্যেক বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে নটগণ অতি সুন্দর নৃত্য করিতেছিল এবং প্রত্যেক নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে মনোহর অভিনয় প্রকাশ পাইতেছিল ॥ ১১ ॥

তখন শ্রীমান্ মিশ্রবর আনন্দে জলের দ্বারা স্নানাদি করিয়া নানাপ্রকার শুভবিধি বিধান পূর্ব্বক শ্বেতবর্ণ উজ্জ্বল গন্ধ পুষ্পাদিদ্বারা পিতৃপুরুষ ও দেবতাগণের অর্চ্চনা করিলেন এবং মমতার্দ্র-হৃদয়ে অগ্নিতে প্রচুর পরিমাণ নির্ম্মল ঘৃতেরদ্বারা হোমক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন যে মহোৎসবের দ্বারা তিনি বিঘ্নসমূহের উপর দণ্ড পাতিত করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥

তদা প্রভোর্মিশ্রপুরন্দরার্পিতা
রাজ মধ্যে বত মুঞ্জমেখলা।
পয়োম্বুধের্মন্থনদণ্ডমন্দরং
প্রবেষ্টয়ন্ বাসুকি-নাগরাড়িব ॥ ১৩ ॥

সমর্পিতং তেন তদোপবীতং
সিতং প্রভোর্বক্ষসি সংররাজ।
উরস্থ্যমেশস্য বিভূতিশূন্যে (১৫)
যথাধিপো ভাতি ভুজঙ্গমানাম্ ॥ ১৪ ॥

অথ মিশ্রাখণ্ডলোঽখণ্ড-লোত্রধারাবিলোরা (১৬) বিলোক্য সুতস্য শোভাং দ্বিজানাং স্বতেজসাঽবিত্রীং সাবিত্রীং তমজিগ্রহদাগ্রহদারিদ্র্যবিধুরো (১৭) বিধু-রোচিষ্ণু বদনম্ ॥ ১৫ ॥

সাবিত্র্যাং তেন লব্ধায়াং তেজস্তস্যোদগাদ্ভৃশম্।
মধ্যাহ্নবেলা-সম্বন্ধে নায়কস্যেব (১৮) রোচিষ্ম্ ॥ ১৬ ॥

(১৫) বিভূতিশূন্য ইতি গৌণত্বম্ ॥ ১৪ ॥

(১৬) অখণ্ডনেত্রপ্রবাহেণ আবিলম্ উরো বক্ষঃ যস্য, (১৭) আগ্রহ-দারিদ্র্যেণ বিধুরোঃ বিকলঃ, আগ্রহযুক্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

ক্ষীর সমুদ্রের মন্থনদণ্ড মন্দর পর্ব্বতকে বেষ্টন করিয়া নাগরাজ বাসুকি যেমন শোভা পাইয়াছিলেন, মিশ্রপুরন্দর কর্ত্তৃক প্রভুর কটিদেশে অর্পিত মুঞ্জমেখলা তখন সেইরূপ শোভা পাইতেছিল ॥ ১৩ ॥

মহাদেবের ভস্মরহিত বক্ষঃস্থলে সর্পরাজ যেরূপ শোভা পান, মিশ্রবর কর্ত্তৃক প্রভুর বক্ষঃস্থলে প্রদত্ত শুক্লযজ্ঞোপবীত তখন সেইরূপ শোভা পাইতেছিল ॥ ১৪ ॥

অনন্তর মিশ্রেন্দ্র নয়নজলের অজস্রধারায় বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়া পুত্রের শোভা দর্শন করতঃ পরম আগ্রহভরে চন্দ্র অপেক্ষাও অতি সুন্দর বদন বিশ্বম্ভরকে নিজ প্রভাবে দ্বিজগণের রক্ষাকর্ত্রী সাবিত্রী গ্রহণ করাইয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

তস্যাবলোক্য বিলক্ষাণি (১৯) লক্ষাণি লোকানাং পরামম্মৃশুঃ—কিময়ং সনন্দনো নন্দনো বিধাতুঃ, জাতবেদা (২০) বা বেদাবাহিতো হিতো দ্বিজানাং, দিবাকরো বা করেণ দ্রাবিততমা বিতত-মাহাত্ম্যো ভবতি, নহীদৃশং তেজো মানবেঽমান-বেদবিজ্ঞে (২১) ঽপি ন দৃশ্যতে। শ্রূয়তে যথা বামনস্য মনস্যতিবিস্ময়াবহমহো মহোঽস্যাপি তথেক্ষ্যতে, ততঃ কিংবা স এবায়মিতি ॥ ১৭ ॥

অথ মিশ্রনাগো যাগোচিতং বৈণবং নবং দণ্ডমপি গ্রাহয়ামাস তেন।

রক্তাংশুকাঙ্গঃ কুশজাতশোভি-
হস্তোল্লসদ্দণ্ড-নিষেব্যমাণঃ।
মুষ্ণন্নশেষামর-সর্ব্বতেজো
গৌরস্তদা ভানুরিব ব্যরাজৎ ॥ ১৮ ॥

(১৮) সূর্য্যস্যেব ॥ ১৬ ॥

(১৯) বিস্ময়যুক্তানি, (২০) অগ্নিঃ, (২১) অপরিমিতবেদজ্ঞেঽপি ॥ ১৭ ॥

মধ্যাহ্নবেলার সম্বন্ধপ্রাপ্ত হইয়া প্রভাকর সূর্য্যের তেজঃ যেমন অত্যন্ত বৃদ্ধি-পায়, প্রভু সাবিত্রীলাভ করিলে তাঁহার তেজও সেইরূপ অতিশয় প্রকাশ পাইয়াছিল ॥ ১৬ ॥

তাহা দেখিয়া লক্ষ লক্ষ লোক বিস্মিত হইয়া বিচার করিতে লাগিল—ইনি কি ব্রহ্মারপুত্র সনন্দন অথবা বেদে উপস্থাপিত ব্রাহ্মণগণের হিতকারী জাতবেদা অগ্নি কিম্বা রশ্মিদ্বারা অন্ধকারনাশী বিস্তৃত মাহাত্ম্যশালী দিবাকর? কারণ, এবম্বিধ তেজঃ কখনও অসীম বেদজ্ঞ মানবেও দেখা যায় না। অহো! মনের অতি বিস্ময়াবহ বামনদেবের তেজের কথা যেরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, ইঁহার তেজও সেইরূপ দেখিতেছি। সুতরাং ইনি সেই বামনই হইবেন ॥ ১৭ ॥

অনন্তর মিশ্রবর তাঁহাকে যাগোচিত নূতন বেণুদণ্ডও প্রদান করিয়াছিলেন। অঙ্গে রক্তাংশুকধারী (রক্তবসনধারী) হস্তে কুশশ্রেণী শোভিত সুন্দর দন্তযুক্ত গৌর তখন ব্রাহ্মণের সমস্ত তেজঃ বিকীরণ করিতে করিতে রক্তাংশুক (রক্তবর্ণ-কিরণশালী)

ততো গৃহীত-দণ্ডপাত্রো ভগবান্ মাতরং যযাচে—ভিক্ষাং দেহি জননি! দেহিজন-নির্মঞ্ছনীয়-চরণে ইব।

ধনাধ্যক্ষো ভৃত্যো বসতিরপি রত্নাকরচয়ঃ
সমস্তশ্রীমূলং ভবতি কমলা যস্য গৃহিণী।
অহো ভাগ্যং শচ্যা ভবতি নহি বেদ্যং স ভগবান্
স্বয়ং যস্যাং ভিক্ষামকুরুত মহাপ্রেমবিবশঃ॥ ১৯॥

সা তৎ সুতস্য বচনং পরিপীয় নেত্র-
পদ্ম-ক্ষরৎসলিলবিন্দুকরাস্বিতাস্যা।
সদ্রত্ন-ভক্ষ্য-খচিতং পরিগৃহ্য পাত্রং
তস্মৈ দদে প্রথমমেব সুখেন ভিক্ষাম্॥ ২০॥

ততশ্চ মাতৃবৃন্দ-পিতৃবন্ধুপ্রমুখেষু লব্ধসুখেষু সকলজনেষু ভিক্ষাং দদানেষু গঙ্গাভক্তি-রসক্ষীবো (২২) রম্ভাতরুবিক্রয়াজীবো ধনসম্পর্কশূন্যধামা শ্রীধরনামা ব্রাহ্মণো মনসেদং পরামমর্শ॥ ২১॥

(২২) ক্ষীবো মত্তঃ॥ ২১॥

কুশশোভিত হস্ত, সুন্দর দন্তবিশিষ্ট এবং অনন্ত দেবতাগণের প্রতি সমস্ত তেজো-মোচনকারী সূর্য্যের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন॥ ১৮॥

অতঃপর দণ্ড ও ভিক্ষাপাত্র গ্রহন করিয়া ভগবান্ জননীর নিকট গিয়া যাচ্ঞা করিলেন—"হে জননি! আপনার চরণ দেহধারী জনবৃন্দের বন্দনীয়। আপনি আমাকে ভিক্ষাদান করুন।" ভৃত্য যাঁহার ধনাধ্যক্ষ কুবের, সমস্ত রত্নাকর সমূহ যাঁহার বসতিস্থল, সমস্ত সম্পদের মূল কমলা যাঁহার গৃহিণী, সই ভগবান অত্যন্ত প্রেমাধীন হইয়া স্বয়ং যাঁহার নিকট ভিক্ষা করিয়াছিলেন, সেই শচীদেবীর ভাগ্য কাহারও বোধগম্য নহে॥ ১৯॥

পুত্রের সেই বচনামৃত পান করিয়া শচীদেবীর নয়নকমল হইতে ক্ষরিত জলবিন্দুসমূহের দ্বারা তাঁহার বদন সিক্ত হইল। তিনি উত্তমরত্ন ও ভক্ষ্যদ্রব্যযুক্ত পাত্র গ্রহন করিয়া প্রথমেই তাঁহাকে সুখে ভিক্ষাদান করিলেন॥ ২০॥

সাবিত্রদীক্ষা-মহসি প্রবৃত্তে, গৌরায় ভিক্ষাং দদতেঽত্র সর্ব্বে।
অহন্তু দাস্যাম্যতিমন্দভাগ্যঃ, ক্রূরেণ ধাত্রা বত বঞ্চিতঃ কিম্?॥ ২২ ॥

কিং করবৈ, রবৈরমীভির্জনানামাকারিতো (২৩) হারিতোহাদরো (২৪) গেহান্তরে হান্তরেণ তত্র গমনমবস্থাতুং ন পারয়াম্য পার-যাম্য-যাতনাস্থান (২৫) ইবেতি বিভাব্য বিভাব্যয়-ম্লানবদনো দীর্ঘং নিঃশ্বস্য গৃহং প্রবিশ্য জরাজীর্ণগাত্রং গুবাককলমেকমাত্রং প্রাপ্যাদায় তত্র প্রস্থায় প্রবিশ্য বাটীং দৃষ্ট্বা ভিক্ষা পরিপাটীং নম্রীকৃতাস্যঃ সর্ব্বপশ্চাদ্ বিহিতাস্থঃ (২৬) তস্থৌ ॥ ২৩ ॥

তঞ্চ দৃষ্ট্বা বিশ্বম্ভরঃ কৃতকরুণাভরঃ কঞ্চন সখায়ং তদানায়ং কর্ত্তুমাদিদেশ। তেন চানীতং লজ্জাজালবীতং শ্রীধরনামানং প্রভুরুবাচ সমানম্—॥ ২৪ ॥

(২৩) আকারিতঃ আহূতঃ, (২৪) হারিত উহস্য বিতর্কস্যাদরো যেন সঃ; (২৫) পারশূন্য-যম সম্বন্ধিযাতনাস্থানে নরকে ইত্যর্থঃ। (২৬) সর্ব্বেষাং পশ্চাদ্ বিহিতা আস্থা স্থিতির্যেন সঃ ॥ ২৩ ॥

অনন্তর মাতৃবর্গ পিতা ও তাঁহার বন্ধুগণ প্রভৃতি সকল ব্যক্তি সুখভরে ভিক্ষা প্রদান করিলে গঙ্গাভক্তিরসোম্মত্ত, কদলীবৃক্ষ বিক্রয়ের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহকারী ধন সম্পর্ক শূন্যগৃহ (যাহার গৃহে ধনের সম্বন্ধও নাই) শ্রীধর নামক একজন ব্রাহ্মণ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥

আজ সাবিত্রী দীক্ষা উৎসবে গৌরকে সকলেই ভিক্ষা দিতেছেন। নিষ্ঠুর বিধাতা কর্ত্তৃক বঞ্চিত অতি মন্দভাগ্য আমি কি দান করিব? ॥ ২২ ॥

কি করি? এই সকল লোকের কণ্ঠস্বরে আহূত হইয়া আমি বিচারে আদর হারাইয়াছি অর্থাৎ বিচারশূন্য হইয়াছি। গৃহ এখন আমার নিকট অসীম যম-যাতনা স্থান নরকের ন্যায় বোধ হইতেছে, আমি সেখানে না গিয়া কিছুতেই গৃহমধ্যে অবস্থান করিতে পারিতেছি না—এইরূপ চিন্তা করতঃ ভাবী শুভকার্য্যের চিন্তায় মলিন বদনে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং জরাজীর্ণ গাত্র একটীমাত্র গুবাকু ফল পাইয়া তাহাই লইয়া চলিলেন। অনন্তর বিশ্বম্ভরের বাটীতে প্রবেশ করিয়া সেখানে ভিক্ষার পরিপাটি দেখিয়া বিনম্রবদনে সকলের পশ্চাতে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

অয়ে মধুরাশয় ভক্তিবশীকৃত—জহ্নুতনয়! সর্ব্ব এব জনাঃ সমানীত-নানাধনা মহ্যং ভিক্ষাং দদতি, ভবাংস্তুকিমিতি সর্ব্বপশ্চাৎ কৃতাগমস্তত্রা (২৭) বিহিতোদ্যমঃ সন্ বর্ত্ততে ॥ ২৫ ॥

সতু নম্রবদনো গদ্‌গদবচনো ললাপ—'সর্ব্বশুভাকর বিশ্বম্ভর! দরিদ্রতমেন দ্বিজাধমেন ময়া ভবতে কিং দাতুং শক্যং, কেবলং ভবদুপনয়-মহং (২৮) বিলোকয়িতু-মহং সমাগতোঽস্মি ॥ ২৬ ॥

গৌরো জগাদ—'অয়ি বদ্ধমুষ্টিক! (২৯) পুষ্টিকরো মমামোদস্য তোদস্য (৩০) নোদকঃ কশ্চিদর্থো ভবত্যস্তি, তং কথং ন দদাতি'? স পুনরুবাচ—'বিশ্বম্ভর! ন কঞ্চনার্থমহং ধারয়ামি বিশ্বস্তমুদ্বেগমুদ্বেগমেকমন্তরেণ' (৩১) ॥ ২৭ ॥

(২৭) তত্র ভিক্ষাদানে ॥ ২৫ ॥

(২৮) উপনয়নোৎসবং ॥ ২৬ ॥

(২৯) কৃপণ, (৩০) বাধায়াঃ খণ্ডক! (৩১) বিশ্বস্তো মুদ আনন্দস্য বেগো যেন, উদ্বেগঃ উদ্বিগ্নতাং গুবাকং বা ॥ ২৭ ॥

বিশ্বম্ভর তাঁহাকে দেখিয়া করুণাভরে কোন একজন সখাকে তাঁহাকে আনিবার জন্য আদেশ করিলেন। তিনি তাঁহাকে লইয়া আসিলে প্রভু সাদরে অতিলজ্জিত শ্রীধরকে বলিলেন ॥ ২৪ ॥

"ওহে মধুরাশয়! তুমি ভক্তিদ্বারা জাহ্নবীকে বশীভূত করিয়াছ। সকল লোকেই নানাপ্রকার ধন আনিয়া আমাকে ভিক্ষা দিতেছে। তুমি কেন সকলের পশ্চাতে আসিয়া ভিক্ষাদানে যত্ন না করিয়া অবস্থান করিতেছ?" ॥ ২৫ ॥

তখন শ্রীধর নম্রবদনে ও গদগদবচনে উত্তর করিলেন—হে সর্ব্বমঙ্গলময় বিশ্বম্ভর! আমি অতিদরিদ্র হীন ব্রাহ্মণাধম। আমার কি আপনাকে কিছু দিবার শক্তি আছে? আমি কেবল আপনার উপনয়ন মহোৎসব দেখিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি ॥ ২৬ ॥

বিশ্বম্ভরো বভাষে—'কৃপণাগ্রগণ্য! সত্যমালপস্যুদ্বেগং দধামীতি, কিন্তু মদকারকং (৩২) নপুংসকতা-ধারকং, নতু চিত্তাবসাদনং পুংলিঙ্গতাসদনম্ ॥ ২৮ ॥

তদেতদাকর্ণ্য বিস্ময়ানন্দমগ্নান্তরে ধরামরবরে দিবিষৎসু বিলোকয়ৎসু স্বয়মেব বিশ্বম্ভরঃ প্রসারিতকরস্তৎকরতো বলং প্রকাশ্য পূগফলং জগ্রাহ ॥ ২৯ ॥

তদেতদবলোক্য দেবা জগদুঃ—

অহো! দ্বিজস্যাস্য বিচিত্রমেতদ্
বোদ্ধুং ন শক্যং খলু ভাগধেয়ম্।
ন বর্ত্ততে যস্য বতোপমানং
বিনা সুদাম-দ্বিজভাগ্যমেকম্ ॥ ৩০ ॥

(৩২) সুখকারকং অথচ মত্ততাকরং ॥ ২৮ ॥

গৌর বলিলেন—হে বদ্ধমুষ্টিক! (কৃপণ, পক্ষে মুষ্টি বদ্ধ আছে) আমার আনন্দের পুষ্টিকর ও দুঃখভঞ্জক কোনও এক অপূর্ব্ব অর্থ তোমার নিকট আছে, তুমি তাহা দিতেছ না কেন? তাহা শুনিয়া শ্রীধর বলিলেন—বিশ্বম্ভর! আমার নিকট একমাত্র আনন্দবেগ-বিনাশক উদ্বেগ ভিন্ন আর কোন অর্থ নাই ॥ ২৭ ॥

বিশ্বম্ভর বলিলেন—কৃপণাগ্রগণ্য! "আমি উদ্বেগ ধারণ করিতেছি"—ইহা সত্য বলিতেছি। কিন্তু এ উদ্বেগ সুখকর বা মত্ততাকারক ও নপুংসকত্বধারী অর্থাৎ ক্লীবলিঙ্গ, পরন্তু চিত্তের অবসাদজনক ও পুংলিঙ্গত্বের আশ্রয় অর্থাৎ পুংলিঙ্গ উদ্বেগ নয় ॥ ২৮ ॥

প্রভুর এই কথা শুনিয়া বিপ্রবর শ্রীধর বিস্ময় ও আনন্দে মগ্নচিত্ত হইলে এবং দেবতাগণ অবলোকন করিতে থাকিলে বিশ্বম্ভর নিজেই কর প্রসারিত করিয়া তাহার হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক গুবাক ফলটি গ্রহণ করিলেন ॥ ২৯ ॥

তদ্দর্শনে দেবগণ বলিতে লাগিলেন—অহো! এই ব্রাহ্মণের বিচিত্রভাগ্য বুঝিতে পারা যায় না। যাঁহার উপমান একমাত্র সুদামা বিপ্রের ভাগ্য ব্যতীত আর কোথায়ও নাই ॥ ৩০ ॥

উদ্দিশ্য যং জুহ্বতি হব্যমগ্নৌ, ভূমীসুরাঃ সোঽপি পতীরমায়াঃ।
গুবাকমেকং পরমাদরেণ, জগ্রাহ যস্যাস্য বিধি (৩৩) র্ন বেদ্যঃ ॥ ৩১ ॥

তদেবং ভিক্ষা-গ্রহণেন সর্ব্বানেব জনাননুকম্প্য যথাবিধি কৃত্যশেষং সমাপিতবতি গৌরচন্দ্রে শ্রীমন্ মিশ্রপুরন্দরো দক্ষিণাদিভিরাচার্য্যমন্নাদিভির্দ্বিজাদীং-স্তোষয়ামাস ॥ ৩২ ॥

অথ সকলশাস্ত্র-প্রবর্ত্তকোঽপি লোকশিক্ষণ-ক্ষণকৃতে (৩৪) কৃতেচ্ছঃ শ্রীগৌরবিধুরবিধুর-ধর্ম্মাচরিতং (ক) শ্রীগঙ্গাদাস-পণ্ডিতং শাস্ত্রাধ্যয়নার্থমুপসসার সসার-বলিকরঃ (৩৫) ॥ ৩৩ ॥

যং বেদেষু পরাশরস্য তনয়ং ন্যায়েঽক্ষপাদং মুনিং (৩৬)
যোগে শ্রীলপতঞ্জলিং কণভুজং বৈশেষিকে দর্শনে।
মীমাংসাসু জৈমিনিঞ্চ কপিলং সাংখ্যে তথা পাণিনিং
সাক্ষাদ্ ব্যাকরণে বদন্তি ভরতং কাব্যেষু বিদ্বজ্জনাঃ ॥ ৩৪ ॥

(৩৩) ভাগ্যং ॥ ৩১ ॥

(৩৪) লোকশিক্ষণমেব ক্ষণ উৎসবস্তস্য কৃতে তদর্থং, (ক) অবিকলং ধর্ম্মাচরিতং যস্য, (৩৫) সারেণ বলিনা উপহারেণ সহিতঃ করো যস্য ॥ ৩৩ ॥

(৩৬) অক্ষপাদং মুনিং গৌতমম্ ॥ ৩৪ ॥

যাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ব্রাহ্মণগণ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন, সেই রমাপতি নারায়ণও পরমাদরে যাঁহার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক একমাত্র গুবাক গ্রহণ করিলেন, তাঁহার ভাগ্য বুদ্ধির অগোচর ॥ ৩১ ॥

এইপ্রকারে ভিক্ষাগ্রহণের দ্বারা সকল মনুষ্যকে অনুকম্পা করিয়া গৌরচন্দ্র অবশিষ্ট কর্ম্ম যথাবিধি সম্পন্ন করিলে শ্রীমান্ মিশ্রপুরন্দর দক্ষিনাদিদ্বারা আচার্য্যকে এবং অন্নাদিদ্বারা ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥

অনন্তর শ্রীগৌরচন্দ্র সকল শাস্ত্র প্রবর্ত্তক হইলেও লোকশিক্ষারূপ উৎসবের নিমিত্ত ইচ্ছুক হইয়া অবিকল ধর্ম্মাচরণকারী শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য উৎকৃষ্ট উপহার হস্তে লইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৩ ॥

স চ যথাবিধিকৃতবন্দনং মিশ্র-নন্দনং নিবেদিতাভিপ্রায়ং দত্তপ্রীতিদায়ং মহাদরেণ স্নেহভরেণ স্বীকৃত্যাধ্যাপয়িতুমারেভে ॥ ৩৫ ॥

সকৃৎ সকৃদ্ গৌরবিধুর্গুরোর্মুখা-
দাকর্ণ্য শাস্ত্রাণি যদগ্রহীদসৌ।
ন তদ্বিচিত্রং যদমুং পুরাবিদঃ
সরস্বতীবল্লভমাচচক্ষিরে ॥ ৩৬ ॥

ব্যক্তিং সমৃচ্ছন্ত্যচলাদ্গুরো-(৩৭) র্হিতং
কর্ত্তুং জনেভ্যো জড়রূপ-ধারিণী (৩৮)।
বিদ্যাততির্গৌরহরিং যথা নদী-
ততিঃ সমাপদ্যত যাদসাং নিধিম্ ॥ ৩৭ ॥

(৩৭) অচলপাদাচার্য্যাৎ পক্ষে মহতোঽচলাৎ পর্ব্বতাৎ (৩৮) বিদ্যা—পক্ষে অজড়েতিচ্ছেদঃ ॥ ৩৭ ॥

পণ্ডিতগণ যাঁহাকে বেদে পরাশরনন্দন বেদব্যাস, ন্যায়শাস্ত্রে অক্ষপাদ গৌতম মুনি, যোগে শ্রীপতঞ্জলি, বৈশেষিকদর্শনে কণাদ, মীমাংসাতে জৈমিনি, সাংখ্যে কপিল, ব্যাকরণে সাক্ষাৎ পাণিনি এবং কাব্যে ভরত বলিতেন ॥ ৩৪ ॥

মিশ্রনন্দন বিশ্বম্ভর তাঁহাকে যথাবিধি বন্দনা করিয়া নিজ অভিপ্রায় নিবেদন করিলে পণ্ডিত গঙ্গাদাস সাদরে তাঁহাকে প্রীতিদান করতঃ তাঁহার কথা স্বীকার করিয়া স্নেহভরে তাঁহাকে পড়াইতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৫ ॥

গৌরবিধু গুরুর মুখ হইতে এক একবারমাত্র শুনিয়াই যে শাস্ত্রসকল ধারণা করিয়াছিলেন তাহা বিচিত্র নহে, কেননা, পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ তাঁহাকে সরস্বতী-পতি বলিয়াছেন ॥ ৩৬ ॥

মহাপর্ব্বত হইতে প্রকাশ লাভ করিয়া জনগণের হিতসাধনের নিমিত্ত জল-রূপধারিণী নদীশ্রেণী যেমন সমুদ্রে গিয়া মিলিত হয়, সেইরূপ ধীর স্বভাব গুরু হইতে প্রকাশপ্রাপ্ত হইয়া মানবগণের মঙ্গল করিবার জন্য চৈতন্যরূপধারী বিদ্যাসমূহ শ্রীগৌরহরিতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল ॥ ৩৭ ॥

তদেবং বিদ্যাভ্যাস-দক্ষতয়াঽক্ষতয়া সেনয়া হিতানিব হিতানি বর্দ্ধয়ন্ত্যা সতীর্থান্ পরাভবদপরাভব-দহনঃ (৩৯) ॥ ৩৮ ॥

যদ্যপ্যেকো গুরুরুপদিদেশৈকধৈবৈষ সর্ব্বান্
গৌরে ধীমত্য (৪০) ধিকমুদয়ং প্রাপ বিদ্যা তথাপি ।
সূরে (৪১) রোচির্ব্বিকিরতি সমং সর্ব্বতো লোকমধ্যে
নাচ্চং সূর্য্যোপলগিরিতটে জৃম্ভতে হি প্রকাশঃ ॥ ৩৯ ॥

তাদৃশঞ্চ তস্য বিদ্যোদয়মবগত্য মত্যধ্বদূরে পূরে প্রমোদস্য মগ্নোলগ্নো বিস্ময়ে গুরুরুও সংশয়েন মনসেদং বিমমর্শ—॥ ৪০ ॥

অহো ! কিমাশ্চর্য্যমিদং ময়া সকৃদ্‌খ—
দুচ্যতে শাস্ত্রগভীর দুর্গমম্ ।
তদপ্যয়ং মিশ্রপুরন্দরাত্মজঃ
সমগ্রমভ্যস্যতি যত্নমন্তরা ॥ ৪১ ॥

(৩৮) বিদ্যা—পক্ষে অজডেতি চ্ছেদঃ ; ॥ ৩৭ ॥

(৩৯) অপরেষাং স্বীয়ানাম্ ; অভবস্য অমঙ্গলস্য দহনঃ ॥ ৩৮ ॥

(৪০) প্রশস্তবুদ্ধিযুক্তে, (৪১) সূর্য্যে ॥ ৩৯ ॥

এইরূপে নিজ জনের অমঙ্গলহারী প্রভু অক্ষত সেনাদ্বারা শত্রুদিগকে জয় করিবার ন্যায় বিদ্যাভ্যাসের নিপুনতা দ্বারা সকলের মঙ্গলবৃদ্ধি করতঃ সতীর্থগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন ॥ ৩৮ ॥

যদিও একজন মাত্র গুরু একবার মাত্র সকলকেই উপদেশ দিতেন তথাপি পরম বুদ্ধিমান্ গৌরচন্দ্রে বিদ্যা অধিক প্রকাশ পাইয়াছিল । যেহেতু সূর্য্য সংসার মধ্যে সর্ব্বত্র সমান ভাবে কিরণ বিকীরণ করিলেও সূর্য্যকান্তমনিময়পর্ব্বততটে তাহার অধিক প্রকাশ হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

পণ্ডিত গঙ্গাদাস তাঁহার ঐরূপ বিদ্যায় উন্নতি অবগত হইয়া মনোমার্গের অগোচর আনন্দ প্রবাহে মগ্ন ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া অত্যন্ত সংশয় ভরে মনে মনে এইরূপ বিচার করিতে লাগিলেন । ॥ ৪০ ॥

ঈদৃশী চ মেধা কেবলং বলদেব-দেবকীনন্দনয়োরেব পুরাণেষু শ্রূয়তে, নান্যস্য। ততো বিতর্কণীয়ময়ং ক ইতি ॥ ৪২ ॥

অয়ঞ্চোপনয়নাবধিস্নানসময়াদন্যদা বিষ্ণুপদ্যাং পদং নার্পয়িষ্যামীতি প্রতিজ্ঞাং চক্রে, ততোঽদ্যৈব ময়া সংশয়োঽয়মপনেয় ইতি পরামৃশ্য শিষ্য-সমূহং স্বস্বসদনায় সাদয়িত্বা তন্মাত্র-সহিতঃ স্নাতুং সুরসরিতং সসার ॥ ৪৩ ॥

তত্র চ তৃতীয়জন-রহিতে তীর্থে স্নানাদিসংপাদ্য গৌর-সুন্দরে শাখিচ্ছায়া-মধ্যাসীনে শ্রীগঙ্গাদাসঃ স্নানাদিবিধায় পিতৃ-তর্পণায় পাথসি প্রবিষ্টস্তমুবাচ ॥ ৪৪ ॥

ভোস্তাত বিশ্বম্ভর ! তীরভূমৌ
নিস্মৃত্য সংস্থাপ্য তিলস্য পাত্রম্ ।
ইহৈত্য সন্তর্পণমারভে (৪০) ঽহং
ততস্তদানীয় সমর্পয় ত্বম্ ॥ ৪৫ ॥

(৪২) ইদানীমেবানন্বযান ॥ ৪৫ ॥

অহো কি আশ্চর্য্য ! অতি দুর্গম যে শাস্ত্র আমি একবার মাত্র বলিতেছি, এই মিশ্রপুরন্দর-নন্দন বিনাযত্নে তাহা সমগ্রই অভ্যাস করিতেছে ॥ ৪১ ॥

এই প্রকার মেধা কেবল পুরাণে বলদেব ও দেবকীনন্দন কৃষ্ণেরই শুনিতে পাওয়া যায়। অন্য কাহারও শুনিতে পাওয়া যায় না, অতএব "এ বালক কে" ইহাই বিতর্কের বিষয় ॥ ৪২ ॥

এই বিশ্বম্ভর উপনয়নের সময় হইতে "স্নানের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে গঙ্গায় চরণ অর্পণ করিব না" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। অতএব অদ্যই আমি এই সংশয় দূর করিব, এইরূপ বিচার করিয়া শিষ্যগণকে নিজ নিজ গৃহে পাঠাইয়া দিলেন এবং কেবল মাত্র তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সুরধুনীতে গমন করিলেন ॥ ৪৩ ॥

সেই তৃতীয় ব্যক্তি রহিত গঙ্গার ঘাটে গৌরসুন্দর স্নানাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া রহিলেন। এ দিকে শ্রীগঙ্গাদাস স্নানাদি করতঃ পিতৃতর্পণের নিমিত্ত জলে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিলেন ॥ ৪৪ ॥

এতাং সমাকর্ণ্য গুরোঃ সরস্বতীং
বুদ্ধা চ তস্যাশয়মীশ্বরেশ্বরঃ।
তিলস্য পাত্রং পরিগৃহ্য জাহ্নবী–
জলং প্রতীবাঙ্ঘ্রিসরোজমক্ষিপৎ ॥ ৪৬ ॥

তদৈব তস্যাঙ্ঘ্রি-সমর্পণস্থলে
সরোজমেকং সমভূত্তদিচ্ছয়া।
পরাঙ্ঘ্রিবিন্যাসভুবীতরস্তথা
তয়োরুপর্য্যেব পদে ন্যধাৎ প্রভুঃ ॥ ৪৭ ॥

গৌরেচ্ছয়া তদ্‌যুগলং সরোজয়ো
রভূদিতি ব্যাহ্রিয়তেঽখিলৈর্জনৈঃ।
অহন্তু মন্যেঽস্য পদস্পৃগাশয়া (৪৩)
প্রসারিতং জহ্নুজয়া করদ্বয়ম্ ॥ ৪৮ ॥

(৪৩) স্পৃক্ স্পর্শঃ, ॥ ৪৮ ॥

বৎস বিশ্বম্ভর! আমি ভুলিয়া তীরে তিলপাত্র রাখিয়া এখানে আসিয়া তর্পণ আরম্ভ করিয়াছি। অতএব তুমি আমায় তাহা আনিয়া দাও ॥ ৪৫ ॥

গুরুর এইকথা শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহার হৃদয়ের অভিপ্রায় অবগত হইয়া পরমেশ্বর তিলের পাত্র লইয়া জাহ্নবীজলের উদ্দেশ্যেই যেন চরণ কমল চালনা করিলেন ॥ ৪৬ ॥

তৎক্ষণাৎ তাঁহার চরণ অর্পণ স্থানে তাঁহার ইচ্ছাবলে একটী কমল উৎপন্ন হইল। অন্য চরণ বিন্যাস স্থানে সেইরূপ আর একটী কমল উৎপন্ন হইল। প্রভু সেই দুইটী পদ্মের উপরেই পদ স্থাপন করিলেন ॥ ৪৭ ॥

শ্রীগৌরের ইচ্ছায় ঐ পদ্মদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছিল—সকল লোকে একথাই বলে। কিন্তু আমার মনে হয়—গৌরের চরণ স্পর্শ করিবার আশায় জহ্নুতনয়া নিজ করদ্বয় প্রসারিত করিয়াছিলেন ॥ ৪৮ ॥

গৌরস্য পাদযুগলং জলজাতবৃন্দং
বাঢ়ং পরাভবদিতি প্রবদন্তি শক্ জ্ঞাঃ (৪৪)
তন্নোমৃষেতি কিল বেদয়িতুং জনৌঘং
মন্যে তদম্বুজ-যুগোপরি সংররাজ (৪৫) ॥ ৪৯ ॥
কিংবাস্য পাদযুগলং শতপত্র রাজী—
র্মেনে স্বমিত্রমিতি তস্য বিলোক্য (৪৬) তর্হি।
সন্ধা-বিভঞ্জন (৪৭) মুপস্থিতমুণ্মিতং সৎ
তস্যা দ্বয়ং স্বয়মদঃ প্রণয়াদ্দধার (৪৮) ॥ ৫০ ॥
কর্ণিকোপরি পদ্মস্য ররাজ চরণঃ প্রভোঃ।
সুবর্ণ-ভূভৃতঃ পৃষ্ঠে প্রভাতে ভানুমানিব ॥ ৫১ ॥

তদেতদালোক্য সুরসিদ্ধযোগিজনেষু জয়ধ্বনিং বিদধানেষু তত্রৈব স্থিতঃ কলিযুগজীবেষু ভাবুকপ্রকরভাজনং (৪৯) করভাজনঃ স্বমন সীদংজগাদ—॥ ৫২ ॥

(৪৪) জ্ঞাঃ পণ্ডিতাঃ, (৪৫) তৎপাদযুগলম্, অন্যোঽপি পরাভূতস্যোপরি রাজতোব ॥ ৪৯ ॥
(৪৬) তস্য পাদযুগলস্য, বিলোক্য স্থিতায়া ইত্যাধ্যাহার্যাং ; (৪৭) প্রতিজ্ঞাভঙ্গং ; (৪৮) পদ্মশ্রেণ্যাঃ সংস্পর্শাৎ স্বয়মুগ্মাব অদঃ পাদযুগলং প্রণয়াৎ দধার, অন্যোঽপি স্বমিত্রস্য প্রতিজ্ঞাভঙ্গং দৃষ্ট্বা তং রক্ষত্যেব ॥ ৫০ ॥
(৪৯) ভাবুক-প্রকরং শুভ-সমূহং ভাজয়তি প্রাপয়তীতি ॥ ৫২ ॥

গৌরের চরণযুগল কমলসমূহকে অতিশয় পরাজিত করিয়াছিল—পণ্ডিতগণ যে একথা বলেন তাহা মিথ্যা নহে। জনবৃন্দকে এই বিষয়ে জানাইবার জন্য বোধ হয় তাহার পদদ্বয় পদ্মদ্বয়ের উপর বিরাজ করিতেছিল ॥ ৪৯ ॥

কিংবা তাঁহার পদযুগল কমলশ্রেণীকে নিজ মিত্র বলিয়া মনে করিত, সেই জন্যই ঐ চরণদ্বয়ের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ উপস্থিত দেখিয়া পদ্মশ্রেণী সংস্পর্শে দুইটী পদ্ম হইয়া নিজে প্রীতিভরে ঐ চরণদ্বয়কে ধারণ করিয়াছিল ॥ ৫০ ॥

পদ্মের কর্ণিকার উপর প্রভুর চরণ প্রভাত কালে স্বর্ণপর্ব্বতের পৃষ্টে সূর্য্যের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল ॥ ৫১ ॥

তাহা দর্শন করিয়া দেবতা সিদ্ধ ও যোগীগণ সকলে জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাদের মধ্যে অবস্থিত কলিযুগের জীবগণের প্রতি অশেষ কল্যাণপ্রদ যোগীন্দ্রকরভাজন নিজমনে এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ৫২ ॥

অহো ! সমাধিশুদ্ধমতিনা প্রজাপতিনা পদ্মনাভং প্রতি যদুক্তং—যদ্ যদ্ধিয়া ত উরুগায় ! বিভাবয়ন্তি, তত্তদ্বপুঃ (৫০) প্রণয়সে সদনুগ্রহায়েতি (ভাঃ ৩।৯।১১) তদ্ যথার্থমেব ॥ ৫৩ ॥

যতঃ প্রশ্নবিহিতকলিজন-কং (৫১) জনকং প্রতি কলিযুগোপাস্য-বর্ণনে—

"ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিব-বিরিঞ্চি-নুতং শরণ্যম্ ।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপালভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ ! তে চরণারবিন্দম্ ॥"[ভাঃ ১১।৫।৩৩]

ইত্যত্র শ্লেষেণ যালীলা ময়া বর্ণিতা, সৈবেয়ং ভগবতা প্রকটিতা ॥ ৫৪ ॥

---

(৫০) বপুরিত্যুপলক্ষণং, তেষামাকাঙ্ক্ষিতং সাধয়সীত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

(৫১) প্রশ্নেন বিহিতং কলিজনানাং কং সুখং যেন ॥ ৫৪ ॥

অহো সমাধি দ্বারা শুদ্ধচিত্ত প্রজাপতি ব্রহ্মা পদ্মনাভ ভগবানের প্রতি যে বলিয়াছিলেন—"হে উরুগায় ! তাহারা বুদ্ধিদ্বারা তোমার যে যে স্বরূপের ভাবনা করিয়া থাকেন, ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত তুমি সেই সেই মূর্ত্তি প্রকট করিয়া থাক তাহা যথার্থই ॥ ৫৩ ॥

যেহেতু "যিনি প্রশ্নের দ্বারা কলিযুগ-জাত জনবৃন্দের সুখ বিধান করিয়াছেন, সেই জনকরাজের প্রতি কলিযুগের উপাস্য বর্ণন প্রসঙ্গে—হে প্রণতজনপালক ! হে মহাপুরুষ ! আমি সর্ব্বদা ধ্যানযোগ্য, ইন্দ্রিয় কুটুম্বাদির তিরস্কারনাশক, অভীষ্ট পূরক, গঙ্গাদি তীর্থ সমূহের আশ্রয়, শিব ও ব্রহ্মা কর্ত্তৃক স্তুত, সকলের আশ্রয়যোগ্য নিজভৃত্যজনের দুঃখনাশন ও ভবসমুদ্রের তরণীস্বরূপ আপনার চরণকমল বন্দনা করি—এই শ্লোকে শ্লেষের দ্বারা আমি যে লীলা বর্ণনা করিয়াছি, ভগবান সেই লীলাই এখানে প্রকাশ করিলেন ॥ ৫৪ ॥

তথাহি তস্যার্থঃ—ভো মহাপুরুষ ! ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডলত্বাদিলক্ষণজুষ ! তে পদারবিন্দং পদ-সম্বন্ধ্যরবিন্দং বন্দে। কুত্রত্যং তীর্থাস্পদং গঙ্গায়াং লব্ধপদং। নমু কিমর্থমুদিতং তত্রোদিতং ? সদা পরিভবঘ্নমিতি সতো মান্যাদতিধন্যাদর্থাদু-পাধ্যায়তঃ সম্যক্ পরিভবো ভবতঃ প্রগাঢ়দুঃখকূপঃ প্রতিজ্ঞাভঙ্গরূপস্তস্য বাধকং ভবতোঽভীষ্টসাধকং। শিষ্টানি তু পদানি মিষ্টানি স্পষ্টতাপ্রদানীতি ॥ ৫৫ ॥

তদেবমম্বুজোপরি নিহিত-পদদ্বয়ে শ্রীশচীতনয়ে গৃহাণ ভগবন্নিতি মুহুর্ব্যাহরতি বিলোকিত-তচ্চরিতঃ শ্রীগঙ্গাদাসপণ্ডিতঃ কতিচন ক্ষণানজড়োঽপি (৫২) জড়তাং জগাহে ॥ ৫৬ ॥

পরতস্ত্র প্রাপ্তবোধঃ স্বস্মিংস্তিল-পুটীমর্পয়িত্বা তটভূমিগটিতে গৌরচন্দ্রে পুলকিত-সকল-সংহননো লোচন-সলিল-স্নপিতাননো বিমমর্শ ধৈর্য্যমণ্ডিতঃ স পরম-পণ্ডিতঃ ॥ ৫৭ ॥

(৫২) অজড়োঽপি বিজ্ঞোঽপি অথচ জড়তারহিতোঽপি ॥ ৫৬ ॥

যেহেতু তাহার অর্থ, যথা—হে মহাপুরুষ ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলত্বাদিলক্ষণযুক্ত ! তোমার পদারবিন্দ পদসম্বন্ধি অরবিন্দ বন্দনা করি। কোন্ স্থানীয় অরবিন্দ ? তীর্থাস্পদ গঙ্গায় লব্দপদ অর্থাৎ উৎপন্ন। আচ্ছা, কিজন্য তথায় উদিত একথা বলা হইল ? সদাপরিভবঘ্ন সৎ অর্থাৎ মান্য, অতিধন্য অর্থাৎ উপাধ্যায় হইতে সম্যক্ পরিভব অর্থাৎ আপনার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ স্বরূপ প্রগাঢ় দুঃখ তাহার বাধক, আপনার অভীষ্টসাধক। অবশিষ্ট পদগুলি মধুর ও সুস্পষ্ট ॥ ৫৫ ॥

এই প্রকারে শ্রীশচীনন্দন পদ্মযুগলের উপর চরণদ্বয় রাখিয়া “ভগবন্ ! গ্রহণ করুন”—এই কথা পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলে শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত তাঁহার চরিত্র দেখিয়া কয়েকক্ষণ যাবৎ অজড় অর্থাৎ বিজ্ঞ অথচ জড়তা রহিত হইলেও জড়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৫৬ ॥

অহো ! অয়ং মিশ্রপুরন্দরাত্মজঃ
কথঞ্চ ন প্রাকৃত-মানুষো ভবেৎ ।
বিলোক্যতামস্য পরাশয়জ্ঞতা (৫৩)
বিসর্গশক্তিঃ (৫৪) মনোনুসারিণী ॥ ৫৮ ॥

অনেন শক্ত্যোর্যুগলেন মেধয়া—
প্যচিন্ত্যয়াংশো নু (৫৫) ভবেদয়ং হরেঃ।
অলৌকিকঃ কোঽপি গুণোঽস্তি যত্র তং
যতো নিজাংশং ভগবান্ স্বয়ং জগৌ ॥ ৫৯ ॥

তথাচৈকাদশে (১৬।৪০) "তেজঃ শ্রীকীর্ত্তিরৈশ্বর্য্যং হ্রী ত্যাগঃ সৌভগং ভগঃ।
বীর্য্যং তিতিক্ষা বিজ্ঞানং যত্রযত্র স মেঽংশকঃ ॥" ॥ ৬০ ॥

(৫৩) সা চ স্বাভীষ্ট-পূরণেনানুমিতা, (৫৪) সা চ কমলদর্শনাদনুমিতা ॥ ৫৮ ॥
(৫৫) নু বিতর্কে ॥ ৫৯ ॥

অনন্তর তিনি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে গৌরচন্দ্র তাহাকে তিলের পাত্রটি অর্পণ করিয়া তীরে গমন করিলেন। তখন পরম পণ্ডিত শ্রীগঙ্গাদাস ধৈর্য্য প্রাপ্ত হইয়া পুলকিত সর্ব্বাঙ্গে ও অশ্রুপ্লাবিত বদনে চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥

অহো ! এই মিশ্রপুরন্দরপুত্র কোনও প্রকারে প্রাকৃত মনুষ্য নহেন। কেন-না ইঁহার পরের অভিপ্রায় বিজ্ঞতা এবং মনের অনুযায়ী বিশেষ সৃষ্টিশক্তি দর্শন কর ॥ ৫৮ ॥

এই দুইটী শক্তিদ্বারা ও ইঁহার অচিন্তনীয় মেধাদ্বারা আমার মনে হয়, ইনি শ্রীহরির অংশ হইতে পারেন। যেহেতু যেখানে কোনও এক অলৌকিক গুণ আছে, স্বয়ং ভগবান্ তাহাকে নিজের অংশ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ৫৯ ॥

যেমন একাদশ স্কন্ধে—যেখানে যেখানে তেজঃ, শ্রী, কীর্ত্তি, ঐশ্বর্য্য, লজ্জা, ত্যাগ, সৌন্দর্য্য, ভগ, বীর্য্য, তিতিক্ষা ও বিজ্ঞান বর্ত্তমান আছে সেই সকলই আমার অংশ ॥ ৬০ ॥

ততো নূনমংশোঽয়ং সাধূনাং পরায়নস্য, নারায়ণস্য, নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ, কিন্তু বৃত্তমিদমিদানীং ময়া গোপনীয়মালপনীয়মালয়াসক্তেষু ন জনেষু, পরতস্তু সর্ব্বং ব্যক্তীভবিষ্যতীতি ॥ ৬১ ॥

তদেবং বিচার্য্য শ্রীগঙ্গাদাসাচার্য্যঃ শ্রীশচীতনয়ং প্রস্থাপ্য তদালয়ং, স্বয়মপি নিজধাম প্রীতিযুক্তো জগাম ॥ ৬২ ॥

অথ কদাচিদেকাদশী-বাসরে প্রাত্যহিক-প্রাতর্ব্বন্দনাবসরে শ্রীমদ্বিশ্বম্ভরো নবাম্বুদ-গম্ভীরস্বরো গৌরব-পুরঃসরং নিজগাদ মাতরম্— ॥ ৬৩ ॥

মাতস্ত্বমদ্যাবধি বাসরে হরেঃ
কদাচিদন্নং নহি ভুঙ্‌ক্ষ্ব মদ্গিরা।
যতস্তদাশ্রিত-সমস্ত পাতকান্য—
মুত্র (৫৬) তিষ্ঠন্তি বদন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ৬৪ ॥

(৫৬) তদন্নমাশ্রিত্য অমুত্র হরিবাসরে ॥ ৬৪ ॥

অতএব নিশ্চয়ই ইনি সমস্ত সাধুগণের একমাত্র আশ্রয় নারায়ণের অংশ। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ব্যাপার আমি গোপন করিয়া রাখিব। বিত্ত ও গৃহে আসক্ত লোকের নিকট বলিব না। অতঃপর সমস্তই প্রকাশ পাইবে ॥ ৬১ ॥

এইরূপ বিচার করিয়া আচার্য্য শ্রীগঙ্গাদাস শ্রীশচীতনয়কে তাহার গৃহে পাঠাইয়া দিয়া নিজেও প্রীতিযুক্ত হইয়া গৃহে গমন করিলেন ॥ ৬২ ॥

অনন্তর একদা শ্রীএকাদশীর দিনে প্রাতর্ব্বন্দনার সময়ে শ্রীমান্ বিশ্বম্ভর নব-মেঘের ন্যায় গম্ভীর স্বর গৌরবের সহিত নিজ জননীকে বলিলেন ॥ ৬৩ ॥

"মা আজ হইতে তুমি আমার কথায় শ্রীহরিবাসরে কখনও অন্ন ভোজন করিওনা। যেহেতু পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন—ঐ হরিবাসরে অন্নকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত পাতক অবস্থান করে ॥ ৬৪ ॥

শ্রীশচী জগাদ—“তাত ! সত্যং কথয়সি, কিন্তু সভর্ত্তৃকয়া কয়াপি নার্য্যা নার্য্যাধ্ববর্ত্তিন্যোপবাসো বিধেয়ঃ। ‘পত্যৌ জীবতি যা নারী উপবাসব্রতং চরেৎ। আয়ুঃ সা হরতে ভর্ত্তুর্নরকঞ্চৈব গচ্ছতীতি’ বিষ্ণুবচনাদিতি স্মৃতিবিদো বদন্তি, ততোঽস্মাভির্নোপোষ্যতে” ॥ ৬৫ ॥

ভগবান্ বভাষে—“মাতর্নৈতৎ সাধু, ‘সপুত্রশ্চ সভার্য্যশ্চ স্বজনৈর্ভক্তিসংযুতঃ। একাদশ্যামুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপী’তি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-নারদবচনাৎ, গান্ধার্য্যাদিভি-র্বিহিতত্বাচ্চ ; তথাচ স্কান্দে—‘দশম্যৈকাদশী বিদ্ধা (৫৭) গান্ধারী তামুপোষিতা। তস্যাঃ পুত্রশতং নষ্টং তস্মাত্তাং পরিবর্জ্জয়েদিতি’। বিষ্ণুবচনন্তু বৈষ্ণবেতর-স্ত্রীপরংজ্ঞেয়মিতি ॥ ৬৬ ॥

(৫৭) অনেন কদাচিদ্ বিদ্ধোপবাসাচরণেন সর্ব্বদা শুদ্ধোপবাসোঽবগম্যতে ॥ ৬৬ ॥

শ্রীশচী উত্তর করিলেন—বৎস সত্যই বলিতেছ। কিন্তু আর্য্যপথবর্ত্তিনী কোনও সধবা নারীর উপবাস করা উচিত নহে। কেননা পতি জীবিত থাকিতে যে রমণী উপবাস ব্রত আচরণ করে সে স্বামীর আয়ু হরণ করে এবং নরকে যায়, বিষ্ণুর এই বচন অনুসারে স্মৃতি শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ ঐ কথাই বলিয়া থাকেন। অতএব আমরা উপবাস করি না ॥ ৬৫ ॥

ভগবান্ বলিলেন—মাতঃ ! পুত্র, ভার্য্যা ও স্বজনের সঙ্গে সকলেরই ভক্তিযুক্ত হইয়া উভয় পক্ষের একাদশীতেই উপবাস করা কর্ত্তব্য বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে নারদের এই প্রকার বচন অনুসারে এবং গান্ধারী প্রভৃতি ইহার আচরণ করিয়াছেন বলিয়া আপনার একথা সমীচীন নহে। গান্ধারীর ব্রতের কথা স্কন্ধ পুরাণে যথা—দশমীবিদ্ধা যে একাদশী তাহাতে গান্ধারী উপবাস করিয়াছিলেন। সেজন্য তাহার শত পুত্র বিনষ্ট হইয়াছিল। অতএব তাহা পরিত্যাগ করিবে। পক্ষান্তরে বিষ্ণুর যে বচন তাহা বৈষ্ণব ভিন্ন অবৈষ্ণব স্ত্রী সম্বন্ধেই জানিতে হইবে ॥ ৬৬ ॥

এতদ্বচো গৌরহরের্নিশম্য, ভদ্রং তথাস্ত্বিত্যভিলপ্য মাতা।
তদ্দিনপ্রমারভ্য হরের্দিনেষু, প্রচক্রমে ভক্তিযুতোপবস্তুম্ ॥ ৬৭ ॥

এতাঞ্চ বার্ত্তাং লোকমুখাদাকর্ণ্য পরমবিস্মিতঃ শ্রীগঙ্গাদাস-পণ্ডিতঃ কদাচিদধ্যাপনাকালে সংসদন্তরালে শিষ্য-সমুদায়ম্প্রতি জগাদ সানন্দমতি ॥ ৬৮ ॥

বিশ্বম্ভরস্য জনবৃন্দগিরাবগত্য
বিদ্যাপ্রভাবমভিলক্ষবিচিত্র-কর্ম্মঃ।
সংচিন্তয়ামি মনসা তত এব (৫৮) যূয়ং
শাস্ত্রাণ্যধীধ্বমিতি সন্ততমেব পুত্রাঃ ॥ ৬৯ ॥

কিন্ত্বেতদিষ্টমথবা ভবতামনিষ্টং
স্যাদিত্যলং নহি ভবামি সুতা! বিবোদ্ধুম্।
শক্নোমি বো নহি নিদেষ্টুমতস্তদর্থং
ক্রূতাত্র বিস্ফুটমভীষ্টমিহাস্তি যদ্ব ॥ ৭০ ॥

(৫৮) বিশ্বম্ভরাদেব ॥ ৬৯ ॥

গৌরহরির এই কথা শুনিয়া মাতা "ভাল ! তাহাই হইবে" এই কথা বলিয়া সেইদিন হইতে শ্রীহরিবাসরে ভক্তিযুক্তা হইয়া উপবাস করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৬৭ ॥

লোক মুখে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত পরম বিস্মিত হইলেন। তিনি একদা অধ্যাপনা সময়ে গোষ্ঠী মধ্যে সানন্দচিত্তে শিষ্যগণের নিকট বলিতে লাগিলেন ॥ ৬৮ ॥

জনবৃন্দের বাক্যে বিশ্বম্ভরের বিদ্যার প্রভাব অবগত হইয়া আমি অতুল আনন্দলাভ করিয়াছি। আমি মনে চিন্তা করিতেছি — পুত্রগণ ! তোমরা তাহার নিকটে সর্ব্বদা শাস্ত্র অধ্যয়ন কর ॥ ৬৯ ॥

কিন্তু হে পুত্রগণ ! ইহাতে তোমাদের ভাল হইবে কি মন্দ হইবে—তাহা আমি বুঝিতে পরিতেছিনা এবং তোমাদের আদেশ করিতেও সমর্থ হইতেছি না। অতএব এ বিষয়ে তোমাদের যাহা অভিপ্রায় তাহা স্পষ্ট করিয়া বল ॥ ৭০ ॥

এতদধ্যাপকস্তোপাধ্যাপকস্তোপাখ্যানমাশ্রুত্য শ্রুত্যন্তর (৫৯) মৃতসিক্তা ইব শিষ্যাঃ সমূচুঃ—

"ভগবন্! গুরবঃ করুণাঃ, শিষ্যেম্বিতি যন্নিগদ্যতে লোকৈঃ।
তৎ সত্যত্বং ভবতা, প্রকাশিতং নঃ প্রতীদানীম্ ॥ ৭১ ॥

যস্মাদ্ বিনাপি যাচ্ঞাং, সেবাপেক্ষাং ন কৃত্বাপি।
স্ব-য়মস্মাকমভীষ্টং, সাধয়িতুং যত্নমাচরসি॥ ৭২ ॥

গৌরো দিব্যৈর্গুণসমুদয়ৈঃ সর্ব্বলোকে বরীয়া
নস্মাকস্ত্ব প্রিয়তম-সুহৃৎ সর্ব্বদা সৌখ্যকারী।
বিদ্যাবত্ত্বে সুরগুরুসমস্তত্তোঽধ্যেতুমেতে
সর্ব্বে বাঞ্ছাং বয়মবিরতং ধারয়ামো মনঃ সু ॥ ৭৩ ॥

(৫৯) কর্ণমধ্যে ॥ ৭১ ॥

উপাধি প্রদানকারী অধ্যাপকের এই কথা শুনিয়া শিষ্যগণ কর্ণ মধ্যে যেন অমৃতের দ্বারা সিক্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন হে ভগবন্! "শিষ্যগণের প্রতি গুরু কৃপালু" এই কথা যে লোকে বলিয়া থাকে, আপনি এক্ষণে আমাদের নিকট তাহার সত্যতা প্রকাশ করিলেন ॥ ৭১ ॥

যেহেতু বিনা যাচ্ঞায় এবং সেবার অপেক্ষা না করিয়াই আপনি স্বয়ং আমাদের অভীষ্ট সাধন করিতে যত্ন করিতেছেন ॥ ৭২ ॥

উৎকৃষ্ট গুণ সকলের দ্বারা গৌর সমস্ত লোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তিনি আমাদের সর্ব্বদা সুখবিধানকারী প্রিয়তম বন্ধু। বিদ্যাবত্তায় তিনি সুরগুরু বৃহস্পতি সদৃশ। অতএব আমরা সকলে তাহার নিকট অধ্যয়ন করিবার জন্য নিরন্তর মনে মনে বাসনা ধারণ করিতেছি ॥ ৭৩ ॥

কিন্তু ত্বদাজ্ঞাপনমন্তরেণ, ন কুর্ম্মহে কিঞ্চন জাতু কর্ম্ম।
ততস্ততো (৬০) হ্যভূম বয়ং নিবৃত্তা, ভবেম তত্রা (৬১) দ্যপরং প্রবৃত্তাঃ ॥৭৪॥

তদেবমাচার্য্যমাবেদ্য মা-বেদ্যমহিমকম (৬২) হিমকর-রোচিষং (৬৩) শ্রীগৌর-মুপসৃত্য ছাত্রসমুদায়ো মুদা যোগমাপ্নুবন্ গুরোরাদেশং নিবেদয়াঞ্চকার, দয়াঞ্চ-কারয়িতুং বিদ্যাঞ্চাধ্যেতুম্ ॥ ৭৫ ॥

প্রভুস্তু গুরোরাদেশং শ্রুত্বা পরমানন্দিতো মানন্দিতোৎকট-সংশয়ং (৬৪) বিধায় তানধ্যাপয়িতুমারভত ॥ ৭৬ ॥

(৬০) গৌরাদধ্যয়নাৎ ; (৬১) তত্র অধ্যয়নে ॥ ৭৪ ॥
(৬২) মা লক্ষ্মীস্তস্যা অপাবেদ্যঃ মহিমা যস্য, (৬৩) অহিমকর-রোচিষং সূর্য্যসমানকান্তিং ॥ ৭৫ ॥
(৬৪) দিতঃ খণ্ডিতঃ উৎকটঃ সংশয়ো যস্মাৎ না-ধ্যাপয়িষ্যতীতি এবং রূপো যেন তং সম্মানং ।৭৬।

কিন্তু আপনার আদেশ ব্যতীত আমরা কখনও কোন কার্য্য করি না। সেই জন্য আমরা এতদিন তাহা হইতে নিবৃত্ত ছিলাম। কিন্তু অদ্য হইতে আমরা আপনার আজ্ঞায় তাঁহার নিকট পড়িতে প্রবৃত্ত হইব ॥ ৭৪ ॥

আচার্য্য শ্রীগঙ্গাদাসকে এইরূপ জানাইয়া ছাত্রগণ আনন্দযুক্ত হইয়া লক্ষ্মীর ও অগম্য মহিমাশালী সূর্য্য সমান কান্তি শ্রীগৌরের নিকট উপস্থিত হইল এবং তাহাদের প্রতি করুণা বিধান ও বিদ্যাদান করিবার জন্য গুরুর আদেশ নিবেদন করিল ॥ ৭৫ ॥

প্রভু গুরুর আদেশ শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দিত হইলেন। তিনি তাহাদিগকে অধ্যয়ন করাইবেন না বলিয়া তাহাদের মনে যে সংশয় ছিল, এক্ষণে সেই সংশয় যাহাতে দূর হয় এইরূপে তাহাদের প্রতি সম্মান প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে পড়াইতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৭৬ ॥

পারাশরিঃ (৬৫) পৈলমুখৈ-র্দ্বিজৈর্যথা
যথা চ জীবো দিবিষদ্‌গণৈর্বৃতঃ।
ররাজ বিদ্যার্থি-ধরামরব্রজৈ-
স্তথৈব মিশ্রেন্দ্র-তনূজ-চন্দ্রমাঃ ॥ ৭৭ ॥

মুখাম্বুজাদ্ গৌরবিধোঃ সমুদ্‌গতা
বিদ্যাতটিন্যো (৬৬) ভ্রমগন্ধ-বর্জ্জিতাঃ।
ধরাদ্যুসন্নন্দন-(৬৭) ভূধরাবলী-
হৃৎকন্দরা ব্যানশিরে তদাদ্ভুতম্ ॥ ৭৮ ॥

ততো গৌরাল্লব্ধবিদ্যৈস্তৈর্ব্রাহ্মণ-কুমারকৈঃ।
জিতা বিদ্যার্থিনঃ সর্ব্বে নবদ্বীপ-নিবাসিনঃ ॥ ৭৯ ॥

(৬৫) ব্যাসঃ ॥ ৭৭ ॥

(৬৬) অন্যত্র তু তটিনীনা এবাম্বুকাদ্‌ভ্রমগন্ধ'ম, তাশ্চ নৈমৈরাবর্ত্তৈর্যুক্তা ভবন্তি, ভূধরাণাং কন্দরাশ্চ ন ব্যাপ্নুবন্তীতি। (৬৭) ধরাদ্যুসন্নন্দনা ব্রাহ্মণকুমারাঃ ॥ ৭৮ ॥

পৈল প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত পরাশর-নন্দন বেদব্যাস যেমন শোভা পাইতেন এবং দেবগণের দ্বারা বেষ্টিত বৃহস্পতি যেমন শোভা পাইতেন, বিদ্যার্থিরূপ ভূদেবগণের দ্বারা মিশ্রেন্দ্র-নন্দন রূপ চন্দ্রমা সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৭৭ ॥

তখন ভ্রমগন্ধ বর্জ্জিত (ভ্রান্তিলেশ পক্ষে আবর্ত্তলেশশূন্য) বিদ্যায় নদীসকল গৌরবিধুর মুখাম্বুজ হইতে উদ্ভূত হইয়া ব্রাহ্মণ-কুমারগণ রূপ পর্ব্বতশ্রেণীর হৃদয়রূপ গুহাসকল অদ্ভুতরূপে বিস্তার করিয়াছিল ॥ ৭৮ ॥

অনন্তর গৌরের নিকট হইতে বিদ্যালাভ করিয়া সেই ব্রাহ্মণ-কুমারগণ নবদ্বীপবাসী সমস্ত বিদ্যার্থীকে পরাজিত করিয়াছিল ॥ ৭৯ ॥

তদেবমধ্যয়নাধ্যাপনা-কুতুকেন কাতন্ত্রটীকা-বিরচনেন চ বিহরতি হর-তিরস্কারি-বিদ্যে বিশ্বম্ভরে কদাচিন্মিশ্রপুরন্দরস্যারন্দরস্তাপকো (৬৮) জ্বরোঽভবদভবদ (৬৯) স্তমালোক্যাকুলেন কুলেন বন্ধূনামন্ধূনাম (৭০) ন্তঃ পতিতেনেব তেনে বহুধা চিকিৎসা-প্রয়োগঃ ॥ ৮০ ॥

তথাপি ন শান্তে কথঞ্চন রোগে নরো গেহেঽস্মিন্ সময়ে ন স্থাপনীয়োঽপনীয়োগ্রং মোহং সুরতটিনী-তটায় নেতব্য ইত্যুক্ত্বা স সুরধুনীমনায়ি ॥ ৮১ ॥

তীরেঽর্দ্ধং বপুষোর্দ্ধমম্ভসি তথা বিন্যস্য গাঙ্গে মৃদা
গঙ্গা-মৃত্তিকয়া বিলিপ্য সকলামূর্দ্ধাং তনুং নাভিতঃ।
দত্ত্বাস্যে হৃদি মস্তকে চ ভগবচ্ছ্রেষ্ঠং তুলস্যা দলং
গোবিন্দং হৃদি চিন্তয়ন্ সমবিশৎ (৭১) শ্রীমিশ্ররাজস্তদা ॥ ৮২ ॥

(৬৮) অবন্দরস্যাপকোঽতিশয়েন ভয়স্য প্রাপকঃ, (৬৯) অভবদঃ অমঙ্গলদঃ, অসত্তাপ্রদো মরণ-হেতুরিতি বা। (৭০) অন্ধূনাং কূপানাং। ৮০ ॥

(৭১) অশেত, ॥ ৮২ ॥

এই প্রকার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কৌতুকে এবং কাতন্ত্র ব্যাকরণের টীকা-রচনায় বিদ্যায় মহাদেবেরও তিরস্কার জনক বিশ্বম্ভর যখন বিহার করিতেছিলেন তখন একদা মিশ্রপুরন্দরের অতি ভয়ানক জ্বর উপস্থিত হইল। তাহা দেখিয়া বন্ধুগণ কূপ মধ্যে পতিতের ন্যায় ব্যাকুল হইয়া নানাপ্রকার চিকিৎসা বিধান করিতে লাগিলেন ॥ ৮০ ॥

তথাপি কোনও প্রকারে যখন রোগের শান্তি হইল না তখন সকলে বলিতে লাগিলেন—এ সময়ে এ ব্যক্তিকে গৃহে রাখা উচিত নহে। প্রবল মোহ পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে ইহাকে গঙ্গাতীরে লওয়া কর্ত্তব্য—এই বলিয়া সকলে তাঁহাকে গঙ্গায় আনয়ন করিলেন ॥ ৮১ ॥

শরীরের অর্দ্ধভাগ তীরে এবং অর্দ্ধাংশ গঙ্গাজলে রাখিয়া গঙ্গামৃত্তিকা দ্বারা নাভি হইতে সমস্ত ঊর্দ্ধ অঙ্গ বিলিপ্ত করিয়া মুখে হৃদয়ে ও মস্তকে ভগবানের

তঞ্চ তাদৃশং দৃশং সংগমগ্য 'মগ্যনুকম্পাং বিহায় হায়সে ক তাত, তাতপ্যমানমানন্দয় করুণেক্ষণেন, ক্ষীণেন বত কোঽয়মীদৃশো দৃশোরুদ্বেগদো গদো (৭২) জনিষ্টানাং নিষ্টাকরস্তবেত্যাক্রন্দন্ পিতুরাসন্নে (৭৩) সন্নেন কণ্ঠেনোপবিবেশ বিশ্বম্ভরঃ ৮৩ ॥

তঞ্চৈবমাকুলমাকলয্যাতিকাতরো মিশ্রবরো গলদস্রভরোপচ্ছন্নলোচনো গদ্গদাস্পষ্টবচনো নিজগাদ ॥ ৮৪ ॥

গতিরিয়ং প্রথিতা ভববর্ত্তিনাং
পিতরবশ্যমতো জননে মৃতিঃ (৭৪)।
তদিহ মা কুরু শোকমনর্থকং
ন চ বিভীহি হরিঃ স হি রক্ষিতা ॥ ৮৫ ॥

(৭২) রোগঃ, (৭৩) নিকটে ॥ ৮৩ ॥
(৭৪) জননে সতি মৃত্যুরিতি গতিঃ ॥ ৮৫ ॥

শেষ তুলসীদল প্রদান করিয়া হৃদয়ে শ্রীগোবিন্দকে চিন্তা করিতে করিতে তখন মিশ্রবর আনন্দে শয়ন করিয়াছিলেন ॥ ৮২ ॥

তাদৃশ অবস্থাযুক্ত মিশ্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিশ্বম্ভর বিলাপ করিতে লাগিলেন—হায় পিতঃ! আপনি আমার প্রতি অনুকম্পা রহিত হইয়া কোথায় যাইতেছেন? আমি অত্যন্ত সন্তাপ প্রাপ্ত হইতেছি ক্ষণকাল করুণা দৃষ্টি দ্বারা (অথবা করুণা দৃষ্টিরূপ উৎসবের দ্বারা) আমাকে আনন্দিত করুন। হায় নয়নের উদ্বেগ দায়ক অনিষ্টের মূল আপনার এ কিরূপ রোগ জন্মিল। এই বলিয়া বিশ্বম্ভর ক্ষীণকণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার নিকট উপবেশন করিলেন ॥৮৩॥

তাঁহাকে এরূপ আকুল দেখিয়া মিশ্রবর অতিশয় কাতর হইলেন এবং গলদশ্রু ধারায় নয়ন আচ্ছন্ন করতঃ গদগদ ও অস্পষ্ট বাক্যে বলিতে লাগিলেন ॥ ৮৪ ॥

বাপ্! সংসারস্থ জীবের এই গতি প্রসিদ্ধ। জনম হইলে অবশ্য মৃত্যু আছে। অতএব তুমি এ বিষয়ে বৃথা শোক করিওনা। ভয় করিওনা হরি রক্ষাকর্ত্তা আছেন ॥ ৮৫ ॥

ইতি নিগদ্য স হি মিশ্র-পুরন্দরঃ
সুতমদো মুখদত্ত বিলোচনঃ।
কুরু হরে! করুণামিতি সংলপন্
স্ফুটতমং বিলসন্মতি (৭৫) নির্ববৌ॥ ৮৬॥

গঙ্গা তরের্নাম হরিঃ স্বয়ঞ্চ
প্রত্যেকমেব ক্ষয়কৃদ্ভবস্য।
মিশ্রস্য ভাগ্যং কিমু বর্ণনীয়ং
তেষাং ত্রয়ী সম্মিলিতান্তকালে॥ ৮৭॥

অথামলং প্রাপ্য বপুঃ সমেতং (৭৬)
বিমানমারুহ্য বিচিত্রবেশঃ
যযৌ স বৈকুণ্ঠ-পুরায় মিশ্রো
ন দুর্ল্লভং তদ্ধরিভক্তিভাজাম্॥ ৮৮॥

(৭৫) বিলসন্মতি সজ্ঞানং, ॥ ৮৬

(৭৬) সমাগতং ॥ ৮৮ ॥

মিশ্রপুরন্দর পুত্রকে এই কথা বলিয়া তাহার মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ—"হে হরে! করুণা করিও"—এই কথা স্পষ্টভাবে বলিতে বলিতে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করিলেন॥ ৮৬ ॥

গঙ্গা, হরিনাম এবং স্বয়ং হরি—ইঁহারা প্রত্যেকেই সংসার ক্ষয়কারী। মিশ্রের ভাগ্যের কথা কি বলিব যেহেতু তাঁহার অন্তকালে তাঁহাদের তিনের মিলন হইয়াছে॥ ৮৭ ॥

অনন্তর মিশ্র তেজোময় শরীর প্রাপ্ত হইয়া বিচিত্র বেশে সমাগত বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠপুরে গমন করিলেন। যেহেতু হরিভক্তি পরায়ণ জনবৃন্দের তাহা দুর্ল্লভ নয়॥ ৮৮ ॥

ঈদৃশঞ্চ মরণানুকরণমমুদৃশামপ্রাপঞ্চিকানাং ভগবদ্-ভক্তানাং বহির্মুখ-জনবঞ্চনায় যোগমায়য়ৈব প্রকাশ্যতে, বস্তুতস্তু সশরীরা এব তে স্বাভিমতং স্থানমুপসর্পন্তি ॥ ৮৯ ॥

গভীরো নীরেশাদপি পরমধীরঃ শতধৃতেঃ (৭৭)
স্থিতিক্ষু (৭৮) র্বৃক্ষেভ্যো যদপি ভবতি শ্রীদ্বিজবরঃ।
অহো! প্রেম্ণঃ শক্তির্জগতি সুদুরূহা তদপি চ
স্বতাতস্যাযোগাদভবদতিশোকাকুলমতিঃ ॥ ৯০ ॥

তস্য ন্যগাস্যস্য (৭৯) সতো বিলোচনাৎ
সমস্খলন্নুৎকটমশ্রুবিন্দবঃ।
যথাগ্নিবাষ্পাকুলিতাদধোমুখাৎ
পৃষন্তি ধারাং নিপতন্তি নীরজাৎ ॥ ৯১ ॥

(৭৭) ব্রহ্মণঃ, (৭৮) সহিষ্ণুঃ ॥ ৯০ ॥
(৭৯) অধোবদনস্য ॥ ৯১ ॥

জগন্নাথ মিশ্র প্রভৃতির ন্যায় অপ্রাপঞ্চিক ভগবদ্ ভক্তগণের এই প্রকার মরণানুকরণ বহির্মুখদিগকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্ত যোগমায়াই প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা বস্তুতঃ স্বশরীরেই নিজ অভিমত স্থানে গমন করিয়া থাকেন ॥ ৮৯ ॥

যদিও দ্বিজবর শ্রীবিশ্বম্ভর সমুদ্র হইতেও গম্ভীর ব্রহ্মা অপেক্ষাও পরমধীর এবং বৃক্ষ অপেক্ষাও সহিষ্ণু ; তথাপি তিনি নিজপিতার বিরহে অত্যন্ত শোকাকুল চিত্ত হইয়াছিলেন। অহো প্রেমের শক্তি জগতে অতিশয় দুর্জ্ঞেয় ॥ ৯০ ॥

অগ্নিদ্বারা উত্তপ্ত বাষ্পাকুলিত অধোমুখ কমল হইতে যেমন জলবিন্দু সমূহ পতিত হয়, অধোবদনে অবস্থিত বিশ্বম্ভরের নয়ন হইতে সেইরূপ অশ্রুবিন্দু সকল বেগে পতিত হইতে লাগিল ॥ ৯১ ॥

স চ শোকাকুলঃ কাকুললিতং পরিদিদেবা (৮০) দিদেবারাধ্যোঽপি মহিমা-ঽয়মায়তস্য তস্য ভক্তবাৎসল্যস্যাতিকল্যস্যা (৮১) তিকমনীয়ঃ ॥ ৯২ ॥

জনক ! হা কুরুষে কিমিদং প্রভো !
শিশু-মুপেক্ষ্য সুতং ক নু গচ্ছসি ।
ন খলু বৎসল-ভাববতা (৮২) মিদং
সমুচিতং শিশু-পুত্রক-বর্জ্জনম্ ॥ ৯৩ ॥

ননু পুরৈব গতো গৃহতোঽগ্রজ-
স্ত্বমপি সংপ্রতি যাসি ভবান্তরম্ ।
কমবলম্ব্য জনং বত জীবনং
জনক ! ধারয়িতাস্মি তদাদিশ ॥ ৯৪ ॥

---

(৮০) বিললাপ, (৮১) অতিদক্ষস্য পরিদেবনাদৌ নিপুণস্য ॥ ৯২ ॥
(৮২) স্নেহবতাং ॥ ৯৩ ॥

তিনি আদিদেব মহাদেবের আরাধ্য হইলেও শোকে আকুল হইয়া কাতর কণ্ঠে বিলাপ করিতে লাগিলেন। যেহেতু বিলাপাদি বিষয়ে সুনিপুণ ভগবানের বিস্তৃত (নিরতিশয়) ভক্ত বাৎসল্যের ইহাই অতি সুন্দর মহিমা ॥ ৯২ ॥

হা পিতঃ ! আপনি একি করিতেছেন ? হা প্রভো ! আপনি শিশু-পুত্রকে উপেক্ষা করিয়া কোথায় যাইতেছেন। বাৎসল্য পরায়ণ ব্যক্তিগণের শিশুপুত্রকে এই প্রকার পরিত্যাগ করা সমুচিত নহে ॥ ৯৩ ॥

হা পিতঃ ! পূর্ব্বেই আমার অগ্রজ গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি আপনিও পরলোকে গমন করিতেছেন। হায় ! আমি এক্ষণে কাহাকে আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করিব, তাহা বলুন ॥ ৯৪ ॥

ইতি নিশম্য বিলাপ-বচঃ শচী
স্বতমুখাদুদিতং গরলোপমম্।
পতিমপি প্রসমীক্ষ্য তথাবিধং
বিলপতি স্ম লুঠন্ত্যবনীতলে ॥ ৯৫ ॥

কঠিন-চিত্ত বিধে! তব বর্ত্ততে
ন খলু কুত্রচিদপ্যনুকম্পিতা (৮৩)
ইয়মনন্যগতির্যদহং ত্বয়া
হহহ! কৃতা পতি-সঙ্গ পরিচ্যুতা ॥ ৯৬ ॥

অয়ি ধরাসুর-পুঙ্গব! মাং প্রতি
প্রচুরয়া কৃপয়ার্দ্রমতির্ভবান্।
ইতি যদধ্যগমং প্রণয়াৎ পুরা
ভবতি তৎ সকলং বিতথং ধ্রুবম্॥ ৯৭ ॥

---

(৮৩) করুণা ॥ ৯৬ ॥

পুত্র মুখোচ্চারিত গরল সদৃশ এই প্রকার বিলাপ বচন শ্রবণ করিয়া এবং পতিকে ঐ প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত দেখিয়া শচী ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৯৫ ॥

রে কঠিন চিত্ত বিধি! তোর কখনও বিন্দুমাত্রও করুণা নাই। যেহেতু হায়! এই প্রকার অনন্যগতি আমাকে তুই পতিসঙ্গ শূন্যা করিতেছিস্॥ ৯৬ ॥

হে বিপ্রবর! আমি পূর্ব্বে প্রণয় বশতঃ জানিতাম যে আপনি আমার প্রতি অতিশয় কৃপার্দ্রচিত্ত। কিন্তু এক্ষণে তাহা সকলই সত্য সত্যই বৃথা হইতেছে ॥৯৭॥

যদিহ হন্ত ! সহায়-বিবর্জ্জিতাং
স্ব-রহিতে সদনে পরিহায় মাম্ ।
ব্রজসি লোকমমুং বত ভাষসে
যদপি মাং রুদতীং ন নাচক্ষসে (৮৪) ॥ ৯৮ ॥

ভবতু মে বিধিনাতকরুণাত্মনা
যদলিকে (৮৫) লিখিতং নিজ-কর্ম্মতঃ ।
শিশুমতীবমনোজ্ঞমিমং সুতং
কথমুপেক্ষ্য চলস্যতিনিষ্ক্ পম্ ? ॥ ৯৯ ॥

ইত্যেবং শোকবিকলা কবি-কলাপেন (ক) শচী সতনয়া নয়ান্বিতেন বচসা সান্ত্বয়ামাসে—'অয়ি গৌর-জননি ! গৌরজন-নিরুক্তা (৮৬) হস্মাকমাননতো মান-নতোত্তমাঙ্গতয়াহর্থতঃ শ্রূয়তাম্ ॥ ১০০ ॥

(৮৪) ন-চালোকয়সি ॥ ৯৮ ॥

(৮৫) অলিকে ললাটে ॥ ৯৯ ॥

(ক) পণ্ডিত-সমূহেন, (৮৬) ভগবৎপ্রোক্তা ব্রহ্মণা উক্তা বা গৌর্বাণী ॥ ১০০ ॥

যেহেতু হায় ! আপনার পরিত্যক্ত এই শূন্য গৃহে আমাকে অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া আপনি পরলোকে যাইতেছেন। আমি রোদন করিতে থাকিলেও আমার সহিত কথা বলিতেছেন না অথবা আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন না ॥৯৮॥

আমার নিজ কর্ম্মহেতু নিষ্ঠুর বিধি আমার কপালে যাহা লিখিয়াছে তাহাই হউক। কিন্তু অতি এই শিশু পুত্রকে আপনি কেন উপেক্ষা করিয়া অতিশয় নিষ্করুণ ভাবে গমন করিতেছেন ॥ ৯৯ ॥

এই প্রকারে পুত্রের সহিত শচী শোকে বিকল হইয়া পড়িলে পণ্ডিতগণ তখন নীতিপূর্ব্বক বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। অয়ি গৌর-জননি ! আমাদের মুখ হইতে ভগবৎ কথিত বাক্য সসম্মানে নত মস্তকে অর্থের সহিত শ্রবণ করুন ॥ ১০০ ॥

যেষু বান্ধবজনেষু প্রমীতেষু (৮৭) জ্ঞাতয়োঽজ্ঞাতযোগ্যাচরণা (৮৮) মোহ-ব্যামোহ-ব্যাকুলা যদশ্রু পাতয়ন্তি, ধয়ন্তি ধর্ম্মতৎপরা অপি তে তৎ পর-লোকে, ততো বিহায় শোকমতিশয়ং মতিশয়ং (৮৯) সুস্থাভব ॥ ১০১ ॥

গৌরতনো! তনোরুত্তাপকং প্রাপকং প্রায়ো মনঃ ক্ষোভস্য শোকমবদ্য-মবদ্য (৯০) ত্বরিতমনেহসি নেহ (৯১) সিতাংশুবদন! শোভতে শোক-পীবরতা বরতাপশ্চ ॥ ১০২ ॥

তস্মাদুত্থায় ত্বরিতমধুনা মধুনা সমর্প্য পিণ্ডং তথা ঘনরসং নর-সম্প্রদেয়ং (৯২) নাত্র বিলম্বঃ করণীয়ো বিতরণীয়ো বিতর্করহিতৈর্জনৈর্হি স সঃ ॥ ১০৩ ॥

(৮৭) মৃতেষু, (৮৮) ন জ্ঞাতং যোগ্যমাচরণং যৈঃ, (৮৯) বুদ্ধিস্থং ॥ ১০১ ॥
(৯০) অবদ্যং নিন্দ্যং শোকম্ অবদ্য খণ্ডয়; (৯১) ইহ অনেহসি সময়ে ন ॥ ১০২ ॥
(৯২) নরৈঃ প্রদাতব্যং জলং ॥ ১০৩ ॥

যে সকল মৃতবান্ধবগণের উদ্দেশ্যে জ্ঞাতিগণ যোগ্য আচরণ না জানিয়া অজ্ঞান ও অতি মুগ্ধতায় ব্যাকুল হইয়া যে অশ্রুপাত করে, পরলোকে সেই ধার্ম্মিকগণ সেই অশ্রু পান করিয়া থাকেন। অতএব এই অত্যন্ত মানসিক শোক পরিত্যাগ করিয়া সুস্থ হউন ॥ ১০১ ॥

হে গৌরাঙ্গ! শরীরের উত্তাপদায়ক এবং অতিশয় মনঃক্ষোভ জনক নিন্দনীয় শোক শীঘ্র দূর কর। হে চন্দ্রবদন! এই সময়ে শোকাতিশয্য ও অত্যন্ত পরিতাপ শোভা পায় না ॥ ১০২ ॥

অতএব এক্ষণে সত্বর গাত্রোত্থান করিয়া মানবগণের সম্প্রদান যোগ্য মধুর সহিত পিণ্ড ও জল দান কর। এ বিষয়ে বিলম্ব করিও না। যেহেতু বিতর্ক রহিত হইয়া জনবৃন্দের ঐ ঐ বস্তু দান করা কর্ত্তব্য ॥ ১০৩ ॥

তদৈব তদ্বিধায় শ্রুতি-সঙ্কলিত (৯৩) স্কলিতমোহরো মোহরোদনে বিহায় সহায়-সহিতঃ সমুত্থায় তাৎকালিক-ক্রিয়াকলাপং কৃত্বা মাত্রাদিভিঃ সহ গৃহং জগাম ॥ ১০৪ ॥

ততশ্চ যথাবেদং বেদং বেদং (৯৪) বিদ্বদ্ভিরভিহিতং হিতং পরেতস্য পর-লোকায় কায়শোধকং কর্ত্তুর্যথাসময়মসম-যম-ভয়নিবর্হক-বর্হক-চূড়-প্রীণনতয়া (৯৫) দানাদিকর্ম্ম চকার ॥ ১০৫ ॥

আদৌ স্বস্য পিতা স চামরধুনীনীরে স্ব মালোকয়ন্
নাম স্বস্য সমুচ্চরন্নপি জশহো যদপ্যসূন্ জ্ঞানতঃ।
শ্রীগৌরঃ স্বয়মৌর্দ্ধদৈহিকমসৌ তস্যাপি দানাদিকং
চক্রে ধর্ম্মবিধান-শিক্ষণকৃতে তস্যাগ্রহোয়স্মহান্ ॥ ১০৬ ॥

---

(৯৩) শ্রুতিগৃহীতং বিধায় শ্রুত্বেত্যর্থঃ ॥ ১০৪ ॥

(৯৪) বিচার্য্য বিচার্য্য ; (৯৫) অসমযমভয়-নিবর্হকঃ অতুলযমভয়-নাশকঃ, শ্রীকৃষ্ণস্তস্যানন্দন-ত্বেন ॥ ১০৫ ॥

ঐ কথা শ্রবণ করিয়া কলিদুঃখহারী ভগবান্ বিশ্বম্ভর তৎক্ষণাৎ মোহ ও রোদন পরিত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করতঃ বিধি পূর্ব্বক তাৎকালিক ক্রিয়া সমূহ সম্পন্ন করিয়া জননী প্রভৃতির সহিত গৃহে গমন করিলেন ॥ ১০৪ ॥

অনন্তর পণ্ডিতগণ পুনঃ পুনঃ বিচার পূর্ব্বক বেদ অনুসারে পরলোকগত ব্যক্তির মঙ্গলকর ও কর্ম্মকর্ত্তার শরীর শোধক যাহা যাহা বলিয়াছিলেন গৌর যথা সময়ে অতুল যমভয় নিবারক শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত সেই সেই সকল দানাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥ ১০৫ ॥

এবং যথাশাস্ত্রমতং স গৌরো
বিধায় কৃত্যং পিতুরাদরেণ।
পুনঃ প্রমোদাদধিয়ন্ স্বশিষ্যা-
নধ্যাপয়ংশ্চ স্বগৃহে ললাস॥ ১০৭॥

ইতীত্যাদি শ্রীগৌরলীলামৃতে কৈশোরলীলাবর্ণনে উপনয়নাদি-
বিলাসো নাম একাদশ আস্বাদঃ॥

প্রথমতঃ তাঁহার পিতা জাহ্নবী সলিলে তাঁহাকে দর্শন করিতে করিতে ও তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে করিতে যদিও সজ্ঞানে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন তথাপি শ্রীগৌর স্বয়ং তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া ও তাঁহার উদ্দেশে দানাদি করিয়াছিলেন। কারণ ধর্ম্মবিধি শিক্ষা দিবার নিমিত্ত তাঁহার মহান্ আগ্রহ॥ ১০৬॥

এই প্রকারে গৌরশাস্ত্র মতানুসারে সাদরে পিতার কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর পুনরায় আনন্দভরে অধ্যয়ন ও শিষ্যগণকে অধ্যাপনা করিতে করিতে নিজ গৃহে বিলাস করিতে লাগিলেন॥ ১০৭॥

ইতীত্যাদি শ্রীগৌর-লীলামৃতে কৈশোর লীলাবর্ণনে
উপনয়নাদিবিলাস নামক একাদশ আস্বাদ॥

দ্বাদশ আস্বাদঃ।

অথাস্য কৈশোর-বয়ো ঘনাঘনঃ
ক্ষণে ক্ষণে সাধু যথা যথোদগাৎ।
তথা তথা (১) কান্তি-পয়োঝরৈস্তনা-
বুপত্যকায়াং পরিতো ব্যসৃপ্যত॥ ১॥

রুচিং তনোরস্য বিলোক্য পীতনং (২)
ধ্রুবং প্রপেদে মহতীমপত্রপাম্।
ততো গভীরাসু দরীষু ভূভৃতাং
নিলীয় বাসং কুরুতে নিরন্তরম্॥ ২॥

পাদেন (৩) গৌরস্য বিধোর্বিজিগ্যে
যদম্বুজালী তদতীব যুক্তম্।
এতত্তু চিত্রং বত তেন লেভে
যদ্রক্ততা সার্ব্বদিকী প্রগাঢ়া ॥ ৩॥

---

(১) অন্যত্রাপি বর্ষকালমেঘোদয়ে পর্ব্বতসমীপভূবি নির্ঝরা বিসর্পন্ত্যেব॥ ১॥

(২) হরিতালং॥ ২॥

(৩) গৌরস্য গৌরবর্ণস্য বিধোশ্চন্দ্রস্য কিরণেন পদ্ম-পরাজয়স্য দৃষ্টত্বাত্যুক্ততা॥ ৩॥

অনন্তর প্রভুর কৈশোর বয়সরূপ জলধর ক্ষণে ক্ষণে যেমন যেমন সুন্দররূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল, তাঁহার তনুরূপ উপত্যকায় কান্তিরূপ নির্ঝরশ্রেণী তেমন তেমন প্রবাহিত হইতে লাগিল॥ ১॥

তাঁহার শ্রীঅঙ্গের কান্তি দর্শন করিয়া হরিতাল যথার্থই অত্যন্ত লজ্জা পাইয়াছিল। সেইজন্য সে পর্ব্বতের গভীর গুহামধ্যে লুকাইয়া নিরন্তর বাস করিতেছে॥ ২॥

গৌরচন্দ্রের চরণ যে, কমল সকলকে জয় করিয়াছিল তাহা অত্যন্ত সমুচিত বটে কিন্তু ইহাই আশ্চর্য্য যে, ঐ চরণ সর্ব্বদার নিমিত্ত প্রগাঢ় রক্তিমা লাভ করিয়াছিল॥ ৩॥

সরোজ-সৌন্দর্য্যহৃতে পরীক্ষা—(৪)
কৃতে চচালাস্য পদদ্বয়ং কিম্?
সিন্দূরপুঞ্জে বর-সাহসেন (৫)
লগ্নঃ স রাগচ্ছলতো ররাজ ॥ ৪ ॥

সুবর্ণ-বর্ণা কদলী যদি স্যাৎ
সা চাবনি-ন্যস্তশিরা ভবেচ্চেৎ।
ভজেদসৌ কোমলতাং পুনশ্চে-
ত্তদা তদূর্ব্বোস্তুলনা ঘটেত ॥ ৫ ॥

তস্যাবলগ্নস্য বিলোক্য শোভাং
ভেজুস্ত্রপাং কেশরিণো নিতান্তম্।
ততো গিরীণাং কুহরেষু নিত্যং
বসন্তি ভীত্যা মুখদর্শনায়াঃ ॥ ৬ ॥

(৪) অন্যোঽপি চৌরো যদি মৎপদে সিন্দুরং লগ্নং ভবেত্তদাঽহং চৌরঃ স্যামন্যথা তু সাধুরেব ইত্যুক্তা সিন্দুরোপরি গচ্ছতি। (৫) অনেন বস্তুতস্তদ্বর্ণং বোধিতং ॥ ৪ ॥

পদ্মের সৌন্দর্য্য হরণের পরীক্ষার নিমিত্ত তাঁহার পদদ্বয় অত্যন্ত সাহস ভরে সিন্দূর পুঞ্জের উপর দিয়া কি গমন করিয়াছিল? তাহাতে সেই সিন্দূর পুঞ্জ রাগচ্ছলে তাঁহার চরণে লগ্ন হইয়া শোভা পাইতেছে ॥ ৪ ॥

কদলীবৃক্ষ যদি স্বর্ণবর্ণ হয় এবং তাহার মস্তকটী যদি পৃথিবীর দিকে থাকে, পুনরায় তাহা যদি অত্যন্ত কোমল হয় তবেই তাহার সহিত গৌরের ঊরু যুগলের তুলনা হইতে পারে ॥ ৫ ॥

তাঁহার কটিদেশের শোভা দেখিয়া কেশরিগণ অত্যন্ত লজ্জা পাইয়াছিল সেইজন্য তাহারা মুখ দেখাইবার ভয়ে সর্ব্বদা গিরি গুহায় বাস করিতেছে ॥ ৬ ॥

অধোবিভাগে কৃশমূর্দ্ধ-বিস্তৃতং
রোমাবলী (৬) মঞ্জুলমুচ্চতাস্পদম্।
লসৎ সুবর্ণং হৃদয়স্থলং ভৃশং
জিগায় হেমাদ্রিমহো স্বয়া শ্রিয়া ॥ ৭ ॥

সদা যুবামেব মহেভশুণ্ডান্
স্তম্ভানজৈষ্টং নিতরাং উদারাম্।
জয়েম কং বৈ ভানয়োক্তু কামৌ (৭)
তস্যোরুপার্শ্বং সমভূন্ন বাহূ ॥ ৮ ॥

স্বকীয়-দুর্গীকৃতনীরাশেঃ
শ্রিয়ঃ প্রবালস্য জহার গৌরলম্।
স গৌর-পাণির্বিপিনে স তস্য (৮)
হরেৎ প্রবালস্য (৯) ন তদ্বিচিত্রম্ ॥ ৯ ॥

(৬) পক্ষে রোমবনম্ ॥ ৭ ॥

(৭) প্রষ্টুকামৌ ॥ ৮ ॥

(৮) অনেন বক্ষকাশাবো জ্ঞোত্যতে, তাঃ শ্রিয়ঃ। (৯) পল্লবস্য ॥ ৯ ॥

অধোভাগে কৃশ ঊর্দ্ধভাগে বিস্তৃত সুন্দর রোমাবলীযুক্ত সমুন্নত এবং সুবর্ণের ন্যায় শোভমান তাঁহার বক্ষঃস্থল নিজসৌন্দর্য্যে স্বর্ণাচল সুমেরুকে অত্যধিক জয় করিয়াছিল ॥ ৭ ॥

যখন তোমরাই প্রকাণ্ড হস্তিশুণ্ড ও স্তম্ভ সকলকে অতিশয় জয় করিয়াছ তখন আমরা আর কাহাকেই বা জয় করিব ?" এই কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছায় যেন বাহুদ্বয় তাঁহার ঊরুপার্শ্বে গমন করিয়াছিল ॥ ৮ ॥

যে সমুদ্রকে নিজের দুর্গ অর্থাৎ আশ্রয় স্থান করিয়াছে সেই প্রবালের সৌন্দর্য্য গৌরের যে হস্ত অত্যন্ত জয় করিয়াছে, গৌরের সেই হস্ত যে, বনে বিদ্যমান প্রবালের অর্থাৎ নবপল্লবের সৌন্দর্য্যকে জয় করিবে, তাহাতে কিছু আশ্চর্য্য নাই ॥ ৯ ॥

ছায়াপরিভ্রাজি তদাস্যবিম্বং
লেভে যতো নীরজ-বন্ধুভাবম্ (১০)।
ততস্ত্রিয়ামাপতিরাত্মকান্ত্যা
জিগায় যত্তন্নহি ভাতি চিত্রম্॥ ১০॥

বক্রস্বভাবা অপি নির্ম্মলত্বং
সদা সিতা (১১) অপ্যসিত-প্রভত্বম্।
সমায়তা (১২) অপ্যসমায়তত্বং
প্রপেদিরে তস্য শিরোরুহৌঘাঃ॥ ১১॥

অমুষ্য রূপং বত চেৎ সুবর্ণতা-
মবাপ লোকোত্তর-চিত্রকারিণীম্॥
তদা ন চিত্রং গুণতাং যদাপ্নুবন্
গুণা জগচ্চিত্ত-কুরঙ্গ-বন্ধনাঃ॥ ১২॥

(১০) পদ্ম-সাদৃশ্যম্ অথচ সূর্য্যত্বং॥ ১০॥

(১১) সদা সিতা বদ্ধা অথচ শুক্লা, (১২) প্রকৃত্যে অতিদীর্ঘাঃ অসমদীর্ঘত্বং॥ ১১॥

ছায়া (কান্তি, পক্ষে সূর্য্যপ্রিয়া) দ্বারা শোভমান তাঁহার বদন মণ্ডল যে পদ্মবন্ধুভাব (পদ্মের বন্ধুত্ব, পক্ষে সূর্য্যত্ব) প্রাপ্ত হইয়াছিল সেইজন্য উহা নিজ কান্তিতে যে চন্দ্রকে জয় করিয়াছিল, তাহাতে কিছু আশ্চর্য্য নাই॥ ১০॥

তাঁহার কেশকলাপ বক্রস্বভাব (কুটিল ভাবাপন্ন, পক্ষে বক্রতাযুক্ত) হইলেও নির্ম্মলতা, সর্ব্বদা সিত (শুভ্র, পক্ষে বদ্ধ) হইলেও অসিতপ্রভত্ব অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণতা এবং সমায়ত অর্থাৎ অতিদীর্ঘ হইলেও অসমায়তত্ব অর্থাৎ অতুলনীয় বিস্তৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিল॥ ১১॥

তাঁহার রূপ যে অসামান্য বিস্ময়জননী সুবর্ণতা (শোভন-বর্ণত্ব, পক্ষে স্বর্ণত্ব) প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা আশ্চর্য্য নহে। যেহেতু জগদ্বাসিগণের চিত্তরূপ কুরঙ্গ বন্ধনকারী গুণসমূহ গুণত্বপ্রাপ্ত হইয়াছিল অর্থাৎ বৃদ্ধি পাইয়াছিল॥ ১২॥

বিলোক্য লাবণ্যমমুষ্য তাদৃশং
নিশম্য লোকাননতো গুণাংশ্চ তান্।
ররঞ্জ তস্মিন্ জগদেব তাদৃশীং
বিভর্ত্তি শক্তিং খলু বস্ত্বলৌকিকম্ ॥ ১৩ ॥

বিশেষতস্তু যুবতয়ো যুবতয়ো (১৩) পলালিতং শালিতং (১৪) শাতকরৈর্গুণৈস্তমাকর্ণ্যালোক্য চ তদাসক্তমানসা বভূবুঃ। তত্র ভূজ (১৫) বামা-গবাম্মা (১৬) স্বীয়ানামানর্থক্যং সার্থক্যঞ্চ মেনিরে যাভিরধমায়াভি (১৭) রয়মাকর্ণিতো দ্রষ্টুং ন প্রাপ্তশ্চ ॥ ১৪ ॥

সুরবণিতাঃ সু-রব-বণিতান্ত—জিতকোকিলা (১৮) স্তস্য গুনান্ গায়ন্ত্যঃ স্ম দিবসানবসানমানয়ন্তি, মানয়ন্তি স্ম চ নিজলোচনানামনিমিষতামবিচ্ছেদং তদীক্ষমাণাঃ ॥ ১৫ ॥

(১৩) যুবতয়া যৌবনেন, (১৪) শ্লাঘিতং, (১৫) ভুবি জাতাঃ ভূজাঃ। (১৬) গবাং লোচনানাং, (১৭) অধম উপরতিশূন্যোঽয়ঃ অভাবতবিধিধাসাং তাভিঃ ॥ ১৪ ॥
(১৮) সুরবনিতা দেবস্ত্রিয়ঃ, সুস্বর-নিতান্ত-জিতপিকাঃ ॥ ১৫ ॥

তাঁহার তাদৃশ লাবণ্য দেখিয়া এবং লোক মুখে তাঁহার অশেষ গুণের কথা শুনিয়া সমস্ত জগৎই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিল। কেন না অলৌকিক বস্তু যথার্থই ঐরূপ শক্তিধারণ করিয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

বিশেষতঃ যুবতিগণ তাঁহাকে যৌবনসম্পন্ন ও সুখকর গুণ সমূহে বিভূষিত শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি আসক্তচিত্তা হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অশেষসৌভাগ্য সম্পন্না যে সকল পার্থিবরমণীগণ তাঁহার কথা শুনিয়াছিলেন, তাঁহারা নিজনিজ নয়নের ব্যর্থতা ও শ্রবণইন্দ্রিয়ের সার্থকতা মনে করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

সুমধুর রবে কোকিলকে অত্যন্ত পরাজয়কারিনী সুরবণিতাগণ তাঁহার গুণসমূহ গান করিতে করিতে দিন অবসান করিত এবং অবিচ্ছিন্নভাবে তাঁহাকে দেখিয়া আপনাদের চক্ষুর অনিমেষতার প্রশংসা করিত ॥ ১৫ ॥

মানব্যস্তু বিদূরদেশসদনাস্তস্যাঙ্গলক্ষ্মীসুধাং
পাত্বা কর্ণপুটেন মোদমধিকং সদ্যো যথা লেভিরে।
চিত্রং হন্ত! তথা বিষাদমপি তং ন প্রাপ্য পাতুং দৃশা
যস্মাদশ্রুসমোষ্ণশীতমপতন্নেত্রাদমূষাং সদা ॥ ১৬ ॥

সদেশবাসাস্তু (ক) বিলোক্য তং স্ত্রিয়ঃ
সদর্পকত্বং (১৯) দ্বিবিধং প্রপেদিরে।
স-মন্মথত্বেন তদঙ্ঘ্রিপদ্ময়ো-
র্মহার্পকত্বেন চ চেতসো মণেঃ ॥ ১৭ ॥

ততশ্চ তাস্তং বিলুলোকিরে সদা
জাগ্রদ্দশায়াং যদিদং ন চাদ্ভুতম্।
ক্ষণে ক্ষণে নূতনতাং প্রযায়িণঃ
স্বপ্নস্য মধ্যেঽপি নিদধ্যু (২০) রেব যৎ ॥১৮॥

(ক) নিকটস্থাঃ, (১৯) সতী চাসৌ অর্পিকা চেতি তস্যাঃ ভাবঃ সদর্পকত্বম্ ॥ ১৭ ॥

(২০) নিদধ্যুঃ দদৃশুঃ, প্রযায়িণ ইত্যত্র ভবিষ্যদর্থণিনিনা যোগাৎ ষষ্ঠী ॥ ১৮ ॥

অত্যন্ত দূরদেশবাসিনী মানবীগণ কর্ণপুটে তাঁহার অঙ্গের সৌন্দর্য্য সুধা পান করিয়া তৎক্ষণাৎ যেরূপ অত্যধিক আনন্দ প্রাপ্ত হইতেন, আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তাঁহারা নয়নের দ্বারা উহা পান করিতে না পাইয়া সেইরূপ বিষাদও প্রাপ্ত হইতেন। সেই হেতু সর্ব্বদা তাহাদের নেত্র হইতে তুল্যভাবে উষ্ণ ও শীতল অশ্রু পতিত হইত ॥ ১৬ ॥

কিন্তু নিকটদেশবাসিনী নারীগণ তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার চরণকমলের সমন্মথত্বরূপে এবং তাঁহার চিত্তরূপমনির মহার্পকত্ব অর্থাৎ মহাদাতৃত্বরূপে এই দুই প্রকারে সদর্পকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥

অনন্তর তাহারা সর্ব্বদা জাগ্রদ্দশায় যে তাঁহাকে দর্শন করিত তাহা আশ্চর্য্য নহে। যেহেতু ক্ষণে ক্ষণে নূতনত্বপ্রাপক অর্থাৎ নূতন নূতন স্বপ্নের মধ্যেও তাহারা গৌরকে দর্শন করিত ॥ ১৮ ॥

জগত্ত্রয়ে যদ্যপি তস্য লব্ধয়ে
বভূব যোগ্যা যুবতী ন কাচন।
তথাপি তাস্তত্র রতিং দধুর্যতঃ
কর্ত্তুং বিচারং ন দদাতি লোভ্যতা (২১) ॥১৯॥

তাসাং দশাস্তাঃ কতি বর্ণনীয়া
যল্লভ্যতে নাবসরস্তদর্থঃ।
যতো হি নঃ সংপ্রতি সর্ব্বনারী-
চূড়ামণিঃ স্ফূর্ত্তিমুপৈতি কাচিৎ ॥ ২০ ॥

যা খলু নবদ্বীপবাসিনঃ পরমসুখোল্লাসিনঃ সাদ্‌গুণ্যনিধানস্য বিপ্রবংশপ্রধানস্য বিলক্ষণ-ধর্ম্মকার্য্যস্য বল্লভাচার্য্যস্য ভবতি দুহিতা মনোজ্ঞ-চরিতা নাম্না ধাম্না (২২) স্বরূপেণ রূপেণ চ লক্ষ্মীরেব ॥ ২১ ॥

(২১) বিষয়স্যেত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

(২২) প্রভাবেণ কান্ত্যা বা ॥ ২১ ॥

যদিও ত্রিভুবনে তাঁহাকে লাভ করিবার যোগ্যা কোনও যুবতী ছিল না তথাপি তাহারা তাঁহার প্রতি আসক্তি রাখিত। যেহেতু বিষয়ের লোভনীয়তা বিচার করিতে দেয় না ॥ ১৯ ॥

তাহাদের ঐ প্রকার দশা আর কত বর্ণনা করিব। যেহেতু তজ্জন্য আমরা অবসর পাইতেছি না। কারণ আমাদের মনে সম্প্রতি সমস্ত রমণীগণের শিরোমণি কোনও এক অনির্ব্বচনীয়া রমণী স্ফূর্ত্তি পাইতেছেন ॥ ২০ ॥

যিনি নবদ্বীপ নিবাসী পরমসুখোল্লাসী অসংখ্য সদ্‌গুণভাজন বিপ্রবংশশ্রেষ্ঠ পরমধার্ম্মিক বল্লভাচার্য্যের সুচারুচরিতা কন্যা। যিনি নামে প্রভাবে বা কান্তিতে, স্বরূপে ও রূপে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ॥ ২১ ॥

যা চ বলদেব দোষেব তাল-পরাভবকৌজাঃ (২৩) রাজপৃতনেব চিক্কণশ্যামল-কুন্তলা (২৪) যজ্ঞশালেব নির্ম্মলদ্বিজরাজাস্যা ব্রজভূমিরিব চঞ্চল-কমললোচনা (২৫) ॥ ২২ ॥

বসন্তাটবীব পাটলাপুষ্পগন্ধবহা (২৬) রাজদ্বিজপটা (২৭) চ, শরদিব নাতি-পীবরদোষা (২৮) প্রফুল্লপুষ্করশয়া (২৯) চ, শুচিসংক্রান্তিরিবোদিত-পয়োধরা (৩০) অঙ্কুরিত-রোমাবলী (৩১) চ ॥ ২৩ ॥

(২৩) হরিতালজয়িকান্তিঃ তালবৃক্ষভঞ্জক-বলা চ, (২৪) চিক্কণশ্যামলাঃ কুন্তলা যস্যাঃ, পক্ষে চিক্কণ শ্যামলান্ কুন্তান্ লাতীতি সা, (২৫) পক্ষে কমললোচনঃ কৃষ্ণঃ ॥ ২২ ॥

(২৬) পাটলাপুষ্প-সমাননাসা, পক্ষে পাটলাপুষ্পগন্ধং বহতীতি সা। (২৭) রাজন্ দ্বিজপটৌ দন্তবসনং যস্যাঃ, পক্ষে রাজন্তো দ্বিজাঃ পক্ষিণো যেষু তে পটাঃ পিয়ালাঃ যস্যাঃ। (২৮) দোষা বাহুঃ পক্ষে রাত্রিঃ, (২৯) প্রফুল্লপুষ্করবৎ শয়ো হস্তো যস্যাঃ, পক্ষে প্রফুল্লানি পুষ্করশয়ানি পদ্মানি যস্যাং, (৩০) শুচিসংক্রান্তিঃ আষাঢ়সংক্রান্তিঃ, উদিতৌ উদেতুমারব্ধৌ পয়োধরৌ স্তনৌ যস্যাঃ, পক্ষে পয়োধরা মেঘাঃ। (৩১) পক্ষে রোমন্থং ॥ ২৩ ॥

যিনি বলদেবের বাহুর ন্যায় তালপরাভবকৌজাঃ অর্থাৎ হরিতালবিজয়িকান্তি বিশিষ্টা, পক্ষে তালবৃক্ষভঞ্জক বলশালী, রাজসেনার ন্যায় চিক্কণ ও শ্যামলকেশযুক্তা, পক্ষে তীক্ষ্ণ ও শ্যামবর্ণ কুন্তধারিণী, যজ্ঞশালার ন্যায় নির্ম্মলদ্বিজরাজাস্যা অর্থাৎ নিষ্কলঙ্কচন্দ্রবদনা, পক্ষে নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠগণের স্থিতি বিশিষ্টা, ব্রজ-ভূমির ন্যায় চঞ্চল কমললোচনা অর্থাৎ চঞ্চল পদ্মনেত্রা, পক্ষে চঞ্চল কৃষ্ণ বিরাজিতা ॥ ২২ ॥

যিনি বসন্তকালীন বনের ন্যায় পাটলাপুষ্প গন্ধবহা অর্থাৎ পাটল পুষ্পের ন্যায় নাসিকাবিশিষ্টা ও রাজদ্বিজপটা অর্থাৎ সুন্দর অধরযুক্তা, (বনপক্ষে পাটলপুষ্পের গন্ধবহনকারিবায়ুবিশিষ্টা ও পক্ষিগণবিরাজিত পিয়ালবৃক্ষশোভিত) শরৎকালের ন্যায় নাতিপীবরদোষা অর্থাৎ নাতিস্থূলভুজা ও প্রফুল্লপুষ্করশয়া অর্থাৎ প্রফুল্লকমল-হস্তা, (শরৎ পক্ষে নাতিদীর্ঘরাত্রিযুক্তা ও প্রফুল্লকমলসম্পন্না) জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ়

সিদ্ধি-সংহতিরিব লসদণিমাবলগ্না (৩২) বর্ষাদ্যৌরিবাতিসজ্জঘনা (৩৩) প্রচণ্ড-রাজনীতিরিব বিপুল করোরুদণ্ডা (৩৪) প্রভাত-ভাত-ভানুমণ্ডলীব লোহিতপাদা (৩৫) চিত্রপটীব বিবিধগুণশোভিতা (৩৬) সর্ব্বাসাং রমণীনাং শিরসি ররাজ ॥ ২৪ ॥

সা চাশৃণোদ্ গৌরবিধোর্যদেব
গুণান্ সখীনাং বদনাৎ কদাচিৎ।
তদৈব রাগো মদনোঽপি তস্যাঃ
সমং (৩৭) হৃদি প্রাদুরভূৎ প্রকামম্ ॥ ২৫ ॥

(৩২) লসন্নণিমা সূক্ষ্মতা যস্য তাদৃশমবলগ্নং মধ্যমং যস্যাঃ, পক্ষে লসন্তী অণিম্না লগ্না সম্বদ্ধা। (৩৩) অতিসৎ জঘনং যস্যাঃ, পক্ষে অতি সজ্জাঃ সুসজ্জিতা ঘনা মেঘা যস্যাঃ। (৩৪) বিপুলশুণ্ডবৎ উরুদণ্ডৌ যস্যাঃ, পক্ষে বিপুলঃ করো যস্যাং উরুর্মহান দণ্ডো যস্যাঞ্চ। (৩৫) পাদশ্চরণঃ কিরণশ্চ। (৩৬) গুণা লাবণ্যাদয়ঃ, সূত্রাণি চ ॥ ২৪ ॥

(৩৭) সহ যুগপদিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

মাসের সংক্রান্তির ন্যায় উদিতপয়োধরা অর্থাৎ উদীয়মানস্তনশালিনী ও অঙ্কুরিত রোমাবলী অর্থাৎ জাতরোমশ্রেণীভূষিতা (সংক্রান্তি পক্ষে মেঘোদয়সম্পন্না ও অঙ্কুরিত রোমবনবিশিষ্টা) ॥ ২৩ ॥

যিনি সিদ্ধিসমূহের ন্যায় লসদণিমাবলগ্না অর্থাৎ সূক্ষ্মকটিযুক্তা (সিদ্ধিপক্ষে সুন্দর অণিমান্বিতা) বর্ষাকালীন আকাশের ন্যায় অতিসজ্জঘনা অর্থাৎ অতি সুন্দর জঘনশালিনী (পক্ষে সুশজ্জিতমেঘবিশিষ্টা) প্রচণ্ডরাজনীতির ন্যায় বিশালকরিশুণ্ড-তুল্য উরুদণ্ড সম্পন্না (পক্ষে প্রচুর রাজকররূপমহাদণ্ডযুক্তা) প্রভাতে উদিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় (লোহিত পাদা, অর্থাৎ রক্তচরণা (পক্ষে রক্তবর্ণ কিরণশালী) বিচিত্র বসনের ন্যায় বিবিধগুণশোভিতা) হইয়া সমস্ত রমণীগণের মস্তকোপরি বিরাজ করিতেন ॥ ২৪ ॥

একদা তিনি যে মুহূর্ত্তে সখীগণের মুখে গৌরচন্দ্রের গুণরাজি শুনিলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার হৃদয়ে যুগপৎ অনুরাগ ও মদন অতিশয় প্রকাশ পাইল ॥ ২৫ ॥

তদৈব তস্যা মুখচন্দ্রবিম্বং
স্বেদামৃত-স্রাবিণমাকলয্য।
ফুল্লং দৃগিন্দীবরযুগ্মমাসীজ্
জহর্ষ রোমৌষধি-মণ্ডলী চ ॥ ২৬॥

তাশ্চ তথাবিধামালোক্য জাত-প্রমদাঃ প্রমদাস্তাশ্চতুরাশ্চতুরস্যজায়াতোঽপি (৩৮) দৃশোরিঙ্গিতেন রিঙ্গিতেন (৩৯) চ ভ্রবোস্তমর্থং পরস্পরমাবেদ্য কিঞ্চনোচিরে নোচিরেণাপি (৪০) ॥ ২৭ ॥

সা চ তদ্গুণ সাধুস্বদনার্থং
গচ্ছতি স্ম মুহুরন্তিকমাসাম্।
ষট্পদীব নিভরাং মধুলুব্ধা
জাতপুষ্পসুমনোলতিকানাম্ ॥২৮॥

---

(৩৮) সাবিত্রীতোঽপি চতুরাঃ, (৩৯) রিগিগতৌ ভাবে ক্তঃ, (৪০) বহুকালপর্য্যন্তং নোচিরে ॥ ২৭ ॥

তখনই তাঁহার মুখরূপ চন্দ্রমণ্ডল স্বেদরূপ অমৃত ক্ষরণ করিতেছে দেখিয়া নয়নযুগলরূপ নীলোৎপলদ্বয় প্রস্ফুটিত এবং রোমাবলীরূপ ওষধি শ্রেণী হৃষ্ট হইল ॥ ২৬ ॥

তাঁহাকে ঐপ্রকার দেখিয়া ব্রহ্মপত্নী সাবিত্রী হইতেও বিচক্ষণা সেই সকল রমণী আনন্দিত হইয়া চক্ষুর ইঙ্গিতে ও ভ্রূচালনা দ্বারা পরস্পরকে ঐ বিষয় জানাইয়াছিলেন, কিন্তু বহু সময় পর্য্যন্ত কোনও কথা বলিতে পারেন নাই ॥ ২৭ ॥

অত্যন্ত মধুলুব্ধা ভ্রমরী যেমন পুনঃ পুনঃ পুষ্পিত মালতী লতার নিকট গমন করে, সেইরূপ লক্ষ্মী বিশ্বম্ভরের গুণসুধা আস্বাদনের নিমিত্ত বারংবার তাহাদের নিকট গমন করিতেন ॥ ২৮ ॥

গৌরো (৪১) বিহারং বিদধাতি গঙ্গা-
তটে সুহৃদ্‌ভিঃ সমমিত্যমূষাম্।
কুরঙ্গমুদ্দিশ্য বচো নিশম্য
সা প্রেষ্ঠবুদ্ধ্যা মুহুরেতি তত্র ॥ ২৯॥

গৌরেণ লোচন-দলানি সুখীক্রিয়ন্তে
ইত্যর্দ্ধবাক্যমবকর্ণ্য সখীমুখাৎ সা।
দ্রষ্টুং সমুৎসুকমনাঃ শশিনেতি শেষং (৪২)
শ্রুত্বা বিনিঃশ্বসিত হন্ত! কদাপি দীর্ঘম্ ॥ ৩০॥

যদাতু তাস্তস্য গুণান্ বিব্রুবতে
তদৈকতানীকৃতমানসা সতী।
কথান্তরালাপকরীষু কুপ্যতী
শ্রুতেঃ পরার্দ্ধং মনসাভিকাঙ্ক্ষতি॥ ৩১॥

(৪১) গৌরো মৃগবিশেষঃ, তথাচ স্বামী-বস্ত্র-রুরু-গৌরোমৃগবিশেষঃ ॥ ২৯ ॥

(৪২) শেষং বাক্যশেষেতি তাৎপর্য্যাৎ ॥ ৩০ ॥

গৌর (মৃগ বিশেষ শ্লেষে গৌরচন্দ্র) গঙ্গাতীরে সুহৃদ্‌গণের সঙ্গে বিহার করিতেছে—মৃগের উদ্দেশ্যে সেই নারীগণের এবম্বিধ বাক্য শুনিয়া তিনি প্রিয়তম গৌর জ্ঞানে পুনঃ পুনঃ সেখানে আগমন করিতেন ॥ ২৯ ॥

গৌর (শ্বেতবর্ণ শ্লেষে গৌরসুন্দর) নয়নদল সমূহকে সুখী করিতেছে— কখনও সখীগণের মুখে ঐ প্রকার অর্দ্ধবাক্য শ্রবণ করিয়া তিনি দেখিবার জন্য অতি উৎকণ্ঠিত চিত্তা হইতেন। পরে তাহাদের মুখে “চন্দ্র” এই অবশিষ্ট বাক্যাংশ শ্রবণ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেন ॥ ৩০ ॥

যখন তাঁহারা গৌরের গুণসমূহ বর্ণনা করিতেন, তখন তিনি একাগ্রচিত্ত হইয়া তাহা শ্রবণ করিতেন, কথামধ্যে যাঁহারা অন্য বাক্যালাপ করিতেন, তিনি তাঁহাদের প্রতি কুপিত হইতেন এবং মনে মনে পরার্দ্ধসংখ্যক কর্ণ কামনা করিতেন॥ ৩১ ॥

বিলোকয়িষ্যামি কদা ত্বগিত্যমুং
বিভাবয়ন্তীং মনসা নিরন্তরম্।
সখীব সুপ্তির্নিজ-বাসনানুগা (৪৩)
প্রদর্শয়ামাস কদাপি তং নিশি॥ ৩২॥

সুবর্ণ-মধুরচ্ছবিং শরদখণ্ডচন্দ্রাননং
ভ্রমদ্ভ্রমর-লোচনং করিকরাভ-বাহুদ্বয়ম্।
কবাট-পৃথু-বক্ষসং বিবিধভূষণৈরুজ্জ্বলং
শচীসুতমবেক্ষ্য সা সুখ সমুদ্রমগ্নাভবৎ ॥৩৩॥

স্বপ্নে যদ্ যদ্দৃশ্যতে কিঞ্চ লোকে
তত্তন্মিথ্যৈবেতি যোঽস্তীহ বাদঃ।
নাসৌ সাধুর্যত্তদানন্দ-জন্মা
তস্যা নেত্রে বারিধারাবিরাসীৎ (৪৪)॥ ৩৪॥

(৪৩) স্বসংস্কারানুগতা সখ্যাপি স্বেচ্ছানুসারিণী তথা করোতি॥ ৩২॥

(৪৪) নহি মিথ্যাভূতস্য যথার্থকার্য্যকারিতা সম্ভবতীতি ভাবঃ॥ ৩৫॥

"আমি কবে তাঁহাকে দর্শন করিব" তিনি নিরন্তর মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেন। তখন তাঁহার নিজসংস্কারানুসারী স্বপ্ন তদীয় বাসনানুগতা সখীর ন্যায় কোনও এক সময়ে রাত্রিকালে তাঁহাকে গৌর প্রদর্শন করাইয়াছিল॥ ৩২ ॥

সুবর্ণ অপেক্ষাও মধুরকান্তি শারদপূর্ণচন্দ্রতুল্যবদন, চঞ্চলভ্রমর, সদৃশনয়ন, করিশুণ্ড সমান বাহুদ্বয়, কবাটের ন্যায় স্থূলবক্ষাঃ বিবিধভূষণের দ্বারা উজ্জ্বল শচীনন্দনকে নিরীক্ষণ করিয়া তিনি সুখসমুদ্রে মগ্না হইয়াছিলেন॥ ৩৩ ॥

এসংসারে স্বপ্নে যাহা কিছু দেখা যায়, তাহা সমস্তই মিথ্যা—এই প্রকার যে প্রবাদ আছে তাহা সত্য নহে। যেহেতু সেই স্বপ্নদর্শনে তাঁহার নেত্রে আনন্দ-জনিত জলধারা প্রকাশ পাইয়াছিল॥ ৩৪ ॥

তদেব সাকর্ণ্য সুখানি বিন্দতী
প্রিয়ং পুনস্তং সহসা তিরোহিতম্।
ন বীক্ষ্য কান্তং ক্ব গতোঽসি মামিমাং
বিহায় হন্তেতি বদন্ত্যবুধ্যত ॥ ৩৫ ॥

তদিদমাকর্ণ্য বচনমস্যা নমস্যা ধীমতীনাং (৪৫) তদ্বয়স্যা দ্বয়স্যানন্দকরীং শ্রবসো রিমাং গিরং জগদুঃ---'অয়ি সরলাশয়ে ! বিশয়ে (৪৬) বিকিরসি রসিকানাং নো মানসম-মানসমকে (৪৭), নস্যাদনুপযন্তাপি (৪৮) তাপিতা হ্বয়সেঽয়সে (৪৯) কা কেতি ॥ ৩৬ ॥

লক্ষ্মীস্তু তদাকর্ণ্য নমিত-লপনা (৫০) মিত-লপনা স্বভাবতো (৫১) ঽস্বভাবতোঽপি (৫২) তদালপনমমানস্য দায়কং মানস্য দায়কঞ্চ (৫৩) মত্বা ন কিঞ্চিদূচে, মনসা ত্বিদমনুক্ষণং চিন্তয়ামাস ॥ ৩৭ ॥

(৪৫) বুদ্ধিমতীনাং নমস্কার্য্যা শ্রেষ্ঠা ইত্যর্থঃ। (৪৬) সংশয়ে, (৪৭) নাস্তি মানমিযত্তা সমশ্চ যস্য তস্মিন্ বিষয়ে, (৪৮) অবোঢ়াপি, তাদৃশ্যা এব কান্তেত্যাহ্বানং ঘটতে, নান্যস্যা অতএব সংশয়ঃ। ৩৬ ॥

(৫০) নতমুখী, (৫১) প্রকৃত্যা মিতবচনা, (৫২) তৎকথনম্ অস্বভাবতঃ প্রাণাভাবাৎ মরণাদপি (৫৩) অমানসস্য দুঃখস্য দায়কং মানস্য খণ্ডয়িতারঞ্চ ॥ ৩৭ ॥

গৌরকে ঐরূপ দর্শন করিয়া তিনি অপার আনন্দপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পুনরায় তাঁহার সেই প্রিয়তমকে সহসা তিরোহিত হইতে দেখিয়া "হায় কান্ত! আমাকে ত্যাগ করিয়া কোথায় গেলে" এই কথা বলিতে বলিতে জাগরিত হইয়াছিলেন ॥ ৩৫ ॥

তাঁহার ঐবাক্য শুনিতে পাইয়া বুদ্ধিমতীগণের নমস্যা তাঁহার সখিমণ্ডলী কর্ণযুগলের আনন্দজনক এই কথা বলিয়াছিলেন-- অয়ি সরলে! আমাদের ন্যায় রসিকাগণের চিত্ত তুমি অসীম সংশয়ে নিক্ষেপ করিতেছ, কেননা --তুমি অবিবাহিতা হইলেও সন্তপ্তা হইয়া "কান্ত! তুমি কোথায় গেলে।" বলিয়া ডাকিয়াছ ॥ ৩৬ ॥

তচ্ছ্রবনে স্বভাবতঃ মিতভাষিণী লক্ষ্মী নতমুখী হইলেন এবং তাহাদের বাক্য মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক দুঃখদায়ক ও মাননাশক মনে করিয়া কিছুই বলিলেন না, কিন্তু মনে মনে অনুক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥

অয়ে বিধে! দুষ্টগতে ত্বমস্যতো!
দত্তাপহারী চ (৫৪) বিবেক-বর্জ্জিতঃ।
যতো মনস্তোষকরীং প্রদায় মে
সুপ্তিং ক্ষণাদেব রহস্যমূং বত ॥ ৩৮ ॥

জাগ্রদ্দশাং (৫৫) দুর্লভগৌরদৃষ্টিং
তথা সুষুপ্তিঞ্চ (৫৬) বিধায় দীর্ঘম্।
সম্ভাব্য তদ্দর্শনসৌখ্য-পূরাং
সুপ্তিং বত হ্রস্বতমামকার্ষীঃ ॥ ৩৯ ॥

পুনর্যদীমাং বিতরেদশাং মে
তদা ন দোষাং স্তব বর্ণয়েয়ম্।
বরঞ্চ গাস্যামি কৃপালুতাং তে
জনেষু সর্ব্বেষ্বাপি মদ্বিধেষু ॥ ৪০ ॥

(৫৪) চ-কারো ভিন্নক্রমস্তেন বিবেকবর্জ্জিতশ্চত্যাশয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

(৫৫) বিবেকবর্জ্জিতত্বং বিশদয়তি জাগ্রদ্দশামিতি, (৫৬) সুষুপ্তৌ ব্রহ্মণঃ সম্পত্তিরেব, নতু তৎ সাক্ষাৎকার ইত্যভিপ্রেত্য তথাত্বমিতি ॥ ৩৯ ॥

অহে দুষ্টবিধি! তুমি দত্তাপহারী ও বিবেকবর্জ্জিত। যেহেতু তুমি আমাকে মনের সন্তোষজনক স্বপ্ন প্রদান করিয়া ক্ষণকাল পরেই তাহা হরণ করিলে ॥ ৩৮ ॥

যাহাতে গৌরের দর্শন দুর্ল্লভ হয় এইরূপ দীর্ঘ জাগ্রদ্দশা ও সুষুপ্তি বিধান করিয়া, যাহাতে তাঁহার দর্শনজনিত সুখপ্রবাহ সম্ভাবিত হয় সেইরূপ স্বপ্নাবস্থাকে অত্যন্ত অল্প করিয়াছ ॥ ৩৯ ॥

পুনরায় যদি তুমি আমাকে এই অবস্থা প্রদান কর, তাহা হইলে আমি তোমার দোষ কীর্ত্তন করিব না। বরং আমার ন্যায় সকল লোকের নিকটেই তোমার কৃপালুতা গান করিব ॥ ৪০ ॥

সা চ প্রতিরজনি শয়নাবসরে মনসেদং প্রার্থয়ামাস অয়ি বিধে! প্রণমামি কৃতাঞ্জলিদর্শনদষ্টতৃণা ভবতঃ পাদং। ময়ি বিধায় কৃপাং জনয়ে রমুং (৫৭) সকৃদপীহ দশাংনিশি সুপ্তিকাম্‌॥ ৪১॥

তদেবং স্থিতে কদাচন বিশ্বম্ভরো বিচিত্র বেশধরো নিজস্নেহশালিনা নাম্না বনমালিনা সহাচার্য্যেণ ধীমতামার্য্যেণ (৫৮) পথি পথি ভ্রমতি স্ম। তদা চ শ্রীবল্লভাচার্য্যসুতা সখী সমূহযুতা গঙ্গায়ামবগাহনং বিধায় তত্রাগমনং চকার॥ ৪২॥

সা চ দূরতঃ প্রথমং গৌরাঙ্গস্যাঙ্গরোচিরালোক্য জাতবিস্ময়া স্বসখীঃ প্রতীদং জগাদ—

সখ্য! কিমিদং চিত্রং, জলধর-খণ্ডোঽপি নেক্ষ্যতে ক্বাপি।
সৌদামিনী-ঘটেয়ং (৫৯), পশ্যত পুরতঃ কুতো মিলতি?॥ ৪৩॥

(৫৭) অমুং গৌরদর্শিকাং॥ ৪১॥
(৫৮) বুদ্ধিমতাং শ্রেষ্ঠেন॥ ৪২॥
(৫৯) অত্র ভিন্নায়ামপি গৌরকচৌ সৌদামিনীঘটায়া অভেদাধ্যবসায়লক্ষণা প্রথমাতিশয়োক্তিরিয়ম॥ ৪৩॥

তিনি প্রতি রজনীতে শয়নকালে মনে মনে এইরূপ প্রার্থনা করিতেন—হে বিধি! আমি দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তোমার চরণে প্রণাম করিতেছি, তুমি আমার প্রতি কৃপা করিয়া এই রাত্রিতে যাহাতে গৌর দর্শন হয়, এইরূপ স্বপ্নদশা একবার মাত্রও প্রকাশ করিও॥ ৪১॥

তাঁহার অবস্থা এই প্রকার হইলে কোনও একদিন বিশ্বম্ভর বিচিত্রবেশ ধারণ করিয়া তাঁহার প্রতি স্নেহশীল পরম-বুদ্ধিমান্‌ বনমালী নামক আচার্য্যের সঙ্গে পথে পথে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মী সখীগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া গঙ্গায় অবগাহন করতঃ সেইস্থানে আগমন করিলেন॥ ৪২॥

তিনি দূর হইতে প্রথমতঃ গৌরাঙ্গের অঙ্গকান্তি দর্শন পূর্ব্বক বিস্মিত হইয়া নিজ সখীগণের প্রতি এই কথা বলিতে লাগিলেন—হে সখীগণ! দেখ

এবং ব্রুবাণায়াং বল্লভ-নন্দনায়াং গৌরবিধৌ প্রাপ্তকিঞ্চিৎসন্নিধৌ।
প্রশস্তবুদ্ধিমতী সুধাসমান-ভারতী কাপি প্রিয়সখী তামুবাচ
হসিতমুখী ॥ ৪৪ ॥

মুগ্ধে! ন জানাসি ন চঞ্চলেয়ং
সা কুত্রচিন্ন স্থিরতামুপৈতি।
ইয়ং নবদ্বীপ বিভূষণস্য
শচীসুতস্যাঙ্গরুচির্বিভাতি ॥ ৪৫ ॥

পশ্য পশ্য রুচিমণ্ডলান্তরে, শ্রীশচীতনয় এষ শোভতে।
কাঞ্চনদ্রব-সরোবরান্তরে, কাঞ্চন-প্রতিকৃতি (৬০) র্যথা সতী ॥ ৪৬ ॥

অস্যাঙ্গশোভাং কিমু বীক্ষ্য লজ্জয়া
ত্বচা হরিদ্রা নিজকান্তিমাবৃণোৎ।
তথাপি ন স্বাস্থ্যমবাপ্য ভূতলে
প্রবিশ্য বাসং বিদধাতি নিশ্চিতম্ (৬১) ॥ ৪৭ ॥

(৬০) প্রতিকৃতিঃ প্রতিমা ॥ ৪৬ ॥
(৬১) উৎপ্রেক্ষেয়ম্ ॥ ৪৭ ॥

একি আশ্চর্য্য! কোথায়ও মেঘখণ্ড দেখা যাইতেছে না, তথাপি সম্মুখে কোথা হইতে এই বিদ্যুৎপুঞ্জ উপস্থিত হইল? ॥ ৪৩ ॥

বল্লভনন্দিনী লক্ষ্মী এই কথা বলিতে লাগিলে এবং গৌরচন্দ্র কিছু নিকট-বর্ত্তী হইলে পরমবুদ্ধিমতী কোনও একজন প্রিয়সখী সহাস্যবদনে ও অমৃততুল্য বাক্যে লক্ষ্মীর প্রতি এইকথা বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥

মুগ্ধে! তুমি কি জান না—ইহা বিদ্যুৎ নয়। বিদ্যুৎ কোথায়ও স্থির হইয়া থাকে না। ইহা নবদ্বীপ ভূষণ শচীনন্দনের অঙ্গকান্তি প্রকাশ পাইতেছে ॥ ৪৫ ॥

দেখ দেখ, স্বর্ণজলময় সরোবরের মধ্যে সুন্দর সুবর্ণ-প্রতিমার ন্যায় কান্তি-পুঞ্জের অভ্যন্তরে শ্রীশচীতনয় শোভা পাইতেছেন ॥ ৪৬ ॥

ইঁহার অঙ্গ শোভা দর্শন করিয়া কি হরিদ্রা লজ্জায় ত্বকের দ্বারা নিজকান্তি আবৃত করিয়াছে? তথাপি সুস্থতা লাভ না করিয়া যথার্থই মৃত্তিকা মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বাস্ করিতেছে ॥ ৪৭ ॥

বিলোকয়াস্য কচান্ সুকুঞ্চিতান্
কৃশান্ ঘনান্ শ্যামরুচান্ সুচিক্কণান্।
যেষাং সমস্তে ভুবনেঽপি কুত্রচি-
ত্তুলা ন মানেব বিনাবলোকাতে ॥ ৪৮ ॥

পশ্যাস্য পৃষ্ঠোপরি লম্বমানো
বিজৃম্ভতে সুন্দরি! কেশপাশঃ।
হৈমে মহীধ্রস্য তটে বিশালে
যথা সহস্রাংশু-সুতা-প্রবাহঃ ॥ ৪৯ ॥

পশ্যালিকে সুন্দরি! গৌরমূর্ত্তে-
র্বিভান্তি বক্রাঃ খলু চূর্ণকেশাঃ।
সুবর্ণপত্রার্পিত-কামরাজ-
প্রশস্তিলেখাক্ষর-লেখিকেব (৬২) ॥ ৫০ ॥

(৬২) আজ্ঞালিপনাক্ষরশ্রেণী ॥ ৫০ ॥

উঁহার সুকুঞ্চিত, কৃশ, ঘন, শ্যামবর্ণ এবং সুচিক্কণ কেশরাশি অবলোকন কর। কেবলমাত্র ঐ কেশকলাপ ব্যতীত সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে কোথায়ও তাহার তুলনা দৃষ্ট হয় না ॥ ৪৮ ॥

হে সুন্দরি! দেখ, বিশাল হেমগিরিতটে যমুনা প্রবাহের ন্যায় উঁহার পৃষ্ঠোপরি লম্বমান কেশপাশ প্রকাশ পাইতেছে ॥ ৪৯ ॥

সুন্দরি! দেখ, ঐ গৌরমূর্ত্তির ললাটে বক্র চূর্ণকুন্তল সমূহ সুবর্ণপাত্র-প্রদত্ত কন্দর্পরাজের শাসনলিপির অক্ষরসমূহের ন্যায় বিরাজ করিতেছে ॥ ৫০ ॥

আত্মা ভবেৎ পুত্র ইতি শ্রুতেঃ স্মর—
শ্চতুর্ভুজস্যাস চতুর্ভুজঃ সুতঃ।
ইদং ভ্রুবৌ (৬৩) তস্য ভবিষ্যতো ধ্রুবং
চাপৌ ততঃ ক্ষোভয়তো মনো ভৃশম্॥ ৫১॥

তয়ো (৬৪) রধঃ পঞ্চশরস্য বাণৌ
সহস্র-পত্রে সখি লোকয়াম্।
যয়োর্জনৈরেব (৬৫) রসজ্ঞভিন্নৈ—
র্বিধীয়তে লোচনযুগ্মবুদ্ধিঃ ॥ ৫২॥

অনেন দীর্ঘেণ দৃশোদ্বয়েন যং
বিলোকতে সুন্দরি! গৌরসুন্দরঃ।
জনস্য ভাগ্যং নহি তস্য ভাষিতুং
সহস্রবক্ত্রোঽপি ফণী ভবেৎ ক্ষমঃ ॥ ৫৩॥

(৬৩) ভ্রুবৌ অস্য ভ্রুবৌ॥ ৫১॥
(৬৪) তয়োঃ ভ্রূচাপয়োঃ, (৬৫) এবকারো ভিন্নক্রমে অরসিকৈরেবেতি॥ ৫২॥

আত্মা পুত্ররূপে জন্মগ্রহন করে এই শ্রুতিবাক্য অনুসারে কামদেব চতুর্ভুজ বাসুদেবের চতুর্ভুজ পুত্ররূপে জন্মগ্রহন করিয়াছিলেন। অতএব ইহার ভুরুদ্বয় নিশ্চিত ঐ কন্দর্পের ধনু হইবে। সেই হেতু উহারা মনকে অত্যন্ত ক্ষোভিত করিতেছে॥ ৫১॥

সখি! দেখ, ঐ ভ্রূধনুর্দ্বয়ের নিম্নে পঞ্চশর মদনের দুইটী বাণরূপ কমলদ্বয় শোভা পাইতেছে, অরসজ্ঞ ব্যক্তিগণ যাহাদের প্রতি নয়নযুগল জ্ঞান করিয়া থাকে॥ ৫২॥

হে সুন্দরি! গৌরসুন্দর এই দীর্ঘ-নেত্রযুগলের দ্বারায় যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, সহস্রবদন অনন্তও সেই ব্যক্তির ভাগ্য বলিতে সমর্থ নহেন॥ ৫৩॥

যন্নানয়োনেক্ষণ-পুণ্ডরীকয়ো-
র্যুগেন পশ্যত্যরুণালিরাগতঃ।
বৃথৈব মন্যেঽস্য জনু (৬৬) র্জনস্য
কিমর্থকং মূঢ়তমো বিধির্ব্যধাৎ ॥ ৫৪ ॥

করাক্ষি-বক্তুচ্ছলতঃ স্ববাণান্
পঞ্চাম্বুজান্যত্র (৬৭) নিধায় কামঃ।
অধোমুখীকৃত্য দধে স্বকীয়ং
নাসাচ্ছলেনাস্য সুবর্ণ-তূণম্ ॥ ৫৫ ॥

পশ্যাস্য হে সুন্দরি! নাসিকায়াং
কস্তূরিকা-কল্পিত-তমাল-পত্রম্ (৬৮)।
অলিং যথা কাঞ্চন-কেতকস্য
দলস্য পৃষ্ঠে মধুগন্ধলুব্ধম্ (৬৯) ॥ ৫৬ ॥

(৬৬) জন্ম। ২৪ ॥
(৬৭) অত্র গৌরে ॥ ৫৫ ॥
(৬৮) তিলকং, (৬৯) অনেন স্থিতং শোভতে ॥ ৫৬ ॥

হে সখি! বিশ্বম্ভর তাঁহার এই নয়নপদ্মযুগলের দ্বারা যাহার প্রতি অনুরাগভরে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করেন, আমি তাহার জন্ম বৃথাই মনে করি মহামূর্খ বিধি কেন তাহাকে সৃষ্টি করিল ॥ ৫৪ ॥

কাম এই গৌরের কর, অক্ষি ও বদনচ্ছলে পাঁচটী কমলরূপ নিজের বাণ সমূহ রক্ষা করিয়া ইহার নাসাচ্ছলে নিজের সুবর্ণ তূণটী অধোমুখ করিয়া স্থাপন করিয়াছে ॥ ৫৫ ॥

হে সুন্দরি! স্বর্ণকেতকী দলের পৃষ্ঠে মধুগন্ধলুব্ধভ্রমরের ন্যায় উহার নাসি-কায় কস্তুরীরচিত তিলক শোভা পাইতেছে—দর্শন কর ॥ ৫৬ ॥

সুবর্ত্তুলৌ চিক্কণতা-পরিষ্কৃতৌ
গণ্ডাবমুষ্যালি! বিলোকয়াধুনা।
গোলাকৃতী স্বর্ণরসেন রঞ্জিতৌ
মনোজ-রত্যোঃ কিমু দর্পণাবিমৌ ॥ ৫৭ ॥

মীনং মীনধ্বজস্য ধ্বজমিহ—বদনে গৌরচন্দ্রস্য ধাতা
নারীণাং মোহনার্থং নয়নযুগমিষান্ন্যাস্য তস্য প্রিয়াঞ্চ।
তৌ দ্বৌ শ্রীকেশপাশ-দ্যুমণি-জনি (৭০) নদীং লোভতো গন্তুকামৌ
দৃষ্ট্বা তদ্বারণায় শ্রুতিযুগ-কপটাৎ পাশযুগ্মং ন্যধত্ত ॥ ৫৮ ॥

নালোকয়েঃ (৭১) ত্বং সখি! বক্ত্রমধ্যে
শচীসুতস্যাধর পক্ববিম্বম্।
তস্মিন্ পতেচ্চেন্মতি-কীরনারী
নাবর্ত্তনে শক্ষ্যসি ভর্ত্তি তস্যাঃ ॥ ৫৯ ॥

৭০। দ্যুমণি—জনিযমুনা ॥ ৫৮ ॥
৭১। নিমেষযুগেন বিনিবসন ॥ ৫৯ ॥

হে সখি! উহার চিক্কণতা দ্বারা মার্জিত, সম্যক্ গোলাকার গণ্ডদ্বয় অবলোকন কর। এ দুইটী কি মদন ও রতির স্বর্ণরসে রঞ্জিত গোলাকৃতি দর্পন? ॥ ৫৭ ॥

বিধাতা নারীদিগকে মোহিত করিবার জন্য গৌরচন্দ্রের এই বদনে নয়ন-যুগলচ্ছলে মীনধ্বজ কন্দর্পের ধ্বজারূপে মৎস্য ও তাহার প্রিয়া মৎসীকে রক্ষা করিয়াছেন এবং সেই মৎস্যদ্বয়কে গৌরের সুন্দর কেশপাশরূপ যমুনা নদীতে লোভবশতঃ যাইতে ইচ্ছুক দেখিয়া তাহাদের বারণের নিমিত্ত কর্ণযুগলচ্ছলে পাশদ্বয় স্থাপন করিয়াছেন ॥ ৫৮ ॥

হে সখি! শচীপুত্রের বদনমধ্যে অধররূপ পক্কবিম্বের প্রতি তুমি নিরীক্ষণ করিও না। কেননা, তোমার মতিরূপ শুকস্ত্রী যদি তাহাতে পতিত হয়, তাহা হইলে তুমি তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হইবে না ॥ ৫৯ ॥

হৈমস্য (৭২) শালস্য শিরস্যপূর্ব্বং
স্বর্ণাম্বুজং রাজতি পশ্য মুগ্ধে!
বন্ধুকযুগ্মং পরিভাতি তস্মিং
স্তস্মিন্ পুনঃ কৈরবপুষ্পবৃন্দম্ ॥ ৬০ ॥

যে পণ্ডিতাঃ সুন্দরি! শঙ্খমাত্রে
পীতত্ব—বোধং ভ্রমমামনন্তি।
তে নূনমেতস্য শচীসুতস্য
কদাচিদৈক্ষন্ত ন কণ্ঠ--শঙ্খম্ ॥ ৬১ ॥

বক্ষোঽস্য যদ্ বিজ্ঞজনা বিচক্ষতে
হৈমে কবাটে মিলিতে পরস্পরম্।
তদ্‌যোগ্যমেবাত্র যতো বিলম্বতে
ভুজার্গলা (৭৩) যুগ্মমমুষ্য পার্শ্বয়োঃ ॥ ৬২ ॥

(৭২) অত্র গৌরস্য দেহ-মুখাধরোষ্ঠহাসেষু ক্রমেণ হৈমশালহাদ্যারোপঃ ॥ ৬০ ॥
(৭৩) অন্যত্রাপি কবাটস্য পার্শ্বে অর্গলং লম্বত এব ॥ ৬২ ॥

মুগ্ধে! দেখ, সুবর্ণ শালবৃক্ষের মস্তকোপরি অপূর্ব্ব স্বর্ণকমল বিরাজ করিতেছে। তাহাতে দুইটী বাঁধুলী ফুল শোভা পাইতেছে তাহাতে আবার কৈরব পুষ্পসমূহ বিরাজমান ॥ ৬০ ॥

সুন্দরি! যে সকল পণ্ডিতগণ শঙ্খমাত্রে পীতত্ব বুদ্ধিকে ভ্রম বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা নিশ্চিত কখনও এই শচীসুতের কণ্ঠশঙ্খটী দর্শন করেন নাই ॥ ৬১ ॥

বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যে ইঁহার বক্ষকে পরস্পর মিলিত দুইটী হৈম কবাট বলিয়া থাকেন, এখানে তাহা যোগ্য বটে। যেহেতু উহার উভয় পার্শ্বে বাহুরূপ দুইটী অর্গল বিলম্বিত আছে ॥ ৬২ ॥

ভুজদ্বয়ীমস্য বিলোক্য গণ্ডু
কর্ত্তুং (৭৪) যা ন করোতি কামম্।
কা নাম সা স্ত্রী জগদন্তরালে
স্মিতপ্রভানিন্দিত-কৈরবে হস্তি ॥ ৬৩ ॥

এতস্য পাণী সখি! কামরত্যো
রবৈমি তূণৌ নলিন-স্বরূপৌ।
যৎপঞ্চ পঞ্চাঙ্গুলি-গন্ধফল্যো (৭৫)
বাণান্যধীয়ন্ত তয়োরমূভ্যাম্ (৭৬) ॥ ৬৪ ॥

অস্যোল্লসদ্ধিঙ্গুল-রাগরঞ্জিতা
তনূরুহাল্যা রহিতা সুপর্ব্বিকা।
বিরাজদগ্রা নখরৈঃ ফলৈরিয়ং
দশাঙ্গুলী ভাতি দশেষু বত্তয়োঃ ॥ ৬৫ ॥

(৭৪) গণ্ডুকত্তুম্ উপধানীকর্ত্তুং, ॥ ৬৩ ॥

(৭৫) গন্ধফলী চম্পক-কলিকা, (৭৬) অমূভ্যাং কামরতিভ্যাং ॥ ৬৪ ॥

হে সখি! তোমার মৃদু-হাস্যচ্ছটায় কুমুদ নিন্দা পায়। তুমি বল জগতের মধ্যে এমন কোন স্ত্রী আছে যে, গৌরের ভুজদ্বয় অবলোকন করিয়া উহাদিগকে উপাধান করিবার জন্য একান্ত অভিলাষ না করে ॥ ৬৩ ॥

সখি! ইঁহার করযুগলকে কামরতির কমলরূপ দুইটী তূণ বলিয়া মনে করি। যেহেতু ঐ কামরতি উঁহার করদ্বয়ে পাঁচ পাঁচটী অঙ্গুলীরূপ পাঁচ পাঁচটী চম্পক কলিকা বাণ-স্বরূপে স্থাপন করিয়াছে ॥ ৬৪ ॥

ইঁহার হস্তদ্বয়ে উজ্জ্বল হিঙ্গুল রাগরঞ্জিত, রোমরাজিশূণ্য, সুন্দর পর্ব্বযুক্ত, অগ্রভাগে নখররূপ ফলসমূহে সুশোভিত এই দশটী অঙ্গুলী দশটী বাণের ন্যায় শোভা পাইতেছে ॥ ৬৫ ॥

অবৈমি বক্ষোঽস্য তটং সুমেরো-
র্ধারা (৭৭) শ্চতস্রোঽত্র হি দেবধুন্যাঃ।
(৭৮) শুক্লোত্তরীয়াংশুক-যজ্ঞসূত্র-
মালাদ্বিখণ্ডীচ্ছলতো বিভান্তি ॥ ৬৬ ॥

উচ্চত্ব-বিস্তারবতীং সুচিক্কণাং
রোমালি দূর্ব্বাঙ্কুররাজি-শোভিতাম্।
বক্ষস্তটীমস্য বিলোক্য কা বধূ-
র্মৃগীব তস্যাং শয়িতুং নবাঞ্ছতি ॥ ৬৭ ॥

সিংহস্য মধ্যেন সমং সমীকে (৭৯)
যুক্তং জয়ং প্রাপদমুষ্য মধ্যম্।
বলিত্রয়েণাস্য হি সাহচর্য্যং (৮০)
বিধীয়তে তস্য তু নৈব জাতু ॥ ৬৮ ॥

(৭৭) সীতা-নকনন্দা-বঙ্ক্ষু-ভদ্রারূপাঃ। (৭৮) শুক্লপদং সর্ব্বেষাং বিশেষণম্ ॥ ৬৬ ॥
(৭৯) যুদ্ধে, (৮০) অন্যত্রাপি যস্য বলবত্ত্রয়েণ সাহায্যং ক্রিয়তে, স জয়ং প্রাপ্নোত্যেব ॥ ৬৮ ॥

ইঁহার বক্ষঃস্থলকে সুমেরুর তট বলিয়া জ্ঞান করিতেছি। যেহেতু ইহাতে শুক্ল উত্তরীয় বসন, যজ্ঞসূত্র ও দুইখণ্ড মালাচ্ছলে সুরধুনীর চারিটী ধারা বিরাজ করিতেছে ॥ ৬৬ ॥

উচ্চতা ও বিস্তার-বিশিষ্ট, সুচিক্কণ, রোমশ্রেণীরূপ দূর্ব্বাঙ্কুর সমূহে শোভিত ইঁহার বক্ষস্তট দর্শন করিয়া কোন্ বধূ মৃগীর ন্যায় তাহাতে শয়ন করিতে ইচ্ছা না করে ॥ ৬৭ ॥

উঁহার কটিদেশ সিংহের কটির সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়া জয়লাভ করিয়াছে। কারণ বলিত্রয় (বলি নামক উদরস্থিত মাংসত্রয় পক্ষে তিনটী বলবান্ ব্যক্তি) উহার কটিদেশের সাহায্য করিতেছে কিন্তু সিংহের কটিদেশের ঐ তিনটী সহায় নাই॥ ৬৮ ॥

বিচক্ষণাঃ সংক্রুবতেঽস্য নাভিং
কূপং ততস্ত্বং ভব সাবধানা।
অস্মিন্ পতেচ্চেত্তব দৃক্কুরঙ্গী
নোত্থাতুমস্মাদ্ ভবিতা সমর্থা ॥ ৬৯ ॥

যদা যদোরুদ্বয়ীমস্য দন্তিনঃ
স্মরন্তি শুণ্ডা-পরিভূতিকারিণীম্।
ধ্রুবং স্বশুণ্ডাং ত্রপয়া তদা তদা
প্রবেশয়ন্ত্যন্যমিষান্মুখান্তরে (৮১) ॥ ৭০ ॥

বীক্ষ্যাস্য পাদৌ সখি। জাতলজ্জা
বনং (৮২) প্রবিষ্টা উভয়ে প্রবালাঃ (৮৩)।
একে সরাজীব-বিশালশালং (৮৪)
পরে নরাজীব-বিশালশালম্ (৮৫) ॥ ৭১ ॥

---

(৮১) ভোজনপানাদিচ্ছলতঃ তে হি তদর্থং শুণ্ডাং মুখে মুহুর্মুহুঃ প্রবেশয়ন্তি, তত্রৈবোৎপ্রেক্ষেয়ং ॥ ৭০ ॥

(৮২) বনং জলং কাননঞ্চ, (৮৩) বিদ্রুমাঃ পল্লবাশ্চ, (৮৪) রাজীবো মৎস্যভেদস্তেন সহিতাঃ বিশালাঃ শালা মৎস্যভেদা যত্র, পরত্র (৮৫) নরণামাজীবা আজীব্যা বিশিষ্টা শালা বৃক্ষভেদা যেষু তে শালা বৃক্ষা যত্র ॥ ৭১ ॥

পণ্ডিতগণ ইঁহার নাভিকে কূপ বলিয়া থাকেন। অতএব তুমি সাবধানা হও। তোমার দৃষ্টিরূপ কুরঙ্গী যদি উহাতে পতিত হয়, তাহা হইলে উহা হইতে আর উঠিতে সমর্থ হইবে না ॥ ৬৯ ॥

যে যে সময়ে করিগণ তাহাদের শুণ্ডের পরাভবকারি উঁহার উরুদ্বয়ের স্মরণ করে, সেই সেই সময়ে তাহারা লজ্জায় অন্য ভোজন-পানাদি কার্য্যচ্ছলে মুখমধ্যে নিজশুণ্ড প্রবিষ্ট করাইয়া থাকে ॥ ৭০ ॥

হে সখি ! ইঁহার চরণদ্বয় দর্শন করিয়া দুই প্রকার প্রবাল সমূহই লজ্জিত হইয়া থাকে। একপ্রকার প্রবাল রাজীব ও প্রকাণ্ড শালমৎস্য সমন্বিত বনে

অনেন পাদদ্বিতয়েন ভূতলে
পরিভ্রমন্তং সমবেক্ষ্য সখ্যমুম্।
কা নাম সা স্ত্রী ভুবি কুত্র বর্ত্ততে
যা নাত্মনো ভূতলভাবমিচ্ছতি ॥ ৭২ ॥

কঃ শক্নুয়াৎ সখি! বিধেহৃদয়ং প্রবিশ্য
বিজ্ঞাতুমেতদবনীবলয়েঽত্র লোকঃ।
এনং সমস্ত পুরুষৌঘবতংসভূতং (৮৬)
সৎকন্যয়া কিল কয়া ঘটয়িষ্যতীতি ॥ ৭৩ ॥

এবং সখীবচন-বর্ণিতমাকলয্য
গৌরস্বরূপমবলোক্য চ বীক্ষণেন।
সা-(৮৭) নন্দ-বারিধি-রতিস্থাধুনী-প্রবাহ—
সঙ্গে নিমগ্ন-হৃদয়া নিতরাং বভূব ॥ ৭৪ ॥

(৮৬) পুরুষসমূহ-শিরোভূষণং ॥ ৭৩ ॥
(৮৭) সা লক্ষ্মীঃ, ॥ ৭৪ ॥

অর্থাৎ সমুদ্র জলে এবং অন্য প্রকার প্রবাল অর্থাৎ নবপল্লবসমূহ নরগণের জীবিকা-স্বরূপ বিশাল শালবৃক্ষ শোভিত বনে প্রবেশ করিয়াছে ॥ ৭১ ॥

হে সখি! পৃথিবীতে এমন কোন্ স্ত্রী কোথায় আছে যে, তাঁহাকে ঐ দুইটী চরণের ভূতলে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া আপনার ভূতলভাব অর্থাৎ ভূমি হইবার জন্য ইচ্ছা না করে? ॥ ৭২ ॥

সখি! সমস্ত পুরুষগণের শিরোমণিস্বরূপ এই গৌর সুন্দরকে বিধাতা কোন্ সুন্দরী কন্যার সহিত মিলিত করিবে, এই ভূমণ্ডলে কোন্ ব্যক্তি ঐ বিধাতার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহা জানিতে সমর্থ হইবে? ॥ ৭৩ ॥

এই প্রকার সখীবাক্যবর্ণিত গৌরস্বরূপ শ্রবণ করিয়া এবং দৃষ্টিদ্বারা তাহা দর্শন করিয়া লক্ষ্মী আনন্দ সমুদ্রে রতিরূপ গঙ্গাপ্রবাহ সঙ্গে অত্যন্ত নিমগ্ন চিত্তা হইয়াছিলেন ॥ ৭৪ ॥

শশাক রোদ্ধুং যদুদেতুমুদ্যতং
ত্রপান্বিতা সাশ্রুজলং ন কণ্টকম্।
যোগ্যং তদাদের্জলতা (৮৮) বিচক্ষণৈঃ
পরস্য যৎ কণ্টকতা চ গীয়তে ॥ ৭৫
বিলোক্য গৌরং সমবাপ্য লোলতাং
পুনর্যদি প্রাপদলোলতামিয়ম্ (৮৯)।
ততো ন যুক্তং কথমেতদস্য যদ্
গৌরী সতী প্রাপ পুনশ্চ গৌরতাম্ (৯০) ॥ ৭৬
নিরীক্ষ্য গৌরং সকৃদেব তস্যা-
যদাদৃশোঽভূৎ প্রথিতোঽনুরাগঃ।
ন তদ্ বিচিত্রং স হি নিত্যসিদ্ধো
ব্যক্তিং ব্রজত্যল্পত এব হেতোঃ ॥ ৭৭

ইতি শ্রীগৌরলীলামৃতে কৈশোরলীলাবর্ণনে লক্ষ্মীপূর্ব্বরাগাঙ্কুরো নাম দ্বাদশ আস্বাদঃ।

---

(৮৮) জড়স্য রোধঃ সুকরঃ, ক্ষুদ্রশত্রোস্তু রোধো দুঃশক ইতি ভাবঃ ॥৭৫

(৮৯) প্রকৃতে লোলতাং সতৃষ্ণতাম্, পরত্র অচঞ্চলতাম্ স্তব্ধতামিত্যর্থঃ। (৯০) গৌর্য্যা গৌরতাবাপ্তির্যুক্তৈব, প্রকৃতে তু গৌরতাং অরুণতাম্ ॥৭৬

লজ্জান্বিতা লক্ষ্মী যে তখন উদয়োন্মুখ অশ্রুজলকে রুদ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু কণ্টক অর্থাৎ পুলককে রোধ করিতে পারেন নাই, তাহা যোগ্য বটে, কেননা, বিজ্ঞগণ প্রথমটিকে জল বলিয়া এবং পরবর্ত্তীটিকে কণ্টক বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন ॥৭৫

গৌরকে দর্শনপূর্ব্বক লোলতা (চঞ্চলতা, পক্ষে সতৃষ্ণতা) প্রাপ্ত হইয়া যদি এই লক্ষ্মী অলোলতা (অর্থাৎ অচঞ্চলতা, স্তব্ধতা) প্রাপ্ত হইতেন, তবে তাহা কোনওপ্রকারে উপযুক্ত হইবে না। যেহেতু তিনি গৌরী হইয়া পুনরায় গৌরতা (গৌরের ভাব, পক্ষে অনুরাগে অরুণতা) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৭৬

গৌরকে একবারমাত্র নিরীক্ষণ করিয়া যে তাঁহার অনুরাগ এইরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহা আশ্চর্য্য নহে। কেননা, তাঁহার সেই অনুরাগ নিত্যসিদ্ধ। সামান্য কারণেই উহা প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ৭৭

ইতি শ্রীগৌরলীলামৃতে কৈশোরলীলাবর্ণনে লক্ষ্মীর রাগাঙ্কুর নামক দ্বাদশ আস্বাদ ॥

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-চম্পূঃ

—:(*):—

ত্রয়োদশ আস্বাদঃ

তদেবং বল্লভাচার্য্য-দুহিতরীহিতব্রীড়াকরভাবিকায়াং (১) ভাবিকায়াং গৌরলাবণ্যস্থ মণ্ডায়মানায়ামযমানায়ামতীবানন্দং গৌরবিধোরপি নয়নকমলাভ্যামমলাভ্যামস্তাং ন্যপাতি ॥ ১

যদৈব তস্যাং নয়নং পপাত
শ্রীগৌরচন্দ্রস্য তদৈব ধীশ্চ।
প্রভূতমাধুর্য্যভরো হি নেত্রং
মনশ্চ কর্ষত্যলমেকদৈব ॥ ২

অসৌ ভবেদ্ যদ্যপি নিত্যসিদ্ধা
তস্য প্রিয়া বেদ-পুরাণ-গীতা।
তথাপ্যযুক্তোঽত্র ন পূর্ব্বরাগো
লীলাস্য শক্তির্হি ভবেদ্ বিচিত্রা ॥ ৩

---

(১) ঈহিতস্য চেষ্টায়া ব্রীড়াবস্করোঽবজ্ঞাকরো ভাবো রতির্যস্যাস্তথাভূতায়াম্ ॥১

এই প্রকার বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মী যখন নিশ্চেষ্টভাবে দণ্ডায়মান হইয়া গৌরবে লাবণ্য চিন্তা করিতে করিতে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিতেছিলেন, তখন গৌরবিধুর নির্ম্মল নয়নকমলদ্বয় তাঁহার প্রতি নিপতিত হইল ॥ ১

শ্রীগৌরচন্দ্রের নয়ন যখনই তাঁহার উপর পতিত হইল, তৎক্ষণাৎ তাঁহার চিত্ত তাঁহাতে পতিত হইয়াছিল। যেহেতু প্রচুর মাধুর্য্যরাশি একই সময়ে নেত্র ও মনকে অত্যন্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ২

যদিও এই লক্ষ্মী বেদ ও পুরাণে কীর্ত্তিতা তাঁহার নিত্যসিদ্ধা প্রিয়া, তথাপি তাঁহার প্রতি ইঁহার পূর্ব্বরাগ অযুক্ত নহে ; যেহেতু তাঁহার লীলাশক্তি অতি বিচিত্রা ॥ ৩

অঙ্গেঽন্যাঃ প্রথমং পপাত নয়নং গৌরস্য শোভাসুধা-
পূর্ণে যত্র ততোঽন্যতঃ প্রচলিতুং নাশক্‌ন্যদেতৎ (২) স্বয়ম্।
যদ্যন্যাবয়বাবলোকনসুখাকাঙ্ক্ষা বলিষ্ঠা সতী
তন্না-(৩) নৈষ্যদিতস্ততঃ সুরভিতা-সম্পদ্ (৪) দ্বিরেফীমিব ॥ ৪

মুখেন্দুমস্যা পরিবীক্ষ্য চন্দ্র-
কান্তস্বরূপাস্য তনুর্নিকামম্।
স্বেদাম্বু সুস্রাব তদাপ্তি-সৌখ্যাজ্
জহর্ষ রোমৌষধি-সন্ততিঃ কিম্ ॥ ৫

শোভাসুধাপিচ্ছিলমাননেন্দুং
প্রাপ্য স্খলন্তী খলু গৌরদৃষ্টিঃ।
তদ্বাহুযষ্টিং দ্রুতমাললম্বে
দক্ষোঽবনে স্বস্য যতো নমন্দঃ (৫) ॥ ৬

(২) এতৎ নয়নম্, (৩) তৎ নয়নং, (৪) সৌগন্ধ্য-সম্পত্তিঃ ॥৩
(৫) অনলসঃ ॥৬

লক্ষ্মীর শোভামৃতপূর্ণ যে অঙ্গে গৌরের নয়ন পতিত হইয়াছিল, সৌরভসম্পত্তি ভ্রমরীকে যেমন ইতস্ততঃ চালিত করে, সেইরূপ তাঁহার অন্য অবয়ব দর্শন সুখের আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত বলবতী হইয়া গৌরের ঐ নেত্রকে যদি ইতস্ততঃ লইয়া না যাইত, তাহা হইলে সেই অঙ্গ হইতে তাঁহার নয়ন স্বয়ং অন্য অঙ্গে যাইতে সমর্থ হইত না ॥ ৪

তাঁহার মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া গৌরের চন্দ্রকান্ত স্বরূপ তনু অত্যন্ত স্বেদজল ক্ষরণ করিয়াছিল এবং ঐ মুখচন্দ্র প্রাপ্তি নিমিত্ত সুখে তাঁহার রোমাবলীরূপ ওষধিসমূহ কি হৃষ্ট হইয়াছিল ? ॥ ৫

গৌরের দৃষ্টিশোভা সুধায় পিচ্ছিল লক্ষ্মীর বদন-চন্দ্রমা আশ্রয় করতঃ তাহা হইতে স্খলিত হইয়া সত্বর তাঁহার বাহুযষ্টিকে অবলম্বন করিয়াছিল। যেহেতু অনলস ব্যক্তি আপনার রক্ষায় সমর্থ ॥ ৬

সুবিস্তৃতায়াং স্তনযুগ্মতট্যাং
তস্যা ভ্রমিত্বা চিরমস্য দৃষ্টিঃ।
মন্যে শ্রমং প্রাপ্য বিগাঢ়ুকামা
সলালসং নাভি-সরোঽন্বিয়েষ ॥ ৭

ন প্রাপ্য তচ্ছন্নতয়াতিখিন্না
ভ্রমশ্রমগ্লানি-(৬) নিরস্তিকামা।
আলিঙ্গ্য সক্থিদ্বয় (৭) রামরম্ভে
পাদাম্বুজং সা স্পৃশতি স্ম তস্যাঃ ॥ ৮

এবং মুহুর্বিভ্রমমাচরন্তীং
নেতুং স্থিরত্বং স্বকলামাত্মদৃষ্টিম্।
একৈকমঙ্গং মনসা সতৃষ্ণ
প্রচক্রমে বর্ণয়িতুং স তস্যাঃ ॥ ৯

(৬) ভ্রমণজন্ম শ্রমগ্লানিনিবৃত্ত্যর্থং। (৭) অস্তোঽপি তাদৃশঃ শীতলতয়া রামরম্ভামালিঙ্গ্যাপ্যঙ্গং স্পৃশত্যেব ॥৮

তাঁহার সুবিস্তৃত দুইটি স্তনতটে উঁহার দৃষ্টি বহুক্ষণ ভ্রমণ করতঃ মনে হয় যেন শ্রান্ত হইয়া অবগাহন করিবার ইচ্ছায় লালসাভরে তাঁহার নাভিসরোবর অন্বেষণ করিয়াছিল ॥ ৭

কিন্তু তাহা আবৃত বলিয়া প্রাপ্ত না হওয়ায় গৌরের দৃষ্টি অত্যন্ত খিন্ন হইয়া ভ্রমণ-জনিত শ্রমের গ্লানি নিবৃত্তি কামনায় তাঁহার উরুরূপ রামরম্ভাদ্বয়কে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার চরণকমল স্পর্শ করিয়াছিল। ৮

এইরূপে গৌরচন্দ্র পুনঃ পুনঃ ভ্রমণকারিণী নিজ দৃষ্টিকে স্থির করিবার জন্য সতৃষ্ণ-ভাবে তাঁহার এক একটি অঙ্গকে বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ॥ ৯

অহো বিধাতুর্বরশিল্প-চাতুরী
যয়া মনোজ্ঞা ঘটিতা বধূরিয়ম্।
কিংবা সদা বেদবিচার-কর্কশে
সম্ভাব্যতে তত্র ন যোগ্যতেদৃশী ॥ ১০

স্মরামি ধাতা নহি সর্জ্জকোঽস্যাঃ
কাষ্ঠাশ্মকর্ত্তাতিসুকোমলাঙ্গ্যাঃ।
কিন্তু স্মরো যস্য শরোঽপি লোকৈঃ
প্রখ্যায়তে পুষ্পতয়া ম্রদীয়ান্ ॥ ১১

স্বর্ণং দ্রবীকৃত্য রসস্য (৮) যোগতঃ
প্রোদ্ধৃত্য তস্মান্নবনীতমুত্তমম্।
তেনৈব নূনং ঘটিতেয়মঙ্গনা
যৎ পীতিমা মার্দ্দবমপ্যবেক্ষ্যতে ॥ ১২

ভবেদিয়ং পুষ্পময়ী ধনুর্ল্লতা
স্মরস্য হস্তার্পণ-সূক্ষ্মমধ্যকা।
জিত্বাঽনয়াবৈমি জগৎ শিরস্থলো
ববন্ধ সোঽস্যাঃ কচপাশ-চামরম্ (৯) ॥ ১৩

(৮) পারদস্য ॥ ১২ (৯) অন্যোঽপি ধন্বী শত্রূন্ জিত্বা ধনুষোঽগ্রে চামরং বধ্নাতি ॥১৩

অহো! বিধাতা যদ্দ্বারা এই মনোরমা বধূকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাঁহার সেই শিল্পচাতুরী অতি উৎকৃষ্ট। অথবা সর্ব্বদা তিনি বেদ বিচার করিতে করিতে কর্কশ হইয়াছেন, অতএব তাহাতে কখনও এই প্রকার যোগ্যতা সম্ভব হয় না ॥ ১০

আমার স্মরণ হয় কাষ্ঠ ও প্রস্তর নির্ম্মাণকারী বিধাতা কখনও এই সুকোমলাঙ্গীর সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন; কিন্তু যাহার শরও পুষ্পহেতু অত্যন্ত কোমল বলিয়া লোকে বর্ণনা করিয়া থাকে, সেই কন্দর্পই ইঁহার সৃষ্টিকর্ত্তা ॥ ১১

রসের সহযোগে স্বর্ণকে গলাইয়া তাহা হইতে উত্তম নবনীত তুলিয়া তাহার দ্বারাই নিশ্চিত এই রমণীকে নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। যেহেতু ইহার অঙ্গে পীতবর্ণ ও মৃদুতা দৃষ্টিগোচর হইতেছে ॥ ১২

এই বধূ মদনের পুষ্পময়ী ধনুর্ল্লতা হইবে। তাহার হস্ত প্রদানে ইহার কটিদেশ

রম্যাস্যাস্যাস্য লোকে সরসিজ-শশিনাবন্তরা (১০) নাস্তি কিঞ্চিদ্
দৃষ্টান্তস্থানমন্তৎ কবিনিকর-মতং তৌ ত্বমুষ্যা মুখস্য।
অংশাভ্যামেব বাঢ়ং পরিভবমভিতো দৃক্‌কপোলাত্মকাভ্যাং
নীতৌ তস্মাৎ ক বাস্যো-(১১) পমিতি-সমুচিতং বস্তু কিং নাম বাস্তি ॥ ১৪

চন্দ্র-(১২) প্রভা চক্র্যবতংসযুক্তা- (১৩)
হ্যবদাতকুল্যা-(১৪) ভরণোজ্জ্বলাঙ্গী (১৫)
ভবেদিয়ং ভীমতনুস্ততোঽস্যা-
শ্চন্দ্রার্দ্ধভাভালিকতোচিতৈব ॥ ১৫
ইমে দৃশৌ যং সমবেক্ষয়িষ্যতঃ
কটাক্ষভঙ্গ্যাস্য ধৃতিং যুবাং ত্বতম্ (১৬)
ইতীব পুষ্পেষুরিদং মুখাম্বুজে (১৭)
ন্যধাদিমে কর্ত্তরিকে ভ্রুবোশ্ছলাৎ ॥ ১৬

---

(১০) বিনা, (১১) অস্য অমুষ্যা মুখস্য ॥ ১৪

(১২) চন্দ্রঃ স্বর্ণং পক্ষে কর্পূরং, (১৩) চক্রীকর্ণালঙ্কারবিশেষঃ, চক্রীরূপো যোঽবতংসঃ কর্ণাভরণং পক্ষে সর্পরূপকর্ণালঙ্কারস্তদ্যুক্তা, (১৪) অবদাতকুল্যা শুদ্ধকুলোদ্ভবা, শুক্লঅস্থি ঈদৃগ্ লাবণ্যাসম্ভবাৎ, (১৫) আভরণেত্যাদি পৃথক্ পদং; পক্ষে অবদাতানি শুক্লানি যানি কুল্যাভরণানি অস্থিভূষণানি তৈরুজ্জ্বলাঙ্গী ॥ ১৫ (১৬) খণ্ডরত্নম্, (১৭) অস্যা মুখপদ্মে ॥ ১৬

সুষম হইয়াছে। আমার বোধ হয় ইহার দ্বারা জগৎ জয় করিয়া ইঁহার মস্তকে ঐ কেশপাশ রূপ চামর বন্ধন করিয়া দিয়াছে ॥ ১৩

এ জগতে পদ্ম ও চন্দ্র ব্যতীত রমণীর বদনে অন্য কোনও দৃষ্টান্তস্থল নাই—ইহাই কবিগণের মত। কিন্তু সেই দুইটি উহার মুখের নয়ন ও গণ্ডরূপ অংশদ্বয়ের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে অত্যন্ত পরাজয় প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব কোথায়ও কি এই মুখের উপমানের উপযুক্ত বস্তু আছে? ॥ ১৪

যেমন মহাদেবের তনু চন্দ্রপ্রভা (কর্পূরের ন্যায় ধবলবর্ণা) চক্র্যবতংসযুক্তা (সর্পালঙ্কারযুক্তা) এবং শুভ্র অস্থিভূষণে উজ্জ্বলাঙ্গ সেইরূপ ইহার তনুখানি চন্দ্রপ্রভা অর্থাৎ স্বর্ণকান্তি, চক্রি নামক কর্ণালঙ্কারযুক্তা, শুদ্ধকুলোৎপন্না এবং আভরণ সমূহে উজ্জ্বলাঙ্গী। অতএব ইঁহার অর্দ্ধচন্দ্র-শোভিত ললাট হওয়া উচিতই বটে ॥ ১৫

হে ভ্রূদ্বয়! এই নয়ন যুগল কটাক্ষ ভঙ্গীদ্বারা যাহাকে দেখাইবে, তোমরা তাহার

সোমাদিকে শীতলতাদি কুর্ব্বতো
বিধেঃ কুতোঽস্যাং বিপরীতকারিতা।
বিলোক্যতে লোচন-নীরজদ্বয়ে
সুতীক্ষ্ণতা যদ্ধৃতি-ভেদকারিণী ॥ ১৭

অন্তস্থকৃষ্ণা (১৮) শ্রুতিসেবিনী শুচি-(১৯)
র্হরত্যমুষ্যা দৃগিয়ং মনো যদি।
তদাতিকৃষ্ণা কুটিলা ভ্রুবোর্দ্বয়ী
হরেদদো যত্তদিহাদ্ভুতং নহি ॥ ১৮

নিধায় মাধুর্য্য-মধু প্রকামং
বিধির্দৃগিন্দীবরয়োরমুষ্যাঃ।
মন্যে ভিয়া সংক্ষরণাদবশ্যা-
চ্চতুর্দ্দিশং বর্ত্মিষেণ সেতুম্ ॥ ১৯

(১৮) মধ্যস্থ কৃষ্ণবর্ণা পক্ষে হৃদয়স্থ-নন্দনন্দনা, (১৯) কর্ণপর্য্যন্তগামিনী পক্ষে বেদসেবিনী তথা শুক্লা চ ॥ ১৮

ধৈর্য্য নাশ করিও—এই জন্যই যেন কন্দর্প ইঁহার মুখাম্বুজে দুইটি ভ্রূচ্ছলে এই দুইটি কর্ত্তরিকা (কাটারি) রক্ষা করিয়াছে ॥ ১৬

যে বিধি চন্দ্রপ্রভৃতিকে শীতলত্বাদি গুণযুক্ত করিয়াছেন, ইঁহাতে তাঁহার বিপরীত কার্য্য কেন ? যেহেতু ইঁহার নয়নকমলদ্বয়ে ধৈর্য্যনাশিনী সুতীক্ষ্ণতা দেখা যাইতেছে ॥ ১৭

ইঁহার দৃষ্টি মধ্যে কৃষ্ণবর্ণা। কর্ণ পর্য্যন্ত গামিনী এবং বিশুদ্ধা (পক্ষে অন্তরে শ্রীকৃষ্ণযুক্তা বেদসেবিনী এবং পবিত্রা)। ইঁহার এই দৃষ্টি যদি মন হরণ করে, তাহা হইলে অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণা ও কুটিলা ভ্রূদ্বয় যে ঐ মনকে হরণ করিবে—তাহাতে কোনও আশ্চর্য্য নাই ॥ ১৮

বিধি ইঁহার নয়নরূপ নীল-কমল-যুগলে প্রচুর মাধুর্য্যরূপ-মধু স্থাপন করিয়াছেন। আমার মনে হয়, উহা রক্ষা করিবার ভয়ে চতুর্দ্দিকে পথচ্ছলে সেতুবন্ধন করিয়া দিয়াছেন ॥১৯

একঃ শরোঽনেকমিষুং প্রসূতে
ইত্যুচ্যতে তথ্যমৃষি-প্রধানৈঃ।
যতঃ স্মরেষোর্নয়নাব্জতোঽস্যাঃ
কটাক্ষবাণাঃ শতশঃ পতন্তি ॥ ২০

অয়ে মদক্ষিভ্রমরৌ ন যাতং
নিরীক্ষ্য পদ্মং (২০) মকরন্দ-লোভাৎ।
যুবাং বিধর্তুং মদনেন পাশা-
বিমৌ ধৃতৌ ভাবয়তং ন কর্ণৌ ॥ ২১

গণ্ডাবয়ুস্যাঃ শ্রুতিনীলরত্ন-
বিম্বাঙ্কযুক্তৌ শশিনাববৈমি।
স্বর্ভানু-দৌরাত্ম্যভিয়া ভজেতে (২১)
সুদর্শনৌ কুণ্ডলয়োশ্ছলেন ॥ ২২

(২০) পদ্মং কর্ণে অর্পিতং, যদ্বা অতিশয়োক্ত্যা নয়নমেব মুখমেব বা পদ্মত্বেনোচ্যতে, তত্র মকরন্দ-শব্দেন চ লাবণ্যং জ্ঞেয়ম্ ॥ ২১

(২১) অন্যোঽপি চন্দ্রো রাহুভয়েন সুদর্শনং ভজতে, তদ্রক্ষার্থে ভগবতা তস্য স্থাপিতত্বাৎ ॥ ২২

একটি শর অনেক শর প্রসব করে—ঋষিশ্রেষ্ঠগণ যথার্থ বলিয়া থাকেন। যেহেতু ইঁহার নয়নাম্বুজরূপ কন্দর্পের বাণ হইতে শত শত কটাক্ষ বাণ পতিত হইতেছে ॥ ২০

ওহে আমার নয়নভ্রমরদ্বয়! তোমরা পদ্ম (মুখরূপ, নয়নরূপ অথবা কর্ণে অর্পিত) দেখিয়া মকরন্দ (লাবণ্যরূপ) লোভে উঁহার দিকে গমন করিও না। তোমাদের দুইটিকে ধরিবার জন্য মদন এই পাশদ্বয় (ফাঁদ) পাতিয়া রাখিয়াছে। তোমরা ঐ দুইটিকে কর্ণ মনে করিও না ॥ ২১

ইঁহার গণ্ড দুইটিকে দুইটি চন্দ্র বলিয়া আমার বোধ হইতেছে, কারণ উহা কর্ণ ও নীলরত্নরূপ মণ্ডল ও কলঙ্কযুক্ত। রাহুর দৌরাত্ম্যভয়ে ঐ গণ্ডদ্বয় দুইটি কুণ্ডলচ্ছলে দুইটি সুদর্শন চক্র ধারণ করিতেছে ॥ ২২

দৃশৌ বীক্ষেয়াথাং নবঘনরুচিঃ কাচন লতা
লসত্যস্যাং ভারানমিত-নিজমূলাশ্রয়পদম্ (২২)।
তিলস্যাদঃ পুষ্পং বিকসিতমমুষ্যাপি শিখরে
নিপাতায়োৎকণ্ঠাং দধদমলনীহার-পৃষতঃ ॥ ২৩

অয়ে মনঃ! কিং কুরুষেঽত্র লোভং
যদ্-(২৩) মন্যসে ত্বং ন ভবেদিদং তৎ।
অহন্তু মন্যে পরিণাম-পক্বং
মনোরমং বিম্বফলং চকাস্তি ॥ ২৪

অস্যোপমানং ভুবি নাস্তি নাস্তি
নাস্তীতি বিজ্ঞাপয়িতুং কবীন্দ্রান্।
কণ্ঠস্থলেঽস্যা নিজশিল্পগর্ব্বী
রেখাত্রয়ং কিন্নু দদৌ বিধাতা ॥ ২৫

---

(২২) ভারেণ আনমিতং নিজমূলস্যাশ্রয়স্থানং যেন, অত্র জনাসিকা মৌক্তিকেষু লতা-তিলকুসুম-নীহারবিন্দবোঽতিশয়োক্ত্যা আরোপ্যন্তে ॥ ২৩

(২৩) যৎ যোষিদধররূপং বস্তু ॥ ২৪

হে নয়নযুগল! তোমরা দর্শন কর—নবঘনকান্তি কোন একটি অপূর্ব্বলতা শোভা পাইতেছে। তাহাতে ঐ তিল পুষ্পটি বিকসিত রহিয়াছে। ঐ পুষ্পের ভারে লতামূলের আশ্রয়স্থানটি ঈষৎ (সম্যক্) নমিত হইয়া পড়িয়াছে এবং ঐ তিলপুষ্পের অগ্রভাগে পতনোন্মুখ নির্ম্মল শিশিরবিন্দু বিরাজ করিতেছে ॥ ২৩

ওহে মন! তুমি ইহাতে কি লোভ করিতেছ? তুমি ইহাকে যাহা (রমণীর অধররূপ বস্তু) মনে করিতেছ, ইহা তাহা নহে। কিন্তু আমার মনে হয়, ইহা একটি শেষপক্ক সুন্দর বিম্বফল শোভা পাইতেছে ॥ ২৪

ইহার উপমান পৃথিবীতে নাই, নাই, নাই—কবীন্দ্রগণকে এই কথা জানাইবার জন্য কি নিজ শিল্পগর্ব্বী বিধাতা ইঁহার কণ্ঠস্থলে তিনটি রেখা প্রদান করিয়াছেন? ॥ ২৫

পদ্মং ভবেন্নালত এব সর্ব্বং
সর্ব্বত্র লোকে প্রথিতং ভবেত্তৎ।
অস্যাং সরস্যান্তু মৃণালযুগ্মাদ্-(২৪)
রক্তোৎপলদ্বন্দ্বমভূদ্ বিচিত্রম্॥ ২৬

অয়ে করাসব্য করোষি লালসাং
বৃথা বিধেঃ কেন মনোঽবগম্যতে?
অস্যাঃ করেণাতিমৃদুত্বশালিনা-
মুনা করং কস্য স যোজয়িষ্যতি॥ ২৭

উপস্থিতে বাল্যহিমত্বপক্রমে
বপুষ্যমুষ্যা ললিতে সরোবরে।
পয়োধরাম্ভোরুহ-কোরকদ্বয়ং
মনাগুপাত্তোদয়মত্র রাজতি॥ ২৮

একত্র নালে নলিনস্য সংভবে-
দেকৈব লোকে কলিকা ন চাধিকা।
অস্যাস্তু রোমাবলি-নাল-মূর্দ্ধসু
পয়োধরৌ দ্বে কলিকে বিরাজতঃ॥ ২৯

---

(২৪) অত্র বাহুদ্বয়ে মৃণালদ্বন্দ্বং, করদ্বয়ে চ রক্তোৎপলদ্বন্দ্বমারোপ্যতে। ২৬

সমস্ত পদ্ম নাল হইতে জন্মিয়া থাকে—জগতে সর্ব্বত্র এই কথাই প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে এই সরোবর দুইটি মৃণাল হইতে দুইটি রক্তোৎপল জন্মিয়াছে। ২৬

ওহে দক্ষিণ কর! তুমি বৃথা লালসা করিতেছ। ইহার ঐ কোমল করের সহিত বিধাতা কাহার কর যুক্ত করিবেন—তাহার এই মনের কথা কে জানিবে?॥ ২৭

বাল্যরূপ হিম ঋতুর অবসান অর্থাৎ কৈশোররূপ-বসন্ত উপস্থিত হইলে ইঁহার এই কলেবররূপ মনোরম সরোবরে পয়োধররূপ দুইটি কমল-কোরক ঈষৎ উদয়প্রাপ্ত হইয়া বিরাজ করিতেছে॥ ২৮

এ জগতে একটি পদ্মের নালে একটি কলিকাই উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহার অধিক হয় না। কিন্তু এই সরোবরে রোমাবলীরূপ নাল সমূহের মস্তকে ঐ স্তনদ্বয়রূপ দুইটি কোরক বিরাজিত আছে॥ ২৯

তুলাদণ্ডং কৃত্বা বপুরিদমমুষ্যাঃ করতলে
নিধায় স্বস্যোরুস্তনগুরু-বিশেষং (২৫) বিধিরবৈৎ।
ততস্ত্রিস্রো জাতা বলয় ইহ মধ্যেঽঙ্গুলিদলৈ-
শ্চতুর্ভিঃ সংমর্দ্দাদ্বপুরপি নতং কিঞ্চিদভবৎ ॥ ৩০

নেত্রাস্তি মাধুর্য্যসুধাত্র কাচিদ্
গোপ্যাতিগোপ্য খলু নাভিকূপে।
ছন্নস্ততোঽয়ং বসনেন তস্মা-
দ্বৃথা ত্বমাধাবসি দর্শনার্থম্ ॥ ৩১

প্রিয়ায় পুত্রায় স চক্রপাণি-
শ্চক্রং দদৌ স্বস্য সুদর্শনাখ্যম্।
জিত্বামুনা সোঽপি জগন্ত্যমুষ্যাং (২৬)
শ্রোণীমিষেণেদমধাৎ স্বগেহে ॥ ৩২

---

(২৫) ঊর্ব্বো স্তনয়োশ্চ ভবস্থ ভারস্থ বিশেষং তারতম্যং অবগতবান্ ॥ ৩০

(২৬) অমুষ্যাং স্বগেহে অদোরূপে স্বগৃহে ॥ ৩২

ইঁহার তনুখানি তুলাদণ্ড করতঃ নিজ করতলে ধারণপূর্ব্বক বিধাতা ইঁহার উরু ও স্তনদ্বয়ের ভারের তারতম্য অবগত হইয়াছেন। সেইহেতু বিধাতার চারিটি অঙ্গুলিদলের দ্বারা মর্দ্দন নিমিত্ত ইঁহার মধ্যদেশে তিনটি বলি জন্মিয়াছে এবং শরীরটিও কিঞ্চিৎ নত হইয়াছে ॥ ৩০

হে নেত্র! এই নাভিকূপে গোপ্য হইতেও অতিশয় গোপ্য কোনও এক অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যসুধা বর্ত্তমান আছে। তজ্জন্য উহা বসনের দ্বারা আবৃত রহিয়াছে। অতএব তুমি উহা দর্শনের জন্য বৃথা ধাবিত হইতেছ ॥ ৩১

চক্রপাণি বাসুদেব নিজ প্রিয়পুত্র মদনকে নিজের সুদর্শন নামক চক্র দান করিয়াছিলেন। ঐ মদনও উহার দ্বারা সমস্ত জগৎ জয় করিয়া এই বধূরূপ নিজ গৃহে নিতম্বচ্ছলে ঐ চক্রটি রাখিয়া দিয়াছেন ॥ ৩২

উরুদ্বন্দ্বং কিমস্যা রুচিহরণ-রণে নির্জ্জয়ং লম্ভয়িত্বা
রম্ভাস্তাসাং শিরাংসি প্রতিঘভর-বশং (২৭) ভূমিপৃষ্ঠে চখান।
নৈবঞ্চেৎ সুন্দরোরূন্ কথমুপমমিরে ব্যাস-বাল্মীকি-মুখ্যা-
স্তাভিঃ (২৮) পূর্ব্বে কবীন্দ্রাঃ শিরসি কৃশতয়া সাম্য-ভঙ্গ-প্রসঙ্গাৎ ॥ ৩৩

ন পল্লবে তিষ্ঠতি রাগিতা চিরং
সরোরুহে নাস্তি নিশাসু ফুল্লতা (২৯)।
সদৈব রক্তং সততং প্রফুল্লিতং
কেনোপমেয়ং চরণং মৃগীদৃশঃ ? ॥ ৩৪

অস্যাঃ পদং পল্লব-পঙ্কজব্রজঃ
স্পৃশন্ স্পৃশংস্তেন জিতোঽভিবন্দতে।
সংঘর্ষণাত্তেন নিতান্ত-কোমলং
তদেতদাপৎ কিমতীবরক্ততাম্ ॥ ৩৫

(২৭) অস্মোঽপ্যতিক্রোধবশঃ সমরে শত্রূন্ জিত্বা তেষাং শিরাংসি ভূপৃষ্ঠে খনতি,

(২৮) তাভিঃ রম্ভাভিঃ ॥ ৩৩

(২৯) ফুল্ল বিকসনে ধাতুঃ ॥ ৩৭

ইঁহার উরুদ্বয় কি কান্তি হরণ নিমিত্ত যুদ্ধে রম্ভা সকলকে পরাজয় প্রাপ্ত করাইয়া অত্যন্ত ক্রোধবশে তাহাদের মস্তক-সকল ভূমিপৃষ্ঠে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছে ? তাহা যদি না হইবে তবে ব্যাস বাল্মীকি প্রভৃতি প্রাচীন কবীন্দ্রগণ সাদৃশ্যভঙ্গের প্রসঙ্গ হেতু অগ্রভাগ কৃশ বলিয়া ঐ রম্ভাবৃক্ষ সকলের সহিত সুন্দর উরুসমূহের উপমা দিবেন কেন ? ॥ ৩৩

পল্লবে দীর্ঘকাল রক্তিমা থাকে না এবং রাত্রিকালে কমলের বিকাশ নাই। সুতরাং কাহার সহিত সর্ব্বদাই রক্তবর্ণ ও সতত প্রফুল্লিত এই মৃগলোচনার চরণের উপমা দেওয়া যাইবে ? ॥ ৩৪

ইঁহার চরণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পল্লব ও পঙ্কজ সমূহ পুনঃ পুনঃ তাহা স্পর্শ-পূর্ব্বক বন্দনা করিতেছে। সেইজন্য তাহাদের সংঘর্ষে এই সুকোমল চরণখানি কি অত্যন্ত রক্তিমা-প্রাপ্ত হইয়াছে ? ॥ ৩৫

বিনা জলং নালযুগং (৩০) বিলোক্যতে
তন্মূলতোঽধোমুখমম্বুজদ্বয়ম্ ।
দলেষু তস্যেন্দুঘটাতিনির্ম্মলা
বিধাতুরেষা রচনাদ্ভুতাদ্ভুতা ॥ ৩৬
ইমাং বধূং বীক্ষ্য মমাতিমাত্রং
মনোঽধুনা মজ্জতি সংশয়াব্ধৌ ।
বরেণ যোগ্যেন পরেণ বৈনাং
প্রজাপতিঃ সংঘটয়িষ্যতীতি ॥ ৩৭

অথবা কিমেবং ময়া চিন্ত্যতে, বিবেচকস্য বিবেচ কস্য মতিঃ কদা বিবেচনাতো ? (৩১) নাতো ভাবনা ভা-বনার্থিনা (৩২) বিধেয়া, তথাহি—

শচীং মহেন্দ্রেণ রতিং স্মরেণ চ
প্রভাকরেণাম্বুজিনীঞ্চ যুঞ্জতঃ ।
সমস্তলোক-প্রথিতং প্রজাপতে-
র্বিবেচকত্বং সুতরাং ধিনোতি নঃ ॥ ৩৮

(৩০) অত্র জঙ্ঘাচরণাঙ্গুলিনখেষু নালত্বাদিকমারোপ্যতে ॥ ৩৬

(৩১) বিবেচকস্য কস্য মতিঃ কদা বিবেচনাতো বিবেচ পৃথগ্ বভূব ।

(৩২) ভা কান্তিস্তদ্রক্ষণার্থিনা চিন্তা হি তন্মালিন্যং করোতি ॥ ৩৮

জল ব্যতীত দুইটি নাল দেখা যাইতেছে। সেই নালদ্বয়ের মূলে দুইটি অধোমুখ কমল এবং সেই কমল যুগলের দলসমূহে অতি নির্ম্মল চন্দ্রসমূহ দৃষ্ট হইতেছে। বিধাতার সৃষ্টি অতিশয় অদ্ভুত ॥ ৩৬

এই বধূকে দেখিয়া আমার মন সম্প্রতি অত্যন্ত সংশয়সাগরে মগ্ন হইতেছে। কারণ হয় ত প্রজাপতি ইঁহাকে অন্য কোনও যোগ্য বরের সহিত যোজিত করিবেন ॥ ৩৭

অথবা কেন আমি এপ্রকারে চিন্তা করিতেছি ? কোন বিবেচক ব্যক্তির চিত্ত কবে বিবেচনা হইতে পৃথক্ হইয়াছে। অতএব কান্তিরক্ষণার্থী জনের কখনও ভাবনা করা উচিত নহে। কারণ, মহেন্দ্রের সহিত শচীর, মদনের সহিত রতির এবং সূর্য্যের সহিত কমলিনীর সংযোগ করিয়াছেন বলিয়া প্রজাপতির বিবেচকতা সমস্ত জগদ্-বিখ্যাত। সুতরাং তাহা আমাকে আনন্দ প্রদান করিতেছে ॥ ৩৮

তদস্তু, মম তু মনঃ কথমেনামেণাক্ষীমবেক্ষ্যাধীরতামধিকাময়তে ?
কাময়তে চৈনাং, ততো বিচারণীয়ং যতঃ—

যেষাং প্রবৃত্তিঃ সকলা বেদবাক্যানুসারিণী।
প্রবর্ত্ততে নৈব তেষাং কদাচিৎ কুপথে মনঃ ॥ ৩৯

ক্ষণং বিচার্য্য সানন্দং পুনরিদং মনসা জগাদ—'অহো ! কিং
চিন্ত্যতে ? সেয়ং মদানন্দ-কীলাল-কাদম্বিনী প্রিয়া লক্ষ্মীরেব, যতঃ-
বদনং কমলং নয়নে কমলে করপদযুগানি (৩২) কমলানি।
কমলবদঙ্গামোদো নাস্ত্যন্যত্রান্তরা কমলাম্ ॥ ৪০

তদেবং মনসা বর্ণয়ন্তং বিশ্বম্ভরং বিলক্ষমবেক্ষ্য বিশ্ববিলক্ষণ-
চাতুর্য্যো বনমাল্যাচার্য্যো মনসা বিতর্কয়ামাস—

অহো ! ন ভানোরিহ তাদৃগাতপ-
স্তথাপি কিং স্বিদ্যতি মিশ্রনন্দনঃ।
ক্ষিপন্নপি শ্রীচরণাম্বুজদ্বয়ং
কথং ক্ষিপত্যধ্বনি নো যথোচিতম্ ॥ ৪১

(৩২) করৌ চ পদযুগঞ্চ তানি ॥ ৪০

যাহা হউক, এই মৃগলোচনাকে দর্শন করিয়া আমার মন কেন অতিশয় অধীরতা প্রাপ্ত হইতেছে এবং ইঁহাকে কামনা করিতেছে ? অতএব এ বিষয়ে বিচার করা কর্ত্তব্য। যেহেতু যাহাদের সমস্ত চেষ্টা বেদবাক্যানুগতা তাহাদের মন কখনও কুপথে প্রবর্ত্তিত হয় না ॥ ৩৯

ক্ষণকাল বিচার করতঃ পুনরায় বিশ্বম্ভর সানন্দে মনে মনে এই কথা বলিতে লাগিলেন—অহো ! কি চিন্তা করিতেছি ? ইনি আমার সেই আনন্দ-জলবর্ষি-মেঘমালা-স্বরূপিণী প্রিয়া লক্ষ্মীই। কারণ—বদনকমল, নয়নদ্বয় ও কমল দুইটি করযুগল ও পদ-যুগল কমলরাজি এবং কমলের ন্যায় অঙ্গগন্ধ—ইহা কমলা ব্যতীত অন্য কোথায়ও নাই ॥৪০

বিশ্বম্ভর যখন মনে মনে এই প্রকার বর্ণনা করিতে করিতে বিস্ময়প্রাপ্ত (অথবা লজ্জিত) হইয়াছিলেন, তখন তাহা দেখিয়া অসাধারণ চাতুর্য্যসম্পন্ন বনমালী আচার্য্য মনে মনে বিতর্ক করিতে লাগিলেন—অহো ! এখানে সূর্য্যের তাদৃশ আতপ নাই, তথাপি মিশ্রনন্দন ঘর্ম্মাক্ত হইতেছেন কেন ? শ্রীচরণাম্বুজদ্বয় চালনা করিলেও যথোচিতভাবে পথে নিক্ষেপ করিতেছেন না কেন ? ॥ ৪১

এবং বিতর্কয়ন্নগ্রতো লক্ষ্মীমবলোক্য বিমমর্শ—'অহো! সমস্তসুন্দরী-মুকুটমণি-রসৌ বল্লভাচার্য্যনন্দনা লক্ষ্মীরস্য নয়নপথমাসসাদ, তত এব বৈলক্ষ্যমবাপয়ং, লক্ষ্মীশ্চেমমালোক্য কিঞ্চিত্তরলায়িতান্তরা প্রতীয়তে, যুক্তঞ্চ তদেব যতঃ ॥ ৪২

> লক্ষ্মীরিয়ং সর্ব্ববিধৈরুদারৈ-
> লক্ষ্মীবদাভাতি গুণৈর্ধরায়াম্।
> অয়ঞ্চ বিশ্বম্ভরবৎ সমস্তৈ-
> বিশ্বম্ভরো রাজতি সদ্গুণৌঘৈঃ ॥ ৪৩

অনয়োশ্চ পরস্পরং পাণি-পীড়নায় প্রযত্নো ময়াবশ্যমেব বিধেয়ঃ।

যতঃ—

> যোগ্যয়া কন্যয়া যোগ্যং বরং সংঘটয়ন্ জনঃ।
> প্রশম্যতেঽত্র মাধব্যা পুন্নাগমিব মালিকঃ (৩৩) ॥ ৪৪

এবং চিন্তয়ন্তমাচার্য্যমবলোক্য শ্রীবিশ্বম্ভরঃ সাবহিত্থং মনসা বভাষে—অহো! ময়া চিরকালানুশীলিতাং প্রিয়তমাং ত্রপায়ুপেক্ষ্য কিমিদ-মযুক্তমাচর্য্যতে, ততো মাং বিলক্ষমবেক্ষ্য বিতর্কপরোঽয়মাচার্য্যঃ সংপ্রতি প্রতারণীয় ইতি পরামৃশ্য স্পষ্টমাচষ্ট ॥ ৪৫

---

(৩৩) মালিকঃ মালাকারঃ ॥ ৪৪

এইরূপ বিতর্ক করিতে করিতে অগ্রভাগে লক্ষ্মীকে অবলোকন করিয়া বিচার করিতে লাগিলেন।—অহো! সমস্ত সুন্দরীগণের মুকুটমণি, বল্লভাচার্য্য-নন্দনা ঐ লক্ষ্মী ইঁহার নয়নপথে উপস্থিত হইয়াছেন। সেইজন্য ইনি এইপ্রকার বিস্ময়প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং লক্ষ্মীও ইঁহাকে দেখিয়া কিঞ্চিৎ চঞ্চলচিত্তা হইয়াছেন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। তাহা উচিতই বটে ॥ ৪২ কারণ—

এই লক্ষ্মী সকল প্রকার উন্নত গুণের দ্বারা ধরাতলে লক্ষ্মীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন এবং এই বিশ্বম্ভরও সমস্ত সদ্গুণ রাশির দ্বারা বিশ্বম্ভর শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন ॥ ৪৩

ইঁহাদের পরস্পরের বিবাহের নিমিত্ত আমার অবশ্য যত্ন করা কর্ত্তব্য। যেহেতু—মাধবীলতার সহিত পুন্নাগ বৃক্ষের (অথবা মাধবী পুষ্পের) সহিত পুন্নাগ পুষ্পের সংযোগ করাইয়া মালী (অথবা মালাকার) যেমন শান্তি পায়, সেইরূপ এ সংসারের যোগ্যা কন্যার সহিত যোগ্য বরের মিলন করাইয়া লোকে পরম শান্তিলাভ করিয়া থাকে ॥ ৪৪

আচার্য্যকে এইরূপ চিন্তা করিতে দেখিয়া শ্রীবিশ্বম্ভর আত্মগোপনপূর্ব্বক মনে

অয়ে শ্রীমদ্বাসা (৩৪) বরমতি-সদালী-(৩৫) পরিবৃতা
স্ফুরদ্ধামা (৩৬) শ্যামারুণহরিতপীতৈর্মণিগণৈঃ।
বিতন্বানানন্দং বচন-পথপারং নয়নয়ো-
রগাকারোদারা (৩৭) হরতি নগরীয়ং মম মনঃ ॥ ৪৬

আচার্য্যস্তু তদিদং গৌরস্য বচনামৃতমাপীয় তস্যোদ্গারমিব মৃদুস্মিতং কৃত্বা মনসীদং বিমমর্শ—'যদ্যপি বিশ্বম্ভরেণ মদ্বঞ্চনার্থমিদমুক্তং, তথাপ্যস্য সরস্বতীচ্যুতদত্তাক্ষরালঙ্কারেণ গোপ্যমর্থং মাং বোধয়তি—নারীয়ং মম মনোহরতীতি। ভবত্বিদানীং কিমপি নাভিধাতব্যং, বিধাতব্যং বিধেৰ্হি নাবলোকয়িতুং শক্যতে ইতি পরামৃশ্য নগরীমেব বর্ণয়ামাস ॥ ৪৭

(৩৪) শ্রীমতাং ধনিনাং বাসো যস্যাং, পক্ষে শ্রীমৎ বাসো বস্ত্রং যস্যাঃ। (৩৫) সতাং বিদুষাং শ্রেণী, পক্ষে সত্যঃ যাঃ আল্যঃ সখ্যঃ তাভিঃ পরিবৃতা, (৩৬) ধামানি গৃহাঃ, পক্ষে ধাম শরীরং (৩৭) অগানাং বৃক্ষাণামাকারৈঃ শরীরৈঃ উদারা মহতী, অথচ নাস্তি গঃ গকারো যস্যাঃ, আকারেণ আবর্ণেন উদারা চ, ততশ্চ নারীতি ভবতি, সা চ পক্ষান্তরে ব্যাখ্যাতেতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৪৬

মনে এই কথা বলিতে লাগিলেন—অহো ! চিরকালাভ্যস্তা প্রিয়তমা লজ্জাকে উপেক্ষা করিয়া আমি এ কি অযুক্ত আচরণ করিতেছি ? সুতরাং আমাকে বিস্মিত (বা লজ্জিত) দেখিয়া এই আচার্য্য বিতর্কপরায়ণ হইয়াছেন। অতএব ইঁহাকে এক্ষণে প্রতারিত করিতে হইবে।—এইরূপ পরামর্শ করিয়া স্পষ্টভাবে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৫

অয়ে ! ধনিগণের বাসযুক্তা, সুবুদ্ধি পণ্ডিত মণ্ডলী-পরিবেষ্টিতা, শ্যাম রক্ত হরিত ও পীতবর্ণ মণিগণের দ্বারা উজ্জ্বল গৃহসকল শোভিতা, নয়নযুগলের বাক্যাতীত আনন্দ-বিধানকারিণী উন্নত বৃক্ষরাজি বিরাজিতা এই নগরী আমার মন হরণ করিতেছে। শ্লেষ পক্ষে—সুন্দরবসনধারিণী সুবুদ্ধি ও সুন্দরী সখীগণে পরিবেষ্টিতা, শ্যাম, অরুণ, হরিত ও পীতবর্ণ মণিগণের দ্বারা উজ্জ্বল কান্তিমতী নয়নযুগলের বাক্যাতীত আনন্দ-বিধায়িনী গকার-রহিত ও আকার-যুক্তা এই নগরী অর্থাৎ নারী আমার মন হরণ করিতেছে ॥ ৪৬

আচার্য্য গৌরের বচনামৃত পান করিয়া সেই অমৃতের উদগারের ন্যায় মৃদুহাস্য করিয়া মনে মনে এইরূপ বিচার করিতে লাগিলেন।—"যদিও বিশ্বম্ভর আমাকে বঞ্চনার নিমিত্ত এই কথা বলিলেন, তথাপি ইঁহার বাক্যটি চ্যুত ও দত্ত বর্ণালঙ্কারের দ্বারা এই নারী আমার মন হরণ করিতেছে—এই গোপনীয় অর্থটি আমাকে অবগত করাইতেছে। যাউক, এখন কিছুই বলিব না। কারণ বিধির বিধাতব্য (যাহা করিবেন তাহা) কেহ বুঝিতে পারে না।"—এইরূপ বিচার করিয়া তিনি নগরীর বর্ণনা করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭

তদস্তু, মম তু মনঃ কথমেনামেণাক্ষীমবেক্ষ্যাধীরতামধিকাময়তে ?
কাময়তে চৈনাং, ততো বিচারণীয়ং যতঃ—

যেষাং প্রবৃত্তিঃ সকলা বেদবাক্যানুসারিণী।
প্রবর্ত্ততে নৈব তেষাং কদাচিৎ কুপথে মনঃ ॥ ৩৯ ॥

ক্ষণং বিচার্য্য সানন্দং পুনরিদং মনসা জগাদ—'অহো! কিং
চিন্ত্যতে? সেয়ং মদানন্দ-কীলাল-কাদম্বিনী প্রিয়া লক্ষ্মীরেব, যতঃ—
বদনং কমলং নয়নে কমলে করপদযুগানি (৩২) কমলানি।
কমলবদঙ্গামোদো নাস্ত্যন্যত্রাস্তুরা কমলাম্ ॥ ৪০ ॥

তদেবং মনসা বর্ণয়ন্তং বিশ্বম্ভরং বিলক্ষমবেক্ষ্য বিশ্ববিলক্ষণ-
চাতুর্য্যা বনমাল্যাচার্য্যা মনসা বিতর্কয়ামাস—

অহো! ন ভানোরিহ তাদৃগাতপ-
স্তথাপি কিং স্বিদ্যতি মিশ্রনন্দনঃ।
ক্ষিপন্নপি শ্রীচরণাম্বুজদ্বয়ং
কথং ক্ষিপত্যধ্বনি নো যথোচিতম্ ॥ ৪১ ॥

---

(৩২) করৌ চ পদযুগঞ্চ তানি ॥ ৪০ ॥

যাহা হউক, এই মৃগলোচনাকে দর্শন করিয়া আমার মন কেন অতিশয় অধীরতা প্রাপ্ত হইতেছে এবং ইহাকে কামনা করিতেছে! অতএব এ বিষয়ে বিচার করা কর্ত্তব্য। যেহেতু—যাহাদের সমস্ত চেষ্টা বেদবাক্যানুগতা তাহাদের মন কখনও কুপথে প্রবর্ত্তিত হয় না ॥ ৩৯ ॥

ক্ষণকাল বিচার করতঃ পুনরায় বিশ্বম্ভর সানন্দে মনে মনে এই কথা বলিতে লাগিলেন—অহো! কি চিন্তা করিতেছি? ইনি আমার সেই আনন্দ-জলবর্ষি-মেঘমালাস্বরূপিণী প্রিয়া লক্ষ্মীই। কারণ—বদনকমল, নয়নদ্বয়ও কমল, তুইটী করযুগল ও পদযুগল কমলরাজি এবং কমলের ন্যায় অঙ্গগন্ধ—ইহা কমলা ব্যতীত অন্য কোথায়ও নাই ॥ ৪০ ॥

এবং বিতর্কয়ন্নগ্রতো লক্ষ্মীমবলোক্য বিমমর্শ—'অহো! সমস্তসুন্দরী-মুকুটমণি-রত্নং সৌ বল্লভাচার্যনন্দনা লক্ষ্মীরস্য নয়নপথমাসসাদ, তত এব বৈলক্ষ্যমবাপদয়ং, লক্ষ্মীশ্চেমমালোক্য কিঞ্চিত্তরলায়িতান্তরা প্রতীয়তে, যুক্তঞ্চ তদেন যতঃ ॥ ৪২ ॥'

লক্ষ্মীরিয়ং সর্ব্ববিধৈরুদারৈ-
র্লক্ষ্মীবদাভাতি গুণৈর্ধরায়াম্।
অয়ঞ্চ বিশ্বম্ভরবৎ সমস্তৈ-
বিশ্বম্ভরো রাজতি সদ্গুণৌঘৈঃ ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বম্ভর যখন মনে মনে এই প্রকার বর্ণনা করিতে করিতে বিস্ময়প্রাপ্ত (অথবা লজ্জিত) হইয়াছিলেন, তখন তাহা দেখিয়া অসাধারণ চাতুর্য্য-সম্পন্ন বনমালী আচার্য্য মনে মনে বিতর্ক করিতে লাগিলেন।—অহো! এখানে সূর্য্যের তাদৃশ আতপ নাই, তথাপি মিশ্রনন্দন ঘর্ম্মাক্ত হইতেছেন কেন? শ্রীচরণাম্বুজদ্বয় চালনা করিলেও যথোচিত ভাবে পথে নিক্ষেপ করিতেছেন না কেন? ॥ ৪১ ॥

এইরূপ বিতর্ক করিতে করিতে অগ্রভাগে লক্ষ্মীকে অবলোকন করিয়া বিচার করিতে লাগিলেন—অহো! সমস্ত সুন্দরীগণের মুকুটমণি, বল্লভাচার্য্য নন্দিনী ঐ লক্ষ্মী ইঁহার নয়নপথে উপস্থিত হইয়াছেন। সেইজন্য ইনি এই প্রকার বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং লক্ষ্মীও ইঁহাকে দেখিয়া কিঞ্চিৎ চঞ্চলচিত্তা হইয়াছেন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। তাহা উচিতই বটে। কারণ—॥ ৪২ ॥

এই লক্ষ্মী সকল প্রকার উন্নত গুণের দ্বারা ধরাতলে লক্ষ্মীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন এবং এই বিশ্বম্ভরও সমস্ত সদ্গুণরাশির দ্বারা বিশ্বম্ভর শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন ॥ ৪৩ ॥

অনয়োশ্চ পরস্পরং পাণি-পীড়নায় প্রযত্নো ময়াবশ্যমেব বিধেয়ঃ। যতঃ—

যোগ্যয়া কন্যয়া যোগ্যং বরং সংঘটয়ন্ জনঃ।
প্রশাম্যত্যেহত্র মাধব্যা পুন্নাগমিব মালিকঃ (৩৩) ॥ ৪৪ ॥

এবং চিন্তয়ন্তমাচার্য্যমবলোক্য শ্রীবিশ্বম্ভরঃ সাবহিত্থং মনসা বক্তাযে—অহো! ময়া চিরকালানুশীলিতাং প্রিয়তমাং ত্রপামুপেক্ষ্য কিমিদ-ময়ুক্তমাচর্য্যতে, ততো মাং বিলক্ষমবেক্ষ্য বিতর্কপরোঽয়মাচার্য্যঃ সংপ্রতি প্রতারণীয় ইতি পরামৃশ্য স্পষ্টমাচষ্ট। ৪৫ ॥

অয়ে শ্রীমদ্বাসা (৩৪) বরমতি-সদালী-(৩৫) পরিবৃত-
স্ফুরদ্ধামা (৩৬) শ্যামারুণহরিতপীতৈর্মণিগণৈঃ।
বিতন্বানানন্দং বচন-পথপারং নয়নয়ো-
রগাকারোদারা (৩৭) হরতি নগরীয়ং মম মনঃ ॥ ৪৬ ॥

---

(৩৩) মালিকঃ মালাকারঃ ॥ ৪৪ ॥

ইহাদের পরস্পরের বিবাহের নিমিত্ত আমার অবশ্য যত্ন করা কর্ত্তব্য! যেহেতু—মাধবীলতার সহিত পুন্নাগ বৃক্ষের (অথবা মাধবী পুষ্পের সহিত পুন্নাগ পুষ্পের সংযোগ করাইয়া মালী (অথবা মালাকার) যেমন শান্তি পায়, সেইরূপ এ সংসারে যোগ্যা কন্যার সহিত যোগ্য বরের মিলন করাইয়া লোকে পরম শান্তি লাভ করিয়া থাকে। ৪৪ ॥

আচার্য্যকে এইরূপ চিন্তা করিতে দেখিয়া শ্রীবিশ্বম্ভর আত্মগোপনপূর্ব্বক মনে মনে এই কথা বলিতে লাগিলেন—অহো! চিরকালাভ্যস্তা প্রিয়তমা লজ্জাকে উপেক্ষা করিয়া আমি এ কি অযুক্ত আচরণ করিতেছি? সুতরাং আমাকে বিস্মিত (বা লজ্জিত) দেখিয়া এই আচার্য্য বিতর্কপরায়ণ হইয়াছেন। অতএব ইঁহাকে এক্ষণে প্রতারিত করিতে হইবে—এইরূপ পরামর্শ করিয়া স্পষ্টভাবে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥

আচার্য্যস্তু তদিদং গৌরস্য বচনামৃতমাপীয় তস্যোদ্গারমিব মৃদু স্মিতং কৃত্বা মনসীদং বিমমর্শ—'যদ্যপি বিশ্বম্ভরেণ মদ্বঞ্চনার্থমিদমুক্তং, তথাপ্যস্য সরস্বতী চ্যুতদত্তাক্ষরালঙ্কারেণ গোপ্যমর্থং মাং বোধয়তি—নারীয়ং মম মনোহরতীতি। তদহমিদানীং কিমপি নাভিধাতব্যং, বিধাতব্যং বিধের্হি নাববোদ্ধুং শক্যতে ইতি পরামৃশ্য নগরীমেব বর্ণয়ামাস ॥ ৪৭ ॥

(৩৪) শ্রীমতাং ধনিনাং বাসো যস্যাং, পক্ষে শ্রীমৎ বাসো বস্ত্রং যস্যাঃ। (৩৫) সতাং বিদুষাং শ্রেণী, পক্ষে সত্যঃ যা আল্যঃ সখ্যঃ তাভিঃ পরিবৃতা, (৩৬) ধামানি গৃহাঃ, পক্ষে ধাম শরীরং (৩৭) অগানাং বৃক্ষাণামাকারৈঃ শরীরৈঃ উদারা মহতী, অথচ নাস্তি গো গকারো যস্যাঃ আকারেণ আবর্ণেন উদারা চ, ইত্যতশ্চ নারীতি ভবতি, সা চ পক্ষান্তরে ব্যাখ্যাতেতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৪৬ ॥

অয়ে! ধনিগণের বাসযুক্তা, সুবুদ্ধি পণ্ডিতমণ্ডলী পরিবেষ্টিতা, শ্যাম রক্ত হরিত ও পীতবর্ণ মণিগণের দ্বারা উজ্জ্বল গৃহসকল শোভিতা, নয়নযুগলের বাক্যাতীত আনন্দবিধানকারিণী উন্নত বৃক্ষরাজি বিরাজিতা এই নগরী আমার মন হরণ করিতেছে। শ্লেষপক্ষে—সুন্দরবসনধারিণী, সুবুদ্ধি ও সুন্দরী সখীগণে পরিবেষ্টিতা, শ্যাম অরুণ হরিত ও পীতবর্ণ মণিগণের দ্বারা উজ্জ্বল কান্তিমতী, নয়নযুগলের বাক্যাতীত আনন্দবিধায়িনী গকার রহিত ও আকারযুক্তা এই নগরী অর্থাৎ নারী আমার মন হরণ করিতেছে ॥ ৪৬ ॥

আচার্য্য গৌরের এই বচনামৃত পান করিয়া সেই অমৃতের উদ্গারের ন্যায় মৃদুহাস্য করিয়া মনে মনে এইরূপ বিচার করিতে লাগিলেন—"যদিও বিশ্বম্ভর আমাকে বঞ্চনার নিমিত্ত এই কথা বলিলেন, তথাপি ইহার বাক্যটি চ্যুত ও দত্ত বর্ণালঙ্কারের দ্বারা এই নারী আমার মন হরণ করিতেছে—এই গোপনীয় অর্থ টী আমাকে অবগত করাইতেছে। যা হউক, আমি এখন কিছুই বলিব না। কারণ বিধির বিধাতব্য (যাহা করিবেন তাহা) কেহ বুঝিতে পারে না।"—এইরূপ বিচার করিয়া তিনি নগরীরই বর্ণনা করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥

আম্নায়ধ্বনিমঞ্জুলা সুরধুনী-কীলাল-শীতানিলা
দিব্যাগার-পলাশি-মানবগণা ভক্ষ্যৈরসংখ্যৈর্যুতা।
নানাজাতি-সুগন্ধিবস্তুবিপণিঃ (৩৮) পঞ্চেন্দ্রিয়াহ্লাদিনী
সেয়ং শ্রীনগরী নিমজ্জয়তি কং নানন্দ-পাথোনিধৌ ॥ ৪৮ ॥

লক্ষ্মীস্তু গৌররূপালগ্ননয়নমানসামবেত্য চতুরাঃ সখ্যস্তয়া সহ বাকোবাক্যং (৩৯) বিদধুঃ।

অয়ে শুভে সৎকুল-কন্যকে ত্বং
সলালসা গৌর-(৪০) মুদীক্ষসে কিম্।
সখ্যো দিবা সূর্য্যকর-প্রতাপ-
চ্ছন্নঃ সুধাংশুঃ কথমীক্ষণীয়ঃ ? ॥ ৪৯ ॥

---

(৩৮) নানা জাতীনি সুগন্ধি বস্তূনি যত্র তা বিপনয়ো যস্যাং ॥ ৪৮ ॥

(৩৯) উক্তি-প্রত্যুক্তিমদ্ বাক্যং বাকোবাক্যং বিদুর্বুধাঃ', (৪০) তথাচ গৌর ইত্যারভ্য না শ্বেতসর্ষপে চন্দ্র ইতি মেদিনী ॥ ৪৯ ॥

বেদধ্বনিতে মনোহারিণী, জাহ্নবীজলস্পর্শে শীতলপবনান্বিতা সুন্দর গৃহ বৃক্ষ ও মানবগণে পরিপূর্ণা। অসংখ্য ভক্ষ্যদ্রব্যযুক্তা, নানাজাতীয় সুগন্ধিদ্রব্য-পূর্ণ বিপণিসম্পন্না চক্ষু-কর্ণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের আনন্দদায়িনী এই শোভাময়ী নগরী কোন ব্যক্তিকে না আনন্দসাগরে নিমজ্জিত করে ॥ ৪৮ ॥

পক্ষান্তরে লক্ষ্মী গৌরের রূপে নয়ন ও মন নিবিষ্ট করিয়াছেন—জানিয়া চতুরা সখীগণ তাঁহার সহিত উক্তি প্রত্যুক্তিযুক্ত আলাপ করিতে লাগিলেন। হে শুভে! তুমি সদ্বংশের কন্যা? তুমি কেন লালসান্বিতা হইয়া গৌরকে নিরীক্ষণ করিতেছ? হে সখীগণ! দিবাভাগে সূর্য্যের কিরণ প্রতাপে আচ্ছন্ন চন্দ্র কিরূপে দৃষ্টিগোচর হইবে?' ॥ ৪৯ ॥

শঠে! ত্বমুন্মীলিতলোমমূলা
শচীসুতং সস্পৃহমীক্ষসে কিম্।
ধূর্ত্তাঃ স দেবাবলী-মধ্যচারী
কথং জয়ন্তো মনুজৈর্নিরীক্ষ্যঃ ॥ ৫০॥

নিমেষশূন্যাক্ষিযুগা সখি! ত্বং
বিশ্বম্ভরং পশ্যসি কিং সতৃষ্ণা
সখ্যঃ! স বৃন্দাবনভূ-বিহারী
কথং মনুষ্যৈরিতরত্র দৃশ্যঃ। ॥ ৫১॥

তবেদং বাগ্ভঙ্গ্যা লক্ষ্ম্যা পরাজিতা রাজিতান্তঃকরণাঃ পরমানন্দেন সপ্রণয়ং তাং পুনরুচিরে তাঃ ॥ ৫২॥

শঠে! তুমি রোমাঞ্চিতকলেবরে সস্পৃহভাবে শচীসুতকে দেখিতেছ কেন?

হে ধূর্ত্তাগণ! দেবতাবৃন্দের মধ্যে বিচরণকারী সেই জয়ন্তকে মানুষসকল কি প্রকারে দর্শন করিবে? ॥ ৫০ ॥

হে সখি! তুমি অনিমেষ নয়নে সতৃষ্ণভাবে বিশ্বম্ভরকে দেখিতেছ কেন?

সখিগণ! সেই বৃন্দাবন ভূমিবিহারী নন্দনন্দনকে মানবগণ কিরূপে অন্যত্র দেখিতে পাইবে? ॥ ৫১ ॥

লক্ষ্মীর এই প্রকার বাক্যভঙ্গীদ্বারা পরাজিতা ও অন্তরে পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া সখীগণ পুনরায় তাঁহাকে প্রণয়ভরে বলিতে লাগিলেন ॥ ৫২ ॥

শাঠ্যং জহীহি সখি! নালিষু বঞ্চনা স্যাদ্
যোগ্যা কদাপি নিজ-বাঞ্ছিত-সাধিকাসু।
বিদ্মো বয়ঞ্চ তব সুন্দরি! হার্দ্দভাবং
গৌরানুরক্ত-হৃদয়াসি চিরায় জাতা ॥ ৫৩॥

তদপ্যযুক্তং নহি কাত্র কন্যা
গৌরং বিবোঢ়ুং ন করোতি বাঞ্ছাম্।
লোভ্যে পদার্থে সতি লাভযোগ্যে
ন লালসা কস্য জনস্য হি স্যাৎ ॥ ৫৪ ॥

যৈস্তৎ সখীনাং বচনং নিশম্য
নতাননা যৎ সজলেক্ষণাভূৎ।
তেনৈব তাস্তদ্ধৃদয়ং প্রতীয়ু-
র্দক্ষা হি নো বাচিক-সব্যপেক্ষাঃ (৪১) ॥ ৫৫ ॥

(৪১) সন্দেশবাক্-সাপেক্ষা ন ভবন্তি, কিন্ত্বিঙ্গিতেনৈবাভিপ্রায়ং জানন্তীতি ভাবঃ। ৫৫ ॥

হে সখি! শঠতা পরিত্যাগ কর। নিজের অভীষ্ট-সাধিকা-সখীগণের প্রতি কখনও বঞ্চনা করা উচিত নহে। সুন্দরি! আমরা তোমার হৃদয়ের ভাব অবগত হইয়াছি। তুমি বহুক্ষণ যাবৎ গৌরের প্রতি আসক্তচিত্তা হইয়াছ ॥৫৩॥

কিন্তু তাহাও অযুক্ত নহে। এ সংসারে কোন্ কন্যা গৌরকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা না করে। কেননা লোভনীয় পদার্থ লাভের যোগ্য হইলে কোন্ ব্যক্তি তাহাতে লালসা না করিয়া থাকে? ॥ ৫৪ ॥

সখীগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মী যে নতবদনা ও সজলনয়না হইয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহারা তাঁহার হৃদয়ের ভাব অনুভব করিয়াছিলেন। কারণ যাহারা বিচক্ষণ, তাহারা মৌখিক বাক্যের অপেক্ষা করেন না। কিন্তু ইঙ্গিত মাত্রেই অভিপ্রায় অবগত হইতে পারেন ॥ ৫৫ ॥

তদেবং পরস্পরা-সন্দর্শনানন্দমনুভবতোর্লক্ষ্মী বিশ্বম্ভরয়োস্ত্রপয়াঽসহমানয়া সহমানয়া (৪২) প্রথম পরিণীতয়েব বলাদাকৃষ্য বিশ্বম্ভরোঽন্যতো নিন্যে ॥ ৫৬ ॥

লক্ষ্মীস্তু গৌরাবলোকবিচ্ছেদ-ব্যথিত-হৃদয়া দয়াবতীভিঃ সখীভিরূচে ॥ ৫৭ ॥

সখি! ভবসি কিমিত্যাকুলমানসা কুল-মান-সাদ্গুণ্যবতীনাং কন্যকানাং রীতিরিয়ং ন খলু শোভাং জনয়তি, নয়তি বরং তা মালিন্যমালি-ন্যক্কারকরং (৪৩). ততো মনঃ-স্থিরতামানয়, মানয় নো বচনম্ ॥ ৫৮ ॥

যদি তু পুনরপি নরপিষ্টপাবতংসং (৪৪) তং গৌর-রজনীশং (৪৫) জনী-শঙ্কর-মাধুর্য্যং (৪৬) ধুর্য্যং গুণানামবলোকয়িতুমিচ্ছেস্তদা তং নিশাময়িষ্যামো (৪৭) দময়িষ্যামো দবথুং (৪৮) অধুনা তু ধুনাতু (৪৯) মনস্তত্র ভবতী লোভবতী লোকলজ্জাতঃ ॥৫৯॥

(৪২) মানেন সহিতয়া মানবত্যা অসহমানয়া সোঢ়ুমশক্নুবত্যা ত্রপয়া লজ্জয়া ॥ ৫৬ ॥
(৪৩) তাঃ কন্যকাঃ আলীনাং সখীনাং ন্যক্কারকরং নিন্দাহেতুঃ মালিন্যং নয়তি ॥ ৫৮ ॥

লক্ষ্মী ও বিশ্বম্ভর যখন এই প্রকারে পরস্পরের সন্দর্শনে মানবতী ও অসহিষ্ণু হইয়া প্রথম পরিণীতা পত্নীর ন্যায় বিশ্বম্ভরকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া অন্যদিকে লইয়া গেল ॥ ৫৬ ॥

এদিকে লক্ষ্মী গৌরদর্শন-বিচ্ছেদে ব্যথিত হৃদয়া হইলে দয়াবতী সখীগণ তাহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥

সখি! তুমি কেন এত আকুল হইতেছ? কুলমান ও সদ্গুণবতী কন্যাগণের কখনও এইরূপ ব্যবহার শোভা পায় না, বরং সেই কন্যাগণ সখীবৃন্দের নিন্দাজনক মলিনতা (অপযশ) উৎপাদন করিয়া থাকে। অতএব মন স্থির কর এবং আমাদের কথা মান (পালন কর) ॥ ৫৮ ॥

ইতীরয়িত্বা প্রিয়দর্শনোৎকাং
সখ্যস্ততস্তাং সদনায় নিন্যুঃ।
বাত্যাঃ সরোজাকর-সঙ্গলুব্ধাং
যথা দ্বিরেফাং শর-কাননায় ॥ ৬০ ॥

ইতীত্যাদি শ্রীগৌরলীলামৃতে কৈশোরীলীলা-বর্ণনে
লক্ষ্মীপ্রিয়া-সন্দর্শনো নাম
ত্রয়োদশ আস্বাদঃ ॥

---

(৪৪) নরলোক-শিরোভূষণং, (৪৫) গৌরচন্দ্রং, (৪৬) স্ত্রীজনসুখকর-মাধুর্য্যং, (৪৭) দর্শয়িষ্যামঃ শমো দর্শন ইতি নিম্নিষেধাৎ, (৪৮) উপতাপং, (৪৯) লোকলজ্জাতো হেতোর্মনো ধুনাতু কম্পয়তু ॥ ৫৯ ॥

যদি তুমি পুনরায় সেই নরলোকশিরোমণি, রমণীজনের সুখকর মাধুর্য্য সম্পন্ন, সর্ব্বগুণাধার সেই গৌরচন্দ্রকে দর্শন করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমরা তাহাকে দেখাইব এবং তোমার সন্তাপের শান্তি করিব। তুমি লোভবতী হইলেও সম্প্রতি লোকলজ্জা হেতু মনকে স্থির কর ॥ ৫৯ ॥

এই কথা বলিয়া সখীগণ বাত্যা যেমন কমলসমূহের সঙ্গলাভে লুব্ধা ভ্রমরীকে শরবনাভিমুখে চালিত করে, সেইরূপ প্রিয়ের দর্শনে উৎকণ্ঠিতা লক্ষ্মীকে গৃহাভিমুখে লইয়া গিয়াছিলেন ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীগৌরলীলামৃতে কৈশোরলীলা-
বর্ণনে লক্ষ্মী সন্দর্শন নামক
ত্রয়োদশ আস্বাদ ॥

চতুর্দ্দশ আস্বাদঃ।

সা চ নিশান্তং (১) গতাপি নিশান্তং (২) ন প্রাপ, আশায় (৩) প্রার্থিতাপি নাশায় (৪) প্রার্থিতমাত্মানং মেনে, বেশেঽরাগিতাং (৫) দধানাপি নবেশে রাগিতাং (৬) ভেজে, স্বাপায় (৭) ন স্পৃহয়ন্ত্যপি স্বাপায় কৃতযত্না (৮) বভূব ॥ ১ ॥

শ্রীগৌরচন্দ্রস্য বিলোক-বাধা-
দামোদরাহিত্যাগসৌ ব্রজন্তী।
ম্লানাননা কৈরবিণীব বাঢ়ং
সখী-দ্বিরেফীর্ব্যথয়াম্বভূব ॥ ২ ॥

অত্র বিরোধাঃ স্পষ্টা এব ॥ (১) প্রকৃতেতু নিশান্তং গৃহং প্রাপ্তাপি সা, (২) নিশাযা অন্তং (নাপ), অতি দীর্ঘতা-প্রতীতেঃ। (৩) আশায় ভোজনায, (৪) মরণায, ৫) বেশে নেপথ্যে অরাগিতাং দ্বেষং, (৬) পরন্ত্র নবেশে নবাবতীর্ণে ঈশে গৌরে অনুরাগিতাং, (৭) স্বাপায় নিদ্রায়ৈ, (৮) স্বস্য অপায়ে মরণে কৃতযত্না আহারাদি-পরিত্যাগাৎ ॥ ১ ॥

অনন্তর সেই লক্ষ্মী সেই নিশান্তে (গৃহে) গমন করিলেও নিশান্ত অর্থাৎ দীর্ঘপ্রতীত হওয়ায় রাত্রির অবসান প্রাপ্ত-হইয়াছিলেন না, ভোজনের জন্য তাহাকে প্রার্থনা করা হইলেও আপনাকে নাশের জন্য (বিরোধ পক্ষে অভোজনের জন্য) প্রার্থনা করা হইতেছে এরূপ মনে করিতেছিলেন, বেশে অনাসক্তি ধারণ করিলেও নবেশে অর্থাৎ নবীন প্রাণেশ্বরের প্রতি অথবা নবাবতীর্ণ ঈশ্বর শ্রীগৌরচন্দ্রের প্রতি আসক্তি ধারণ করিতেছিলেন (বিরোধপক্ষে বেশে-আসক্তি ধারণ করিতেছিলেন না), স্বাপ অর্থাৎ নিদ্রার জন্য ইচ্ছা না করিলেও তিনি স্বাপায় কৃতযত্না অর্থাৎ নিজের মৃত্যুর নিমিত্ত যত্নশীলা হইয়াছিলেন, (বিরোধপক্ষে নিদ্রার জন্য চেষ্টিতা হইয়াছিলেন না) ॥ ১ ॥

শ্রীগৌরচন্দ্রের দর্শনের ব্যাঘাত হেতু নিরানন্দ প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি মলিন বদনা হইয়া বিবর্ণা কুমুদিনীর ন্যায় সখীরূপ ভ্রমরীগণকে অত্যন্ত ব্যথিত করিতেছিলেন ॥ ২ ॥

তাপং নিবর্ত্তয়তি গৌরবিধোরুদীক্ষে-
ত্যাহুর্বুধা যদি তমাপ কথং তদেষা।
আমাং স্মরামি মনসাত্র সরাগতৈব (৯)
সর্ব্বৈঃ পুরাণ-মুনিভির্নিরণায়ি হেতুঃ ॥ ৩ ॥

ধ্যায়ন্ত্যমুং গৌরমজস্রমেষা
যদাপ গৌরত্ব (১০)-মিদং ন চিত্রম্।
ক্ষণে ক্ষণে যৎ খলু কৃষ্ণভাবং (১১)
লেভে ভবেত্তন্নহি বোধগম্যম্ ॥ ৪ ॥

পাণৌ নিধায় নিজগণ্ডমসাববর্ষ-
দৃগ্‌ভ্যাং পয়াংস্যলমিতি প্রবদন্তি মুগ্ধাঃ।
ধীরাস্ত্ত রক্তকমলেন মিলন্তমিন্দুং
মত্বাহসিতোৎপলযুগং ব্যরুদৎ কিলেতি ॥ ৫ ॥

---

(৯) শ্রীভরতাদিভিঃ সরাগতা সানুরাগিতৈব শ্লেষেণ শ্রীব্যাসাদিভিঃ সরাগতা মাৎসর্য্যম্, তৎপূর্ব্বক-ভগবদ্দর্শনে হ্যাধ্যাত্মিকাদিতাপশান্তির্ন জায়ত ইতি গম্যতে ॥ ৩ ॥

(১০) গৌরত্বং তদ্‌ভাবমথচ অরুণতাম্। (১১) কালিমানমথচ তস্মিন্ কৃষ্ণ এবায়মিতি ভাবনাং, পূর্ব্বভাবানুবৃত্তেঃ। তথাচ "সতী চ যোষিৎ প্রকৃতিশ্চ নিশ্চলা পুমাংসমভ্যেতি ভবান্তরেষ্বপীতি" ॥ ৪ ॥

গৌরচন্দ্রের দর্শনে তাপ দূর হয়। পণ্ডিতগণ যদি এই কথা বলেন তাহা হইলে এই লক্ষ্মী কেন গৌরচন্দ্রের দর্শনে সেই তাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? হাঁ, হাঁ, আমার স্মরণ হয়, মনে মনে ইঁহার প্রতি অনুরাগযুক্ত হওয়াই সকল প্রাচীন মুনিগণ কারণ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন ॥ ৩ ॥

ইনি নিরন্তর গৌরকে ধ্যান করিতে করিতে যে গৌরত্ব (গৌরভাব পক্ষে অরুণতা) লাভ করিয়াছিলেন ইহা আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে তিনি যে কৃষ্ণভাব (তিনি কৃষ্ণ এই প্রকার ভাবনা পক্ষে কৃষ্ণবর্ণতা) প্রাপ্ত হইতেছিলেন তাহা বোধগম্য হয় না ॥ ৪ ॥

অধোমুখ্যাঃ পাদান্তিক-পতিত-নেত্রাম্বুনি মুখং
তদা তস্যা রেজে প্রতিফলিত (১২)-মত্যন্তমলিনম্।
ধ্রুবং তস্যা বক্ত্রাৎ পরিভবমবাপেন্দুরধিকং
তদীয়াঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বং শরণমকরোৎ ক্ষেম-বিষয়ে ॥ ৬ ॥

ইদং বধূর্ভাব-পরিপ্লুতা প্রিয়ং
বিলোকতে সর্ব্ব-হরিৎসু (১৩) সর্ব্বদা।
ময়ি স্থিতায়াং তদিদং ন সেৎস্যতী-
ত্যবেত্য নিদ্রা কিমমূং তদাত্যজৎ ॥ ৭ ॥

(১২) প্রতিবিম্বিতম্ ॥ ৬ ॥
(১৩) সকাসু দিক্ষু ॥ ৭ ॥

মূঢ়ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকে যে তিনি করতলে নিজ গণ্ডধারণ করিয়া নেত্র-যুগলের দ্বারা জল বর্ষণ করিতেছিলেন। কিন্তু পণ্ডিতগণ বলেন যে রক্তকমলের সহিত চন্দ্র মিলিত হইতেছে মনে করিয়া নীলোৎপলদ্বয় রোদন করিতেছিল ॥ ৫ ॥

তিনি অধোমুখী থাকায় তখন তাঁহার অত্যন্ত মলিন মুখটী চরণের নিকট পতিত নয়নজলে প্রতিবিম্বিত হইয়া শোভা পাইতেছিল, কিন্তু মনে হয় চন্দ্র তাঁহার বদন হইতে অত্যন্ত পরাভব প্রাপ্ত হইয়া নিজ মঙ্গলের নিমিত্ত তাঁহার চরণ যুগল আশ্রয় করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

অনুরাগবতী এই বধূ সর্ব্বদা সকল দিকে প্রিয়তমকে অবলোকন করিতে-ছেন। আমি থাকিলে তাহার এই দর্শন সিদ্ধ হইবে না—এইরূপ জানিয়া কি নিদ্রা তখন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল ॥ ৭ ॥

মুহুর্মুহুঃ সাতিতৃষ্ণাকুলা সতী
স্বজিহ্বয়া গৌরগুণামৃতং পপৌ।
অস্বপ্নতাং (১৪) প্রাপ ততশ্চ যদসৌ
তদ্রোচিতত্বং নহি কেন মন্যতে ॥ ৮ ॥

শ্রীগৌর-ভূপায় কিলোপহর্ত্তুং
তচ্চিত্ত-সপ্তিং (১৫) মদনাশ্ববারঃ।
অনিভ্রমৎ সন্ততমেব (১৬) তস্মা-
দসৌ সদাগাদনবস্থিতত্বম্ ॥ ৯ ॥

ববন্ধ পাশেন মুহুঃ স্মরস্তাং
মুহুর্মুমোচাপি বিশঙ্কিতঃ কিম্ ?
যতো মুহুঃ সা জড়তামবাপৎ
সচেষ্টতা-(১৭) মপ্যসকৃজ্জগাম ॥ ১০ ॥

---

(১৪) দেবত্বমপচ নিদ্রারাহিত্যম্, অমৃতং দেবানামৌচিত্যং সর্ব্বোহপি মন্যত এবেতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥
(১৫) তন্মনো ঘোটকং, (১৬) সদৈব ভ্রাময়ামাস, তস্মাদসৌ তন্মনোহশ্বঃ অনবস্থিতত্বম্ অস্থির-তাং নিত্যমগমৎ ॥ ৯ ॥
(১৭) বন্ধনে স্তব্ধতাং মোচনে সক্রিয়তামিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

তিনি অত্যন্ত তৃষ্ণাকুলা হইয়া পুনঃ পুনঃ নিজের জিহ্বা দ্বারা গৌরের গুণামৃত পান করিতেছিলেন। তজ্জন্য তিনি যে অস্বপ্নতা—অর্থাৎ নিদ্রাহীনতা পক্ষে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—তাহা উচিৎ বলিয়া কে না মনে করে ? ॥ ৮ ॥

শ্রীগৌরনৃপতিকে উপহার দিবার জন্য মদনরূপ অশ্বারোহী লক্ষ্মীর মনরূপ অশ্বকে সর্ব্বদাই ভ্রমণ করাইতেছিল। সেইজন্যই তিনি নিরন্তর অনবস্থিততা অর্থাৎ অস্থিরতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

কন্দর্প কি পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে পাশের দ্বারা বন্ধন করিতেছিলেন এবং শঙ্কিত হইয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে মোচন করিতেছিলেন ? যেহেতু তিনি বারম্বার জড়তা এবং বারম্বার সচেষ্টতা প্রাপ্ত হইতেছিলেন ॥ ১০ ॥

শ্রীগৌরপাদ-রুচিসঙ্গ-(১৮)সুশীতলায়াং
তস্যাং রুজো যদভবন্ বত কম্প-মুখ্যাঃ।
তদ্যুক্তমেব খলু দাহমুখাস্ত্বভূবন্
যত্তত্তু (১৯) বোধবিষয়ঃ কতমস্য বা স্যাৎ ॥ ১১ ॥

মিত্রসঙ্গ্যপি (২০)-দিনং যদি তস্যা
বর্দ্ধমানমতিদুঃখদমাসীৎ।
শার্ব্বর-প্রণয়িনী বত রাত্রি-(২১)
স্তর্হি তাদৃগভবন্নহি চিত্রম্ ॥ ১২ ॥

---

(১৮) শ্রীগৌরপাদে যা রুচিরভিলাষস্তৎসঙ্গেন, অথচ গৌরপাদঃ শুক্লকিরণশ্চন্দ্রস্তস্য কিরণ-সঙ্গেন সুশীতলায়াং তস্যাং কম্পাদয়ো বিকারা অভবন্, শৈত্যাধিক্যে তৎসম্ভবাদিতি ভাবঃ। (১৯) দাহাদিবিকারাণামেকান্ততোঽসম্ভাবনয়া আহ—যত্ত্বিত্যাদি ॥ ১১ ॥

(২০) সূর্য্যসঙ্গি অথচ সুহৃৎসঙ্গি, (২১) শার্ব্বরমন্ধতমসম্, অথচ ঘাতুকং তৎসঙ্গিন্যা রাত্রেরতি-দুঃখদায়িত্বে নাস্ত্যেবাশ্চর্য্যমিতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীগৌরচরণে অভিলাষের সম্পর্ক হেতু (অথবা অভিলাষ ও আসক্তি হেতু) সুশীতলা পক্ষে সুন্দর গৌরপাদের অর্থাৎ চন্দ্রের কিরণ সম্পর্কে সুশীতলা সেই লক্ষ্মীতে যে কম্প প্রভৃতি পীড়া উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা উচিতই বটে। কিন্তু দাহ প্রভৃতি পীড়া যে জন্মিয়াছিল, তাহা কাহার জ্ঞানের বিষয় হইবে? অর্থাৎ তাহা কাহারও জ্ঞানগম্য নহে ॥ ১১ ॥

তাঁহার দিন মিত্রসঙ্গী (বন্ধু সম্বন্ধী পক্ষে সূর্য্যসম্পর্ক) হইলেও যদি তাহা বৃদ্ধিশীল এবং অত্যন্ত দুঃখদায়ক হইয়া থাকে, তাহা হইলে শার্ব্বরপ্রণয়িনী (ঘাতুকের প্রীতিদায়িনী পক্ষে ঘোর অন্ধকার যুক্তা) রাত্রি যে সেইরূপ হইবে তাহাতে কিছু আশ্চর্য্য নাই ॥ ১২ ॥

যুক্তং তমস্কাণ্ড-মলীমসা ক্ষপা
তস্যা মতিং নিক্রবয়াঞ্চকার যৎ।
চিত্রন্ত্বিদং যদ্ দ্বিজরাজ-সঙ্গত-(২২)
স্খলত্তমস্কাপি (২৩)-বিমোহমাতনোৎ ॥ ১৩ ॥

যদা যদা সাপ বিমোহমুদ্ভটং
তদা তদাস্যাশ্চতুরঃ সখীচয়ঃ।
উদেতি গৌরবিধুরিত্যুদীরয়ন্
নিবর্ত্তয়ামাস হঠেন তং ক্ষণাৎ ॥ ১৪ ॥

কদাচিত্তু তদ্ব্যাহার-জাতবোধোদয়া দয়া-পারাবারং বারম্বারং কৃত-প্রণিধানাপি তমদৃষ্ট্বা বিরহতাপ-হতাপত্রপা (২৪) দীর্ঘমুষ্ণং নিশ্বস্য তাঃ প্রত্যুবাচ ॥১৫॥

(২২) চন্দ্র-সম্বন্ধেন অথচ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠসঙ্গাৎ (২৩) তমোঽন্ধকারো গুণবিশেষশ্চ ॥ ১৩ ॥
(২৪) বিরহ-তাপেন হতা অপত্রপা লজ্জা যস্যাঃ সা ॥ ১৫ ॥

অন্ধকার পুঞ্জে মলিনা রজনী যে তাহার চিত্তকে অত্যন্ত ব্যাকুল করিয়াছিল তাহা উচিত বটে। কিন্তু দ্বিজরাজের (ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠের পক্ষে চন্দ্রের) সঙ্গ হেতু রাত্রি তমোরহিতা (তমোগুণ শূন্যা পক্ষে অন্ধকার শূন্যা) হইলেও যে তাঁহার মোহ উৎপাদন করিয়াছিল—ইহাই আশ্চার্য্য ॥ ১৩ ॥

যে যে সময়ে তিনি প্রবল মোহ প্রাপ্ত হইতেছিলেন সেই সেই সময়ে তাঁহার চতুরা সখীগণ "গৌরবিধু উদিত হইতেছে"—এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ সহসা তাহার মোহ নিবারণ করিতেছিলেন ॥ ১৪ ॥

কোন একদিন তাহাদের বাক্যে চৈতন্য লাভ করিয়া পুনঃ পুনঃ মনোনিবেশ করিয়াও সেই করুনাসিন্ধু গৌরসুন্দরকে দেখিতে না পাইয়া বিরহ তাপে পীড়িতা ও লজ্জাহীনা হইয়া উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করতঃ তাহাদের নিকট বলিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

"অয়ে প্রাণসমাঃ ! সমায়াভি-(২৫) র্মুহুর্মুহুর্বিদীর্য্যতে, দীর্য্যতে মদুরসে হিতং ভূয়াদিতি (২৬) তৎ কিং মৃষৈব ? যতস্তদর্থো নায়াতি নয়ন-বিষয়তামায়তামানামস্মাকম্ (২৭) ॥ ১৬ ॥

তা ঊচুঃ—"সখি ! ন বয়ং মিথ্যাভাষিণ্যো ভবামো, ভবামোদকরো (২৮) হয়ন্ধবলোহন্ধবলোপমর্দ্দকো বিধুরালোক্যতাং (২৯), বিধুরা লোক্যতাং ভজতি বস্তুনি দৃষ্টিঃ কিং ক্রিয়তে ?" (৩০) ॥ ১৭ ॥

অতঃ সখীনাং বচনান্ন গৌরো
অত্রাস্তীতি বিজ্ঞায় সুদুঃখিতা সা।
সংপ্রাপ্য মূর্চ্ছাং নিপপাত ভূমৌ
রম্ভেব বাতেন হতা নিতান্তম্ ॥ ১৮ ॥

---

(২৫) সকপটাভিঃ, (২৬) দীর্য্যতে ইত্যাদি-খণ্ড্যমানায় মদ্দ্রদয়ায় হিতং সুখকরং ভূয়াদিত্যাশীষি হিত-যোগে চতুর্থী। (২৭) আয়তো দীর্ঘ আমঃ পীড়া যাসাং ॥ ১৬ ॥

(২৮) শিবসুখকরঃ, (২৯) স্ববাক্যগত-গৌরপদার্থমাত্র ধবল ইতি। অয়ং ধবলঃ অন্ধকার-বল-নিবর্ত্তকশ্চ চন্দ্রো দৃশ্যতাম্। (৩০) আলোক্যতাং দর্শনীয়তাং ভজতি প্রাপ্নুবতি বস্তুনি দৃষ্টিঃ কিং বিধুরা ব্যাকুলা ক্রিয়তে ? ॥ ১৭ ॥

অহে প্রাণসমা সখীগণ ! আমার বিদীর্ণপ্রায় বক্ষের হিত হইবে ভাবিয়া তোমরা কপটতার সহিত পুনঃ পুনঃ যে কথা বলিতেছ, তাহা কি মিথ্যা। যেহেতু তোমাদের বাক্যের বিষয়ীভূতব্যক্তি অত্যন্ত পীড়া প্রাপ্ত আমার নয়ন গোচর হইতেছেন না ॥ ১৬ ॥

তাহারা বলিলেন সখি ! আমরা মিথ্যাবাদিনী নই। সংসারের সুখকর ঘোর অন্ধকারের প্রভাব নাশক ঐ ধবল চন্দ্র দর্শন কর। দৃশ্যমান বস্তুতে দৃষ্টি কি ব্যাহত হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

অনন্তর সখীগণের বাক্যে "গৌর এখানে নাই," জানিয়া লক্ষ্মী অত্যন্ত দুঃখিতা ও মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়া প্রচণ্ড বাত্যাহত রম্ভার ন্যায় ভূমিতে পতিত হইলেন ॥ ১৮ ॥

সা ভূমৌ পতিতা পৃষ্ঠ-বিরাজদ্বেণিরাবভৌ।
আক্রান্তেব স্মরক্ষিপ্ত-প্রচণ্ডভুজগেষুণা ॥১৯॥

তাশ্চ তথাভূতামালোক্যাতিকাতরতা-বিরতাবিষ্টাভি-(৩১) রালিভিস্তৎ পরিচর্য্যারেভে। তত্র কয়াচিৎ সুমত্যা বসুমত্যা (৩২) বলাদুত্থাপ্য নিজাঙ্কে সা নিহিতা হিতাচার-পরাভিরপরাভিস্তু সিষেবে ॥ ২০ ॥

যথা—কাচিন্মমার্জ্জ বহুশো জল-শীতলেন
ম্লানং মুখং নিজকরেণ বরেণ (৩৩) তস্যাঃ।
কাশ্চিন্মহোৎপলদলৈঃ সমবীজয়ংস্তাং
কাশ্চিচ্চ চন্দনরসৈঃ সুঘনৈরলিম্পন্ ॥ ২১ ॥ (৩৪)।

---

(৩১) অতিকাতরতায়ামবিরতমাবিষ্টাভিঃ, (৩২ বসুমত্যাঃ ইত্যপাদানে পঞ্চমী ॥ ২০ ॥
(৩৩) শ্রেষ্ঠেন সুকোমলেনেতি যাবৎ, (৩৪) অতিনিবিড়ৈঃ পঙ্কীকৃতৈরিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

তিনি ভূমিতে পতিতা হইলে তাঁহার পৃষ্ঠদেশে বেণী বিরাজ করিতে লাগিল, তাহাতে তিনি কাম নিক্ষিপ্ত প্রচণ্ড সর্পবাণের দ্বারা আক্রান্তার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

তাঁহাকে ঐ প্রকার অবস্থাপন্না দেখিয়া সখীগণ অত্যন্ত কাতরতাযুক্ত হইয়া তাঁহার পরিচর্য্যা আরম্ভ করিলেন। তাহাদের মধ্যে কোনও এক সুমতি সখী বলপূর্ব্বক তাঁহাকে ভূতল হইতে উঠাইয়া নিজ অঙ্কে ধারণ করিলেন এবং হিতাচার পরায়ণা অন্যান্য সখীবৃন্দ তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

যথা—কোনও এক সখী শীতল জলযুক্ত নিজের সুকোমল করের দ্বারা বারম্বার তাহার মলিন মুখ মার্জ্জন করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ শ্রেষ্ঠ উৎপলদল সমূহের দ্বারা তাহাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ অতিশয় ঘন চন্দন রসের দ্বারা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ লেপন করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥

স্বভাব-শীতোঽপি সনীরকোঽপি
সখীকর-স্তাপনিবর্ত্তনেঽস্যাঃ।
শশাক নৈতদ্বপুষোঽতিতাপাৎ
সন্তাপ-লব্ধ্যা সমতা-প্রসঙ্গাৎ ॥২২ ॥

পদ্মিন্যা ব্যজনীকৃতং নবদলং লক্ষ্ম্যাঙ্গতাপোদ্‌গমান্
ম্লানিং প্রাপদিতীরয়ন্তি সরলাঃ কেচিজ্জনা ভূতলে।
মনোঽহন্তু তদাস্য-হস্ত-চরণদ্বন্দ্বানি (৩৫) মত্বা-ম্বুজা-
নোষাৎ ম্লানিমবেক্ষ্য তামলভত স্নেহঃ স্বকে (৩৬) হীদৃশঃ ॥ ২৩ ॥

মলয়জরসস্তস্যা দেহে প্রিয়ালিভিরর্পিতঃ
সপদি কলয়ন্ শুষ্কীভাবং পপাত ততঃক্ষণাৎ।
ন খলু বিরসে স্থানে কুত্রাপি যত্নমলন্তমাং
কচন নিহিতঃ পঙ্কঃ স্থৈর্য্যং কদাপি হি বিন্দতি ॥ ২৪॥

---

(৩৫) তস্যাঃ আস্যং মুখং হস্তৌ চরণদ্বয়ঞ্চ অম্বুজানি মত্বা, (৩৬) স্বকে আত্মীয়ে ॥ ২৩ ॥

সখীর কর স্বভাবতঃ শীতল ও জলযুক্ত হইলেও তাঁহার শরীরের অত্যন্ত তাপ হেতু সম্যক তাপ প্রাপ্তি বশতঃ তুল্যতা লাভ করায় তাহার তাপ দূর করিতে সমর্থ হইল না ॥ ২২ ॥

জগতে কোনও কোনও সরল ব্যক্তি বলেন যে পদ্মের যে নবীন দলকে ব্যজন করা হইয়াছিল, তাহা লক্ষ্মীর অঙ্গতাপে মলিনতা লাভ করিয়াছিল ! কিন্তু, আমার মনে হয়, তাঁহার বদন, হস্ত ও চরণ যুগলকে কমল মনে করিয়া এবং তাহা-দের মালিন্য দেখিয়া ঐ নব কমলদল নিজেও মলিনতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। যেহেতু সকলেরই আপন আত্মীয়জনে এইপ্রকার স্নেহ বর্ত্তমান ॥ ২৩ ॥

কাচিদ্ বিসান্যর্পয়তিস্ম তস্যা
বক্ষঃস্থলে তাপ-নিবর্ত্তকানি।
মন্যে ভুজঙ্গাভরণোগ্রমূর্ত্তিং
প্রত্যায্য তাং ভায়য়িতুং মনোজম্ (৩৭) ॥ ২৫ ॥

অর্পিতানি বত তত্র তান্যলং (৩৮)
তৎক্ষণান্মলিনতামুপাযযুঃ।
বাহুবল্লিযুগ-মাধুরীক্ষণা-
ল্লজ্জয়া ধ্রুবমুদীয়মানয়া ॥ ২৬ ॥

তস্যাঃ কয়াচিদ্বাদিদত্তমুৎপলং
ম্লানিং তদা প্রাপদতীব তৎক্ষণাৎ।
বিলোক্য তদ্বক্ত্রসুধাংশুমণ্ডলং
ম্লানং ক্ষপাপায়-বিশঙ্কয়া ধ্রুবম্ ॥ ২৭ ॥

(৩৭) তাং লক্ষ্মীং ভুজঙ্গাভরণা যা উগ্রস্য শিবস্য মূর্ত্তিস্তাং প্রত্যায্য বোধয়িত্বা কামং ভয়ং প্রাপয়িতুম্ ॥ ২৫ ॥

(৩৮) তত্র-বক্ষসি তানি বিসানি ॥ ২৬ ॥

প্রিয় সখীগণ তাঁহার দেহে যে চন্দনরস অর্পণ করিয়াছিলেন তাহা অবিলম্বে শুষ্কভাব প্রাপ্ত হইয়া ক্ষণকাল মধ্যে তাহা হইতে পতিত হইল। যেহেতু. শুষ্ক-স্থানে অত্যন্ত যত্ন করিয়াও যদি কেহ কখনও পঙ্ক স্থাপন করে, তবে তাহা কখনও স্থিরতা প্রাপ্ত হয় না ॥ ২৪ ॥

মনে হয় তাঁহাকে সর্পভূষণ-ভূষিত শিবের মূর্ত্তি জ্ঞান করাইয়া মদনকে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত কোনও সখী তাঁহার বক্ষঃস্থলে তাপ নিবারক পদ্মের মৃণাল সকল অর্পণ করিয়াছিল ॥ ২৫ ॥

যেন বাহুলতাযুগলের মাধুরী দর্শনে উদীয়মান লজ্জা বশতঃ তাহার বক্ষঃস্থলে প্রদত্ত সেই মৃণাল সমূহ তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত মলিন হইয়া গিয়াছিল ॥ ২৬ ॥

তদেবং নানা পরিচর্য্যা বিধায়াপি তস্যা বোধোদয়মনবলোক্যাতিকাতরাঃ সখ্যো ভূতোপদ্রবং নিশ্চিত্য রক্ষাবন্ধনায় শ্বেত-সর্ষপানয়নার্থং গৌরমানয় গৌরমানয়েত্যুচ্চৈরূচিরে ॥ ২৮ ॥

নামাভাসদিবাকরো ভগবতস্তস্যা বিমানে শ্রুতা-(৩৯)
বারুহ্য প্রবিবেশ মানস-নভোমধ্যং স যাবত্তদা।
তাবন্মোহতমিস্রমাপ নিবৃতিং প্রাদুর্বভূবোজ্জ্বলো
বোধালোকভরো দৃগম্বুজমপি ব্যাকোষভাবং(৪০) যযৌ ॥ ২৯ ॥

(৩৯) শ্রুতৌ কর্ণে এব বিমানে ব্যোমযানে।

(৪০) প্রফুল্লতাং, ॥ ২৯ ॥

তখন কোনও এক সখী তাঁহার হৃদয়ে একটী উৎপল প্রদান করিল। কিন্তু তাহা যেন তাঁহার বদনরূপ চন্দ্রমণ্ডলকে ম্লান দেখিয়া নিশাবশান ভয়ে তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত মলিন হইয়া গেল ॥ ২৭ ॥

এইরূপে নানা প্রকার পরিচর্য্যা করিয়াও যখন সখীগণ তাঁহার জ্ঞানোদয় দেখিলেন না, তখন তাঁহারা অত্যন্ত কাতর হইয়া ভূতের উপদ্রব নিশ্চয় করতঃ রক্ষাবন্ধনের জন্য শ্বেতসর্ষপ আনয়নের নিমিত্ত উচ্চৈঃস্বরে গৌর (শ্বেতসর্ষপ) আন, গৌর (শ্বেতসর্ষপ) আন, এই কথা বলিয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥

ভগবানের নামাভাস সূর্য্য তাঁহার কর্ণরূপ বিমানে (ব্যোমযানে) আরোহণ করিয়া যখন চিত্তরূপ আকাশ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার মোহরূপ অন্ধকারের নিবৃত্তি হইল, উজ্জ্বল জ্ঞানরূপ আলোকের অত্যন্ত প্রকাশ হইল এবং নয়নকমল বিকাশভাব প্রাপ্ত হইল ॥ ২৯ ॥

তাঞ্চালোক্যোদিতবেদনাং দিতবেদনাং প্রতীত্য (৪১) তা ঊচুঃ—"ভোঃ ভোঃ সখ্যঃ ! কুরুত মা ভাবনামাভা-বনানল-জ্বালারূপাং, জীবতি সহচরীহ চরীকৃতপরি-চর্য্যাং (৪১) পশ্যত পশ্যতোন্মীলতীয়মীক্ষণে, ক্ষণেঽস্মিন্নমুদ্যমতা মতা ন স্যাৎ ॥৩০।

ইতি কথয়ন্ত্যঃ প্রথয়ন্ত্যঃ প্রণয়ং পরিচর্য্যা-চর্য্যাপরাস্তাঃ (৪২) সজলনয়ন-কমলয়া কমলয়া (৪৩) তয়োচিরে ॥ ৩১ ॥

আলয়ো মদসু-রক্ষণায় (৪৪) কিং, যত্নমাচরথ গাঢ়-কাতরাঃ।
অস্তি দুর্ভগ-জনস্য মাদৃশো, জীবনেন বত কিং প্রয়োজনম্ ॥ ৩২ ॥
কলয়তালিগণা মম দুর্ব্বিধিং, যযুরমী বত যস্য বলান্ময়ি।

---

(৪১) উদিতবোধামালোক্য দিতা খণ্ডিতা বেদনা যস্তাস্তাদৃশীং বুদ্ধা॥ ৩০
(৪২) পরিচর্য্যায়াশ্চর্য্যা আচরণং তৎপরাঃ, (৪৩) লক্ষ্মা ॥ ৩১ ॥
(৪৪) মৎপ্রাণ-রক্ষণায় ॥ ৩২ ॥

তাহাকে সংজ্ঞালাভ করিতে দেখিয়া এবং তাহার মনোবেদনা দূর হইয়াছে শুনিয়া সখীবৃন্দ বলিতে লাগিলেন—ওহে ওহে সখীগণ ! (অঙ্গ কান্তিরূপ বন দহনে অগ্নি-শিখারূপ অর্থাৎ কান্তির মলিনতাজনক ভাবনা করিও না)। তোমাদের ভাবনা কান্তিরূপ বনকে দগ্ধ করিতে অগ্নিশিখা-স্বরূপ হইয়াছে অর্থাৎ তোমাদের কান্তি মলিন করিতেছে। অতএব আর ভাবনা করিও না। আমাদের সহচরী জীবিত আছে। তোমার ইহার সুন্দররূপে পরিচর্য্যা কর। দেখ, দেখ। সখী নেত্রদ্বয় উন্মীলন করিতেছে। এইক্ষণে উদ্যমহীন হওয়া উচিত নহে ॥ ৩০ ॥

এই কথা বলিয়া তাহারা অতিশয় প্রীতি প্রকাশপূর্ব্বক সেবা কর্ম্ম-তৎপরা হইলে লক্ষ্মী তখন তাহাদিগকে সজলনয়নকমলে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

সখীগণ ! তোমরা একান্ত কাতর হইয়া আমার প্রাণরক্ষার জন্য যত্ন করিতেছ কেন ? আমার ন্যায় ভাগ্যহীনা জনের জীবনের প্রয়োজন কি ? ॥ ৩২ ॥

সহজ-শীতলভাব-সমাশ্রয়া, অপি বিধু-প্রমুখা বিপরীততাম্ ॥ ৩৩ ॥

অহহ ! বাড়ব-পাবক-সঙ্গতঃ, প্রখর-দাহকরোঽস্তু বরং শশী।

মলয়জ-দ্রুম-সঙ্গমশীতলো, দহতি দেহময়ং পবনঃ কথম্ ॥ ৩৪ ॥

স্মৃতময়ে মলয়ে গরলাশ্রয়ঃ
ফণিচয়ঃ প্রখরঃ খলু খেলতি।
তদনুসঙ্গমতো বত দক্ষিণো
মরুদয়ং সমভূদতিতাপকঃ ॥ ৩৫ ॥

কিং বাব্ধি-পান সময়ে গিলিতেন্দুবিম্বঃ
কুম্ভোদ্ভবো মুনিরসৌ মলয়েঽধুনাস্তে।
তস্যাগ্নিপূর্ণঘটবৎ সমবাপ্য সঙ্গং
বায়ুর্বিয়োগি-জন-তাপকতাং নু ধত্তে ॥ ৩৬ ॥

হায় ! যাহার বলে এই চন্দ্র প্রভৃতি স্বাভাবিক শীতল ভাবাপন্ন বস্তু সমূহ ও আমার বিষয়ে বিপরীত ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, সখীগণ ! তোমরা আমার সেই দুরদৃষ্ট দর্শন কর ॥ ৩৩ ॥

অহহ ! সমুদ্র মধ্যস্থ বাড়বানলে সঙ্গবশতঃ চন্দ্র বরং তীব্র দাহকারী হউক, কিন্তু চন্দনবৃক্ষের সম্পর্কে শীতল পবন কেন আমার অঙ্গ দগ্ধ করিতেছে ? ॥ ৩৪ ॥

অয়ে ! আমার স্মরণ হইয়াছে, মলয় পর্ব্বতে প্রচণ্ড বিষধর সর্পসমূহ খেলা করে। নিরন্তর তাহাদের সঙ্গ হেতু এই দক্ষিণ পবনও অতিশয় তাপদায়ক হইয়াছে ॥ ৩৫ ॥

কিম্বা কুম্ভযোনি অগস্ত্যমুনি সমুদ্রপান সময়ে চন্দ্র মণ্ডলকে গ্রাস করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি মলয় পর্ব্বতে আছেন তাহার সঙ্গ লাভ করিয়া অগ্নিপূর্ণ ঘটের ন্যায় বায়ু বিরহিজনের তাপদায়ক ভাবটী ধারণ করিতেছে ॥ ৩৬ ॥

নিষ্কৃপেণ বনিতাসু কেন বা
হা বিয়োগ-তপনো বিনির্ম্মমে।
যেন তপ্তমবলাজনং শশী-
দন্দহীতি বত শীতলোঽপি সন্ (৪৫) ॥ ৩৭ ॥

কেচিদ্ বিয়োগং দহনং বদন্তি
প্রাজ্ঞো বিচারং সহতে ন তচ্চ।
যতঃ শমং যাতি স পুষ্করেণ (৪৬)
প্রবৃদ্ধতামেষ তু পুষ্করেণ (৪৭) ॥ ৩৮ ॥

ব্রুবন্তি তং কেচন কালকূটং
তদপ্যযুক্তং ন তু যুক্তিযুক্তম্।
যতো ভবস্তদ্ বুভুজেঽমুনা তু
প্রাপ্তো মহোন্মাদমবাপসোঽপি (৪৮) ॥ ৩৯ ॥

---

(৪৫) প্রসিদ্ধ-তপনতপ্তন্তু শশী শীতলয়তীতি ব্যতিরেকো হলঙ্কারে ধ্বন্যতে ॥ ৩৭ ॥

(৪৬) জলেন, (৪৭) পদ্মেনেতি প্রকৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

হায়! শশী শীতল হইলেও (এবং সূর্য্যকিরণ তাপিত ব্যক্তিকে শীতল করিলেও) বিরহ তপন অবলাজনকে সে নিরতিশয় দগ্ধ করিতেছে নারীগণের প্রতি নির্দ্দয় হইয়া কে সেই বিরহ তপনকে নির্ম্মাণ করিল? ॥ ৩৭ ॥

কোন কোনও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বিরহকে দহন অর্থাৎ অগ্নি বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা বিচারসহ নহে। যেহেতু অগ্নি পুষ্কর অর্থাৎ জলের দ্বারা শান্তি লাভ করে, কিন্তু এই বিরহাগ্নি পুষ্কর অর্থাৎ কমলের দ্বারা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় ॥ ৩৮ ॥

কেহ কেহ তাহাকে কালকূট অর্থাৎ বিষ বলিয়া থাকেন, তাহাও অযুক্ত কিন্তু যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ মহাদেব সেই কালকূট ভক্ষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই বিরহবিষে আক্রান্ত হইয়া তিনিও অতিশয় উন্মাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩৯ ॥

অহন্তু তস্মাদ্ বিদধামি নিশ্চয়ং
নাস্যোপমানং ভুবনেষু বিদ্যতে।
নারীগণ-প্রাণমনঃ কদর্থনে
স্বস্যোপমানত্বমুপৈত্যয়ং স্বয়ম্ ॥ ৪০ ॥

এবং বিলপন্তীং তাং কাপি নালীক-লপনা (৪৯) নালীক-লপনামৃতেন (৫০) সান্ত্বয়ামাস। অয়ি সজ্জননে! (৫১) সজ্জননেদিষ্ট-ভবনে! (৫২) ভব নেদৃশ্যুৎকমনাঃ। কমনাস্ত্রপ্রহারং (৫৩) সহস্ব, ধৈর্য্য-কঞ্চুকামুক্তা মুক্তামৃতশী-করং করং ক্ষপাকরস্য পাকরম্যমপি (৫৪) কিমিতি নিন্দসি? বিক্ষিপ্ত-মনস্কা মলয়াশুগং, (৫৫) কামলয়াশুগং, (৫৬) কিমিতি মন্যসে? ॥ ৪১ ॥

---

(৪৮) সতী-বিরহেণ উন্মত্তঃ শিবঃ সর্বত্র বভ্রামেতি কালীপুরাণম্ ॥ ৩৯ ॥

(৪৯) পদ্মমুখী, (৫০) ন অলীকেন প্রিয়েণ বাগমৃতেন, (৫১) সদ্বংশে! (৫২) সজ্জনানাং নেদিষ্ঠং ভবনং যস্যা হে তাদৃশে! (৫৩) কমনস্য কামস্য অস্ত্রপ্রহারং, (৫৪) পাকে পরিণামে রমণীয়ং তৎ, সেবনে তাপ-নিবৃত্তেঃ, (৫৫) মলয়বায়ুং, (৫৬) কামস্য লয়াশুগং সংহার-বাণং ॥ ৪১ ॥

সেইহেতু আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি—সমস্ত ভুবনের মধ্যে এই বিরহের উপমান (উপমা দিবার) বস্তু নাই। নারীগণের প্রাণমনঃ পীড়ন বিষয়ে এই বিরহের উপমানত্ব বিরহ নিজেই প্রাপ্ত হয় ॥ ৪০ ॥

তিনি এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলে কোনও এক কমলমুখী সখী তাহাকে প্রিয়বচনামৃতের দ্বারা সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন—অয়ি সখি তুমি সৎকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; এই ভবনটী সজ্জনদিগের অতি নিকটবর্ত্তী। এখানে এইপ্রকার উৎকণ্ঠিতমনা হইও না। কামদেবের অস্ত্রাঘাত সহ্য কর। ধৈর্য্য-কবচ-রচিত (অর্থাৎ অধৈর্য্য) হইয়া পরিণামে সুখকর মুক্তা, জলকণা এবং চন্দ্রের কিরণকে নিন্দা করিতেছ কেন? বিক্ষিপ্তচিত্তা হইয়া মলয় পবনকে কামের মৃত্যুবাণ বলিয়া মনে করিতেছ কেন? ॥ ৪১ ॥

নৈতাদৃশো দৃশো (৫৭) ভ্রমঃ শোভামাবহতি, ভামাবহতি-পূর্ব্বকং (৫৮) শৃণু মে বাচং, জনকাধীনা ন কাধীনাপ্নোতি কন্যকা ? তথাপি নাধিকাং চিন্তাং বিধেহি, বিধেহিতস্য তস্য হি বিধে (৫৯)-র্গম্যা ন ভবতি। তথাহি—

গৌরীং মহেশেন রতিং স্মরেণ
সংযোজ্য সঞ্চিত্য যশোঽতিরম্যম্।
গৌরাদ্ বিনা ত্বামিতরেণ পুংসা
যুঞ্জন্ কথং তং স ভৃশং বিলুম্পেৎ (৬০) ? ॥ ৪২ ॥

এবং ব্রুবাণং সখীং সা লক্ষ্মীর্জগাদ—'সখি ! যুক্তং ন ব্যাহরসে, হর-সেবিকানামপি দুঃসহোঽয়ং কন্দর্পঃ কন্দর্পবন্তমপি বীরং নাভি ভবতি ? পরিক্ষাম-বলানামবলানান্তু কা বার্ত্তা-পশ্য পশ্য—॥ ৪৩ ॥

(৫৭) বুদ্ধেঃ, (৫৮) ভামঃ ক্রোধস্তস্য অবহতির্নাশঃ নিবর্ত্তনমিতি যাবৎ, তৎপূর্ব্বকম্। (৫৯) তস্য বিধেঃ ঈহিতস্য চেষ্টায়া বিধা প্রকারঃ ইত্যন্বয়ঃ, (৬০) স বিধিঃ তং যশঃ কথং বিলুম্পেৎ ? ॥ ৪২ ॥

এতাদৃশ দৃষ্টিভ্রম শোভাজনক নহে। ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক্ আমার বাক্য শ্রবণ কর। পিতার অধীনা কোন্ কন্যা মনঃপীড়া প্রাপ্ত না হইয়া থাকে ? তথাপি অধিক চিন্তা করিও না। যেহেতু বিধাতার কার্য্যের রীতি কাহারও বোধ-গম্য হয় না। কারণ—মহেশ্বরের সহিত পার্ব্বতীর, মদনের সহিত রতির সংযোগ বিধান করতঃ অতিরমণীয় যশঃ সঞ্চয় করিবার পর গৌর ব্যতীত অন্য পুরুষের সহিত তোমার মিলন করাইয়া বিধাতা নিজের সেই নির্ম্মল যশঃ লোপ করিবেন কেন ? ॥ ৪২ ॥

সখী এইরূপ বলিতে লাগিলে লক্ষ্মী তাহাকে কহিলেন হে সখি ! তুমি উপযুক্ত কথা বলিতেছ না। শঙ্করের সেবিকাগণেরও দুঃসহ সেই কন্দর্প কোন্ গর্ব্বিত বীরকে পরাজিত না করিয়া থাকে ? দুর্ব্বলা অবলাগণের কথা কি ? দেখ দেখ—॥ ৪৩ ॥

ভের্য্যো যস্য ভবন্তি কোকিলগণা ভৃঙ্গা ঘনাস্ত্যালয়ং (৬১)
সেনানীঃ সুরভিঃ (৬২) প্রসূন-নিকরা বাণাসনা (৬৩) জিহ্মগাঃ।
জেতব্যা রিপবো বিয়োগি-মনুজাঃ সোঽয়ং স্মরঃ শম্ভুনা
দগ্ধাঙ্গোঽপি নিরন্তরং মম পুরো দেদীপ্যতে সাঙ্গবৎ ॥ ৪৪ ॥

ইতীরয়ন্তি পুরতোঽবলোক্য
প্রতীয়মানং মদনং বিমুগ্ধা।
তমেব সংবোধ্য জগাদ-লক্ষ্মী-
র্ব্যনক্ত্যসদ্বস্ত্বপি যৎ প্রমোহঃ ॥ ৪৫ ॥

স্মর! ভবন্তমরে ত্রিপুরান্তকঃ
সমদহৎ স পুরেতি বুধা জগুঃ।
তদিহ হন্ত কথং সশরীরতাং
পুনরবাপ ভবানিতি ভণ্যতাম্ ॥ ৪৬॥

---

(৬১) কাংস্যতালাদিকং ঘনম্, (৬২) বসন্তঃ, (৬৩) ধনুর্ব্বাণাঃ ॥ ৪৪ ॥

সখি! কোকিলগণ যাহার ভেরী, ভ্রমরগণ যাহার কাংস্যকরতলাদি বাদ্যযন্ত্র, এই বসন্ত যাহার সেনাপতি, কুসুম সমূহ যাহার কুটিল ধনুর্ব্বাণ, বিরহি জনগণ যাহার জেতব্য (জয়ের বিষয়ীভূত) শত্রু, সেই কন্দর্প শিব কর্ত্তৃক দগ্ধাঙ্গ হইলেও সর্ব্বদা আমার সম্মুখে অঙ্গযুক্ত ব্যক্তির ন্যায় (অতিশয় প্রকাশ পাইতেছে) দেদীপ্যমান রহিয়াছে ॥ ৪৪ ॥

এই কথা বলিতে বলিতে বিমুগ্ধা লক্ষ্মী সম্মুখে প্রতীয়মান মদন দেখিয়া তাঁহাকেই সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন। যেহেতু অত্যন্ত মোহ অসৎ বস্তুকেও ব্যক্ত করিয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥

হে মদন! বুধগণ বলিয়াছেন—পূর্ব্বে মহাদেব তোমাকে দগ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু হায়! তুমি কিরূপে এখানে সশরীরতা প্রাপ্ত হইলে? (শরীর ধারণ করিয়া প্রকাশ পাইলে) ॥ ৪৬ ॥

আং স্মৃতং মদন! বাসুদেবতো
যজ্জনুঃ পুনরবাপ্তবান্ ভবান্।
তেন তে বপুরভূদিদং পুন-
র্নো মৃষা ভবতি দেবতা-বরঃ ॥ ৪৭ ॥

হরোঽপি যচ্ছঙ্করতামবাপ-
স্তত্রাস্তি হেতুস্তব নাশনৈব।
কৃষ্ণোঽপি যৎ প্রাপ জনার্দ্দনত্বং (৬৪)
তত্রাপি তে কিং জননানিমিত্তম্ ॥ ৪৮ ॥

দুষ্ট-সংহরণ-কর্ম্মণে হরিঃ
শৌরিতোঽভবদিতীর্য্যতে বুধৈঃ।
তর্হি দুষ্ট! ন জঘান রে কথং
ত্বাং সমস্তজন-দুঃখদায়কম্ ॥ ৪৯ ॥

---

(৬৪) জনার্দ্দনত্বং তব জননয়া জনান্ অর্দ্দয়তীতি জনার্দ্দনঃ, নতু জননামাসুর-বধেন জনার্দ্দনত্বং ॥ ৪৮ ॥

হাঁ স্মরণ হইয়াছে—মদন! তুমি যে পুনরায় বাসুদেব হইতে জন্মলাভ করিয়াছিলে, সেইজন্য তোমার এই শরীর হইয়াছে। কেন না, দেবতার বর মিথ্যা হয় না ॥ ৪৭ ॥

মহাদেবও যে শঙ্কর (মঙ্গলকর) নামটী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তোমার বিনাশ সাধনই তাহার একমাত্র হেতু। এবং কৃষ্ণ যে জনার্দ্দন নামটী প্রাপ্ত হইয়াছেন তোমার জন্ম দানই কি তাহার কারণ? ॥ ৪৮ ॥

পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন দুষ্টগণের বিনাশ কার্য্যের জন্য হরি বসুদেব হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। রে দুষ্ট! সমস্ত জনের দুঃখ-দায়ক তোমাকে তিনি বধ করেন নাই কেন? ॥ ৪৯ ॥

কিঞ্চ সর্ব্বসুখকারি-শীলকাৎ
সর্ব্বদুঃখহরণাজ্জনার্দ্দনাৎ।
সর্ব্বপীড়নকরঃ সুদারুণস্ত্বং
কথং জনুরবাপিথাররে ॥ ৫০ ॥

অথবা কারণ-বস্তুনা সমং
সকলকার্য্যমিতি প্রথা মৃষা।
সকল-প্রাণতয়াতিবিশ্রুতাৎ
পবনাদপ্যভবদ্ধুতাশনঃ ॥ ৫১ ॥

অথবা শাম্বরদৈত্যমন্দিরে
যদবাৎসীর্ব্বহুবৎসরান্ ভবান্।
তত এব সুদারুণোঽভবৎ
সহবাসো হি দদাতি তদ্‌গুণম্ (৬৫) ॥ ৫২ ॥

(৬৫) তদ্‌গুণমিত্যত্র তৎ শব্দেন যেন সহবাসঃ স এবোপস্থাপ্যতে, তাৎপর্য্যাৎ ॥ ৫২ ॥

অধিকন্তু, অরে মদন! যাহার চরিত্র সকলের সুখদায়ক এবং যিনি সর্ব্ব দুঃখহরণকারী সেই জনার্দ্দন হইতে সকলের পীড়নকারী ও অতি ভয়ঙ্কর তুমি কি প্রকারে জন্মলাভ করিলে? ॥ ৫০ ॥

অথবা সকল কার্য্যই যে কারণ বস্তুর তুল্য একথা মিথ্যা। যে হেতু, সকলের প্রাণ বলিয়া অতিপ্রসিদ্ধ পবন হইতেও অগ্নি জন্মিয়াছে ॥ ৫১ ॥

অথবা শম্বর দৈত্যের মন্দিরে তুমি যে বহু বৎসর বাস করিয়াছিলে, সেই জন্যই তুমি অত্যন্ত দারুণ হইয়াছ। কেন না সহবাস তাহার গুণটী প্রদান করে অর্থাৎ একসঙ্গে বাস করিলে যাহার সহিত বাস করা যায় তাহার গুণ আপনাতে সঞ্চারিত হইয়া থাকে ॥ ৫২ ॥

জেতাপি সর্ব্বামর-সঞ্চয়স্য
যচ্ছম্বরস্ত্বাং ন শশাক জেতুম্।
ন তে বলং তত্র নিমিত্তমাসীৎ
প্রদ্যুম্নশক্তিঃ পরমত্র হেতুঃ ॥ ৫৩ ॥

অতোঽস্মি মন্যে যদজন্যত ত্বয়া
প্রদ্যুম্নমূর্ত্তৌ সমবাপ্য লীনতাম্।
তচ্ছম্বরস্যৈব পরাভবার্থকং
জেতুঃ পুরা স্বং বলিনঃ স্বতোঽপি চ ॥ ৫৪ ॥

জ্ঞাতং ময়া স্মর! পরাসু-বিনাশনার্থং (৬৬)
ত্বাদৃঙ্ ন কোঽপি ভুবনে গ্রহিলো (৬৭) ঽস্তি লোকঃ।
যস্মাদ্বপুঃ স্বমপহায় পরস্য মূর্ত্তৌ
নির্ব্বিশ্য শম্বরমবাপিতবাংস্তমস্তম্ ॥ ৫৫ ॥

---

(৬৬) পরপ্রাণ-বিনাশায়, (৬৭) আগ্রহী ॥ ৫৫ ॥

শম্বর সমস্ত দেবতাগণকে জয় করিলেও তোমাকে যে, সে জয় করিতে পারে নাই তাহাতে তোমার বল কারণ নহে। তদ্বিষয়ে প্রদ্যুম্নের শক্তি একমাত্র কারণ ॥৫৩॥

অতএব আমার মনে হয় তুমি যে প্রদ্যুম্নের মূর্ত্তিতে লীন হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে, তাহা তোমা অপেক্ষাও বলবান্ এবং র্ব্ব পরাজয়কারী শম্বরেরই পরাভবের নিমিত্ত ॥ ৫৪ ॥

হে স্মর! আমি জানিয়াছি এই জগতে কোনও ব্যক্তি তোমার ন্যায় পরের প্রাণ বিনাশের জন্য আগ্রহান্বিত নয়। যে হেতু তুমি নিজের শরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক্ অন্যের মূর্ত্তিতে প্রবেশ করিয়া শম্বরের বিনাশ সাধন করিয়াছিলে ॥ ৫৫ ॥

মুনয়োঽন্নদং (৬৮) চচক্ষিরে
পিতরং সর্ব্বপুরাণ-কোবিদাঃ।
কথয়াসি তু শম্বরান্ধসা (৬৯)
পরিপুষ্টোঽপি জঘন্থ তং কথম্ ॥ ৫৬॥

অথবা বহুশোঽস্যতঃ শরা-
ন্নিজ-সাক্ষাজ্জনকং মনঃ প্রতি।
তব নান্নদ-শম্বরার্দ্দনং
বত চিত্রায় ভবেন্মনোভব ॥ ৫৭॥

ইত্থং বিলাপং বিদধতী নিদধতী নিজসখীষু বেদনাং তদৈব সমুদয়মানং দয়মানং (৭০) তপ্তজনেষু নিশাকরং বিলোক্য অপি (৭১) সুধাময়মসুধামযমমিব (৭২) মত্বার্তিবিধুরা বিধুরাজন্মুখী সা তমেবোদ্দিশ্য জগাদ—॥ ৫৮ ॥

---

(৬৮) তথাচ অন্নদাতা ভয়ত্রাতেত্যাদি। (৬৯) শম্বরান্নেন ॥ ৫৬ ॥

(৭০) দয়াং কুর্ব্বন্তং, (৭১) অপি ভিন্নপ্রক্রমে, (৭২) সুধাময়মপি অসূনাং প্রাণানাং ধাম্নঃ শরীরস্য চ যমমিব সংহারকম্ ॥ ৫৮ ॥

সমস্ত পুরাণবেত্তা মুনিগণ অন্নদাতা কে পিতা বলিয়াছেন। কিন্তু বল দেখি—তুমি শম্বরের অন্নে পরিপুষ্ট হইয়াও কিরূপে তাহাকে বধ করিলে ? ॥৫৬॥

অথবা হে মনোভব ! তোমার সাক্ষাৎজনক মনের প্রতি তুমি যে অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিয়া থাক, তাহাতে তোমার অন্নদাতা শম্বরের বিনাশ সাধন তোমার পক্ষে আশ্চর্য্যের বিষয় নহে ॥ ৫৭ ॥

এইরূপে বিলাপ করতঃ চারুচন্দ্রমুখী লক্ষ্মী নিজ সখীগণকে বেদনা প্রদান করিতে লাগিলে—সেই সময়ে তাপিত-জনের প্রতি সদয় নিশাকরকে উদিত হইতে দেখিয়া এবং চন্দ্র সুধাময় হইলেও তাহাকে প্রাণের ও শরীরের সংহারক যম স্বরূপ মনে করিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া তাহাকে উদ্দেশ করতঃ বলিতে লাগিলেন ॥ ৫৮ ॥

অয়রে রজনীশ! দুর্ম্মতে, কিমিদানীমুদিতোঽসি দারুণঃ।
অবলাবধ-পাতকাদ্ভয়ং, কিমু তে চেতসি নৈব বিদ্যতে? ॥ ৫৯ ॥

অথবা ভবিতা কুতো ভয়ং, তব নারী-বধ-পাতকাদপি?
গুরুদারহৃতৌ হি যঃ কৃতী, পুরতস্তস্য বধূ-বধঃ কিয়ান্ ॥ ৬০ ॥

বদ পাপতমোঽপি রে বিধো, দ্বিজরাজত্বমুপাগমঃ কুতঃ?
অনুমামি তবায়মাহ্বয়ো (৭৩) গরলস্যামৃতনামবন্মুধা (৭৪) ॥৬১॥

অথবা গগনে সদা ভ্রমস্যসি পক্ষৌ চ বিভর্ষি রে শিতৌ (৭৫)।
তত এব খগপ্রধানতা, দ্বিজরাজ-প্রথিতিং (৭৬) তবাতনোৎ ॥৬২॥

---

(৭৩) আহ্বয়ো নাম, (৭৪) ব্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥
(৭৫ শিতৌ ধবলমেচকৌ (শুক্ল কৃষ্ণৌ) পক্ষৌ বিভর্ষি। অন্যোঽপি পক্ষী শুক্লৌ কৃষ্ণৌ বা পক্ষৌ বিভর্ত্তি। (৭৬) দ্বিজরাজ ইতি খ্যাতিম্ ॥ ৬২ ॥

অরে দুর্ম্মতি নিশাকর! তুই কেন এখন ভয়ঙ্কররূপে উদিত হইলি? তোর মনে কি অবলাবধজনিত পাপের ভয় নাই? ॥ ৫৯ ॥

অথবা নারীবধের পাপ হইতে তোর ভয় থাকিবে কেন? যেহেতু যে গুরুপত্নী হরণে পটু, তাহার সম্মুখে নারী বধ অতি তুচ্ছ ॥ ৬০ ॥

হে বিধু! বল দেখি তুই পাপীষ্ঠ হইয়াও কিরূপে দ্বিজরাজ হইলি? আমার অনুমান হয়,—গরলের অমৃত নামের ন্যায় তোর এই নামটী বৃথা ॥ ৬১ ॥

অথবা তুই সর্ব্বদা গগনে ভ্রমণ করিস্ এবং তুই শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ দুই পক্ষ ধারণ করিস্। সেই জন্যই খগপ্রধান বলিয়া তোর দ্বিজরাজ নামটী খ্যাত হইয়াছে ॥ ৬২ ॥

কিম্বা স্মর-দ্বীপিবরস্য দন্তঃ, শ্রেষ্ঠো-বিয়োগি-ব্রজচর্ব্বণায়।
শুভ্রঃ (৭৭) কঠোরস্তত এব লোকৈঃ, প্রগীয়সে ত্বং দ্বিজরাজ -নাম্না ॥৬৩॥

জন্ম তে খলু পয়ঃ পয়োনিধৌ শম্ভুমূর্দ্ধ্নি বসতিশ্চ সর্ব্বদা।
তদ্বিয়োগি-বনিতাজনার্দ্দনং কুত্র শিক্ষিতমহো বিধো ত্বয়া ॥৬৪॥

আং স্মৃতং শিব-জটানিবাসিনা দ্বন্দ্বশূক-নিকরেণ সঙ্গমাৎ।
এষ তে সমভবদ্ গুণো ধ্রুবং, দুষ্টসঙ্গতিরমূদৃশী (৭৮) যতঃ ॥ ৬৫ ॥

বদ মুহুস্তমসা (৭৯) গিলিতোঽপ্যরে
নহি মৃতিং লভসেঽসি কথং বিধো।
অনুমিমেঽস্মি পিচিণ্ড-বিয়োগতো (৮০)
জঠরবহ্নিরমুষ্য ন বিদ্যতে ॥ ৬৬ ॥

---

(৭৭) অস্তোঽপি ব্যাঘ্রদন্তঃ শুভ্রঃ কঠিনশ্চ ভবতি ॥ ৬৩ ॥

(৭৮) অমূদৃশী অর্থাৎ স্বগুণং গ্রাহয়তি ॥ ৬৫ ॥

(৭৯) তমসা রাহুনা, (৮০) উদরাভাবাৎ ॥ ৬৬ ॥

কিম্বা বিরহিগণকে চর্ব্বণ করিবার নিমিত্ত তুই কামরূপ মহাব্যাঘ্রের শুভ্র কঠোর ও শ্রেষ্ঠদন্ত। তজ্জন্য লোকে তোকে দ্বিজরাজ নামে অভিহিত করিয়া থাকে ॥ ৬৩ ॥

তোর জন্ম ক্ষীরসমুদ্রে, সর্ব্বদা বসতি শিবের মস্তকে। অতএব হে বিধু! তুই কোথায় বিরহিণীবনিতাজনকে পীড়া প্রদান করিতে শিক্ষা করিলি? ॥ ৬৪ ॥

হাঁ স্মরণ হইয়াছে—শিবের জটানিবাসী সর্পসমূহের সঙ্গ বশতঃ তোর এই গুণটী উৎপন্ন হইয়াছে। কারণ দুষ্টসঙ্গ ঐ প্রকারই হইয়া থাকে অর্থাৎ দুষ্টের গুণ সঙ্গীজনকে গ্রহণ করাইয়া থাকে ॥ ৬৫ ॥

রে বিধো! বল্—রাহু কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ গিলিত হইয়াও তোর কেন মৃত্যু হয় না? আমি অনুমান করি—উদরের অভাবে রাহুর জঠরাগ্নি নাই। সেই কারণেই তোর মৃত্যু ঘটে না ॥ ৬৬ ॥

অথবাতিকঠোরবর্ত্তুলাকৃতিরুচ্চৎ সুধয়াঽসি পিচ্ছিলঃ। (৮১)
তদদস্তব চর্ব্বণে ক্ষমং ন ভবত্ত্যোদ্গিরতি স্ফুটং তমঃ ॥৬৭॥

অমৃতমূর্ত্তিরিতি প্রবদন্তি য—
ন্ননু ভবন্তমমী সকলা জনাঃ।
বিষময়াঙ্গতয়া তদহং ব্রুবে
দহসি মাং কিরণৈঃ কথমন্যথা ॥৬৮॥

অতএব তমোগ্রহো (৮২) গিলন্নসকৃত্ত্বাং বমতি ধ্রুবং ক্ষণাৎ।
প্রথিতো ভুবনেষু সর্ব্বতো বমিকারিত্বগুণো যতো বিষে ॥৬৯॥

ত্বং মিশ্ররাজতনয়োঽপি যুবাং সুবৃত্তৌ (৮৩)
গৌরচ্ছবী (৮৪) দ্বিজবরৌ ক্ষণদায়করূপৌ (৮৫)।

---

(৮১) অন্যদপি কঠিনং বর্ত্তুলং পিচ্ছিলঞ্চ বস্তু চর্ব্বয়িতুং ন শক্যতে ॥ ৬৭ ॥
(৮২) রাহুগ্রহঃ ॥ ৬৯ ॥

অথবা তুই অত্যন্ত কঠিন, গোলাকার এবং সুধাসিক্ত বলিয়া পিচ্ছিল। সেইজন্য রাহু তোকে চর্ব্বণ করিতে অক্ষম হইয়া সত্যসত্যই উদ্গিরণ করিয়া ফেলে ॥৬৭॥

সকল লোকে তোকে যে অমৃতমূর্ত্তি বলে, তাহাতে আমি বলি—তোর বিষময় (অমৃতে বিষ অর্থ লইয়া) অঙ্গ বলিয়া ঐ নামটী হইয়াছে। অন্যথা (যদি তাহা না হইবে তবে) তুই কেন আমাকে কিরণের দ্বারা দগ্ধ করিতেছিস্ ? ॥৬৮॥

এই নিমিত্তই রাহুগ্রহ তোকে পুনঃ পুনঃ গিলিয়া আবার ক্ষণকাল পরে বমন করিয়া ফেলে। যেহেতু বিষের বমন করান গুণ জগতে সর্ব্বত্র বিখ্যাত ॥৬৯॥

ভেদঃ পরন্তু যুবয়োরয়মেব দৃষ্ট-
স্ত্বং তাপদোঽসি মৃগলাঞ্ছন! সন্নদৃষ্টঃ ॥৭০॥

এবং বিলপন্তী বিরহোন্মাদেন স্ফোরিতং শ্রীশচীতনয়ং পুরতোঽবলোক্য সরোদনমুবাচ—॥৭১॥

অয়ে নবদ্বীপ-বিধো! ভবন্তং
বদন্তি লোকাঃ সকলাঃ কৃপালুম্।
ততঃ কথং ময্যতিকাতরায়াং
কৃপাকটাক্ষং ন করোষি কিঞ্চিৎ ॥৭২॥

---

(৮৩) সবৃত্তশ্চ সচ্চরিত্রশ্চ, (৮৪) শুক্লঃ পীতশ্চ, (৮৫) উৎসবপ্রদরূপং পক্ষে যস্য ক্ষণদাং রাত্রিমাশ্রিত্য উদয়শীলং যস্য তাদৃশং রূপং যস্য ; পক্ষে উৎসবপ্রদং রূপং যস্য ॥ ৭০ ॥

তুই এবং মিশ্ররাজনন্দন বিশ্বম্ভর উভয়েই সুবৃত্ত (সম্যক্ গোলাকার, পক্ষে সচ্চরিত্র) গৌরচ্ছবি (শুভ্রকান্তি, পক্ষে পীতকান্তি) দ্বিজবর (চন্দ্র, পক্ষে ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ) ক্ষণদায়িরূপ (নিশাভাগে উদয়শীলমূর্ত্তি, পক্ষে সকলের আনন্দদায়ক রূপ-বিশিষ্ট)। কিন্তু হে শশাঙ্ক! তোমাদের উভয়ের মধ্যে কেবল এই মাত্র ভেদ যে, তোকে দেখিলে তুই তাপ প্রদান করিস্ পরন্তু তাঁহাকে না দেখিলে তিনি তাপ দিয়া থাকেন। ॥ ৭০ ॥

এইরূপে বিলাপ করিতে করিতে বিরহোন্মাদবশতঃ সম্মুখে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত শচীতনয়কে অবলোকন করিয়া রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন ॥৭১॥

হে নবদ্বীপচন্দ্র! সকল লোকে তোমাকে কৃপালু বলিয়া থাকে। অতএব অত্যন্ত কাতরা আমার প্রতি তুমি কেন কিঞ্চিৎ কৃপা কটাক্ষ করিতেছ না? ॥৭২॥

ত্বয়া জিতঃ পঞ্চশরোঽতিদুষ্ট-
স্ত্বদীয়দাসীং পরিবাধতে মাম্।
ততঃ কৃপালেশলবং বিধায়
স্বকিঙ্করীং মামিহ রক্ষ রক্ষ ॥৭৩॥

যদি প্রিয়ে কামশরার্দ্দিতা সতী
ন তত্র খেদো মম কোঽপি বিদ্যতে।
দাসী ভবিষ্যামি তবেতি লালসা
যন্নক্ষ্যতীতো প্রথিতাস্মি নির্ভরম্ ॥৭৪॥

সমস্ত-সাদ্‌গুণ্যনিধির্ভবান্ ক্ব বা
ক্ব বাঽস্ম্যহং সদ্‌গুণগন্ধ-বর্জ্জিতা।
তথাপি চেতো মম রজ্যতি ত্বয়ি
ত্রপাবিমুক্তং করবাণি কিং বদ ॥৭৫॥

তুমি অতিদুষ্ট পঞ্চশর কন্দর্পকে জয় করিয়াছ। কিন্তু আমি তোমার দাসী। আমাকে সে অত্যন্ত পীড়া দিতেছে। অতএব বিন্দুমাত্র কৃপালেশ বিধান করিয়া তোমার নিজ কিঙ্করী আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর ॥ ৭৩ ॥

যদি আমি কামশরে পীড়িতা হইয়া মরি, তাহাতে আমার কোনও খেদ নাই। আমি তোমার দাসী হইব এই লালসা যে নষ্ট হইবে, সেই জন্য আমি অত্যন্ত ব্যথিতা হইতেছি ॥ ৭৪ ॥

সমস্ত সদ্‌গুণ নিধি তুমি কোথায় আর সদ্‌গুণগন্ধবর্জ্জিতা আমিই বা কোথায়? তথাপি আমার চিত্ত নির্লজ্জ হইয়া তোমাতে অনুরক্ত হইতেছে কি করি, বল? ॥ ৭৫ ॥

মচ্চেতসোঽপ্যত্র ন কোঽপি দোষো।
যতস্তদা কর্ষতি তে গুণালী।
সমুদ্গতে পূর্ণকলে সুধাংশৌ
ন রজ্যতী তিষ্ঠতি কা চকোরী ॥৭৬॥
অঙ্গীকৃতা স্যাং যদি ন ত্বয়াহং
তদা ন জীবেয়মহো কথঞ্চিৎ।
উপেক্ষিতা নীরধরেণ দৈবাৎ
কিং চাতকী জীবতি হন্ত কাপি ॥৭৭॥

তদেবমুন্মাদাদবলা-মতল্লিকাং (৮৬) প্রলপন্তীমালপন্তীমামিতি স্ম তৎপ্রিয়-সখ্যঃ—অয়ি ধীরস্বভাবাঽস্বভাবায়া (৮৭) স্মাকং কিমেবমুন্মাদময়সি ? মা দময়সি নিজস্বান্তং (৮৮) স্বান্তঞ্চ (৮৯) কাময়সে, দশাস্বানাববোদ্ধুং পার্য্যতে ? দার্য্যতে দাত্রেণেব ময়া নো হৃদয়ম্ ? ॥৭৮॥

(৮৬) নবশ্রেষ্ঠাং, (৮৭) প্রাণনাশস্য (৮৮) নিজমনঃ, (৮৯) স্বস্য নাশমিচ্ছসি ॥ ৭৮ ॥

এ বিষয়ে আমার মনেরও কোনও দোষ নাই, যেহেতু তোমার গুণরাজিই তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে। পরিপূর্ণ কলাবিশিষ্ট সুধাংশু উদিত হইলে কোন্ চকোরী তাহার প্রতি আসক্ত না হইয়া থাকিতে পারে ? ॥ ৭৬ ॥

অয়ে! যদি তুমি আমাকে অঙ্গীকার না কর, তাহা হইলে আমি কোনও প্রকারে প্রাণে বাঁচিব না। হায়! দৈবাৎ জলধর কর্ত্তৃক উপেক্ষিতা হইলে কোনও চাতকী বাঁচিতে পারে কি ? ॥ ৭৭ ॥

এই প্রকারে উন্মাদবশতঃ বধূশিরোমণি শ্রীলক্ষ্মী বিলাপ করিতে লাগিলে তাঁহার প্রিয়সখীগণ তাঁহাকে এই কথা বলিতে লাগিলেন—হে সখী! তুমি স্বভাবতঃ ধীরপ্রকৃতি; কিন্তু আমাদের প্রাণনাশের জন্য কেন এরূপ উন্মাদ প্রাপ্ত হইতেছ ? নিজ মনকে দমন করিতেছ না কেন ? এবং কেনই বা নিজের মৃত্যু কামনা করিতেছ ? নিজ অবস্থা বুঝিতে পারিতেছ না ; দাত্রের ন্যায় তদ্দ্বারা আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছ ॥ ৭৮ ॥

ততঃ ক্ষণং স্থিরীকৃতমনা বরমনাবরণার্থং (ক) নো বচঃ শৃণু। ধারয় ধৃতিমত্যন্তমতিমত্তা মহতি দুঃখসাগরে মা মজ্জয়াস্মান্ ॥৭৯॥

এতাং সখীনাং সা গিরমাশ্রুত্য রমা শ্রুত্যন্তঃকরণকারিকাকারিকাং (৯০) সরস্বতীশ্মাদরহিতা দরহিতাশংসিনী (৯১) স্তাঃ প্রত্যুবাচ—॥৮০॥

সখ্যো মনঃ স্থিরমকারি মযোপদেশা—
দ্যুষ্মাকমাচরত ভদ্রমিদং পরং মে।
শ্রীজাহ্নবী-মনরসে স যদাবগাঢ়া
তর্হ্যেব মে তনুমমুত্র (৯২) বিনিঃক্ষিপেত ॥৮১॥

এতচ্ছোকরচনং লক্ষ্মীবচনং শ্রুত্বা সখীনিকরে ক্রন্দন-তৎপরে কাচিৎ সখ্যপরাবহির্বাটীতোঽন্তরা-সদনং (৯৩) সমাগত্য প্রমোদং বিতত্য জগাদ ॥৮২॥

(ক) অনাবৃতোঽর্থো যস্য ॥ ৭৯ ॥

(৯০) শ্রবণমনসোর্যাতনাকারিকাং। (৯১) অত্যন্তহিতশংসিনী, ॥ ৮০ ॥

(৯২) গঙ্গাজলে, তেন স্পৃশ্যমানস্য জলস্যাপি স্পর্শেনাহং পূর্ণমনোরথা ভবিষ্যামীতি ভাবঃ ॥ ৮১ ॥

সুতরাং ক্ষণকাল স্থিরচিত্তে আমাদের স্পষ্টার্থ বাক্য শ্রবণ কর। ধৈর্য্য-শীলতা ধারণ কর। অতিশয় মত্তা হইয়া আমাদিগকে মহাদুঃখ সাগরে নিমগ্ন করিও না ॥ ৭৯ ॥

সখীগণের এই কথা শ্রবণ করতঃ লক্ষ্মী উন্মাদ রহিতা হইয়া প্রত্যুত্তরে পরমহিতাকাঙ্ক্ষা সেই সহচরীদিগকে শ্রবণমনের যন্ত্রণাদায়ক এইরূপ-বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥ ৮০ ॥

হে সখীবৃন্দ! তোমাদের উপদেশে আমি মনঃ স্থির করিলাম। কিন্তু তোমরা আমার এই উপকারটী করিও। তিনি যখন শ্রীজাহ্নবীজলে অবগাহন করিবেন তখনই তোমরা আমার শরীরটী তাহাতে নিক্ষেপ করিও ॥ ৮১ ॥

লক্ষ্মীর এই শোককর বচন শ্রবণ করিয়া সখীগণ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন তখন অপর কোনও এক সখী বহির্বাটী হইতে অন্তঃপুরে আসিয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ৮২ ॥

অয়ি প্রিয়সখি ! চিন্তাং মা রচয়, মারচয়-সুন্দরং (৯৪) তং গৌরং কর্ত্তুং জামাতরমাতরলিতমনা বনমালিনমালিনন্দি-চরিতং (৯৫) বরকন্যা-সংঘটনাতি-চতুরং চতুরঙ্গনীতি-নিপুণ (৯৬) মাচার্য্যমাকার্য্য তব সম্বন্ধ-নির্দ্ধারণার্থমধুনৈব মধুনৈব (৯৭) বচনেন জনকো ন্যযুযুজৎ। স চোররীকৃত্য কৃত্যমিদং ময়েত্যগমদগমদজয়িধৈর্য্যে (৯৮)! ততো নোদ্বেগবেগস্যাস্পদীভব ॥ ৮৩ ॥

এতৎ সখী-গিরমৃতং পরিপীয় লক্ষ্মী-
রানন্দসিন্ধুতরলেষু (৯৯) ভৃশং মমজ্জ।
তাং তাদৃশীং সমবলোক্য তদীয়সখ্যো-
ঽপ্যুচ্চৎপ্রমোদ-হৃদয়াঃ সুতরাং বভূবুঃ ॥৮৪॥

ইতীত্যাদি শ্রীগৌরলীলামৃতে শ্রীলক্ষ্মীপূর্ব্বরাগো নাম চতুর্দ্দশ আস্বাদঃ ॥

---

(৯৩) ভবনস্য মধ্যম্ ॥ ৮২ ॥

(৯৪) কন্দর্প-সমূহাদপি সুন্দরং, (৯৫) আলীনাং বিশদাশয়ানাং নন্দি সুখজনকং চরিতং যস্য, (৯৬) চত্বারি অঙ্গানি সামদানভেদদণ্ডাঃ। (৯৭) মধুনৈব মকরন্দ-তুল্যেন, (৯৮) পর্ব্বত-মদজয়ি-ধৈর্য্যে ॥৮৩॥

(৯৯) তরলেষু তরঙ্গেষু ॥ ৮৪ ॥

অয়ি প্রিয়সখি ! চিন্তা করিও না। কন্দর্পগণমনোহর গৌরকে জামাতা করিবার জন্য তোমার পিতা ব্যাকুল মনে নির্ম্মলচেতা ব্যক্তিগণের আনন্দপ্রদ-চরিত্রসম্পন্ন, বরকন্যার মিলন বিষয়ে অতিচতুর, সামদানাদি চারিপ্রকার নীতি-নিপুণ বনমালী-আচার্য্যকে এখনই ডাকাইয়া তোমার সম্বন্ধ স্থির করিবার জন্য মধুর ন্যায় সুমধুর বাক্যে তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। "আমি একার্য্য করিব" এই বলিয়া তিনিও তাহা স্বীকার পূর্ব্বক গমন করিয়াছেন। অতএব সখি গিরিগর্ব্ববিজয়ি-ধৈর্য্য-সম্পন্না হও। প্রবল উদ্বেগ ভাজন হইও না ॥ ৮৩ ॥

সেই সখীর এই বাক্যামৃত পান করিয়া লক্ষ্মী আনন্দসিন্ধুতরঙ্গে অতিশয় নিমগ্ন হইলেন। তাঁহাকে ঐ প্রকার আনন্দময় দেখিয়া তাঁহার সখীগণও পরম আহ্লাদিতা হইলেন ॥ ৮৪ ॥

ইতীত্যাদি শ্রীশ্রীগৌরলীলামৃতে
শ্রীলক্ষ্মীর পূর্ব্বরাগ নামক চতুর্দ্দশ আস্বাদ ॥

পঞ্চদশ আস্বাদঃ।

অথ পরস্মিন্ দিবসে দিবসেশে সমুদিতে মুদিতেন মনসা নমন-সাহস্র-তোষিত-বনমালিনা বনমালিনাচার্য্যেণ তেন গৌরমাতুঃ সদেশঃ (১) সদেশ-পরিচর্য্যা—তৎপরায়াঃ (২) প্রপেদে ; প্রপদ্য চ তয়া সম্মানিতেন সতা তেন সতা (৩) সা জগদে চ ॥ ১ ॥

অয়ি বিশ্বম্ভরমাতা রমাতাত-জয়ি-গভীরতে ! (৪) হবরতে- হবকর্ম্মতো (৫) ধর্ম্মতো বরে ! নিধায় শ্রবণ- মানসে মান-সেবিতং মে বচঃ ক্ষণমাকর্ণয়, মা কর্ণ-যথার্থসুখদায়িন্যত্র (৬) বিপরীতবুদ্ধিং বৃথাঃ ॥ ২ ॥

---

(১) নিকটদেশঃ, (২) পরমেশ্বর-সেবা-তৎপরায়াঃ, (৩) তেন সতা পণ্ডিতেন ॥ ১ ॥

(৪) রমাতাতঃ সমুদ্রস্তজ্জয়িনী গভীরতা যস্যাঃ হে তাদৃশি ! (৫) নিন্দিতকর্ম্মতোঽবরতে নিবৃত্তে , (৬) কর্ণয়োযথার্থসুখদায়িনি অত্র বচসি ॥ ২ ॥

অনন্তর পরদিনে দিবাকর উদিত হইলে বনমালী-আচার্য্য আনন্দিত মনে সহস্র সহস্র প্রণামের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করিয়া নিরন্তর ভগবৎ-সেবা পরায়ণা গৌরজননী শ্রীশচীদেবীর নিকট গমন করিলেন। আচার্য্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তৎকর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

হে বিশ্বম্ভর-মাতঃ ! আপনার গাম্ভীর্য্য সমুদ্রজয়ী, আপনি নিন্দ্যকর্ম্ম-রহিতা ও ধর্ম্মে সকলের শ্রেষ্ঠা। শ্রবণ ও মনো নিবেশ পূর্ব্বক আপনি ক্ষণকাল আমার এই মানযুক্ত (পরিমিত) বাক্যটি শ্রবণ করুন। ইহা কর্ণের যথার্থ সুখদায়ক। অতএব আপনি ইহাতে বিপরীত বুদ্ধি করিবেন না ॥ ২ ॥

অস্তি খলু পরম-প্রমোদকরেঽত্রৈব নগরে শ্রীবল্লভাচার্য্য-নামধরো নিরবদ্য-গুণগ্রামাকরো বিশুদ্ধবংশজাতো ধরণীতল-বিখ্যাতো দ্বিজবরঃ। তস্য চৈকা কন্যা বিবিধগুণধন্যা লক্ষ্মী-সমানধামা শ্রুতলক্ষ্মীনামা বর্ত্ততে ॥ ৩ ॥

যস্যাঃ খলু—

জিগ্যে হেমতনুভিরসা কচগণৈঃ সচ্চামরাণাং কুলং
বক্ত্রেণাম্বুজমীক্ষণেন কুমুদং শ্রীনাসয়া পাটলম্।
ওষ্ঠাভ্যাং পরিপক্ক-বিম্বফলং দোর্ভ্যাং বিসং (৭) পাণিনা
রক্তাব্জং বত মধ্যমেন ডমরোর্মধ্যং পদা নারজম্ ॥ ৪ ॥

যা চ স্বর্গশ্রেণীব সত্যাবর্ত্তিতা, চন্দ্রকলেব শুচিতালঙ্কৃতা, কাননরাজিরিব বিলসৎকরুণা (৮), পঞ্চভূতীবাতিদৃঢ়ক্ষমা (৯) যজ্ঞ বিততিরিব পরমদক্ষিণা (১০), ভগবৎকৃষ্ণমূর্ত্তিরিবচলধৃতিঃ (১১) বৈকুণ্ঠপুরীব বিলসদ্বিনয়া (১২), নিকুঞ্জ-বীথীব নন্দদ-তরলতাবলিতা (১৩), ভগবদ্ভক্তিরিবামানতা- মধুরা (১৪), কুরু-

---

(৭) মৃণালং। ৭।

এই পরমসুখকর নগরেই অনিন্দ্যগুণগণাস্পদ, বিশুদ্ধবংশজাত, ভুবন-বিখ্যাত শ্রীবল্লভাচার্য্য নামক একজন দ্বিজবর আছেন। তাঁহার লক্ষ্মী নাম্নী একটী কন্যা আছে। তিনি বিবিধ সদ্গুণ সম্পন্না ও লক্ষ্মীর তুল্য কান্তিশালিনী ॥ ৩ ॥

যাহার অঙ্গকান্তি দ্বারাই স্বর্ণ, কেশকলাপের দ্বারাই সুন্দর চামর সমূহ, বদনের দ্বারাই কমল, নয়নের দ্বারাই কুমুদ, সুচারু নাসিকা দ্বারাই পাটল পুষ্প ওষ্ঠযুগলের দ্বারাই পরিপক্ক বিম্বফল, বাহু যুগলের দ্বারাই মৃণাল, হস্তের দ্বারাই রক্তপদ্ম, কটিদেশের দ্বারাই ডমরুর মধ্যভাগ এবং চরণের দ্বারাই কমল পরাজিত হইয়াছে ॥ ৪ ॥

ক্ষেত্রভূরিব মনোহর-সরস্বতী-প্রবাহা, (১৫) কিং বহুনা ভগবন্মায়েব সকলগুণ-বসতি—(১৬)রিতি সর্ব্বাসাং যোষিতামুপরি বরীবর্ত্তি ॥ ৫ ॥

---

(৮) করুণো-বৃক্ষভেদঃ করুণা চ, (৯) পঞ্চানাং ভূতানাং সমাহারঃ পঞ্চভূতী, ক্ষমা পৃথ্বী ক্ষান্তিশ্চ, (১০) পরমা দক্ষিণা যস্যাং পক্ষে পরমসরলা, (১১) অচলস্য পর্ব্বতস্য ধৃতির্যয়াঃ, পক্ষে অচলা ধৃতির্ধৈর্য্যং যস্যাঃ। (১২) বিনয়া লক্ষ্মীঃ পক্ষে বিনীতত্বা, (১৩) নন্দদতরা সুখদতরা বা লতাস্তাভির্যুতা পক্ষে নন্দন্তী সমৃদ্ধান্তী বা অতরলতা অচাঞ্চল্যং তয়া যুতা, (১৪) অমানতা পরিমাণরাহিত্যং অভিমানাভাবশ্চ, (১৫) সরস্বতী নদীভেদো বাক্ চ। (১৬) গুণাঃ সত্ত্বাদয়ঃ, পক্ষে দয়াদাক্ষিণ্যাদয়শ্চ ॥ ৫ ॥

যিনি যুগসমূহের ন্যায় সত্যাবর্জ্জিতা (সত্যসম্পন্না ও নম্রা পক্ষে সত্যযুগযুক্তা) চন্দ্রকলার ন্যায় শুচিতালঙ্কৃতা (পবিত্রতা-যুক্তা বা শুদ্ধতালঙ্কৃতা, পক্ষে শুক্লতা-ভূষিতা) বনরাজির ন্যায় বিলসৎকরুণা (করুণাশালিনী, পক্ষে করুণনামক বৃক্ষ-যুক্তা) পঞ্চভূতের ন্যায় অতিদৃঢ়ক্ষমা (অতিদৃঢ়ক্ষমাগুণশালিনী, পক্ষে অতিকঠিন ক্ষিতিযুক্তা) যজ্ঞসমূহের ন্যায় পরমদক্ষিণা (অতিসরলা পক্ষে উত্তমদক্ষিণাযুক্তা) কূর্ম্ম-মূর্ত্তির ন্যায় অচলধৃতি (অটলধৈর্য্যশালিনী পক্ষে মন্দরপর্ব্বতধারিণী) বৈকুণ্ঠ-পুরীর ন্যায় বিলসদ্বিনয়া (বিনয়ভূষিতা পক্ষে লক্ষ্মীশোভিতা) নিকুঞ্জশ্রেণীর নন্দদতরলতাবলিতা (পরমৈশ্বর্য্যশালিনী) পক্ষে অতিসুখদলতাযুক্তা ভগবানের তনুর ন্যায় অমানতা মধুরা (অভিমানশূন্যতা হেতু মধুরা পক্ষে পরিমাণশূন্যতা বশতঃ মধুরা), কুরুক্ষেত্রভূমির ন্যায় মনোহর-সরস্বতী-প্রবাহা (রম্যবচন-প্রবাহশালিনী পক্ষে রমণীয়-সরস্বতী-নদী-প্রবাহশালিনী) অধিক কি বলিব, ভগবানের মায়ার ন্যায় সকলগুণবসতি (দয়াদাক্ষিণ্যাদি সকলগুণাস্পদ পক্ষে সত্ত্বাদিসকলগুণাশ্রয়) বলিয়া সমস্ত রমণীগণের উপরে নিরন্তর বর্ত্তমান আছেন ॥ ৫ ॥

ভবত্যাকাঙ্ক্ষা তথৈব ভবিষ্যতীতি নিবেদ্য নিজগৃহায় ব্রজন্ পথি শচীনন্দনেনানন্দনেনাস্য জগতো গতোৎসাহোঽসাবলুলোকে পপৃচ্ছে চ ॥ ১২ ॥

আচার্য্য-পুঙ্গব ! সঙ্গবসময়ে-(২৮) ঽস্মিন্নধ্যাপনাং বিহায় সহায়-সহভাবমন্তরেণ কুত্র গতোঽসি ? কথং বাণনং বাননলিনমিব (২৯) তে মলিনমভূদিতি ॥১৩ ॥

সতূবাচ--" অয়ে নবদ্বীপবিধো ! মনোরথং
বিধায় কঞ্চিত্তব মাতুরন্তিকম্ ।
গতোঽস্মি তস্মিংশ্চ নিবেদিতে ময়া
চকার সা হন্ত ! দরাপি নাদরম্ ॥ ১৪ ॥

---

(২৭) কর্ণিবাণেন তন্নামক-বেধনাস্ত্রবিশেষেণ ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

(২৮) " প্রাতঃকালাৎ মুহূর্ত্তাংস্ত্রীন্ সঙ্গবস্তাবদেব তু ". (২৯) বাণেতি শুষ্ক ইত্যর্থঃ, বা শোষণে ধাতুঃ ॥ ১৩ ॥

যাহাতে তাহার অজ্ঞতা দূর হইবে সেই প্রকার) বিদ্যা অধ্যয়ন করুক, ভবিষ্যৎকাল উপস্থিত হইলে তখন আপনাদের সানন্দোদ্যোগে তাহার বিবাহ-মঙ্গল সম্পন্ন হইবে ॥ ১১ ॥

শচীদেবীর এইকথা শ্রবণ করিয়া বনমালী বিপ্র যেন কর্ণিনামক বাণের দ্বারা বিদ্ধ হইলেন এবং অসহ্য-প্রাণরোগের দ্বারা আক্রান্ত হইবার ন্যায় দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন " আপনার যেরূপ আকাঙ্ক্ষা সেইরূপই হইবে" —তাঁহাকে এইকথা জানাইয়া নিজগৃহাভিমুখে গমন করিলেন । পথিমধ্যে জগতের আনন্দপ্রদ শচীনন্দন তাঁহাকে নিরুৎসাহ-ভাবে যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১২ ॥

আচার্য্যবর ! এই পূর্ব্বাহ্নসময়ে অধ্যাপনা ত্যাগ করিয়া সঙ্গীর সঙ্গ-ব্যতীত অর্থাৎ একাকী কোথায় গিয়াছিলেন ? শুষ্কপদ্মের ন্যায় আপনার বদনটী বা কেন মলিন হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

ততশ্চ বরকুল-কন্যাকুলয়োঃ সংমতত্বয়া ততয়া মুদা শুভবিবাহস্য নির্ণীতে দিবসে সমুপস্থিতে গৌরমাতা রমাতাতশ্চ (৩৯) যথাযোগ্যমায়োজনং কর্ত্তুমারেভে ॥২৫॥

যাবন্তো বন্ধুলোকাঃ ক্ষিতি-বলয়তলে সংবভূবুস্তয়োস্তৌ
তান্ সর্ব্বানেব গেহং প্রণয়বশতয়াহ্নিন্যতুঃ সংনিমন্ত্র্য।
সাধীয়াংসো (৪০) জনা যৎ সুহৃদবলোকনোৎকণ্ঠিতাঃ (৪১) সর্ব্বদৈব
স্নেহায়ত্তা ভবন্তীহ কিমুত সময়েঽপত্য-পাণিগ্রহীয়ে (৪২)॥২৬॥

ততশ্চ—

স্থানং স্থানং প্রতি সমভবন্মঙ্গলোল্লাসি গীতং
গীতং গীতং প্রতি বহুবিধং বিস্ময়াধায়ি বাদ্যম্।
বাদ্যং বাদ্যং প্রতি নবনবব্যঞ্জকোল্লাসি (৪৩) নৃত্যং
নৃত্যং নৃত্যং প্রতি কলকলঃ সাধুবাদ-স্বরূপঃ ॥২৭॥

(৩৯) গৌরমাতা শচী, রমাতাতো লক্ষ্মীপিতা বল্লভাচার্য্যঃ ॥২৫॥
(৪০) সাধুতমাঃ, (৪১) সুহৃদ্দর্শনোৎকণ্ঠিতাঃ, (৪২) অপত্যবিবাহসম্বন্ধিনি ॥২৬॥
(৪৩) ব্যঞ্জকাভিনয়ৌ সমৌ ॥২৭॥

অনন্তর বরকুল ও কন্যাকুল উভয়ের সম্মতিক্রমে বিপুল আনন্দে শুভ বিবাহের দিন ধার্য্য হইল এবং নির্দ্দিষ্ট দিবস উপস্থিত গৌরের মাতা এবং লক্ষ্মীর পিতা উভয়েই যথাযোগ্য আয়োজন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥২৫॥

ভূমণ্ডলে তাঁহাদের যত বন্ধুলোক ছিলেন তাঁহারা প্রীতি বশতঃ তাঁহাদের সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে আনয়ন করিলেন। যেহেতু সজ্জনগণ স্নেহের বশীভূত হইয়া সর্ব্বদাই সুহৃদগণকে দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত থাকেন। সুতরাং সন্তানের এই পাণিগ্রহণ সময়ে তাঁহারা যে উৎকণ্ঠিত হইবেন সে বিষয়ে কথা কি আছে? ॥২৬॥

তারপর স্থানে স্থানে মঙ্গলসূচক গান হইতে লাগিল, প্রতি গীতের সঙ্গে নানাপ্রকার বিস্ময়জনক বাদ্য হইতে লাগিল, প্রতি বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন

গেহে গেহে প্রচুরমুদভূদুৎসবো মানবানাং
দ্বারে দ্বারে কিসলয়মুখাঃ স্থাপিতাঃ পূর্ণকুম্ভাঃ।
মার্গে মার্গে মলয়জরসাঃ পুষ্পসংঘাশ্চ কীর্ণাঃ (৪৪)
প্রান্তে প্রান্তে সফলকুসুমা রোপিতা রাগরম্ভাঃ ॥২৮॥

গৌরস্য দৃষ্ট্যৈ পুরবাসিনো জনাঃ
সদা সমাজগ্মুরমুষ্য মন্দিরম্।
শুভে বিবাহে তু সমীপমাগতে
সদাসমুস্থাহি চিত্রভাবতম্ ॥২৯॥

কলাপি (৪৫) তত্রাস ন কাপ্যসৌ তদা
বধূগণো যত্র শচীগৃহং জহৌ।
বধূগণোঽপ্যস্য ন যো ন বেশভৃঙ্
ন সোঽপি বেশো মুনি-মোহনো ন যঃ ॥৩০॥

---

(৪৪) মার্গাণাং প্রান্তে প্রান্তে কীর্ণাঃ ক্ষিপ্তাঃ ॥২৮॥

(৪৫) কলা অত্যল্পকালঃ ॥৩০॥

অভিনয় ব্যঞ্জক নৃত্য হইতে লাগিল, প্রতি নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সাধুবাদ স্বরূপ কোলাহল হইতে লাগিল ॥২৭॥

গৃহে গৃহে মানবগণের প্রচুর উৎসব হইতে লাগিল, দ্বারে দ্বারে মুখে নবপল্লব-যুক্ত পূর্ণকুম্ভ স্থাপিত হইল, পথে পথে চন্দনরস ও পুষ্প সমূহ বিকীর্ণ হইল, এবং প্রান্তে প্রান্তে ফলফুল সমন্বিত রাগরম্ভা রোপিত হইল ॥২৮॥

গৌরকে দেখিবার জন্য পুরবাসীজন সকল সর্ব্বদাই তাঁহার গৃহে আগমন করিত কিন্তু শুভবিবাহ নিকটবর্ত্তী হইলে, তাহারা যে তাঁহার ভবনে আসিয়াছিল তাহা আশ্চর্য্যজনক নহে ॥২৯॥

তখন এমন কোন অত্যল্পকালও ছিল না যখন বধূগণ শচীগৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। এরূপ বেশও ছিলনা যাহা মুনিগণের মোহকারী হয় নাই ॥৩০॥

যো যো জনস্তর্হি গৃহং সমাযযৌ
শচ্যা স স প্রীতিযুজা সমর্চ্চিতঃ।
মহাজনা যৎ সততং গৃহাগতা-
নর্চ্চন্তি পুত্রোপযমে তু কিন্তমাম্ (৪৬) ॥৩১॥

অথ শুভাধিবাস-বাসরে সমেতে সমে তেনে সময়ে (৪৭) স ময়েপ্সিতো ভগবান্মহী (৪৮) মহীপ্রভৃতিভির্বস্তুভিঃ স্বস্যাধিবাসনম্ ॥ ৩২ ॥

তদ্রেয়মভ্যর্হিততা-পদং মহী
মমাঙ্ঘ্রি-সংস্পর্শমবাপ্য সর্ব্বতঃ।
ইতীব বিজ্ঞাপয়িতুং পুরৈব তাং
ললাটমধ্যেঽর্পয়তি স্ম স প্রভুঃ ॥৩৩॥

(৪৬) পুত্রবিবাহে তু কিমুত ॥৩১॥
(৪৭) সমে যোগ্যে সময়ে, (৪৮) ময়া লক্ষ্ম্যা ঈপ্সিতঃ স ভগবান্ মহী উৎসববান্ ॥৩২॥

তখন যে যে ব্যক্তি শচীদেবীর গৃহে আসিয়াছিলেন শচী তাহাদের প্রত্যেককে প্রীতিভরে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। যেহেতু মহৎব্যক্তিগণ সর্ব্বদা গৃহাগতজনের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। সুতরাং পুত্রের বিবাহে যে অর্চ্চনা করিবেন তাহাতে সন্দেহ কি আছে? ॥ ৩১ ॥

অনন্তর শুভ অধিবাসের দিন সমাগত হইলে উপযুক্ত সময়ে কমলাবাঞ্ছিত আনন্দময় ভগবান্ বিশ্বম্ভর মৃত্তিকা প্রভৃতি বস্তুর দ্বারা নিজের অধিবাস করিয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥

তন্মধ্যে এই মহী আমার চরণ স্পর্শ প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বত্র (অথবা সর্ব্বতোভাবে) পূজাস্পদ হইয়াছে—ইহাই জানাইবার জন্য প্রভু অগ্রেই তাহাকে ললাটমধ্যে অর্পণ করিয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥

সমর্পয়ামাস মৃদঃ পৃষৎ(৪৯) প্রভু-
র্ললাটমধ্যে করশাখয়া (৫০) যদা।
তদানুচক্রে মুখমস্য সর্ব্বথা
ভূচ্ছায়য়া (৫১) লাঞ্ছিতমিন্দুমণ্ডলম্ ॥৩৪॥

ররাজ মৃৎস্না পৃষতোপরিষ্টাৎ
সমর্পিতশ্চন্দনবিন্দুরস্য।
দৃষ্টালিকে পঙ্কপৃষৎ স্বমিত্রে-
হপসারণায়াস্য বিধুঃ কিমাগাৎ (৫২) ॥৩৫॥

পটীরবিন্দূপরি (৫৩) পাণিনাসৌ
সমর্পয়ামাস শিলাং ললাটে।
স্বমিত্রবক্ত্রোপরি রূঢ়মিন্দুং
মত্বা ভয়া কিং কমলং জঘান ॥৩৬॥

(৪৯) বিন্দুং, (৫০) অঙ্গুল্যা, (৫১) চন্দ্রে নঃ কলঙ্কো দৃশ্যতে সা ভূচ্ছায়েতি স্বামিপাদাঃ ॥৩৪॥
(৫২) আগাৎ আগমাৎ, অন্যোহপি স্বমিত্রে লগ্নং পঙ্কং দৃষ্ট্বা তদপসারণার্থং যাতি ॥৩৫॥
(৫৩) চন্দনবিন্দূপরি ॥৩৬॥

প্রভু যখন ললাটমধ্যে অঙ্গুলীদ্বারা মৃত্তিকার বিন্দু প্রদান করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার মুখখানি সর্ব্বপ্রকারে কলঙ্কচিহ্নিত চন্দ্রমণ্ডলের অনুকরণ করিয়াছিল ॥৩৪॥

মৃত্তিকাবিন্দুর উপরিভাগে প্রদত্ত চন্দনবিন্দু যখন শোভা পাইতে লাগিল তখন নিজের বন্ধুরূপ ললাটে পঙ্কবিন্দু দেখিয়া তাহা দূর করিবার জন্য কি চন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল? ॥৩৫॥

প্রভু ললাটে হস্তদ্বারা চন্দন বিন্দুর উপর শিলা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে নিজমিত্র বদনের উপর চন্দ্র আরোহণ করিয়াছে মনে করিয়া কমল কি ঐ শিলা-দ্বারা তাহাকে বধ করিল? ॥৩৬॥

সমর্পিতং তেন করেণ ধান্যং
ললাগ তচ্চন্দনবিন্দুপঙ্কে।
মন্যে সুধাংশুঃ পতিরোষধীনাং
তদোষধিং স্বাঙ্কতলে দধার ॥৩৭॥
শ্রীগৌরচন্দ্রস্য বুধা ললাটং
লোকা মৃগাঙ্কং প্রবদন্তি সত্যম্।
ততো ধ্রুবং তন্মৃগ-ভক্ষণার্থং
সমর্পয়ামাস স তত্র দূর্ব্বাঃ ॥৩৮॥
সমার্পিপদ্ যর্হি স পদ্মপুষ্পং
ললাটমধ্যে কর-পল্লবেন।
তদা তদালোকনতঃ প্রিয়ায়া
মুখং স্মরন্মুৎপুলকো বভূব ॥৩৯॥
যদা নিধাতুং স্বললাটদেশে
স নারিকেলস্য ফলং দধার।

তিনি ললাটে করদ্বারা ধান্য অর্পণ করিলে তাহা চন্দনবিন্দুপঙ্কে লগ্ন হইয়া রহিল, তখন মনে হইল যেন ওষধিপতিচন্দ্র ঐ ধান্যরূপ ওষধিকে নিজক্রোড়ে ধারণ করিয়াছে ॥৩৭॥

পণ্ডিতগণ শ্রীগৌরচন্দ্রের ললাটকে সত্যই মৃগাঙ্ক বলিয়া থাকেন। অতএব সেই মৃগের ভক্ষণের নিমিত্ত যেন প্রভু তথায় দূর্ব্বা অর্পণ করিয়াছিলেন ॥৩৮॥

অতঃপর প্রভু করপল্লবের দ্বারা ললাট মধ্যে পদ্মপুষ্প প্রদান করিয়াছিলেন। তখন তাহা অবলোকন করতঃ প্রিয়ার স্মরণ করিয়া তিনি পুলকিত হইয়াছিলেন ॥৩৯॥

তিনি যখন নিজললাট-দেশে অর্পণ করিবার জন্য নারিকেল ফল ধারণ করিয়াছিলেন তখন প্রিয়াস্তনযুগলের শোভা স্মরণ করিয়া তিনি অতিশয় ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়াছিলেন ॥৪০॥

তদা প্রিয়ায়াঃ কুচযুগ্মশোভাং
স্মৃত্বা ভৃশং স্বিন্নবপুর্বভূব ॥৪০॥

সমর্পয়ামাস যদা ললাটে
শচীসুতোঽসৌ দধি-দিব্যবিন্দুম্।
ক্রোড়ার্পিতৈকোডু-সুধাকরার্দ্ধং(৫৪)
তদানুচক্রে খলু তন্নিতান্তম্ ॥৪১॥

স যত্র সর্পিঃপৃষতং ললাটে
দধে শচীনন্দন-তারকেশঃ।
তত্রোজ্জ্বলা কান্তিরগাৎ প্রকাশং
স্নেহো যতো বৃদ্ধিকরো রুচেঃ (৫৫)স্যাৎ ॥৪২॥

তেনার্পিতা গোধিতলে করেণ
স্খলন্ত্যতঃ স্বস্তিকরাজ্যপত্রাৎ (৫৬)।
পুষ্পাঞ্জলির্মূর্দ্ধ্নি শিবস্য কীর্ণা
যথা ললাটস্থ-শশাঙ্কখণ্ডাৎ ॥৪৩॥

---

(৫৪) ক্রোড়ে অর্পিতমেকম্ উডু যেন তৎ ॥৪১॥

(৫৫) স্নেহো ঘৃতাদিঃ রুচেঃ কান্তেঃ শ্লেষেণ স্নেহো রাগঃ রুচেরভিলাষস্য ॥৪২॥

(৫৬) স্বস্তিকরাজি পিষ্টতণ্ডুল-নির্মিত-মাঙ্গল্যদ্রব্যবিশেষাঃ ॥৪৩॥

যখন শচীসুত ললাটে সুন্দর দধিবিন্দু প্রদান করিয়াছিলেন, তখন তাহা ক্রোড়ে অর্পিত একটী নক্ষত্র যুক্ত অর্দ্ধচন্দ্রের অত্যন্ত অনুকরণ করিয়াছিল ॥৪১॥

শচীনন্দনসুধাকর যখন ললাটে ঘৃতবিন্দু ধারণ করিয়াছিলেন তখন উহাতে উজ্জ্বলকান্তি প্রকাশ পাইয়াছিল, যেহেতু স্নেহ (ঘৃতাদি পক্ষে অনুরাগ) রুচি (কান্তি পক্ষে অভিলাষ) বৃদ্ধি করিয়া থাকে ॥৪২॥

শিবের মস্তকে পুষ্পাঞ্জলী নিক্ষেপ করিলে তাহা যেমন তাঁহার ললাটস্থিত চন্দ্রখণ্ড হইতে স্খলিত হইয়া পতিত হয়, সেইরূপ প্রভু হস্ত দ্বারা ললাটে

অথ চ্যুতে স্বস্তিক-সঞ্চয়ে প্রভু-
স্তস্মিন্ বিরজ্যেব স নাগজং দদে।
তদর্পয়িষ্যন্নচিরাৎ প্রিয়ালিকে
(৫৭) পুরাদরাত্তৎ খুরলীমিবাকরোৎ ॥৪৪॥

ততোঽলিকেঽসৌ নিজপাণিনা দধৎ
সমর্পয়ামাস দরং (৫৮) মনোহরম্।
বিয়োগদানং সহজং (৫৯) ভমিন্দুনা
সুযোজ (৬০) কিং তদ্ভগিনী রমাপতিঃ॥৪৫॥

সংযোজিতস্তেন তদা ললাটে
বভৌতমাং কজ্জল-চারুবিন্দুঃ।

---

(৫৭) খুরলীমভ্যাসম্ ॥৪৪॥

(৫৮) দরং শঙ্খং, (৫৯) চন্দ্রস্য সহোদরং, (৬০) ইন্দুনা সঙ্গতো সুযোজ, তত্রাহ তদ্ভগিন্যা রমায়াঃ পতিরিতি ॥৪৫॥

(৬১) ইন্দ্রনীলমণেঃ ॥৪৬॥

স্বস্তিক সমুহ অর্পণ করিলে তাহা হইতে সেই সকল স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল ॥৪৩॥

অনন্তর স্বস্তিক সকল স্খলিত হইলে প্রভু যেন বিরক্ত হইয়া তথায় সিন্দূর প্রদান করিয়াছিলেন। অচিরে প্রিয়ার ললাটে তাহা অর্পণ করিবেন বলিয়া যেন তিনি পূর্ব্বেই আদর পূর্ব্বক তাহার অভ্যাস করিতেছিলেন ॥৪৪॥

অতঃপর তিনি নিজকর দ্বারা মনোহর শঙ্খ ধারণ পূর্ব্বক ললাটে অর্পণ করিয়াছিলেন। মনে হইল যেন ঐ শঙ্খের ভগিনী লক্ষ্মীর পতি কি বিরহ কাতর সহোদর সেই শঙ্খকে চন্দ্রের সাহিত যোগ করিতেছেন ॥৪৫॥

তারপর মনোহর কজ্জল বিন্দু প্রভু কর্ত্তৃক ললাটে সংযোজিত হইয়া প্রশস্ত সুবর্ণ পত্রের (সোনার পাতের) মধ্যে ইন্দ্রনীলমণি খণ্ডের ন্যায় অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল ॥৪৬॥

প্রশস্তচামীকরপত্রমধ্যে
খণ্ডঃ যথা জম্ভরিপূপলস্য (৬১)। ৪৬॥
তেনাপি তাম্নামথ রোচনায়া-
মন্তর্হিতায়মধিকাঙ্গকাস্ত্যা।
ইয়ং ন লগ্না পুনরর্পয়েতি
প্রোচুঃ স্থিতাস্তত্র জনামুর্হুস্তম্। ৪৭॥
গোরোচনা পঙ্করসেন লগ্নঃ
সিদ্ধার্থপুঞ্জো-(৬২) হস্য বভৌ ললাটে।
সুবর্ণনির্ণামলশুক্তিকাং
যথা স্ফুরত্যুজ্জ্বল-মৌক্তিকালী॥৪৮॥

যদা ললাটে নবহেমখণ্ডং
সংযোজয়ামাস শচীতনূজঃ।
তদা তয়োর্বর্ণগতং মনুষ্যৈ
র্বিলক্ষণত্বং ন দরাপ্যদর্শি॥ ৪৯॥

---

(৬২) শ্বেত সর্ষপসমূহঃ॥৪৮॥

তদনন্তর তিনি গোরোচনা অর্পণ করিলে তাঁহার অঙ্গের অধিকতর কান্তি দ্বারা তাহা অন্তর্হিত হইল। তখন তত্রস্থ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন—"ইহা লগ্ন হয় নাই, পুনরায় অর্পণ কর" ॥৪৭॥

স্বর্ণবর্ণ নির্ম্মল শুক্তিকায় উজ্জ্বল মুক্তা সমূহ যেরূপ শোভা পায়, তাঁহার ললাটে গোরোচনার গাঢ়রসের সঙ্গে শ্বেতসর্ষপসমূহ লগ্ন হইয়া সেই প্রকার শোভা পাইতে লাগিল ॥৪৮॥

যখন শচীনন্দন ললাটে নূতন হেমখণ্ড সংযুক্ত করিলেন তখন মনুষ্যগণ ঐ ললাট ও স্বর্ণখণ্ড উভয়ের বর্ণগত বিন্দুমাত্রও পার্থক্য দেখিতে পাইলনা ॥৪৯॥

ধৃতং ততস্তেন তদা ললাটে
রূপ্যস্য খণ্ডং কর-পল্লবেন।
তয়ো-(৬৩) র্দ্বয়োঃ কান্তিভরেণ বদ্ধং
স্বর্ণেন মাণিক্যমিব ব্যরাজীৎ ॥ ৫০ ॥

গোধৌ নিধাতুং প্রভুণা স্বপাণৌ
ধৃতস্তদা রাজত-তাম্রপিণ্ডঃ।
বিরাজতে কোকনদোপরিষ্টাদ্
যথা সহস্রাংশুকদেববিম্বঃ (৬৪) ॥ ৫১ ॥

ততোঽমুনা স্বস্য ললাটদেশে
সমর্পিতং চামরমুল্ললাস।
অবৈমি বৃন্দেন জিতং কচানা—
মমুষ্য তাংস্তচ্ছরণং জগাম ॥ ৫২ ॥

---

(৬৩) ললাটকরপল্লবয়োঃ ॥ ৫০ ॥ (৬৪) সূর্য্যদেবমণ্ডলম্ ॥ ৫১ ॥

অনন্তর প্রভু করপল্লবের দ্বারা যখন কপালে রূপ্যখণ্ড ধারণ করিলেন, তখন উহা ললাট ও করপল্লব উভয়ের কান্তিপুঞ্জে সুবর্ণের সহিত বদ্ধ মাণিক্যের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল ॥৫০॥

রক্তকমলের উপরিভাগে সূর্য্যমণ্ডল যেরূপ শোভা পায়, ললাটে ধারণ করিবার জন্য প্রভুকর্তৃক স্বহস্তে ধৃত তাম্রপিণ্ডও সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিল ॥৫১॥

অতঃপর নিজ ললাটদেশে প্রভুকর্ত্তৃক অর্পিত চামর যখন শোভা পাইতে লাগিল, তখন জ্ঞান হইল যেন তাঁহার কেশকলাপ-কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া ঐ চামর তাহাদের শরণ লইয়াছে ॥৫২॥

তেনার্প্যমাণে মুকুরে তদাস্যং
জাতেন বিম্বেন (৬৫) সমং ররাজ।
সমুদ্র-নীরাদচিরাদুদীতঃ
স্বচ্ছায়য়া তৎকৃতয়া (৬৬) শশীব॥ ৫৩ ॥

উত্তোলিতস্তেন তদা প্রদীপ—
স্তাপং গ্রহীতুং প্রভুণা করেণ।
স্বতাপং সংস্পর্শভিয়া তদঙ্গে (৬৭)
নিশ্বাস-সঙ্গচ্ছলতশ্চকম্পে ॥ ৫৪ ॥

এতৈর্দ্রব্যৈঃ (৬৮) পূরিতং শস্তপাত্রং
ধৃত্বা দ্বাভ্যাং পাণি-পঙ্কেরুহাভ্যাম্।

---

(৬৫) প্রতিবিম্বেন, (৬৬) সমুদ্রনীরকৃতেন স্বপ্রতিবিম্বেন ॥ ৫৩ ॥

(৬৭) গৌরাঙ্গে স্বতাপস্পর্শাদ্ যা ভীতয়া চকম্পে ॥ ৫৪ ॥

(৬৮) মহ্যাদিভির্দীপান্তৈঃ ॥ ৫৫ ॥

সমুদ্রজল হইতে অচিরে উত্থিত-চন্দ্র যেমন ঐ জলকৃত নিজ-প্রতিবিম্বের সহিত সমানভাবে বিরাজ করে, সেইরূপ প্রভু-ললাটে দর্পণ অর্পণ করিলে তাঁহার মুখখানি তাহাতে সঞ্জাত প্রতিবিম্বের সহিত সমানভাবে বিরাজ করিতে লাগিল ॥৫৩॥

অনন্তর প্রভু তাপগ্রহণ করিবার জন্য করদ্বারা প্রদীপ উত্তোলন করিলে তখন উহা প্রভুর অঙ্গে নিজতাপ স্পর্শ-ভয়ে তাঁহার নিশ্বাসের সঙ্গচ্ছলে কাঁপিতে লাগিল ॥৫৪॥

অবশেষে এই সকল দ্রব্যের দ্বারা পরিপূর্ণ শস্তপাত্রটী (মঙ্গলডালা) উভয় করকমলের দ্বারা ধারণ করিয়া প্রভু উহা তিনবার ললাটে স্পর্শ করাইলেন এবং পরে অধিবাসকর্ম্মের আচার্য্যকে দক্ষিণার দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন ॥৫৫॥

বারাংস্ত্রীন্ সংস্পর্শয়িত্বা ললাটে
কর্ম্মাচার্য্যং দক্ষিণাভিস্তর্পৎ ॥ ৫৫ ॥

অথ সপতি-তনয়াহ্‌পতিত-নয়া কাচন ভূদেব-রমণী বরমণীভূষণ-ভূষিতা তোষিতা (৬৯) তোয়-ক্ষালিত-করচরণাস্য-নীরজনী (৭০) রজনী-রঞ্জিতং (৭১) সঞ্জিতং সহস্রবীর্য্যয়া-(৭২) র্য্যয়া সূত্রং গৌরস্য দক্ষিণে-মণিবন্ধে ববন্ধ ॥ ৫৬ ॥

তদবলোক্য শ্রীনীলাম্বর-ভার্য্যা বরভার্য্যা সহাসমাহাসমামোদং স্ম—'অয়ে! নবদ্বীপচন্দ্র! হস্তবন্ধনমিদং কিমর্থকং তজ্জানাসি নাসি জানাসি বা'। বিশ্বম্ভরো জগাদার্য্যে! দার্য্যে (৭৩) কর্ম্মণি মঙ্গলার্থকমিদম্ ॥ ৫৬ ॥

---

(৬৯) জাত-তোষা, (৭০) নীরজনি পদ্মং, (৭১) হরিদ্রা-রঞ্জিতং,
(৭২) আর্য্যয়া উত্তমভা সহস্রবীর্য্যয়া দূর্ব্বয়া সঞ্জিতং যোজিতম্ ॥ ৫৭ ॥
(৭৩) দারেভ্য ইদং দার্য্যং তস্মিন কর্ম্মণি ॥ ৫৭ ॥

অনন্তর পতিপুত্রবতী নীতিশালিনী উৎকৃষ্ট মণিময় অলঙ্কারে বিভূষিতা কোনও এক ব্রাহ্মণরমণী সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া হস্ত, পদ ও মুখকমল জলের দ্বারা প্রক্ষালন করতঃ গৌরের দক্ষিণ-মণিবন্ধে হরিদ্রারঞ্জিত ও উত্তম-দূর্ব্বা-সংযুক্ত-সূত্র বন্ধন করিয়াদিলেন ॥৫৬॥

তাহা দেখিয়া অত্যুজ্জ্বল-কান্তিমতী শ্রীনীলাম্বরপত্নী অতুল-আনন্দভরে সহাস্যে বলিলেন—'অয়ে! নবদ্বীপচন্দ্র! এই হস্ত-বন্ধন কি জন্য তাহা তুমি জান কি অথবা জান না"? "বিশ্বম্ভর উত্তর করিলেন"—"আর্য্যে, ইহা বিবাহ-কর্ম্মে মঙ্গলের নিমিত্ত" ॥৫৭॥

সা পুনরপি সহসং সহসম্মদং জগাদ—'গৌরসুন্দর ! ন জানাসি।ঃ বিস্তারিত-যুবজন-কুমারস্য মারস্য (৭৪) পত্ন্যাং পত্যুর্ব্বশীভাব-সম্পাদনায়েদং বন্ধনং নবন্ধনং নবযুবানো যন্মন্যন্তে'। শ্রীগৌরো মৃদু হসন্ পুনরভাষত—'ভদ্রভাষিণি ! ভদ্রমনুভূতং ভবত্যা' ॥ ৫৮ ॥

অনেন গৌরবচনেন গৌরব-চনেন (৭৫) জাতমন্দাক্ষ-মন্দাক্ষরঃ (ক) ভদ্রং ভদ্রমিতি লপন্ত্যাং স্ত্রীসভার্য্যায়াং (৭৬) ভার্য্যায়াং নীলাম্বরস্য পরাসু তু বামাসু বামাসুতস্মিতাননাসু (৭৭) শ্রীগৌরঃ পুনরুবাচ ॥ ৫৯ ॥

---

(৭৪) বিস্তারিতো যুবজনানাং কুমারঃ ক্রীড়া যেন তস্য কামস্য ॥ ৫৮ ॥

(৭৫) গৌরব-চনেন গৌরবেণ খ্যাতেন। (ক) জাতং যন্মন্দাক্ষং লজ্জা তেন মন্দমস্পষ্টং অক্ষরং যত্র তদ্ যথা স্যাত্তথা, (৭৬) স্ত্রীণাং সভা স্ত্রীসভং তত্র শ্রেষ্ঠায়াং.(৭৭) বামং মনোহরং যথা স্যাত্তথা আসুতং প্রসূতং স্মিতং যেন তাদৃশমাননং যাসাং তাসু ॥ ৫৯ ॥

তিনি পুনরায় সানন্দে ও হাস্য সহকারে বলিলেন—"গৌরসুন্দর তুমি জাননা, পতিকে পত্নীর বশীভূত করিবার জন্য ইহা যুবক-যুবতী-জনের ক্রীড়া-বিস্তারক কন্দর্পের বন্ধন. যাহাকে নব-যুবকগণ নবীন ধন বলিয়া মনে করিয়া থাকে"। শ্রীগৌর মৃদু হাস্য করিতে করিতে পুনরায় বলিলেন—"ভদ্রভাষিণি ! আপনি উত্তম (ভাল) অনুভব করিয়াছেন" ॥৫৮॥

গৌরের এবম্বিধ গৌরব-যুক্তবাক্যে স্ত্রীদিগের সভামধ্যে শ্রেষ্ঠা নীলাম্বরের ভার্য্যা লজ্জাজনিত অস্ফুটাক্ষরে "বেশ ! বেশ ! এই কথা বলিতে লাগিলে এবং অন্যান্য রমণীগণের বদনে মৃদু মধুর হাস্যের উদয় হইলে পুনরায় শ্রীগৌর বলিলেন ॥৫৯॥

"মাতামহি! মা তামহিতাং বাণীং পুনরালপেঃ, স্বভাবেনৈব হি মানবা মান-বাহুল্যং কুর্ব্বন্তো দারাণাং মদারাণাং (৭৮) মহাবশতামায়ান্তো মায়াং (৭৯) তোষয়ন্তি. তত্র পুনর্ভবাদৃশীভিরেবমাশংসিতে শংসিতেভানামিব তেষাং কদাপি ন ভবিষ্যতীতি ॥ ৬০ ॥

এবং বল্লভ-ভূদেবোঽভূদেবোদ্বাহ-পর্ব্বণি।
পুত্র্যাঃ শুভাধিবাসস্য ভাবকো (৮০) ভাবকোমলঃ ॥ ৬১ ॥

অথ শুভবিবাহ-বাসরে বাসরেশ্বরেঽভ্যুদিতে গঙ্গাঘনরসে নরসেব্যচরণো ভগবান্ স্নানাদিকং বিধায় দেবতাঃ পিতৃংশ্চ পূজয়ামাস ॥ ৬২ ॥

---

(৭৮) মদেন আরো গতির্যাসাং, (৭৯) মায়া খলু জীবেষু স্ত্রীবশেষু সৎসু তুষ্যতি সংসারাবেশ-দর্শনাৎ ॥ ৬০ ॥

(৮০) ভাবকো জনয়িতা অভূদেব, ভাবেন প্রেম্ণা কোমলঃ ॥ ৬১ ॥

"মাতামহি! আপনি পুনরায় এরূপ অহিতকর (অকল্যাণকর বাক্য বলি-বেন না। যেহেতু, মানবগণ স্বভাবতঃই প্রচুর মান প্রদান পূর্ব্বক মদগমনা পত্নীগণের অত্যন্ত বশ্যতা প্রাপ্ত হইয়া মায়ার সন্তোষ সাধন করিয়া থাকে।

তাহাতে পুনরায় আপনাদের তুল্য মহিলাগণ এইরূপ আশা করিলে শ্বেতহস্তীর ন্যায় সেই মানবগণের কখনও মঙ্গল হইবে না" ॥৬০॥

এই প্রকার স্নেহ-কোমল বল্লভবিপ্রও কন্যার বিবাহকর্ম্মে শুভ অধিবাস করাইয়াছিলেন ॥৬১॥

অনন্তর শুভবিবাহের দিনে সূর্য্য উদিত হইলে নরগণের সেব্যচরণ (যাঁহার চরণ নরগণের সেবার যোগ্য সেই) ভগবান্ বিশ্বম্ভর গঙ্গাজলে স্নানাদিকৃত্য করিয়া দেবতা ও পিতৃ পুরুষগণের পূজা করিয়াছিলেন ॥৬২॥

যদার্চ্চয়ামাস স দেবতাঃ পিতৄ-
নপি প্রভুঃ সপ্রণয়ং যথাযথম্।
তদা তু তাস্তেঽপি নিজং নিজং বিধিং (৮১)
বিজজ্ঞিরে সাধুমসাধুমপ্যহো ॥ ৬৩ ॥

সমাদরস্য প্রভুণা বিধানতো
নিজং নিজং দৈবমমংসতোত্তমম্।
তেন প্রণামাচরণাদ্বিলজ্জিতা-
স্তদেব চাত্যন্তমসাধু মেনিরে॥ ৬৪ ॥

তদেবং পিতৃযজ্ঞে যজ্ঞেশ্বরেণ নির্ব্বাহিতে হিতে কৃতে চ ক্ষৌরবিধৌ বিধৌতসিচয়া (৮২) নিচয়া নিতম্বিনীনামুদ্বর্ত্তনং মুদ্বর্ত্তনং (৮৩) গৌরস্য বিধাতুমাজগ্মুঃ ॥ ৬৫ ॥

---

(৮১) বিধিং দৈবতাত্মুন্-পিতৃত-প্রাপকমদৃষ্টম্ ॥ ৬৩ ॥
(৮২) সুধৌতবস্ত্রা, (৮৩) মুদং বর্ত্তয়তীতি তাদৃশং মুদ্বর্ত্তনম্ ॥ ৬৫ ॥

যখন প্রভু প্রীতির সহিত যথাযথভাবে দেবতা ও পিতৃপুরুষগণের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, তখন তাহারা (দেবতা ও পিতৃপুরুষগণ) নিজনিজ অদৃষ্টকে সাধু এবং অসাধু উভয় প্রকারই জ্ঞান করিয়াছিলেন ॥৬৩॥

প্রভুর সমাদর বিধান হেতু তাঁহারা নিজনিজ দৈবকে উত্তম মনে করিয়াছিলেন এবং তিনি প্রণাম করায় তাঁহারা বিলজ্জিত হইয়া সেই দৈবকে অত্যন্ত অসাধুই মনে করিয়াছিলে ॥৬৪॥

এইরূপে যজ্ঞেশ্বর গৌরচন্দ্র পিতৃযজ্ঞ এবং অতঃপর মাঙ্গলিক ক্ষৌরকর্ম্ম সম্পন্ন করিলে তখন ধৌতবস্ত্রা রমণীমণ্ডলী গৌরের সুখকর উদ্বর্ত্তন করিবার জন্য আগমন করিলেন ॥৬৫॥

কর্পূর-কুঙ্কুম-যুতামতিমাত্রপিষ্টাং
গৌরস্য যদ্বপুষি তা লিলিপুর্হরিদ্রাম্।
তত্তত্র কাঞ্চনরুচাবভবন্মুধৈব
স্পর্শেন কেবলমমুষ্য সুখং যযুস্তাঃ ॥ ৬৬ ॥

উদ্বর্ত্তয়ন্ত্যাশ্চরণং তদীয়ং
কস্যাশ্চন স্তম্ভমবাপ্য হস্তঃ।
মন্যে চিরাৎ সঙ্গমবাপ পদ্মং
পদ্মেন গাঢ়ং পরিষস্বজে তম্ ॥ ৬৭ ॥

কাচিৎ প্রগল্‌ভা বনিতা নিজোর্ব্বো-
র্নিধায় তস্যোরুমভিস্পৃশন্তী।
মত্বা মনোজস্য সুবর্ণরম্ভা-
ময়ীং গদাং তং (৮৪) ধ্রুবমাচকম্পে (৮৫) ॥ ৬৮ ॥

---

(৮৪) তম্ ঊরুং, (৮৫) অত্র কম্পেন ভয়ং ব্যঙ্গ্যং, বস্তুতস্ত রতির্ব্যাঙ্গ্যা ॥ ৬৮ ॥

তাঁহারা গৌরের দেহে যে কর্পূর-কুঙ্কুম-যুক্ত অত্যন্ত-পিষ্ট-হরিদ্রা লেপন করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই কাঞ্চনবর্ণ অঙ্গে তাহা বৃথাই হইয়াছিল. কেবলমাত্র তাঁহার স্পর্শে তাঁহারা সুখলাভ করিয়াছিলেন॥৬৬॥

কোনও এক রমণী যখন তাঁহার চরণ উদ্বর্ত্তন করিতেছিলেন তখন তাহার (ঐ রমণীর) হস্ত জড়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল। মনে হয়, করপদ্ম চরণপদ্মের সঙ্গপ্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘকাল তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়াছিল ॥৬৭॥

কোনও এক প্রগল্‌ভা রমণী নিজের ঊরুদ্বয়ে তাঁহার ঊরুদেশ স্থাপন পূর্ব্বক তাহা স্পর্শকরিয়া মন্মথের সুবর্ণকদলী-রূপিনি গদা মনে করতঃ (যেন ভয়ে বস্তুতঃ রতিভরে) তাহা (তাঁহার সেই ঊরু) কম্পিত করিয়াছিলেন ॥৬৮॥

লিম্পন্ত্যমুষ্যোরসি কাচিদন্যা
        সংস্পৃশ্য হস্তেন তনূরুহালিম্।
বিতর্ক্য কামস্য ভুজঙ্গমাস্ত্রং
        রোমাঞ্চিতাঙ্গী ভয়তোঽভবৎ কিম্? ॥ ৬৯ ॥

স্কন্ধে নিজে তস্য নিধায় বাহুং
        বিলিম্পন্তী কাচন সুপ্রগল্‌ভা।
কন্দর্প-দন্তাবল-হস্তবুদ্ধ্যা
        সিস্বেদ নূনং ভয়লোলচিত্তা ॥ ৭০ ॥

পরা করাভ্যামতিকোমলাভ্যাং
        শনৈঃ শনৈস্তস্য মুখং লিলেপ।
কুলাঙ্গনা-লজ্জিত-ধৈর্য্যহারি
        ধ্রুবং ভিয়া তৎ পিদধাবমুভ্যাম্ (৮৬) ॥ ৭১ ॥

উদ্বর্ত্ত্যমানে বদনে ভয়াসৌ (৮৭)
        নিমীলয়ামাস যুগং তদাক্ষোঃ

(৮৬) অমুভ্যাং করাভ্যাং ॥৭১॥ (৮৭) অসৌ বিশ্বম্ভরঃ. (৮৮) তাসাং ভাবানাং কম্প-স্বেদাদীনামবলোকনাৎ দর্শনাদ্ ভয়েন ॥ ৭২ ॥

অন্য কোনও রমণী হস্তদ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থলে লেপন করিতে করিতে রোমাবলী স্পর্শ করিয়া কি কামের ভুজঙ্গাস্ত্র (সর্পাস্ত্র) বিতর্ক করতঃ ভয়ে রোমাঞ্চিত গাত্রী হইয়াছিলেন ॥৬৯॥

অতিশয় প্রগল্‌ভ অপর কোনও এক বনিতা নিজস্কন্ধে তাঁহার বাহু ধারণ করিয়া লেপন করিতে করিতে মনে হয়, কন্দর্প হস্তীর হস্ত জ্ঞানে ভয়ে চঞ্চলমনা হইয়া ঘর্ম্মযুক্তা হইয়াছিলেন ॥৭০॥

অন্য এক রমণী অতিকোমল করযুগলের দ্বারা ধীরে ধীরে তাঁহার মুখ লেপন করিতেছিলেন। মনে হইল যেন তিনি কুলাঙ্গনাগণের লজ্জা ধৈর্য্য-হারি শ্রীমুখখানিকে ভয়ে হস্তদ্বয়ের দ্বারা আচ্ছাদন করিতেছিলেন ॥৭১॥

নিজাঙ্গ সংস্পর্শন চঞ্চলানাং
ভাবাবলোকাম্নভয়েন তাসাম্ (৮৮)॥ ৭২॥

সুগন্ধিতৈলেন তদীয় কেশা—
নভ্যঞ্জিতুং কাচন সংপ্রসার্য্য।
তত্র (৮৯) প্রবিষ্টং যমুনা-প্রবাহে
শশাক ধর্ত্তুং স্বমনো ন মীনম্॥ ৭৩॥

ততঃ কৃতে সমাগমে স্নানবেলয়া নবেলয়া (৯০) সুরতরঙ্গিণ্যা রঙ্গিণ্যা (৯১) নীতয়া কুলবধ্বো বদ্ধোৎসাহং সাহংপূর্ব্বিকা (৯২) বহুলগীত-বাদ্য কলকলে বলমানে মঙ্গলোলুলুধ্বনি কলয়ন্ত্যস্তং স্নাপয়াঞ্চক্রুঃ॥৭৪॥

(৮৯) তত্র যমুনা-প্রবাহে কেশরূপযমুনাপ্রবাহে॥ ৭৩॥

(৯০) নূতন-জলেন, (৯১) রঙ্গবতীতি বা তয়া নীতয়া, (৯২) অহং পূর্ব্বমহংপূর্ব্বমিত্যহং-পূর্ব্বিকা তয়া সহিতাঃ॥ ৭৪॥

সেই রমণী যখন তাঁহার বদন উদ্বর্ত্তন করিতেছিলেন তখন বিশ্বম্ভর তাঁহার অঙ্গ স্পর্শে চঞ্চলাবনিতাগণের কম্পস্বেদাদি ভাব দর্শন করতঃ যেন ভয়ে নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়াছিলেন॥৭২॥

অনন্তর কোনও রমনী সুগন্ধি তৈলের দ্বারা তাঁহার কেশ অভ্যঙ্গ করিবার জন্য তাহা প্রসারিত করিয়া সেই কেশরূপ যমুনা প্রবাহে প্রবিষ্ট নিজ মনোমীনকে ধরিতে সমর্থা হইলেন না॥৭৩॥

অতঃপর স্নানের সময় উপস্থিত হইলে কোনও রঙ্গিণী (রঙ্গবতী) রমণী-কর্ত্তৃক সুরধনী হইতে আনীত নূতন জলের দ্বারা কুলবধূগণ উৎসাহভরে "আমি পূর্ব্বে আমি পূর্ব্বে" এই কথা বলিতে বলিতে তৎকালে সমুত্থিত বহুগীত বাদ্যও কোলাহলের মধ্যে মঙ্গলসূচক উলুউলুধ্বনি করিতে করিতে গৌরকে স্নান করাইয়াছিলেন॥৭৪॥

সুপর্ব্ব-রামা-করলব্ধকান্তেঃ (ক)
সুমেরুশৃঙ্গাদিব হেম-কুম্ভাৎ।
সুর-স্রবন্তী (৯৩) সলিলস্য ধারা
গৌরে গিরীশে (৯৪) শুশুভে পতন্তী॥ ৭৫॥

অঙ্গানি গৌরস্য বিভান্তি হি স্বয়ং
ততোঽঙ্গরাগেণ করিষ্যতেঽত্র কিম্?।
ইতীব গঙ্গা-সলিলং তদঙ্গতোঽ—
পসারয়ামাস যুতং রুষেব তম্ (৯৫)॥ ৭৬॥

(ক) সুন্দরং পর্ব্ব যাসাং তাসাং রামাণাং করেণ হস্তেন, পক্ষে সুপর্ব্বরামাণাং দেবস্ত্রীণাং কিরণেন লব্ধকান্তেঃ, (৯৩) সুরনদী গঙ্গা তস্যাঃ জলস্য ধারা, (৯৪) গিরীশে সরস্বতীপতৌ গৌরে যদ্বা গৌররূপে পর্ব্বতে পক্ষে গৌরবর্ণে শিবে যদ্বা ধবলবর্ণে হিমালয়ে॥ ৭৫॥

(৯৫) তম্ অঙ্গরাগম্॥ ৭৬॥

দেবস্ত্রীগণের কিরণ হইতে কান্তি প্রাপ্ত সুমেরুর শৃঙ্গ হইতে সুরধুনীর জল দ্বারা যেমন গৌরবর্ণ মহাদেব অথবা ধবলবর্ণ হিমালয়ে পতিত হইয়া শোভা পায় সেইরূপ ললনাগণের সুন্দর পর্ব্ববিশিষ্ট কর হইতে কান্তি প্রাপ্ত স্বর্ণকুম্ভ হইতে গঙ্গাজলের ধারা গৌররূপ পর্ব্বতে অথবা সরস্বতী পতি গৌরের অঙ্গে পতিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল॥৭৫॥

গৌরের অঙ্গ সকল স্বয়ং শোভা পায়, সুতরাং তথায় অঙ্গরাগে কি করিবে এই বলিয়া যেন গঙ্গাজল ক্রোধযুক্ত হইয়া তাহার অঙ্গ হইতে ঐ অঙ্গরাগকে দূর করিয়াছিল॥৭৬॥

স্বস্যাপসারায় ভৃশং প্রবৃত্তং
জলং সমালোক্য তদঙ্গরাগঃ।
তদ্বারনার্থং দৃঢ়মালিলিঙ্গ (৯৬)
ধ্রুবং ততোঽমুষ্য তদাপ রাগম্ ॥ ৭৭ ॥

তদঙ্গ সঙ্গেন জলস্য রোচি-(৯৭)
র্নিজং বিনষ্টং সমবেক্ষ্য ভীত্যা।
কেচিত্তদঙ্গং ন পরিস্পৃশন্তঃ
কিং বিন্দবোঽমুষ্য বিচেলুরভ্রে (৯৮) ॥ ৭৮ ॥

পলায়িতাস্তে জলবিন্দবো যদ্
ব্যর্থং তদাসীদ্ গগণে স্থিতা যৎ।
পীতা বভূবুঃ প্রভু কায়কান্ত্যা
ভূমৌ পতিত্বা তু নিশাক্তভোয়ৈঃ (৯৯) ॥৭৯॥

---

(৯৬) অন্তোঽপি স্বস্য অপসারণায় প্রবৃত্তং আলিঙ্গতি, তস্য রাগঞ্চ প্রাপ্নোতি ॥ ৭৭ ॥

(৯৭) জলস্য নিজং রোচিঃ শুক্লবর্ণং নষ্টং বিলোক্য, (৯৮) অমুষ্য জলস্য অভ্রে আকাশে ॥৭৮॥

(৯৯) হরিদ্রাক্তজলৈঃ ॥ ৭৯ ॥

আপনাকে অপসারিত করিবার জন্য জলকে অত্যন্ত প্রবৃত্ত দেখিয়া যেন তাহার বারনের নিমিত্ত উহাকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়াছিল, সেইহেতু ঐ জল উহার রাগ প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥৭৭॥

গৌরের শ্রীঅঙ্গের সঙ্গবশতঃ জলের নিজ শুক্লবর্ণ বিনষ্ট হইয়াছে দেখিয়া কতিপয় জল বিন্দু কি ভয়ে তাঁহার অঙ্গস্পর্শ না করিয়া আকাশে গমন করিয়াছিল ॥৭৮॥

সেই জলবিন্দু সকল যে পলায়ন করিয়াছিল এবং তাহারা যে আকাশে অবস্থান করিতেছিল তাহাতে তুইটী প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছিল। প্রভু অঙ্গকান্তি তাহাদের কতকগুলি পান করিয়াছিল এবং অবশিষ্টগুলি ভূমিতে পতিত হইয়া হরিদ্রা জল কর্তৃক পীত হইয়াছিল ॥৭৯॥

তদেবং মঙ্গলস্নানং নির্ব্বাহ্য প্রমোদ-পাথোধাববগাহ্য নির্জ্জরনারী পণিতা-(১০০)স্তাঃ কুলবনিতাঃ সূক্ষ্মসুকোমলেন গাত্রমার্জ্জন-চেলেন গৌরস্য কলেবরাদ্ বারাং নিকরানপসারয়ামাসুঃ ॥৮০॥

> ততো নবং কান্তিজিত-ক্ষপাকরং
> পটং বসানঃ শুশুভে শচীসুতঃ।
> যথা শরন্নীরদজালবেষ্টিতং
> মহামহীভৃচ্ছিখরং হিরন্ময়ম্ ॥৮১॥

এবং ধাম্মিক-সমূহার্য্যে শ্রীবল্লভাচার্য্যে নানাদ্রব্যরাদ্ধং নান্দীমুখশ্রাদ্ধং কৃতবতি সর্ব্বগুণ-পাত্রীং তস্য পুত্রীং কুলবনিতাঃ কৃতমঙ্গলস্বানিতাঃ সমুদ্বর্ত্ত্য সাবধানং কারয়ামাসুঃ স্নানম্ ॥৮২॥

---

(১০০) দেবনারীভিস্তুতাঃ, 'পণস্তৌ' ॥ ৮০ ॥

এই প্রকারে দেবললনাগণবন্দিতা সেই কুলরমণীগণ গৌরের মঙ্গল স্নান সম্পন্ন করাইয়া তাঁহাকে আনন্দ সাগরে অবগাহন করাইলেন। অতঃপর সূক্ষ্ম ও সুকোমল গাত্র মার্জ্জন বস্ত্রের দ্বারা তাঁহার কলেবর হইতে জলরাশি অপসারিত করিলেন ॥৮০॥

অনন্তর শরৎকালীন মেঘমালা বেষ্টিত সুবর্ণময় মহাপর্ব্বত-শৃঙ্গ যেমন শোভা পায়, সেইরূপ শচীনন্দন, শুভ্রকান্তিতে চন্দ্রকে পরাজয় কারি অর্থাৎ চন্দ্র অপেক্ষাও শুভ্রবর্ণ নূতন বসন পরিধান করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৮১॥

এই প্রকারে ধাম্মিকগণের শিরোমণি শ্রীবল্লভাচার্য্য নানা দ্রব্যের দ্বারা নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিলে কুলবনিতাগণ তাঁহার সর্ব্বগুণময়ী কন্যা লক্ষ্মীকে উলু উলু প্রভৃতি মাঙ্গলিক শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে সাবধানে স্নান করাইয়াছিলেন ॥৮২॥

ততশ্চ যা যাস্তি কুলোচিতা ক্রিয়া
তত্তদ্‌বিধানেন মহাকুতূহলৈঃ।
ধরাসুরাদি-শ্বভুগন্তভোজনৈ-
রপি প্রপেদে তদহঃ সমাপ্ততাম্ ॥৮৩॥

তদাচ গৌরবিধূরবি-ধূপমান্দ্যমবলোকমানো লোকমানোচিতং (১) স্বমন-সীদং নিজগাদ—'অহো! রমণীয়া দিবনাবসানস্য বসানস্য সান্ধ্যমেঘবসনম্ ॥৮৪॥

ইদানীং খলু—

রবিঃ প্রিয়াণাং কিমু পদ্মিনীনাং
সন্দর্শনামোদ—বিভঙ্গকর্ত্তৃন্।
পিপাসূন্ সমুদ্রে নিজযানবাহান্
প্রতিক্রুদ্ধেবারুণতামুপৈতি ॥৮৫॥

---

(১০১) জন-সম্মানোচিতং ॥ ৮৪ ॥

অনন্তর অন্যান্য যে যে কুলোচিত ক্রিয়া ছিল, মহাকৌতুহলের সহিত সেই সকল বিধানের দ্বারা এবং ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলের ভোজনের দ্বারা সেই দিন সমাপ্ত হইয়াছিল ॥৮৩॥

তখন গৌরচন্দ্র সূর্য্যাতপের মন্দতা দেখিয়া নিজের মনে জনগণের সম্মানোচিত এই কথা বলিতে লাগিলেন। আহা! সান্ধ্য-মেঘবসন-পরিহিত দিবাবসানের কি রমনীয়তা! ॥৮৪॥

এক্ষণে—রবিপ্রিয়পদ্মিনীগণের দর্শনানন্দভঙ্গকারী সমুদ্রজল পানেচ্ছু নিজ রথের অশ্বগুলির প্রতি যেন ক্রুদ্ধ হইয়া অরুণবর্ণ ধারণ করিতেছেন ॥৮৫॥

অথবা—

প্রিয়াবলোকায় মদোৎসুকত্বং
বিলোক্য শীঘ্রং প্রবিবাসুরস্তম্ ।
বহুভ্রমেণ দ্রুতগত্যশক্তান্
স্বাশ্বান্ প্রতীবাতিরুষাহরুণোঽভূৎ ॥৮৬॥

উপস্থিতেন প্রিয়-পদ্মিনীনাং
বিয়োগ দুঃখেন কিমুষ্ণরোচিঃ ।
তেজঃ ক্ষয়ং বিন্দতি রাগিণো যদ্
বাঢ়ং ব্যথন্তে প্রিয় বিপ্রলম্ভাৎ ॥৮৭॥

প্রাগ্‌দিগ্‌ যুবত্যা বর-কৌতুকেন
ক্ষিপ্তঃ সহস্রাংশু-সুরঙ্গগেণ্ডুঃ (২) ।
পশ্চাদ্দিশা ধর্ত্তুমপারিতঃ কিং
রাগান্ধয়া নিষ্পততীহ সিন্ধৌ (৩) ॥৮৮॥

অথবা প্রিয়ার দর্শনের নিমিত্ত আমার ঔৎসুক্য দেখিয়া শীঘ্র অস্ত গমনের ইচ্ছুক হইয়া অনেক ভ্রমণ হেতু দ্রুতগমনে অসমর্থ নিজ অশ্বগণের প্রতি যেন অতিশয় ক্রোধে অরুণ বর্ণ হইয়াছে ॥৮৬॥

প্রিয় পদ্মিনীগণের উপস্থিত বিরহ দুঃখহেতু উষ্ণরশ্মি দিবাকর কি তেজঃক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছেন ? যে হেতু প্রিয় বিরহে অনুরাগিগণ অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া থাকে ॥৮৭॥

পূর্ব্বদিগ্‌রূপিনীযুবতী পরম কৌতুকভরে সূর্য্যরূপ সুন্দর রক্তবর্ণ কন্দুককে নিক্ষেপ করিলে রাগে (সূর্য্যের অরুণ কিরণে) অন্ধ্যা পশ্চিমদিগ্‌বধূ উহাকে ধরিতে না পারায় উহা কি সাগরমধ্যে পতিত হইতেছে ॥৮৮॥

ম্লানং বিলোক্যাম্বুজিনীং দ্বিরেক
　　তৃৎক্ষান্বিতঃ কৈরবিনীং প্রযাতি।
রীতিঃ প্রসিদ্ধা খলু কামুকানাং
　　প্রীতিঃ ক্বচিন্ন স্থিরতাং প্রযাতি ॥৮৯॥

এবং মুদা বদতি চেতসি গৌরচন্দ্রে
　　চন্দ্রাননোড়ুগণরত্নবিভূষণাঢ্যা।
শ্যামাম্বরা (৪) হৃদি রতিং পরিবর্দ্ধয়ন্তী
　　রাত্রিঃ প্রিয়েব নিকটে সমুপস্থিতাভূৎ ॥৯০॥

ইতীত্যাদি শ্রীগৌরলীলামৃতে বিবাহ-পূর্ব্বকৃত্যং নাম পঞ্চদশ আস্বাদঃ

---

(১০২) স্বর্ণরূপসুন্দরকন্দুকঃ, (৩) রাগান্ধয়া স্বর্ণরাগেন অন্ধয়া মলিন-লোচনয়া, অস্যাপিরাগেণ অন্ধা কন্দুকং ধর্ত্তুং নপারয়তি। (৪) শ্যামমম্বরমাকাশমেব শ্যামাম্বরং যস্যাঃ ॥৯০॥

কমলিনীকে ম্লান দেখিয়া তৃষ্ণাযুক্ত ভ্রমর কৈরবিনীর প্রতি গমন করিতেছে। যে হেতু কামুকগণের প্রীতি কোথাও স্থিরতা প্রাপ্ত হয় না—ইহাই প্রসিদ্ধরীতি ॥৮৯॥

এইরূপে গৌরচন্দ্র আনন্দে মনে মনে বলিতে লাগিলেন চন্দ্ররূপ বদনে তারকাগণরূপ রত্নভূষণ ধারিনী নীল আকাশরূপ নীলাম্বর পরিহিতা রাত্রি, হৃদয়ে রতিবৃদ্ধি করিয়া প্রিয়ার ন্যায় নিকটে উপস্থিত হইল ॥৯০॥

ইতি শ্রীগৌরলীলামৃতে বিবাহ পূর্ব্বকৃত্য নামক পঞ্চদশ আস্বাদ ॥

ষোড়শ আস্বাদঃ।

অথাগতে চারুতরে প্রদোষে
বিভাবসূদ্দীপ্তি-বিয়োগজন্মা (১)।
অনঙ্গ (২) মস্তোদ-নিভঃ সমস্তা-
ত্তস্তার শৃঙ্গার ইবান্ধকারঃ ॥১॥

বিভাবসৌ সাগর-বারি মধ্যে
জলন্মহাঙ্গারনিভে নিমগ্নে।
ধূমোদ্ভবদ্দৃষঃ প্রচুরঃ স এব
ধ্বান্তচ্ছলেনাম্বরমাববার ॥২॥

---

(১) বিভাবসোঃ সূর্য্যস্য উদ্দীপ্তি-বিয়োগাৎ জন্ম যস্য, পক্ষে বিভাবানাং আলম্বনাম্ সু অতিশয়েন উদ্দীপ্ত্যা বিরহেণ চ জন্ম যস্য। (২) অনঙ্গমাকাশং মনশ্চ। শ্যামত্বমুভয়ত্র সমানম্ ॥১॥

অনন্তর অতিরমণীয় প্রদোষকালে বিষয় ও আশ্রয় আলম্বনের অতিশয় উদ্দীপন ও বিরহে সঞ্জাত মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ শৃঙ্গার যেমন সর্ব্বতোভাবে মনকে আচ্ছন্ন করে, সেই প্রকার সূর্য্য প্রকাশের বিয়োগে জাত মেঘতুল্য কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার সর্ব্বতোভাবে আকাশ আচ্ছন্ন করিয়াছিল ॥১॥

প্রকাণ্ডজ্বলন্ত অঙ্গার তুল্য দিবাকর সাগরজলমধ্যে নিমগ্ন হইলে যে প্রচুর ধূম উত্থিত হইয়াছিল তাহাই যেন অন্ধকারচ্ছলে গগণকে আবৃত করিয়াছিল ॥২॥

কিম্বোর্দ্ধলোকাত্মক-সৎকটাহে
প্রজ্বাল্য দীপং তরণিং প্রতীচী।
ন্যধাম্মসীমুর্ব্বরিতস্তদীয়ো
ধূমস্তমঃ কৈতবতোঽভ্রমৎ কিম্ ॥৩॥

ততস্তমস্কাণ্ডপটং বসানাং
প্রিয়াং সুধাংশুঃ ক্ষণদাং (৩) বিলোক্য।
উদ্দীপ্তরাগো হঠতঃ করেণা-(৪)
পসারয়ংস্তত্ত্বরয়োদিয়ায় ॥৪॥

তঞ্চ-চক্ষুর্গোচরীকৃত্য শ্রীগৌরচন্দ্রস্য কশ্চিচ্চতুরঃ সখা সচমৎকারস্তমাচষ্ট—'নবদ্বীপবিধো! পশ্য পশ্য। কিমিদং পূর্ব্বদিগ্বনিতায়া ঊর্দ্ধবিকির্ণকিরণ-কপটডোরক-সংবদ্ধং মণিময়ং নিষ্কাভরণং প্রকাশয়তে ॥৫॥

---

(৩) ক্ষণদা রাত্রিং প্রিয়াং অথচ উৎসবদাং স্ত্রিয়ং, (৪) রাগোঽরুণিমা রতিশ্চ, করেণ কিরণেন হস্তেন চ ।৪॥

কিম্বা উর্দ্ধলোকরূপ-সুন্দরকটাহে পশ্চিমদিগ্বধূ সূর্য্যরূপ-দীপ প্রজ্বালিত করিয়া মসি (কালী) প্রস্তুত করিতেছিল। তাহা হইতে উত্থিত ধূম কি তিমির চ্ছলে তথায় ভ্রমণ করিতেছিল? ॥৩॥

অনন্তর কামী ব্যক্তি অন্ধকারপুঞ্জের ন্যায় নীলবর্ণ-বসন-পরিহিতা আনন্দ-দায়িনী প্রিয়াকে দর্শন করিয়া রতির উদ্দীপন হওয়ায় হঠপূর্ব্বক হস্তের দ্বারা ঐ বসন অপসারিত করিয়া সত্বর যেমন তাহার সহিত মিলিত হয় সেইরূপ চন্দ্র অন্ধকারপুঞ্জরূপ-বসন-পরিহিতা প্রিয়া-রজনীকে দেখিয়া অরুণবর্ণ হইয়া হঠাৎ কিরণের দ্বারা ঐঅন্ধকারপুঞ্জরূপ-বস্ত্র অপসারিত করতঃ সত্বর উদিত হইল ॥৪॥

ঐ চন্দ্রকে নয়নগোচর করিয়া শ্রীগৌরচন্দ্রের কোনও এক চতুর সখা চমৎ-কৃতভাবে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। হে নবদ্বীপচন্দ্র! দেখ! দেখ! ইহা কি পূর্ব্বদিগ্বনিতার উর্দ্ধে বিক্ষিপ্ত কিরণরূপ-রজ্জু-সংবদ্ধ মণিময়-স্বর্ণাভরণ প্রকাশ পাইতেছে ॥৫॥

কিম্বা তয়ৈব স্বললাটে সমর্পিতং চন্দন-চিত্রকং। উতাহো তস্যা এবান্তস্থিত-তাম্বূলদল-স্ফটিকমণিময়ঃ সমুদ্গকঃ। কিম্বা বিবাহ-যাত্রাসময়ে ভবন্তং নীরাজয়িতুং তয়া গৃহীতং মধ্যবিরাজীন্দীবরং বরং কাংস্যপাত্রম্ ॥৬॥

আহোস্বিদ্ ভবদ্বিবাহ-মহেক্ষণায় তয়োত্তোলিতং মৃগমদতিলক-ললিতং লপনং। অথবা ভবদ্বিবাহোৎসবশোভার্থং সুরসমুদয়ৈঃ সমুদ্দীপিতোঽয়ং মহাদীপঃ ॥৭॥

কিম্বা ভবদুপযম-মণ্ডপ-মণ্ডনার্থং মরীচিনিসবটী—(৫) নিবদ্ধো বর্ত্তুল-শচন্দ্রাতপো দেবৈরুত্তোল্যতে। অথবা কিমেবং বিতর্ক্যতে স্বয়ং চন্দ্র এব ভবৎ-পরিণয়োৎসবসন্দর্শনায়োদেতি পশ্য পশ্য ॥৮॥

---

(৫) বটী রজ্জুঃ ॥৮॥

কিম্বা ঐ পূর্ব্বদিগ্বধূ-কর্ত্তৃকই নিজললাটে প্রদত্ত চন্দন-তিলক। অথবা অহো! উহারই মধ্যে তাম্বূল-দলযুক্ত-স্ফটিক মণিময় সম্পুট (কৌটা)। কিম্বা বিবাহের জন্য যাত্রাকালে তোমার নীরাজনের নিমিত্ত তৎকর্ত্তৃক গৃহীত মধ্যে নীল কমল-বিরাজিত উত্তম কাংসপাত্র ॥৬॥

অথবা তোমার বিবাহোৎসব দর্শনের জন্য ঐ পূর্ব্বদিগ্বধূ মৃগমদতিলকযুক্ত সুন্দর নিজবদন উত্তোলন করিয়াছে। অথবা তোমার বিবাহোৎসবের শোভার নিমিত্ত দেবতাগণ এই মহাদীপ প্রজ্জ্বালিত করিয়াছে ॥৭॥

কিম্বা তোমার বিবাহমণ্ডপ সজ্জিত করিবার জন্য দেবগণ কিরণরূপ-রজ্জু-বদ্ধ গোলাকার চন্দ্রাতপ উত্তোলন করিতেছে। অথবা আমি এপ্রকার কি বিতর্ক করিতেছি? স্বয়ং চন্দ্রই তোমার পরিণয়োৎসব দর্শনের নিমিত্ত উদিত হইতেছেন। দেখ দেখ! ॥৮॥

নবদ্বীপ-বাসা মনুজ-নিকরা গৌরশশিনো
　　বিবাহায়েদানীমপি কুরুথ কিং নোদ্যমমরে।
ইতীব ক্রোধেনারুণিততনুরুত্তোলিত-করঃ
　　খগধ্বানৈঃ ক্রোশন্নধিকমুদয়ং যাতি শশভৃৎ ॥৯॥

নিধায় বিধু-পারদং নভসি শৈলখল্লে-(৬) হৃশ্বিনৌ
　　সুপর্ব্ব-ভিষজৌ তমো-নিলয়ধূমচূর্ণোৎকরৈঃ (৭)।
বিশুদ্ধিকৃতি-বাঞ্ছয়া প্রকুরুতোঽস্য সংঘর্ষণং
　　চরন্তি খলু তারকানিকরকৈতবাত্তৎকণাঃ ॥১০॥

---

(৬) খল্লঃ ঔষধমর্দ্দনপাত্রম্, (৭) নিলয়ধূমো ঝুল ইতি খ্যাতঃ ॥১০॥

হে নবদ্বীপবাসী মানবগণ! গৌরচন্দ্রের বিবাহের নিমিত্ত তোমরা এখনও উদ্যোগ করিতেছ না কেন? এই বলিয়া যেন শশধর ক্রোধে রক্তবর্ণশরীর হইয়া কর (হস্ত পক্ষে কিরণ) উত্তোলন পূর্ব্বক পক্ষিগণের শব্দ দ্বারা আহ্বান করিতে করিতে উদয় প্রাপ্ত হইতেছেন ॥৯॥

দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় চন্দ্ররূপ–পারদকে আকাশরূপ প্রস্তরময়-খলে রক্ষা করিয়া বিশুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় অন্ধকাররূপ গৃহস্থিত ধূম্রচূর্ণ (ঝুল) সমূহের সঙ্গে উহাকে ঘর্ষণ করিতেছেন। তারকা-সমূহ চ্ছলে তাহারই কণা সকল উত্থিত হইতেছে ॥১০॥

সংপ্রীণয়ন্ কুবলয়ং মৃদুনা করেণ
সংবর্দ্ধয়ন্ স্বজনকং নিতরাং সমুদ্রম্ ।
তারাবলী-ললিতধামধরঃ সুবৃত্তো
বাঢ়ং হরত্যখিললোক-তমাংসি রাজা (৮) ॥১১॥

অয়ং সমালোক্য তবামলং শশো
দ্যুতি ধ্রুবং প্রেপ্সুরমূদৃশীং শশী ।
প্রতিক্ষপং ঘর্ষতি খোপলে তনু-
স্তদীয়চূর্ণান্যুড়বো ভবন্ত্যমূঃ ॥১২॥

---

(৮) কোমলেন কিরণেন কৈরবং প্রীণয়ন্ স্বপিতরং সিন্ধুং বর্দ্ধয়ন্ নক্ষত্রাবল্যা ললিতং ধাম কান্তিং ধরতীতি সঃ সুবর্তুলো রাজা চন্দ্রোঽন্ধকারান্ হন্তি । অথচ অল্পেন করেণ বলিনা (রাজস্বেন) ভূমণ্ডলং প্রীণয়ন্ সমুদ্রং সপরিপাটি স্বজনানাং কং সুখং বর্দ্ধয়ন মুক্তাবল্যা ললিতং ধাম গৃহং ধরতীতি সঃ সুবৃত্তঃ সচ্চরিত্রঃ রাজা জগতামংসি দুঃখানি চাপি দূরীকরোতি ॥১১॥

সুগোল-চন্দ্র কোমলকিরণের দ্বারা কৈরবকে প্রফুল্লিত করিয়া এবং নিজ পিতা সমুদ্রকে অতি বর্দ্ধিত করিয়া তারকাসমূহের দ্বারা সুন্দর কান্তিধারণ করতঃ সমস্ত জগতের অন্ধকার হরণ করিতেছেন ॥ পক্ষে সচ্চরিত্র রাজা অল্প করের (রাজস্বের) দ্বারা ভূমণ্ডলবাসিগণের প্রীতি বিধান করিয়া পরিপাটীর সহিত নিজ-প্রজাবর্গের সুখ বৃদ্ধি করিয়া মুক্তাবলীর দ্বারা শোভিত সুন্দর গৃহে অবস্থান করতঃ সকল লোকের দুঃখ হরণ করিয়া থাকেন ॥১১॥

এই শশধর তোমার নির্ম্মল নখ দেখিয়া ঐ প্রকার কান্তি লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রতি রাত্রিতে আকাশরূপ প্রস্তরে নিজের দেহ ঘর্ষণ করিয়া থাকেন। ঐ নক্ষত্র সমূহ তাহারই চূর্ণ ॥১২॥

বিলোক্য চন্দ্রং তিমিরং পলায়তে
নতভ্রুণাং হ্রীরিব তাবকং মুখম্।
প্রমোদমাপ্নোতি চ কৈরবং ভৃশং
তদীয়চক্ষুর্নিকুরম্বকং যথা ॥১৩॥

অথ শুভবিবাহ-সময়ে সমেয়েতে (৯) শ্রীশচ্যা প্রহিতো হিতো দাসের-সমাজো (১০) রসমাক্রোষমাজো (১১) বিশ্বম্ভরস্য রম্যতমামলঙ্ক্রিয়াং কর্তুমারেভে ॥১৪॥

তেনার্পিতো দিব্যকুসুম্ভ-রঞ্জিতঃ
পটো বভৌ গৌরবপুষ্যলম্ভমাম্।
পাশ্চাত্যভূভৃচ্ছিখরে হিরণ্ময়ে
দিনান্তসন্ধ্যাম্বুদশ্রেণী যথা ॥১৫॥

(৯) [সময়ে ইতে] নিকটে আগতে, (১০) দাসীপুত্রগণঃ, (১১) রসমানন্দং অা অভিব্যাপ্য ওজোয়ং সম্যক্ তুষ্টাস্তারেন বা আক্রঃ গমনং যস্য ॥১৪॥
(১২) শ্রেণী পরম্পরা শ্রেণীত্যর্থঃ ॥১৫॥

তোমার মুখ দেখিয়া রমণীগণের লজ্জা যেরূপ পলায়ন করে সেইরূপ চন্দ্রকে দেখিয়া তিমির পলায়ন করে এবং তাহাদের চক্ষুঃসমূহ যেরূপ আনন্দিত হয়, সেইরূপ কৈরবসকল আনন্দ প্রাপ্ত হয় ॥১৩॥

অতন্তর শুভবিবাহের সময় নিকটবর্ত্তী হইলে শ্রীশচী-কর্ত্তৃক প্রেরিত হিত-কারী দাসীপুত্রগণ পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া অথবা উৎসাহ ভরে গমন করিয়া বিশ্বম্ভরের অতি সুখপ্রদ ভূষণ (বেশ) করিতে আরম্ভ করিল অর্থাৎ যাহাতে তাঁহার পরম সুখদায়ক হয় সেইভাবে তাঁহাকে সাজাইতে লাগিল ॥১৪॥

গৌরের দেহে তাহাদের কর্ত্তৃক অর্পিত দিব্য কুসুম্ভপুষ্প (কুসুমফুল) রঞ্জিত লোহিতবসন স্বর্ণময় পশ্চিমাচলশিখরে দিনান্তে সান্ধ্যমেঘমালার ন্যায় অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল ॥১৫॥

বিচিত্রবর্ণোপলরাজি-মঞ্জুলং
বভৌ পদে তস্য সুবর্ণ-নূপুরম্।
প্রভাতকালাভ্যুদিতার্কমণ্ডলীং
পরিস্পৃশদ্ভ্রাজুপসূর্য্যকং (১৩) যথা॥১৬॥

ককুদ্মতী-(১৪) শোভিনি রক্তবস্ত্রে
হৈমং প্রভোঃ শৃঙ্খলমাবভাসে।
সুমেরু-শৃঙ্গস্থিত-সান্ধ্যমেঘে
বিমুক্তচাঞ্চল্যা-শতহ্রদেব॥১৭॥

শচীসুতস্যোরসি মৌক্তিকস্রক্
সমর্পিতা তৈরধিকং ররাজ।
যথোজ্জ্বলাষ্টাপদ-পট্টমধ্যে (১৫)
শ্রেণীকৃতা পারদবিন্দুরাজী॥১৮॥

(১৩) উপসূর্য্যকং চন্দ্রমণ্ডলম্॥১৬॥

(১৪) ককুদ্মতী কটিদেশঃ॥১৭॥

(১৫) পট্টঃ পেষণপ্রস্তরঃ পীঠো বা॥১৮॥

প্রভাতকালে সমুদিত সূর্য্যমণ্ডলকে স্পর্শ করিয়া চন্দ্রমণ্ডল যেরূপ শোভা-পায়, সেইরূপ তাঁহার চরণযুগলে বিচিত্রবর্ণরত্নরাজিখচিত মনোহর সুবর্ণ-নূপুর শোভা পাইতে লাগিল॥১৬॥

প্রভুর কটিদেশে শোভায়মান-রক্তবস্ত্রে স্বর্ণশৃঙ্খল সুমেরুশৃঙ্গস্থিত-সান্ধ্য-মেঘে নিশ্চল-বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশ পাইলে লাগিল॥১৭॥

শচীসুতের বক্ষঃস্থলে তাহাদের কর্ত্তৃক প্রদত্ত মুক্তামালা উজ্জ্বল-হেমপাট্টের (সোনার পাটা) মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ পারদবিন্দুসমূহের ন্যায় অধিক বিরাজ করিতে লাগিল॥১৮॥

কুসুম্ভরাগোজ্জ্বলমুত্তরীয়ং
বাসস্তদাস্যোরসি শোভতে স্ম।
হিরণ্ময়ান্মন্দরসানুদেশা-
দধোঽরুণাদেব নদী স্রবন্তী। ১৯॥

মল্লীস্রজোরস্থলমস্য দিদ্যুতে
পার্শ্বদ্বয়ে স্বস্য (১৬) বিলম্বমানয়া।
তটীব বৃন্দারক-গেহ-ভূভৃতো (ক)
ধারাদ্বয়েনামরনিম্নগাম্ভসঃ (১৭)॥ ২০॥

রোমালি-সৌরী-(১৮) বরমল্লিমালা
গঙ্গোত্তরাসঙ্গ-(১৯) সরস্বতী চ।
যত্র ব্যরাজন্ত তদা তদীয়ং
বক্ষোঽম্বকার্ষীত্তুদলং প্রয়াগম্॥২১॥

---

(১৬) স্বস্য উরঃস্থলস্য, (ক) সুমেরুপর্ব্বতস্য তটীব, (১৭) সীতালকনন্দেত্যাদিরূপেণ॥২০॥

(১৮) সৌরী যমুনা, (১৯) উত্তরাসঙ্গঃ উত্তরীয়বস্ত্রম্॥২১॥

হিরণ্ময়-মন্দরপর্ব্বতের সানুদেশের নিম্নে প্রবহমাণা রক্তবর্ণা সুরধুনীর ন্যায় তাঁহার বক্ষঃস্থলে কুসুম্ভরাগরঞ্জিত উজ্জ্বল উত্তরীয়বস্ত্র শোভা পাইতে লাগিল॥১৯॥

মন্দাকিনীসলিলের সীতা ও অলকানন্দা নামক দুইটী ধারা দ্বারা দেবগৃহ সুমেরুপর্ব্বতের তটের ন্যায় উভয়পার্শ্বে বিলম্বমান মল্লিকামালা দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল দীপ্তি পাইতে লাগিল॥২০॥

যথায় রোমরাজি যমুনা, উৎকৃষ্ট মল্লিকামালা গঙ্গা এবং উত্তরীয়বস্ত্র সরস্বতী বিরাজ করিতেছিল, তাঁহার সেই বক্ষঃ তখন বহুল পরিমাণে প্রয়াগের অনুকরণ করিয়াছিল॥২১॥

নানামণি স্বর্ণবিচিত্রমাধা-
দ্বিভূষণং কশ্চন তস্য বাহৌ।
জয়াবহাং কাম-গদাং নু মত্বা
ববন্ধ তস্মিঞ্জয়পত্রলেখম্ ॥২২॥
কেয়ূরমিন্দ্রোপলজালযুক্তং
বিভ্রত্তদা তস্য করো ররাজ।
যথারুণং ভানুকর-প্রফুল্লং
মধুব্রত-ব্রাতবৃতং সরোজম্ ॥২৩॥
তস্যার্পিতাঙ্গুলিদলে গরুড়োপলাঢ্যা (২০)
হৈম্যূর্মিকা (ক) তস্য রুচি-নিহ্নুত-হেমভাগা।
তস্যাপ্যতোপমিতিমভ্রমতা (২১) মিতোহলি-
শ্চেজ্জাতু বাসমকরিষ্যত গন্ধফল্যাম্ (২২) ॥ ২৪ ॥

(২০) মরকতমণিযুক্তা, (ক) হৈমী স্বর্ণময়ী ঊর্মিকা অঙ্গুরীয়কং, (২১) অভ্রমতাং অচঞ্চলত্বাং, (২২) চম্পক-কলিকায়াম্ ॥২৪॥

কোনও একদাস তাঁহার বাহুতে নানা প্রকার মণি ও স্বর্ণ দ্বারা বিচিত্র অলঙ্কার প্রদান করিয়াছিল। বোধ হয়, ঐ বাহুকে জয়শীল কামের গদা মনে করিয়া তাহাতে লিখিত জয়পত্র বন্ধন করিয়া দিয়াছিল ॥২২॥

ইন্দ্রনীলমণি শ্রেণীযুক্ত কেয়ূর ধারণ করিয়া তাঁহার কর তখন সূর্য্য-কিরণে প্রফুল্ল মধুকরগণ পরিবেষ্টিত রক্তকমলের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল ॥২৩॥

মরকতমণিময় স্বর্ণাঙ্গুরীয়ক তাঁহার অঙ্গুলিদলে অর্পণ করিলে ঐ অঙ্গুলির কান্তিতে তাহার (অঙ্গুরীর) স্বর্ণভাগ বিলুপ্ত হইয়াছিল। ভ্রমর যদি কখনও অচঞ্চল হইয়া চম্পককলিকাতে বাস করিত, তাহা হইলে তাহার উপমা প্রাপ্ত হইত ॥২৪॥

কর্ণদ্বয়ে মকরকুণ্ডলযুগ্মমগ্র্যং
তস্যার্পিতং পরিবিলম্বিতমাররাজ।
অভ্যাঞ্চিতং রুচির-হেমসরোজপত্র-
দ্বয্যা ধ্বজদ্বয়মিবাসমবাণ-রত্যোঃ (২৩) ॥২৫॥
তস্য মূর্দ্ধি, মুকুটং তদার্পিতং
নৈককোটিঘটিতং বভৌতমাম্।
পূর্ব্বগোত্র-শিখরে হিরণ্ময়ে
কীর্ণরশ্মি-(২৪) শশিমণ্ডলং যথা ॥২৬॥
নাসিকামনু তদাস্য চিত্রকং
চন্দনেন হরিমন্দিরাখ্যকম্।
কেনচিদ্ ব্যরচি পুষ্পধন্বনো
দিব্যশক্তিরিব (২৫) ধৈর্য্যভেদিনী ॥২৭॥

---

(২৩) অসমবাণরত্যোঃ কামরত্যোঃ ॥২৫॥
(২৪) মুকুটাগ্রাণাং রশ্মিভিঃ সাম্যম্ ॥২৬॥
(২৫ যমধার ইতি খ্যাতঃ ॥২৭॥

তাঁহার কর্ণদ্বয়ে অর্পিত শ্রেষ্ঠ উৎকৃষ্ট মকর-কুণ্ডল-যুগল দোদুল্যমান হইয়া মনোহর স্বর্ণ-কমলের দুইটী পত্রভূষিত মদন ও রতির ধ্বজার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥২৫॥

অনন্তর তাঁহার মস্তকে অনেকাগ্র-বিশিষ্ট মুকুট অর্পণ করিলে তাহা স্বর্ণময় পূর্ব্বগিরি-শিখরে রশ্মি-বিকীরণকারী চন্দ্র-মণ্ডলের ন্যায় অত্যধিক শোভা পাইতে লাগিল ॥২৬॥

অতঃপর কোনও দাস তাঁহার নাসিকায় চন্দনের দ্বারা পুষ্পধন্বা কন্দর্পের ধৈর্য্যনাশী দিব্যশক্তি-নামক অস্ত্রের ন্যায় হরিমন্দিরাখ্য তিলক-রচনা করিয়া দিল ॥২৭॥

তস্য চন্দনরসেন কল্পিতা
পত্রভঙ্গীরলিকে তদা বভৌ।
অষ্টমীতিথি-শশাঙ্কমণ্ডল-
ক্রোড়মধ্যগত-তারকালিবৎ ॥২৮॥
ভঙ্গিচ্ছিদাভির্মলয়োদ্ভব-দ্রবৈঃ
সুচর্চ্চিতা তস্য তনূরশোভত।
সুচিত্রিতং রূপ্যরসেন নৈকধা (২৬)
হিরণ্ময়ং দেবকুলং (২৭) বরং যথা ॥২৯॥
তনুর্নিসর্গেণ মনোহরা প্রভোঃ
সুবর্ণরত্নাভরণৈর্বভাবলম্।
স্রক্‌চন্দনোদ্ভূত-রসৈরলন্তরাং
নবানুরাগেণ ততোঽপ্যলন্তমাম্ ॥৩০॥

---

(২৬) অনেকধা, (২৭) দেবদেহং প্রতিমা ইত্যর্থঃ ।২৯।

তদনন্তর তাঁহার ললাটে চন্দনের দ্বারা রচিত-পত্রাবলী অষ্টমীতিথির চন্দ্রমণ্ডলের অঙ্ক-মধ্যস্থিত তারকা-শ্রেণীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥২৮॥

পত্রাবলী রচনা ও চন্দনরসের দ্বারা সুচর্চ্চিত তাঁহার কলেবর তখন রজত-রসের দ্বারা অনেক প্রকারে সুচিত্রিত শ্রেষ্ঠ সুবর্ণময় দেব-প্রতিমার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥২৯॥

প্রভুর শরীর স্বভাবতঃ মনোহর ; সুবর্ণ ও রত্নাভরণ সকলের দ্বারা তাঁহার ততোধিক শোভা পাইতে লাগিল। তাহাতে আবার মাল্য ও চন্দন-রসের দ্বারা তাহা আরও শোভা বিস্তার করিতে লাগিল এবং তাহাতে নবানুরাগের দ্বারা তাহা তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে শোভা পাইতেছিল ॥৩০॥

এবং শ্রীবল্লভাচার্য্যসদনে চার্য্যসদনেকসখী–সমুদায়েন (২৮) সমুদাহৃয়েন (২৯) ললিতেন কলিতেন (৩০) কল্যাণকরণেনাভরণেনাভয়োজ্জ্বলেন চন্দনেনা-নন্দনেনানঙ্গোদ্দীপনেন কুঙ্কুমাদিনা মাদিনা বসনেন চ লক্ষ্মীরলঙ্কৃতে ॥৩১॥

মাল্যার্পণানেহসি গৌরসুন্দরে
রুন্ধ্যাঃ কিমেতে কুটিলা ভুজং তব।
অতো নিবধ্নামি গুণৈরিমানিতি
প্রবেদ্য কাচিন্নিববন্ধ কুন্তলান্ ॥৩২॥

কেশে নিবদ্ধে প্রণয়েন বেণী-
কৃত্যার্পিতঃ কুন্দজ-গর্ভকোহভাৎ (৩১)
আবর্ত্তমধ্যে হরিদশ্বজায়াঃ (৩২)
শ্রেণীব শুক্লচ্ছদ-বিষ্কিরাণাম্ (৩৩) ॥৩৩॥

(২৮) অথ্যাঃ শ্রেষ্ঠাঃ সত্যঃ সাধ্ব্যঃ অনেকাশ্চ যাঃ সখ্যস্তাসাং বৃন্দেন। (২৯) সমুদা সানন্দেন অয়েন শুভাবহ বিধিনা ললিতেন, (৩০) গৃহীতেন ॥৩১॥

(৩১) গর্ভকঃ কেশমধ্যমাল্যং, (৩২) যমুনায়াঃ, (৩৩) শ্বেতপক্ষ-রাজহংসানাম্ ॥৩৩॥

এই প্রকারে শ্রীবল্লভাচার্য্যের ভবনেও অনেক শ্রেষ্ঠা ও সাধ্বী সখীমণ্ডলী সানন্দে সুন্দর শুভাবহ-বিধানে কল্যাণকর ও উজ্জ্বল-প্রভাসম্পন্ন আভরণ, আনন্দ-দায়ক চন্দন, অনঙ্গোদ্দীপক কুঙ্কুমাদি ও মত্ততাজনক অথবা সুখকর বসন গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা লক্ষ্মীকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন ॥৩১॥

গৌরসুন্দরকে মাল্যপ্রদানকালে এই কুটিল-কুন্তল-সমূহ কি তোমার বাহুকে রুদ্ধ করিবে? সুতরাং আমি ইহাদিগকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া দিতেছি—এই কথা জানাইয়া কোনও সখী তাঁহার কেশ-কলাপ বন্ধন করিয়াদিলেন ॥৩২॥

প্রণয়-পূর্ব্বক্ বেণী–রচনা করতঃ কেশ বন্ধন করিয়া তাহাতে কুন্দ-পুষ্পের মালা অর্পণ করিলে ঐ মালা তখন যমুনার আবর্ত্ত-মধ্যে শ্বেতপক্ষবিশিষ্ট রাজহংসশ্রেণীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥৩৩॥

কেশান্ধকারালিক-চন্দ্রখণ্ডয়ো-
র্বিবাদ-ভঙ্গায় কিমন্তরে তয়োঃ।
তস্যাং (৩৪) শ্রুতিপ্রান্ত-বিসারি সন্দধে
সুবর্ণ-মুক্তাভরণং কয়াচন ॥৩৪॥

সীমন্তাভরণস্য মৌক্তিক-ততিঃ কেশাদধো লম্বতে
তস্যাঃ স্মেতি বদন্তি কেচন জনা যত্তন্ন সত্যং ভবেৎ।
সত্যন্ত্বেতদদো মুখং (৩৫) সিতরুচিং মত্বা গরীতুং নিজং
ব্যাদায়াননমাগতস্য তমসো (৩৬) দন্তালিরাভাসতে ॥৩৫॥

বিদ্যুৎ স্থিরা যদি ভবেন্নবনীরদান্তে
তস্যাস্ত্বধো যদি ঘনোদয়তে ভ-পঙ্‌ক্তিঃ (৩৭)।
সীমন্তবর্ত্তিপরিলম্বিত-মুক্তমস্যা (৩৮)
হৈমং তদোপমিতিমেতি বিভূষণং তৎ ॥৩৬॥

---

(৩৪) তস্যাং লক্ষ্ম্যাং ॥৩৪॥

(৩৫) লক্ষ্মীমুখং, (৩৬) তমসঃ রাহোঃ ॥৩৫॥

(৩৭) ভ-পংক্তিঃ নক্ষত্রশ্রেণী, (৩৮) পরিলম্বিতা মুক্তা যত্র ॥৩৬॥

লক্ষ্মীর কেশরূপ অন্ধকার ও ললাটরূপ চন্দ্রখণ্ড উভয়ের বিবাদ ভঞ্জনের নিমিত্ত কি তাহাদের মধ্যে কোনও সখী কর্ণপ্রান্তবিস্তারি সুবর্ণময় মুক্তাভরণ প্রদান করিতেছিলেন ॥৩৪॥

কোন কোন ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, তাঁহার সীমন্ত-ভূষণের মুক্তাসমূহ কেশের অধোভাগে লম্বমান ছিল ; তাহা সত্য নহে। পরন্তু ইহাই সত্য যে, তাঁহার বদনকে চন্দ্র মনে করিয়া নিজমুখ ব্যাদান পূর্ব্বক গ্রাস করিবার জন্য আগত রাহুর দন্ত-সকল প্রকাশ পাইতেছিল ॥৩৫॥

নবীন-মেঘ-মধ্যে যদি বিদ্যুৎ স্থির হইয়া থাকে তাহার নিম্নে যদি নিবিড় নক্ষত্র-মালা উদিত হয়, তবে তাহা সীমন্তস্থিত-লম্বমান মুক্তাবিশিষ্ট সেই স্বর্ণাভরণের উপমা প্রাপ্ত হয় ॥৩৬॥

তস্যা মুখে নূতন-পীতনেন (৩৯)
লিলেখ কাচিদ্ বহুপত্রভঙ্গীঃ।
মত্বা তদাস্যং কনকাম্বুজং কিং
ন্যবিক্ষতাস্মিন্মধুমক্ষিকৌঘঃ ॥৩৭॥

প্রপাস্যথো গৌরবিধোর্বচো যুবাং
ততো ভাবত্বথঃ কর্ণপুটে বিভূষণম্।
ইতীরয়িত্বা সহসাননা সখী
ন্যধাত্তয়োঃ কাঞ্চন-কুণ্ডলদ্বয়ম্ ॥৩৮॥

গৌরস্য দৃষ্টিসময়েঽস্রু যদি ক্ষরেতাং
দৃষ্টী তদা মম সখী হ্রিয়মাপস্যতীতি।
উক্ত্বাপরালিরকরোৎ শুচিসিন্ধু-পঙ্ক-
সৎকজ্জলস্য (৪০) কিমু তত্র সুরেখয়ালিম্ (৪১) ॥৩৯॥

(৩৯) নবীনকুঙ্কুমেন ॥৩৭॥

(৪০) শৃঙ্গার-সমুদ্র-পঙ্করূপো যঃ সৎকজ্জলঃ, (৪১) তত্র দৃষ্ট্যোঃ আলিং সেতুম ॥৩৯॥

কোনও সখী তাঁহার মুখে নূতন-কুঙ্কুমের দ্বারা বহুপত্রাবলী লিখন করিয়াদিলেন। তাঁহার মুখখানিকে স্বর্ণকমল মনে করিয়া কি তাহাতে মধু-মক্ষিকা-শ্রেণী প্রবেশ করিতেছিল ॥৩৭॥

হে কর্ণপুটদ্বয়! তোমরা গৌরবিধুর বচনামৃত পান করিবে। সেইহেতু তোমাদিগকে ভূষিত করা উচিত। এই কথা বলিয়া সহাস্য-বদনা কোনও সখী সেই-কর্ণদ্বয়ে দুইটী স্বর্ণকুণ্ডল পরাইয়া দিয়াছিলেন ॥৩৮॥

গৌরকে দর্শন করিবার সময়ে যদি নয়ন-যুগল (আনন্দজনিত) অশ্রুমোচন করে, তাহা হইলে আমার সখী লজ্জা প্রাপ্ত হইবে—এই বলিয়া অপর কোনও সখী কি শৃঙ্গার-সমুদ্রের পঙ্করূপ সুন্দর কজ্জলের মনোজ্ঞ রেখা দ্বারা ঐ নেত্রদ্বয়ে সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ॥৩৯॥

নাসেঽসি গৌরস্য মুখারবিন্দং
ঘ্রাস্যস্যতস্ত্বাং বহুভূষয়েয়ম্।
ইতি ব্রুবাণা তিলকং সুচারু
মুক্তাঞ্চ তস্যামপরা দধার॥৪০॥

রক্তো যথা ত্বমসি তস্য তথাঽধরোঽপি
তস্মান্ন শক্ষ্যসি বিজেতুমমুং কথঞ্চিৎ।
তদ্‌যাবকেন দশনচ্ছদ! রঞ্জয়ানি
ত্বামিত্যুদীর্য্য লিলিপেঽপরয়া স তেন॥৪১॥

কণ্ঠস্বনেন ভবতো ননু গৌরচন্দ্র
স্তোষং সমেষ্যতি যথেষ্টমতো ভবন্তম্।
অভ্যার্চ্চয়ানি বহুধেতি নিগদ্য কাচিদ্
গ্রৈবেয়কাদি-মণিভূষণমাদধেঽত্র॥৪২॥

হে নাসিকে! তুমি গৌরের মুখারবিন্দ আঘ্রাণ করিবে। অতএব আমি তোমাকে প্রচুর পরিমাণে বিভূষিত করিব—এই কথা বলিয়া অন্য কোনও সখী তাঁহার সেই নাসিকায় সুচারু-তিলক ও মুক্তা ধারণ করাইয়া দিলেন॥৪০॥

হে অধর! তুমি যেমন রক্তবর্ণ, বিশ্বম্ভরের অধরও সেইরূপ রক্তবর্ণ। সুতরাং তুমি কোনও প্রকারে তাঁহার ঐ অধরকে জয় করিতে পারিবে না। অতএব আমি তোমাকে যাবকের দ্বারা রঞ্জিত করিব—এই বলিয়া অপর কোনও সখী তাঁহার সেই অধরকে যাবকের দ্বারা লিপ্ত করিয়াছিলেন॥৪১॥

হে কণ্ঠ! তোমার শব্দে গৌরচন্দ্র যথেষ্ট সন্তোষ লাভ করিবেন, এইজন্য আমি তোমাকে বহু-প্রকারে অর্চ্চনা করিব—এই কথা বলিয়া কোনও সখী তাঁহার কণ্ঠে কণ্ঠহার প্রভৃতি মণিময় অলঙ্কার প্রদান করিয়াছিলেন॥৪২॥

তস্যা স্তনৌ চন্দন-পত্রভঙ্গ্যা
মাল্যৈশ্চ দত্তৈর্ব্বয়স্যয়া কয়াচিৎ।
গৌরস্য হৃন্মন্দির-বেশনার্থং
কিং স্থাপিতৌ কানকপূর্ণকুম্ভৌ ॥৪৩॥
উরোজয়োর্ম্মধ্যবিলম্বিনিষ্কং
চন্দ্রাশ্মক্‌প্তং বিররাজ তস্যাঃ।
পূর্ব্বাদ্রি-শৃঙ্গদ্বয়-মধ্যবর্ত্তী
নিষ্কলঙ্কনঃ পূর্ণকলঃ শশীব ॥৪৪॥
সখ্যার্পিতা বক্ষসি তর্হি তস্যা
গুরুপ্রভাঢ্যে (৪২) সুরবর্ত্মনীব।
মধ্যস্থলোল্লাসি-সুধাংশুকান্তা (৪৩)
নক্ষত্রমালা (৪৪) নিতরাং দিদীপে ॥৪৫॥

(৪২) গুর্ব্ব্যা প্রভয়া আঢ্যে পক্ষে বৃহস্পতি-প্রভয়া আঢ্যে, (৪৩) মধ্যস্থলে উল্লাসী চন্দ্রকান্তমণির্যস্যাঃ, পক্ষে মধ্যস্থলোল্লাসিনা চন্দ্রেন কান্তা, (৩৪) নক্ষত্রমালা সপ্তবিংশতিমৌক্তিকহারঃ, নক্ষত্র-শ্রেণী চ ।৪৫॥

তাঁহার স্তনদ্বয় চন্দনাঙ্কিত পত্রভঙ্গি এবং কোনও সখী-কর্ত্তৃক প্রদত্তমাল্য সকলের দ্বারা গৌরের হৃদয়মন্দিরে প্রবেশের নিমিত্ত স্থাপিত দুইটী স্বর্ণময় পূর্ণ-কুম্ভরূপে কি শোভা পাইতেছিল ? ॥৪৩॥

তাঁহার স্তনদ্বয়ের মধ্যে বিলম্বমান চন্দ্রকান্তমণি-রচিত নিষ্ক (পদক) পূর্ব্বা-চলের শৃঙ্গদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী পূর্ণকলা-বিশিষ্ট নিষ্কলঙ্ক-চন্দ্রের ন্যায় বিরাজ করিতে-ছিল ॥৪৪॥

বৃহস্পতির প্রভাযুক্ত অন্তরীক্ষের মধ্যস্থলে শোভমান চন্দ্রের দ্বারা রমণীয় নক্ষত্র-মণ্ডলীর ন্যায় তখন অত্যুজ্জ্বল প্রভাযুক্ত লক্ষ্মার বক্ষঃস্থলে সখী-কর্ত্তৃক প্রদত্ত মধ্যস্থলে চন্দ্রকান্ত মণিদ্বারা শোভমান নক্ষত্রমালা-নামক (সপ্তবিংশতি মুক্তারচিত) হার অতিশয় দীপ্তি পাইতে লাগিল ॥৪৫॥

কয়াপি সখ্যা নিহিতস্তদাস্যা
বক্ষস্থ্যনর্ঘঃ শতযষ্টিহারঃ (৪৫)।
অধো বিসারী স্মিতশুভ্রকান্তে-
র্গভস্তি-সন্দোহ (৪৬) ইব ব্যরাজীৎ ॥৪৬॥

বাহূ! যুবাং দুর্ল্লভ-ভাগ্যভাজৌ
গৌরস্য কণ্ঠং স্পৃশথঃ পুরা (৪৭) যৎ।
ততোঽর্চ্চয়ানীতি নিগদ্য কাচিৎ
সুবর্ণকেয়ূরমধত্ত তত্র ॥৪৭॥

মাল্যপ্রদানাবসরে কথঞ্চিৎ
করৌ যুবাং মা কুরুতং বিলম্বম্।
তদর্থমুৎকোচমিমং সদানী-
ত্যুক্ত্বাঙ্গদং তত্র যুযোজ কাচিৎ ॥৪৮॥

---

(৪৫) তন্নামকহার-বিশেষঃ, শতলতিকহারঃ, (৪৬) স্মিতচন্দ্রস্য কিরণসমূহ ইব ॥৪৬॥
(৪৭) পুরা প্রস্পৃশথঃ স্রাগ্ঃ ॥৪৭॥

অনন্তর তাঁহার বক্ষে কোনও সখী-কর্ত্তৃক প্রদত্ত মহামূল্য শতযষ্টি-নামক-হার নিম্নে বিস্তারশীল মৃদুহাস্যরূপ সুধাংশুর কিরণ-সমূহের ন্যায় বিরাজ করিতে-ছিল ॥৪৬॥

হে বাহুদ্বয়! তোমরা উভয়ে দুর্ল্লভ-ভাগ্যশালী, যেহেতু তোমরা গৌরের কণ্ঠ স্পর্শ করিবে। অতএব আমি তোমাদিগকে অর্চ্চনা করিব— এই কথা বলিয়া কোনও সখী তাঁহার সেই বাহুদ্বয়ে সুবর্ণ-কেয়ূর প্রদান করিয়াছিলেন ॥৪৭॥

হে কর যুগল! মাল্যপ্রদানকালে তোমরা কোনও প্রকারে বিলম্ব করিও না। সেইজন্য আমি তোমাদিগকে এই উৎকোচ (ঘুষ) দিতেছি— এই কথা বলিয়া কোনও সখী তাঁহার সেই বাহুদ্বয়ে অঙ্গদ (বালা) যুক্ত করিয়া দিলেন ॥৪৮॥

দৌরাত্ম্যং কিমিদং বিধের্ম্মম (৪৮) তথা বেদস্য যস্মাদহং
দাস্যন্তীং তিলকং শচীতনুভবে ত্যক্ত্বা কনিষ্ঠামিমাম্।
কুর্ব্বীয়ালমনামিকামিতি (৪৯) বদন্ত্যন্যা সখী কানকীং
রত্নেণোজ্জ্বলিতামমুত্র নিদধে মন্দস্মিতাস্যোর্ম্মিকাম্ ॥৪৯॥

সখ্যার্পিতং লোহিত-বাসসোর্যুগং
সংচ্ছাদ্য তস্যাস্তনুমত্যশোভত।
বিবাহ-নৈকট্যমহেন বর্দ্ধিতো
মন্যেঽনুরাগোঽন্তরমান্ বহির্গতঃ (৫০) ॥৫০॥

ত্বামর্পয়ামি রসনে বর-পার্শ্বযাত্রা-
কালে কুরুষ্ব মৃদুনাদমিতীরয়ন্তী।

(৪৮) মম বিধেরদৃষ্টস্য বেদস্য বিধেরাজ্ঞায়াঃ অনামিকায়ামঙ্গুরীয়কং ধার্য্যমিত্যেবং রূপায়াঃ।

(৪৯) অলং কুর্ব্বীয় ভূষয়েয়ং, ঊর্ম্মিকামঙ্গুরীয়কম্ ॥৪৯॥

(৫০) অন্তঃ হৃদয়ে অমান্ পরিমাণং অপ্রাপ্নুবন্ ॥৫০॥

আমার অদৃষ্টের এবং বেদবিধির এ কি দৌরাত্ম্য যে, শচীনন্দনকে তিলক প্রদানকারিণী এই কনিষ্ঠা অঙ্গুলীকে ত্যাগ করিয়া আমি অনামিকাকে অলঙ্কৃত করিব—এই কথা বলিতে বলিতে অন্য কোনও সখী মৃদুহাস্যযুক্ত-বদনে তাঁহার সেই অনামিকা অঙ্গুলীতে হীরকের দ্বারা উজ্জ্বল স্বর্ণাঙ্গুরী প্রদান করিলেন ॥৪৯॥

কোনও সখীকর্ত্তৃক অর্পিত রক্তবর্ণবসনযুগল তাঁহার শরীর আচ্ছাদন করিয়া অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিল। মনে হয়, বিবাহ নিকটবর্ত্তী হওয়ায় আনন্দে অনুরাগ বর্দ্ধিত হইয়া হৃদয়ে স্থান না পাইয়া বহির্গত হইয়াছিল ॥৫০॥

হে রসনে (চন্দ্রহার)! বরের পার্শ্বে যাত্রাকালে তুমি মৃদু শব্দ করিও এই আমি তোমাকে অর্পণ করিতেছি—অন্য কোনও সখী এই কথা বলিলে

লক্ষ্ম্যা কটাক্ষ-বিশিখৈরভিতাড়িতাস্যা
তামাববন্ধ হসিতাস্যমদো নিতম্বে ॥৫১॥

পদে যুবাং নূপুর-হংসকাদিভি-
র্বিভূষয়েয়ং বরপার্শ্ব সঙ্গমে।
যুবাং বিলম্বং কুরুতং নহীতি কা-
প্যভিব্রুবাণা খলু তে ব্যভূষয়ৎ ॥৫২॥

লাক্ষারসালিচরণেঽত্র সমর্প্যসে ত্ব-
মস্যেব (৫১) তস্য বহু বর্দ্ধয়িতাসি রাগম্।
এবং নিগদ্য দদতীং তমমুত্র লক্ষ্মী-
লীলাম্বুজেন সমতাড়য়দালিমেকাম্ ॥৫৩॥

(৫১) অস্য আলিচরণস্য রাগং রক্তিমানমিব, তস্য গৌরস্য রাগম্ অনুরাগম্ ॥৫৩.

লক্ষ্মী তাহাকে কটাক্ষ-বাণের দ্বারা তাড়না করিলেন। তখন ঐ সখী সহাস্য-বদনে তাঁহার নিতম্বে চন্দ্রহার বন্ধন করিয়াছিলেন ॥৫১॥

হে পদদ্বয়! আমি তোমাদিগকে নূপুর, হংসকপ্রভৃতি অলঙ্কারের দ্বারা ভূষিত করিতেছি। তোমরা বরের পার্শ্বে গমন বিষয়ে বিলম্ব করিও না—কোনও সখী এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার চরণযুগল বিভূষিত করিয়াছিলেন ॥৫২॥

হে লাক্ষারস (আলতা)! আমি তোমাকে সখীর এই চরণে প্রদান করিতেছি। তুমি এই চরণের রাগের (রক্তিমার) ন্যায় গৌরের রাগকে (অনুরাগকে) অতিশয় বৃদ্ধি করিবে। এই কথা বলিয়া কোনও এক সখী লক্ষ্মীর চরণে লাক্ষারস প্রদান করিতে লাগিলে লক্ষ্মী লীলাকমলের দ্বারা তাহাকে তাড়না করিলেন ॥৫৩॥

সা চ তয়া তড়িতা তামুবাচ—সখি! নিজকার্য্যে পণ্ডিতাসি, যস্মাদেতাবন্তং কালং নানাবিধা সঙ্গিতান্যাচরিতবতীরন্যাঃ সখীর্ন তাড়িতবত্যসি, ইদানীন্তু নিষ্পন্ন-বেষা যথার্থ-ভাষিণীমপি মাং তাড়য়সি ॥৫৪॥

অন্যা সহাসমাহস্ম—সখি! প্রিয়সখীয়ং ত্বাং ন তাড়য়তি, কিন্তু প্রীত্যা পূজয়তীতি।' তচ্ছ্রুত্বা বক্রীকৃতভ্রূর্লক্ষ্মীস্তামবলোকয়ামাস ॥৫৫॥

ততঃ সোবাচ—'প্রিয়সখি! সর্ব্বাভ্যো যৎ ক্রুদ্ধ্যসি, তেনানুমীয়তেঽস্মাভিঃ কল্পিতো বেশস্তুভ্যং ন রোচতে, ততোঽত্র দর্পণে দৃষ্ট্বাদিশ, যো যো বেশো মনোহরো ন ভূতস্তং তং পুনঃ সম্পাদয়িষ্যাম' ইতি ব্রুবাণা তদগ্রতো দর্পণমর্পয়ামাস ॥৫৬॥

লক্ষ্মীস্তু তত্রাত্মানমালোক্য গৌরযোগ্যং মত্বা পরমানন্দমবাপ।

সেই সখী লক্ষ্মী-কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া তাহাকে বলিলেন—সখি! তুমি নিজকার্য্যে পণ্ডিতা! যে হেতু এতসময় পর্য্যন্ত অন্যান্য সখীগণ নানা প্রকার ইঙ্গিত করিতেছিল, কিন্তু তুমি তাহাদিগকে তাড়না কর নাই। এক্ষণে বেশ নিষ্পন্ন হইয়াছে, আর আমি যথার্থ বলিলেও তুমি আমাকে তাড়না করিতেছ ॥৫৪॥

অন্য এক সখী সহাস্যে বলিলেন—সখি! এই প্রিয়সখী তোমাকে তাড়না করিতেছেন না, কিন্তু প্রীতির সহিত পূজা করিতেছেন। তাহা শুনিয়া লক্ষ্মী ভ্রূ বক্র করিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন ॥৫৫॥

অনন্তর সেই সখী বলিলেন—প্রিয়সখি! তুমি সকলের প্রতি যে ক্রোধ করিতেছ, তাহাতে অনুমান হইতেছে যে, আমাদের রচিত বেশ তোমার রুচিকর হইতেছে না। অতএব এই দর্পণে দেখিয়া বল—যে যে বেশ মনোহর হয় নাই, আমরা পুনরায় সেই সেই বেশ সম্পাদন করি—এই কথা বলিয়া তাঁহার সম্মুখে দর্পণ অর্পণ করিলেন ॥৫৬॥

সা লোকবর্ত্তিযুবতী-নিকুরম্বমৌলি-
নির্দূষণানি সুষমাণি (৫২) বিভূষণানি।
সখ্যশ্চ বেশরচনা-পরমপ্রবীণা-
স্তস্মাৎ কথং ন হি ভবেৎ সুষমা বিচিত্রা ॥৫৭॥

অথ শুভযাত্রা-সময়ে সমুপস্থিতে শ্রীবিশ্বম্ভরো দামোদরায়ামোদরায়াতিশ্রদ্ধয়া নমস্কৃত্য মাতরং মান্যানন্যানপি প্রণম্য তয়া তৈশ্চ কৃত-মঙ্গলাচরণো বধূতর্তৌ ধূততৌর্য্যত্রিকনাদমদং (৫৩) মঙ্গলনাদং কুর্ব্বত্যাং চতুর্দ্দোলীমারুরোহ ॥৫৮॥

যা খলু-

দাহোত্তীর্ণ-সুবর্ণপত্রজটিতা রক্তাবদাতা সিতৈ-
রত্নৌঘৈঃ খচিতা মনোহরতরৈ স্তম্ভৈরনল্প-যুর্তা।

(৫২) সুন্দরাণি ॥৫৭॥
(৫৩) ধূতঃ দূরীকৃতস্তৌর্য্যত্রিক নাদস্য বাদ্যাদিশব্দস্য মদো যেন তথাভূতম্ ॥৫৮॥
(৫৪) গন্তুঃ উপধানং, বিতানং চন্দ্রাতপঃ ॥৫৯॥

লক্ষ্মী তাহাতে নিজ-অঙ্গ দর্শন করিয়া তাহা গৌরের যোগ্য মনে করতঃ পরমানন্দ লাভ করিলেন। তিনি ভুবনমধ্যবর্ত্তী যুবতীগণের শিরোমণি। ভূষণসমূহও (অথবা ভূষণ-কর্ম্ম) নির্দ্দোষ ও অতিসুন্দর। সখীগণও বেশ রচনায় পরম প্রবীণা। সুতরাং বিচিত্র শোভা হইবে না কেন ? ॥৫৭॥

অনন্তর শুভযাত্রার সময় উপস্থিত হইলে শ্রীবিশ্বম্ভর অতি শ্রদ্ধার সহিত আনন্দদাতা দামোদরকে নমস্কার এবং জননী ও অন্যান্য মান্যবর্গকে প্রণাম করিলেন। তাঁহারা সকলে তাঁহার মঙ্গলাচরণ করিলেন। অতঃপর বধূগণ নৃত্যগীত বাদ্যধ্বণির গর্ব্বহরণকারী অর্থাৎ অতি তুমুল মঙ্গলধ্বনি করিতে লাগিলে তিনি চতুর্দ্দোলায় আরোহণ করিলেন ॥৫৮॥

যে দোলাটী দাহোত্থিত বিশুদ্ধ সুবর্ণের পত্র (পাত) দ্বারা মণ্ডিত, রক্ত, শ্বেত ও নীলবর্ণ রত্নসমূহের দ্বারা খচিত, অতিসুন্দর বহুস্তম্ভযুক্ত, দ্বাদশ-দ্বার-বিশিষ্ট-উজ্জ্বল, তূলী, (তুলারগদী) উপাধান ও চন্দ্রাতপের দ্বারা অতিমনোহর

দ্বারদ্বাদশকোজ্জ্বলা সুদধতী মূর্দ্ধ্না পতাকাং বরাং
ভূলী-গণ্ডু-(৫৪)-বিতান-মঞ্জুলতমা রেজে বিমানং যথা ॥৫৯॥

ততশ্চ শিবিকাবাহ-পুরুষৈস্তস্যাং চতুর্দ্দোল্যাং স্কন্ধে সমারোপিতায়াং—

শ্রীগৌরদেব-সুষমা-লসদন্তরায়া-
স্তস্যা দিশো নিজরুচা পরিমণ্ডয়ন্ত্যাঃ।
আসীদ্বিমান-বিততেঃ খলু যো বিশেষো-
ঽভোগামিতা শমমবিন্দত সোঽপ্যশেষম্ (৫৫) ॥৬০॥

যানং সমারুহ্য বরং বিমানং
প্রোল্লাসয়ন্ কৌমুদমাত্মরুচ্যা (৫৬)।
গৌরো (৫৭) নবদ্বীপপুরেঽম্বরে চ
প্রকাশিতামাপ তদা সমানম্ ॥৬১॥

---

(৫৫) তস্যাঃ সকাশাদ্ বিমানানাং আকাশগামিতারূপো যো বিশেষঃ আসীৎ, সোঽপি নিবৃত্তিং প্রাপ।৬০।

(৫৬) কৌ পৃথিব্যাং মুদং, পক্ষে কৌমুদং কুমুদ-সমূহং (৫৭) গৌরো বিশ্বম্ভরঃ, অম্বরে আকাশে গৌরশ্চন্দ্রঃ।৬১॥

এবং শীর্ষদেশে উৎকৃষ্ট পতাকাধারণ করিয়া বিমানের (দেবরথের) ন্যায় বিরাজ করিতেছিল ॥৫৯॥

অনন্তর বিশিকাবাহক-পুরুষগণ সেই চতুর্দ্দোলাটী স্কন্ধে তুলিয়া লইলে—তাহার মধ্যভাগ শ্রীগৌরদেবের সৌন্দর্য্যে শোভা পাইতেছিল এবং উহা নিজ কান্তিতে দিকসকল বিভূষিত করিতেছিল। উহা হইতে বিমানসমূহের আকাশ-গামিতারূপ যে পার্থক্য ছিল, তখন তাহাও সর্ব্বাংশে দূর হইয়াছিল ॥৬০॥

তখন উত্তম বিমান (দোলা পক্ষে দেবরথ) রূপ যান আরোহণ করিয়া এবং নিজ-দীপ্তিতে কৌমুদকে (জগদ্বাসীজনের আনন্দকে পক্ষে কুমুদসমূহকে) উল্লাসিত করিয়া গৌর (বিশ্বম্ভর পক্ষে চন্দ্র) নবদ্বীপপুরে ও আকাশে সমানভাবে প্রকাশ পাইলেন ॥৬১॥

শ্যামেষু দণ্ডেষু নিবদ্ধ্যমানা-
স্তদা চলন্তি স্ম পুরঃ পতাকাঃ।
উত্তোল্য বাহূন্ ধরণিঃ করৈঃ কিং
পশ্চাৎস্থিতানাং কুরুতে স্ম হূতিম্ (৫৮) ॥৬২॥
আনদ্ধমাপ খলু ভর্হ্যতিবদ্ধভাবং (৫৯)
যদ্‌যদ্‌ঘনঞ্চ (৬০) ঘনতাং (৬১) তততাং ততঞ্চ (৬২)।
তদ্যুক্তমেব শুষিরস্তু (৬৩) মনোহরং স্ব-
স্নেহেভেতরামশুষিরত্বমিদং (৬৪) বিচিত্রম্ ॥৬৩॥
টং টং টং টং টমিতি নদিতং ঝর্ঝরৌঘৈস্তদাসীৎ (৬৫)
ঠং ঠং ঠং ঠং ঠমিতি পণবৈঃ সস্বনে ত্যক্তসংখ্যৈঃ।

---

(৫৮) আহ্বানম্ ॥৬২॥

(৫৯) আনদ্ধং মুরজাদিকং, অতিবদ্ধভাবং বদ্ধসংখ্যাতীতত্বমিত্যর্থঃ, অথচ সম্যগ্‌বদ্ধস্য অতিবদ্ধভাবপ্রাপ্তির্যুক্তৈব, (৬০) ঘনং কাংস্যতালাদি, (৬১) নিবিড়তাম্, (৬২) ততং বীণাদিকং ততত্বাং বিস্তৃততাং, (৬৩) বংশ্যাদিকং, (৬৪) অচ্ছিদ্রত্বং নির্দোষত্বমিত্যর্থঃ অথচ শুষির-ভিন্নতাম্ ॥৬৩॥

(৬৫) ঝর্ঝরৌঘৈঃ কাড়া ইতি খ্যাতৈঃ ॥৬৪॥

তখন শ্যামদণ্ডে নিবদ্ধ পতাকা-সকল অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিল। পৃথিবী কি বাহুসমূহ উত্তোলন করিয়া পশ্চাৎস্থিতব্যক্তিগণকে হস্তদ্বারা আহ্বান করিতেছিল ॥৬২॥

তৎকালে আনদ্ধসকল (মৃদঙ্গাদিবাদ্যযন্ত্র) যে অতিবদ্ধভাব (পক্ষে বদ্ধ-সখ্যাতীতত্ব অর্থাৎ অসংখ্যত্ব), ঘন (কাংস্যকরতালাদি) যে ঘনতা (নিবিড়তা), তত (বীণাদি) যে ততত্বা (বিস্তৃতত্ব) প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা উপযুক্তই বটে; কিন্তু মনোহর শুষির (বংশী প্রভৃতি) যে অত্যন্ত অশুষিরত্ব (শুষিরভিন্নতা পক্ষে অচ্ছিদ্রতা অর্থাৎ নিবিড়তা অথবা নির্দোষতা) লাভ করিয়াছিল— ইহাই আশ্চর্য্য ॥৬৩॥

তখন ঝর্ঝরসকল (কাড়া) টং টং টং টং টং শব্দ করিতে লাগিল। অসংখ্য পণব (পাখোয়াজ) ঠং ঠং ঠং ঠং ঠং রব করিতে লাগিল। অনেক ডিণ্ডিম

ডং ডং ডং ডং ডগিতি বহুভিদ ধ্বনে ডিণ্ডিমৌঘৈ-
ঢং ঢং ঢং ঢং ঢমিতি রণিতং কাংস্যজৈর্ব্বাদ্যভেদৈঃ ॥৬৪॥

বাদ্যং নাজনি তর্হি তদ্বিরহিতং গানেন দিব্যেন যদ্
গানং তচ্চ ন যৎস্বরেণ মধুরেণাবাপ নাবদ্ধতাম্ (৬৬)
নাসাবাবিরভূৎ স্বরোঽপি নহি যো রাগেণ সংভূষিতো
রাগঃ সোঽপি ন যো বভূব হৃদয়ানন্দায় নৃণাং ভৃশম্ ॥৬৫॥

সৌন্দর্য্যেণ সুরাঙ্গণাঃ পটরুচা প্রাতস্তনং ভাস্করং
তারা-মণ্ডন-মণ্ডলৈঃ স্মরশরান্ রম্যৈঃ কটাক্ষৈরপি।
বাতান্দোলিত-পল্লবান্ করযুগ-প্রক্ষেপণৈঃ খঞ্জনা-
নঙ্ঘ্রি ন্যাসজবৈর্ব্বিজিত্য বিদধুর্নটাস্তদা নর্ত্তনম্ ॥৬৬॥

(৬৬) মধুরেণ স্বরেণ আবদ্ধতাং যন্নাবাপ ॥৬৫॥

সমূহ (ডেঙ্গরী বাদ্য) ডং ডং ডং ডং ডং ধ্বনি করিতে লাগিল এবং কাংস্য নির্ম্মিত বাদ্যযন্ত্রসকল ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং শব্দ করিতে লাগিল ॥৬৪॥

তখন এমন বাদ্য হয় নাই যাহা মনোহর গান-রহিত ছিল, সেরূপ গান হয় নাই যাহা মধুর স্বরবদ্ধ না ছিল, এরূপ স্বরও প্রকাশিত হয় নাই যাহা রাগ-ভূষিত ছিল না এবং সেরূপ রাগও ছিল না যাহা লোকের অত্যন্ত হৃদয়ানন্দজনক না হইয়াছিল ॥৬৫॥

তখন নর্ত্তকীগণ সৌন্দর্য্যের দ্বারা দেবাঙ্গনাগণকে, বসনের কান্তি-দ্বারা প্রাতঃকালীন রবিকে, অলঙ্কার-সমূহের দ্বারা তারকামণ্ডলীকে, রমণীয়-কটাক্ষ সকলের দ্বারা কামের শর-নিকরকে, করযুগলের ক্ষেপণের দ্বারা পবনচালিত পল্লব-সমূহকে এবং চরণ-বিন্যাসের বেগ-দ্বারা খঞ্জন-পক্ষীদিগকে জয় করিয়া নৃত্য করিতেছিল ॥৬৬॥

বাদ্যধ্বানৈর্মধুর-মধুরৈর্দিব্যসঙ্গীতশব্দৈ-
র্নৃত্যন্নর্ত্তক্যতুলরসনা-নূপুরাদ্যুত্থনাদৈঃ।
বন্ধুহ্বানৈ-(৬৭) র্জয়জয়রবৈস্ত্রীকৃতোল্লুরাবৈ-
রেকীভূতৈরখিলমভবদ্বিশ্বমেব প্রপূর্ণম্ ॥৬৭॥

তদেবমানন্দ-বহুলকোলাহলমাকলয্য কমলাসন-কলাপভৃদাখণ্ডল-প্রমুখা বহির্মুখাঃ, সনক-সনাতন-নারদাদয়ো মুনয়ঃ, সিদ্ধগন্ধর্ব্বকিন্নরাদয়োঽপি বিশ্বম্ভর-বিবাহোৎসবাব-লোকনায়াম্বরমাসেদুঃ। আসদ্য চ যথোচিতং জয়ধ্বনি-স্তুতি-নৃত্য-গীতানি বিদধুঃ ॥৬৮॥

চন্দ্রস্তারা-বিততিরমরাঃ কিন্নরাস্তৎপ্রিয়াশ্চ (৬৮)
ব্যোম্নি ক্ষিত্যাং প্রভুরমূতগুর্দ্দীপকাস্তারকালাঃ।

(৬৭) অরে অমুক ? ইত্যাগচ্ছেত্যাদিশব্দৈঃ ।৬৭॥

(৬৮) কিন্নর্যঃ, (৬৯) দ্যাবা পৃথিব্যৌ ।৬৯।

সেই সময়ে অতিমধুর বাদ্যধ্বনি, মনোহর সঙ্গীত-শব্দ নৃত্য-পরায়ণা নর্ত্তকীগণের কাঞ্চীদাম নূপুর-প্রভৃতি হইতে উত্থিত অনুপমধ্বনি "অহে গদাধর ! হে দামোদর !" ইত্যাদি প্রকারে বন্ধুগণের আহ্বান শব্দ, জয়-জয় রব, স্ত্রীগণকৃত উলু-উলু ধ্বনি-সমস্ত একসঙ্গে মিলিত হওয়ায় তদ্দ্বারা নিখিল-বিশ্বই পরিপূর্ণ হইয়াছিল ॥৬৭॥

এই-প্রকার আনন্দবহুল কোলাহল শুনিয়া ব্রহ্মা, শঙ্কর, ইন্দ্র-প্রভৃতি দেবতাগণ ; সনক, সনাতন, নারদাদি মুনিগণ ; এবং সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর-প্রভৃতিও বিশ্বম্ভরের বিবাহোৎসব দর্শনের নিমিত্ত আকাশে আগমন করিয়াছিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহারা যথোচিত জয়ধ্বনি, স্তুতি ও নৃত্য-গীত করিতেছিলেন ॥৬৮॥

আকাশে চন্দ্র, তারকা-পুঞ্জ, দেবগণ, কিন্নরগণ ও কিন্নরীগণ বিরাজমান; এবং পৃথিবীতে প্রভু চন্দ্র ; দীপসকল নক্ষত্রমালা ; ব্রাহ্মণগণ অমরসকল ;

ভূমীদেবাস্ত্বমরনিকরা গায়কাঃ কিন্নরৌঘা
নট্যঃ কিন্নর্য্য ইতি সমভাং রোদসী (৬৯) ভর্হ্যয়াতাম্ ॥৬৯॥

তদেবমধ্বন্যনুপমধ্বন্যনুপদ্যমান-দিগন্তং (৭০) চলতি শ্রীশচীতনয়ে ন যে গন্তং সমর্থাস্তেপ্যালম্ব্য পরঞ্জনং রঞ্জনং (৭১) প্রাপ্নুবন্তো দ্রষ্টুং জগ্মুঃ, কিমুত তেভ্যো বিপরীতা (৭২), বিপরীতাপা (৭৩) অপি, কিমুততরাং তদিতরে (৭৪) হৃদিতরেকা (৭৫) অপ্যন্যতঃ, কিমুততমাং পরে ততো হপরেত-তোষাঃ (৭৬) পরবশীভাব-রহিতা বরহিতাঃ ॥৭০॥

(৭০) অনুপম-ধ্বনিনা অনুপদ্যমানা দিগন্তা যত্র তদ্ যথা স্যাৎ, (৭১) রাগম্, (৭২) গন্তুং সমর্থাঃ, (৭৩) বিশিষ্টঃ পরীতাপো যেষাং তেঽপি, (৭৪) তদিতরে পরীতাপ রহিতাঃ, (৭৫) অন্যতো ন দিতঃ খণ্ডিতো রেকঃ শঙ্কা যেষাং অন্যতঃ শঙ্কিতা অপীত্যর্থঃ। (৭৬) ততঃ শঙ্কিতেভ্যঃ পরে অশঙ্কিতাঃ অপরেতো ন পরাগতস্তোষো যেষাং সানন্দা ইত্যর্থঃ ॥৭০॥

গায়কগণ কিন্নরসমূহ; এবং নটীগণ কিন্নরীগণরূপে বিরাজিত থাকায় তখন অন্তরীক্ষও পৃথিবী তুল্যতা প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥৬৯॥

এইরূপে শ্রীশচীতনয় অনুপম শব্দে দিগন্ত পূর্ণ করিয়া পথ দিয়া যাইতে লাগিলে যাহারা চলিতে সমর্থ নহে তাহারাও যখন তাহাকে দেখিবার জন্য অনুরাগ যুক্ত হইয়া অন্য-ব্যক্তিকে আশ্রয় পূর্ব্বক গমন করিয়াছিল, তখন তাহাদের বিপরীত অর্থাৎ গমনে সমর্থ ও অত্যন্ত পরিতাপযুক্ত-ব্যক্তিগণও যে গমন করিয়াছিল তাহার আর কথা কি? তাহারাও যখন গিয়াছিল তখন তদ্ভিন্ন অন্যান্য যাহারা পরিতাপশূন্য এবং যাহারা অপর-ব্যক্তি হইতে শঙ্কিত তাহারাও যে গিয়াছিল—তাহা আর কি বলিব! তাহারাও যখন গিয়াছিল, তখন তদ্ভিন্ন অপরাপর যাহারা নিঃশঙ্ক, সন্তোসযুক্ত, পরের বশ্যতা-রহিত অথবা পরমহিতকারী তাহারা যে গমন করিয়াছিল, সে বিষয়ে কি আর সন্দেহ আছে? ॥৭০॥

স্ত্রীণাস্তু কাশ্চন নিকেতন-যোগ্য-কর্ম্ম
ত্যক্ত্বা যযুর্বহিরমুষ্য বিলোকনার্থম্।
তত্তূচিতং ভগবতঃ সমুপস্থিতায়াং
সাক্ষাৎকৃতৌ সুমতয়ে স্বদতে ক কর্ম্ম ॥৭১॥

প্রজ্জ্বালয়ন্ত্যঃ খলু কাশ্চ দীপং
জগ্মুস্তথৈবোজ্জ্বলদীপ-হস্তাঃ।
মন্যামহে গৌরবিবাহযাত্রা-
মার্গস্য শোভাবিধয়ে কৃতেচ্ছাঃ ॥৭২॥

সম্মার্জ্জনীং কাশ্চন মার্জ্জনার্থং
করে দধানাঃ প্রযযুস্তথৈব।
জানীমহে গৌরবিলোকবাধা-
বিধায়ি-লজ্জাভয়-ভায়নার্থম্ ॥৭৩॥

রমণীগণের মধ্যে কেহ কেহ যে গৌরকে দেখিবার জন্য গৃহোচিত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়াছিলেন তাহা উচিত বটে। কেন না ভগবানের সাক্ষাৎকার উপস্থিত হইলে সুবুদ্ধি-জনের কোথায় কর্ম্ম রুচিকর হইয়া থাকে? অর্থাৎ কর্ম্ম রুচিকর হয় না ॥৭১॥

কেহ কেহ দীপ প্রজ্জ্বালিত করিয়া, মনে হয়, গৌরের বিবাহ-যাত্রায় পথের শোভাবিধানের নিমিত্ত অভিলাষিণী হইয়া সেই উজ্জ্বল-দীপ-হস্তে গমন করিয়াছিলেন ॥৭২॥

কোনও কোনও রমণী পথ মার্জ্জনা করিবার জন্য হস্তে সম্মার্জ্জনী ধারণ করিয়া বোধ হয় গৌর-দর্শনের বাধাকারী লজ্জা ও ভয়কে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত সেই অবস্থাতেই গমন করিয়াছিলেন ॥৭৩॥

পুষ্পৈঃ স্রজং কাশ্চন কল্পয়ন্ত্যঃ
করাগ্রজাগ্রাৎ স্রজ এব জগ্মুঃ।
নূনং শচীনন্দন-কণ্ঠদেশে
তদর্পনার্থং বলমান-তৃষ্ণাঃ ॥৭৪॥

গোরোচনাং কাশ্চন লেপ্তুমঙ্গে
নীত্বা করে তাং প্রষযুস্তথৈব।
বিবাহ-যাত্রাশুভ-বর্দ্ধনার্থং
গৌরং সমালোকয়িতুং ধ্রুবং তাম্ (৭৭) ॥৭৫॥

কাশ্চিদ্ধরিদ্রাং পরিলিপ্য দেহে
নোদ্বর্ত্ত্যতাং হন্ত! তথৈব জগ্মুঃ।
এষা সবর্ণা ভবতঃ কথং স্যা-
ত্ত্যাজ্যেতি সংবেদয়িতুং ধ্রুবং তম্ ॥৭৬॥

---

(৭৭) তাং গোরোচনাং গৌরং দর্শয়িতুং, তস্যা মঙ্গলকরত্বাৎ।৭৫॥

কতিপয় স্ত্রী পুষ্পের দ্বারা মাল্য-রচনা করিয়া যেন সত্যসত্যই শচীনন্দনের কণ্ঠদেশে তাহা অর্পণ করিবার জন্য অত্যন্ত অভিলাষিণী হইয়া করাগ্রে সেই মাল্যধারণ পূর্ব্বক গমন করিয়াছিলেন ॥৭৪॥

কেহ কেহ অঙ্গে গোরোচনা লেপন করিবার জন্য তাহা হস্তে লইয়া যেন সত্যই বিবাহ-যাত্রা-মঙ্গল-বর্দ্ধনের নিমিত্ত তাহা গৌরকে দেখাইবার জন্য সেই ভাবেই গিয়াছিলেন ॥৭৫॥

কেহ কেহ দেহে হরিদ্রা লেপন পূর্ব্বক তাহা উদ্বর্ত্তন না করিয়াই "ইহা তোমার তুল্যবর্ণা; অতএব কিরূপে ত্যাজ্যা হইবে"—যেন যথার্থই ইহা তাহাকে জানাইবার জন্য সেই অবস্থাতেই গমন করিয়াছিলেন ॥৭৬॥

কাশ্চিৎ সমালিপ্য কুচৌ পটীরৈ-(৭৮)
নাপেক্ষ্য শোষং সিচয়ং (৭৯) বসানাঃ।
গৌরো ন যদ্ দ্রক্ষ্যতি তেন কোঽর্থঃ
স্যাদিত্যবেত্যেব জবেন চেলুঃ ॥৭৭॥

যোগ্যা ন গৌরস্য বিলোকনে বো
ধিগস্তু সর্ব্বানিতরানিতীব।
লিপ্তাঞ্জনেনাবয়বান্ সমস্তান্
নেত্রেতরান্ (৮০) কাশ্চন সংপ্রযাযুঃ ॥৭৮॥

বামশ্রোত্র-বিলম্বিকুণ্ডলবরা বামাক্ষি-দত্তাঞ্জনা
কাচিদ্বামকরার্পিতাঙ্গদচয়া বামাঙ্ঘ্রি-সন্নূপুরা।
শঙ্খস্রক্‌সমহারমঙ্গদতয়া বিভ্রত্যসব্যে (৮১) করে
দুর্গা-শঙ্করয়োর্দ্ধ্বয়ীব মিলিতা সংশোভমানা যযৌ ॥৭৯॥

---

(৭৮) চন্দনরসৈরিত্যর্থঃ। (৭৯) বস্ত্রং ॥৭৭॥
(৮০) নেত্রয়োস্তু তদ্দর্শনে যোগ্যত্বাৎ তত্র অঞ্জনং ন দত্তম্ ॥৭৮॥
(৮১) অসব্যে দক্ষিণে ॥৭৯॥

কতিপয় বনিতা চন্দনের দ্বারা স্তনদ্বয় লেপন করতঃ তাহার শোষণ (শুষ্কতা) অপেক্ষা না করিয়া বস্ত্র পরিধান করিতে করিতে "গৌর যাহা দেখিবে না, তাহার প্রয়োজন কি"—যেন ইহা মনে করিয়া বেগভরে গমন করিয়াছিলেন ॥৭৭॥

অন্যান্য অবয়ব সকল! তোমরা গৌরের দর্শনে অযোগ্য; অতএব তোমা-দিগকে ধিক্" —যেন এই বলিয়া কেহ কেহ নেত্র-ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত অবয়বগুলিকে কজ্জলের দ্বারা লেপন করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন ॥৭৮॥

কোনও নারী বামকর্ণে উৎকৃষ্ট কুণ্ডল বিলম্বিত করিয়া বামনেত্রে অঞ্জন দিয়া বামহস্তে অঙ্গদ-সমূহ ও বামচরণে সুন্দর নূপুর অর্পণ করিয়া এবং দক্ষিন হস্তে

নিতম্বে হারালীমুরসিজযুগে রত্নরসনাং
দধু গৌরং দ্রষ্টুং কতিচন চলন্ত্যো মৃগদৃশঃ।
নিজং মত্বা স্থৌল্যং ভবিতৃ সফলং তেন কলনাৎ (৮২)
কিমন্যোন্যং হর্ষাদ্দদতুরমুনী (৮৩) স্বং নিজনিজম্ ॥৮০॥

গৌরস্যালোকনার্থে হিতকরময়নে কেবলং পাদযুগ্মং
সর্ব্বালঙ্কারমর্হত্যুরসিজ-যুগলং শ্রোণিবিম্বঞ্চ তস্মিন্।
বিঘ্নং স্থৌল্যেন কুর্ব্বন্নপুনরিতি কিমালোচ্য কাশ্চিদ্রমণ্যো
হারং কাঞ্চীং চ ধৃত্বা নিজচরণযুগে তস্য দৃষ্ট্যর্থমীয়ুঃ ॥৮১॥

---

(৮২) তেন গৌরেণ দর্শনাৎ, (৮৩) অমুনী নিতম্ব উরসিজযুগঞ্চ স্বং ধনং ॥৮০॥

অঙ্গদরূপে কপালমালার ন্যায় হার ধারণ করিয়া দুর্গা ও শঙ্কর (হর গৌরী) উভয়ের মিলিত মূর্ত্তির ন্যায় শোভমানা হইয়া গমন করিয়াছিলেন ॥৭৯॥

কতিপয় রমণী গৌরকে দেখিবার জন্য চলিতে চলিতে নিতম্বে হার সকল ও স্তনযুগলে রত্নময় কাঞ্চীদাম অর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি দর্শন করিলে নিজের স্থূলতা সফল হইবে মনে করিয়া কি ঐ নিতম্ব ও স্তন আনন্দে নিজ নিজ অলঙ্কাররূপ সম্পত্তি পরস্পর পরস্পরকে প্রদান করিয়াছিল ॥৮০॥

গৌরের দর্শনার্থ গমন কার্য্যে কেবল চরণদ্বয় হিতকর, অতএব উহারাই সমস্ত অলঙ্কার ধারণ করিবার যোগ্য। স্তনযুগল ও নিতম্বদেশ নিজ নিজ স্থূলতা হেতু গমন বিষয়ে বিঘ্ন করে; সুতরাং তাহারা অলঙ্কার ধারণের যোগ্য নহে—কোনও কোনও রমণী যেন এইরূপ আলোচনা করিয়া নিজ নিজ চরণ যুগলে হার ও কাঞ্চী ধারণ করিয়া গৌরের দর্শনের জন্য গমন করিয়াছিলেন ॥৮১॥

তাশ্চ সর্ব্বা গৌররজনীকরং জনীকরং (৮৪) গ্রহীতুং কৃতরমণী-রমণীয়নেপথ্যং পথ্যং লোচনানন্দানাং প্রকৃত্যা (৮৫) প্রকৃত্যাক্ষি-গোচরমবাপ্যালমানন্দমমানন্দ-মনাদোগ্য-বিকার-সন্দোহং (৮৬) রসং দোহন্দোহং (ক) তস্যোলুলুধ্বনিং বিদধিরে দধিরেজি-রদন-রোচিষঃ (৮৭) ॥৮২॥

তদেবং স্বস্মিন্ কৃতমায়ন্ত (৮৮) মায়ন্তমবগত্য শ্রীবল্লভ-মহীসুরো মহী (৮৯) সুরোদন-প্রক্ষালিত-বদন-তামরসোঽমর-সোদরেণ (৯০) সহ-স্বজন-সমুদয়েন সমুদয়েন সম্মদস্যো-(৯১) ল্লাসিতেন গীত-বাদ্য-কলকলেনাবিকলেনাবিষ্কৃত-প্রণয়োঽগ্রতঃ সসার ॥৮৩॥

---

(৮৪) বধূপাণিং গ্রহীতুং, (৮৫) স্বভাবেনৈব লোচন-সুখানাং পথ্যং তদ্বর্দ্ধকমিত্যর্থঃ (৮৬) অমানমপরিমিতং, দমনাযোগ্যাঃ অনিবার্য্যাঃ বিকার সমূহঃ যস্য তম্। (ক) তস্য গৌরস্য রসমানন্দং দোহং দোহং মুহুঃ পুরয়িত্বা, (৮৭) দধিবৎ রেজিতুং শীলং যস্য তাদৃশং দন্তরোচিষাং, 'রেজৃ দীপ্তৌ ধাতুঃ' ॥৮২॥

(৮৮) কৃতমায়ং কৃতকরুণং তম্ আয়ন্তমাগচ্ছন্তং: (৮৯) মহী উৎসববান্; (৯০) অমর-সোদরেণ দেবতুল্যেন, (৯১) সম্মদস্য সুখাতিশয়স্য সমুল্লাসেন ॥৮৩॥

তাঁহারা সকলে বধূর পাণিগ্রহণের নিমিত্ত রমণীগণের সুখদায়ক বেশধারী স্বভাবত-নয়নের আনন্দবর্দ্ধক গৌরচন্দ্রকে নেত্রগোচর করিয়া প্রচুর আনন্দ ও অপরিমিত অদম্য বিকার সমূহ প্রাপ্ত হইলেন এবং গৌরের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া দধিবৎ শুভ্র দন্তকান্তি প্রকাশ পূর্ব্বক উলু উলু ধ্বনি করিতে লাগিলেন ॥৮২॥

এইরূপে গৌরচন্দ্র নিজের প্রতি কৃপা করিয়া আসিতেছেন জানিয়া শ্রীবল্লভবিপ্র আনন্দে অতিশয় রোদনের দ্বারা বদনকমল প্রক্ষালিত করিয়া দেবতুল্য স্বজনগণের সঙ্গে সমুত্থিত সুখের উল্লাসভরে অজস্র গীতবাদ্য ও কোলাহলের সহিত প্রীতি প্রকাশ পূর্ব্বক অগ্রসর হইলেন ॥৮৩॥

কন্যাযাত্রিক-লোক-সন্ততিরসৌ কোলাহলং কুর্ব্বতী
সম্যগ্‌বর্দ্ধিতরঙ্গকা দ্বিজযুতা (৯২) শুভ্রাংশু-শুভ্রাংশুকা (৯৩)।
দুষ্পারে বত জন্যযাত্রিকচয়ে (৯৪) নির্ব্বিশ্য রত্নোজ্জ্বলে
কল্লোলে সুরবাহিনীব জলধের্লুপ্তপ্রকাশাঽভবৎ ॥৮৪॥

ততো নিজাবাস-সমীপমাগতং
গৌরং স্বযানাদবরূঢ়মাদরাৎ।
শ্রীবল্লভোঽঙ্কে বিনিধায় বাটিকাং
নিনায় জন্যাংশ্চ সমাদরোক্তিভিঃ ॥৮৫॥

ইতীত্যাদি শ্রীগৌরলীলামৃতে কন্যাগৃহ-প্রবেশো নাম
ষোড়শ আস্বাদঃ।

---

(৯২) সম্যগ্‌বর্দ্ধিতো রঙ্গো যয়া, পক্ষে সম্যগ্‌বর্দ্ধী তরঙ্গো যস্যাঃ ব্রাহ্মণযুতা পক্ষে পক্ষিযুতা মৎস্যযুতা বা; (৯৩) শুভ্রাংশুবৎ চন্দ্রবৎ শুভ্রাণি অংশুকানি বস্ত্রাণি যস্যাঃ, পক্ষে অংশবঃ কিরণাঃ; (৯৪) জন্যাঃ জামাতুঃ স্নিগ্ধা বয়স্যাঃ ।৮৪।

অনন্তর ব্রাহ্মণগণের সহিত চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবসনধারী কন্যাযাত্রী লোক-সকল অত্যন্ত আনন্দ বর্দ্ধিত হওয়ায় কোলাহল করিতে করিতে রত্নময় ভূষণে উজ্জ্বল, অগণিত বরযাত্রিগণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সমুদ্রের দুষ্পার প্রবাহের মধ্যে কলনাদিনী অতিবৃদ্ধিশীলতরঙ্গবিশিষ্টা, মৎস্যযুক্তা ও চন্দ্রতুল্য শুভ্র-কিরণশালিনী সুরধুনীর ন্যায় লুপ্তপ্রায় হইলেন ॥৮৪॥

তদনন্তর শ্রীগৌর বল্লভাচার্য্যের গৃহসমীপে আগমন করিয়া নিজ যান হইতে অবতরণ করিলে শ্রীবল্লভ তাঁহাকে সাদরে অঙ্কে ধারণ করিয়া এবং বর-যাত্রিগণকে সমাদর সম্ভাষণ করিয়া বাটীতে লইয়া গিয়াছিলেন ॥৮৫॥

ইতি শ্রীগৌরলীলামৃতে কন্যাগৃহ প্রবেশ নামক ষোড়শ আস্বাদ।

সপ্তদশ আস্বাদঃ।

অথ বিবাহসমজ্যায়াং (১) সমজ্যায়াং (২) পাতিত-বিচিত্রাসনায়া-মত্রাসনায়া (৩) মম্বরোত্তোলিত-চারুচন্দ্রাতপায়া-মপায়াম-রহিত-দীপকলাপোজ্জ্বলিতায়াং (৪) ললনা-লপনোলুলুধ্বনি-বলিতায়াং চামীকর-চিতে (৫) রচিতে শুভদারুণাহ্দারুণাস্তরণাচিতে (৬) পীঠে শ্রীগৌরং স্থাপয়ামাস বল্লভাচার্য্যঃ ॥১॥

স চ নিজ তনু-ভাসা-নির্জ্জয়ন্ দীপবর্গা-
নিতর-রুচিপদার্থান্ (৭) প্রাপয়ন্ পীতিমানম্।
নয়ন-হৃদয়বৃন্দং স্ফারতাং প্রাপ্য (৮) নৃণাং
সদসি সুভগ-পীঠে শোভতে স্মাতিবাঢ়ম্ ॥২॥

---

(১) বিবাহ-সভায়াং, (২) সমাজ্যা ভূমির্যত্র তস্যাং, (৩) নাস্তিত্রাসনস্থাসহেতুর্যত্র তস্যাং (৪) অপায়ঃ ক্ষয়ঃ আমঃ পীড়া মালিন্যমিতি যাবৎ তাভ্যাং রহিতেন দীপ-সমূহেনোজ্জ্বলিতায়াং। (৫) সুবর্ণ-ব্যাপ্তে, (৬) কোমলাচ্ছাদনেন ব্যাপ্তে ॥১॥

(৭) শুক্ল-লোহিতাদি-বর্ণযুক্তবস্তূনি। (৮) আশ্চর্য্যেণ বিস্তারং প্রাপয্য (প্রাপ্য ইতি ছন্দস্ত্বাদ্) যপ্ ॥২॥

শঙ্কাকারণ বর্জ্জিত সমতল বিবাহ সভায় বিচিত্র আসন পাতিত হইয়াছে, মনোহর চন্দ্রাতপ আকাশে উত্তোলিত হইয়াছে, ক্ষয় ও পীড়া শূন্য দীপ সমূহে সভা উজ্জ্বল হইয়াছে এবং তাহা নারীগণের মুখোচ্চারিত উলু উলু ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়াছে।

সেই সভামধ্যে শুভদারু-নির্ম্মিত সুবর্ণাচ্ছাদিত কোমল আচ্ছাদনে আবৃত পীঠে বল্লভাচার্য্য শ্রীগৌরকে স্থাপন করিলেন ॥১॥

শ্রীগৌরসুন্দর নিজ অঙ্গ কান্তিতে দীপাবলীকে পরাজিত করিয়া, শুক্ল রক্ত প্রভৃতি বর্ণযুক্ত বস্ত্র সকলকে পীতবর্ণ প্রাপ্ত করাইয়া, জনগনের নেত্র ও হৃদয় বিস্ফারিত করিয়া সভামধ্যে সুন্দর পীঠের উপর অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥২॥

তদা চ—

তত্ত্বং বস্তিতি যোগিভিঃ পরমিকা-শ্রীদেবতেত্যালিভি-
র্ভক্তানাং সুহৃদিত্যমুষ্য সবয়ঃ-সংঘৈঃ প্রমোদপ্রদৈঃ।
বৃন্দাভিস্ত পুরন্ধ্রিভিঃ শিশুরিতি শ্রীদর্পকো (ক) মূর্ত্তি-
মানিত্যুদ্যন্নবযৌবনাভিরভিতো জজ্ঞে (৯) শচীনন্দনঃ ॥৩

তৎকালোক্য মানবৈরমানবৈরল্যানন্দেনা-(১০) শ্রুকমলমলমমোচি। তত্র কতিচিদতিচিদবশাদা-(১১) বশাদাশ্চর্য্যস্য স্তব্ধতামালম্বিরে। বধূভতি-রবধূত-তিরস্কার-সাধ্বসা-(১২) রসাধ্ব-সামোদা-(ক) পুলকা-কুলাঙ্গ-কদম্বকাহকদম্বকাম্বু-স্নপিতাননা (১৩) বভূব ॥ ৪ ॥

(ক) দর্পকঃ কন্দর্পঃ; (৯) জ্ঞাতঃ ॥ ৩ ॥

(১০) নাস্তি মানমিয়ত্তা বৈরল্যমঘনতা চ যস্য তেনানন্দেন, (১১) অতিশয়িতশ্চিতো জ্ঞানস্য অবশাদো হ্রাসঃ ক্ষয়ো বা যেষাং তে। (১২) অবধূতং তিরস্কারাৎ সাধ্বসং যয়া সা। (ক) রসমার্গে সানন্দা, (১৩) অকুৎসিতং যদম্বকাম্বু নেত্রজলং তেন স্নপিতমাননং যস্যাঃ সা ॥ ৪ ॥

তখন শচীনন্দনকে যোগিগণ তত্ত্ববস্তুরূপে, ভক্তবৃন্দ শ্রীযুক্ত (সৌন্দর্য্য সম্পত্তি এবং লক্ষ্মীযুক্ত) পরম দেবতারূপে, তাঁহার পরমানন্দপ্রদ বয়স্যগণ সুহৃদ্‌রূপে, বৃন্দাকুলবনিতাগণ শিশুরূপে, নবযৌবনসম্পন্না নারীগণ মূর্ত্তিমান্ সুন্দর কন্দর্পরূপে সম্পূর্ণভাবে জ্ঞান করিতেছিলেন ॥ ৩ ॥

তাঁহাকে দর্শন করিয়া মানবগণ অপরিমিত নিবিড় আনন্দে অত্যন্ত অশ্রুজল মোচন করিতে লাগিলেন তাঁহাদের মধ্যে কাহার কাহারও আশ্চর্য্যবশতঃ জ্ঞানের অত্যন্ত ক্ষীণতা হেতু তাঁহারা স্তব্ধতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। বধূগণ তিরস্কারের ভয় উপেক্ষা করিয়া রসমার্গে পরমানন্দিত হইলেন। তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ পুলকযুক্ত হইল এবং তাঁহারা রমণীয় নয়নবারিতে বদন প্লাবিত করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

তত্র কাশ্চন সচমৎকারমাচচক্ষিরে—

সখ্যঃ পশ্যত ভোঃ শিরস্যভিনবং (১৪) স্বর্ণাম্বুজং কৈরব-
দ্বন্দ্বং হৈমতিলপ্রসূনমতুলং শ্রীবন্ধুজীবদ্বয়ম্।
শাখায়া (১৫) মরুণং সরোজযুগলং নিষ্কাঙ্কমেন্দুব্রজং
মূলে পল্লবযুগ্মকঞ্চ কলয়ন্নাগাৎ (১৬) কুতোঽয়ং তরুঃ ॥ ৫ ॥

অপরাস্তাঃ প্রত্যূচুঃ—

সখ্যো বিলোকয়ত বক্ত্রমিদং ন হৈমং
পদ্মং দৃশোর্দ্বয়মিদং ন তু কৈরবে দ্বে।
নাসেয়মস্তি নতু স্বর্ণ-তিলপ্রসূনং (১৭)
দন্তচ্ছদ যদ্বয়মিদং ন তু বন্ধুজীবৌ ॥ ৬ ॥

(১৪) শিরসি শিখরে। (১৫) শাখায়ামিতি জাত্যৈকত্বং শাখয়োরিত্যর্থঃ। (১৬) পল্লবযুগলস্য মূলে কলয়ন্ ধারয়ন্ আগতবান্। ৫ ॥

(১৭) স্বর্ণতিলপুষ্পং ॥ ৬ ॥

তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় রমণী চমৎকৃতভাবে বলিতে লাগিলেন—ওহে সখীগণ! দেখ, শিখরাগ্রে অভিনব স্বর্ণকমল, কৈরবদ্বয়, অনুপম সুবর্ণতিলপুষ্প, এবং দুইটি সুন্দর বন্ধুজীব (বাঁধুলি ফুল), দুইটি শাখায় রক্তপদ্মদ্বয় ও তাহাতে নিষ্কলঙ্ক-চন্দ্রসমূহ এবং মূলে পল্লবদ্বয় ও ঐ পল্লব-যুগলে নিষ্কলঙ্কচন্দ্র সকল ধারণ করিয়া এই বৃক্ষ কোথা হইতে আসিল? ॥ ৫ ॥

অন্যান্য সখীগণ উত্তর করিলেন—হে সখীবৃন্দ! নিরীক্ষণ কর—এটি বদন, কিন্তু স্বর্ণপদ্ম নয়। এ দুইটি চক্ষুঃ, কিন্তু দুইটি কৈরব নয়। এটি নাসিকা কিন্তু সুবর্ণ তিলপুষ্প নয়। এ দুইটি ওষ্ঠ কিন্তু দুইটি বন্ধুজীব নহে ॥ ৬ ॥

ভুজাবেতৌ শাখে ন হি পুনরিমে পাণিযুগলং
ত্বদেতন্ন দ্বন্দ্বং ভবতি বিকসৎ-কোকনদয়োঃ।
নখশ্রেণী সেয়ং ন বিধুততিরে তৎ পদযুগং
ন পত্রাণাং গুচ্ছো (১৮) ভবতি বর এষোঽপি ন তরুঃ ॥ ৭ ॥

ইতরা জগদুঃ—

নাসত্যয়োঃ (১৯) কিমরমেকতরোঽথবা
কিং শক্রোঽথবা হুতবহঃ কিমুতেন্দুমৌলিঃ।
কিংবা কথঞ্চিদপি দেহরুচিং স্বকীয়াং
গৌরীং বিধায় পশুপাল-সুতঃ সমেতঃ ॥ ৮ ॥

অন্যা উচুঃ—

একোঽপ্যশ্বিনয়োরয়ং ন সততং যৎসাহচর্য্যং তয়ো-
র্নেন্দ্রো (২০) ঽপ্যক্ষি-সহস্রবান্ন দহনোঽপ্যত্যুক্ষশোচির্দ্ধরঃ।

---

(১৮) পত্রাণাং গুচ্ছঃ পল্লবঃ ॥ ৭ ॥
(১৯) অশ্বিনী-কুমারয়োঃ ॥ ৮ ॥
(২০) অয়ং নেন্দ্রস্তস্য সহস্রাক্ষত্বাদিত্যেবং সর্ব্বত্র ॥ ৯ ॥

এই দুইখানি বাহু, কিন্তু শাখাদ্বয় নহে। এ দুইটি হস্ত, কিন্তু প্রফুল্লরক্ত-কমল নহে। ইহা নখশ্রেণী, কিন্তু চন্দ্রসমূহ নহে। এ পদযুগল, কিন্তু পত্রগুচ্ছ নহে। ইনি বর, কিন্তু ইহা তরু নহে ॥ ৭ ॥

অপরাপর সখীগণ বলিলেন—ইনি কি অশ্বিনীকুমার যুগলের একজন, অথবা ইন্দ্র, অথবা অগ্নি, কিংবা শঙ্কর, কিংবা কোনও প্রকারে নিজের দেহকান্তি গৌরবর্ণ করিয়া গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ৮ ॥

অন্যান্য নারীগণ উত্তর করিলেন—ইনি অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের মধ্যে একজন নহেন, যেহেতু সর্ব্বদা তাঁহাদের সাহচর্য্য (একসঙ্গে বর্ত্তমানতা) আছে। ইনি ইন্দ্রও নহেন যেহেতু তিনি সহস্রলোচন, অথবা অগ্নিও নহেন কারণ তিনি অত্যুষ্ণ

নেশানোঽপি বিলোচনত্রয়যুতঃ কিন্তন্তরে ভাবয়ন্
রাধাং কামরসেন তৎসমরুচিং প্রাপ্যাগতোঽয়ং হরিঃ ॥ ৯ ॥

পরা বভাষিরে—

সত্যং সত্যমিদং যদাস্যকমলং ত স্যাবলোক্য ব্রজে
শ্রীমদ্‌গোপমৃগীদৃশোঽনবরতং তৃপ্তিং যথা নাপ্নুবন্ ।
তদ্বচ্ছ্রীমুখপদ্মমস্য বয়মপ্যালোকমানা মুহু-
স্তৃপ্তিং নৈব ভজামহে তত ইদং জ্ঞাতং স এবৈষকঃ (২১) ॥ ১০ ॥

অন্যাঃ কথয়ামাসুঃ—

বক্ত্রং যথা হ্জ (২২) জয়ি ভাতি তথাস্য নেত্রং
নেত্রং যথা শিতিরুগস্য (২৩) তথৈব চিল্লিঃ ।

---

(২১) এষক ইত্যত্র জ্ঞানে অকঃ ॥ ১০ ॥

(২২) অব্জশ্চন্দ্রঃ পরত্র অব্জং পদ্মং (২৩) শিতিত্বং শুক্লত্বং পরত্র কৃষ্ণত্বং, (২৪) হরি-সদৃক্ সর্পবৎ চিল্লিঃ ভ্রূঃ পক্ষে চন্দ্রবৎ রোচিঃ, (২৫) কনকং স্বর্ণং পরত্র পলাশপুষ্পং ॥ ১১ ॥

উষ্ণশিখাধারী, অথবা মহাদেবও নহেন। যেহেতু তিনি ত্রিলোচনবিশিষ্ট, কিন্তু অন্তরে রাধাকে ভাবিতে ভাবিতে কামরসের দ্বারা তাঁহার তুল্যকান্তি প্রাপ্ত হইয়া ইনি হরিই আগমন করিয়াছেন ॥ ৯ ॥

অপর সকলে বলিলেন—ইহা সত্য সত্য। যেহেতু ব্রজে সুন্দরী গোপাঙ্গনা-গণ তাহার বদন-কমল নিরন্তর অবলোকন করিয়াও যেমন তৃপ্তি পান নাই; সেই প্রকার আমরাও ইহার শ্রীমুখপদ্ম পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়াও তৃপ্তি পাইতেছি না। সেই জন্য ইনি যে সেই শ্রীকৃষ্ণই ইহাই আমাদের জ্ঞান হইয়াছে ॥ ১০ ॥

অন্য রমণীসকল বলিলেন—ইঁহার বদন যেমন অব্জজয়ি অর্থাৎ চন্দ্রকে জয় করিতেছে, ইঁহার নয়নও সেইরূপ অব্জজয়ি অর্থাৎ পদ্মকে জয় করিতেছে। নেত্র যেমন শিতিরুক্ অর্থাৎ শুক্লবর্ণ, ইঁহার ভ্রূও সেই প্রকার শিতিরুক্ অর্থাৎ

চিল্লির্যথা হরিসদৃঙ্, (২৪) নু তথৈব রোচী
রোচির্যথা কনক (২৫) গর্ব্বিত-হৃত্তথোষ্ঠঃ ॥১১॥

পরাঃ সশীৎকারমালেপুঃ—

সখ্যো হস্য দ্বিজরাজ (২৬) মানধনহৃদ্বক্ত্রং বধূনামিদং
যচ্চেতো বিকলীকরোতি তদিদং চিত্রং ন মন্যামহে।
চিত্রস্ত্বেতদুরোঽস্য যৎপরিভজদ্ গাঙ্গেয় (২৭) সখ্যং সদা
মুক্তালী-(২৮) পরিষেবিতঞ্চ তনুতে বৈকল্যমাসাং ভৃশম্
॥১২॥

---

(২৬) দ্বিজরাজশ্চন্দ্রঃ অথচ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠঃ, (২৭) গাঙ্গেয়ং স্বর্ণভূষণং অথচ গাঙ্গেয়ো ভীষ্মঃ, (২৮) মুক্তাঃ মৌক্তিকানি অথচ অবিদ্যাবন্ধরহিতাঃ ॥১২॥

কৃষ্ণবর্ণ। ভ্রূ যেমন হরিসদৃক্ অর্থাৎ সর্পতুল্য কুটিল, ইঁহার কান্তিও সেইরূপ হরিসদৃক অর্থাৎ চন্দ্রসদৃশ (চিত্তাকর্ষী), কান্তি যেমন কনকগর্ব্বিতহৃৎ অর্থাৎ সুবর্ণের গর্ব্বহরণকারিণী, ইঁহার ওষ্ঠও সেইরূপ কনকগর্ব্বিতহৃৎ অর্থাৎ পলাশ-পুষ্পের গর্ব্বহরণকারী ॥১১॥

অপর বনিতাগণ শীৎকারপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—হে সখীগণ! সুধাকরের মান ও ধন হরণকারী ইঁহার এই বদন যে বধূগণের চিত্ত বিকল করিতেছে, তাহাতে আমি আশ্চর্য্য মনে করিনা। কিন্তু ইঁহার বক্ষঃস্থল সর্ব্বদা গাঙ্গেয়-সখ্য (ভীষ্ম-দেবের বন্ধুত্ব, পক্ষে স্বর্ণভূষণের সাহচর্য্য) প্রাপ্ত হইয়া এবং মুক্তালী (মুক্তপুরুষগণ, পক্ষে মুক্তাশ্রেণী) কর্ত্তৃক পরিষেবিত হইয়াও যে এই নারীগণের অত্যন্ত বিকলতা বৃদ্ধি করিতেছে—ইহাই আশ্চর্য্য ॥১২॥

ইতরাঃ সগদ্‌গদমাচচক্ষিরে—

কাঠিন্যভাক্ তনুরুহালি-ভুজঙ্গসঙ্গি
বক্ষোঽস্য যদ্ বিকলয়ত্যবলা ন চিত্রম্।
বাহূ সদাশয়যুতৌ (২৯) দধতৌ মহত্ত্বং (৩০)
বৈকল্যমাচরয়তো নিতরাং কথং নঃ ॥১৩॥

এবং যুবতি-সন্ততাবতিসন্ততানঙ্গ-বিকারায়াং গৌরং বর্ণয়ন্ত্যামন্যেষু জনেষুতমেব প্রশংসৎসু ত্যক্তানার্য্যাচারা (৩১) স্তস্থ নীরাজনায় নব নবযুবতয়ো বত যোগেন ধৃত-কলেবরা বরানুরাগেণ নববর্ষশ্রিয় ইব প্রদীপ-করা দীপক-রাজিতং সদঃ সমাজগ্মু ॥১৪॥

---

(২৯) উত্তমান্তঃকরণযুক্তৌ অথচ সর্ব্বদা হস্তযুতৌ, (৩০) উত্তমতাং অথচ দীর্ঘতাং স্থূলতাং বা ॥১৩॥

(৩১) ত্যক্তোঽনার্য্যঃ কদর্য্য আচারো যাভিস্তাঃ ॥১৪॥

অন্যান্য ললনাগণ কহিলেন—ইঁহার বক্ষঃ কঠিনতাযুক্তরোমাবলীরূপ ভুজঙ্গ সকলের সঙ্গ করিতেছে; সুতরাং ইহা যে অবলাদিগকে বিকল করিবে তাহা বিচিত্র নহে। কিন্তু ইঁহার বাহুদ্বয় সদাশয়যুক্ত (উত্তমান্তঃকরণ যুক্ত, পক্ষে সর্ব্বদা হস্তযুক্ত) হইয়া এবং মহত্ত্ব (প্রাধান্য, উত্তমতা পক্ষে দীর্ঘতা বা স্থূলতা) ধারণ করিয়াও কেন আমাদের অতিশয় বৈকল্য জন্মাইতেছে? ॥১৩॥

এই প্রকারে যুবতিবৃন্দ অতিবিস্তৃতমদনবিকারযুক্ত হইয়া যখন গৌরকে বর্ণনা করিতে লাগিলেন এবং অন্যান্য জন সমূহ তাঁহারই প্রশংসা করিতেছিলেন, তখন সদাচারপরায়ণা নয়জন নবযুবতি পরমঅনুরাগভরে একসঙ্গে দেহধারিণী নয়টী বর্ষলক্ষ্মীর ন্যায় প্রদীপহস্তে দীপাবলীশোভিত-সভামধ্যে উপস্থিত হইলেন ॥১৪॥

নীলাম্বরাচ্ছাদিত-সর্ব্বমূর্ত্তে—
র্বধূতভেহস্তগতাঃ প্রদীপাঃ।
শ্রেণীকৃতা রক্তসরোরুহাস্তা
ইব ব্যরাজন্ যমুনাপ্রবাহে ॥১৫॥

প্রদক্ষিণী চক্রুরমূ যদা তং
প্রদীপ—হস্তাঃ ক্রমশশ্চলন্ত্যঃ।
তদা স ভেজে সুষমাং ভ্রমন্ত্যা
ভাল্যা (৩২) সুমেরোঃ পরিবেষ্টিতস্য ॥১৬॥

গৌরাঙ্গ-গন্ধেন বিমোহিতা স্ত্রিয়ো
বারত্রয়াদপ্যধিকাং প্রদক্ষিণাম্।
প্রকল্পয়ন্ত্যোঽপি ন লক্ষিতা জনৈ—
র্গৌরাঙ্গ-কান্ত্যা হৃতচিত্তলোচনৈঃ ॥১৭॥

---

(৩২) ভাল্যাঃভায়াঃ কান্তেঃ মণ্ডল্যা পরিবেষ্টিতস্য ॥১৬।

বধূগণের সর্ব্বাঙ্গ নীলবস্ত্রে আবৃত থাকায় তাঁহাদের হস্তস্থিত প্রদীপসকল যমুনাপ্রবাহে শ্রেণীকৃত রক্তকমলসমূহের ন্যায় বিরাজ করিতেছিল ॥১৫॥

তাঁহারা যখন প্রদীপহস্তে ক্রমশঃ চলিতে চলিতে গৌরকে প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি ভ্রমণশীল কান্তিমণ্ডলীদ্বারা পরিবেষ্ঠিত সুমেরুর-সুষমা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥১৬॥

স্ত্রীসকল গৌরের অঙ্গগন্ধে বিমোহিত হইয়া তিনবারেরও অধিক প্রদক্ষিণ করিলেও গৌরের অঙ্গকান্তিতে জনবৃন্দের চিত্ত ও নয়ন আকৃষ্ট (বা নিবিষ্ট) হওয়ায় তাঁহারা তাহা দেখিতে পান নাই ॥১৭॥

তদেবং সংপাদ্য গৌরস্য নীরাজনং নীরাজনঞ্চ (৩৩) তৎপাদ-সারসয়ো (৩৪) রসযোগেন (৩৫) নাগেন-প্রার্থনীয়-গমনাস্থ (৩৬) তাসু গতাসু শ্রীবল্লভাচার্য্যো ভাচার্য্যোদিতো (৩৭) জাম্বুল-মালিকার্থ-(৩৮) মানেতুং দুহিতরং হিতরঙ্গিণো (৩৯) বন্ধূনাদিদেশ ॥১৮॥

তদাকর্ণ্য লক্ষ্মীং সখ্যঃ কাশ্চন বদন্তিস্ম,—নব-দন্তি-স্ময়মর্দি-চলনে (৪০) চল, নেদানীমলসো ভবতি সাধুতরো, ধৃতরোমা (৪১) বরোঽবরোধ-দ্বারমবলোকয়তি লোক-যতিত-সাধ্যদর্শনোঽপি (৪২) ততঃ প্রতিষ্ঠস্ব চপলতয়া চাপলতয়া চালিতে-ষুরিব ॥১৯॥

---

(৩৩) নীরস্য অজনং ক্ষেপণং শান্তিকরণার্থং জলসেচনং, (৩৪) তস্য চরণ-পদ্মযোঃ (৩৫) আনন্দ-সম্বন্ধেন, (৩৬) নাগেনা হস্তিশ্রেষ্ঠাঃ তেষাং যাচনীয়ং গমনং যাসাং তাসু, (৩৭) গ্রহাচার্য্য-প্রেরিতঃ, (৩৮) জাম্বুলমালিকা কন্যাবরয়োর্মুখচন্দ্রিকা, (৩৯) হিতে রঙ্গিণঃ কৌতুকিনঃ ॥১৮॥

(৪০) নূতনহস্তি-গর্ব্বমর্দ্দি-গমনে (সম্বোধনং), (৪১) কম্পিতরোমা পুলকিত ইত্যর্থঃ। (৪২) যতিতমিতি ভাবে ক্তঃ, লোকানাং যত্নসাধ্যং দর্শনং যস্য সোঽপি ॥১৯॥

এইরূপে গৌরের নীরাজন সম্পন্ন করিয়া তাঁহারা সানন্দে তাঁহার পাদপদ্মে শান্তিজল নিক্ষেপ করতঃ গজেন্দ্রবাঞ্ছনীয়গমনে প্রস্থান করিলে শ্রীবল্লভাচার্য্য গ্রহাচার্য্যের বাক্যানুসারে বরকন্যার মুখচন্দ্রিকার নিমিত্ত কন্যাকে আনিবার জন্য হিতৈষী বন্ধুগণকে আদেশ করিলেন ॥১৮॥

তাহা শুনিয়া কয়েকজন সখী লক্ষ্মীকে বলিতে লাগিলেন– হে নব-(যৌবন-প্রাপ্ত) করিমদহারিগমনে, (তোমার গতি যৌবনপ্রাপ্ত হস্তীর গতিজনিত গর্ব্ব দূর করে) চল ! এক্ষণে তোমার পক্ষে অলস হওয়া ভাল নহে। এবম্বিধ বরের দর্শন লোকের যত্নসাধ্য হইলেও তিনি (তোমার দর্শনের জন্য হর্ষে) রোমাঞ্চিত হইয়া অন্তঃপুরের দ্বারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন। অতএব ধনুর্নিক্ষিপ্ত শরের ন্যায় চঞ্চলভাবে গমন কর ॥১৯॥

কিঞ্চ হিত-বচনমাকর্ণয় কর্ণয়-বীক্ষণে! (৪৩) ক্ষণে মাল্যবিতরণস্য রণস্য চ কুসুম-করণকস্য মা ভজ মন্দাক্ষতাং মন্দাক্ষতাঞ্চ (৪৪) যতঃ সা সা চ সুখয়তি ন বরং নবরঙ্গিনীঃ রথীরপি ॥২০॥

এতদালীনাং বচনং পরমানন্দরচনং শ্রবণপুটে নিধায় মুখসরোজমধ্যে বিধায় মৃদুস্মিত-লসদাননা বল্লভাচার্য্য-নন্দনা পীঠে স্বর্ণমণি-কৃতবিকাসে তাভিরুপবেশয়ামাসে ॥২১॥

অথ নব বসুধামরা (৪৫) বসু-ধামরাজি-পীঠস্থাং (৪৬) লক্ষ্মীং গৌরহরেঃ সমর্য্যাদায় (৪৭) মর্য্যাদা-যত্ন-পুরঃসরং নেতুকামা গৃহীত্বোত্তলয়ামাসুঃ। মন্যামহে মহৈশ্বর্য্যাস্তস্যাঃ স্বরূপমনুসন্ধায় ধৃতনরবিগ্রহা গ্রহা এব নব নিধেয়ো বা নবাজগ্মুঃ ॥২২॥

---

(৪৩) কর্ণং যাতী ও তাদৃশং বীক্ষনং যস্যাঃ হে তাদৃশি. (৪৪) সলজ্জতাং মন্দে অনতি প্রকাশমানে অক্ষিণী যস্যাস্তাদৃশতাঞ্চ॥২০॥

[৪৫] নবসংখ্যকা ব্রাহ্মনাঃ, [৪৬] বসূনাং রত্নানাং ধামভিঃ কান্তিভিঃ রাজি সৎ পীঠং তত্রস্থাম্। [৪৭] সমীপায় ॥২২॥

অধিকন্তু, হে কর্ণগামিলোচনে! হিতবাক্য শ্রবণ কর। মাল্য প্রদান ও কুসুমের দ্বারা যুদ্ধ করিবার কালে সলজ্জভাব ও মন্দনেত্রতা প্রাপ্ত হইও না অর্থাৎ লজ্জিতা ও স্বল্পদৃষ্টি হইও না। যেহেতু তোমার সলজ্জতা ও মন্দদৃষ্টি বর ও তোমার নবরঙ্গিণী (নবকৌতুকশালিনী) সখীগণ কাহাকেও সুখদান করিবে না ॥২০॥

বল্লভাচার্য্যনন্দিনী সখীগণের এই পরমানন্দকর বাক্য কর্ণপুটে ধারণপূর্ব্বক মুখকমল মধ্যে স্থাপন করায় তাঁহার বদন মৃদুহাস্যে শোভিত হইল। অনন্তর তাঁহারা তাঁহাকে স্বর্ণ ও মণিসমূহে উদ্ভাসিত (উজ্জ্বল) কাষ্ঠাসনে উপবেশন করাইলেন ॥২১॥

অনন্তর নয়জন ব্রাহ্মণ রত্নকান্তিশোভিত পীঠস্থিতা-লক্ষ্মীকে মর্য্যদা ও যত্নপূর্ব্বক

তেষাং দ্বিজানাং মুখমণ্ডলান্তঃ
পীঠোপরিষ্টাদ্ বিররাজ কন্যা।
পরিস্ফুটৎ পদ্মবনান্তরালে
পদ্মালয়েবাম্বুজ-সন্নিবিষ্টা ॥২৩॥

নীতাসীদবরোধতো বহিরসৌ লক্ষ্মীর্যদা ভূসুরৈ—
স্তর্হ্যস্যাশ্চ বরে চ নেত্রপটলী সংসৎ-স্থিতানাং (ক) নৃণাম্।
প্রা আভীক্ষ্ণ্যেন সুমঞ্জুলোহ-বলিতা (৪৮) ক্ষিপ্রা (৪৮)
গুণগ্রাহিণী (৫০)
যাতায়াত-বিধিং তুরীব (৫১) বসন-প্রান্তদ্বয়ে ব্যস্তৃণোৎ ॥২৪॥

তে চ বরকন্যয়োর্মাধুর্য্য-মাধ্বীক-মগ্নাক্ষিমধুকরা জগদুরিদং—

বরো যথায়ং জগদূর্দ্ধ্বরূপভাক্
কন্যা তথেয়ং স্বসমান-বর্জ্জিতা।

[ক] সভাস্থিতানাং, [৪৮] সুমঞ্জুলা যে উহা বিতর্কা শ্লেষযুক্তা পক্ষে সুমঞ্জুলা লোহেন বলিতা, [৪৯] সত্বরা, (৫০) গুণঃ প্রসিদ্ধঃ সূত্রঞ্চ [৫১] তুরী মাকু ইতি খ্যাতা ২৪॥

গৌরের নিকটে লইয়া যাইবার ইচ্ছায় ঐ পীঠ সহিত তাঁহাকে ধরিয়া উত্তোলন করিলেন। আমাদের মনে হয়, মহেশ্বরী শ্রীলক্ষ্মীদেবীর স্বরূপ অনুসন্ধান করিয়া মনুষ্য-শরীরধারী নবগ্রহ কিংবা নব নিধিই আগমন করিয়াছেন ॥২২॥

সেই ব্রাহ্মণগণের মুখমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তিপীঠের উপরিভাগে কন্যা প্রস্ফুটিত পদ্মবনের মধ্যে পদ্মের উপর উপবিষ্টা পদ্মালয়া লক্ষ্মীর ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥২৩॥

যখন ব্রাহ্মণগণ লক্ষ্মীকে অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আনিতেছিলেন তখন সভাস্থিত ব্যক্তিগণের অতিসুন্দর বিতর্কযুক্ত, ক্ষিপ্র এবং গুণগ্রাহী নয়ন সকল তাঁহার ও বরের প্রতি বস্ত্রের প্রান্তদ্বয়ে অতিমনোহর লৌহযুক্ত ক্ষিপ্র এবং সূত্রগ্রহণকারী তুরীর (মাকুর) ন্যায় পুনঃ পুনঃ যাতায়াত কার্য্য বিস্তার করিয়াছিল ॥২৪॥

বয়ং দ্বয়োঃ সংঘটনা-বিধায়িনো
বিবেচকত্বং স্তুমহে প্রজাপতেঃ ॥২৫॥

এবমভিদধানেষু গৌরচন্দ্রস্যাননে বাসসা কৃতাচ্ছাদনে বাহকাঃ কন্যায়াস্তাং নীত্বা সভায়া মধ্যং বিবিশুঃ ॥২৬॥

সা চান্তরং প্রাপ্য ততঃ সভায়া-
স্ত্রীণা দধার স্বদৃশৌ করাভ্যাম্।
মন্যে বিধির্গৌরমুদীক্ষমাণে
সংশ্লাঘ্য তে (৫২) পদ্মযুগেন প্রার্চ্চৎ ॥২৭॥

আচ্ছাদিতে করযুগেন তয়া তদাস্যে
বিদ্যোতমান-নখরচ্ছলতঃ সমায়ান্।

[৫২] তে দৃশৌ করয়োঃ পদ্ম-সাম্যাত্তৎপ্রেক্ষা।২৭॥
[৫৩] অন্যত্রাপি স্বপতেরন্যেন পরাভবং দৃষ্ট্বা তদপসারায় ভার্য্যা যান্ত্যেব। ॥২৮॥

তাঁহাদের নয়নমধুকর বরকন্যামাধুর্য্যমধুতে মগ্ন হওয়ায় তাঁহারা এইকথা বলিতে লাগিলেন —এই বর যেমন অলৌকিক রূপসম্পন্ন, এই কন্যাও সেইরূপ অতুলনীয়া। আমরা ইঁহাদের উভয়ের সংযোগবিধানকারী প্রজাপতির বিবেচনার স্তব করি ॥২৫॥

তাঁহারা এইরূপ বলিতে লাগিলে এবং গৌরচন্দ্রের বদন বসনের দ্বারা আচ্ছাদিত করা হইলে কন্যার বাহকগণ কন্যাকে লইয়া সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥২৬॥

লক্ষ্মী তখন সভামধ্যে উপস্থিত হইয়া লজ্জায় করযুগলের দ্বারা নিজের নয়নদ্বয় আবৃত করিলেন। মনে হয়, গৌর–দর্শনকারী সেই নয়নদ্বয়ের প্রশংসা করিয়া বিধি যেন তাহাদিগকে দুইটী পদ্মের দ্বারা অর্চ্চনা করিলেন ॥২৭॥

লক্ষ্মী দুইখানি হস্তদ্বারা তাঁহার মুখ আচ্ছাদিত করিলে তাঁহার ঐ মুখকে

মত্বা মুখং বিধুমমুষ্য পরাভবঞ্চ
হস্তাব্জত স্তদপসার-কৃতে নু তারাঃ (৫৩) ॥২৮॥

চিল্লিদ্বয়োপরি (৫৪) তদা সুতনোরমুষ্যাঃ
শ্রেণীকৃতা নত দশাঙ্গুলয়ো বিরেজুঃ।
কামো রতিশ্চ কিমুগন্ধফলীঃ স্ববাণা—(৫৫)
নারোপয়ৎ স্বধনুষো র্যুগপদ্বরেঽস্তে (৫৬) ॥২৯॥

প্রোদীতেঽপি (৫৭) শ্রীনখেন্দাবমুষ্যা
মন্যে মম্লৌ নৈব কেশান্ধকারঃ।
সীমন্তালঙ্কারমুক্তোড়ুসঙ্গাৎ
পত্যুঃ পত্ন্যা স্বীকৃতো নো বিভেতি ॥৩০॥

---

[৫৪] ভ্রূদ্বয়োপরি, [৫৫] চম্পককলিকারূপ বানান, [৫৬] অস্তে ক্ষেপায় ॥২৯॥
[৫৭] ঈগতৌ ধাতুঃ— প্র+উৎ+ঈ+ক্ত= প্রোদীত ॥৩০॥

চন্দ্র এবং হস্তকমল হইতে উহার পরাজয় মনে করিয়া তাহাকে অপসারিত করিবার জন্য প্রকাশমান নখরচ্ছলে যেন তারা সমূহ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল ॥২৮॥

তখন সেই শোভানাঙ্গী লক্ষ্মীর ভ্রূদ্বয়ের উপরে শ্রেণীবদ্ধ তাঁহার দশটী অঙ্গুলি বিরাজ করিতেছিল ; তাহাতে মনে হইতেছিল, যেন কাম ও রতি কি যুগবৎ আপনাদের দুইখানি ধনুতে বরের প্রতি নিক্ষেপ করিবার জন্য চম্পককলিকারূপ নিজবাণ সমূহ আরোপিত করিয়াছিলেন ? ॥২৯॥

তাঁহার সুন্দর নখরূপচন্দ্র সম্যক্ উদিত হইলেও মনে হয় তাঁহার কেশরূপ অন্ধকার সীমন্তভূষণের মুক্তারূপ তারকার সঙ্গ হেতু ম্লান হয় নাই। কেন না যে পত্নীকর্তৃক স্বীকৃত হয় সে তাহার পতি হইতে ভয় পায় না ॥৩০॥

শ্রীবাড়বানল-পয়োনিধি-মধ্যজাতা (৫৮)
অনন্তাসুরৈরনিমিষৈরপি বীক্ষ্যমাণা (৫৯)
বেলামবাপ্য (৬০) সুরসার্থকৃতাগ্রবেশা (৬১)।
বিশ্বম্ভরস্য (৬১) নিকটং প্রসসার লক্ষ্মীঃ ॥৩১॥

যথা যথা প্রাপ সমীপদেশং ক্রমেণ কন্যা দ্বিজপুঙ্গবস্য।
তয়োরুদৈয়ন্ত তথা তথৈকদ্ব্যাদিক্রমাৎ কম্পমুখানুভাবাঃ ॥৩২

পরস্পরস্যাঙ্গ-সুগন্ধ-হালিকাং (৬৩)
পীত্বা মনোদন্তিবরাবমাদ্যতাম্।
তয়োঃ সমাস্ফালনত স্তনুদ্বয়ী
বনদ্বয়ী কম্পমবিন্দত দ্রুতম্ ॥৩৩॥

---

[৫৮] ব্রাহ্মণগৃহমেব পয়োনিধিঃ পক্ষে বাড়বানলাশ্রয়ো যঃ পয়োনিধি স্তন্মধ্যজাতা।
(৫৯) অনিমিষৈঃ নিমেষরহিতৈঃ ভূমিসুরৈ যথেষ্টং দৃশ্যমানা পক্ষে অনন্তৈরসুরৈ দেবৈশ্চ
[৬০] বেলাং কালং সমুদ্রকূলঞ্চ, (৬১) সুরসৈবর্থৈ-র্বস্ত্রভিঃ পক্ষে সুরাণাং সার্থৈঃ। (৬২) গৌরস্য নারায়ণস্য চ লক্ষ্মীঃ কন্যা অথচ কমলা।৩১॥
(৬৩) হালিকাং মদিরাং ॥৩৩॥

সুন্দর বাড়বানলের আশ্রয়রূপ ক্ষীরসাগরের মধ্য হইতে উৎপন্না লক্ষ্মী সমুদ্র-কূলে উপস্থিত হইলে অনন্ত অসুরগণকর্ত্তৃক অনিমেষ নয়নে দৃশ্যমানা এবং দেবগণকর্ত্তৃক রচিত অনুপমবেশসম্পন্না হইয়া নারায়ণের নিকট গমন করিলেন। পক্ষে শ্রীযুক্তবল্লভবিপ্রের গৃহরূপ ক্ষীরসমুদ্র মধ্যে জাতা অতিসুন্দর অলঙ্কারাদি-বস্ত্রদ্বারা বিহিত সর্ব্বোত্তমবেশ-সম্পান্না লক্ষ্মী সময় প্রাপ্ত হইয়া নিমেষরহিত ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক দৃশ্যমান হইতে হইতে বিশ্বম্ভরের নিকট অগ্রসর হইলেন ॥৩১॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মী ক্রমশঃ যেমন যেমন বিশ্বম্ভরের নিকটে আসিতে লাগিলেন তেমনই একটী, দুইটী, ইত্যাদিক্রমে কম্প প্রভৃতি অনুভাব সকল তাঁহাদের উভয়ের অঙ্গে উদিত হইতে লাগিল ॥৩২॥

তাঁহাদের মনরূপ করিবরদ্বয় পরস্পরের অঙ্গের সুগন্ধ মদিরা পান করিয়া

অন্যোন্যদেহ-চ্ছবি-চন্দ্রিকেক্ষণা
ত্তয়োশ্চ্রুবং প্রীত্যুদধির্ব্ববৰ্দ্ধত।
তদীয়-কল্লোলভরঃ প্রপূরয়ং
স্তদন্তরং (৬৪) স্বেদমিষাদ্বহির্যযৌ ॥৩৪॥

অন্যোন্যমঙ্গদ্যুতি চন্দ্রিকাং যৎ
কন্যাবরাবাপিবতাং চকোরৌ—
ততস্তয়োঃ সর্বতনূরুহালী (৬৫)
প্রোৎফুল্লতামগ্র্যতমাং প্রপেদে ॥৩৫॥

ততঃ প্রদক্ষিণীচক্রে লক্ষ্মীঃ পীঠস্থিতা প্রভুম্।
জ্যোতিশ্চক্র—সমারূঢ়া সুমেরুমিব তারকা ॥৩৬॥

---

(৬৪) তয়োরন্তরং শরীরমধ্যম্ ।৩৪॥
(৬৫) তনুরোহং রোম পক্ষে পক্ষঃ ॥৩৫॥

মত্ত হইয়াছিল। ঐ মনরূপ হস্তিদ্বয়ের আস্ফালন হেতু, তাহাদের তনুদ্বয়রূপ বন দুইটী কম্প প্রাপ্ত হইতেছিল ॥৩৩॥

পরস্পরের দেহকান্তিরূপ চন্দ্রিকার দর্শনে তাঁহাদের প্রীতিরূপ সমুদ্র বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ঐ প্রীতি-সমুদ্রের তরঙ্গমালা তাঁহাদের শরীর মধ্য অর্থাৎ হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া ঘর্ম্মচ্ছলে বহির্গত হইতেছিল ॥৩৪॥

কন্যা ও বররূপ চকোর যুগল যে পরস্পরের অঙ্গকান্তিরূপ চন্দ্রিকা পান করিতেছিল, তাহাতে তাহাদের সমস্ত রোমরাজি (পক্ষে পক্ষসমূহ) অত্যন্ত উৎ-ফুল্লতা প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥৩৫॥

অনন্তর জ্যোতিশ্চক্রারূঢ় তারকা যেমন সুমেরুকে প্রদক্ষিণ করে, সেইরূপ পীঠস্থিতা লক্ষ্মী প্রভুকে প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন ॥৩৬॥

তদেবং লক্ষ্মীং ত্রিঃ প্রদক্ষিণং কারয়িত্বা গৌরস্য সংমুখে স্থাপয়িত্বা দূরীকৃত্যাচ্ছাদনং পরস্পর-মুখাবলোকনং সমাম্রেড়িতনিযুক্তিবচনাঃ (৬৬) কারয়ামাসু র্বন্ধুজনাঃ ॥৩৭॥

আরাৎ প্রিয়াননমবেক্ষ্য হ্রিয়া বিনম্রং
গূঢ়স্মিতং দরচলেক্ষণমাত্মদৃষ্ট্যা।
লক্ষ্ম্যাঃ শচীতনুজনেরপি যঃ প্রমোদঃ
প্রাদুর্বভূব স ন তৎপরবুদ্ধিবেদ্যঃ ॥৩৮॥

লক্ষ্মীস্তু গৌরমবলোক্য সকৃৎ সমুদ্য—
ল্লজ্জা ন্যমীলয়দলং নয়নং জবেন।
মন্যে তদীয়-সুষমামৃত-পূর-পূর্ণে (৬৭)
তে সংববার জনদর্শন-বারণায় ॥৩৯॥

(৬৬) পুনঃ পুনরুক্তং নিযুক্তিবচনং চক্ষুরুন্মীল্য বারমালোকয়েত্যাদিরূপং যৈঃ।৩৭॥
(৬৭) অন্যোঽপি মধুরবস্তুপূরিতং ভাণ্ডাদি জনদর্শনাশঙ্কয়াবৃণোতোব ॥৩৯॥

এই প্রকারে বন্ধুজনগণ লক্ষ্মীকে তিনবার প্রদক্ষিণ করাইয়া গৌরের সম্মুখে স্থাপন করিলেন এবং পরস্পরের মুখাচ্ছাদন দূর করিয়া "চক্ষু মেলিয়া বরকে দর্শন কর"—এই প্রকার পুনঃ পুনঃ প্রেরণাবাক্যে পরস্পরের মুখাবলোকন করাইয়াছিলেন ॥৩৭॥

সম্মুখে আপনাকে দর্শন হেতু লজ্জায় বিনম্র, গূঢ় মৃদুহাস্যযুক্ত ও ঈষৎ চঞ্চল নয়নবিশিষ্ট প্রিয়ের বদন দর্শন করিয়া লক্ষ্মীর, ও তদ্রূপ প্রিয়ার বদন নিরীক্ষণ করিয়া শচীনন্দনের যে আনন্দ প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা তাঁহারা ব্যতীত অন্যের বোধগম্য নহে ॥৩৮॥

লক্ষ্মী গৌরকে একবার অবলোকন করিয়া অতি লজ্জিতা হওয়ায় তিনি অবিলম্বে চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়াছিলেন। মনে হয়, তিনি লোকের দর্শন নিবারণের জন্য গৌরের সৌন্দর্য্য-সুধারাশি-পরিপূর্ণ সেই নয়নযুগলকে আবরণ করিয়াছিলেন ॥৩৯॥

কিম্বা তদীক্ষা-প্রমদোদ্গতাস্রং, সংরোদ্ধু-কামা ভয়তস্ত্রপাতঃ।
ন্যমীলয়ত্তে সুদৃশাং হি লজ্জা, ভয়ং কদাচিন্ন বিলঙ্ঘনীয়ম্ ॥৪০॥

কিম্বা তস্যা গতিমপহৃতাং বীক্ষ্য গৌরেন্দুনাভ্যাং (৬৮)
দ্বাভ্যাং বিষ্ট্বান্তরমচিরতো মামপি স্বিদ্ধরেত (৬৯)।
ইত্যাশঙ্কাভরতরলিতা হন্ত! মন্যামহে হ্রী
র্নেত্রদ্বারে ন্যরুণদধিকং পক্ষ্মরূপাররাভ্যাম্ ॥৪১॥

সুখোদয়াদস্রং বহূদ্গতং যদ্
রুরোধ লক্ষ্মী র্ভয়তস্ত্রপায়াঃ।
তদেব লব্ধ্বা ন তনাবমুষ্যা
মানং বহিঃ স্বেদমিষাজ্জগাম ॥৪২॥

---

(৬৮) অক্ষিভ্যাং নেত্রাভ্যাং, (৬৯) স্বিৎ বিতর্কে অব্যয়ম্ (ক) পক্ষ্মরূপ-কপাটাভ্যাং ॥৪১॥

কিংবা গৌরের দর্শনানন্দজনিত অশ্রুকে ভয়ে ও লজ্জায় সংরুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় তিনি নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়াছিলেন। যে হেতু সুলোচনা রমণীগণের কখনও লজ্জা ও ভয় উল্লঙ্ঘন করা উচিত নহে ॥৪০॥

অথবা গৌরচন্দ্রকর্ত্তৃক তাঁহার মতি অপহৃতা হইয়াছে দেখিয়া এই দুইটী চক্ষুর দ্বারা অন্তরে প্রবেশ করিয়া অচিরে আমাকেও হরণ করিবে, মনে হয়, এই প্রকার শঙ্কাতিশয়ে চঞ্চল হইয়া লজ্জা নয়নের পক্ষরূপ দুইটী-কবাটের দ্বারা তাঁহার নেত্রদ্বার রুদ্ধ করিয়াছিল ॥৪১॥

সুখোদয়ে জাত যে প্রচুর অশ্রুকে লক্ষ্মী ভয় ও লজ্জাবশতঃ রুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার শরীরমধ্যে পরিমাণ প্রাপ্ত না হইয়া ঘর্ম্মচ্ছলে বাহিরে আসিয়াছিল ॥৪২॥

গৌরস্তু বীক্ষ্য বদনং রুচিরং প্রিয়ায়া
গাম্ভীর্য্যভূমিরপি সত্ত্বসমাশ্রয়োঽপি।
সিন্ধুঃ সুধাংশুবদগাদতিবেলভাবং (৭০)
যেনাঙ্গবর্ত্তি (৭১) সমকল্পত রোমবৃন্দম্ ॥৪৩॥

অথ নিদেশেন বন্ধুতায়া নবন্ধুতায়ামিলজ্জা মিলজ্জাড্যাপি সুখসেকনিষ্ঠয়া (৭২) কনিষ্ঠয়াঙ্গুল্যা গৃহীত্বা চন্দনরসং নর-সংসেব্যমানচরণসারসস্য সারসস্য-নবাঙ্কুরোচ্ছূনরোমমূলকালিকে (৭৩) কালিকেব শিবস্য প্রভো রর্পয়ামাস ॥৪৪॥

---

(৭০) অতিক্রান্তা বেলা মর্য্যাদা যেন তাদৃশত্বং ; (৭১) অঙ্গবর্ত্তি স্পষ্টং, পক্ষে সমীপবর্ত্তি বনবৃন্দং, তত্র জলপ্রবেশাৎ ॥৪৩॥

(৭২) সুখসেকস্য নিষ্ঠা নিষ্পত্তি র্যতস্তয়া। (৭৩) উত্তমশস্য-নূতনাঙ্কুরবদুচ্ছূনং রোমমূলং যস্যাঃ ॥৪৪॥

সমুদ্র গাম্ভীর্য্যের আধার ও কুম্ভীরমকরাদিপ্রাণীগণের আশ্রয় হইলেও চন্দ্রদর্শনে উহা যেমন উদ্বেলতা প্রাপ্ত হয় এবং উহার নিকটবর্ত্তী বনসকল কম্পিত হয়, সেইরূপ গৌর গাম্ভীর্য্যভাজন ও সত্ত্বসম্পন্ন অর্থাৎ পরাক্রমশালী হইলেও প্রিয়ার রমণীয় বদন দর্শন করিয়া অসীমভাব (রতিবিশেষ) প্রাপ্ত হইলেন, যদ্দ্বারা তাঁহার অঙ্গস্থিত রোমরাজি কম্পিত হইতে লাগিল ॥৪৩॥

অনন্তর বন্ধুগণের আদেশে লক্ষ্মী অতিশয় লজ্জাবশতঃ জড়তা প্রাপ্ত হইলেও তাহা ত্যাগ করিয়া সুখপ্রদাননিষ্ঠা কনিষ্ঠা অঙ্গুলির দ্বারা নূতন চন্দনরস গ্রহণ করিলেন এবং যাঁহার চরণকমল নরবৃন্দের সেবার যোগ্য সেই প্রভুর ললাটে শিবের ললাটে দুর্গার ন্যায় উহা অর্পণ করিলেন। চন্দনপ্রদানকালে লক্ষ্মীর রোমমূল উত্তম শস্যের নূতন অঙ্কুরের ন্যায় স্ফীত হইয়াছিল ॥৪৪॥

পরস্পরং স্পর্শমবাপ্য কন্যকা-
বরৌ নবং জাত-মহাচমৎকৃতী।
তদা সুখং হন্ত! কিমেতদিত্যমূ
বিচারমন্তর্মনসা বিতেনতুঃ ॥৪৫॥

লক্ষ্ম্যঙ্গুলীং চন্দনপঙ্কযুক্তাং
প্রভু র্নিবিষ্টামলিকে স্বকীয়ে।
মেনে বশীকার্য্য-গদেন লিপ্তং
কামাশুগং গন্ধফলীস্বরূপম্ ॥৪৬॥

গৌরস্যাঙ্গং স্পৃশন্তী নবকুতুকভরাদ্ বিন্দমানাপি মোদং
লক্ষ্মী লজ্জাতিভীতা কর-নলিনদলং সত্বরং সঞ্চকর্ষ।
এতন্মিথ্যৈব বাক্যং ভবতি পুনরিদং সত্যমস্যৈব চিল্লিং (৭৪)
মত্বা ভৌজঙ্গমাস্ত্রং ভয়তরলমনাঃ (৭৫) পুষ্পবাণাসনস্য ॥৪৭॥

তখন কন্যা ও বর উভয়ে পরস্পরের নবজাত স্পর্শ লাভ করিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইলেন এবং তাঁহারা মনোমধ্যে "অহো! একি অপূর্ব্ব সুখ!" এই কথা বিচার করিতে লাগিলেন ॥৪৫॥

নিজ ললাটে অর্পিত চন্দনপঙ্কযুক্ত লক্ষ্মীর অঙ্গুলিকে প্রভু বশীকরণের ঔষধে লিপ্ত চম্পক-কলিকাস্বরূপ কামের বাণ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন ॥৪৬॥

লক্ষ্মী গৌরের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া নবকৌতুকভরে আনন্দপ্রাপ্ত হইলেও লজ্জায় অত্যন্ত ভীতা হইয়া সত্বর করপদ্মদল অর্থাৎ করাঙ্গুলি আকর্ষণ করিয়াছিলেন—এ কথাই মিথ্যা। পক্ষান্তরে ইহা সত্য যে, লক্ষ্মী গৌরের ভ্রূকে পুষ্প-ধন্বা কন্দর্পের ভুজঙ্গাস্ত্র মনে করতঃ ভয়ে চঞ্চলমনা হইয়া সত্বর করকমলদল আকর্ষণ করিয়াছিলেন ॥৪৭॥

ততঃ করাভ্যাং পরিগৃহ্য লক্ষ্মী, মধূকমালাং (৭৬) প্রভুকণ্ঠদেশে
সমর্পয়ামাস ববন্ধ মন্যে, পাশেন কামস্য তদাজ্ঞয়ামুং ॥৪৮॥

গৌরোঽপি নীত্বা নিজকণ্ঠদেশান্
মল্লীস্রজং তাং নিদধে গলেঽস্যাঃ।
পত্নী ধবস্যার্দ্ধমতো লভেথাঃ
সর্ব্বত্র ভাগং স্বিতিবোধনায় ॥৪৯॥

স্বভুক্ত-মাল্যং নিজপাণিনার্পিতং
গৌরাদ্ যদা প্রাপদসৌ মৃগেক্ষণা।
তদা ধিয়াত্মৈ প্রদদে স্বমীশ্বর-
-প্রসাদলাভে হি তদেব সূচিতম্ (৭৭) ॥৫০॥

---

(৭৪) ভ্রূবং, (৭৫) করনলিনাদলং সত্বরা সঙ্কর্ষেত্যানুষজ্যতে ॥৪৭॥
(৭৬) মধূকপুষ্পমাল্যং ॥৪৮॥
(৭৭) স্বমর্পণমেব সুষ্ঠুচিতম্ ॥৫০॥

অনন্তর লক্ষ্মী কর যুগলের দ্বারা মধূক পুষ্পের মালা গ্রহণ করিয়া প্রভুর গলে অর্পণ করিয়াছিলেন। মনে হয়, তখন তিনি কামের আজ্ঞায় তাঁহাকে পাশ দ্বারা বন্ধন করিয়াছিলেন ॥৪৮॥

গৌরও নিজের কণ্ঠদেশ হইতে মল্লিকা পুষ্পের মালা লইয়া 'পত্নী পতির অৰ্দ্ধ অতএব সৰ্ব্বত্র অংশ লাভ করিবে"। যেন ইহা জানাইবার জন্য তাঁহার গলে উহা প্রদান করিলেন ॥৪৯॥

মৃগনয়না লক্ষ্মী যখন গৌরের নিকট হইতে তাহার স্বহস্তপ্রদত্ত নিজ সেবিত মাল্য প্রাপ্ত হইলেন, তখন মনে মনে তাঁহাকে আত্মা অর্পণ করিলেন। যে হেতু ঈশ্বরের অনুগ্রহলাভে তাহাই (আত্মসমর্পণ করাই) সমুচিত ॥৫০॥

পরস্পরং মাল্য-সমর্পণচ্ছলা—
লক্ষ্মী-নবদ্বীপবিধূ নিজং নিজম্।
মনোঽর্পয়ামাসতুরিত্যবৈম্যহং
ততঃ ক্ষণান্ কাংশ্চন জাড্যমাপতুঃ ॥৫১॥

ততশ্চ (৭৮) পরস্পরং মানসে প্রাপ্যাপি স্বরতি-বিজাতীয়রতিশালিভ্যাং তাভ্যাং পরস্পর-মাধুর্য্যানুভবসুখং লব্ধুমসমর্থৌ তত্র বিরক্তাবিব তে পুনঃ পরিবর্ত্তয়ামাসতুঃ ॥৫২॥

কন্যাবরৌ মাল্য-সমর্পণং যদা
পরস্পরপ্রেমরসেন চক্রতুঃ।
তদা ধ্বনিঃ কম্বুভবো বধূভবে
রুলুলুনাদোঽপি দিশো দশানশে ॥৫৩॥

---

(৭৮) ননু তর্হি পুনঃ কথং জাড্যং ততাপতুস্তত্রাহ ততশ্চেতি ॥৫২॥

লক্ষ্মী ও নবদ্বীপচন্দ্র পরস্পর পরস্পরকে মাল্যপ্রদানচ্ছলে নিজ নিজ মন অর্পণ করিয়াছিলেন, ইহাই আমার জ্ঞান হয়। সেই জন্য কয়েক ক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়েই জড়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥৫১॥

অনন্তর তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের মনকে প্রাপ্ত হইয়াও নিজরতির বিজাতীয় রতিশালী (বিষয়জাতীয় ও আশ্রয়জাতীয় রতিযুক্ত) সেই দুইটী মনের দ্বারা পরস্পরের মাধুর্য্য অনুভবের সুখলাভ করিতে অসমর্থ হওয়ায় তাঁহারা যেন তাহাতে বিরক্ত হইয়া পুনরায় পরস্পরের চিত্ত পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন (ফিরাইয়া দিয়াছিলেন) ॥৫২॥

যখন বরকন্যা পরস্পর প্রেমানন্দে মাল্য প্রদান করিতেছিলেন, তখন শঙ্খধ্বনি এবং বধূগণের উলু উলু শব্দ দশদিক ব্যাপ্ত করিয়াছিল ॥৫৩॥

যদা চ কৌতুক-কল্লোলাকুলিতৌ কন্যাবরৌ পরস্পরোপরি পুষ্পপ্রকরং পরিববৃষতু, স্তদা স্বস্বাঙ্গলগ্নানি তানি কামস্য কাণ্ডানি মত্বা তস্য পুষ্পবাণতাং যথার্থং মেনাতে ॥৫৪॥

অথ কন্যাযাত্রিকজনা জন্যযাত্রিকজনানা (৭৯) মুপরি পুষ্পানি বর্ষন্তঃ পরি-হসন্তস্তৎসহকারেণ তুষ-শর্করাকর্করাদিকানি ববৃষুস্ততো হসন্তো জন্যযাত্রিকা জগদুঃ ॥৫৫॥

কন্যাসুহৃদো হরয়ঃ প্রসূনগন্ধাকুলীকৃতানঙ্গা (৮০)।
তস্মাচ্চঞ্চলতৈষামীদৃঙ্‌ নাযুক্ততাং বহতি ॥৫৬॥

---

(৭৯) বরযাত্রিকজনানাং ॥৫৫॥
(৮০) পুষ্পগন্ধেনাকুলীকৃতমনঙ্গমাকাশং যৈস্তে হরয়ঃ পবনাঃ ; নিন্দাপক্ষে ফলগন্ধেনাকুলী-কৃতমনঙ্গং মনো যেষাং তে হরয়ো বানরাঃ ॥৫৬॥

যখন আনন্দতরঙ্গে আকুলিত হইয়া কন্যা ও বর পরস্পরের উপর পুষ্পা-রাশি বর্ষণ করিতেছিলেন, তখন তাঁহারা নিজ নিজ অঙ্গলগ্ন সেই পুষ্পগুলিকে কামের বাণ মনে করিয়া তাহার পুষ্পবাণত্ব যথার্থ মনে করিয়াছিলেন ॥৫৪॥

অনন্তর কন্যাযাত্রী জনসকল বরযাত্রীজনগণের উপর পুষ্পবর্ষণ করিতে করিতে পরিহাসপূর্ব্বক তাহাদের সঙ্গে তুষ শর্করা (খাপরা) ও কঙ্করাদি বর্ষণ করিতেছিলেন, তখন বরযাত্রিগণ হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন ॥৫৫॥

কন্যার সুহৃদ্‌গণ সকলে হরি অর্থাৎ পবন। তাঁহারা পুষ্পগন্ধে আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন। অতএব ইঁহাদের এই প্রকার চঞ্চলতা অযুক্ত নহে।

শ্লেষপক্ষে– কন্যাসুহৃদ্‌গণ সকলে হরি অর্থাৎ বানর। ফলের গন্ধ তাহাদের চিত্তকে আকুল করে। অতএব তাহাদের পক্ষে এই প্রকার চঞ্চলতা অযুক্ত নহে ॥৫৬॥

কন্যাযাত্রিকাঃ প্রোচুঃ—

বিশ্বম্ভরানুযায়ী পীবরশৃঙ্গোঽর্জুন-প্রণয়ী।
বরযাত্রিকসংঘোঽয়ং বত বত বৃষ্ণিতাং বহতি (৮১) ॥৫৭॥

পুনরপি বরযাত্রিকা বদন্তি স্ম—

কন্যাপক্ষাঃ শস্ত-প্রতিভাকা জগদিরে লোকৈঃ।
অপ্রতিকাশাস্তেষাং নব্যাহারে চলাস্যতা যুক্তা (৮২) ॥৫৮॥

---

(৮১) কৃষ্ণানুগামী, পীবরং পুষ্টং শৃঙ্গং প্রাধান্যং যস্য, অর্জ্জুনে পাণ্ডবে প্রীতিমান্, বৃষ্ণিতাং যাদবতাং ; পক্ষে বিশ্বম্ভরানুযায়ী গৌরানুগতঃ স্থূলবিষাণঃ ঘাসপ্রণয়ী বৃষ্ণিতাং গোত্বং ষণ্ডতামিতি যাবৎ ॥৫৭॥

(৮২) শস্তা প্রতিভা যেষাং, অপ্রতিকাশা অতুল্যাঃ ; পক্ষে ন সন্তি প্রতিকাশা ইতি চত্বারো বর্ণা যেষু তাদৃশাঃ শস্তপ্রতিভাকাঃ স্তভা শ্ছাগা ইতি গূঢ়ার্থঃ। ব্যাহারে উক্তৌ চলাস্যতা চঞ্চলমুখতা ন যুক্তা অথচ নব্যাহারে নূতনাহারে যুক্তা ॥৫৮॥

কন্যাযাত্রিগণ উত্তর করিলেন—বরযাত্রিসমূহ বিশ্বম্ভরানুযায়ী (কৃষ্ণানুগামী), পীবর শৃঙ্গ (অতিশয় প্রাধান্যযুক্ত) ও অর্জ্জুনপ্রণয়ী (তৃতীয়পাণ্ডব অর্জ্জুনের প্রতি প্রীতিমান্) সুতরাং ইঁহারা বৃষ্ণিভাব (যাদবগণের ভাব) ধারণ করিতেছেন।

শ্লেষপক্ষে—বরযাত্রিগণ বিশ্বম্ভরানুযায়ী (বিশ্বম্ভরের অনুগামী) পীবরশৃঙ্গ (স্থূলশৃঙ্গযুক্ত) অর্জ্জুনপ্রণয়ী (ঘাসে প্রীতিসম্পন্ন)। অতএব অহো! ইঁহারা বৃষ্ণিতা (গোত্ব, অর্থাৎ বৃষের ভাব) ধারণ করিতেছেন ॥৫৭॥

পুনরায় বরযাত্রিগণ বলিলেন—লোকে বলিয়াছে—কন্যাপক্ষীয়গণ অপ্রতিকাশ (অসামান্য) শস্তপ্রতিভাকা (প্রশস্তপ্রতিভাসম্পন্ন)। অতএব বাক্যালাপে তাহাদের চঞ্চল মুখ হওয়া উচিত নহে।

শ্লেষপক্ষে—কন্যাপক্ষীয়গণ অপ্রতিকাশ (নাই প্র, তি, কা ও শ এই চারিবর্ণ যাহাতে এবম্বিধ) শস্ত প্রতিভাকা অর্থাৎ স্তভা (ছাগ)। অতএব তাহাদের নূতন আহার বিষয়ে চঞ্চলমুখতা উপযুক্ত বটে ॥৫৮॥

কন্যাযাত্রিকা পুনঃ প্রোচুঃ—

জন্যা ললামযুক্তা ভবন্তি কবয়োঽবপোদয়কাঃ।
তস্মাদেষামুচিতা গমশাখাচারিতা সন্ততম্ (৮৩) ॥৫৯॥

তদেবং কন্যাপক্ষ-বরপক্ষেষু নর্ম্ম্যব্যাহার-সমরং রসমরন্দ-মত্ত
-তয়া (৮৪) কুর্ব্বাণেষু কন্যায়ান্যায়ানুসারেণাবরোধং নীতায়াং
তস্যা জনকো জনকো রামমিব গৌরং বরিতুমারেভে ॥৬০॥

---

(৮৩) জন্যা বরযাত্রিকাঃ বরস্য স্নিগ্ধা ইতি যাবৎ। ললামযুক্তা ভূষাযুক্তাঃ পক্ষে পুচ্ছযুক্তাঃ অবপোদয়কা নাস্তি বপা ছিদ্রং যত্র স উদয়ো যেষাম্ অথচ নাস্তি বো যত্র পস্য উদয়শ্চ যত্র তথাভূতাঃ কপয় ইত্যর্থঃ। আগমশাখাচারিতা বেদশাখাবিজ্ঞত্বম্, অথচ আগমশাখাচারিতা বৃক্ষশাখাচারিত্বং ॥৫৯॥

(৮৪) রস আনন্দ এব মরন্দো মধু তন্মত্ততয়া ॥৬০॥

কন্যাযাত্রিগণ পুনরায় বলিলেন—বরযাত্রিগণ ললামযুক্ত (ভূষণ-যুক্ত), অবপোদয়কা (বপার অর্থাৎ ছিদ্রের উদয়বিহীন অর্থাৎ নির্দ্দোষ) এবং কবি। অতএব ইহাদের সর্ব্বদা আগমশাখাচারিতা অর্থাৎ বেদশাখায় অভিজ্ঞতা সমুচিত।

শ্লেষপক্ষে—বরযাত্রিগণ ললামযুক্ত অর্থাৎ পুচ্ছযুক্ত, অবপোদয়কা অর্থাৎ বকারশূন্য ও পকারের উদয় যুক্ত কবি, অর্থাৎ কপি (বানর)। অতএব ইহাদের অগমশাখাচারিতা অর্থাৎ বৃক্ষশাখায় বিচরণ সমুচিত ॥৫৯॥

এই প্রকারে কন্যাপক্ষীয় ও বরপক্ষীয় ব্যক্তিগণ আনন্দমধুতে মত্ত হইয়া পরিহাসোক্তি-যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এদিকে রীতি অনুসারে কন্যাকে অন্তঃপুরে লওয়া হইলে রাজর্ষিজনক যেমন রামচন্দ্রকে বরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ কন্যার পিতা বল্লভাচার্য্য গৌরকে বরণ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥৬০॥

মনো মৃদু প্রেমরসেন যোগিনা-
মনন্তভোগো ঽপি যদীয়মাসনং।
সচেতন দত্তং কুশবিষ্টরাসনং
সমাদদে ভক্তিবশো মহাপ্রভুঃ ॥৬১॥

যস্মৈ দদে পাদ্যমহো পিতামহঃ
সমস্তদেবৈঃ পরিপূজিতোঽপ্যসৌ।
তস্মৈ দদে তৎ স ধরা-সুরোত্তম
স্তদীয়ভাগ্যং কতমো নহি স্তুতে ॥৬২॥

পাদ্যং সমাদায় যদাঽনিজন্নিজং (৮৫)
পদং মনুং (৮৬) তস্য সমুচ্চরন্ প্রভুঃ।
রাষ্ট্রং শ্রিয়াঽপূরি তদৈব তদ্ যতো
বচস্তদীয়ং ন মুধা কদাচন ॥৬৩॥

---

(৮৫) অনিজৎ প্রাক্ষালয়ৎ। (৮৬) মনুং মন্ত্রং যথা—"সবাং পাদমবনেনিজে অস্মিন্ রাষ্ট্রে শ্রিয়ং দধে" ইত্যেবং রূপম্ ॥৬২॥

যোগিগণের প্রেমরসে কোমল মন এবং অনন্ত নাগের দেহ যাহার আসন, সেই মহাপ্রভু ভক্তির বশ হইয়া বল্লভাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রদত্ত কুশ ও বিস্টরাসন গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥৬১॥

পিতামহ ব্রহ্মা সমস্ত দেবতাগণের পূজিত হইয়াও যাহাকে পাদ্য (পাদ-প্রক্ষালনার্থ জল) প্রদান করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণোত্তম বল্লভাচার্য্য আজ তাহাকে পাদ্য অর্পণ করিলেন। অতএব তাঁহার ভাগ্য কে না প্রশংসা করে ॥৬২॥

প্রভু পাদ্য গ্রহণ করিয়া যখন সেই পাদ্যের মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে নিজ পদ প্রক্ষালন করিতেছিলেন, তখনই তিনি সেই রাজ্য শ্রী (লক্ষ্মী সম্পত্তি) দ্বারাপূর্ণ করিয়াছিলেন। কেননা, তাঁহার বাক্য কখনও বৃথা হয় না ॥৬৩॥

চতুর্ম্মুখঃ পঞ্চমুখঃ সহস্রাননোঽপি যস্যাঙ্ঘ্রিযুগং নমন্তি।
ন তেন মূর্দ্ধ্না স যদর্পিতার্ঘ্যং জগ্রাহ তদ্ভাগ্যমহো বরীয়ঃ॥ ৬৪॥

আচম্যমস্তঃ সকলা ত্রিলোকী
দত্তে যমুদ্দিশ্য পরং ন সাক্ষাৎ।
স বল্লভাচার্য্যবরেণ দত্তং
তদাদদে হস্তমহো প্রসার্য্য॥ ৬৫॥

হুতং হবির্ভূমিসুরৈঃ কৃশানুনা
মুখেন ভুঙ্‌ক্তে ন পুনঃ স্বকেন যঃ।
স যেন দত্তং মধুপর্কমাধস
ন্নিজাননেনৈব স কেন নেড্যতে॥ ৬৬॥

চতুর্ম্মুখ, পঞ্চানন ও সহস্রবদন অনন্তও যাঁহার চরণযুগলে প্রণাম করিয়া থাকেন তিনি যাঁহার প্রদত্ত অর্ঘ্য নত মস্তকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, অহো! তাঁহার ভাগ্যই শ্রেষ্ঠ ॥৬৪॥

সমস্ত ত্রিভুবন যাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া আচমনীয় জল প্রদান করে, কিন্তু সাক্ষাতে দান করিতে পারে না; অহো! বল্লভাচার্য্যবরকর্ত্তৃক প্রদত্ত সেই আচমনীয় জল তিনি হস্ত প্রসারিত করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥৬৫॥

ব্রাহ্মণগণ-কর্ত্তৃক আহুতিরূপে প্রদত্ত ঘৃতকে যিনি অগ্নিমুখে ভোজন করেন কিন্তু নিজমুখে ভোজন করেন না। তিনি যাহার দত্ত মধুপর্ক নিজমুখেই ভক্ষণ করিয়াছিলেন, কে তাঁহার স্তব না করে? ॥৬৬॥

ততশ্চ বল্লভাচার্য্যঃ স্বদুহিতরমানায্য মাল্যচন্দনবসনমণ্ডন-প্রভৃতিভিঃ সাদরং পূজয়িত্বা বরং কন্যাবরয়োর্দক্ষিণ-করযোঃ সৌভাগ্যাহ্বয়ং পিষ্টগন্ধবস্তুচয়ং লিলেপ ॥ ৬৭ ॥

অথ কাচিল্ললনা সপতিতনয়াঽনতীত-নয়া (ক) নতীকৃতাননা গৌরস্য মুখং পশ্যন্ত্য-পশ্যন্ত্যতিহ্রিয়ং (৮৭) স্মিতং বিদধতী দধতী তস্যোত্তানদক্ষিণকরোপর্য্যধো-মুখং (৮৮) লক্ষ্ম্যা দক্ষিণকরং পবিত্রেণাবিত্রেণানন্দস্য (৮৯) ববন্ধ ॥৬৮॥

লক্ষ্ম্যাঃ করঃ শ্রীলমহাপ্রভোঃ করং
লাবণ্যভূম্নাতিভরাং পরাভবৎ।

(ক) ন অতীতোঽতিক্রান্তো নযো নীতির্যয়া, (৮৭) অতিহ্রিয়ং অপশ্যন্তী তনূকুর্ব্বতী (৮৮) অন্যোঽপি যং পরাভবতি তমধো বিধায় তস্যোপরি তিষ্ঠতি। (৮৯) আনন্দস্য রক্ষণসাধনেন দর্ভেন ।৬৮॥

অনন্তর বল্লভাচার্য্য নিজ কন্যাকে আনাইয়া, মাল্য চন্দন, বস্ত্র ও অলঙ্কারা-দির দ্বারা সাদরে বরের পূজা করিলেন এবং কন্যা ও বরের দক্ষিণ করে সৌভাগ্যজনক পিষ্ট গন্ধবস্তুসমূহ লেপন করিলেন ॥৬৭॥

অনন্তর কোনও এক নীতিশালিনী পতিপুত্রবতী রমণী নতবদনে অতিশয় লজ্জা হ্রাস করিয়া গৌরের মুখদর্শনপূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করতঃ তাঁহার উত্তান দক্ষিণ হস্তের উপর লক্ষ্মীর অধোমুখ দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া আনন্দ রক্ষণকারী পবিত্রের (কুশের) দ্বারা বন্ধন করিয়া দিলেন ॥৬৮॥

লক্ষ্মীর কর লাবণ্যাতিশয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর করকে অত্যন্ত পরাস্ত করিয়াছিল।

ততো বলেনামুমধো বিধায় স
　　　ধ্রুবং সমাক্রম্য চিরাদতিষ্ঠত ॥ ৬৯ ॥
অন্যোন্য-চেতোধনহারকৌ দ্বা-
　　　বন্যোন্যহস্তে পরিবন্ধনীয়ৌ।
ইমৌ যুবানাবিতি কিং বিচার্য্যা-
　　　বধ্নাৎ কুশৈঃ সা করপদ্ময়োস্তৌ ॥৭০॥

পরস্পর-স্পর্শ-সুখানুভূতিতঃ
　　　স্বিন্নৌ তদা তৌ মনসেদমূচতুঃ।
দানক্রিয়াহ্নেনেন বিলম্ব্য চেদিমং
　　　ক্রিয়েত ন স্তর্হি পরং সুখং ভবেৎ ॥ ৭১ ॥

ততশ্চ বল্লভ-নামধরো ধরাসুরবরো ধৃত-মণিস্বর্ণমণ্ডনাং পরিহিতরুচিরবসনাং

সেইজন্য লক্ষ্মীর কর বলপূর্ব্বক তাঁহার করকে অধোভাগে করিয়া অর্থাৎ নীচে ফেলিয়া তাহার উপরে আরোহণ করতঃ বহুক্ষণ অবস্থান করিয়াছিল ॥৬৯॥

"পরস্পরের চিত্তধন অপহরণকারী এই দুই যুবকযুবতিকে পরস্পরের হস্তে বন্ধন করা কর্ত্তব্য"—এইরূপ বিচার করিয়া কি সেই ললনা লক্ষ্মী ও বিশ্বম্ভর উভয়কে তাঁহাদের দুইটী করপদ্মে বন্ধন করিয়াছিলেন ॥৭০॥

তখন পরস্পরের স্পর্শসুখ অনুভব হেতু ঘর্ম্মযুক্ত হইয়া তাঁহারা পরস্পর মনে মনে এই কথা বলিয়াছিলেন—ইনি (বল্লভাচার্য্য) যদি বিলম্ব করিয়া সম্প্রদান কার্য্য করেন, তাহা হইলে আমাদের অত্যন্ত সুখ হয় ॥৭১॥

অনন্তর বল্লভনামধারী ব্রাহ্মণবর মণি ও স্বর্ণময় অলঙ্কারধারিণী সুন্দর-বসনপরিহিতা দুহিতা ও (মণিকাঞ্চনভূষণধারী রমণীয়বস্ত্রপরিহিত) জামাতাকে

স্বভ্যর্চ্য দুহিতরং তথা জামাতরং যথাশাস্ত্রবচনং বিধায় সঙ্কল্পরচনং তাং তস্মৈ দদে ॥ ৭২ ॥

আদৌ কন্যা সাপি লক্ষ্মী-স্বরূপা
স্থানং তীর্থং দানপাত্রং মুকুন্দঃ।
তৎ সৌভাগ্যং বল্লভাচার্য্যনাম্নো
ভূমীদেবস্যাস্তু কেনাধিগম্যম্ ॥ ৭৩ ॥

বিষ্ণোঃ প্রীতিং কাময়িত্বা জনা যে
কন্যাদানং কুর্ব্বতে তেষু তস্য

---

(৯০) কন্যাদানক্রিয়াতঃ ॥৭৪॥

সম্যক্ অর্চনা করিয়া শাস্ত্রবিধি অনুসারে সঙ্কল্প করিরা জামাতাকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন ॥ ৭২ ॥

প্রথমতঃ যিনি কন্যা তিনি লক্ষ্মী স্বরূপা, (নবদ্বীপ) স্থান তীর্থ অর্থাৎ গঙ্গাতীর, দানের পাত্র মুকুন্দ (মুক্তিদাতা বা প্রেমভক্তিদাতা কৃষ্ণ)। অতএব বল্লভাচার্যনামক ব্রাহ্মণের সৌভাগ্য কে জানিতে পারে ? ॥ ৭৩ ॥

যে সকল ব্যক্তি বিষ্ণুর প্রীতি কামনা করিয়া কন্যাদান করেন, তাঁহাদের উপর তাঁহার একমাত্র প্রীতি হইয়া থাকে। কিন্তু এই কন্যাদান-ক্রিয়া হইতে এই ব্রাহ্মণের উপর তাঁহার তদুপরি সুন্দরীকন্যাপ্রাপ্তিজনিত প্রীতিও উৎপন্ন হইল ॥ ৭৪ ॥

এতৈকব স্যাৎ প্রীতি রেতৎক্রিয়াভো (৯০)
জাতাস্মিংস্তু শ্রীলকন্যাপ্রিজাহপি ॥ ৭৪ ॥

ততশ্চ বসন-ভূষণ-গৃহোপকরণপ্রভৃতি-যৌতুকমতিশায়িতকৌতুকঃ সমর্প্য গৌরায় দক্ষিণাং বরায় সমর্পয়ামাস বল্লভনামা সঃ ॥ ৭৫ ॥

ততঃ কাচিন্নারী পতি-সুতবতী গৌরশশিনো
দিশং বামাং লক্ষ্মীং হসিতমুখমানীয় রভসাৎ।
তয়োর্বাসোদ্বন্দে তনুনি নবরাগে বিদধতী
মুদান্যোন্যং গ্রন্থিং হৃদয়-যুগলে কিং তমকরোৎ (৯১) ॥ ৭৬ ॥

তদেবং মিলিতৌ লক্ষ্মীশচীনন্দনাবানন্দনাবালোক্য যুবতি-ততয়োহতিতত

(৯১) তয়োর্হৃদয়দ্বন্দ্বমপি শূক্ষ্মং নবানুরাগঞ্চ তৎগ্রন্থিম্ ॥ ৭৫ ॥
(৯২) অতিততং অতিবিস্তৃতং যোগ্যং তৎকালোচিতং কুতূহলং যাসাং। (৯৩) বহুলং যথাস্তাত্তথা অবকীর্ণানি কুসুমানি যাভিঃ ॥ ৭৭ ॥

তদনন্তর বল্লভনামক সেই বিপ্র অতিশয় কৌতুকভরে বর গৌরকে বসন, ভূষণ, গৃহ-সামগ্রী প্রভৃতি (গৃহে ব্যবহার্য্য পালঙ্ক-শয্যা-কলসাদি) সমর্পণ করিয়া দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৭৫ ॥

অতঃপর পতিপুত্রবতী কোনও এক নারী হর্ষভরে হাস্যমুখে গৌরচন্দ্রের বাম দিকে লক্ষ্মীকে আনিয়া তাঁহাদের পরস্পরের সূক্ষ্ম নবরাগযুক্ত অর্থাৎ রক্তবর্ণ বস্ত্র যুগলে সানন্দে গ্রন্থি দিয়া তিনি কি তাঁহাদের পরস্পরের সূক্ষ্ম, নবানুরাগযুক্ত হৃদয়যুগলেও গ্রন্থি প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৭৬ ॥

এই প্রকারে আনন্দপ্রদ লক্ষ্মী ও শচীনন্দকে—মিলিত হইতে দেখিয়া

যোগ্য-কুতূহলা (৯২) বহুলাবকীর্ণ-কুসুমাঃ (৯৩) সুমাধুরীধুরীণা বাচো জগদুঃ— ॥ ৭৭ ॥

সখ্যো বিলোকয়ত কিং রতি-পঞ্চবাণৌ
কিম্বা শচী-সুরপতী কিমুমা-মহেশৌ।
কিম্বা বিদর্ভ-ধরণীশ-সুতা-মুকুন্দা—
বত্রাগতৌ সুখয়িতুং নয়নাবলী নঃ ॥ ৭৮ ॥

মাধুর্য্য-পীযূষ-পয়োধি মেতয়োঃ
প্রবিশ্য নো দৃক্ পৃথুরোম-সংহতিঃ।
মুদং ব্রজন্ত্যান্যপদার্থ-মাধুরী—
নদীং ন কাঞ্চিৎ প্রতিযাতু মীহতে ॥ ৭৯ ॥

বয়ং বিধেঃ শিল্প-পটুত্ব-সম্পদো
নির্ম্মঞ্ছনং যাম তথা করস্য চ।

যুবতিবৃন্দ তৎকালোচিত পরমকৌতুহলভরে প্রচুর পুষ্প বর্ষণ করিয়া অতিশয় মাধুরীযুক্ত উৎকৃষ্ট সুন্দর বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥ ৭৭ ॥

সখীগণ! অবলোকন কর; এ দুইজন কি রতি ও মদন, কিম্বা শচী ও ইন্দ্র অথবা পার্ব্বতী ও মহাদেব, কিংবা বিদর্ভরাজনন্দিনী রুক্মিণী ও কৃষ্ণ আমাদের নয়নে (সকলে) সুখ দিবার জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছেন? ॥ ৭৮ ॥

বিস্তৃত রোমরাজিযুক্ত আমাদের নেত্র এই দুইজনের মাধুর্য্যসুধাসমুদ্রে প্রবেশপূর্ব্বক আনন্দ লাভ করিয়া আর অন্য কোনও পদার্থের মাধুরী নদীতে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছে না ॥ ৭৯ ॥

যাভ্যামিমৌ দিব্য-যুবাবতংসকা—
বজীঘটৎ সর্ব্বদৃশাং সুখায় সঃ (৯৪) ॥ ৮০ ॥

বীক্ষধ্বমাল্য স্তনুকান্তিমেতয়োঃ
স্বপীততাং যাহরুণ—মপ্যলম্ভয়ৎ (৯৫)।
কথং তদেষাহরুণকান্তি-যোগতো
মালিন্যভাজাস্তু সমা হরিদ্রয়া ॥ ৮১ ॥

দ্বয়োঃ কচান্ পশ্যত যান্ বিলোকয়ং
স্ত্রপামবাপৎ খলু চামর-স্রজঃ।
ততঃ পরেণোর্দ্ধমুখী-কৃতোহপ্যসৌ
স্থাতুং ন শক্নোতি তথা কলামপি (৯৬) ॥ ৮২ ॥

---

৯৪) স বিধিঃ ॥ ৮০ ॥
(৯৫) অরুণমপি আরুণাযুক্তং বস্তু অপি। প্রকৃতে অরুণঃ সূর্য্যঃ ॥ ৮১ ॥
(৯৬) তথা কলামপি উর্দ্ধমুখতয়া অত্যল্পকাল মপি ॥ ৮২ ॥

সকলের নয়নের সুখ হেতু বিধি যে দুইটী বস্তু দ্বারা সুন্দর যুবক ও যুবতিগণের শিরোমণি এই যুগলকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, আমরা তাঁহার সেই শিল্পপটুতা-সম্পদ্ ও হস্তের নির্ম্মঞ্ছন (বালাই) যাই ॥ ৮০ ॥

হে আলিগণ! এই দুইজনের অঙ্গকান্তি নিরীক্ষণ কর; যদ্দ্বারা তাঁহারা অরুণবর্ণ বস্তুকেও আপনাদিগের পীতবর্ণ প্রাপ্ত করাইয়াছে। অতএব যে হরিদ্রা রক্তকান্তিযোগে মলিনতা প্রাপ্ত হয়, তাহার সহিত ইহাদের দেহকান্তি কিরূপে সমান হইতে পারে? ॥ ৮১ ॥

উভয়ের কেশকলাপ দর্শন কর—যাহা দেখিয়া চামর সমূহ সত্যই লজ্জা পাইয়াছে। সেই হেতু অপর কেহ চামরকে উর্দ্ধমুখ করিলেও, উহা ঐ প্রকার উর্দ্ধমুখে ক্ষণকাল মাত্রও থাকিতে পারে না ॥ ৮২ ॥

প্রত্যেকমেবালিজনা যদেতয়ো
মুখে নিতান্তং জয়তোঽজয়োর্দ্বয়ং (৯৭)।
ততো মিলিত্বাদ্য পরাভবং তয়ো
রিমে বিধত্তো যদিদং কিমদ্ভুতম্॥ ৮৩॥

বরস্য দৃক্‌কৈরবমালিবক্ত্রং
বিধুং বিলোক্যোল্লসতীতি যুক্তম্।
আল্যা দৃগিন্দীবরমাননেন্দুং
দৃষ্ট্বাস্য যৎ সঙ্কুচতীতি চিত্রম্॥ ৮৪॥

সুকোমলৌ মঞ্জুলতা-সমানা-(৯৮)
বিমৌ প্রিয়ালিঙ্গন-কর্ম্মযোগ্যৌ (ক)।

---

(৯৭) অজয়োঃ পদ্মচন্দ্রয়োঃ॥ ৮৩॥

সখীগণ! ইঁহাদের প্রত্যেকের মুখই যে অজদ্বয়কে অর্থাৎ পদ্ম ও চন্দ্রকে অত্যন্ত জয় করে, তাহাতে আজ দুইটী মুখ মিলিত হইয়া যে তাহাদিগের পরাজয় সাধন করিবে—ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ॥ ৮৩॥

সখীর বদন চন্দ্র দর্শন করিয়া বরের নয়ন কৈরব যে উল্লসিত হইতেছে, তাহা উপযুক্ত বটে। কিন্তু এই বরের মুখ বিধু দর্শন করিয়া সখীর নয়নরূপ নীলকমল যে সঙ্কুচিত হইতেছে—ইহা বিচিত্র॥ ৮৪॥

সখীগণ! দেখ—গৌর হরির এই বাহুদ্বয় যেমন সুকোমল, সৌন্দর্যে অতুলনীয় এবং প্রিয়াকে আলিঙ্গন করিবার যোগ্যরূপে শোভা পাইতেছে

বাহূ যথা গৌরহরের্বিভাত—
স্তথাস্মদালেরপি পশ্যতাল্য ঃ॥ ৮৫ ॥

পয়োধরাসঙ্গ-প্রশংসনীয়ং (৯৯)
কান্তাতিলোভ্যং (১০০) তনুরোমমঞ্জু।
গৌরস্য বক্ষো হরতে দৃশো নঃ
সখ্যাস্তু তত্তস্য দৃশৌ নিকামম্॥ ৮৬ ॥

যুক্তং শিবায়াঃ পরিপন্থিনীয়ং (১)
মধ্যেন তৎপত্রহরিং (২) পরাভূৎ।

---

(৯৮) মঞ্জুলতয়া অসমানৌ পক্ষে মঞ্জু যা লতা তৎসমৌ। (ক) প্রিয়া পক্ষে প্রিয়ঃ॥ ৮৫ ॥

(৯৯) স্তন-সংসর্গে প্রশংসনীয়ং, পক্ষে স্তন-সম্বন্ধেন প্রশস্তম্। (১০০) কান্তা কান্তশ্চ॥ ৮৬ ॥

(১) শিবায়াঃ দুর্গায়াঃ বৈরিণী প্রকৃতে সদৃশী, (২) তৎপত্রহরিং তস্যা বাহনং সিংহম্। (৩) মিত্রং প্রকৃতে সদৃশং. (৪) গিরিশস্তেতি দেহলীদীপ-ন্যায়েন পূর্বত্র পরত্র চ সম্বধ্যতে, (৫) তেন মধ্যেন॥ ৮৭ ॥

আমাদের সখীর বাহুদ্বয়ও সেই প্রকার সুকোমল, মনোরম লতাতুল্য এবং প্রিয়ের আলিঙ্গন কর্মে যোগ্যরূপে বিরাজ করিতেছে॥ ৮৫ ॥

স্তনের সংসর্গবিষয়ে প্রশংসনীয় কান্তার অতিশয় লোভনীয় এবং সূক্ষ্ম রোমাবলী দ্বারা মনোহর গৌরের বক্ষঃ আমাদের দৃষ্টি হরণ করিতেছে, পক্ষান্তরে স্তন সম্বন্ধে, প্রশংসনীয়, কান্তের অতি লোভনীয় ও সূক্ষ্মরোমরাজিতে মনোহর সখীর বক্ষও গৌরের নয়ন যুগল অত্যন্ত আকর্ষণ করিতেছে॥ ৮৬ ॥

আমাদের এই সখী দুর্গার পরিপন্থিনী (বৈরিণী পক্ষে সদৃশী) হইয়া কটিদেশ দ্বারা যে তাঁহার বাহন সিংহকে পরাজয় করিয়াছে তাহা উচিত বটে।

গৌরস্য মিত্রং (৩) গিরিশস্য (৪) বাদ্যং
তেনাভ্যভূদ্ (৫) যডডমরুং কিমেতৎ ॥ ৮৭ ॥

লক্ষ্ম্যারুযুগেন সদা চরন্ত্যা
বৈরীং কদল্যাঃ পরিমর্দ্দিকাভিঃ।
শুণ্ডাভিরস্যোরুযুগং বিতন্বন্
মৈত্রীং সুহৃৎকৃত্যামিব ব্যনক্তি ॥ ৮৮ ॥

অস্মদ্বয়স্যা চরণেন পদ্মিনীং (৬)
জিগায় যানেনচ চিত্ত-হারিণা।
পতিস্ত্বমুষ্যা বত তেন তেনচ
ব্যজেষ্ট ভদ্রং কমলং (৭) সখীজনাঃ ॥ ৮৯ ॥

---

(৬) পদ্মং হস্তিনীঞ্চ, (৭) ভদ্রং কমলং উত্তমং পদ্মং, পক্ষে কং ভদ্রং বৃষং অলং জিগায় ॥ ৮৯ ॥

কিন্তু গৌর মহাদেবের মিত্র (বন্ধু পক্ষে সদৃশ) হইয়া নিজ কটির দ্বারা যে তাঁহার বাদ্যযন্ত্র ডমরুকে পরাজিত করিয়াছে—ইহা কি প্রকার ? ॥ ৮৭ ॥

লক্ষ্মীর উরুযুগলের সহিত যে কদলী সর্ব্বদা শত্রুতা আচরণ করে, তাহার বিমর্দ্দনকারী শুণ্ড সকলের সহিত গৌরের উরুদ্বয় মিত্রতা করিয়া যেন সুহৃদের কার্য্যই ব্যক্ত করিতেছে ॥ ৮৮ ॥

হে সখীগণ ! আমাদের সখী মনোহর চরণ ও গমনের দ্বারা পদ্মিনীকে (পদ্মকে ও হস্তিনীকে) জয় করিয়াছে ; কিন্তু উহার পতি চরণ ও গমনের দ্বারা উত্তম কমলকে (পদ্মকে ও বৃষকে) অত্যধিক জয় করিয়াছে ॥ ৮৯ ॥

ইমাবুভৌ সংঘটয়ন্ পরস্পরং
বিধির্বিতস্তার নিজং যশঃ ক্ষিতৌ
অপূপুরচ্চাপ্যনয়োর্মনোরথং
ব্যধাচ্চ লোকস্য দৃশাং কৃতার্থতাম্ ॥ ৯০ ॥

তদেবং বরবধ্বৌ বর্ণয়িত্বা বিহিত-বিরামাসু রামাসু সভ্যেষু সমস্তেষ্বনয়োঃ সৌন্দর্য্যসুধাং সংপিবৎসু বনপ্রিয়-বিসর-বর্ণনীয়-বিরাবা (৮) বুদ্ধিবৈভব-বিগলিত বৃহস্পতয়ো বন্দিবর্গা বদন্তিস্ম ॥ ৯১ ॥

শ্রীমদ্বৃষাকপি-রুচিপ্রথিতাতিশোভা
নন্তামরাভিরুচিরা (৯) বুধশোভমানা (১০)।

(৮) কোকিল-বর্গ-স্তব্য-ধ্বনয়ঃ ॥ ৯১ ॥

বিধি ইহাদের উভয়কে পরস্পর মিলিত করিয়া জগতে নিজ যশঃ বিস্তার করিয়াছেন, ইহাদের মনোরথ পূর্ণ করিয়াছেন এবং লোকের নয়ন কৃতার্থ করিয়াছেন ॥ ৯০ ॥

এইরূপে বর ও বধূকে বর্ণন করিয়া রামাগণ বিরত হইলেন এবং সমস্ত সভ্যগণ তাঁহাদের উভয়ের সৌন্দর্য্য সুধা পান করিতে লাগিলেন। তখন কোকিল সমূহের ন্যায় প্রশংসনীয় কণ্ঠস্বরযুক্ত এবং বুদ্ধিবৈভবে বৃহস্পতিকে পরাজয়কারী বন্দিগণ বলিতে লাগিলেন ॥ ৯১ ॥

শ্রীমান্ কান্তিযুক্ত অগ্নি বা সূর্য্যের কান্তিতে. অত্যন্ত শোভাসম্পন্ন, অনন্ত অমরগণের দ্বারা অতি সুন্দর, চন্দ্রতনয় বুধের দ্বারা শোভমান, শচীপুত্র শ্রীমান্ জয়ন্তের দ্বারা অতিশয় মনোহর এবং ইন্দ্রবিরাজিত দেবসভা সুধর্ম্মা যেরূপ

শ্রীমচ্ছচীতনয়-(১১) মঞ্জুতমা সভেয়ং
প্রোদ্যদ্বৃষাঢ্য (১২) পরিভাতি যথা সুধর্ম্মা ॥ ৯২ ॥

অথবা—কবীনাং সন্দোহৈ রধিগতবতী চারিমভরং
সমুদ্যান্তীমেষাঽনধিকরুচিমেকেন কবিনা (১৩)।
দ্বিজেন্দ্রৈঃ সংবীতা জয়তি বত সংসৎসুরপতে-
র্দ্বিজেন্দ্রে (১৪) নৈকেনানিশমধিকৃতাং তামপি সভাম্ ॥ ৯৩ ॥

(৯) বৃষাকপিঃ শিবো বিষ্ণুর্বা, তত্র রুচ্যা ভক্ত্যা প্রথিতা অতিশোভা যেষাং তৈরনন্তামরৈ ভূর্মি দেবৈঃ রুচিরা—পক্ষে বৃষাকপে রুচ্যা কান্ত্যা প্রথিতাতিশোভা অনন্তৈরমরৈঃ অতিরুচিরা। (১০) বুধাঃ পণ্ডিতাঃ বুধঃ সোমতনয়ঃ, (১১) শচীতনয়ো গৌরো জয়ন্তশ্চ। (১২) বৃষো ধর্ম্মঃ বৃষা ইন্দ্রশ্চ ॥ ৯২ ॥

[১৩] কবিনা প্রকৃতে শুক্রেন, (১৪) দ্বিজেন্দ্রেন গরুড়েন চন্দ্রেন বা ॥ ৯৩ ॥

শোভা পায়, সেইরূপ শ্রীমান্ কৃষ্ণের প্রতি ভক্তিহেতু পরমশোভাযুক্ত, ব্রাহ্মণগণের দ্বারা অতি মনোহর, পণ্ডিতগণের দ্বারা শোভমান, শ্রীমান্ শচীতনয় বিশ্বম্ভরের দ্বারা অতি মনোজ্ঞ, পরমধর্ম্মময় এই সভা শোভা পাইতেছে ॥ ৯২ ॥

অথবা—এই সভা কবিগণের (পণ্ডিতগণের) দ্বারা শোভাতিশয় প্রাপ্ত হইয়া এবং অসংখ্য দ্বিজেন্দ্র (ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ) সকলের দ্বারা পরিবৃত হইয়া সর্ব্বদা একমাত্র কবি (শুক্রাচার্য্যের) দ্বারা অল্প শোভাপ্রাপ্ত এবং একমাত্র দ্বিজেন্দ্রের (গরুড়ের) দ্বারা অধিকৃত সুরপতি ইন্দ্রের সুধর্ম্মা নামক সেই সভাকেও জয় করিতেছে ॥ ৯৩ ॥

গুরুজয়িমতিখেলা জলনিধি-হেলাকর-দৃঢ়তরগাম্ভীর্য্যাঃ
প্রিয়নর্ম্মসু দক্ষা গুণিজনপক্ষাঃ কবি (১৫) সমবিদ্যাবীর্য্যাঃ।
বরবাঙ্‌মাধুর্য্যা সুরপতিপুর্য্যা বিস্ময়রস-বিস্তারাঃ
অস্মাসু দয়ন্তামিহ বিজয়ন্তাং সভ্যাঃ কুশলাধারাঃ ॥ ৯৪ ॥

শ্রুতিগীত-যথোচিত-ধর্ম্মপরে
ক্ষিতিদেবকুলে বিমলে প্রবরে।
নিজবংশ-সরোজ-ঘটা-মিহিরো
হজনি মিশ্র-পুরন্দর-নামধরঃ ॥ ৯৫ ॥

(১৫) কবিঃ শুক্রঃ ॥ ৯৪ ॥

এই সভাস্থিত কল্যাণাস্পদ সভ্যগণ আমাদের প্রতি দয়া করুন এবং এখানে বিজয় প্রাপ্ত হউন। তাঁহারা বুদ্ধিবিলাসে বৃহস্পতিকেও জয় করেন এবং দৃঢ়তর গাম্ভীর্য্যে সমুদ্রকেও অবজ্ঞা করেন। তাঁহারা প্রিয়নর্ম্ম (পরিহাস) বিষয়ে সুদক্ষ এবং গুণিজনের পক্ষভূত। তাঁহাদের বিদ্যার প্রভাব শুক্রাচার্য্য-সদৃশ এবং উৎকৃষ্ট-বাক্য মাধুর্য্যে তাঁহারা ইন্দ্রপুরীরও বিস্ময়রস বিস্তার করিতেছেন ॥ ৯৪ ॥

যথোচিত বেদোক্ত ধর্ম্মপরায়ণ নির্ম্মল ও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ কুলে নিজ বংশরূপ পদ্মসমূহের (প্রকাশে) সূর্য্যস্বরূপ মিশ্র পুরন্দর নামক বিপ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৯৫ ॥

অজয়ৎ খলু যো ধিষণং ধিষণা-
বলতঃ সুকৃতেন তু ধর্ম্মসুতম্।
তটিনী-রমণঞ্চ গভীরতয়া
করুণাভরতঃ শিবিভূমিপতিম্ ॥ ৯৬ ॥

ততঃ পুনঃ শচী-বরোদরাম্বুধি-কৃপাকরো
জগন্মনোম্বুজোৎকর-প্রকাশন-প্রভাকরঃ।
গভীরতা-ক্ষমাদয়ো দয়াদিসদ্‌গুণাশ্রয়ো
বিচিত্র-মাধুরীধরঃ ক্ষিতাবভূদয়ং বরঃ ॥ ৯৭ ॥

বিলোক্য যং পতী রতেঃ স্বতঃ বরং বিলজ্জতে
ত্ত্ব্যষদ্‌গুরুং মনোজ্ঞয়া জিগায় যঃ স্ববিদ্যয়া।
যদীয়-কীর্ত্তি গঙ্গয়া বৃতং জগৎ সরঙ্গয়া
তমেনমুক্ত্যগোচরং কথং বয়ং স্তুমো বরম্ ॥ ৯৮ ॥

যিনি বুদ্ধিবলে বৃহস্পতিকে, ধর্ম্মে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে, গাম্ভীর্য্যে সমুদ্রকে, করুণাতিশয্যে শিবিরাজকে জয় করিয়াছিলেন ॥ ৯৬ ॥

পুনরায় সেই মিশ্র পুরন্দর হইতে শচীদেবীর শ্রেষ্ঠ উদর জলধির সুধাংশুতুল্য, জগদ্বাসিজনের মনরূপ কমল সমূহের প্রকাশ বিষয়ে সূর্য্যস্বরূপ, গাম্ভীর্য্য, ক্ষমা. (দয়ার উদ্রেক) দয়া প্রভৃতি সদ্‌গুণের আশ্রয় এবং বিচিত্র মাধুরীযুক্ত এইবর পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছেন ॥ ৯৭ ॥

যে বরকে দেখিয়া রতিপতি মদন স্বতঃই লজ্জা পায়। যিনি নিজে মনোহর বিদ্যার দ্বারা দেবগুরু বৃহস্পতিকে জয় করিয়াছেন। যাহার বিলাস-

অস্মৈ দত্ত্বা স্বকন্যাং রুচিজিতকমলাং বল্লভাচার্য্য এষ
শ্রীশ্রীকণ্ঠায় দুর্গাং হিমধরণীধরং শ্রদ্ধয়া দত্তবন্তম্।
শ্রীমদ্রামায় সীতাং (১৬) জনক-নরপতিং দেবকীনন্দনায়
শ্রীমদ্ভামাঞ্চ সত্রাজিতমপি চ বিনান্যেন সাম্যং ন যাতি॥ ৯৯ ॥

তদেবং বন্দিনামাননান্নিঃসৃতং স্বস্বযশোমরন্দরসন্দর-সম্পীয়মান-জাত-মোদৌ তমোদৌর্বিধ্যহারকং (১৭) হার-কঞ্চুকোষ্ণীষ-বসনাভরণাদিকং তেভ্যঃ প্রত্যপাদয়তাং (১৮) সদয়তাং সন্দধানৌ জামাতৃ-শ্বশুরৌ ॥ ১০০ ॥

---

(১৬) সীতাং দত্তবন্তমিতি পূর্ব্বপদস্থানুসঙ্গঃ, এবং পরত্র ॥ ৯৯ ॥

(১৭) দুঃখদারিদ্র্য-নিবর্ত্তকং, (১৮) অদত্তাম্ ॥ ১০০ ॥

বতী কীর্ত্তিগঙ্গায় জগৎ আবৃত হইয়াছে, বচনের অগোচর এই সেই বরকে আমরা কিরূপে স্তব করিব ? ॥ ৯৮ ॥

ইঁহাকে কান্তিতে লক্ষ্মীবিজয়িনী নিজকন্যা দান করিয়া এই বল্লভাচার্য্য শ্রীমহাদেবকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দুর্গাপ্রদানকারী হিমাচল, শ্রীরামচন্দ্রকে সীতাপ্রদানকারী জনকরাজ এবং কৃষ্ণকে শ্রীমতী সত্যভামা অর্পণকারী সত্রাজিত ভিন্ন অন্যের সহিত তুলনা প্রাপ্ত হন না ॥ ৯৯ ॥

এই প্রকারে বন্দিগণের মুখ হইতে নির্গত নিজ নিজ যশোরূপ মকরন্দরস ঈষৎপান করিয়া জামাতা শ্বশুর আনন্দিত হইলেন এবং তাহাদের প্রতি সদয় হইয়া দুঃখ দারিদ্র্য নাশক হার কঞ্চুক (জামা) উষ্ণীষ (পাগড়ী) বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি তাহাদিগকে প্রদান করিলেন ॥ ১০০ ॥

ততো জামাতা মাতামহেন নিযুক্তো যথাবিধি সংস্থাপ্য বিভাবসু (১৯) মতিভাবসুমতি (২০) র্বধ্বা বাসসী পরিধাপয়ন্মনসেদং ললাপ ॥১০১ ॥

নেত্রে (২১) যদীমে প্রিয়য়াঙ্গসঙ্গং
দত্ত্বা করস্থে অপি মে গৃহীতে।
তদা মুখস্থে অপি মামকীনে
নেত্রে তথাবশ্যমিয়ং গ্রহীতা (২২) ॥ ১০২ ॥

সিন্দূররেখা কুড়বেন তস্যাঃ
সীমন্তমধ্যে প্রভুণা ন্যধায়ি।

---

(১৯) বিভাবসুমগ্নিম্। (২০) অতিভাবেন সুন্দরী মাতর্বস্ত সঃ। বধ্বা প্রযোজ্যয়া ॥ ১০১ ॥

(২১) নেত্রে বসনে, (২২) তথা অঙ্গসঙ্গং দত্ত্বা অবশ্যমিতি করস্থাভ্যাং মুখস্থয়োঃ নেত্রয়োঃ গৌরবযোগ্যত্বাৎ। গ্রহীতা সর্ব্বমিয়ং দর্শয়িষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ১০২ ॥

অনন্তর জামাতা মাতামহকর্ত্তৃক নিযুক্ত (প্রেরিত) হইয়া অতিশয় ভক্তিশুদ্ধ মনে যথাবিধি অগ্নি স্থাপন করিয়া বধূকে বসনদ্বয় পরিধান করাইতে করাইতে মনে মনে এইকথা বলিয়াছিলেন ॥১০১॥

প্রিয়া যে আমার করস্থিত এই নেত্র (বস্ত্র) দ্বয়কে অঙ্গসঙ্গ দিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তখন আমার মুখমণ্ডলস্থিত নেত্র (নয়ন) দ্বয়কেও অবশ্য ইনি সেইরূপে (অঙ্গসঙ্গ দিয়া) গ্রহণ করিবেন অর্থাৎ আমাকে সর্ব্বাঙ্গ দর্শন করাইবেন ॥ ১০২ ॥

মহেন্দ্রনীলোপল-পত্রিকায়াং
প্রবাল-সংজাত-শলাকিকেব ॥ ১০৩ ॥

স্থিরা ত্বমশ্মেব ভবেত্যমুং মনুং
যদাপঠদ্ গৌরহরি র্বিধিক্রমাৎ।
স্থৈর্য্যেণ ধিক্‌কারমিবাস্য (২৩) কুর্ব্বতী
তদা পদাশ্মানমুপাস্পৃশদ্ বধূঃ ॥ ১০৪ ॥

প্রদক্ষিণার্থং দহনস্য লক্ষ্মীঃ
পুরশ্চলন্তী প্রমদেন পত্যুঃ।
তদঙ্গ-সংস্পর্শ-সুখাভিলুব্ধা
মন্দামপি স্বাং গতিমীষ্যভিস্ম(২৪) ॥ ১০৫ ॥

---

(২৩) অস্য অশ্মনঃ ॥১০৪॥(২৪) ইতোঽপি যদি মন্দোঽভবিষ্যৎ তদা অস্য স্পর্শ সুখমলপ্স্যে ইতি ॥ ১০৫ ॥

প্রভু কুড়বের (পরিমাণ বিশেষের) দ্বারা তাঁহার সীমন্ত মধ্যে ইন্দ্রনীল-মণিময় পত্রে প্রবালজাত শলাকার ন্যায় সিন্দূর রেখা প্রদান করিয়াছিলেন ॥১০৩॥

যখন গৌরহরি বিধিপুর্ব্বক "স্থিরা ত্বমশ্মেব ভব" (অর্থাৎ তুমি প্রস্তরের ন্যায় স্থিরা হও) এই মন্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন, তখন বধূ যেন স্থৈর্য্যের দ্বারা প্রস্তরের ধিক্কার জন্মাইবার জন্য পদের দ্বারা প্রস্তর স্পর্শ করিয়াছিলেন ॥ ১০৪ ॥

লক্ষ্মী অগ্নি প্রদক্ষিণের নিমিত্ত আনন্দভরে পতির অগ্রে চলিতে চলিতে

জুহ্বত্যসৌ হুতবহে ঘৃতযুক্তলাজান্
দীর্ঘায়ুরস্তু পতিরেষ মমেত্যবাঞ্ছৎ।
তস্যা মনোরথমবেত্য বরোঽপ্যসৌ কিং
মন্ত্রং (২৫) তদর্থকমমুং সুখয়ন্ পপাঠ ॥ ১০৬ ॥

ততো নয়ন্ সপ্তপদীং বধূং বর
স্তদীয়মন্ত্রং প্রপপাঠ যর্হ্যসৌ।
"নয়ত্বসৌ ত্বা হরি" রিত্যনেকশ (২৬)
স্তটস্যেব তন্ত্রেন (২৭ তদাঽহসন্ সুরাঃ ॥ ১০৭ ॥

ততো ধ্রুবমরুন্ধতীমপি নিশাম্য (২৮) গৌরো বধূং
যথানিগম-শাসনং পরিসমাপ্য শেষক্রিয়াম্।

---

(২৫) মন্ত্রো যথা — ইয়ং নার্য্যুপব্রূতে অগ্নৌ লাজানাবপন্তী দীর্ঘায়ুরস্তু স পতিরিতি পতি-পাঠ্যো মন্ত্রঃ ॥ ১০৬ ॥

তাঁহার অঙ্গস্পর্শ সুখে অত্যন্ত লুব্ধা হইয়া নিজের মন্দগতির প্রতিও ঈর্ষা করিয়াছিলেন ॥ ১০৫ ॥

লক্ষ্মী বহ্নিতে ঘৃতযুক্ত লাজ (খই) আহুতি দিতে দিতে আমার এই পতি দীর্ঘায়ু হউন" এইরূপ বাঞ্ছা করিয়াছিলেন। তাঁহার মনোরথ জানিয়া বরও কি তাহাকে সুখ দিবার নিমিত্ত সেই প্রকার অর্থযুক্ত নন্ত্র (অর্থাৎ ইয়ং নার্য্যুপব্রূতে অগ্নৌ লাজান্ ইত্যাদি রূপ) পাঠ করিয়াছিলেন ॥ ১০৬ ॥

সমর্প্য বহুদক্ষিণাং গুরুজনায় (২৯) লক্ষ্ম্যা সমং
বধূ-নিকর-শোভিতং কুতুক-মন্দিরং প্রাবিশৎ ॥ ১০৮ ॥

ইতীত্যাদি শ্রীগৌরলীলামৃতে কৈশোরলীলা বর্ণনে লক্ষ্মী-
পরিণয়োৎসবো নাম
সপ্তদশ আস্বাদঃ

---

(২৬) তত্র কমিষে বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু ইত্যাদিরূপেণ সপ্ত বারান্ ।

(২৭) তত্বেন হরিত্বেন অহং নয়ামীত্যনুক্ত্বা বিষ্ণুর্নয়ত্বিত্যুক্তেঃ হাসঃ ॥

(২৮) দর্শয়িত্বা, (২৯) আচার্য্যায় ॥ ১০৮ ॥

ইতি সপ্তদশ আস্বাদঃ ॥

অনন্তর বর যখন বধূকে সপ্তপদ ভূমি পর্য্যন্ত লইবার জন্য সেই মন্ত্র (অর্থাৎ তত্র কমিষে বিষ্ণু স্ত্বানয়তু ইত্যাদি রূপ) অনেকবার পাঠ করিয়াছিলেন। তখন "হরি তোমাকে চালিত করুন" অনেকবার শুনিয়া সেই হরি স্বয়ং তিনিই ইহা জানিয়া দেবগণ হাস্য করিয়াছিলেন ॥ ১০৭ ॥

অনন্তর গৌর বেদ বিধি অনুসারে বধূকে ধ্রুব ও অরুন্ধতী দেখাইয়া অবশিষ্ট ক্রিয়া সমাপ্ত করিলেন এবং আচার্য্যকে বহু দক্ষিণা প্রদান পুর্ব্বক লক্ষ্মীর সঙ্গে বধূগণ শোভিত কৌতুক মন্দিরে (বাসর ঘরে) প্রবেশ করিলেন ॥ ১০৮ ॥

ইতি—শ্রীগৌরলীলামৃত-কৈশোর-লীলাবর্ণনে লক্ষ্মীর পরিণয়োৎসব নামক
সপ্তদশ আস্বাদঃ